পুরাণপ্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা ও বিষ্ণুর্থ-বৈদ্যনাথ
নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

প্রথম অংশ।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শীমলা-কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৬৮ নং ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
মুদ্রিত।

সন ১২৭৬।

বিজ্ঞাপন।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল। আমাদের গ্রাহক সংখ্যা যদিও চারিশত পূর্ণ হয় নাই, তথাচ ইহা একটী সামান্য সন্তোষের বিষয় নহে যে, যে সকল কৃতবিদ্য মহাত্মা বা সাধারণ মনুষ্য এই বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো মুখে ইহার অনুবাদ বিষয়ে, ভাষা বিষয়ে, সংশোধন বিষয়ে বা মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে কিছুমাত্র নিন্দাবাদ শুনিতে পাই নাই, বরঞ্চ কেহ কেহ আমাদের প্রত্যাশাতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ, প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কোন সংবাদ পত্রেই ইহার দোষ উল্লেখ করিতে দেখি নাই। পরন্তু দুই এক ব্যক্তির মুখে ইহার দুইটী দোষ শুনিয়াছি। সেই দুইটী দোষও অপ্রকৃত নহে। একটী দোষ এই যে, ইহার প্রত্যেক খণ্ড অনেক বিলম্বে প্রকাশ হইতেছে। দ্বিতীয় দোষ এই যে, প্রকাশ হইলেও সকল গ্রাহক যথাসময়ে প্রাপ্ত হন নাই। এবিষয়ে গ্রাহকগণের নিকট আমরা অপরাধী আছি। যাহা হউক, অতঃপর উক্ত দুই দোষ সংশোধনে এবং অন্যান্য বিষয়েরও উৎকর্ষ সাধনে আমরা যথাসাধ্য যত্নবান্ হইলাম। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভৃতি কোন কোন কৃতবিদ্য মহাত্মা বলেন যে, বিষ্ণুপুরাণের সংস্কৃত অংশ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে

আরো বিশেষ উপকার হইত, পরন্তু এবিষয়ে আমাদের সঙ্কল্প আছে যে, যদি নির্ব্বিঘ্নে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুরাণান্তর আরম্ভের সময় মুলে দেবনাগর অক্ষর দিবার চেষ্টা করিব ইতি।

১ লা আষাঢ়
বঙ্গাব্দ ১২৭৬
কলিকাতা

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক
প্রকাশক।



নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।



দ্বিতীয় অংশ।

১ অধ্যায়।

২ অধ্যায়।

৩ অধ্যায়।

৪ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়।

৬ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়।

৮ অধ্যায়।

৯ অধ্যায়।

১০ অধ্যায়।

১১ অধ্যায়।

১২ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায়।

দ্বিতীয় অংশ নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া জনসমাজে প্রথিত আছে। সমুদায় পুরাণ যদিও বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত না হইয়া থাকে, তথাপি বিষ্ণুপুরাণ যে তৎকৃত, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি বেদব্যাস যে কোন্ সময় জীবিত থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা নিরূপণ করা অতীব দুরূহ। কেহ কেহ দুই সহস্র বৎসর, কেহ কেহ আড়াই সহস্র বৎসর, কেহ কেহ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ও বেদব্যাসের জীবনাবস্থা অনুমান করেন। আমরা যে সমুদায় প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসময়ে বেদব্যাস জীবিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশ্মীরাধিপতি গোনর্দ্দের সময় অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা উৎপন্ন হন *। এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। এ উভয়ের অন্তর করিলে ৪৩১৬ বৎসর হয়। ইহাই যুধিষ্ঠিরাদির উৎপত্তি সময়। অর্থাৎ ৪৩১৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহমিহির বরাহসংহিতা নামে স্বকৃত জ্যোতিগ্রর্ন্থে এবং মহাকবি কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক জ্যোতিগ্রর্ন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকালে প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ †। রাজতরঙ্গিণীর কালসংখ্যায় ও বরাহ মিহিরের গণনায় এক শত

* "শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী।

† "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককাল স্তস্য রাজ্যস্য॥"
বরাহসংহিতা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ও রাজতরঙ্গিণী।

কএক বৎসর অনৈক্য হইতেছে। কি কারণে এরূপ ইতর বিশেষ হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয়, রাজতরঙ্গিণীর গণনা যুধিষ্ঠিরের জন্ম অবধি, ও বরাহ মিহিরের গণনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণ অবধি হওয়াতে এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন সময়ে যে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন ও ঐ সময়ে যে মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহার প্রতি হিন্দুমাত্রেরই সবিশেষ ভক্তি আছে। বিশেষত ইহা পাঠ করিলে আর্য্য জাতির অতি প্রাচীন কালের রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস সমুদায় স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারা যায়। ইহার প্রথম অংশে অতি প্রাচীন সাংখ্য দর্শনের মত সুন্দর রূপে প্রকাশিত আছে। এই বিষ্ণুপুরাণ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে আমরা অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম। অবিকল অনুবাদ করিতে হইলে ভাষার লালিত্য রাখা সাতিশয় সুকঠিন, পরন্তু আমরা যতদূর সাধ্য, ভাষা সরল ও সুললিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, ফলে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, বলিতে পারি না। প্রথম অংশের সৃষ্টি প্রক্রিয়া এরূপ দুরূহ যে, সাংখ্য দর্শনে কৃতবিদ্য না হইলে ঐ সকল স্থলের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা অনুবাদ স্থলে ঐ সকল দুরূহতা অপনয়নে যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়াছি এবং নিতান্ত আবশ্যক মতে নিম্নে বাঙ্গালার টীকা করিয়া সাংখ্য দর্শনের মত প্রকাশ করিয়াছি।

প্রথমতঃ আমাদের ইহার টীকা প্রকাশে অভিপ্রায় ছিল না, পরে গ্রাহকদিগের আগ্রহ দেখিয়া প্রত্যেক খণ্ডের শেষে শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা যৎসামান্য জ্ঞান ও যৎসামান্য ধন লইয়া যেরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে যে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এরূপ প্রত্যাশা করি না; পরন্তু কৃতবিদ্য মহাশয়েরা ইহা একবার পাঠ করিলেই উপকৃতম্মন্য হইব ইতি।

১৫ই শ্রাবণ
বঙ্গাব্দ ১২৭৫

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক
গ্রন্থপ্রকাশক।

ভক্তিভাজন পরমারাধ্য

৺বৈদ্যনাথ বসাক পিতৃঠাকুর

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

সাষ্টাঙ্গপাত-প্রণিপাত-পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

পিতঃ !

এক্ষণে আপনি আমাদিগকে অপার শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার কথা দূরে থাক্, যাঁহারা আপনার সহিত একবারমাত্র আলাপ করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা গুণবান্ ও বিদ্বান্, তাঁহারাও আপনকার লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় গুণে এরূপ বদ্ধ ছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত কেহই ভবদীয় বিরহজনিত শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য অনেকেই আমাকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন যে, আপনকার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন রাখা আবশ্যক।

স্মরণচিহ্ন অনেকে অনেক প্রকারে রাখিয়া থাকেন। কেহ কেহ মন্দির, দেবালয়, রাস্তা, ঘাটপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করেন, কেহ বা অতিথিশালা স্থাপন করিয়া লোক-সমাজে যশোভাজন হন, কেহ কেহ সমাধিমন্দিরে বা কীর্ত্তিস্তম্ভে অক্ষয় প্রস্তরোপরি নাম ও কার্য্য অঙ্কিত করিয়া রাখেন। মহাত্মা বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ বেথুন সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে এবং মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটী হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের উদ্যোগ

হইতেছে; বস্তুতঃ বিবেচনা করিতে হইলে মন্দির, পুষ্করিণী, ঘাট প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই কিছু দিনের জন্য। এই ভারতবর্ষে কত শত হিন্দু রাজা, নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কত শত দেবালয়, কত শত ঘাট, কত শত দীর্ঘিকা, কত শত মহাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অধুনা তৎসমুদায়ের চিহ্নমাত্র নাই।

অনন্তর কিরূপে আপনকার নাম চিরস্মরণীয় করি, তদ্বিষয়ে চিন্তা-পরায়ণ হইলাম। পরিশেষে কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের পরামর্শে স্থির করিলাম যে, মহর্ষি-প্রণীত যে সকল অতিপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইতেছে, তৎসমুদায় অনুবাদ সমেত ক্রমশঃ মাসে মাসে প্রচার করিয়া আপনাকে উৎসর্গ করি, তাহা হইলে সেই সেই গ্রন্থের সহিত আপনকার নামও দিগন্তব্যাপী ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে। বিশেষতঃ যে বিষয়ে আপনকার সমধিক প্রীতি ছিল, আপনকার ধন সেই বিষয়েই ব্যয় করিয়া আপনকার কীর্ত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। আপনি সর্ব্বদা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, নানা দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, সংস্কৃত পুস্তক পাইলেই ক্রয় করিয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে রাখিতেন, পণ্ডিতগণের সহিত নিয়ত সংস্কৃত আলোচনা করিতেন। এক্ষণে আমি আপনকার প্রীতির উদ্দেশে ও স্মরণার্থচিহ্ন রাখিবার জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয় সহকারে এই বিষ্ণুপুরাণ উৎসর্গ করিলাম এবং আপনকার নামে ইহার অনুবাদের 'বিষ্ণ্বর্থ বৈদ্যনাথ' এই নামকরণ হইল ইতি।

১৫ই শ্রাবণ }
সন ১২৭৫। }

ভবদেক-ভক্ত
শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক।

বিষ্ণুপুরাণ।



প্রথম অংশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ! নমস্তে বিশ্বভাবন!।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ! মহাপুরুষপূর্ব্বজ! ॥ ১ ॥

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মি-সৃষ্টি-স্থিতি-কাল-সংলয়ঃ।
প্রধান-বুদ্ধ্যাদি-জগৎপ্রপঞ্চ-সূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥ ২ ॥

ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ; হে বিশ্বভাবন! * তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! † তুমি মহাপুরুষ ও সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বতঃপ্রকাশ, তোমাকে নমস্কার।১ যিনি সৎস্বরূপ নিত্য; যিনি অব্যয় নির্ব্বিকার ব্রহ্ম; যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ; যিনি (সাঙ্খ্যমতে) চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ ও যাঁহাতে সত্ত্ব রজ ও তমো গুণের ক্ষোভজনিত সৃষ্টি

---

* জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

† ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু। তথাচ শ্রুতিঃ "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ"।

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্॥ ৩॥
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াত্মজম্॥ ৪॥

স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইতেছে; * যিনি প্রকৃতিদ্বারা মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চীকৃত ভূতাদি রূপ জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা; সেই বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদিগকে উত্তম বুদ্ধি, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য † ও মুক্তি প্রদান করুন।[২] চরাচর জগতের ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয় সহকারে প্রণিপাত পুরঃসর ব্রহ্মা ঋভু দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টির প্রধান জীবগণকে ও গুরু কপিলকে নমস্কার করিয়া বেদতুল্য পুরাণ ‡ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।[৩] পুরাণ ও ইতিহাসজ্ঞ, বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র,

---

* সাঙ্খ্যেরা বলেন, অচেতন প্রকৃতির গুণত্রয়ে অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তমো গুণে জগতের সৃষ্টি হয়। চেতন পুরুষ নির্লিপ্ত হইলেও প্রকৃতির সংসর্গে তাহাতে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইয়া থাকে। তথাচ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ইতি "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ" ইতি চ সাঙ্খ্যাঃ।

† যোগীরা যোগসিদ্ধি হইলে অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যের ফল এই যে, অণিমা দ্বারা পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র হইতে ও প্রস্তরেও প্রবেশ করিতে পারা যায়। লঘিমা দ্বারা সূর্য্য-কিরণ ধরিয়াও সূর্য্যলোকে যাওয়া যাইতে পারে। প্রাপ্তি প্রাপ্ত হইলে অঙ্গুলি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলও স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি।

‡ পুরাণ শব্দে, সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত এই পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট মহর্ষিপ্রণীত প্রবন্ধ অভিহিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে সর্গ ও প্রতিসর্গ, দ্বিতীয়াংশে প্রসঙ্গাগত ভূগোল ও জ্যোতিশ্চক্র। তৃতীয়াংশে মন্বন্তর। চতুর্থাংশে বংশকীর্ত্তন। পঞ্চমাংশে বংশানুচরিত। ষষ্ঠাংশে বৈরাগ্যোপযোগী প্রলয়াদি বলিয়া আত্যন্তিক প্রলয়রূপ মোক্ষ কথিত হইয়াছে

পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥
ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো! ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্॥ ৬ ॥
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ! মামন্যে নাকৃতশ্রমম্।
বক্ষ্যন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রায়শো যেঽপি বিদ্বিষঃ॥ ৭ ॥
সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ! শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব, ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ! ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥
যন্ময়ঞ্চ জগৎ ব্রহ্মন্! যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীত্তথা যত্র, লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ ৯ ॥
যৎপ্রমাণানি ভূতানি, দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
সমুদ্রপর্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ ॥ ১০ ॥

জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞ, বশিষ্ঠনন্দন শক্তির তনয় ৪ মহামুনি পরাশর প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়াছেন, এমত সময়, মৈত্রেয় দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক পাদবন্দনাদি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,৫ গুরো! আমি আপনকার নিকট সমস্ত বেদ, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদাঙ্গ যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়াছি।৬ মহর্ষে! আপনকার প্রসাদে অন্যান্য কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা, এমন কি, যাঁহারা শত্রুপক্ষ, তাঁহারাও প্রায় সকলেই আমাকে সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন।৭ হে ধর্ম্মজ্ঞ! জগৎ যে রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ও পুনর্ব্বার যে রূপে পরিণত হইবে, তাহা আমি এক্ষণে আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।৮ ব্রহ্মন্! এই চরাচর জগৎ কিরূপ উপাদান কারণে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পূর্ব্বে কোথায় লীন ছিল, কোথায়ই বা পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হইবে?৯ ভূতের পরিমাণ কত? দেবাদির উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে? সমুদ্র পর্ব্বত ও ভূমণ্ডলের সংস্থান কিরূপ? ১০

সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসত্তম!।
দেবাদীনাং তথা বংশান্, মনূন্, মন্বন্তরাণি চ ॥ ১১ ॥
কল্পান্, কল্পবিকল্পাংশ্চ চতুর্যুগ-বিকল্পিতান্।
কল্পান্তস্য স্বরূপঞ্চ, যুগধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১২ ॥
দেবর্ষিপার্থিবানাঞ্চ চরিতং যন্মহামুনে!।
বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ব্যাসকর্ত্তৃকম্ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং ত্বত্তো বাসিষ্ঠনন্দন! ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মন্! প্রসাদপ্রবণং কুরুষ্ব ময়ি মানসম্।
যেনাহমেতজ্জানীয়াং ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে! ॥ ১৫ ॥

পরাশর উবাচ।

সাধু মৈত্রেয়! ধর্ম্মজ্ঞ! স্মারিতোঽস্মি পুরাতনম্।
পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বসিষ্ঠো যদুবাচ হ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষে! সূর্য্যাদির সংস্থান কিরূপ ও পরিমাণ কত? দেবাদির বংশে কে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? মনু ও মন্বন্তর কত ও কিরূপ?[১১] মহাকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ, চতুর্যুগে বিভক্ত বিকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবস; কল্পান্তের স্বরূপ, সমস্ত যুগধর্ম্ম, এতৎ সমুদায়ের বিবরণ কি?[১২] মহর্ষে! দেবর্ষি ও রাজগণের বিবরণ ও চরিত কিরূপ? বেদব্যাস কিরূপ শাখায় যথাযথ বেদ বিভাগ করিয়াছেন?[১৩] ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের এবং আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম কি? হে বশিষ্ঠনন্দন! এ সমুদায় আমি আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি।[১৪] ব্রহ্মন্! আপনকার মন আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণ করুন; অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন, হে মহর্ষে! তাহা হইলে আপনকার প্রসাদে আমি উক্ত সমুদায় অবগত হইতে পারিব।[১৫]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও তুমিই সাধু। পূর্ব্ব কালে

বিশ্বামিত্র-প্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়া।
শ্রুতস্তাতস্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াসীন্মমাতুলঃ ॥ ১৭ ॥
ততোঽহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্।
ভস্মীকৃতাশ্চ শতশস্তস্মিন্ সত্রে নিশাচরাঃ ॥ ১৮ ।
ততঃ সংক্ষীয়মাণেষু তেষু রক্ষঃস্বশেষতঃ।
মামুবাচ মহাভাগো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥ ১৯ ॥
অলমত্যন্তকোপেন, তাত! মন্যুমিমং জহি।
রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা ॥ ২০ ॥
মূঢ়ানামেব ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কুতঃ?।
হন্যতে তাত! কঃ কেন, যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥২১॥
সঞ্চিতস্যাপি মহতো বৎস! ক্লেশেন মানবৈঃ।
যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বহু কালের কথা তুমি অদ্য আমাকে স্মরণ করিয়া দিলে।[১৬] মৈত্রেয়! যখন আমি শুনিলাম, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত রাক্ষস আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, তখন আমার অপরিসীম ক্রোধ উদিত হইল।[১৭] অনন্তর আমি রাক্ষসগণের সংহারের নিমিত্ত যাগ আরম্ভ করিলাম। সেই যজ্ঞে শত শত নিশাচর ভস্মীকৃত হইতে লাগিল।[১৮] তখন রাক্ষসগণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মৎপিতামহ মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে কহিলেন,[১৯] বৎস! অত্যন্ত ক্রোধ করিও না, মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। রাক্ষসেরা তোমার পিতার প্রতি তাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা অপরাধী নহে।[২০] মূঢ় ব্যক্তিরাই এরূপ ক্রোধের বশীভূত হয়, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখন ক্রোধান্ধ হন না। বৎস! কে কাহাকে বধ করিতে পারে? কারণ সকলেই পূর্ব্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করিয়া থাকে।[২১] বৎস! মানবগণ বহু ক্লেশে যে অসামান্য যশ ও

সর্গাপবর্গ-ব্যাসেধ-কারণং পরমর্ষয়ঃ।
বর্জ্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত! মা তদ্বশো ভব ॥ ২৩ ॥
অলং নিশাচরৈর্দগ্ধৈর্দীনৈরনপকারিভিঃ।
সত্রং তে বিরমত্বেতৎ, ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ২৪ ॥
এবংতাতেন তেনাহমনুনীতো মহাত্মনা।
উপসংহৃতবান্ সত্রং সদ্যস্তদ্বাক্যগৌরবাৎ ॥ ২৫ ॥
ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সংপ্রাপ্তশ্চ তদা তত্র পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ২৬ ॥
পিতামহেন দত্তার্ঘ্যঃ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ।
মামুবাচ মহাভাগো মৈত্রেয়! পুলহাগ্রজঃ ॥ ২৭ ॥
বৈরে মহতি যদ্বাক্যাদ্গুরোরস্যাশ্রিতা ক্ষমা।
ত্বয়া, তস্মাৎ সমস্তানি ভবান্ শাস্ত্রাণি বেৎস্যতি।২৮।

তপস্যা সঞ্চয় করে, ক্রোধ তাহা অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস করিয়া ফেলে।[২২] ক্রোধ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধ, সুতরাং মহর্ষিরা সর্ব্বদা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব বৎস! সেই ক্রোধের বশীভূত হইও না।[২৩] অনপকারী দীন নিশাচরদিগকে দগ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই যজ্ঞ হইতে বিরত হও, কারণ ক্ষমাই সাধুদিগের প্রধান গুণ।[২৪]

আমি মহাত্মা পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুনীত হইয়া তাঁহার বাক্যানুরোধে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ উপসংহার করিলাম।[২৫] তাহাতে মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রীত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[২৬] পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সেই মহাত্মা পুলহাগ্রজ পুলস্ত্য আমাকে কহিলেন,[২৭] এই ঘোর বিদ্বেষভাব সত্ত্বেও যে তুমি গুরুর বাক্যানুসারে ক্ষমা অবলম্বন করিলে, সেই কারণে তুমি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ হইবে।[২৮]

সন্ততে র্ন মম চ্ছেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ।
ত্বয়া তস্মান্মহাভাগ! দদাম্যন্যং মহাবরং ॥ ২৯ ॥
পুরাণসংহিতাকর্ত্তা ভবান্ বৎস! ভবিষ্যতি।
দেবতাপরমার্থঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যতে ভবান্॥ ৩০ ॥
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্ম্মণ্যস্তমলা মতিঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধা তব বৎস! ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
ততশ্চ ভগবান্ প্রাহ বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ।
পুলস্ত্যেন যদুক্তং তে সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
ইতি পূর্ব্বং বসিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা।
যদুক্তং, তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎপ্রশ্নাদখিলং মম ॥৩৩॥
সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয়! পরিপৃচ্ছতে।
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্॥ ৩৪ ॥

মহাত্মন্! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও যে আমার বংশলোপ কর নাই, সেই কারণে আমি তোমাকে আর একটী বর প্রদান করিতেছি, [২৯] বৎস! তুমি পুরাণ ও সংহিতা কর্ত্তা হইবে, এবং আনুপূর্ব্বিক দেবতাদিগের তত্ত্ব তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না। [৩০] বৎস! আমার প্রসাদে অতীত বর্ত্তমান সমুদায় বিষয়েতেই তোমার বুদ্ধি অসন্দিগ্ধ নির্ম্মল ও অপ্রতিহত হইবে। [৩১] অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিলেন, পুলস্ত্য তোমাকে যাহা যাহা বলিতেছেন, তৎ সমস্তই ঘটিবে। [৩২]

বৎস মৈত্রেয়! পূর্ব্বে ধীমান্ বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য এইরূপে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার প্রশ্নে আমার তৎসমুদায় স্মরণ হইল। [৩৩] তুমি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করাতে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় পুরাণসংহিতা তোমার নিকট উত্তম রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। [৩৪]

বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং, জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযম-কর্ত্তাহসৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে প্রথমোহধ্যায়ঃ। ১।

বিষ্ণু আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রলয় কালে তাঁহাতেই লীন ছিল, তিনিই ইহার পালক ও সংহর্ত্তা, তিনিই এই জগতের উপাদান কারণ *॥৩৫

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ইহাদ্বারা সংক্ষেপে পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। জগৎ কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কি রূপে পরিণত হইবে, ইহার উপাদান কারণ কি, ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্বে কোথায় লীন ছিল, কোথাই বা পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হইবে, ভূতের পরিমাণ কত, দেবাদির উৎপত্তি কি রূপে হইয়াছে। পূর্ব্বকৃত এই অষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে, সমুদ্র পর্ব্বত পৃথিবী এবং সূর্য্যাদির সংস্থান কিরূপ ও পরিমাণ কত এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর আছে। দেবাদির বংশে কে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মনু ও মন্বন্তর কত ও কি রূপ, বেদব্যাস কর্ত্তৃক কি রূপ শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের ও আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম কি, তৃতীয়াংশে এই ছয় প্রশ্নের উত্তর আছে। চতুর্থাংশে দেবর্ষি ও রাজগণের চরিতবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ও তাঁহাদের বংশবিস্তার কথন আছে এবং তৎপ্রসঙ্গেই ভূভার হরণার্থ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত পঞ্চমাংশে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকল্প কি, বিকল্প কি, কল্পান্তের স্বরূপ কি এবং সমুদায় যুগধর্ম্ম কি, ইহার উত্তর ষষ্ঠাংশে দেওয়া হইয়াছে। মৈত্রেয় যে কএকটী প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তরেই গ্রন্থ সমাপ্তি হয়।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরাশর উবাচ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে। ১।
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে। ২।
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে। ৩।
স্বর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে। ৪।
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্। ৫।
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্। ৬।

পরাশর কহিলেন। যিনি নিত্য নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বদা একরূপ, যিনি সকলের ঈশ্বর বিষ্ণু।[১] যিনি হিরণ্যগর্ভ রূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও শঙ্কররূপে সমুদায় সংহার করেন, সেই ভক্তের ত্রাণকর্ত্তা (ভক্তবৎসল) বাসুদেবকে নমস্কার।[২] যিনি কারণরূপে এক ও কার্য্যরূপে অনেকস্বরূপ, যিনি স্থূল অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতাদি ও সূক্ষ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, যিনি কারণরূপে অব্যক্ত ও কার্য্যরূপে ব্যক্ত, সেই মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে নমস্কার।[৩] যিনি জগন্ময় ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের মূলকারণ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।[৪] যিনি অণু হইতেও অণু অথচ সমুদায় বিশ্বের আধার; সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম অচ্যুতকে প্রণাম করি।[৫] যিনি অত্যন্ত নির্ম্মল ও পরমার্থ জ্ঞানস্বরূপ, যিনি জীবগণের ভ্রান্তি-

বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্।
প্রণম্য জগতামীশমজমক্ষরমব্যয়ম্। ৭।
কথয়ামি যথা পূর্ব্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানব্জযোনিঃ পিতামহঃ॥
তৈশ্চোক্তং পুরুকুৎসায় ভূভুজে নর্ম্মদাতটে।
সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ। ৮।
পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপবর্ণাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জ্জিতঃ। ৯।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্। ১০।
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।

দৃষ্টিতে দৃশ্যবৎ প্রতীয়মান হন।[৬] যিনি ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, যিনি অজ অব্যয় নির্ব্বিকার ও জগতের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া।[৭] পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রভৃতি মহর্ষিগণ পদ্মযোনি ভগবান্ পিতামহের নিকট প্রশ্ন করাতে তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন এবং উক্ত মহর্ষিরাও নর্ম্মদা নদী তীরে পুরুকুৎস রাজার নিকট তাহা যে প্রকার ব্যক্ত করেন; পরে পুরুকুৎসও তাহা সারস্বতের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন; পশ্চাৎ আমিও তৎসমুদায় সারস্বতের মুখে যেপ্রকার শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সেই সমুদায় বলিতেছি।[৮]

যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরমাত্মা, যিনি আপনাতেই আপনি অবস্থান করিতেছেন, জাতিগুণাদি দ্বারা যাঁহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; সুতরাং যিনি বিশেষণ রহিত,[৯] যাঁহার উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, পরিণাম নাই, ক্ষয় নাই ও বিনাশ নাই। যাঁহার বিষয়ে কেবল সদা অস্তি এই বাক্যমাত্র বলিতে পারা যায়।[১০] তিনি

ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে। ১১।
তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্। ১২।
তদেতৎ সর্ব্বমেবাসীদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথাপুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্। ১৩।
পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমংদ্বিজ!।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথাপরম্। ১৪।
প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাংপরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্। ১৫।
প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালাস্তু প্রবিভাগশঃ।

এই জগতের সকল স্থানে সকল বস্তুতেই বাস করেন, এই নিমিত্ত সুধীগণ তাঁহাকে বাসুদেব * বলিয়া থাকেন।[১১] তিনি অজ অক্ষয় অব্যয় নিত্য পরম ব্রহ্ম। তিনি অদ্বিতীয়স্বরূপ এবং অবিদ্যাভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা নির্ম্মল।[১২] তিনিই এই সমুদায় প্রপঞ্চ; তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, ব্যক্ত অর্থাৎ মহদাদি স্বরূপ এবং তিনিই পুরুষরূপে ও কালরূপে অবস্থান করিতেছেন।[১৩] হে দ্বিজ! "আমি এক আছি, বহু হইব" এইরূপ আলোচনা করিয়া যিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই পুরুষই পরম ব্রহ্মের প্রথম রূপ। অব্যক্ত প্রকৃতি, ব্যক্ত মহদাদি, কাল ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চীকৃত ভূত প্রভৃতি তাঁহার অপর রূপ।[১৪] যাহা প্রকৃতি পুরুষ মহদাদি কাল, এ সমুদায় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীরা সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ চিন্তা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতি কাল পুরুষ প্রভৃতি বিষ্ণুর রূপ হইলেও আরাধ্য নহে।[১৫] পরন্তু প্রকৃতি পুরুষ

* যিনি বাস করেন ও দীপ্তিযুক্ত করেন তাঁহার নাম বাসুদেব। "বাসনাদ্ দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ মোক্ষ ধর্ম্ম।

রূপাণি স্থিতিসর্গান্ত-ব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ। ১৬।
ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়। ১৭।
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্। ১৮।
অক্ষয়ংনান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্।
শব্দস্পর্শ-বিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহৃতম্। ১৯।
ত্রিগুণং তজ্ জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্।
তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীদ্ ব্যাপ্তংবৈ প্রলয়াদনু। ২০।

মহদাদি, কাল ঈশ্বরের এই চতুষ্টয় রূপ কেবল জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের উৎপাদক ও ব্যঞ্জক।[১৬] প্রথমসৃষ্টি শরীরী বিষ্ণু, প্রকৃতি, পুরুষ, মহদাদি, কাল এ সমুদায় ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় সেই একমাত্র ঈশ্বরের চেষ্টাতেই আভিভূর্ত হইয়াছে, জানিবে।[১৭] মহর্ষিরা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত, কারণ ও প্রধান বলিয়া থাকেন। ইহা সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক অর্থাৎ কার্য্যকারণশক্তি-সম্পন্ন।[১৮] এই প্রকৃতি অক্ষয়, অনন্যাশ্রয়, ইয়ত্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল, শব্দ ও স্পর্শ পরিশূন্য এবং রূপাদি রহিত।[১৯] ইহা ত্রিগুণাত্মক * ইহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা অনাদি নিত্য, প্রলয় কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু ইহাতেই লীন হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয় কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু এই প্রকৃতিতেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল † [২০]

---

* সাংখ্যেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলেন।

† সাংখ্যেরা বলেন, নূতন কোন বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে না। আম্র বীজের মধ্যে আম্র বৃক্ষ সূক্ষ্ম রূপে আছে, এই জন্য আম্রবীজ বপন করিলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইষ্টকের মধ্যে আম্র বৃক্ষ নাই বলিয়া ইষ্টক পুতিলে গাছ হয় না। এইরূপ বীজে যেমন বৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে থাকে সেইরূপ প্রলয় কালে জগতের বীজ স্বরূপ প্রকৃতিতে জগৎ সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিতি

বেদবাদবিদো বিদ্বন্! নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্। ২১।
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ। ২২।
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র!।*
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ! কালসংজ্ঞম্। ২৩।
প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যৎ।

হে বিদ্বন্! যাঁহারা সিদ্ধার্থপর বেদ বাক্য জ্ঞাত আছেন, সেই সকল বেদনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদীরা উক্ত প্রকৃতি-প্রতিপাদক বিষয় এই রূপে বলিয়া থাকেন যে,[২১] সেই অতীত মহাপ্রলয় কালে সূর্য্য না থাকাতে দিবস বা রাত্রি ছিল না; আকাশ বা ভূমি কিছুই ছিল না, তখন রাত্রির অভাবে অন্ধকার, দিবসের অভাবে জ্যোতি বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে কেবল দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহের অগম্য, বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি, পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন।[২২] হে দ্বিজ! নিরুপাধি বিষ্ণুর যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী রূপ উল্লিখিত হইল, সেই প্রকার কাল নামেও তাঁহার আর একটী রূপ আছে। ঐ কালের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষ, সৃষ্টি কালে যোজিত ও প্রলয় কালে বিযোজিত হয়।[২৩] অতীত মহা-প্রলয় কালে ব্যক্ত মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতিতে লীন ছিল সুতরাং

করে, পরে বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। বীজের যেমন মৃত্তিকা জল বায়ু কাল, ইহারা সহকারী, সেইরূপ পুরুষ ও কাল প্রকৃতির সহকারী।

তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ। ২৪।
অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ! বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ। ২৫।
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে।
কালস্বরূপ-রূপং তদ্ বিষ্ণোর্মৈত্রেয়! বর্ত্ততে। ২৬।
ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ। ২৭।
প্রধানংপুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ। ২৮।

সেই (প্রতিসঞ্চর) অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হেতু ঐ কালের প্রাকৃত নাম মহাপ্রলয় হইয়াছে।[২৪] হে দ্বিজ! ভগবান্ কাল অনাদি এবং ইহার অন্তও নাই। এই কালেতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইহারা নিরন্তর প্রবহমাণ হইতেছে অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়প্রবাহেরও আদি বা অন্ত নাই।[২৫] মৈত্রেয়! সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ মহাপ্রলয় কালে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করে। সে সময় পরস্পর বিযুক্ত সেই প্রকৃতিপুরুষের ধারণার্থ মহাকাল স্বরূপ বিষ্ণুর রূপ বর্ত্তমান থাকে।[২৬] অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্বভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা সেই পরমেশ্বর[২৭] হরি, স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদান কারণস্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্ত কারণস্বরূপ * পুরুষেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সংক্ষোভিত করেন অর্থাৎ সেই ঈশ্বর কৃত ক্ষোভই

* যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ দণ্ড চক্র প্রভৃতি; বস্ত্রের উপাদান কারণ তুলা, নিমিত্ত কারণ বস্ত্রবয়ন-যন্ত্রাদি; কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের উপাদান কারণ,সুবর্ণ, নিমিত্ত কারণ হাতুড়ি প্রভৃতি, সেইরূপ জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি, নিমিত্ত কারণ পুরুষ; ঈশ্বর কুম্ভকারের ন্যায়, তন্তুবায়ের ন্যায় ও স্বর্ণকারের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষাদি কারণ সহকারে জগৎ নির্ম্মাণ করেন।

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। ২৯।
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ। ৩০।
বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিভিস্তথা।
ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।৩১।
গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে!।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ স্বর্গকালে দ্বিজোত্তম!।৩২।
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।

প্রকৃতি ও পুরুষকে সংযুক্ত করিয়া সৃষ্টিতে উন্মুখ করিয়া দেয়।[২৮] যেমন গন্ধ কোন বিশেষ কার্য্য না করিয়াও সন্নিধি মাত্রেতেই মনকে বিক্ষোভিত করে, সেই রূপ পরমেশ্বর স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও সন্নিধি মাত্রেতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিক্ষোভক হন।[২৯] হে ব্রহ্মন্! সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ক্ষোভক ও রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য, কারণ সঙ্কোচ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ অর্থাৎ গুণক্ষোভ; এই উভয় গুণ বিশিষ্ট বিষ্ণুই প্রলয় ও সৃষ্টিকালে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন।[৩০] সেই বিষ্ণুই স্থূল মহাভূত রূপে, সূক্ষ্ম মহদহঙ্কার প্রভৃতি রূপে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ জীবভেদে ব্যক্তস্বরূপ হইতেছেন, সুতরাং তিনি সমুদায় ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।[৩১] হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সৃষ্টিকালে প্রকৃতিক্ষোভ হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে গুণব্যঞ্জক (যাহা হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকটিত হয়) সেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল।[৩২] মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতি-

প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্। ৩৩।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত। ৩৪।
ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে!।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ। ৩৫।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ। ৩৬।
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ। ৩৭।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রংসমাবৃণোৎ।
ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।

কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে তাহার ন্যায় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সমভাবে সমাবৃত থাকিল। ৩৩। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে যথাক্রমে বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ৩৪। মহর্ষে! মহত্তত্ত্ব যেমন মূল প্রকৃতি কর্ত্তৃক সমাবৃত হয় তাহার ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের হেতু ত্রিগুণাশ্রয় অহঙ্কারতত্ত্বও মহত্তত্ত্ব কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইল। ৩৫ অনন্তর ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হইল; পরে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি হয়। শব্দতন্মাত্র ও আকাশ সৃষ্ট হইবামাত্র তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইল। ৩৬ আকাশ ক্ষুভ্যমাণ অর্থাৎ বিকৃত হইয়া স্পর্শতন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণসম্পন্ন বলবান্ বায়ুর সৃষ্টি হয়। ৩৭ শব্দগুণ সম্পন্ন আকাশ স্পর্শ-

জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ। ৩৮।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সংঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ। ৩৯।
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা। ৪০।
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ। ৪১।

গুণ বিশিষ্ট বায়ুকে ব্যাপিয়া থাকিল। অনন্তর বায়ু বিকৃত হওয়াতে রূপতন্মাত্রের সৃষ্টি হইল, সুতরাং রূপবিশিষ্ট তেজঃপদার্থ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হয়। রূপবিশিষ্ট তেজঃপদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল।৩৮ পরে জ্যোতিঃপদার্থ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং তাহাতেই রসাধার সলিলের সৃষ্টি হয়। রস বিশিষ্ট সলিলও রূপবান্ তেজঃকর্ত্তৃক সমাবৃত হইল। অনন্তর জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং ঐ গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধবিশিষ্ট কাঠিন্যযুক্ত সর্ব্বগুণের সমষ্টিস্বরূপ পার্থিব পদার্থ উদ্ভূত হইল।৩৯ তত্তৎ পদার্থে তত্তদ্ গুণের চিহ্নমাত্র অথবা সূক্ষ্মাবস্থাই তন্মাত্রতা *।৪০ তন্মাত্র সমুদায়ের একটী বিশেষ নাম 'অবিশেষ' কারণ ইহারা শান্ত অর্থাৎ সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু, মূঢ় অর্থাৎ মোহহেতু না হওয়াতে ইহাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই।৪১

---

* যাহাতে শব্দগুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তাহার নাম শব্দতন্মাত্র। স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্রেরও অর্থ এইরূপ। জল হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং জলীয় পরমাণুতে যে সময় গন্ধ সূক্ষ্মরূপ থাকে, তখন তাহার নাম গন্ধতন্মাত্র। পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন, বিকৃত ও রূপান্তর হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকা দশ।৪২।
একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ!।৪৩।
পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয়! পঞ্চমী।
বিসর্গ-শিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে।৪৪।
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈর্ব্রহ্মন! সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ।৪৫।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ।৪৬।

তামস অহঙ্কার হইতে এই রূপে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। তৈজস অহঙ্কার হইতে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে উক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিক্ বাত অর্ক প্রচেতা অশ্বিনীকুমার বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র প্রজাপতি এই দশ দেবতা সৃষ্ট হন।৪২ মন একাদশ ইন্দ্রিয়; ইহার নাম অন্তঃকরণ। ইহার, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামে চতুর্ব্বিধ বৃত্তি আছে। এবং ইহার চন্দ্র ব্রহ্মা রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে চারি জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এতৎসমুদায় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহা দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের উপলব্ধি হয়।৪৩ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উক্তি শিল্প গতি মলত্যাগ মূত্রত্যাগ এই পঞ্চবিধ কার্য্য হয়।৪৪

হে ব্রহ্মন্! আকাশ বায়ু তেজ সলিল পৃথিবী এই পঞ্চভূত ক্রমান্বয়ে কার্য্যগুণ ও কারণগুণ সম্পন্ন *।৪৫ এবং ইহারা শান্ত অর্থাৎ

* ভূতোৎপাদক তন্মাত্রের গুণের নাম কার্য্যগুণ। যাহা হইতে তন্মাত্র উৎপন্ন

নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা স্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ। ৪৭।
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
একসংঘাতলক্ষ্যাশ্চ সংপ্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ। ৪৮।

সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু, মূঢ় অর্থাৎ মোহহেতু হওয়াতে ইহাদের একটী বিশেষ রূঢ় নাম 'বিশেষ'।৪৬

অনন্তর আকাশ বায়ু তেজ সলিল পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত সৃষ্ট হইয়া পরমাণু অবস্থায় থাকিল, কারণ তাহারা অবকাশ শোধন দহন ক্লেদন ধারণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পান্ন ও পৃথক্ স্বভাবাক্রান্ত হওয়াতে পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ পঞ্চীকরণ * ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না।৪৭ পরে তাহারা পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর দৃঢ়সংযোগ, সম্পূর্ণ ঐক্য ও পরস্পর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া এক পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৮

হইয়াছে তদীয় গুণের নাম কারণগুণ। আকাশের কারণগুণ নাই, কার্য্যগুণ শব্দ, বায়ুর কারণগুণ শব্দ, কার্য্যগুণ স্পর্শ। তেজের কারণগুণ শব্দ ও স্পর্শ, কার্য্যগুণ রূপ। জলের কারণগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ, কার্য্যগুণ রস। পৃথিবীর কারণগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস, কার্য্যগুণ গন্ধ। এতদনুসারে আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস। পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।

* পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত করণের নাম পঞ্চীকরণ। পঞ্চীকরণের রীতি এই যে, প্রথম আকাশীয় পরমাণুকে দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড আকাশীয় পরমাণুতে থাকিল ও অপর অর্দ্ধখণ্ড চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ বায়ব পরমাণুতে, এক ভাগ তৈজস পরমাণুতে এক ভাগ জলীয় পরমাণুতে, এক ভাগ পার্থিব পরমাণুতে দেওয়া হইল। এই রূপ বায়ব পরমাণুকে দ্বিভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগ বায়ব পরমাণুতে রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ চারি ভাগ করিয়া আকাশ তেজ সলিল পৃথিবী এই চতুষ্টয়ের পরমাণুতে প্রদত্ত হইল। তেজ সলিল পৃথিবী এই তিনের পরমাণুকেও ঐরূপ প্রথম দুই ভাগ, পরে চারি ভাগ করিয়া পরস্পর মিশ্রণ করা হইবে। এই রূপ মিশ্রণ করিলে আকাশীয় পরমাণুতে আকাশের অংশ ॥৹ বায়ুর অংশ ৵৹ তেজের অংশ ৵৹ জলের অংশ ৵৹

পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে । ৪৯ ।
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবৎসমম্ ।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে ! বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্ । ৫০ ।
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ । ৫১ ।
মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ । ৫২ ।
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাস্তু সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র ! সদেবাসুরমানুষঃ । ৫৩ ।

মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি, বিশেষ (মহাভূত) পর্য্যন্ত, ইহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে ও প্রকৃতির পরিণামোন্মুখতা হেতু ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল।[৪৯] প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভূত সেই ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তুল ও জলবুদ্বুদবৎ জলস্থিত হইয়া মহাভূত দ্বারা ক্রমশঃ বিবৃদ্ধ ও বৃহত্তর হইতে লাগিল এবং তাহাই হিরণ্যগর্ভরূপী বিষ্ণুর উত্তম আশ্রয় স্থান ও সংস্থান অর্থাৎ শরীরারম্ভক অবয়ব হইল।[৫০] অনন্তর অব্যক্তস্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর জগদীশ্বর বিষ্ণু মায়া দ্বারা ব্যক্তরূপী হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ং সেই অণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।[৫১] সুমেরু পর্ব্বত তাঁহার উল্ব অর্থাৎ ভস্ত্রাকার গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম এবং অন্যান্য মহীধর তাঁহার জরায়ু অর্থাৎ গর্ভের বহির্বেষ্টন-ও সমুদ্রগণ সেই মহাত্মার গর্ভোদক স্বরূপ হইল।[৫২] হে বিপ্র !

পৃথিবীর অংশ ৵০। এইরূপ বায়ুর পরমাণুতে বায়ুর অংশ আট আনা অপর ভূত চতুষ্টয়ের অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা। অন্যান্য ভূতেও ঐরূপ স্বীয় অংশ আট আনা, অপর ভূতচতুষ্টয়ের অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা। অপঞ্চীকৃত ভূত এইরূপ মিশ্রিত হইলে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরগুং ভূতাদির্মহতা তথা। ৫৪।
অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মং স্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতো মহান্।
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব। ৫৫।
জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ংবিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে। ৫৬।
সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ। ৫৭।

সেই অণ্ডেতেই সমুদ্র দ্বীপ পর্ব্বত জ্যোতি, ভূ ভুব স্বঃ প্রভৃতি সমস্ত ভুবন, দেবগণ অসুরগণ ও মানুষগণ সমস্ত সমুৎপন্ন হইল।[৫৩] এই ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন পরিমিত কটাহরূপ পৃথিব্যাবরণের চতুর্দ্দিকে তাহার দশ গুণ পরিমিত তোয়াবরণ: তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার দশগুণ পরিমাণ বহ্ন্যাবরণ; তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার দশগুণ প্রমাণ অনিলাবরণ; তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার দশগুণ পরিমিত আকাশাবরণ; তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার দশগুণ পরিমিত ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কারের আবরণ; তাহার চতুর্দ্দিকে ঐরূপ দশগুণ মহত্তত্ত্বের আবরণ[৫৪] এবং পৃথিব্যাদি সমেত মহত্তত্ত্বের চতুর্দ্দিকেও তাহার দশগুণ পরিমাণে প্রকৃতির আবরণ আছে। হে ব্রহ্মন্! নারিকেল ফলের অন্তর্গত বীজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবৃত থাকে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডও সলিল তেজ বায়ু আকাশ ভূতাদি মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি এই সপ্তবিধ প্রাকৃত আবরণে পরিবৃত হইয়াছে।[৫৫]

অনন্তর বিশ্বেশ্বর হরি স্বয়ং রজোগুণাবলম্বী হিরণ্যগর্ভরূপী হইয়া এই জগতের আভ্যন্তরিক স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন।[৫৬] পরে প্রতিযুগেই যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিবসের অবসান না

তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ । ৫৮ ।
স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে ।
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ । ৫৯ ।
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্ । ৬০ ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্ ।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ । ৬১ ।
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ । ৬২ ।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ । ৬৩ ।
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ ।

হয়, সেই পর্য্যন্ত অপ্রমেয় পরাক্রম সত্ত্বগুণাবলম্বী ভগবান্ বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই চরাচর জগৎ পালন করেন।[৫৭]

হে মৈত্রেয়! ভগবান্ জনার্দ্দন তমোগুণাবলম্বী ও অতিভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া কল্পান্ত সময়ে সমুদায় প্রাণীকে সংহার করেন।[৫৮] অনন্তর সেই পরমেশ্বর সমস্ত চরাচর সংহার পূর্ব্বক জগৎ একার্ণব করিয়া নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকেন।[৫৯] পরে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া হিরণ্যগর্ভ রূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন।[৬০] এক ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টি পালন ও সংহার করণ হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই পৃথক্ ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।[৬১] ভগবান্ বিষ্ণুই স্বয়ং স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু, পাল্য ও পালক, এবং প্রলয় কালে উপসংহর্ত্তা ও উপসংহ্রিয়মাণ হইতেছেন।[৬২] কারণ পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত, সমস্ত ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সমুদায়ই পুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বেদে কথিত আছে যে সমুদায়

সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্। ৬৪।
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তির্বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ।৬৫।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জগৎই পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু।[৬৩] অব্যয় বিশ্বরূপ সেই পরমেশ্বরই সর্ব্ব ভূতের প্রবর্ত্তক, সুতরাং মনুষ্যাদি কৃত অবান্তর সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বর-কৃত বলিতে হইবে।[৬৪] সকলের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুই ব্রহ্মাদি রূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ। তিনিই পালন করেন, পালিত হন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব তিনি অনন্ত মূর্ত্তি, তিনিই বরদ ও তিনিই সকলের বরণীয় হইতেছেন।[৬৫]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দ্বিতীয়
অধ্যায় সমাপ্ত।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

তৃতীয় অধ্যায়।



মৈত্রেয় উবাচ।

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে। ১।

পরাশর উবাচ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা। ২।
তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ত্ততে। ৩।

মৈত্রেয় কহিলেন। ঈশ্বর নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের অতীত। তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তিনি অদেহ ও সহকার শূন্য এবং তিনি পুণ্য পাপ প্রভৃতি সংস্কার-বিহীন ও রাগাদি বিরহিত; অতএব তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?।[১] পরাশর কহিলেন, হে তপোধন! এই জগতে যখন মণিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতির শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর, তখন পাবকের উষ্ণতার ন্যায় সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি শক্তি যে অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগম্য হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি।[২] অতএব ভগবান্ জগদীশ্বর যেরূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৩]

নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মলোকপিতামহঃ।
উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্! নিত্য এবোপচারতঃ ॥৪॥
নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতম্।
তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধং চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥৫॥
কালস্বরূপং বিষ্ণোশ্চ যন্ময়োক্তং তবানঘ!।
তেন তস্য নিবোধ ত্বং পরিমাণোপপাদনম্।
অন্যেষাং চৈব জন্তূনাং চরাণামচরাশ্চ যে।
ভূ-ভূভৃৎ-সাগরাদীনামশেষাণাঞ্চ সত্তম! ॥৬॥
কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম!। [৭।
কাষ্ঠাস্ত্রিংশৎ কলা তাস্তু ত্রিংশৎ মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ।
তাবৎসংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ ॥৮॥

হে বিদ্বন্! নিত্য ভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তিবিশেষ—লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব উৎপত্তি সদৃশ হওয়াতে লোকে তাহা উৎপত্তিই বলিয়া থাকে।[৪] সেই হিরণ্যগর্ভের স্বীয় দিবস সংখ্যানুসারে পরমায়ু সংখ্যা এক শত বৎসর। সেই পরমায়ুর নাম পর ও তাহার অর্দ্ধাংশ পরার্দ্ধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৫] হে নিষ্পাপ সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুর যে কালস্বরূপ একটী রূপান্তরের কথা বলিয়াছি, সেই কাল দ্বারা ব্রহ্মার, অন্যান্য জঙ্গম জন্তুগণের ও পৃথিবী পর্ব্বত সমুদ্র প্রভৃতি স্থাবরদিগের ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি সময় বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৬]

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! একবার অক্ষিপক্ষ্ম নিক্ষেপের নাম এক নিমেষ; এইরূপ পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কলা; ত্রিশ কলাতে এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে।[৭] ত্রিশ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক দিবারাত্রি; ত্রিশ দিবারাত্রিতে অথবা দুই

তৈঃ ষড়্‌ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দ্দেবানামুত্তরং দিনম্‌। ৯।
দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃত-ত্রেতাদি-সঞ্জিতম্‌।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্‌-বিভাগং নিবোধ মে। ১০।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্‌।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ। ১১।
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তৎ-তুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ। ১২।
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালো মুনিসত্তম!।
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃত-ত্রেতাদি-সঞ্জিতঃ। ১৩।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্‌।
প্রোচ্যতে তৎ-সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে!। ১৪।

পক্ষে এক মাস হয়।[৮] ছয় মাসে এক অয়ন। অয়ন দুই প্রকার, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিবস ও দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি।[৯] দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চতুর্যুগ হয়। এই চতুর্যুগের বিভাগ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০] পুরাবিৎ কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দিব্য চারি সহস্র বর্ষে সত্য যুগ, তিন সহস্র বর্ষে ত্রেতাযুগ, দুই সহস্র বর্ষে দ্বাপরযুগ ও এক সহস্র বর্ষে কলিযুগ হয়।[১১] দিব্য এক সহস্র বৎসরে চতুর্যুগের পূর্ব্ব-সন্ধ্যা এবং ঐরূপ এক সহস্র বৎসরে সন্ধ্যাংশক অর্থাৎ তাহার শেষ সন্ধ্যা হইয়া থাকে।[১২] হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বসন্ধ্যা ও শেষসন্ধ্যার যে মধ্যবর্ত্তী কাল তাহাই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিরূপ চতুর্যুগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৩] হে মুনে! সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যুগচতুষ্টয়ের সহস্র সংখ্যায় হিরণ্যগর্ব্ভের এক দিবস হয়।[১৪]

ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্! মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু । ১৫ ।
সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎ-সূনবো নৃপাঃ ।
এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ । ১৬ ।
চতুর্যুগানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম! । ১৭ ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া গতিঃ ।
দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ । ১৮ ।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সংপূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ! ।
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে! ।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা ।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্ব্বৎসরৈর্দ্বিজ! । ১৯ ।

ব্রহ্মন্! হিরণ্যগর্ব্ভের এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। এক এক মনুর অধিকার সময়ের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।[১৫] সপ্তর্ষি ইন্দ্র দেবগণ মনু ও তৎপুত্র রাজর্ষিগণ, ইঁহারা সকলে এক সময়েই সৃষ্ট হন ও এক সময়েই অধিকারচ্যুত ও সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।[১৬] সাধো! কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুর্যুগে * এক মন্বন্তর হয়। ইহাই মনু সপ্তর্ষি ও ইন্দ্রাদির অধিকার কাল ।[১৭] দেবতাদিগের অষ্ট লক্ষ ও দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরাপেক্ষাও অধিক কালেতে † উক্ত মন্বন্তর হয় ।[১৮] মহর্ষে! মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ ত্রিশকোটি এবং সপ্তষষ্টি অপে-

* মন্বন্তর কাল পরিমাণ—৭১ চতুর্যুগ, ৫১৪২ দৈব বৎসর, ১০ দৈব মাস, ৮ দৈব দিন, ৪ দৈব যাম, ২ দৈব মুহূর্ত্ত, ৮ দৈব কলা, ১৭ দৈব কাষ্ঠা, ২ দৈব নিমেষ, এবং ১ দৈব নিমেষের সপ্তমাংশ ।

† মন্বন্তর কাল পরিমাণ—দিব্য বৎসর ৮,৫৭,১৪২ । দিব্য মাস ১০ । দিব্য দিন ৮ । দিব্য প্রহর ৪ । দিব্য মুহূর্ত্ত ২ । দিব্য কলা ৪ । দিব্য কাষ্ঠা ৮ । দিব্য নিমেষ ৮ এবং ৪ নিমেষের সপ্তমাংশ ।

চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।২০।
তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।
জনং প্রযান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ। ২১।
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ। [২২।
ভোগি-শয্যা-গতঃ শেতে ত্রৈলোক্য-গ্রাস-বৃংহিতঃ।
জনস্থৈর্যোগিভির্দ্দেবশ্চিন্ত্যমানোঽব্জসম্ভবঃ।
তৎ-প্রমাণাং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ।২৩।
এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্ম্মহাত্মনঃ। ২৪।

ক্কাও অধিক নিযুত ও প্রায় বিংশতি সহস্র বৎসরে * এক মন্বন্তর হইয়া থাকে।[১৯]

এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। অনন্তর ব্রহ্মার নিদ্রার নিমিত্ত এতৎপরিমিত সময় প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।[২০] সে সময় অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবসাবসানে ভূ ভুব স্ব এই ত্রিভুবন দগ্ধ হইতে থাকে এবং মহর্লোকস্থ মহাত্মারা তাপে প্রপীড়িত হইয়া জনলোকে গমন করিয়া থাকেন।[২১] পরে ত্রৈলোক্য একার্ণবীকৃত হইলে নারায়ণরূপী ব্রহ্মা ত্রিলোক সংহার হেতু দীপ্যমান ও জনস্থ যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া সৃষ্টি কাল পরিমিত রাত্রি কালে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং রজনী অবসান হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন।[২২।২৩] এই রূপ ব্রহ্মার ত্রিশ দিনে মাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর ও শত বৎসরে এক শতাব্দী হইয়া

* মনুষ্যদিগের বৎসরাদি দ্বারা মন্বন্তর কাল পরিমাণ—৩০,৮৫,৭১,৪২৮ বৎসর, ৬ মাস, ২৫ দিন, ৫ প্রহর, ২ মুহূর্ত্ত, ২০ কলা, ১০ কাষ্ঠা, ১০ নিমেষ এবং ৫ নিমেষের সপ্তমাংশ।

একমস্য ব্যতীতস্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোঽনঘ!।
তস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে।
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ!।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৫।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

থাকে। এই শত বৎসর সেই মহাত্মার পরমায়ুঃ। [২৪] হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ * অতীত হইয়াছে। প্রথম পরার্দ্ধের অবসান সময়ে পাদ্ম নামে মহাকল্প † গত হয়। অধুনা ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে। এই দিনের নাম বরাহ কল্প। [২৫]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশের নাম পরার্দ্ধ। "নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্বর্ষশতং স্মৃতম্। তৎ পরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥" কূর্ম্মপুরাণ, ৫ অধ্যায়। বিষ্ণু ৩ অ।

† ব্রহ্মার এক দিনে মনুষ্যের এক মহাকল্প হয়।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

চতুর্থ অধ্যায়।



মৈত্রেয় উবাচ।

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে॥ ১।

পরাশর উবাচ।

প্রজাঃ সসর্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতি-পতির্দ্দেবো যথা তন্মে নিশাময়। ২।
অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত। ৩।
নারায়ণঃ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ। ৪।

মৈত্রেয় কহিলেন,—মহর্ষে! মহাকল্পের প্রারম্ভ সময়ে হিরণ্যগর্ভ-রূপী ভগবান্ নারায়ণ কি রূপে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলুন।[১] পরাশর কহিলেন, নারায়ণ স্বরূপ প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা যে রূপে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।[২] অতীত পাদ্ম কল্পের অবসান সময়ে নিশাকালে নিদ্রিত ভগবান্ ব্রহ্মা জাগরিত, উত্থিত ও সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিলেন।[৩] সেই অনাদি

ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্। ৫।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ। ৬।
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ। ৭।
অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্য-কূর্ম্মাদিকাং তদ্বৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ। ৮।
বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ। ৯।
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধারো ধরাধরঃ। ১০।

অচিন্ত্য পরাৎপর ব্রহ্মরূপী ভগবান্ নারায়ণ পুনর্ব্বার সমুদায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। [৪] এই রূপ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম-রূপী ভগবান্ নারায়ণের প্রতি এই শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। [৫] নর অর্থাৎ পুরুষোত্তম বিষ্ণু কর্ত্তৃক জল প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্ত জলের নাম নার। প্রলয় কালে জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাস-স্থান হয়, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। [৬] সমুদায় জগৎ একার্ণব হইলে সুপ্তোত্থিত ভগবান্ প্রজাপতি পদ্মপত্র দর্শন দ্বারা, পৃথিবী জল মধ্যে আছে ইহা অনুমান করিয়া তাহা উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইলেন। [৭] এবং পূর্ব্বে অন্যান্য কল্পে তিনি যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ এই বরাহ কল্পেও বরাহ রূপ অবলম্বন করিলেন। [৮] সমস্ত জগতের রক্ষার নিমিত্ত বেদরূপী যজ্ঞরূপী স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা আত্মাধার ধরাধর পরমাত্মা প্রজাপতি। [৯] জনলোকস্থিত সনক প্রভৃতি সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করি-

নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্।
তুষ্টাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা। ১১।

পৃথিব্যুবাচ।

নমস্তে সর্ব্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খগদাধর!।
মামুদ্ধরাস্মাদদ্য ত্বং ত্বত্তোঽহং পূর্ব্বমুত্থিতা। ১২।
ত্বত্তোঽহমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং ত্বন্ময়াহং জনার্দ্দন!।
তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ। ১৩।
নমস্তে পরমাত্মাত্মন্! পুরুষাত্মন্! নমোঽস্তু তে।
প্রধানব্যক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ। ১৪।
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।
সর্গাদিষু প্রভো! ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মরূপধৃক্। ১৫।
সংভক্ষয়িত্বা সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ! চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ। ১৬।

লেন। [১০] অনন্তর দেবী বসুন্ধরা সেই বরাহরূপী বিষ্ণুকে পাতালতলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ভক্তিনম্রা ও প্রণতা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। [১১]

পৃথিবী কহিলেন। হে শঙ্খ-গদাধর! তুমি সর্ব্ব-ভূতময়, তোমাকে নমস্কার। আমি পূর্ব্ব কল্পে তোমাকর্ত্তৃকই উদ্ধৃত হইয়াছিলাম, অতএব অদ্য আমাকে উদ্ধার কর। [১২] হে জনার্দ্দন! আমি ও আকাশ প্রভৃতি সমুদায় মহাভূত ত্বন্ময়, অর্থাৎ বিষ্ণুময় এবং আমি তোমা হইতেই পূর্ব্বে উত্থিত হইয়াছিলাম। [১৩] হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রকৃতি স্বরূপ, মহত্তত্ত্বাদিস্বরূপ, কালস্বরূপ ও মহাভূতস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার [১৪] ভগবন্! তুমি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও মহেশ্বর রূপে সমস্ত সংহার করিয়া থাক। [১৫] হে গোবিন্দ! তুমি

ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন।
অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ। ১৭।
ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।
বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সমবাপ্স্যতি। ১৮।
যৎ কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদ্‌গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।
বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব। ১৯।
ত্বন্ময়াহহং ত্বদাধারা ত্বৎস্‌ষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা।
মাধবীমিতি লোকোহয়মভিধত্তে ততো হি মাম্‌।২০।
জয়াখিলজ্ঞানময়! জয় স্থূলময়াব্যয়!।
জয়ানন্ত! জয়াব্যক্ত! জয় ব্যক্তময়! প্রভো!। ২১।
পরাপরাত্মন্‌! বিশ্বাত্মন্‌! জয় যজ্ঞপতেহনঘ!।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ। ২২।

সমুদায় সংহার পূর্ব্বক জগৎ একার্ণব করিয়া যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শেষশয্যায় শয়ন কর।[১৬] ত্রিলোকীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, পরন্তু তোমার অবতার সময়ে যে রূপ প্রকাশিত হয়, দেবতারা তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।[১৭] মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তোমাকে পরম ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন, কারণ ভগবান্‌ বাসুদেবের উপাসনা ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন?[১৮] যাহা মনোদ্বারা গ্রাহ্য, চক্ষু দ্বারা উপলভ্য ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছেদ্য, তৎসমুদায় তোমারই রূপ হইতেছে।[১৯] আমি তোমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি, তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তুমিই আমার আধার এবং আমি ত্বন্ময় অর্থাৎ মাধবময় বলিয়া লোকে আমাকে মাধবী বলিয়া থাকে।[২০] হে অখিলজ্ঞানময়! তোমার জয় হউক্‌; হে স্থূলময়! তোমার জয় হউক; হে অনন্ত অক্ষয়! তোমার জয় হউক্‌; হে অব্যক্ত স্বরূপ! তোমার জয় হউক্‌; হে ব্যক্তময় প্রভো! তোমার জয় হউক্‌; [২১] হে যজ্ঞ-

ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে!।
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ। ২৩।
মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম!।
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর!।
তৎ সর্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ।২৪।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বর-ধ্বনিঃ শ্রীমান্ জগর্জ্জ পরিঘর্ঘরম্। ২৫।
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ।
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্।২৬।

পতে! তুমি পরাপরস্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ ও পাপস্পর্শ পরিশূন্য; তোমার জয় হউক্। হে হরে! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই বষট্কার, (যাগের মন্ত্র) তুমিই ওঙ্কার, তুমিই হুতাশন, [২২] তুমিই চতুর্ব্বেদ, তুমিই বেদাঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ, তুমিই সূর্য্যাদি, তুমিই গ্রহগণ, তুমিই তারা, তমিই নক্ষত্রসমূহ ও তুমিই অখিল জগৎস্বরূপ হইতেছ।[২৩] হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর! এক্ষণে কঠিন, মূর্ত্তিমান্ বা মূর্ত্তিশূন্য কিংবা অদৃশ্য যে যে বস্তুর নাম উল্লিখিত হইল, অথবা যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তৎসমুদায় তোমারই স্বরূপ হইতেছে; অতএব তোমাকে নমস্কার, ভূয়োভূয় তোমাকে নমস্কার।[২৪]

পরাশর কহিলেন। পৃথিবীধর বরাহরূপী শ্রীমান্ বিষ্ণু এই রূপে পৃথিবী কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া সামবেদের স্বর দ্বারা ঘর্ঘর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।[২৫] অনন্তর উৎপলপত্রের ন্যায় নীলবর্ণ প্রফুল্ল-কমল-লোচন সেই মহাবরাহ স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা রসাতল হইতে পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নীলবর্ণ মহাভূধরের ন্যায় উত্থিত হই-

উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তৎ-সংপ্লবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান্।
প্রক্ষালয়ামাস হি তান্ মহাদ্যুতীন্
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনীন্। ২৭।
প্রযান্তি তোয়ানি ক্ষুরাগ্রবিক্ষতে
রসাতলেঽধঃ কৃত-শব্দসন্ততি।
শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রয়ান্তি
সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি। ২৮।
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে-
র্মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য্য।
বিধুন্বতো বেদময়ং শরীরং
রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি। ২৯।
তং তুষ্টুবুস্তোষপরীত-চেতসো
লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ।

লেন।[২৬] রসাতল হইতে সমুত্থিত সেই মহাবরাহের সন্তরণ কালে তদীয় মুখানিল দ্বারা আহত ও উৎক্ষিপ্ত সলিল, জনলোকস্থিত নিষ্পাপ মহাদ্যুতি সনন্দন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে প্রক্ষালিত করিল।[২৭] মহাবরাহের খুরাগ্র দ্বারা রসাতল বিক্ষত হইলে মহাসমুদ্রের সলিল শব্দ করিতে করিতে সেই ছিদ্র দ্বারা নিম্নে পতিত হইতে আরম্ভ হইল এবং যে সকল সিদ্ধ পুরুষ নিয়ত জনলোকে বাস করেন, তাঁহারা শ্বাসানিল দ্বারা আহত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন।[২৮] অনন্তর যে সময় সেই মহাবরাহ পৃথিবী গ্রহণ পূর্ব্বক জল দ্বারা আর্দ্রকুক্ষি হইয়া উত্থান করিলেন এবং বেদময় শরীর কম্পমান করিতে লাগিলেন, তৎকালে জনলোকবাসী যোগীরা তাঁহার রোম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন।[২৯] জনলোকনিবাসী. সনন্দন প্রভৃতি

সনন্দনাদ্যা নতিনম্রকন্ধরা
ধরাধরং ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্ । ৩০ ।
জয়েশ্বরাণাং পরমেশ ! কেশব !
প্রভো ! গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্ !
প্রসূতি-নাশ-স্থিতি-হেতুরীশ্বর-
স্ত্বমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পদম্ । ৩১ ।
পাদেষু বেদাস্তব যূপদংষ্ট্র !
দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে ।
হুতাশজিহ্বোঽসি তনূরুহাণি
দর্ভাঃ প্রভো ! যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব । ৩২ ।
বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাত্মন্ !
সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে ।
সূক্তান্যশেষাণি শটাকলাপো
ঘ্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ! । ৩৩ ।

যোগিগণ সন্তুষ্ট হৃদয় ও প্রণতিহেতু নতশীর্ষ হইয়া স্থির ও বিকসিত নয়নে ধরাধারী সেই মহাবরাহকে স্তব করিতে লাগিলেন ।৩০

হে প্রভো কেশব ! তুমি শঙ্খ চক্র গদা খড়্গধারী ও ঈশ্বরেরও পরমেশ্বর, তোমার জয় হউক । হে ঈশ্বর ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, তুমি ব্যতিরেকে পরম পদ আর কিছুই নাই ।৩১ প্রভো ! চতুর্ব্বেদ তোমার চরণ স্বরূপ, যূপ তোমার দংষ্ট্রাস্বরূপ, যজ্ঞ তোমার দন্তস্বরূপ, চিতি অর্থাৎ অগ্নিস্থল তোমার বক্ত্রস্বরূপ, অগ্নি তোমার জিহ্বা স্বরূপ, ও দর্ভ তোমার লোম স্বরূপ হইয়াছে অতএব তুমিই স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ ।৩২ মহাত্মন্ ! রাত্রি ও দিবস তোমার নয়ন স্বরূপ, সকলের আশ্রয় ব্রহ্মপদ তোমার উত্তমাঙ্গস্বরূপ, বৈষ্ণবাদি সমুদায় সূক্ত তোমার স্কন্ধকেসর স্বরূপ এবং সমস্ত হব্য তোমার

স্রুক্‌তুণ্ড! সামস্বরধীরনাদ!
প্রাগ্বংশকায়াখিলসত্রসন্ধে!।
পূর্ত্তেষ্টধর্ম্মশ্রবণোঽসি দেব!
সনাতনাত্মন্! ভগবন্! প্রসীদ। ৩৪।
পদক্রমক্রান্তভুবং ভবন্তম্
আদিস্থিতিঞ্চাক্ষর! বিশ্বমূর্ত্তে!।
বিশ্বস্য বিদ্মঃ পরমেশ্বরোঽসি
প্রসীদ নাথোঽসি চরাচরস্য। ৩৫।
দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তমশেষমেতদ্-
ভূমণ্ডলং নাথ! বিভাব্যতে তে।
বিগাহতঃ পদ্মবনং বিলগ্নং
সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পঙ্কম্। ৩৬।
দ্যাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব!
যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব।

ঘ্রাণ স্বরূপ।[৩৩] ভগবন্! যজ্ঞের স্রুক্ তোমার তুণ্ডস্বরূপ, সামবেদের গীতস্বর তোমার গম্ভীর রবস্বরূপ, প্রাগ্বংশ অর্থাৎ অগ্নিশালার পূর্ব্বভাগ তোমার কায় স্বরূপ, দ্বাদশাহ প্রভৃতি সমুদায় সত্র তোমার সন্ধি স্বরূপ, পূর্ত্ত অর্থাৎ স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এবং ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত ধর্ম্ম তোমার শ্রবণস্বরূপ, অতএব হে সনাতনাত্মন্! প্রসন্ন হও।[৩৪] বিশ্ব-মূর্ত্তে! তুমি পাদ বিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছ, আমরা তোমাকে বিশ্বের জনক ও পালকরূপে জ্ঞাত আছি; তুমি অব্যয় পরমেশ্বর ও স্থাবর জঙ্গম সকলেরই নাথ; তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।[৩৫] নাথ! তোমার দংষ্ট্রাগ্রে বিন্যস্ত এই সমুদায় ভূমণ্ডল, পদ্ম বনে অবতীর্ণ করিরাজের দন্তাগ্রে সংলগ্ন পঙ্কসমেত পদ্মপত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।[৩৬] বিভো! স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে স্থান

ব্যাপ্তং জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে !
হিতায় বিশ্বস্য বিভো ! ভব ত্বম্। ৩৭।
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে ! ।
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্। ৩৮।
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতদ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ। ৩৯।
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে। ৪০।
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ! ।
প্রসীদ সর্ব্ব ! সর্ব্বাত্মন্ ! ভবায় জগতামিমাম্।
উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন্ ! শং নো দেহ্যব্জলোচন ! ।৪২।

আছে, তাহা তোমারই শরীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব তোমার প্রভাব অসীম। তোমার দীপ্তি দ্বারা সমুদায় জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে, অধুনা তুমি বিশ্বের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হও।[৩৭] জগৎপতে ! এক তুমিই পরমার্থ স্বরূপ, অন্য আর কেহই নাই। তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।[৩৮] তুমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, পরন্তু জগৎরূপ এই যে তোমার মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল অযোগী ব্যক্তিরা অবিদ্যা প্রভাবেই ভ্রান্তি দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে।[৩৯] এই সমস্ত চরাচর জগৎ জ্ঞানময়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা এই মোহময় সংসার সাগরে পতিত ও ভ্রান্ত হইয়া ইহাকে প্রকৃত বস্তুবৎ দর্শন করে।[৪০] হে পরমেশ্বর ! যাঁহারা বেদ বেদান্তাদিতে কৃতবিদ্য ও জ্ঞানী হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ও জ্ঞানময় দেখিয়া থাকেন।[৪১] হে সর্ব্বাত্মন্ অমেয়াত্মন্ অব্জলোচন সর্ব্ব ! প্রসন্ন হও, জগৎ উৎপাদনের নিমিত্ত এই পৃথি

সত্ত্বোদ্রিক্তোঽসি ভগবন্! গোবিন্দ! পৃথিবীমিমাম্।
সমুদ্ধর ভবায়েশ! শং নো দেহ্যব্জলোচন!। ৪৩।
সর্গপ্রবৃত্তির্ভবতো জগতামুপকারিণী।
ভবত্বেষা নমস্তেঽস্তু শং নো দেহ্যব্জলোচন!। ৪৪।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানোঽথ পরমাত্মা মহীধরঃ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবাংশ্চ মহার্ণবে। ৪৫।
তস্যোপরি সমুদ্রস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্। ৪৬।
ততঃ ক্ষিতিং সমাং কৃত্বা পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্গিরীন্।
যথাবিভাগং ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ। ৪৭।
প্রাক্সর্গদগ্ধানখিলান্ পর্ব্বতান্ পৃথিবীতলে।
অমোঘেন প্রভাবেণ সসর্জ্জামোঘবাঞ্ছিতঃ। ৪৮।

বীকে উদ্ধার কর; হে কমললোচন! আমাদের মঙ্গল কর।[৪২] ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বী হইতেছ; তুমি জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর; হে কমললোচন! আমাদের মঙ্গল কর।[৪৩] তোমার এই সৃষ্টিকরণে প্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক, হে কমললোচন! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমাদের মঙ্গল কর।[৪৪]

পরাশর কহিলেন, অনন্তর ধরাধারী পরমাত্মা পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া মহার্ণবে স্থাপন করিলেন।[৪৫] সেই মহাসমুদ্রের উপরিভাগে পৃথিবী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল, অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া মগ্ন হইল না।[৪৬] অনন্তর অনাদি ভগবান্ পরমেশ্বর পৃথিবী-পৃষ্ঠ সমভূমি করিয়া তাহাতে যথা-স্থানে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিলেন।[৪৭] যে সকল ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত পূর্ব্ব কল্পে দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইয়াছিল, সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর অমোঘ

ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথম্ ।
ভুবাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ।৪৯।
ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোঽসৌ রজসা বৃতঃ ।
চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতুর্ব্বক্ত্রধরো হরিঃ । ৫০ ।
নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি ।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ । ৫১ ।
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে ।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ ! স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ । ৫২ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

প্রভাব দ্বারা তৎসমুদায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিলেন ।[৪৮] অনন্তর তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে যথাযথ বিভাগ করিয়া এই ভূলোকের ন্যায় ভুব, স্বর্গ, পাতাল এবং মহর্লোকও পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিলেন ।[৪৯] পরে সেই ভগবান্ হরি, রজোগুণাবলম্বী দেব চতুর্ম্মুখ হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।[৫০] পরন্তু তিনি সৃজ্য পদার্থের সৃষ্টি করণ বিষয়ে নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকেন, কারণ সৃজ্যশক্তি অর্থাৎ সমুদায় জন্য পদার্থের পরিণাম শক্তিই প্রধান কারণ ।[৫১] হে তপোধন ! সমুদায় বস্তু পরিণামোন্মুখত্ব-রূপ স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বারাই বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে (অঙ্কুরোৎপত্তি সময়ে বৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় স্বয়ম্ভূরূপ) একমাত্র নিমিত্ত কারণ ব্যতীত আর কিছুই অপেক্ষা করে না ।[৫২]

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ চতুর্থ
অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথমাংশ।

পঞ্চম অধ্যায়।



মৈত্রেয় উবাচ।

যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবর্ষি-পিতৃদানবান্।
মনুষ্য-তির্য্যগ্-বৃক্ষাদীন্ ভূ-ব্যোম-সলিলৌকসঃ ॥ ১ ॥
যদ্গুণং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্ দ্বিজ!।
সর্গাদৌ সৃষ্টবান্ ব্রহ্মা তন্ মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! কথয়াম্যেষ, শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ।
যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবাদীনখিলান্ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন। হে দ্বিজ! সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই দেব ব্রহ্মা, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যক্ জাতি, উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য সমুদায় ভূচর, খেচর এবং জলচরদিগকে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন[১] এবং জগতের মধ্যে যাহার যে গুণ, যাহার যে স্বরূপ ও যাহার যে স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বল।[২] পরাশর কহিলেন, সেই প্রভু দেব ব্রহ্মা যেরূপে দেবাদি সমুদায় জীবগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি,

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ৪ ॥
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোহপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তোহপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ৬ ॥
মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বাহসাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ ॥ ৭ ॥

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।[৩] ব্রহ্মা সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমত সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের প্রারম্ভে যেরূপ হইয়াছিল তাহার ন্যায় তাঁহার অবুদ্ধি পূর্ব্বক অর্থাৎ অনবধানতানিবন্ধন অবিদ্যার সৃষ্টি হইল।[৪] তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা * সেই মহাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়।[৫] অনন্তর ব্রহ্মার চিন্তা দ্বারা (অত্যন্ত তমোময় বৃক্ষ লতা বীরুৎ গুল্ম তৃণ এই) পঞ্চপ্রকার স্থাবর সৃষ্ট হইল। ইহারা স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান-শূন্য, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে এবং সুখদুঃখা-দিরূপ আন্তরিক বিষয়ে বোধ রহিত ও মূঢ়স্বভাব।[৬] প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করেন, তখন এই সমস্ত স্থাবর, সৃষ্টির মুখস্বরূপ হয় বলিয়া ইহারা মুখ্য শব্দে ও ইহাদের সৃষ্টি মুখ্যসৃষ্টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।—

* জীবগণ সৃষ্ট হইলেও অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া ব্যতিরেকে তাহাদের দেহে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি থাকে না, এ জন্য সৃষ্টিকালে অবিদ্যার আবশ্যকতা হয়। তমো দ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান হয়। মোহদ্বারা শরীর সম্বন্ধ বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রভুত্বাভিমান হইয়া থাকে, মহামোহ দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে ভোগলালসা জন্মে। বিষয় ভোগের ব্যাঘাত হইলে তামিস্র দ্বারা ক্রোধের উদয় হয়। অন্ধতামিস্র দ্বারা শরীর ও ভোগ্য বিষয় রক্ষণে মনোনিবেশ হইয়া থাকে।

তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্স্রোতাভ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ॥৮॥
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতা-স্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ॥ ৯॥
অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বধাত্মকাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্॥ ১০॥

—অনন্তর ব্রহ্মা স্থাবরগণকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী দেখিয়া অন্য প্রকার সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৭] তাঁহার অন্যবিধ সৃষ্টি চিন্তা কালে তির্য্যক্স্রোত উৎপন্ন হইল। তির্য্যক্ জাতি আহার বিহারে যথেচ্ছাচারী বলিয়া তির্য্যক্স্রোত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৮] তির্য্যক্ শব্দে বিখ্যাত পশুপক্ষি প্রভৃতি তমঃপ্রায় অর্থাৎ সমধিক তমোগুণ বিশিষ্ট এবং অবেদী অর্থাৎ অনুসন্ধান রহিত। ইহারা উৎপথগামী অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য গম্যাগম্য প্রভৃতি বিবেচনা বিহীন এবং অজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানাভিমানী।[৯] ইহাদের কার্য্য ও জ্ঞান অহঙ্কার পূর্ণ। ইহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধ * অর্থাৎ বৈক্লব্য বিশিষ্ট। ইহারা অন্তঃপ্রকাশ ও পরস্পর আবৃত অর্থাৎ ইহাদের ভাবোদয় হইলেও পরস্পর প্রকাশ করিতে পারে না।[১০]

* বধিরতা কুষ্ঠিতা, অন্ধতা, জড়তা, অজিঘ্রতা, মূকতা, কুণিতা, পঙ্গুতা, ক্লীবতা, উদাবর্ত্ত, মন্দতা এই একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় বিপর্য্যয়। প্রকৃতি-তুষ্টি, উপাদান-তুষ্টি, কাল-তুষ্টি, ভাগ্য-তুষ্টি, এই চারিপ্রকার আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। ধনোপার্জ্জন বিষয়ে মহাকষ্ট দেখিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম পার ও প্রথম তুষ্টি। উপার্জ্জিত ধন পাছে ভূপতি দায়াদ চৌর প্রভৃতি দ্বারা হৃত বা অগ্নি জলাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, সুতরাং উপার্জ্জিত ধন রক্ষা করিতেও মহাক্লেশ। এই ক্লেশ দেখিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম সুপার ও দ্বিতীয় তুষ্টি। অনেক ক্লেশে যে ধন উপার্জ্জিত

তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ।
ঊর্দ্ধ্বস্রোতাস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধ্বমবর্ত্তত। ১১ ॥
তে সুখপ্রীতি-বহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধ্বস্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তির্য্যক জাতিকেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী দেখিয়া অন্যবিধ সৃষ্টির চিন্তা করিতেছেন এমত সময় সমধিক সুখ ও প্রকাশাদিবিশিষ্ট ঊর্দ্ধ্বস্রোত অর্থাৎ অমৃতাদি দর্শন মাত্রে যাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাদৃশ দেবগণ সৃষ্ট হইলেন।১১ দেবগণ সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া তাঁহাদের বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত সুখ ও তজ্জনিত প্রীতির পরিমাণ অধিক। তাঁহারা বাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে

হয় তাহা ভোগ করিতে করিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহা চিন্তা করিয়া যে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম পারাপার ও তৃতীয় তুষ্টি। যত বিষয় ভোগ করা যায়, ভোগ বাসনা ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ভোগ্য বস্তু না পাইলে বিষয়ী ব্যক্তির সাতিশয় ক্লেশ হয়; ইহা চিন্তা করিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভ ও চতুর্থ তুষ্টি। অন্য প্রাণীকে কষ্ট না দিয়া অর্থোপার্জ্জন হওয়া সুকঠিন, সুতরাং উপার্জ্জন বিষয়ে হিংসাদি দোষ দর্শনে যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম উত্তমাম্ভ ও পঞ্চম তুষ্টি। এই রূপে তুষ্টি নয় প্রকার, সুতরাং তুষ্টিবিপর্য্যয়ও নয় প্রকার হইয়া থাকে। সিদ্ধি আট প্রকার। গুরুমুখে অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ গ্রহণের নাম তার ও অধ্যয়ন সিদ্ধি। অধ্যাত্ম বিদ্যার তাৎপর্য্য গ্রহণের নাম সুতার ও শব্দ সিদ্ধি। আগমের অবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা যে অধ্যাত্মবিদ্যার পরীক্ষা, তাহার নাম ঊহ সিদ্ধি, মনন ও তারতার। তর্কদ্বারা স্বয়ং পরীক্ষিত বিষয় অন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত যে গুরু শিষ্য বা সব্রহ্মচারীর প্রাপ্তি, তাহার নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি ও রম্যক সিদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধির নাম দান সিদ্ধি ও সদামুদিত সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হইলে যে ত্রিবিধ সিদ্ধি হয়, তাহা প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান সিদ্ধি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই রূপে সিদ্ধি আট প্রকার, সুতরাং সিদ্ধি বিপর্য্যয়ও আট প্রকার হয়। ইন্দ্রিয় বিপর্য্যয় ১১ প্রকার, তুষ্টি বিপর্য্যয় ৯ প্রকার, সিদ্ধি বিপর্য্যয় ৮ প্রকার, সমুদায়ে ২৮ প্রকার বিপর্য্যয়। তির্য্যক স্রোত ২৮ প্রকার বিপর্য্যয় বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্ ॥ ১৪ ॥
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্তু সাধকম্ ॥ ১৫ ॥
যস্মাদর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসস্তু তে।
তে চ প্রকাশ-বহুলা-স্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ ॥১৬ ॥
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে ॥ ১৭ ॥

ও আন্তরিক অর্থাৎ সুখ ভোগাদি বিষয়ে অনাবৃত, কারণ তাঁহারা বাহ্য ও আন্তরিক উভয় বিষয়েই প্রকাশবান্।[১২] এই সকল দেবসৃষ্টির নাম তুষ্ট্যাত্মক ও তৃতীয় সৃষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মা সাতিশয় প্রীত হইলেন।[১৩] অনন্তর ব্রহ্মা মুখ্য সৃষ্টি প্রভৃতিতে সম্ভূত উদ্ভিদ্ প্রভৃতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী দেখিয়া উদ্দেশ্যসাধক অন্যবিধ উত্তম সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিলেন।[১৪] সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা তাদৃশ সৃষ্টির চিন্তা করিতেছেন এমত সময়, প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রধান সাধন অর্ব্বাক্স্রোত (যাহারা গলাধঃকরণ দ্বারা আহার করে) তথাবিধ মনুষ্য প্রাদুর্ভূত হইল।[১৫] মনুষ্যগণ অধঃপ্রবিষ্ট আহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, এই জন্য তাহাদের নাম অর্ব্বাক্স্রোত। ইহারা বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে বহুলাংশে প্রকাশবান্, তমোগুণাশ্রিত ও সমধিক রজোগুণ সম্পন্ন।[১৬] ইহারা তমোগুণাশ্রিত বলিয়া সাতিশয় দুঃখভাগী এবং সমধিক রজোগুণাবলম্বী হওয়াতে ভূয়োভূয় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই মনুষ্যগণ বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে অনাবৃত এবং সম্পূর্ণ

ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র মুনিসত্তম!।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ॥ ১৮॥
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ॥ ১৯॥
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ। ২০॥
তির্য্যক্স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্যোন্যঃ স উচ্যতে।
ঊর্দ্ধ্বস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥ ২২॥
ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ॥ ২২॥
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ, প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ॥ ২৩॥

রূপে সৃষ্টির উদ্দেশ্যসাধক।[১৭] মহর্ষে! এই ছয় প্রকার সৃষ্টি বিষয় কথিত হইল। প্রথম পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়।[১৮] দ্বিতীয় তন্মাত্র সৃষ্টি, ইহা ভূতসৃষ্টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তৃতীয় বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী সৃষ্টি।[১৯] বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি এই তিন প্রকার। ইহার নাম প্রাকৃত সৃষ্টি। চতুর্থ মুখ্য সৃষ্টি। উদ্ভিদ্‌গণের নাম মুখ্য।[২০] পঞ্চম তির্য্যক্ স্রোতের সৃষ্টি। পশু পক্ষি প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিই তির্য্যক্-স্রোত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ঊর্দ্ধ্বস্রোত অর্থাৎ দেবগণের সৃষ্টি।[২১] সপ্তম অর্ব্বাক্‌স্রোত অর্থাৎ মনুষ্যদিগের সৃষ্টি। অষ্টম সাত্ত্বিক ও তামস অনুগ্রহ সৃষ্টি, অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামস উভয় স্বভাবাপন্ন অংশ-বিধ দেবসৃষ্টি।[২২] মুখ্যসর্গ প্রভৃতি বৈকৃত অর্থাৎ বিকৃত বিষয়ক সৃষ্টি পাঁচ প্রকার। প্রাকৃত সৃষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার। কৌমার সৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌমার সৃষ্টি দুই

ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ।
প্রাকৃতা বৈকৃতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ।
সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ?॥ ২৪ ॥
মৈত্রেয় উবাচ।
সংক্ষেপাৎ কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাং মুনে! ত্বয়া।
বিস্তরাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো মুনিবরোত্তম! ॥ ২৫ ॥
পরাশর উবাচ।
কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলাকুশলৈস্তু তাঃ।
খ্যাত্যা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ সংহারে হ্যুপসংহৃতাঃ॥২৬॥
স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তু তাঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকার; প্রাকৃত ও বৈকৃত *।[২৩] এই তোমাকে প্রজাপতির নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় কহিলাম। এই নববিধ সৃষ্টির মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈকৃত। ইহারাই সমুদায় জগতের মূল কারণ। এক্ষণে জগদীশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে আর কি শুনিতে অভিলাষ কর ?[২৪] মৈত্রেয় কহিলেন। মহর্ষে! আপনি দেবাদির সৃষ্টি সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। আমি আপনকার নিকট ইহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।[২৫] পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যক্ জাতি ও স্থাবরগণ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল;[২৭] কারণ তাহারা প্রলয় কালে সংহারপ্রাপ্ত হইলেও সংস্কার রূপে স্থিত স্বীয় কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি কর্তৃক বিবর্জ্জিত হয়

* কৌমার সৃষ্টির মধ্যে রুদ্র সৃষ্টি প্রাকৃত, কারণ তিনি স্বয়ংই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং সনৎকুমার প্রভৃতির সৃষ্টি বিকৃতিভাবাপন্ন ব্রহ্মা কর্তৃক কৃত হওয়াতে বৈকৃত সৃষ্টিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযূযুজৎ ॥ ২৮ ॥
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ ॥ ২৯ ॥
উৎসসর্জ্জ ততস্তান্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সা তু ত্যক্তা ততস্তেন মৈত্রেয়াভূদ্ বিভাবরী ॥ ৩০ ॥
সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপততঃ সুরাঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ! ॥ ৩১ ॥
ত্যক্তা সা তু তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্ দিনম্।
ততো হি বলিনো রাত্রাবসুরা দেবতা দিবা ॥ ৩২ ॥
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।

না এবং পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম জনিত শুভাদৃষ্ট এবং দুরদৃষ্টও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।[২৭] অনন্তর ব্রহ্মা অম্ভো নামে বিখ্যাত দেবগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃসমাধান করিলেন[২৮] এবং সেই সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় পূর্ব্ব সংস্কার বশত তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করাতে প্রথমত তাঁহার জঘন স্থল হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হইল।[২৯] তৎপরে তিনি তমোময় ভাব পরিত্যাগ করিলেন। মৈত্রেয় ! সেই তমোভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাত্রি রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল।[৩০] অনন্তর তিনি অন্যভাব আশ্রয় পূর্ব্বক প্রীতিমান্ ও সিসৃক্ষু হইলে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।[৩১] তখন তিনি সত্ত্বপ্রায় অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ভাব পরিত্যাগ করিলে তাহা দিবস রূপে পরিণত হইল। এই কারণে অসুরগণ রাত্রি কালে ও দেবগণ দিবাভাগে প্রবল হইয়া থাকেন।[৩২] অনন্তর তিনি পিতার ন্যায় সম্মানিত হইয়া অন্যবিধ

পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৩৩ ॥
উৎসসর্জ্জ পিতৄন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টা-ঽভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥৩৪॥
রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ।
রজোমাত্রোৎকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসত্তম! ॥ ৩৫ ॥
তামপ্যাশু স তত্যাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে ॥৩৬॥
জ্যোৎস্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা।
মৈত্রেয়! সন্ধ্যাসময়ে তস্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপাশ্রয়াণি তু ॥ ৩৮ ॥
রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
ততঃ ক্ষুদ্ ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া ততঃ ॥৩৯॥

সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিলেন ও তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ সৃষ্ট হইলেন।[৩৩] প্রভু পিতামহ পিতৃগণকে দেখিয়া সেই সাত্ত্বিক ভাবও পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ সাত্ত্বিক ভাব দিবারাত্রির মধ্যবর্ত্তী সন্ধ্যারূপে প্রকাশিত হইল।[৩৪] অনন্তর তিনি রজোগুণ আশ্রয় করিলে রজোগুণে উদ্ভূত মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইল।[৩৫] তখন প্রজাপতি তৎক্ষণাৎ সেই রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ রাজসিক ভাবও পূর্ব্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত প্রভাত রূপে পরিণত হইল।[৩৬] হে মৈত্রেয়! এই কারণে মানবগণ প্রভাত কালে ও পিতৃগণ সায়ং-কালে বলবান্ হইয়া থাকেন।[৩৭] প্রাতঃকাল, দিবস, সন্ধ্যা ও রাত্রি এই চারিটী প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ তিন গুণের পৃথক্ পৃথক পরিণামমাত্র।[৩৮] পরে ব্রহ্মা অন্য প্রকার রজোগুণ আশ্রয় করিলেন।

ক্ষুৎক্ষামানন্ধকারেঽথ সোঽসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্॥৪০॥
মৈবং ভো! রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তম্ রাক্ষসাস্তু তে।
ঊচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু জক্ষণাৎ॥৪১॥
অপ্রিয়ানথ তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ।
হীনাশ্চ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্ত তচ্ছিরঃ॥ ৪২॥
সর্পণাৎ তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্রষ্টা ক্রোধাত্মনো বিনির্ম্মমে॥৪৩॥
বর্ণেন কপিশেনোগ্রা ভূতাস্তে পিশিতাশনাঃ।
ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ॥ ৪৪॥

তাহাতে (তাঁহার শরীর হইতে) ক্ষুধার উৎপত্তি হইল এবং ঐ ক্ষুধা হইতে কোপ জন্ম গ্রহণ করিল।[৩৯] অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অন্ধকারে থাকিয়া ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা স্বভাবতই শ্মশ্রুল ও বিরূপাকার হইয়া পড়িল এবং সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল।[৪০] তাহাদের মধ্যে যাহারা কহিল যে অহে! এরূপ করিও না, ইহাঁকে রক্ষা কর, তাহারা রক্ষণ হেতু রাক্ষস নামে প্রথিত হইল। যাহারা কহিল ইহাকে ভক্ষণ করি, তাহারা জক্ষণ হেতু যক্ষ নামে খ্যাত হইয়া পড়িল।[৪১] অপ্রিয় যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দেখিয়া বিধাতার কেশ ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং পুনর্ব্বার তাঁহার মস্তকে যথাস্থানে আরোহণ করিল।[৪২] তখন সেই কেশগুলি, হীনত্ব অর্থাৎ মস্তক হইতে পতন হেতু অহি নামে এবং সর্পণ অর্থাৎ মস্তকে পুনর্ব্বার গমন হেতু সর্প নামে বিখ্যাত সরীসৃপ রূপ ধারণ করিল। পরে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়াতে ক্রুদ্ধস্বভাব পিঙ্গলবর্ণ পিশিতাশন

পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ ! ।
এতানি সৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তি-নোদিতঃ ॥৪৫॥
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ ।
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান্ ॥ ৪৬ ॥
সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ ।
পদ্ভ্যামশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্॥৪৭॥
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাশ্চ জাতয়ঃ ।
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৪৮ ॥
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কল্পস্যাদৌ দ্বিজোত্তম ! ।
সৃষ্ট্বা পশ্বোষধীঃ সম্যগ্ যুযোজ স তদাধ্বরে ॥ ৪৯ ॥

নামে প্রচণ্ড প্রাণী সৃষ্ট হইল। অনন্তর যাহারা মধুর গান করে, এরূপ গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হইল।[৪৩।৪৪] ইহারা গো অর্থাৎ বাক্যামৃত পান করাইতে করাইতে অর্থাৎ সুমধুর গান করিতে করিতে জন্মিয়াছিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত জীবগণের প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন।[৪৫]

অনন্তর প্রজাপতি স্বেচ্ছানুসারে দেহাবস্থা বিশেষ হইতে পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ,[৪৬] উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, শরভ, গবয়, মৃগ[৪৭] উষ্ট্র, অশ্বতর, কৃষ্ণসার ও অন্যান্য বিবিধ পশুজাতি সৃষ্ট হইল। ফলমূলশালিনী ওষধিসকল তাঁহার রোম হইতে জন্মিল।[৪৮] হে দ্বিজোত্তম ! যখন ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়, তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা, কল্পারম্ভে সৃষ্ট উক্ত সমুদায় পশু ও ওষধিসমূহকে গ্রাম্য ও আরণ্য রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া যজ্ঞার্থে বিনিযোজিত করি-

গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥৫০॥
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥ ৫১ ॥
গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ॥৫২॥
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্‌থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্ মুখাৎ॥ ৫৩ ॥
সামানি জগতীছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্ মুখাৎ॥ ৫৪ ॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।

লেন।[৪৯] মনুষ্য, গো, অজ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, ইহারা গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।[৫০] শ্বাপদ অর্থাৎ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, দ্বিখুর অর্থাৎ যাহাদের খুর খণ্ডিত এরূপ গবয় প্রভৃতি জন্তু, হস্তী, বানর, পক্ষী, কূর্ম্ম প্রভৃতি জলীয় জন্তু, সর্প গোসাপ ভেক টিক্‌টিকী প্রভৃতি সরীসৃপ (যাহারা বক্রগমন করে) ইহারা বন্য জন্তু মধ্যে পরিগণিত।[৫১]

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দ ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম অর্থাৎ স্তোত্র সাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন।[৫২] পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্বেদ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম, ও উক্‌থ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।[৫৩] সামবেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশস্তোম নামক সাম বেদের গান, বৈরূপ নামক সামগান, অতিরাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে এতৎ সমুদায়ের উৎপত্তি হয়।[৫৪] একবিংশ-

অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্ মুখাৎ ॥ ৫৫ ॥
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৄন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
ততঃ পুনঃ সসর্জ্জাদৌ স কল্পস্য পিতামহঃ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥৫৭॥
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥ ৫৮ ॥
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ। [৫৯ ॥
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে ॥
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।

স্তোম, অথর্ব্ব বেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও বৈরাজ সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।[৫৫]

এই রূপে ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সর্ব্ব প্রকার ভূত উদ্ভূত হয়। তিনি উক্ত রূপে দেবগণ অসুরগণ পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া[৫৬] ঐ কল্পারম্ভেই যক্ষগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ,[৫৭] নর অর্থাৎ অশ্বজঘনগণ, কিন্নর অর্থাৎ অশ্বমুখগণ, রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, পশুগণ, মৃগগণ, উরগগণ এবং অচিরস্থায়ী বা চিরস্থায়ী যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম জীব আছে,[৫৮] ভগবান্ ব্রহ্মা তৎকালে তৎসমুদায় সৃষ্টি করিলেন। এই সকল জীবগণের মধ্যে যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ্ কর্ম্ম করিয়াছিল[৫৯] সে সৃষ্ট হইবার সময় স্বভাবত সেই রূপ কর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতে কেহ হিংস্র, কেহ অহিংসক, কেহ মৃদু, কেহ ক্রূর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ সত্যনিষ্ঠ, কেহ মিথ্যাভাষী হইতেছে; কারণ পূর্ব্ব

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥৬০॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্ ॥ ৬১ ॥
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ ॥ ৬২ ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথা নিয়োগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ॥৬৩॥
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬৪॥

সংস্কারানুসারেই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী হয় ও সকলেরই পূর্ব্ব কল্পের স্বীয় গুণ ও ধর্ম্মে অভিরুচি হইয়া থাকে।[৬০] সেই বিধাতাই অমৃত অন্ন ফল তৃণ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু সমুদায়ের, জলচর স্থলচর প্রভৃতি জীবগণের ও দ্বিপদ চতুষ্পদ ষট্পদ প্রভৃতি শরীর সমুদায়ের সম্পূর্ণ ঈশ্বর; অতএব স্বয়ং তিনিই ঐ সমুদায় নানা প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ নানাপ্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।[৬১] তিনি প্রথমতঃ বেদ হইতেই দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের, জগতীস্থ ভূত সমুদায়ের ও যাবদীয় ক্রিয়াকলাপের নাম, রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার অবান্তর ভাগে বিভক্ত করিলেন[৬২] এবং তিনি বেদ অনুসারে ঋষিদিগের নাম স্থির করিয়া পূর্ব্ব কল্পানুসারে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযুক্ত করিলেন।[৬৩] যেমন পর্য্যায় ক্রমে শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু কাল উপস্থিত হইলে তত্তৎকালীয় ফল পুষ্পাদি আবির্ভূত হইতে দেখা যায়, তাহার ন্যায়, প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সমুদায় বস্তু স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে

করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃপুনঃ।
সিসৃক্ষাশক্তি-যুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আবির্ভূত হইয়া থাকে।[৬৪] সিসৃক্ষা-শক্তি সম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মা, সৃজ্য-শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রত্যেক কল্পেই পুনঃপুন এইরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।[৬৫]।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ পঞ্চম
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।



মৈত্রেয় উবাচ।

অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ।
ব্রহ্মন্! বিস্তরতো ব্রুহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা॥ ১॥
যথা চ বর্ণানসৃজদ্ যদ্‌গুণাংশ্চ মহামুনে!।
যচ্চ তেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্॥ ২॥

পরাশর উবাচ।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥৩॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা-স্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ॥ ৪॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ব্রহ্মন্! আপনি অর্ব্বাক্‌স্রোত শব্দে অভিহিত মনুষ্যগণের বিষয় সংক্ষেপে বলিলেন, পরন্তু ব্রহ্মা যে রূপে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত রূপে বলুন।[১] মহর্ষে! ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের যাদৃশ জাতি, যাদৃশ গুণ ও যেপ্রকার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করুন।[২] পরাশর কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার মুখ হইতে সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রজা,[৩] বক্ষঃস্থল হইতে সমধিক রজোগুণাবলম্বী প্রজা, উরুদেশ

পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম!।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম!।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥ ৬ ॥
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ! যজ্ঞসাধনমুত্তমম্॥ ৭ ॥
যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ।
আপ্যায়য়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ! যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ॥ ৮ ॥
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ।
বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ॥ ৯ ॥
স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে!।
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্ যান্তি মনুজা দ্বিজ!॥ ১০ ॥

হইতে সমধিক রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রজা[৪] এবং পদদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সমুদায় সমধিক তমোগুণাবলম্বী প্রজা উদ্ভূত হইল। এই কারণেই সেই অবধি বর্ণ চতুষ্টয় হইয়াছে।[৫] হে দ্বিজবর! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ব্রহ্মার মুখ, বক্ষঃস্থল, ঊরু ও চরণ হইতে সমুৎপন্ন।[৬] মহাত্মন্! ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্তই উত্তম যজ্ঞসাধন এই সমুদায় চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন।[৭] হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা প্রজাগণকে পরমাপ্যায়িত করেন সুতরাং যজ্ঞই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণ।[৮] স্বধর্ম্মনিরত সৎপথগামী বিশুদ্ধাচারসম্পন্ন সাধু ব্যক্তিরাই যজ্ঞ সমাধান করিয়া থাকেন।[৯] মুনে! মানবগণ মানবযোনিতে জন্ম হেতু স্বর্গ ও অপবর্গের অধিকারী হয় এবং অভিলষিত সত্যলোক প্রভৃতিতেও গমন করিতে পারে।[১০]

প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ।
সম্যক্‌শ্রদ্ধাসমাচারপ্রবণা মুনিসত্তম! ॥ ১১ ॥
যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ ॥ ১২ ॥
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃসংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎ পদম্ ॥১৩॥
ততঃ কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশঃ কথিতো হরেঃ।
স পাতয়ত্যঘং ঘোরমল্পমল্পাল্পসারবৎ ॥ ১৪ ॥
অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয়! রাগাদিকমসাধকম্ ॥ ১৫ ॥
ততঃ সা সহসা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে।

মহর্ষে! (সৃষ্টির প্রারম্ভে) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থানুসারে প্রজাগণ সৃষ্ট হইয়া সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত ও বিশুদ্ধ আচার বিশিষ্ট হইল।[১১] তখন তাহারা (অরণ্য গিরিগুহা প্রভৃতি) যথা ইচ্ছা তথা বাস করিত, কোন বাধাই ছিল না এবং তাহারা বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধান্তঃকরণ ও সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মল থাকিত।[১২] তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবান্ হরি বিরাজমান থাকিতেন। তাহারা সেই অন্তঃকরণ দ্বারা নিরন্তর শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুপদ ধ্যান করিত।[১৩] হে মৈত্রেয়! অনন্তর সত্যযুগাবসানের পর (ত্রেতা যুগের কিয়ৎকাল অতীত হইলে) বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত সেই কালরূপী অংশ সেই সমুদায় প্রজাতে অত্যল্প সুখপ্রদ ও বহু দুঃখ দায়ক (বিষয়াভিলাষ দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি) রাগস্বরূপ পাপ নিক্ষিপ্ত করিল।[১৪] এই পাপ অধর্ম্মের বীজস্বরূপ, ইহা হইতে তম ও লোভের উৎপত্তি হয়, ইহা (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই

রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ ॥১৬॥
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বৰ্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দ্বাভিভব-দুঃখাৰ্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্ৰজাঃ ॥ ১৭ ॥
ততো দুৰ্গাণি তাশ্চক্ৰুৰ্ধান্বং পাৰ্ব্বতমৌদকম্।
কৃত্ৰিমঞ্চ তথা দুৰ্গং পুরং খৰ্ব্বটকাদিকম্॥ ১৮ ॥
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্ৰুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্ৰশমায় মহামুনে! ॥
প্ৰতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্ৰজাঃ পুনঃ।
বাৰ্ত্তোপায়ং ততশ্চক্ৰুৰ্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কৰ্ম্মজাম্॥ ২০ ॥
ব্ৰীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।

চতুৰ্বৰ্গ প্ৰাপ্তিরূপ) পুরুষার্থ সাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী।[১৫] অনন্তর রসোল্লাস প্রভৃতি যে অন্যবিধ আটপ্রকার সিদ্ধি আছে তাহা আর তখন মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত থাকিল না।[১৬] অনন্তর (রোগাদি রূপ) পাপ, প্রবৃদ্ধ ও বদ্ধমূল হইলে (রসোল্লাস প্রভৃতি) সমুদায় সিদ্ধি নিঃশেষিত হইল এবং প্রজাগণ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দুঃখে প্রপীড়িত হইতে লাগিল।[১৭] তখন তাহারা দস্যু প্রভৃতি হইতে আপনাদের ধন ও শরীর রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষময়, পৰ্ব্বতময় বা উদকময় দুৰ্গ নিৰ্ম্মাণ করিল এবং ইষ্টকাদির প্রাচীর নির্ম্মাণাদি দ্বারা কৃত্রিম দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রাজধানী ও নগর নির্ম্মাণ করিল।[১৮] মহর্ষে! মনুষ্যগণ শীতাতপ জনিত বাধা নিবারণের উদ্দেশে ও তস্কর প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেই সমুদায় রাজধানী নগর গ্রাম প্রভৃতিতে ন্যায়ানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিল।[১৯] প্রজাগণ এই রূপে শীতাদির প্রতীকার করিয়া শারীরিক-পরিশ্রম-সাধ্য হস্তনিষ্পাদ্য জীবিকার উপায় কৃষি-

প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীণকাঃ ॥ ২১ ॥
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চনকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥
ইত্যেতাশ্চৌষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে!।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ ॥ ২৪ ॥
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ স গবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্মর্কটকা মুনে! ॥ ২৫ ॥
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে যজ্ঞস্তথাসাং হেতুরুত্তমঃ ॥ ২৬ ॥
এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে ॥ ২৭ ॥

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।[২০] ব্রীহিধান্য, যব, গোধূম, অণুধান্য, তিল, প্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ পিঁপুল, দেবধান্য অর্থাৎ দে-ধান, কোদ্রব, চীণক, [২১] মাষ, মুদ্গ, মসূর, শিম্বী অর্থাৎ শীম্, কুলত্থক, আঢ়কী, চণক অর্থাৎ ছোলা, শণ এই সতের প্রকার জাতি [২২] গ্রাম্য ওষধির মধ্যে উৎপন্ন হইল। গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ ওষধির মধ্যে চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধি যজ্ঞীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।[২৩] ব্রীহি, যব, মাষ, গম, অণুধান্য, তিল, পিঁপুল, কুলত্থক এই অষ্টবিধ গ্রাম্য [২৪] এবং শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল অর্থাৎ আরণ্য তিল, গবেধুক, বেণুযব, মর্কটক অর্থাৎ বন্যপিঁপুল (এই ছয় প্রকার বন্য ওষধি), [২৫] গ্রাম্য ও বন্য এই চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধিদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় এবং এই গুলিই যজ্ঞের উত্তম সাধন। [২৬] এই সমুদায়

অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম!।
উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণস্য শান্তিদম্॥ ২৮॥
যেষান্তু কালরূপোঽসৌ পাপবিন্দুর্ম্মহামতে!।
চেতস্সু ববৃধে, চক্রুস্তে ন যজ্ঞেষু মানসম্॥ ২৯॥
বেদবাদাংস্তথা বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নিন্দমানাস্তে যজ্ঞব্যাসেধকারিণঃ॥ ৩০॥
প্রবৃত্তিমার্গব্যুচ্ছিত্তিকারিণো বেদনিন্দকাঃ।
দুরাত্মানো দুরাচারা বভূবুঃ কুটিলাশয়াঃ॥ ৩১॥
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণম্॥ ৩২॥

ওষধি ও যজ্ঞ প্রজাগণের বৃদ্ধির কারণ; এই জন্য পরাপরজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।[২৭] মহর্ষে! প্রতিদিন অবাধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে মহা উপকার হয় ও ক্রিয়মাণ পাপের শান্তি হইয়া থাকে।[২৮] মহামতে! কালস্বরূপ সেই বিষয় বাসনাদি মহাপাপ যাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহারাই যজ্ঞে মনোনিবেশ করে না।[২৯] ইহারা বেদবাদ, সমুদায় যজ্ঞসম্পাদক বস্তু ও দেবগণের নিন্দাবাদ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতিষেধ করে।[৩০] কুটিলাশয় দুরাত্মা দুরাচার বেদ নিন্দকেরা (এই রূপে যজ্ঞ লোপ দ্বারা) প্রবৃত্তিমার্গের উচ্ছেদ করিয়া থাকে।[৩১] ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা যে সকল প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন, কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা তাহাদের জীবিকা স্থির হইলে তিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের ও গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের ধর্ম্ম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে ও প্রজাগণের গুণ অনুসারে প্রত্যেকের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অর্থাৎ যিনি সমধিক সত্ত্বগুণাশ্রিত ও যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি পারত্রিক কার্য্যে রত, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, যিনি রজোগুণপ্রধান

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর !।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধর্ম্মানুপালিনাম্ ॥৩৩॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩৪ ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥৩৬॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্ বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৩৭॥

ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রজাপালন প্রভৃতিতে রত তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, যে ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজ উভয় গুণপ্রধান ও কৃষি বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত, তাহাকে বৈশ্য, যে ব্যক্তি তমোগুণ-প্রধান ও শুশ্রূষাদিতে নিযুক্ত তাহাকে শূদ্র করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাহারা উত্তম-রূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করে তাহাদের মধ্যে কে কোন্ লোকে গমন করিবে, ব্রহ্মা তাহাও স্থির করিলেন।[৩২।৩৩] ব্রাহ্মণ যদি অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি ক্রিয়াবান্ হয় তাহা হইলে তাহার পিতৃলোকে বাস হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়জাতি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।[৩৪] বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদিতে অনুরক্ত হইলে দেবলোকে বাস করে। শূদ্র সেবাপরায়ণ হইলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৩৫] অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধ্বরেতা মহর্ষি যে জন-লোকে বাস করেন, নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[৩৬] সপ্তর্ষিগণ যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে অর্থাৎ তপোলোকে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বীরাও গমন করিয়া থাকেন। গৃহস্থেরা পিতৃলোক, সন্ন্যাসীরা সত্য লোক

যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥৩৮॥
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ৩৯ ॥
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ ॥ ৪০ ॥
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ ।
বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্ ।
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

প্রাপ্ত হন।[৩৭] বিষ্ণুর পরম পদ যে অমৃত লোক, সেই স্থলে যোগীরা গমন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী লোক সর্ব্বদা একাগ্র চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন,[৩৮] তাঁহারা সেই পরম স্থান অর্থাৎ জ্ঞানীরা যাহা চিন্তা করেন, সেই অমৃত লোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্র সূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ উক্ত লোকে পুনঃ পুনঃ গমন করেন ও প্রতিনিবৃত্ত হন কিন্তু [৩৯]যাঁহারা দ্বাদশাক্ষর (বাসুদেব মন্ত্র) ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ অমৃত লোক হইতে কদাপি প্রতিনিবৃত্ত হন না।——

——যাহারা বেদনিন্দা বা যজ্ঞের ব্যাঘাত করে অথবা যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী হয়; তাহাদের বাসের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন ঘোর তামিস্র অন্ধতামিস্র রৌরব মহারৌরব অসিপত্রবন কালসূত্র এই কয়েকটী নরক নির্দ্দিষ্ট আছে।[৪১]।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

সপ্তম অধ্যায়।

—○—

পরাশর উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ ॥ ২ ॥
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥ ৩ ॥
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ ॥৪॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহার মানসী প্রজা সমুৎপন্ন হইল। এই প্রজাগণ সেই ব্রহ্মার শরীর সম্ভূত কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াছিল।১ ধীমান্ ব্রহ্মার শরীর হইতেই উক্ত প্রজাগণের আত্মা আবির্ভূত হইল। আমি পূর্ব্বে ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোলোকবাসী দেবগণ প্রভৃতি স্থাবরগণ পর্য্যন্ত যে সকল চরাচর প্রজার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাই এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।৩ অনন্তর ধীমান্ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে তাঁহার সৃষ্ট প্রজাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল না, অর্থাৎ

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্॥ ৫ ॥
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা ॥ ৬ ॥
ন তে লোকেষ্বসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে।
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥ ৭ ॥
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্ত্রৈলোক্যদহনক্ষমঃ ॥ ৮ ॥
তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালা-বিদীপিতম্।
ব্রহ্মণোঽভূৎ তদা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনে ! ॥৯॥
ভৃকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥ ১০ ॥

সেই সকল প্রজা সংসার আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রাদি উৎপাদন করিলেন না, তখন তিনি আত্মসদৃশ অন্য মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন।[৪] তাঁহাদের নাম ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ঠ।[৫] পুরাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই নয় জন প্রজা ব্রহ্মার সদৃশ। ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সনন্দন প্রভৃতির সৃষ্টি করেন[৬] তাঁহারা সকলেই মাৎসর্য্যাদি রহিত বীতরাগ ও তত্ত্বদর্শী, সুতরাং তাঁহারা পুত্রোৎপাদন করিলেন না, সংসারেও আসক্ত হইলেন না।[৭] সনন্দন প্রভৃতি এই রূপে প্রজাবর্দ্ধনে নিরপেক্ষ হইলে ব্রহ্মার ঈদৃশ মহাক্রোধাগ্নি উদিত হইল, যে তাহাতে ত্রিলোকীও ভস্মাবশেষ হইতে পারে।[৮] মহর্ষে! তৎকালে ব্রহ্মার সমুদ্ভূত ক্রোধাগ্নির শিখা-সমূহ দ্বারা সমুদায় ত্রৈলোক্যের সমুদায় স্থল সমুদ্দীপিত হইয়া উঠিল।[৯] এবং তাঁহার ললাট দেশ ভৃকুটী দ্বারা কুটিল ও ক্রোধদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে তাহা হইতে মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রভা-

অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দ্দধে ততঃ ॥ ১১ ॥
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ।
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ ॥ ১২ ॥
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ।
বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥ ১৩ ॥
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং দ্বিজ! ॥১৪॥
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দ্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মাচ্চ পুরুষাদ্ দেবী শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতি-সঞ্জিতম্ ॥ ১৬ ॥

শালী রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।[১০] রুদ্রের শরীর প্রচণ্ডও প্রকাণ্ড এবং তাহার অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারীরূপ হইল। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন যে স্বীয় শরীর বিভক্ত কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।[১১] রুদ্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া আত্মশরীরের এক ভাগ পুরুষ ও এক ভাগ স্ত্রী রূপে বিভাগ করিলেন এবং ঐ পুরুষাংশকেও একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী-অংশকে সৌম্যা অসৌম্যা, শান্তা অশান্তা, সিতা অসিতা প্রভৃতি বহু ভাগে বিভক্ত করিলেন।[১৩] অনন্তর একাদশ রুদ্র অবতার দ্বারা ক্রোধাংশ নির্গত হইলে প্রভু ব্রহ্মা আত্মশরীর হইতে পূর্ব্বে উৎপন্ন সাত্ত্বিকস্বভাব আপনার স্বরূপ স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাপালনে নিযুক্ত করিলেন।[১৪] ভগবান্ দেব স্বায়ম্ভুব মনু (ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্না স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গভূতা) তপোবলে পাপস্পর্শ-পরিশূন্যা শতরূপা নাম্নী নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন।[১৫] পরে মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ

কন্যাদ্বয়ঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ! রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্।
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকুতিং রুচেঃ পুরা॥ ১৭॥
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ! দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।১৮।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়ান্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ॥ ১৯॥
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসান্তু সম্যঙ্ নামানি মে শৃণু॥ ২০॥
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশ॥২১॥
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ॥ ২২॥

নামক দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকুতি নামক [১৬] ঔদার্য্য ও রূপগুণ-সম্পন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ কন্যাদ্বয় জন্ম পরিগ্রহ করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষের সহিত প্রসূতির ও রুচির সহিত আকুতির পরিণয় সম্পাদন করিলেন।[১৭] হে মহাভাগ! রুচি আকুতির পাণিগ্রহণ করিলে তাঁহা-দের যজ্ঞ নামক কুমার ও দক্ষিণা নাম্নী কুমারী উৎপন্ন হইল এবং যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিলেন। [১৮] যজ্ঞ হইতে দক্ষিণার গর্ব্ভে দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মনুর অধিকার সময়ে এই দ্বাদশ পুত্র দেব ও যাম নামে বিখ্যাত হইলেন। [১৯] দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ব্ভে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হইল। এই চতুর্ব্বিং-শতি কন্যার নাম ক্রমশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। [২০] শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি তুষ্টি পুষ্টি মেধা ক্রিয়া বুদ্ধি লজ্জা বপু শান্তি সিদ্ধি কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে [২১] ভগবান ধর্ম্ম বিবাহ করিলেন। অবশিষ্ট

খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৩ ॥
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্ষিবরস্তথা ॥ ২৪ ॥
অত্রির্ব্বশিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্।
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম! ॥ ২৫ ॥
শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥ ২৬ ॥
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ॥ ২৭ ॥
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥ ২৮ ॥

কনিষ্ঠ একাদশ কন্যা থাকিল; [২২] ইঁহাদের নাম খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। [২৩] ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, [২৪] অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণ ইঁহারা যথাক্রমে খ্যাতি প্রভৃতি ঐ একাদশ দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকে, ভব সতীকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা স্মৃতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নতিকে, অত্রি অনসূয়াকে, বশিষ্ঠ উর্জ্জাকে, বহ্নি স্বাহাকে, পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন। [২৫] অনন্তর ধর্ম্ম হইতে শ্রদ্ধা কাম নামক পুত্র, লক্ষ্মী অহঙ্কার নামে পুত্র, ধৃতি নিয়মনামক পুত্র, তুষ্টি সন্তোষ নামক পুত্র, পুষ্টি লোভ নামক পুত্র, [২৬] মেধা শ্রুত নামক পুত্র, ক্রিয়া তমোহংশ দ্বারা দণ্ড নামক, রজোহংশ দ্বারা নয় নামক ও সত্ত্বাংশ দ্বারা বিনয় নামক পুত্র, বুদ্ধি বোধ নামক পুত্র, লজ্জা বিনয় নামক পুত্র, বপু [২৭] ব্যবসায়

কামান্‌-নন্দা সুতং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত।
হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ॥ ২৯॥
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনন্ত্বিদমেতয়োঃ।
তয়োর্জ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্॥৩০॥
বেদনা স্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্ব্যাধিজরাশোকতৃষ্ণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে॥৩১॥
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা তে সর্ব্বে হ্যূর্দ্ধ্বরেতসঃ॥৩২॥
রৌদ্রাণি তানি রূপাণি বিষ্ণুর্মুনিবরাত্মজ!।
নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং জগতোঽস্য প্রয়ান্তি বৈ॥ ৩৩॥

নামক পুত্র, শান্তি, ক্ষেম নামক পুত্র, সিদ্ধি সুখ নামক পুত্র, কীর্ত্তি যশো নামক পুত্র প্রসব করিলেন। ধর্ম্ম হইতে ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই ত্রয়োদশ পুত্র উৎপন্ন হয়।[২৮] ধর্ম্মপুত্র কাম, নন্দা নাম্নী পত্নীতে হর্ষ নামক একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মার অপর পুত্র অধর্ম্ম হিংসা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ হিংসার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে এবং অনৃত হইতে নিকৃতির গর্ভে ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র [২৯] এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। ভয় মায়াকে এবং নরক বেদনাকে বিবাহ করিলেন। ভয় হইতে মায়ার গর্ভের সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যুর উৎপত্তি হইল।[৩০] নরকের সংসর্গে বেদনা দুঃখ নামক পুত্র প্রসব করিল। মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা শোক তৃষ্ণা ক্রোধ এই পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল।[৩১] ইহারা সকলেই পাপস্বরূপ ও ইহাদের চরম্ কাল কেবল দুঃখময়। ইহারা সকলেই ঊর্দ্ধ্বরেতা, সুতরাং ইহাদের স্ত্রী পুত্র নাই।[৩২] হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহারা ভগবান্ বিষ্ণুর

দক্ষো মরীচিরত্রিশ্চ ভৃগ্বাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
জগত্যত্র মহাভাগ! নিত্যসর্গস্য হেতবঃ॥ ৩৪॥
মনবো মনুপুত্রাশ্চ ভূপা বীর্য্যধনাশ্চ যে।
সন্মার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ॥ ৩৫॥

মৈত্রেয় উবাচ।

যেয়ং নিত্যা স্থিতির্ব্রহ্মন্! নিত্যসর্গস্তথেরিতঃ।
নিত্যাভাবাশ্চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্॥৩৬॥

পরাশর উবাচ।

সর্গস্থিতিবিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তৈস্তৈরূপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যব্যাহতান্ বিভুঃ॥৩৭॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ!।
নিত্যশ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্ব্বিধঃ॥ ৩৮॥

রৌদ্র মূর্ত্তি এবং ইহাদের হইতে এই জগতের নিত্য প্রলয় হয়। ৩৩ হে মহাভাগ! এই জগতে দক্ষ মরীচি অত্রি ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ নিত্য সৃষ্টির কারণ, অর্থাৎ ইহাঁদের হইতে নিত্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩৪ মনুগণ মনুপুত্রগণ ও সৎপথাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত বীর ভূপালগণ ইহাঁরা নিয়ত এই জগৎ পালন করিয়া থাকেন। ৩৫

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে নিত্য সৃষ্টি, নিত্য স্থিতি ও নিত্য প্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করিলেন, তাহার স্বরূপ কি, তাহা আমাকে সবিশেষ বলুন।৩৬ পরাশর কহিলেন, অচিন্ত্যস্বরূপ বিভু ভগবান্ মধুসূদন, মনু দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি রূপে আবির্ভূত হইয়া বিনা ব্যাঘাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন।৩৭ হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চারি প্রকার; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ ।
প্রয়াতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতৌ লয়ম্ ॥৩৯॥
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি ।
নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্ ॥৪০॥
প্রসূতিঃ প্রকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা ।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তরপ্রলয়াদনু ॥ ৪১ ॥
ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম ! ।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ৪২ ॥
এবং সর্ব্বশরীরেষু ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরুৎপত্তিস্থিতিসংযমান্ ॥ ৪৩ ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ব্বদেহিষু ।

ও নিত্য।[৩৮] জগৎপতি ব্রহ্মার দিবাবসান হইলে তাঁহার শয়নকালে নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। যখন এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন তাহা প্রাকৃতিক প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৩৯] যোগীরা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। এই জগতে জীবগণ যে নিত্য নিত্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নিত্য প্রলয় শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।[৪০] মহাপ্রলয়াবসানে প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, তাহার নাম প্রাকৃতী সৃষ্টি। খণ্ড প্রলয়াবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রাতঃকালে যে স্থাবর জঙ্গমের, সৃষ্টি হয়, তাহা দৈনন্দিন সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।[৪১] মহর্ষে ! এই জগন্মণ্ডলে জীবগণ যে নিত্য জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, পৌরাণিক পণ্ডিতেরা তাহাকে নিত্য সৃষ্টি বলেন।[৪২] ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু এই রূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি

বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা ॥ ৪৪ ॥
গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ ব্রহ্মন্! শক্তিত্রয়ং মহৎ।
যোঽতিযাতি স যাত্যেব পরং নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

প্রলয় করিতেছেন।[৪৩] হে মৈত্রেয়! সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে অবস্থান করাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণেই যথাসময়ে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় হয়।[৪৪] ব্রহ্মন্! যিনি এই বৈষ্ণবীশক্তি স্বরূপ তিন গুণ অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হন এবং এই সংসারে তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।[৪৫]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ সপ্তম
অধ্যায় সমাপ্ত।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

অষ্টম অধ্যায়।



পরাশর উবাচ।

কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে!।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ১॥
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ॥ ২॥
রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম!।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ॥ ৩॥
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্।
রুদ্রস্ত্বং দেব! নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন। মহর্ষে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার তামস সৃষ্টির বিবরণ কহিলাম; এক্ষণে রুদ্র সৃষ্টির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১] প্রলয়াবসানে প্রভু ব্রহ্মা আত্মসদৃশ পুত্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার ক্রোড়ে কুমার নীললোহিত আবির্ভূত হইলেন।[২] হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নীললোহিত আবির্ভূত হইবা-মাত্র মধুর স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ?[৩] কুমার উত্তর করিলেন, আমার নাম করণ কর। ব্রহ্মা

এবমুক্তঃ পুনঃ সোহথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ ।
ততোহন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ ।
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ ॥৫॥
ভবং শর্ব্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ ! ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবম্ উবাচ স পিতামহঃ ॥ ৬ ॥
চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ ।
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নি-র্বায়ুরাকাশমেব চ ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥
সুবর্চলা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা ।
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥
সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ ! রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ ।
পত্ন্যঃ স্মৃতা মহাভাগ ! তদপত্যানি মে শৃণু ।

কহিলেন, হে দেব! তুমি (রোদন ও দ্রবণ অর্থাৎ ধাবন হেতু) রুদ্র নামে খ্যাত হইবে, রোদন করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর।[৪] রুদ্র এই রূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার সপ্তবার রোদন করিলেন; প্রভু ব্রহ্মাও তাঁহাকে আর সাতটী নাম দিলেন এবং পরে তিনি সেই অষ্ট নামের আধার অষ্ট মূর্ত্তি এবং সেই অষ্ট মূর্ত্তির অষ্ট পত্নী ও অষ্ট পুত্র স্থির করিলেন।[৫] ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব, রুদ্রের এই সাতটী নাম পিতামহ কর্ত্তৃক শেষে নির্দ্দিষ্ট হয়।[৬] সূর্য্য, জল, ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম এই অষ্ট মূর্ত্তিকে অষ্ট নামের আধার বলিয়া ব্রহ্মা স্থির করিয়া দেন।[৭] সুবর্চলা, উমা, সুকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা, রোহিণী (৮) ইঁহারা সূর্য্যাদি মূর্ত্তি বিশিষ্ট রুদ্র প্রভৃতির পত্নী হইলেন। হে মহাভাগ মানবশ্রেষ্ঠ! এই অষ্ট মূর্ত্তির যে অষ্টপুত্র উৎপন্ন হয়

যেষাং সূতিপ্রসূতৈর্ব্বা ইদমাপূরিতং জগৎ ॥ ৯॥
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ স্বর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতাঃ ॥১০ ॥
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥ ১১ ॥
হিমবদ্দুহিতা সাভূৎ মেনায়াং দ্বিজসত্তম!।
উপযেমে পুনশ্চোমাম্ অনন্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥ ১২ ॥
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষীরাব্ধৌ শ্রী সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথং ভবান্?।১৪।

তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে সেই অষ্ট পুত্রের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৯] শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তান, বুধ ইঁহারা যথাযথ অষ্ট মূর্ত্তির পুত্র।[১০] ঈদৃশ অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট—রুদ্র, সতী নাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরন্তু সতী দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।[১১] হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সতী, হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উমা নামে প্রথিতা হন। ভগবান্ রুদ্র পুনর্ব্বার অনন্যপরায়ণা উমাকে বিবাহ করিলেন।[১২] ভৃগুপত্নী খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীকে প্রসব করিলেন।[১৩]।

মৈত্রেয় কহিলেন। শুনিয়াছি, লক্ষ্মী অমৃত মন্থন কালে ক্ষীর সমুদ্রে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি কহিতেছেন, ভৃগু হইতে

পরাশর উবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম! ॥ ১৫ ॥
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধি-র্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্॥১৬
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মী-স্তুষ্টির্মৈত্রেয়! শাশ্বতী ॥১৭॥
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা।
আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৮ ॥
পত্নীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মী-র্হরির্যূপঃ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ॥ ১৯ ॥

খ্যাতির গর্ভে ইনি জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ১৪ পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা লক্ষ্মী অক্ষয়া ও নিত্যা অর্থাৎ (নিত্যা লক্ষ্মীর জন্ম মৃত্যু নাই পরন্তু বিষ্ণুর ন্যায় তিনি আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হইয়া থাকেন) বিষ্ণু যেমন সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান করেন, লক্ষ্মীও সেই রূপ সর্ব্ব জীবে অবস্থান করিয়া থাকেন। ১৫ বিষ্ণু অর্থ স্বরূপ, লক্ষ্মী বাণী স্বরূপা, বিষ্ণু নয় স্বরূপ, লক্ষ্মী নীতি স্বরূপা; বিষ্ণু বোধ স্বরূপ, লক্ষ্মী বুদ্ধি স্বরূপা; বিষ্ণু ধর্ম্ম স্বরূপ, লক্ষ্মী সৎক্রিয়া স্বরূপা (১৬) বিষ্ণু সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ, লক্ষ্মী সৃষ্টি স্বরূপা; বিষ্ণু ভূধর স্বরূপ, লক্ষ্মী ভূমি স্বরূপা; বিষ্ণু সন্তোষ রূপ, লক্ষ্মী নিত্যতুষ্টি স্বরূপা। ১৭ বিষ্ণু কামরূপ, লক্ষ্মী ইচ্ছারূপা; বিষ্ণু যজ্ঞ স্বরূপ, লক্ষ্মী দক্ষিণা স্বরূপা; বিষ্ণু আজ্য স্বরূপ, লক্ষ্মী আদ্যাহুতি স্বরূপা; ১৮ বিষ্ণু যজ্ঞের প্রাগ্বংশ স্বরূপ, লক্ষ্মী পত্নীশালা স্বরূপা; বিষ্ণু যজ্ঞের যূপস্বরূপ, লক্ষ্মী যজ্ঞের চিতি স্বরূপা; বিষ্ণু কুশ স্বরূপ, লক্ষ্মী

সামস্বরূপী ভগবান্-উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মী-র্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ॥ ২০ ॥
শঙ্করো ভগবান্ শৌরি-র্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম!।
মৈত্রেয়! কেশবঃ সূর্য্য-স্তৎপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মী-র্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥
জলধির্দ্বিজ! গোবিন্দ-স্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে!।
লক্ষ্মী-স্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ২৪ ॥
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।

সমিৎস্বরূপা; ১৯ বিষ্ণু সামবেদ স্বরূপ, লক্ষ্মী উদ্গীতি স্বরূপা; জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন স্বরূপ, লক্ষ্মী স্বাহা স্বরূপা; ২০ ভগবান্ নারায়ণ শঙ্করস্বরূপ, লক্ষ্মী ভূতি ও গৌরী স্বরূপা; কেশব আদিত্য স্বরূপ, কমলালয়া আদিত্যপ্রভা স্বরূপা; ২১ বিষ্ণু পিতৃগণ স্বরূপ, পদ্মা নিরন্তর সন্তোষবিধায়িনী স্বধাস্বরূপা; সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু বিস্তৃত আকাশ স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবপুরী স্বরূপা; ২২ বিষ্ণু শশাঙ্ক স্বরূপ, লক্ষ্মী তাঁহার নিত্য কান্তিস্বরূপা; বিষ্ণু সর্ব্বত্রগামী বায়ুস্বরূপ, লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্টা স্বরূপা; ২৩ হে মহামতে! গোবিন্দ জলধিস্বরূপ, লক্ষ্মী তাঁহার বেলা স্বরূপা; মধুসূদন দেবরাজ স্বরূপ, লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী স্বরূপা; ২৪ চক্রধর বিষ্ণু সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, কমলালয়া ধূমোর্ণা স্বরূপা; শ্রীধর দেব বিষ্ণু স্বয়ং কুবের-

শ্রীর্দেবসেনা বিপ্রেন্দ্র! দেবসেনাপতি-র্হরিঃ ॥ ২৬ ॥
অবষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মী-র্দ্বিজোত্তম!।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌ কলা তু সা।২৭।
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোঽসৌ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ।
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুদ্রুমসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরোবিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
নদস্বরূপী ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জ্জগৎস্বামী-লোভো-নারায়ণঃ পরঃ।
রতিরাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।

স্বরূপ, লক্ষ্মী ঋদ্ধি স্বরূপা; ২৫ কেশব স্বয়ং বরুণ স্বরূপ, লক্ষ্মী মহাভাগা বরুণভার্য্যা গৌরী স্বরূপা; বিষ্ণু দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবসেনা স্বরূপা; ২৬ গদাধর বিষ্ণু পুরুষকারস্বরূপ, লক্ষ্মী শক্তিস্বরূপা; বিষ্ণু নিমেষ স্বরূপ, লক্ষ্মী কাষ্ঠা স্বরূপা, বিষ্ণু মুহূর্ত্তস্বরূপ, লক্ষ্মী কলা স্বরূপা; ২৭ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব হরি প্রদীপ স্বরূপ, লক্ষ্মী তাহার দীপ্তিস্বরূপা; বিষ্ণু বৃক্ষস্বরূপ, জগন্মাতা লক্ষ্মী লতা স্বরূপা; ২৮ চক্রগদাধর দেব বিষ্ণু দিবস স্বরূপ, লক্ষ্মী বিভাবরী স্বরূপা; বরদ বিষ্ণু বরস্বরূপ, পদ্মবনালয়া লক্ষ্মী বধূস্বরূপা; ২৯ বিষ্ণু নদ স্বরূপ, লক্ষ্মী নদী স্বরূপা; পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু ধ্বজদণ্ড স্বরূপ, লক্ষ্মী পতাকা স্বরূপা; ৩০ জগৎপতি নারায়ণ লোভ-স্বরূপ, লক্ষ্মী তৃষ্ণাস্বরূপা; নারায়ণ রাগস্বরূপ, লক্ষ্মী রতি-স্বরূপা হইতেছেন। ৩১। হে মৈত্রেয়! অতি বিস্তর বলিবার প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি যে, দেবতা মনুষ্য তির্য্যক্ জাতি

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ-পুংনাম্নি ভগবান্ হরি
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় ! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ-শব্দ বাচ্য যে যে বস্তু আছে তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন এবং স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ বাচ্য বস্তু মাত্রেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান আছে, এই জগতে লক্ষ্মী ও নারায়ণ ভিন্ন কোন বস্তুই নাই।৩২।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ অষ্টম
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

নবম অধ্যায়।

—*—

পরাশর উবাচ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয়! যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
শ্রীসম্বদ্ধং ময়া হ্যেতৎ শ্রুতমাসীৎ মরীচিতঃ ॥ ১ ॥
দুর্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশ-শ্চচার পৃথিবীমিমাম্।
স দদর্শ স্রজং দিব্যাম্ ঋষির্বিদ্যাধরীকরে ॥ ২ ॥
সন্তানকানামখিলং যস্যা গন্ধেন বাসিতম্।
অতিসেব্যমভূদ্ ব্রহ্মন্! তদ্‌বনংবনচারিণাম্ ॥ ৩ ॥
উন্মত্তব্রতধৃগ্-বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা শোভনাং স্রজম্।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি লক্ষ্মী-সংক্রান্ত যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে আমিও সন্দিহান হইয়া ঐ কথা মরীচির নিকট জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি আমার নিকট বলিযাছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর।১।

পূর্ব্ব কালে কোন সময় শঙ্করের অংশ সম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি (পর্য্যটন করিতে করিতে কোন অরণ্য মধ্যে) এক বিদ্যাধরীর হস্তে এক ছড়া 'অপূর্ব্ব' দিব্য মালা দেখিতে-পাইলেন।২। ঐ মালা কল্পবৃক্ষের কুসুমদ্বারা গ্রথিত। উহার গন্ধে অখিল বন সুবাসিত হওয়াতে বনচারীদিগের অতীব মনোরঞ্জন হইয়াছিল।৩। অনন্তর উন্মত্ত ব্রতধারী দুর্ব্বাসা

তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধূং ততঃ ॥ ৪ ॥
যাচিতা তেন তন্বঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাঙ্গনা।
দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপত্য চ ॥ ৫ ॥
তামাদায়াত্মনো মূর্দ্ধ্নি স্রজমুন্মত্তরূপধৃক্।
কৃত্বা স বিপ্রো মৈত্রেয়! পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ৬ ॥
স দদর্শ সমায়ান্তম্ উন্মত্তৈরাবতস্থিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ॥৭॥
তামাত্মনঃ স শিরসঃ স্রজমুন্মত্তষট্পদাম্।
আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্মত্তবন্মুনিঃ ॥ ৮ ॥
গৃহীত্বামররাজেন স্রগৈরাবতমূর্দ্ধনি।
ন্যস্তা ররাজ কৈলাস-শিখরে জাহ্নবী যথা ॥ ৯ ॥

পরম রমণীয় সেই মালা সন্দর্শন করিয়া নিরুপম রূপবতী বিদ্যাধরীর নিকট তাহা যাচঞা করিলেন।৪। তন্বী বিশালনয়না বিদ্যাধরাঙ্গনা, দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সমাদর পূর্ব্বক সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল।৫। হে মৈত্রেয়! উন্মত্তব্রতধারী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা সেই মালা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৬ ইতিমধ্যে তিনি দেখিলেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র, মত্ত ঐরাবতে * আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন।৭। তখন তিনি আপনার মস্তক হইতে সেই অপূর্ব্ব মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ভ্রমরগণও উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মাল্যসহ ধাবমান হইল।৮। অমররাজ সেই মাল্য

* সমুদ্র মন্থনে ঐরাবত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দেবরাজ যে আর একটী বৃহদাকার মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিতেন, তাহার নামও বোধ হয় ঐরাবত।

মদান্ধকারিতাঘ্রাণোঽসৌ গন্ধাকৃষ্টেন বারণঃ।
করেণাঘ্রায় চিক্ষেপ তাং স্রজং ধরণীতলে ॥ ১০ ॥
ততশ্চুক্রোধ ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ।
মৈত্রেয় ! দেবরাজং তং ক্রুদ্ধশ্চৈতদুবাচ হ ॥ ১১ ॥
ঐশ্বর্য্যমত্ত ! দুষ্টাত্মন্ ! অতিস্তব্ধোঽসি বাসব !।
শ্রিয়ো ধাম স্রজং যস্ত্বংমদ্দত্তাং নাভিনন্দসি ॥ ১২ ॥
প্রসাদ ইতি নোক্তং তে প্রণিপাতপুরঃসরম্।
হর্ষোৎফুল্লকপোলেন নচাপি শিরসা ধৃতা॥ ১৩ ॥
ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে।
ত্রৈলোক্যশ্রীরতো মূঢ় ! বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ১৪ ॥
মাং মন্যতেঽন্যৈঃ সদৃশং নূনং শক্র! ভবান্ দ্বিজৈঃ।
অতোঽবমানমস্মাকং মানিনা ভবতা কৃতম্॥ ১৫ ॥

গ্রহণ করিয়া ঐরাবত-মস্তকে স্থাপন করাতে তাহা কৈলাস-শিখরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।[৯] মদান্ধ ঐরাবত, অপূর্ব্ব সৌগন্ধদ্বারা আকৃষ্টচেতা হইয়া করদ্বারা আঘ্রাণপূর্ব্বক তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিল।[১০] হে মৈত্রেয় ! ভগবান্ মহর্ষি দুর্বাসা তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন,[১১] দুরাত্মন্ ! তুমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত ও সাতিশয় গর্বিত হইয়াছ কারণ তুমি লক্ষ্মীর আধার মদ্দত্ত এই মাল্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে।[১২] তুমি আমার নিকট মাল্য পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে না এবং ইহা বলিলে না যে, 'আপনকার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম'। অথবা তুমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মদ্দত্ত বলিয়া ইহা মস্তকেও ধারণ করিলে না?[১৩]। মূঢ়! তুমি আমার দত্ত এই মালার প্রতি অনাস্থা করিলে, এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে।[১৪]। শক্র! তুমি সাতি-

মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি॥১৬॥
যস্য সংজাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্।
তং ত্বং মামতিগর্ব্বেণ দেবরাজাবমন্যসে॥ ১৭॥

পরাশর উবাচ।

মহেন্দ্রো বারণস্কন্ধাদ্ অবতীর্য্য ত্বরান্বিতঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা দুর্বাসসমকল্মষম্॥ ১৮॥
প্রসাদ্যমানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং দুর্বাসা মুনিসত্তমঃ॥ ১৯॥
নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা।
অন্যে তে মুনয়ঃ শক্র! দুর্বাসসমবেহি মাম॥ ২০॥

শয় গর্বিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছ এবং ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিলক্ষণ অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে! ১৫। তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাল্য মহীতলে নিক্ষেপ করিলে এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী ত্যাগ হইবে। ১৬ দেবরাজ! যাঁহার ক্রোধোদয় হইলে স্থাবর জঙ্গম সকলেই ভয় বিহ্বল হয় তাদৃশ আমাকে তুমি অত্যন্ত অহঙ্কার বশত অবজ্ঞা করিলে। ১৭।

পরাশর কহিলেন। অনন্তর যখন মহেন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার অপরাধেই দুর্বাসা শাপ দিয়াছেন; তখন তিনি ত্বরান্বিত হইয়া ঐরাবত স্কন্ধ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮ দেবরাজ, প্রণিপাত পূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতি বিনতি করিলে মহর্ষি দুর্বাসা তাঁহাকে কহিলেন, ১৯ পুরন্দর! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় কৃপালুহৃদয় নহি: ক্ষমা

গৌতমাদিভিরন্যৈ-স্ত্বং গর্ব্বমাপাদিতো মুধা।
অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্বং দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্॥ ২১ ॥
বসিষ্ঠাদ্যৈর্দ্দয়াসারৈঃ স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিরুচ্চকৈঃ।
গর্ব্বং গতোঽসি যেনৈবং মামপ্যদ্যাবমন্যসে ॥ ২২ ॥
জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভৃকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥
নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো!।
বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াত্মিকাম্॥ ২৪ ॥

করা আমার রীতি নহে; আমার নাম দুর্ব্বাসা।[২০] গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভার্য্যাধর্ষণাদি গুরুতর অপরাধেও তোমাকে অনর্থ ক্ষমা করিয়া বিলক্ষণ অহঙ্কার বাড়াইয়া দিয়াছেন। (তুমি নিশ্চয় জানিবে, গৌতম যেমন তোমার সহস্র চক্ষু করিয়া দিলেন, সেরূপ ক্ষমা আমার নিকট হইবে না) ক্ষমা না করাই আমার সর্ব্ব প্রধান গুণ, আমার নাম দুর্ব্বাসা জানিবে।[২১] তুমি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া থাক, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দয়ালু মুনিগণ চতুর্দ্দিকে তোমার স্তুতি পাঠ করিতে থাকেন; তাহাতেই তুমি এতদূর গর্ব্বিত হইয়াছ যে, অদ্য আমাকেও অবজ্ঞা করিলে।[২২] আমি ক্রুদ্ধ হইলে, যখন আমার মুখ ভৃকুটীদ্বারা কুটিল ও জটাকলাপ অগ্নি-শিখা সদৃশ হয়, তখন তাহা দেখিয়া যিনি ভীত না হন, এরূপ ব্যক্তি ত্রিভুবনে কে আছে?[২৩] শতক্রতো! অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা করিব না; তুমি কি জন্য ভূয়ো-ভূয় অনুনয় বিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছ।[২৪]

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্! প্রযযৌ অমরাবতীম্॥ ২৫॥
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্।
মৈত্রেয়াসীদপধ্বস্তং সংক্ষীণৌষধিবীরুধম্॥ ২৬॥
ন যজ্ঞাঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
ন চ দানাদিধর্ম্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ॥ ২৭॥
নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ।
স্বল্পেঽপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম!॥২৮॥
যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূত্যনুসারি চ।
নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ॥২৯॥
বলশৌর্য্যাদ্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্ব্বিনা।

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! দুর্বাসা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দেবরাজও সেই ঐরাবতে পুনর্ব্বার আরোহণ পূর্ব্বক অমরপুরীতে উপনীত হইলেন। ২৫ মৈত্রেয়! সেই অবধি ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন শ্রীভ্রষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইল। যজ্ঞসাধন ওষধি লতাসমূহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল।২৬ অতঃপর যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত হয় না, তপস্বীরাও তপস্যা করেন না, লোকে দানাদি ধর্ম্মেও মনোনিবেশ করে না। ২৭ হে দ্বিজোত্তম! সকলে সত্ত্বহীন লোভাদিদ্বারা আকৃষ্টহৃদয় এবং সামান্য বিষয়েও সাভিলাষ ও লোলুপ হইল। ২৮ যেখানে সত্ত্ব, সেই খানেই লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, সত্ত্বও ঐশ্বর্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীভ্রষ্ট, তাহাদের সত্ত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? যাহারা সত্ত্বহীন, তাহাদের কোন গুণই থাকে না। ২৯ যে সকল লোক গুণহীন, তাহারা সুতরাং বল-

লঙ্ঘনীয়ঃ সমস্তস্য বলশৌর্য্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥
ভবত্যপধ্বস্তমতির্লজ্জিতঃ প্রথিতঃ পুমান্ ।
এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে ॥ ৩১ ॥
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়দানবাঃ ।
লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যাঃ সত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ।৩২।
শ্রিয়া বিহীনৈর্নিঃসত্ত্বৈর্দ্দেবৈশ্চক্রুস্ততো রণম্ ।
বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈরিন্দ্রাদ্যাঃ শরণং যযুঃ ॥৩৩॥
পিতামহং মহাভাগং হুতাশনপুরোগমাঃ ।
যথাবৎ কথিতো দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্ ॥ ৩৪॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমসুরার্দ্দনম্ ।
উৎপত্তিস্থিতিনাশানামহেতুং হেতুমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

বীর্য্যাদি বিহীন হইয়া পড়ে। বলবীর্য্যাদি বিহীন হইলে তাহাদিগকে সকলেই পরাভব করিতে সমর্থ হয়। ৩০ পরাভব হইলে বিখ্যাত পুরুষও প্রজ্ঞাবিহীন হইয়া থাকে। ত্রিলোক এই রূপ সত্ত্ববিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইলে ৩১ দৈত্য ও দানবগণ, দেবগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যগণ যদিও কিয়ৎপরিমাণে লোভাভিভূত, সত্ত্ববিবর্জ্জিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, ৩২ তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ শ্রীভ্রষ্ট ও সত্ত্ববিহীন দেবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিল। অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্যদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন। ৩৩ ৩৪ তোমরা পরাপর জগতের ঈশ্বর অসুরসংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন

প্রজাপতিপতিং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্।
প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ ॥৩৬॥
প্রণতার্ত্তিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥
ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং তৈরেব সহিতো যযৌ ॥৩৭॥
স গত্বা ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্ ॥৩৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

নমাম সর্ব্বং সর্ব্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্।
লোকধামধরাধারমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥ ৩৯ ॥

হও। তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, অনাদি ও সকলেরই ঈশ্বর।৩৫ তিনি প্রজাপতিরও পতি, অনন্ত। তিনি কদাপি পরাজিত হন না। তিনি কার্য্যভূত অর্থাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখ যে নিত্য প্রকৃতি ও পুরুষ, তাহাদেরও কারণ অর্থাৎ সংক্ষোভক *।৩৬ তিনি প্রণত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন; অতএব তিনি তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন।৩৭ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেবগণের সমভিব্যাহারে বহুবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাপর জগতের অধীশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৩৮ ব্রহ্মা কহিলেন, অজ অনন্ত অব্যয় নারায়ণকে নমস্কার। তিনি সকলের স্বরূপ ও সকলের ঈশ্বর। তিনি স্বতঃপ্রকাশ ও ভেদবিবর্জ্জিত। ইন্দ্রাদি

---

* প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। ইহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ক্ষুভ্যমাণ হইলেই সৃষ্ট্যুন্মুখ হয়, অর্থাৎ ইহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করে; সুতরাং ঈশ্বর, প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্ট্যুন্মুখীকরণের কারণ।

নারায়ণমণীয়াংসমশেষাণামণীয়সাম্।
সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্ভূরাদীনাং গরীয়সাম্ ॥৪০॥
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সৎপুরঃসরম্।
সর্ব্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥ ৪১ ॥
পরঃ পরস্মাৎ পুরুষাৎ পরমাত্মস্বরূপধৃক্।
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ মুক্তিহেতুর্ম্মুমুক্ষুভিঃ ॥৪২॥
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩ ॥
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ।

সমুদায় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ৩৯ সৃষ্টিমধ্যে যত প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তিনি তৎসমুদায় অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এবং মহীমণ্ডল প্রভৃতি যতপ্রকার গুরুপদার্থ আছে, তিনি তৎসমুদায় অপেক্ষা গুরুতর। ৪০ সৎ ও অসৎ সমুদায় পদার্থ তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, সমুদায় পদার্থই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সর্ব্বভূতময় দেব ও শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৪১ তিনি প্রকৃতিপ্রেরক পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও পরমাত্ম-স্বরূপ। তিনি মুক্তির কারণ, সুতরাং মুমুক্ষু যোগীরা নিরন্তর তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ৪২ তিনি ঈশ্বর সুতরাং সত্ত্ব রজ ও তম এই প্রাকৃত গুণত্রয়ের অতীত। তিনি সকলের আদি-পুরুষ ও সমুদায় শুদ্ধ পদার্থ হইতেও শুদ্ধতর; তিনি প্রসন্ন হউন্। ৪৩ তিনি নির্লিপ্ত ও তাঁহার শক্তি, কলা-কাষ্ঠা-নিমেষ-প্রভৃতি কালসূত্রে আবদ্ধ নহে। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্। ৪৪ যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লিপ্ত

প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্ ।
কার্য্যস্যাপি চ যঃ কার্য্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥৪৬॥
কার্য্যকার্য্যস্য যঃ কার্য্যং তৎকার্য্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্ ।
তৎকার্য্যকার্য্যভূতো যস্ততশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥ ৪৭ ॥
কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্ ।
তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্ ॥৪৮॥
ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং সৃজ্যমেব চ ।
কার্য্যং কর্ম্মস্বরূপং তং প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্ ॥ ৪৯ ॥

হইলেও যাঁহাতে লক্ষ্মীপতি এই শব্দ আরোপ করা যায়, যিনি সর্ব্ব দেহীর আত্মা-স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্।[৪৫] যিনি কারণ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বস্বরূপ, যিনি কার্য্য অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, যিনি কারণেরও কারণ অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, যিনি কার্য্যেরও কার্য্য অর্থাৎ তন্মাত্রাদি-স্বরূপ সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্।[৪৬] প্রকৃতির কার্য্য যে মহত্তত্ত্ব তাহার কার্য্য যে অহ-ঙ্কার, তাহার কার্য্য যে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; যিনি স্বয়ং তৎ-স্বরূপ এবং যিনি তন্মাত্রের কার্য্য যে পঞ্চভূত, তাহারও কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের যে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি, তাহারও যে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা দক্ষ-প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদি প্রবাহ, যিনি স্বয়ং তৎস্বরূপ, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।[৪৭] অর্বাক সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মাদি, তাহার কারণ ব্রহ্মাণ্ড, তাহার কারণ মহাভূত, তাহার কারণ সূক্ষ্মভূত, তাহার কারণ অহঙ্কার, তাহার কারণ মহত্তত্ত্ব, তাহার কারণ প্রকৃতি, যিনি তৎস্বরূপ, সেই সুরেশ্বরকে নমস্কার করি।[৪৮] যিনি ভোক্তা অথচ ভোজ্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃজ্য পদার্থ

বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫০ ॥
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণগোচরম্।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ প্রণমামঃ সদামলম্॥ ৫১ ॥
যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং যৎ প্রণমামস্তমব্যয়ম্॥ ৫২ ॥
যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫৩ ॥
যদ্ যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পুণ্যপাপক্ষয়েঽক্ষয়ম্।
পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৪॥
শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকাঃ।
ভবন্ত্যভূতপূর্ব্বস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৫৫ ॥

স্বরূপ, যিনি কার্য্য ও কারণস্বরূপ আমরা সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি।[৪৯] যিনি বিশুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, যিনি অজ অক্ষয় অব্যয় নিত্য অব্যক্ত ও বিকারশূন্য। সেই বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।[৫০] যিনি সূক্ষ্ম বা স্থূল নহেন, বিশেষণ দ্বারা যাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল, বিষ্ণুর পরম পদ সেই ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।[৫১] যাঁহার অযুত অযুত অংশ যে মায়াশক্তি, তাহার একাংশমাত্র যে রজোগুণ, তাহাতে এই বিশ্ব-শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় পরম পুরুষকে আমরা নমস্কার করি।[৫২] যে পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেবগণ জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমি জানি না, শঙ্করও জানেন না,[৫৩] সদোদ্যুক্ত যোগিগণ (মুক্তির পূর্ব্বাবস্থায়) পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রণবে স্থিত অচিন্তনীয় বিষ্ণুর পরম পদ যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন,[৫৪] যিনি অপূর্ব্ব দেব, ও ব্রহ্মা

সর্ব্বেশ ! সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্ব । সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত ! ।
প্রসীদ বিষ্ণো ! ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥৫৬॥
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মণস্ত্রিদশাস্ততঃ ।
প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৭ ॥
যন্নায়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্ ।
তন্নতাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্ব্বগতাচ্যুত ! ॥ ৫৮ ॥
ইত্যন্তে বচসস্তেষাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা ।
ঊচুর্দ্দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৫৯ ॥
আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ পূর্ব্বজঃ ।
তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণু মহেশ্বর-প্রভৃতি যাঁহার (সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিতা) শক্তি-স্বরূপ, সেই বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মকে (আমরা নমস্কার করি) ৫৫। হে সর্ব্বেশ ! হে সর্ব্বভূতাত্মন্ ! হে সর্ব্ব ! হে সর্ব্বাশ্রয় ! হে অচ্যুত ! বিষ্ণো ! আমরা ভক্ত, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হও।৫৬

অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভো ! প্রসন্ন হও, আমাদিগকে দর্শন দাও।৫৭ হে সর্ব্বগত অচ্যুত ! এই ভগবান্ ব্রহ্মা, জগতের আধার যে পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তাহা তুমি ; আমরা তোমাকে নমস্কার করি।৫৮

ব্রহ্মা ও দেবগণের এই প্রকার স্তুতিবাক্যের অবসান হইলে বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিরা সকলেই কহিলেন,৫৯ যিনি জগতের আদি পুরুষ, অনাদি, যজ্ঞ পুরুষ ও স্তবনীয়, যিনি জগৎস্রষ্টারও সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং বিশেষণ-রহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।৬০

ভগবন্! ভূতভব্যেশ! জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয়! ।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্ব্বেষাং দেহি দর্শনম্ ॥ ৬১ ॥
এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ।
সর্ব্বাদিত্যৈঃ সমং পূষা পাবকোঽয়ং সহাগ্নিভিঃ ॥৬২॥
অশ্বিনৌ বসবশ্চেমে সর্ব্বে চৈতে মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেন্দ্রশ্চায়মীশ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥
প্রণামপ্রবণা নাথ! দৈত্যসৈন্যপরাজিতাঃ।
শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥ ৬৪ ॥

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ শঙ্খচক্রধৃক্।
জগাম দর্শনং তেষাং মৈত্রেয়! পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥

ভগবন্! তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ সকলেরই ঈশ্বর; হে অব্যয়! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তোমার মূর্ত্তিস্বরূপ। আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি, প্রসন্ন হও, আমাদের সকলকে দর্শন দাও।[৬১] হে নাথ! এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণের সহিত এই ত্রিলোচন, সমুদায় আদিত্যগণের সহিত এই সূর্য্য, অগ্নিগণ সহিত এই পাবক,[৬২] এই অশ্বিনীকুমার-যুগল, এই অষ্টবসুগণ, এই সমুদায় মরুদ্গণ, এই সাধ্যগণ, এই বিশ্বদেবগণ, এই প্রভু দেবেন্দ্র, এই আর আর সমুদায় দেবগণ,[৬৩] ইহাঁরা সকলে দৈত্যসৈন্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং সকলেই (তোমাকে ভক্তিভাবে) প্রণাম করিতেছেন (প্রসন্ন হও)।[৬৪]

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খ চক্রধারী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-পথে আবির্ভূত হই-

তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
অপূর্ব্বরূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমূর্জ্জিতম্ ॥ ৬৬ ॥
প্রণম্য প্রণতাঃ পূর্ব্বং সংক্ষোভস্তিমিতেক্ষণাঃ ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ৬৭ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

নমো নমোঽবিশেষস্ত্বং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্ ।
ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ ॥ ৬৮ ॥
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বে দেবগণা ভবান্ ।
যোঽয়ং তবাগতো দেব ! সমীপং দেবতাগণঃ ॥৬৯॥
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্ ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ ॥৭০॥

লেন।[৬৫] অনন্তর দেবগণ, নিরুপমরূপ-সম্পন্ন ঊর্জ্জিত তেজো-রাশি-স্বরূপ শঙ্খ চক্র গদাধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া[৬৬] পূর্ব্বে কৃত-প্রণাম হইলেও বিস্ময়ে স্তিমিত-নেত্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং পিতামহের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।[৬৭] দেবতারা কহিলেন, হে দেব! তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লিপ্ত পরমাত্মা, তোমাকে ভূয়োভূয় প্রণাম করি। তুমি ব্রহ্মা, তুমি মহেশ্বর, তুমি ইন্দ্র, তুমি পবন, তুমি বরুণ, তুমি সূর্য্য, তুমি যম,[৬৮] তুমি বসুগণ, তুমি মরুদ্গণ, তুমি সাধ্যগণ, তুমি বিশ্বদেব গণ, এবং এই যে সমস্ত দেবগণ তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন,[৬৯] ইঁহাদের মধ্যে কেহই তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহেন। হে সর্ব্বাত্মন্! তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তুমিই সকলের অন্তরাত্মা স্বরূপ। তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞীয় মন্ত্র বষট্কার,

বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সর্ব্বাত্মন্! ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ।
ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো! প্রয়াতা দৈত্যনির্জ্জিতাঃ ॥৭১॥
বয়ং, প্রসীদ সর্ব্বাত্মন্! তেজসাপ্যায়য়স্ব নঃ।
তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথাসুখম্॥ ৭২ ॥
যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাঘনাশনম্।
তৎ প্রসাদং প্রসন্নাত্মন্! প্রপন্নানাং কুরুষ্ব নঃ ॥৭৩॥
তেজসাং নাথ! সর্ব্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥৭৪॥

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু প্রণতৈরমরৈর্হরিঃ।
প্রসন্নদৃষ্টির্ভগবানিদমাহ স বিশ্বকৃৎ॥ ৭৫ ॥

তুমি ওঙ্কার ও তুমি প্রজাপতি।[৭০] হে বিষ্ণো! জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় এই সমুদায় জগৎ তোমারই স্বরূপ। এক্ষণে আমরা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি,[৭১] অধুনা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, স্বীয় তেজোদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। সর্ব্বাত্মন্! সেই পর্য্যন্ত বিপক্ষকৃত পীড়ন, সেই পর্য্যন্ত বিপক্ষ পরাজয়ের বাঞ্ছা, সেই পর্য্যন্ত মোহ, সেই পর্য্যন্ত দুঃখ অনুভূত হয়,[৭২]—যে পর্য্যন্ত তোমার শরণাপন্ন হওয়া না যায়। হে প্রসন্নাত্মন্! তুমি অশেষ কলুষনাশক এই হেতু আমরা তোমার শরণাগত হইলাম, প্রসন্ন হও।[৭৩] তুমি সকল তেজের অধীশ্বর, তুমি স্বীয় শক্তিদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।[৭৪]

পরাশর কহিলেন। অমরগণ প্রণত হইয়া এইরূপে স্তব করিলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ হরি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহি-

শ্রীভগবানুবাচ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ! করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্।
বদাম্যহং যৎ ক্রিয়তাং ভবদ্ভিস্তদিদং সুরাঃ! ॥ ৭৬।
আনীয় সহিতা দৈত্যৈঃ ক্ষীরাব্ধৌ সকলৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ৭৭॥
মথ্যতামমৃতং দেবাঃ! সহায়ে ময্যবস্থিতে।
সামপূর্ব্বঞ্চ দৈতেয়াস্তত্র সাহায্যকর্ম্মণি ॥ ৭৮ ॥
সামান্যফলভোক্তারো যূয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ।
মথ্যমানে চ তত্রাব্ধৌ যৎ সমুৎপদ্যতেঽমৃতম্॥ ৭৯
তৎপানাদ্ বলিনো যূয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ।
ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৮০

লেন [৭৫] দেবগণ! আমি তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিয়া দিতেছি এবং যাহা বলিতেছি তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর।[৭৬] দেবগণ! তোমরা দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ওষধি আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে পরে মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে নেত্র অর্থাৎ মন্থনরজ্জু করিয়া [৭৭] অমৃতমন্থন অর্থাৎ মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিবে; এই কার্য্যে আমি তোমাদের সহায়তা করিব। তোমরা অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সাহায্য লইবে [৭৮] এবং তাহাদিগকে বলিবে যে, আমাদের ন্যায় তোমরাও সমুদ্র-মন্থনে সমান ফলভোগী হইবে। সমুদ্র মন্থনদ্বারা যে অমৃত উৎপন্ন হইবে[৭৯] তাহা পান করিয়া তোমরা বলবান্ ও অমর হইতে

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ।
সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোঽমৃতেঽভবন্॥ ৮১॥
নানৌষধীঃ সমানীয় দেবদৈতেয়দানবাঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাব্ধিপয়সি শরদভ্রামলত্বিষি॥ ৮২॥
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা মৈত্রেয়! তরসামৃতম্॥ ৮৩॥
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ কৃতাঃ।
কৃষ্ণেন বাসুকের্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ॥৮৪॥
তে তস্য ফণনিঃশ্বাস-বহ্নিনাপহতত্বিষঃ।
নিস্তেজসোঽসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুরমিতদ্যুতে!॥ ৮৫॥

পারিবে। সুরগণ! অসুরেরা যাহাতে অমৃত না পায় ও কেবল ক্লেশ-ভাগী হয়, আমি তাহার উপায় করিব। ৮০

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দেব-দেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবতারা অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। ৮১ দেবতা দৈত্য ও দানবগণ নানাবিধ ওষধি সমানয়ন পূর্ব্বক শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রের সলিলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ৮২ হে মৈত্রেয়! অনন্তর তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া বেগদ্বারা অমৃত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৩ বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে সমুদায় দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন সুতরাং অসুরগণ বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিল। ৮৪ হে অমিতদ্যুতে! অসুরগণ, বাসুকির ফণনিঃসৃত নিশ্বাস-বহ্নিদ্বারা কান্তি-শূন্য ও

তেনৈব মুখনিশ্বাসবায়ুনাস্তবলাহকৈঃ।
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষদ্ভিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ॥ ৮৬॥
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ।
মন্থানাদ্রেরধিষ্ঠানং ভ্রমতোঽভূন্মহামুনে!॥ ৮৭॥
রূপেণান্যেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ।
চকর্ষ ভোগিরাজানং দৈত্যমধ্যে পরেণ চ॥ ৮৮॥
উপর্য্যাক্রান্তবান্ শৈলং বৃহদ্‌রূপেণ কেশবঃ।
তথাপরেণ মৈত্রেয়! যন্ন দৃষ্টং সুরাসুরৈঃ॥ ৮৯॥
তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যায়িতবান্ হরিঃ।
অন্যেন তেজসা দেবান্ উপবৃংহিতবান্ বিভুঃ॥ ৯০॥
মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেবদানবৈঃ।

নিস্তেজ হইতে লাগিল [৮৫] বাসুকির ঐ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইয়া তাহার পুচ্ছদেশে বর্ষণ করাতে দেবগণ আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন [৮৬] মহর্ষে! ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের আধার হইলেন।[৮৭] চক্রগদাধর বিষ্ণু, এক মূর্ত্তিদ্বারা সুরগণমধ্যে ও অপর মূর্ত্তিদ্বারা অসুরগণমধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৮৮] মৈত্রেয়! বিষ্ণু অন্য একটী বিরাটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উপরি হইতে উক্ত পর্ব্বত আকর্ষণ করিয়া থাকিলেন কিন্তু এ মূর্ত্তি সুরাসুরের মধ্যে কেহই দেখিতে পাইলেন না।[৮৯] বিভু বিষ্ণু এক প্রকার তেজোদ্বারা নাগরাজকে এবং অন্যবিধ তেজোদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। [৯০]।

অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথ্যমান হইলে

হবির্দ্ধামাভবৎ পূর্ব্বং সুরভিঃ সুরপূজিতা ॥ ৯১ ॥
জগ্মুর্ম্মুদং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে! ।
ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ॥ ৯২ ॥
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ ।
বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৯৩ ॥
কৃতাবর্ত্তাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষীরোদাদ্ বাসয়ন্ জগৎ ।
গন্ধেন পারিজাতোঽভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥ ৯৪ ॥
রূপৌদার্য্যগুণোপেতস্ততশ্চাপ্সরসাং গণঃ ।
ক্ষীরোদধেঃ সমুৎপন্নো মৈত্রেয়! পরমাদ্ভুতঃ ॥৯৫॥
ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ ।

প্রথমতঃ ঘৃত দুগ্ধাদির আধার স্বরূপ সুরভি নামে কামধেনু উৎপন্না হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন।[৯১] মহর্ষে! অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ পরম আহ্লাদিত ও লোভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া স্থির-দৃষ্টিতে সেই সুরভিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৯২] আকাশপথে সিদ্ধগণ, একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই কথা বলিয়া (সুরভির উৎপত্তির বিষয়) চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়, বারুণীদেবী উৎপন্না হইলেন। মদদ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।[৯৩] অনন্তর ক্ষীরোদ-সাগরে একটা মহা আবর্ত্ত উঠিল এবং তাহা হইতে দেবস্ত্রীদিগের আনন্দ-দায়ক পারিজাত উৎপন্ন হইল। তৎকালে তাহার গন্ধে সমস্ত জগন্মণ্ডল আমোদিত হইতে লাগিল[৯৪] মৈত্রেয়! কিয়ৎক্ষণ পরে পরম অদ্ভুত রূপগুণ-সম্পন্ন উদার-স্বভাব অপ্সরোগণ সেই ক্ষীরোদ-সাগর হইতে উত্থিত হইল[৯৫] তদনন্তর হিমাংশু উৎপন্ন হইলেন; মহেশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ

জগৃহুশ্চ বিষং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুত্থিতম্ ॥ ৯৬ ॥
ততো ধন্বন্তরির্দ্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥
ততঃ স্বস্থমনস্কাস্তে সর্ব্বে দৈতেয়দানবাঃ।
বভূবুর্ম্মুদিতাঃ সর্ব্বে মৈত্রেয় ! মুনিভিঃ সহ ॥ ৯৮ ॥
ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসি-কমলে স্থিতা।
শ্রীর্দ্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ভৃতপঙ্কজা ॥ ৯৯ ॥
তাং তুষ্টুবুর্ম্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তস্যা গন্ধর্ব্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥ ১০০ ॥
ঘৃতাচীপ্রমুখা ব্রহ্মন্! ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥ ১০১ ॥
দিগ্‌গজা হেমপাত্রস্থম্ আদায় বিমলং জলম্।

করিলেন এবং বিষ উৎপন্ন হইলে সর্পপ্রভৃতি তাহা অংশ করিয়া লইল।[৯৬] অনন্তর শুক্লবসনধারী দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।[৯৭] তখন সুরগণ অসুরগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত ও সুস্থ-হৃদয় হইলেন।[৯৮] তৎপরে বিকসিত কমলে সমাসীনা কমলধারিণী নিরুপম-রূপবতী ভগবতী কমলা, সেই ক্ষীরোদ-সাগর হইতে সমুত্থিতা হইলেন।[৯৯] মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মীসূক্ত অর্থাৎ "হিরণ্যবর্ণাম্" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিল।[১০০] ব্রহ্মন্! ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। গঙ্গা প্রভৃতি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানার্থ সলিল লইয়া উপস্থিত হইল।[১০১] এবং দিগ্‌গজ সকল হেমপাত্রস্থিত

স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥ ১০২ ॥
ক্ষীরোদো রূপধৃক্ তস্যৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্ ।
দদৌ, বিভূষণান্যঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা চকার চ ॥ ১০৩ ॥
দিব্যমালাম্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥ ১০৪॥
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া ।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় ! সহসা পরাং নির্ব্বৃতিমাগতাঃ ॥১০৫॥
উদ্বেগং পরমং জগ্মুর্দ্দৈত্যা বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ ।
ত্যক্তা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ ! বিপ্রচিত্তিপুরোগমাঃ ॥১০৬॥
ততস্তে জগৃহুর্দ্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্ ।
কমণ্ডলুং মহাবীর্য্যা যত্রাস্তে তদ্দ্বিজামৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

সুনির্ম্মল সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোক মহেশ্বরী সেই লক্ষ্মীকে স্নান করাইতে লাগিল।[১০২] ক্ষীরোদ সমুদ্রও স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে এক ছড়া পদ্মের মালা প্রদান করিলেন। ঐ পদ্ম কস্মিন্ কালেও ম্লান হইবার নহে। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার শরীর বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিলেন।[১০৩] এইরূপে লক্ষ্মী স্নাতা ও বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া দিব্য বসন পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুর বক্ষস্থল আশ্রয় করিলেন।[১০৪] মৈত্রেয়! লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিয়া দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবগণও তৎক্ষণাৎ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।[১০৫] মহাভাগ! বিষ্ণুভক্তি পরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইল।[১০৬] হে দ্বিজ! তখন তাহারা ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলু ও

মায়য়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ।
দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥ ১০৮ ॥
ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তৎ তদামৃতম্।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৈত্যাস্তাংশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥ ১০৯ ॥
পীতেঽমৃতে চ বলিভির্দ্দেবৈর্দ্দৈত্যচমূস্তদা।
বধ্যমানা দিশো ভেজে পাতালং তু বিবেশ বৈ ॥১১০॥
তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভৃতম্।
প্রণিপত্য যথাপূর্ব্বম্ অশাসত ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১১১ ॥
ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষি চ যথামার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম ! ॥ ১১২ ॥

তাহাতে অমৃত পূর্ণ দেখিয়া মহাবীর্য্য প্রভাবে বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল।[১০৭] অনন্তর প্রভু বিষ্ণু মোহনী স্ত্রী রূপ ধারণ পূর্ব্বক মায়াদ্বারা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন।[১০৮] দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারাও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। দৈত্যগণ তখন নিস্ত্রিংশ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইল।[১০৯] দেবতারা অমৃত পান পূর্ব্বক বলবান্ হইয়াছিলেন সুতরাং দৈত্য সৈন্যগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল।[১১০] অনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রগদা-ধারী বিষ্ণুকে নমস্কার পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার অনুসারে দেবলোক শাসন করিতে লাগিলেন।[১১১] মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দিবাকর নির্ম্মলকিরণ হইয়া স্বীয় পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণও স্ব স্ব

জজ্বাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চারুদীপ্তির্ব্বিভাবসুঃ ।
ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ১১৩ ॥
ত্রৈলোক্যঞ্চ শ্রিয়া জুষ্টং বভূব মুনিসত্তম ! ।
শক্রশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥ ১১৪ ॥
সিংহাসনগতঃ শক্রঃ সংপ্রাপ্য ত্রিদিবং পুনঃ ।
দেবরাজ্যে স্থিতো দেবীং তুষ্টাবাব্জকরাং ততঃ ॥১১৫॥

ইন্দ্র উবাচ ।

নমস্যে সর্ব্বভূতানাং জননীমব্জসম্ভবাম্ ।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ১১৬ ॥
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং সুধা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি ! ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥ ১১৭ ॥

কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল।[১১২] ভগবান্ হুতাশন দীপ্তি বিস্তার পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্মে মতি হইল।[১১৩] হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন ত্রৈলোক্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ত্রিদশপ্রধান ত্রিদশনাথও পুনর্ব্বার শ্রীসম্পন্ন হইলেন।[১১৪] তিনি দেবলোক পুনঃপ্রাপ্ত ও দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কমলহস্তা ভগবতী কমলার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।[১১৫]

ইন্দ্র কহিলেন। আমি সেই কমলসম্ভবা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি। তিনি সর্ব্বভূতের জননী, তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমল সদৃশ। তিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা আছেন।[১১৬] হে দেবি লোক-পাবনি! তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা, তুমি

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা * চ শোভনে!।
আত্মবিদ্যা চ দেবি! ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥ ১১৮ ॥
আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জ্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি! পূরিতম্ ॥১১৯॥
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি! সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ ॥ ১২০॥
ত্বয়া দেবি! পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥ ১২১ ॥

স্বধা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি ভূতি, § তুমি মেধা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি সরস্বতী, [১১৭] তুমি যজ্ঞবিদ্যা, (কর্ম্মবিদ্যা মীমাংসাদি) তুমি মহাবিদ্যা, (বিশ্বরূপোপাসনা) তুমি গুহ্যবিদ্যা, (ত্বদ্বাচক দ্বাদশাক্ষরাদি রহস্য মন্ত্র বিদ্যা) তুমি আত্মবিদ্যা (ব্রহ্ম-বিদ্যা) [১১৮] তুমি আন্বিক্ষিকী, (তর্কবিদ্যা) তুমি ত্রয়ী (বেদত্রয়) তুমি বার্ত্তা, (শিল্পশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি) তুমি দণ্ডনীতি, (সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় প্রতিপাদিকা রাজনীতি) হে দেবি! তোমার সৌম্য ও অসৌম্য রূপে এই জগৎ প্রপূরিত রহিয়াছে।[১১৯] দেবি! তুমি, যোগিদিগের চিন্তনীয় দেবদেব গদাধরের সর্ব্ব যজ্ঞময় শরীরে অবস্থিতি করিতেছ, তুমি ব্যতিরেকে কাহার এরূপ বাস করিবার সাধ্য আছে।[১২০] দেবি! তুমি একবার ভুবনত্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলে বলিয়া ইহা একেবারে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে তোমা হইতেই পুনর্ব্বার ইহা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত

* গুহ্যবিদ্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

§ অণিমা লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্তা, বশিতা ও কামাবসায়িতা। এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের নাম ভূতি।

দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্-মহাভাগে! নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥১২২॥
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি! ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্ ॥১২৩॥
ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্ বিষ্ণুনা চাদ্য জগদ্ ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ১২৪ ॥
মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি! ॥ ১২৫ ॥
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলালয়ে! ॥ ১২৬ ॥
সত্ত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।

হইল।[১২১] মহাভাগে! জীবদিগের স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব গৃহ ধন-ধান্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পত্তি তোমারই কৃপাদৃষ্টিতে হইয়া থাকে।[১২২] দেবি! তুমি যে ব্যক্তির প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, তাহার পক্ষে নীরোগ শরীর, ঐশ্বর্য্য, শত্রুক্ষয় ও নিরন্তর সুখ এ সমুদায় কিছুই দুর্ল্লভ নহে।[১২৩] মাতঃ! তুমি সর্ব্বজীবের মাতা ও দেবদেব বিষ্ণু সর্ব্বজীবের পিতা স্বরূপ। বিষ্ণু ও তোমাকর্ত্তৃক এই চরাচর সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।[১২৪] হে সর্ব্বপাবনি! তুমি যদি আমাদিগকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাদের ধনাগার, গোষ্ঠ, অট্টালিকা, পরিচ্ছদ, এমন কি, পত্নী ও শরীর পর্য্যন্ত কিছুই থাকে না।[১২৫] দেবি! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছ বটে কিন্তু যদি আমাকে ত্যাগ কর তাহা হইলে আমার পুত্র সুহৃদ্বর্গ পশু বিভূষণ প্রভৃতি এত ঐশ্বর্য্য যে কোথায় যায়, তাহা বলা যায় না।[১২৬] বিমলে! তুমি যাহাকে ত্যাগ কর, সত্ত্ব সত্য শৌচ শীল

ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে! ॥১২৭॥
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বৈর্য্যৈশ্চ যুহ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥ ১২৮
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি! বীক্ষিতঃ ॥১২৯॥
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি! যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে! ॥১৩০॥
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি! পদ্মাক্ষি! মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥১৩১॥

পরাশর উবাচ।

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুম্।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বভূতস্থিতা দ্বিজ! ॥ ১৩২ ॥

প্রভৃতি গুণ সমুদায়ও তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে।[১২৭] তুমি যাহার প্রতি কটাক্ষ পাত কর সে ব্যক্তি যদিও নির্গুণ হয় তথাপি অতিত্বরায় কুলশীলাদি সম্পন্ন, বিবিধ গুণের আধার ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।[১২৮] দেবি! তুমি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সে ব্যক্তি শ্লাঘ্য গুণী ধন্য কুলীন বুদ্ধিমান্ বিক্রান্ত ও শূর বলিয়া বিখ্যাত হয়।[১২৯] হে বিষ্ণুপ্রিয়ে জগদ্ধাত্রি! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও তাহার শীল সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সমুদায় গুণ অচিরেই বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।[১৩০] কমললোচনে দেবি! পিতামহের জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না (অতএব আমি কি স্তব করিব) আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে কখন পরিত্যাগ করিও না।[১৩১]

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! সর্ব্বভূতস্থিতা দেবী কমলালয়া এই

শ্রীরুবাচ।

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ! স্তোত্রেণানেন তে হরে!।
বরং বৃণীষ্ব যস্ত্বিষ্টো বরদাহং তবাগতা॥ ১৩৩॥

ইন্দ্র উবাচ।

বরদা যদি মে দেবি! বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ॥১৩৪॥
স্তোত্রেণ যস্তথৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্ধিসম্ভবে!।
স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যো দ্বিতীয়োহস্তু বরো মম॥১৩৫॥

শ্রীরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ! ন সংত্যক্ষ্যামি বাসব!।
দত্তো বরো ময়া যস্তে স্তোত্রারাধনতুষ্টয়া॥ ১৩৬॥

প্রকারে স্তূয়মানা হইয়া সর্ব্বদেবের সমক্ষে দেবরাজকে কহিলেন।[১৩২]

লক্ষ্মী কহিলেন। ত্রিদশনাথ! তোমার এই স্তোত্রে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।[১৩৩] ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! যদি তুমি বরপ্রদানে অভিলাষ করিয়া থাক এবং আমি যদি বর প্রাপ্ত হইবার যোগ্য পাত্র হই তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তুমি কখনই ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিবে না।[১৩৪] রত্নাকরতনয়ে! আমি আর একটী বর প্রার্থনা করি এই যে, যে ব্যক্তি মদুক্ত এই স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিবে, তুমি তাহাকেও কখন পরিত্যাগ না কর।[১৩৫] লক্ষ্মী কহিলেন, ত্রিদশনাথ! আমি তোমার স্তব ও আরাধনায় প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে, আমি কখনই তোমার ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।[১৩৬]

যশ্চ সায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেণানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্‌মুখী ॥১৩৭॥

পরাশর উবাচ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা।
মৈত্রেয়! শ্রীর্ম্মহাভাগা স্তোত্রারাধনতোষিতা ॥১৩৮॥
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব্বমুদধেঃ পুনঃ।
দেবদানবযত্নেন প্রসূতামৃতমন্থনে ॥ ১৩৯ ॥
এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥ ১৪০ ॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা * আদিত্যোঽভূদ্‌-যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্‌ধরণী ত্বিয়ম্‌ ॥ ১৪১ ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আমার আরাধনার্থ এই স্তুতি-বাক্য পাঠ করিবে, তাহার প্রতিও আমি কখন পরাঙ্‌মুখী হইব না।[১৩৭]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! মহাভাগা দেবী লক্ষ্মী পূর্ব্বকালে দেবরাজের স্তোত্র ও আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়াছিলেন।[১৩৮] অতি প্রাচীন কালে লক্ষ্মী ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পরে সুরাসুরদিগের প্রযত্নে অমৃত মন্থন সময়ে পুনর্ব্বার জলধি হইতে উৎপন্না হন।[১৩৯] জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যে রূপ মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপে সময়ে সময়ে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন।[১৪০] বিষ্ণু যখন বামনাবতার হইয়াছিলেন, তখনও লক্ষ্মী পুনর্ব্বার কমলে উদ্ভূতা হন। বিষ্ণু যখন পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হন,

* পুনশ্চ পশ্চাদুদ্ভূতা ইতি বা পাঠঃ।

রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি ।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১৪২ ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী ।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১৪৩॥
যশ্চৈতৎ শৃণুয়াদ্-জন্ম লক্ষ্ম্যা যশ্চ পঠেৎ নরঃ ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্ ॥ ১৪৪ ॥
পঠ্যতে যেষু চৈবৈষ গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে ! ।
অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেষ্বাস্তে কদাচন ॥ ১৪৫ ॥
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ ! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী ॥১৪৬॥

তখনও লক্ষ্মী পুনর্ব্বার ধরণী রূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন ।[১৪১] পরেও বিষ্ণু দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী সীতা রূপে আবির্ভূতা হন এবং বিষ্ণু কৃষ্ণাবতার হইলে তিনি রুক্মিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী হন ।[১৪২] বিষ্ণু যখন দেবরূপে অবতীর্ণ হন, তখন লক্ষ্মী দেবদেহ অবলম্বন করেন এবং তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইলে ইনিও মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ দেহ অবলম্বন করেন, ইনিও আত্মদেহ তদনুরূপ করিয়া থাকেন ।[১৪৩] ।

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে লক্ষ্মীত্যাগ হয় না ।[১৪৪] মুনে ! যে ভবনে লক্ষ্মীর এই স্তব পঠিত হয়, সেখানে কলহাধারা অলক্ষ্মী কখনই অবস্থিতি করিতে পারে না ।[১৪৫] ব্রহ্মন্ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ লক্ষ্মী

ইতি সকলবিভূত্যবাপ্তিহেতুঃ
স্তুতিরিয়মিন্দ্রমুখোদ্‌গতা হি লক্ষ্ম্যাঃ।
অনুদিনমিহ পঠ্যতে নৃভির্যৈ-
র্বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১৪৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে নবমোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বে ভৃগুর কন্যা হইয়া পরে যে রূপে ক্ষীরোদ সাগরে উৎপন্না হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট সমুদায় বর্ণন করা হইল।[১৪৬] লক্ষ্মীর এই স্তব দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। ইহা হইতে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। ইহ-লোকে যে মনুষ্য প্রতিদিন ইহা পাঠ করে তাহার নিকট কথনই অলক্ষ্মী বাস করিতে পারে না।[১৪৭]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ নবম
অধ্যায় সমাপ্ত।



বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

দশম অধ্যায়।



মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽসি মহামুনে!।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেষ সর্গো মে কথ্যতাং পুনঃ॥ ১॥

পরাশর উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুপরিগ্রহঃ।
তথাধাতৃবিধাতারৌ খ্যাত্যাং জাতৌ সুতৌ ভৃগোঃ॥২
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে *তয়োর্জাতৌ সুতাবুভৌ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন। মহর্ষে! আমি আপনকার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদায় আপনি কহিলেন, এক্ষণে (অনুগ্রহ করিয়া) ভৃগু সৃষ্টি হইতে তদ্বংশীয় সমুদায় সৃষ্টি-বিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।[১] পরাশর কহিলেন, লক্ষ্মী ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিষ্ণুর পত্নী হন এবং ঐ ভৃগু হইতেই খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে দুইটী পুত্র প্রসব করেন।[২] মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটী কন্যা হইয়াছিল। ধাতা ও বিধাতা

* ধাতাবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে' ইতি পাঠান্তরম।

প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ।*
ততো বেদশিরা জজ্ঞে প্রাণস্যাপি সুতং শৃণু॥ ৪॥
প্রাণস্য কৃতিমান্ পুত্রো রাজবাংশ্চ ততোঽভবৎ।
ততো বংশো মহাভাগ! বিস্তারং ভার্গবো গতঃ॥৫॥
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত।
বিরজাঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ॥ ৬॥
বংশসংকীর্ত্তনে পুত্রান্ বদিষ্যেঽহং তয়োর্দ্বিজ!।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা॥ ৭॥

ঐ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। আয়তি ও নিয়তি দুই জনের দুইটী পুত্র হয়।[৩] এক পুত্রের নাম প্রাণ ও অপরের নাম মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর যে পুত্র জন্মে তাহার নাম মার্কণ্ডেয়। অনন্তর বেদশিরা নামে প্রাণের একটী তনয় উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত প্রাণের আর যে যে পুত্র জন্মে।[৪] তন্মধ্যে একটীর নাম কৃতিমান্ † ও আর একটীর নাম রাজবান্। অনন্তর ক্রমশঃ ভৃগুবংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে।[৫] মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাস নামক পুত্র প্রসব করি[illegible]। মহাত্মা পৌর্ণমাসের দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়, একটীর নাম বিরজা, আর একটীর নাম সর্ব্বগ।[৬] হে দ্বিজ! সর্ব্বগ ও বিরজার যে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা বংশকীর্ত্ত-

* প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডতঃ ইতি বা পাঠঃ।

† কোন পুস্তকে দ্যুতিমান্, কোন পুস্তকে কান্তিমান্, এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে শ্রীধরস্বামী ও রত্নগর্ভ, উভয় টীকাকারের মতানুসারে অনুবাদ হইয়াছে কিন্তু এরূপ অর্থ আমাদের মতে সংলগ্ন হয় না, শ্লোক আবৃত্তিমাত্র এইরূপ অর্থবোধ হয়, যথা—'মৃকণ্ডুর যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম মার্কণ্ডেয়। পরে মৃকণ্ডুর আর একটী পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম বেদশিরাঃ। প্রাণের পুত্রোৎপত্তির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪ প্রাণের দ্যুতিমান্ নামে একটী তনয় ও রাজবান্ নামে আর একটী পুত্র হইয়াছিল।'

সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।
অনুসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্॥ ৮ ॥
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্।
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোহভবৎ ॥৯॥
পূর্ব্বজন্মনি যোহগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
কর্দ্দমশ্চাবরীয়াংশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্॥ ১০ ॥
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
ক্রতোশ্চ সন্নতির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত ॥ ১১ ॥
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাণাং জ্বলদ্ভাস্করতেজসাম্॥ ১২ ॥

নাবসরে কীর্ত্তন করিব * অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ব্ভে, চারিটী কন্যা উৎপন্না হয়।[৭] তাহাদের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি §। অত্রি হইতে অনুসূয়া পাপস্পর্শ-শূন্য তিনটী পুত্র প্রসব করেন।[৮] তাহাদের নাম সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয়। পুলস্ত্যের ভার্য্যার নাম প্রীতি। তাঁহার গর্ব্ভে দত্তোলি নামে সন্তান জন্মে।[৯] এই পুলস্ত্য পূর্ব্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু, এই তিন পুত্র,[১০] প্রজাপতি পুলস্ত্যের ক্ষমা নাম্নী দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ব্ভে উৎপন্ন হন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতির গর্ব্ভে বালখিল্য নামে ঋষিগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন।[১১] ইঁহাদের আকার অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমাত্র পরিমিত। ইহারা ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল

* কশ্যপের অন্য এক পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব, শ্রাদ্ধদেবের পুত্র ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি সমুদায় বংশকীর্ত্তন চতুর্থাংশে বিস্তাররূপে হইবে।

§ চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যার নাম সিনীবালী, প্রতিপদ্যুক্তা অমাবস্যার নাম কুহূ, চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমার নাম রাকা, প্রতিপদ্যুক্তা পূর্ণিমার নাম অনুমতি।

ঊর্জ্জায়াঞ্চ বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ। *
রজোগাত্রোর্দ্ধ্ববাহুশ্চ বসনশ্চানঘস্তথা ॥ ১৩ ॥
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
যোঽসাবগ্নিরভিমানী ব্রহ্মণস্তনয়োঽগ্রজঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ! ।
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্ ॥ ১৫ ॥
তেষাস্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ বহ্ময়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৬ ॥
কথ্যন্তে বহ্নয়শ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।
পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা ব্যাখ্যাতা যে ময়া তব ॥ ১৭ ॥

প্রখরতেজোবিশিষ্ট যতি ও ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ। ইহাঁদের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র।[১২] বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জ্জা সাতটী তনয় প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধ্ববাহু, বসন, অনঘ,[১৩] সুতপাঃ ও শুক্র। ইহাঁরা নিষ্পাপ ও ইহাঁরা (তৃতীয় মন্বন্তরে) সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মন্! অগ্ন্যভিমানী যে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান,[১৪] তাঁহা হইতে স্বাহার গর্ব্ভে তিনটী অতি তেজস্বী পুত্র জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁদের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। (ইহাঁরা সূর্য্যমণ্ডল-প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া সলিল আকর্ষণ করেন বলিয়া) ইহাঁদের সাধারণ নাম জলাশী।[১৫] † এই তিন জনের প্রত্যেকের পঞ্চদশটী করিয়া পঞ্চচত্বারিংশৎ সন্তান হয়। এইরূপে একোনপঞ্চাশৎ বহ্নি হইয়াছে,[১৬] অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানী ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার তিন পুত্র ও

*ঊর্জ্জায়ামিতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি।

† কাষ্ঠ প্রস্তরাদিতে যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম পবমান, বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক ও যে অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া উত্তাপ দেয়, তাহার নাম শুচি। কূর্ম্মপুরাণ।

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদোঽনগ্নয়ঃ সাগ্নয়শ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা ॥১৮॥
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ!।
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্নেতাম্ অনপত্যো ন জায়তে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তাঁহাদের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র, সমুদায়ে বহ্নি সংখ্যা একোন পঞ্চাশৎ হয়। ব্রহ্মা যে সকল পিতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমি তোমার নিকট বলিয়াছি,[১৭] ইহাঁদের মধ্যে অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ নামে সাগ্নি ও নিরগ্নি যে সকল পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের হইতে স্বধা, দুই কন্যা প্রসব করেন। ঐ দুই কন্যার মধ্যে একটীর নাম মেনা দ্বিতীয়টীর নাম বৈধারিণী।[১৮] ব্রহ্মন্! এই দুই কন্যা বিবাহ করেন নাই। ইহাঁরা ব্রহ্মবাদিনী, যোগিনী, উত্তম জ্ঞানসম্পন্না ও বিবিধগুণে বিভূষিতা ছিলেন।[১৯] এই তোমাকে দক্ষ-কন্যাদিগের সন্তান সন্ততির বিষয় কহিলাম। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাকে নিঃসন্তান থাকিতে হয় না।[২০]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দশম অধ্যায়

সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

একাদশ অধ্যায়।



পরাশর উবাচ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবীর্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥ ১ ॥
তয়োরুত্তানপাদস্য সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতঃ।
অভীষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন্! পিতুরত্যন্তবল্লভঃ ॥ ২ ॥
সুনীতির্নাম যা রাজ্ঞস্তস্যাভূন্ মহিষী দ্বিজ!।
স নাতিপ্রীতিমাংস্তস্যাং তস্যাশ্চাভূদ্ ধ্রুবঃ সুতঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, স্বায়ম্ভুব মনুর ধার্ম্মিক ও মহাবীর্য্য দুইটী পুত্র হইয়াছিল; একটীর নাম প্রিয়ব্রত ও আর একটীর নাম উত্তানপাদ।[১] (উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন) উত্তানপাদ সুরুচিতে সাতিশয় অনুরক্ত হন। ঐ সুরুচির গর্ব্ভে উত্তম-নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মন্! উত্তম, পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন।[২] রাজা উত্তানপাদের সুনীতি-নামে যে আর এক মহিষী ছিলেন, তিনি ভর্ত্তার তাদৃশ প্রণয়-পাত্রী ছিলেন না। তাঁহার গর্ব্ভে ধ্রুবনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়।[৩]

রাজাসনস্থিতস্যাঙ্কং পিতুর্ভ্রাতরমাশ্রিতম্।
দৃষ্ট্বোত্তমং ধ্রুবশ্চক্রে তমারোঢ়ুং মনোরথম্॥ ৪ ॥
প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তস্যাঃ সুরুচ্যা নাভ্যনন্দত।
প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণোৎসুকম্॥ ৫ ॥
সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমঙ্কারোহণোৎসুকম্।
পিতুঃ পুত্রং তথারূঢ়ং সুরুচির্ব্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬ ॥
ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস! মহানেব মনোরথঃ।
অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে॥ ৭ ॥
উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোঽভিবাঞ্ছসি।
সত্যং সুতস্ত্বমপ্যস্য কিন্তু ন ত্বং ময়া ধৃতঃ॥ ৮ ॥
এতদ্ রাজাসনং সর্ব্ব-ভূভৃৎ-সংশ্রয়-কেতনম্।

একদা রাজা উত্তানপাদ, স্বীয় প্রিয়তমার গর্ভজাত পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুব তাহা দেখিলেন এবং তিনি ভ্রাতাকে পিতার ক্রোড়স্থ দেখিয়া (বালকস্বভাব বশতঃ) আপনিও তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে লালস হইলেন।[৪] (সে সময় রাজার প্রিয়তমা মহিষী সুরুচি সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন সুতরাং) রাজা ক্রোড়ে যাইতে উৎসুক ও আহ্লাদ পূর্ব্বক উপস্থিত ধ্রুবকে সুরুচির সমক্ষে ক্রোড়ে লইলেন না, আদর করিতেও পারিলেন না।[৫] অনন্তর সুরুচি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র পিতার ক্রোড়ে বসিয়া আছে ও তাঁহার সপত্নীর পুত্র পিতৃক্রোড়ে উঠিবার জন্য লালায়িত হইতেছে। তখন তিনি কহিলেন।[৬] বাছা! তুমি আমার গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ কর নাই? অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়া কিজন্য বৃথা এতদূর প্রয়াস পাইতেছ?'।[৭] এই ক্রোড় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তীর স্থান ও আমার পুত্র উত্তম ব্যতীত অন্য ব্যক্তির পক্ষে সুদুর্লভ (বাছা! তুমি বালক,) তোমার বিবেচনা নাই, এই জন্য তুমি ঐ ক্রোড়ে উঠিতে প্রয়াস পাইতেছ। তুমি ইঁহার সন্তান সত্য বটে, কিন্তু তুমি আমার গর্ভে ত জন্মগ্রহণ কর নাই?।[৮] এই রাজসিংহাসন সম্রাটের স্থান। ইহা আমার পু-

যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥ ৯ ॥
উচ্চৈর্ম্মনোরথস্তেঽয়ং মৎপুত্রস্যেব কিং বৃথা।
সুনীত্যামাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥১০॥

পরাশর উবাচ।

উৎসৃজ্য পিতরং বালস্তৎ শ্রুত্বা মাতৃভাষিতম্।
জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ! মন্দিরম্॥ ১১ ॥
তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরম্।
সুনীতিরঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥ ১২ ॥
বৎস! কঃ কোপহেতুস্তে কশ্চ ত্বাং নাভিনন্দতি।
কোঽবজানাতি পিতরং তব যস্তেঽপরাধ্যতে ॥ ১৩ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সকলং মাত্রে কথয়ামাস তদ্ যথা।
সুরুচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ব্বিতা ॥ ১৪ ॥

ত্রেরই উপযুক্ত, ইহাতে আমার পুত্রেই অধিকারী, অতএব তুমি কিজন্য বৃথা ক্লেশ পাইতেছ?।[৯] তুমি কি জান না যে, সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে? অতএব তুমি নিরর্থক কিজন্য আমার পুত্রের ন্যায় উচ্চ মনোরথ করিতে সাহস করিতেছ?।[১০]

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! অনন্তর বালক ধ্রুব বিমাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া পিতৃসন্নিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর গৃহে গমন করিলেন।[১১] মৈত্রেয়! সুনীতি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ধ্রুব কুপিত হইয়াছে এবং রোষ ও অমর্ষভরে তাহার অধর কাঁপিতেছে, তখন তিনি তাহাকে (আদর পূর্ব্বক) ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।[১২] বাছা! কেন তোমার ক্রোধ হইয়াছে? কে তোমাকে আদর করে নাই? ইহা কি কেহ জানে না যে, তোমার কাছে অপরাধ করিলে তোমার পিতার অবমাননা করা হয়?[১৩]

পরাশর কহিলেন। সুনীতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুব তাঁহার নিকট

বিনিশ্বস্যেতি কথিতে তস্মিন্ পুত্রেণ দুর্ম্মনাঃ।
শ্বাসক্ষামেক্ষণা দীনা সুনীতির্ব্বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫॥

সুনীতিরুবাচ।

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বল্পভাগ্যোঽসি পুত্রক!।
ন হি পুণ্যবতাং বৎস! সপত্নৈরেবমুচ্যতে॥ ১৬॥
নোদ্বেগস্তাত! কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ ভবতা পুরা।
তৎ কোঽপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া॥১৭॥
রাজাসনং তথা চ্ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈতে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক!॥ ১৮॥
অন্যজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচির্নৃপঃ।
ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্যা মদ্বিধা ভাগ্যবর্জ্জিতা॥১৯॥

আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কহিলেন এবং ভূপতির সমক্ষে সুরুচি অহঙ্কার পূর্ব্বক যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাও নিবেদন করিলেন।[১৪] পুত্র এই সমস্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে সুনীতি সাতিশয় দুর্ম্মনায়মানা হইলেন। সাতিশয় দুঃখাবেগ বশতঃ তাঁহারও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, নয়নদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। পরে তিনি কাতর হইয়া কহিলেন।[১৫]

(সুনীতি কহিলেন) বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি সত্য কথাই বলিয়াছে। তোমার তেমন অদৃষ্ট নয়। বাছা! যাহারা পুণ্যবান্ ও যাহাদের অদৃষ্ট ভাল, তাহাদের বিমাতারা কি এমন কথা বলিতে পারে? বাবা! এতে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি পূর্ব্ব জন্মে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহার অন্যথা কে করিতে পারে? আর তুমি পূর্ব্ব জন্মে যাহা কর নাই, কেই বা তাহার ফল দিতে পারে?।[১৭] যে ব্যক্তি পুণ্যবান্ সেই ব্যক্তিই রাজসিংহাসন, রাজচ্ছত্র, প্রধান অশ্ব, প্রধান হস্তী, এ সমুদায় ভোগ করিতে পায়। এই বিবেচনা করিয়া শান্ত হও।[১৮] তোমার বিমাতা সুরুচি অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে রাজা তাহাকে এতদূর ভাল

পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্॥ ২০॥
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক!।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥ ২১॥
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥ ২২॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥ ২৩॥

ধ্রুব উবাচ।

অম্ব! যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥ ২৪॥

বাসেন। আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, এই জন্য আমরা কেবল নাম মাত্রেই ভার্য্যা হইয়াছি।[১৯] এবং তাহার পুত্র উত্তম পূর্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাতেই সে উহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তুমি পূর্ব্ব জন্মে উত্তমের ন্যায় উত্তম পুণ্য কর্ম্ম কর নাই, সেই জন্য আমার গর্ভে জন্মিয়াছ।[২০] কিন্তু বাছা! এ বিষয়ে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত হয় না, কারণ পূর্ব্বজন্মে যাহার যেমন কর্ম্ম সে তদনুরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ সমুদায় বিবেচনা করিয়া স্বীয় অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হন।[২১] অথবা যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও।[২২] এবং সুশীল ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্ব প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।[২৩]

ধ্রুব কহিলেন, জননি! তুমি আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না, কারণ বিমাতার দু-

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২৫॥
সুরুচির্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মেঽম্ব! ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে ॥২৬॥
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্ত্বয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ ॥ ২৭ ॥
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব! স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম ॥ ২৮॥

পরাশর উবাচ।

নির্জ্জগাম গৃহান্মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্বাহ্যোপবনং যযৌ ॥ ২৯ ॥
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ব্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্ ॥ ৩০ ॥

র্ব্বাক্যে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে।[২৪] এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব।[২৫] রাজা, আমার বিমাতা সুরুচিকে ভালবাসেন, আমি তাঁহার উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি বটে কিন্তু জননি! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ।[২৬] আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট্ হউক্, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।[২৭] মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই, স্বীয় পুণ্য দ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।[২৮]

পরাশর কহিলেন; ধ্রুব মাতাকে এই কথা বলিয়াই তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; পরে সেই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অনতিদূরে যে এক অরণ্য ছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।[২৯] সেখানে গিয়া দেখিলেন, সাত জন ঋষি তাঁহার পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া উপ-

স রাজপুত্রস্তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভ্যভাষত।
প্রশ্রয়াবনতঃ সম্যগ্-অভিবাদনপূর্ব্বকম্॥ ৩১॥
ধ্রুব উবাচ।
উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবোধত সত্তমাঃ!।
জাতং সুনীত্যাং নির্ব্বেদাদ্ যুষ্মাকং প্রাপ্তমন্তিকম্॥৩২॥
ঋষয় ঊচুঃ।
চতুঃপঞ্চাব্দসম্ভূতো বালস্ত্বং নৃপনন্দন!।
নির্ব্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্যতে॥ ৩৩॥
ন চিন্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ ধ্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা।
ন চৈবেষ্টবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক!॥ ৩৪॥
শরীরে ন চ তে ব্যাধিরস্মাভিরুপলক্ষ্যতে।
নির্ব্বেদঃ কিংনিমিত্তং তে কথ্যতাং যদি বিদ্যতে॥ ৩৫॥

বিষ্ট আছেন।৩০ রাজপুত্র সেই ঋষিগণকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া পুনর্বার নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন।৩১

(ধ্রুব কহিলেন) সাধুগণ! আমি রাজা উত্তানপাদের তনয়, আমার নাম ধ্রুব, আমি সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নির্বেদ হেতু [১] এক্ষণে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম।৩২ ঋষিগণ কহিলেন. রাজকুমার! তোমার বয়ঃক্রম চারি বা পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না, তুমি নিতান্ত শিশু। এক্ষণে তোমার যাহাতে নির্বেদ উপস্থিত হয় এমত কারণ ত কিছুই নাই?।৩৩ তোমার পিতা জীবিত আছেন, বিশেষতঃ তিনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, অতএব তোমার ত কোন ভাবনার বিষয় দেখিতে পাই না? তোমার কোন প্রিয়তম বন্ধু বা কোন প্রিয়তমা রমণীর সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে এরূপ কোন সম্ভাবনাও ত দেখি না, কারণ তুমি বালক।৩৪ তোমার শরীরে ত কোন প্রকার ব্যাধি লক্ষিত হইতেছে না? তবে তোমার

১. অজ্ঞান, আপদ্ বা ঈর্ষ্যাদি হেতু যে আপনার প্রতি অবজ্ঞা তাহা নির্ব্বেদ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

পরাশর উবাচ।

ততঃ স কথয়ামাস সুরুচ্যা যদুদাহৃতম্।
তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুর্ম্মুনয়স্তে পরস্পরম্॥ ৩৬ ॥
অহো ক্ষাত্রং পরং তেজো! বালস্যাপি যদক্ষমা।
সপত্ন্যা মাতুরুক্তস্য হৃদয়ান্-নাপসর্পতি॥ ৩৭ ॥
ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ! নির্ব্বেদাদ্ যৎ ত্বয়াধুনা।
কর্ত্তুং ব্যবসিতং, তন্-নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে॥ ৩৮॥
যচ্চ কার্য্যং তবাস্মাভিঃ সাহায্যমমিতদ্যুতে!।
তদুচ্যতাং বিবক্ষুস্ত্বম্ অস্মাভিরুপলক্ষ্যসে ॥৩৯॥

ধ্রুব উবাচ।

নাহমর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসত্তমাঃ!।
তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা॥ ৪০ ॥

কি জন্য নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল? ইহার কারণ যদি কিছু থাকে আমাদের নিকট বল।[৩৫]

পরাশর কহিলেন; অনন্তর সুরুচি সাহঙ্কার বচনে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমুদায় তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলেন। মুনিগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,[৩৬] অহো! ক্ষত্রিয়জাতির কি আশ্চর্য্য তেজ! এটি বালক, তথাপি ইহার মানহানি সহ্য হইতেছে না! ইহার বিমাতা যে অবমাননা বাক্য কহিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত ইহার হৃদয় হইতে অপনীত হইতেছে না।[৩৭] অহে ক্ষত্রিয়তনয়! তুমি এই নির্ব্বেদ হেতু এক্ষণে কি করিতে অভিলাষ করিয়াছ? যদি অভিরুচি হয় আমাদের নিকট বল।[৩৮] অসীমতেজস্বিন্! আমাদিগকে যদি তোমার কিছু সাহায্য করিতে হয় তাহাও ব্যক্ত কর। আমাদের বোধ হইতেছে, তুমি আমাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।[৩৯]

ধ্রুব কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি ধন চাহি না, রাজ্যও প্রার্থনা করি না। যে স্থান পূর্ব্বে কেহ কখন ভোগ করে নাই, একমাত্র সেই উৎকৃষ্ট স্থানই লাভ

এতন্-মে ক্রিয়তাং সম্যক্ কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা ।
স্থানমগ্র্যং সমস্তেভ্যঃ স্থানেভ্যো মুনিসত্তমাঃ ! ॥৪১॥

মরীচিরুবাচ ।

অনারাধিতগোবিন্দৈঃ নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ ! ।
ন হি সম্প্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

অত্রিরুবাচ ।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥৪৩॥

অঙ্গিরা উবাচ ।

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবৈতদ্ অচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্ ।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্ ॥ ৪৫ ॥

করিতে ইচ্ছা করি ।৪০ ঋষিগণ ! আপনারা এই করুন যে, সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান কিরূপে লাভ করিতে পারা যায় তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন ।৪১ মরীচি কহিলেন, রাজকুমার ! গোবিন্দের আরাধনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না অতএব সেই অচ্যুতেরই আরাধনা কর ।৪২ অত্রি কহিলেন, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বিষ্ণু যাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন তিনিই অনন্যসুলভ অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই তোমাকে প্রকৃত কথা কহিলাম ।৪৩ অঙ্গিরা কহিলেন, তুমি যদি সর্বপ্রধান স্থান প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে যিনি অব্যয় ও অচ্যুত, এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দকে আরাধনা কর ।৪৪ পুলস্ত্য কহিলেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ পরম আশ্রয়স্বরূপ ও পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই হরির আরাধনা করিলে পরমোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হওয়া দূরে

ক্রতুরুবাচ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥৪৬॥

পুলহ উবাচ।

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ! ॥৪৭॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং, স্থানং কিমু বৎসোত্তমোত্তমম্ ॥৪৮॥

ধ্রুব উবাচ।

আরাধ্যঃ কথিতো দেবো ভবদ্ভিঃ প্রণতস্য মে।
ময়া তৎপরিতোষায় যদ্ জপ্তব্যং, তদুচ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥
যথা চারাধনং তস্য ময়া কার্য্যং মহাত্মনঃ।

থাকুক্ অতিদুর্লভ পরম মুক্তিও লাভ করিতে পারা যায়।[৪৫] ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ, যোগে পরমারাধ্য পরম পুরুষ, সেই জনার্দ্দন পরিতুষ্ট হইলে কোন বস্তুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না।[৪৬] পুলহ কহিলেন, অহে সচ্চরিত্র বালক ! যে জগৎপতি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্বরূপ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই আরাধনা কর।[৪৭]।

বসিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! ত্রৈলোক্যের মধ্যে যে যে বস্তু আছে যদি কেহ তাহার অভিলাষী হয় তাহা হইলে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব কেবল উৎকৃষ্ট স্থান পাওয়া ত অতি সামান্য কথা।[৪৮]

ধ্রুব কহিলেন, আমি আপনাদের নিকট প্রণত হইয়াছি, আপনারা (কৃপা করিয়া) আমাকে আরাধ্য দেবতার সন্ধান বলিয়া দিলেন। এক্ষণে তাঁহার

প্রসাদ-সুমুখাস্তন্-মে কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ঋষয় উচুঃ।

রাজপুত্র ! যথা বিষ্ণোরারাধনপরৈর্নরৈঃ।
কার্য্যমারাধনং তন্মে যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥
বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ।
তস্মিন্নেব জগদ্ধাম্নি ততঃ কুর্ব্বীত নিশ্চলম্ ॥ ৫২ ॥
এবমেকাগ্রচিত্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা।
জপ্তব্যং যন্-নিবোধৈতৎ ত্বং নঃ পার্থিবনন্দন ! ॥৫৩॥
হিরণ্যগর্ভ-পুরুষ-প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥ ৫৪ ॥
এতদ্ জজাপ ভগবান্ জপ্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
পিতামহস্তব পুরা তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৫ ॥

পরিতোষের নিমিত্ত আমাকে যাহা জপ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিউন।৪৯ মহর্ষিগণ! আমাকে যে রূপে সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে তাহাও আপনারা প্রসন্ন মুখে বলুন।৫০

ঋষিগণ কহিলেন, রাজকুমার! বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ মনুষ্যগণ যেরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫১ প্রথমতঃ সমুদয় বাহ্য বস্তু হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিতে হইবে। অনন্তর জগতের আধার-স্বরূপ বিষ্ণুতে অবিচলিত রূপে মনঃসমাধান করিবে।৫২ রাজনন্দন! এইরূপে একাগ্রচিত্ত ও সংযতাত্মা হইয়া তন্ময় হইলে যে মন্ত্র জপ করিতে হইবে তাহাও আমাদের নিকট শ্রবণ কর।৫৩ যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃতারূপ শক্তিত্রয়ের আধার, যিনি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য বাসুদেবকে নমস্কার।৫৪ পূর্ব্বকালে তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন৫৫

দদৌ যথাভিলষিতাম্ ঋদ্ধিং ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভাম্।
তথা ত্বমপি গোবিন্দং তোষয়ৈতৎ সদা জপন্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

এবং তাঁহার অভিলষিত অনন্যসুলভ ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও তাঁহাকে দান করেন। অতএব তুমিও এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিয়া ভগবান্ গোবিন্দকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা কর।৫৬

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ একাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

প্রথম অংশ।

দ্বাদশ অধ্যায়।



পরাশর উবাচ।

নিশম্য তদশেষেণ মৈত্রেয়! নৃপতেঃ সুতঃ।
নির্জ্জগাম বনাৎ তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানৃষীন্॥ ১॥
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানস্ততো দ্বিজ!।
মধুসংজ্ঞং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্॥ ২॥
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈত্যেনাধিষ্ঠিতং যতঃ।
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে॥ ৩॥
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! অনন্তর রাজনন্দন ধ্রুব, ঋষিগণের উপদেশ বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই বন হইতে বহির্গত হইলেন।১ এবং আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া যমুনাতটবর্ত্তী মধুবন নামক পরমপবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন।২ পূর্ব্বকালে মধুনামক দৈত্য সেই স্থানে অবস্থিতি করিত, এইজন্য ঐ স্থান মধুবন নামে মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছে।৩ সেই স্থানে, দশরথতনয় শত্রুঘ্ন মধুসংজ্ঞ দৈত্যের পুত্র লবণনামক মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা

যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ॥ ৫॥
মরীচিমুখ্যৈর্ম্মুনিভির্যথোদ্দিষ্টমভূৎ তথা।
আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষ্ণুমমন্যত॥ ৬॥
অনন্যচেতসস্তস্য ধ্যায়তো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বভূতগতো বিপ্র! সর্ব্বভাবগতোঽভবৎ॥ ৭॥
মনস্যবস্থিতে তস্য বিষ্ণৌ মৈত্রেয়! যোগিনঃ।
ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোঢ়ুং ভূতধারিণী॥ ৮॥
বামপাদস্থিতে তস্মিন্ ননামার্দ্ধেন মেদিনী।
দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্দ্ধং * ক্ষিতের্দ্দক্ষিণসংস্থিতে॥ ৯॥
পাদাঙ্গুষ্ঠেন সংপীড্য যদা স বসুধাং স্থিতঃ।
তদা সা বসুধা বিপ্র! চচাল সহ পর্ব্বতৈঃ॥ ১০॥

নাম্নী পুরী সংস্থাপন করিয়াছিলেন।[৪] বিশেষতঃ সেই স্থলে হরিপরায়ণ ভগবান্ দেবদেব মহাদেব সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন, সুতরাং ধ্রুব সর্ব্ব-পাপনাশক সেই তীর্থে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।[৫] মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে ধ্রুব সমুদায় দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণুকে আত্মস্থ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৬] ব্রহ্মন্! ধ্রুব অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করাতে সর্ব্বভূতস্থ ভগবান্ হরি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হৃদয়গত হইলেন।[৭]

মৈত্রেয়! ভগবান্ বিষ্ণু সেই যোগীর চিত্তে অবস্থিতি করিলে ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ভারবহনে অসমর্থা হইলেন।[৮] তিনি যখন বাম পাদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতেন, তখন পৃথিবীর প্রথমার্দ্ধ নত হইত এবং দক্ষিণ পদে দাঁড়াইলে অপরার্দ্ধ নিম্ন হইয়া পড়িত।[৯] তিনি যে সময় ভূমির উপর পদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেন, সে সময় পর্ব্বতগণের স-

* দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্দ্ধে ইতি পাঠান্তরম্।

নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ।
তৎক্ষোভাদমরাঃ ক্ষোভং পরং জগ্মুর্ম্মহামুনে!॥১১॥
যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয়! পরমাকুলাঃ।
ইন্দ্রেণ সহ সংমন্ত্র্য ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ॥ ১২ ॥
কুষ্মাণ্ডা বিবিধৈ-রূপৈঃ সহেন্দ্রেণ মহামুনে!।
সমাধিভঙ্গমত্যন্তম্ আরব্ধাঃ কর্ত্তুমাতুরাঃ॥ ১৩॥
সুনীতির্নাম তন্ মাতা সাস্রা তৎপুরতঃ স্থিতা।
পুত্রেতি করুণং বাচমাহ মায়াময়ী তদা॥ ১৪ ॥
পুত্রকাস্মান্-নিবর্ত্তস্ব শরীরব্যয়-দারুণাৎ।
নির্ব্বন্ধতো ময়া লব্ধো বহুভিস্ত্বং মনোরথৈঃ॥ ১৫ ॥
দীনামেকাং পরিত্যক্তুম্ অনাথাং ন ত্বমর্হসি।
সপত্নীবচনাদ্ বৎস! অগতেস্ত্বং গতির্ম্মম॥ ১৬ ॥

স্থিত বসুন্ধরা প্রচলিত হইত।[১০] মহর্ষে! বসুধা প্রচলিত হইলে নদ নদী ও সমুদ্রগণ সাতিশয় বিক্ষোভিত হইত এবং তাঁহাতে দেবগণও সমধিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেন।[১১]

মৈত্রেয়! অনন্তর যাম নামক দেবগণ সাতিশয় আকুল হইয়া দেবরাজের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক তদীয় ধ্যানভঙ্গের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।[১২] মহর্ষে! কুষ্মাণ্ডনামক উপদেবতাগণ কাতর হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সমাধি ভঙ্গের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।[১৩] তখন মায়াময়ী তদীয়জননী সুনীতি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া করুণস্বরে পুত্র বলিয়া ডাকিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিল ও কহিল,[১৪] বাছা! আমি তোমাকে অনেক দুঃখে লাভ করিয়াছি এবং তোমা হইতে অনেক আশা করিয়া থাকি, অতএব এই উগ্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। দেখ, ইহা অত্যন্ত দারুণ, ইহাতে তোমার শরীর নষ্ট হইতেছে।[১৫] বৎস! তুমি আমার অগতির গতি, আমি অসহায়া দীনা ও অনাথা, অতএব

ক্ব চ ত্বং পঞ্চবর্ষীয়ঃ ক্ক চৈতদ্ দারুণং তপঃ।
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ কষ্টান্-নির্ব্বন্ধাৎ ফলবর্জ্জিতাৎ ॥১৭॥
কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তেঽধ্যয়নস্য চ।
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেষ্যতে তপঃ ॥ ১৮ ॥
কালঃ ক্রীড়নকানাং যস্তব বালস্য পুত্রক!।
তস্মিংস্ত্বমিত্থং তপসি* কিং নাশায়াত্মনো রতঃ।১৯॥
মৎপ্রীতিঃ পরমো ধর্ম্মো বয়োঽবস্থাক্রিয়াক্রমম্।
অনুবর্ত্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্তাস্মাদধর্ম্মতঃ ॥ ২০ ॥
পরিত্যজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্-ন ভবাংস্তপঃ।
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ ততো বৈ পশ্যতস্তব ॥ ২১ ॥

সপত্নীর বাক্যে আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হইতেছে না।[১৬] বাছা! কোথায় তুমি পঞ্চম বর্ষীয় বালক, তোমার কি এই দারুণ তপস্যা করা সম্ভব হইতে পারে? অতএব এই কষ্টকর নির্ব্বন্ধাতিশয় হইতে মন নিবৃত্ত কর; বাছা! ইহাতে কোন ফলই লক্ষিত হইতেছে না।[১৭] বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার ক্রীড়া করিবার সময়, তাহার পর (গুরু কুলে থাকিয়া) অধ্যয়ন করিবে, (যৌবন পথে পদার্পণ করিলে) বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, (যৌবন কাল অতীত হইলে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিবে।[১৮] বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, এক্ষণে তোমার কেবল খেলা করিয়া বেড়াইবারই সময়, এখন তুমি কিনিমিত্ত তপস্যায় রত হইয়া আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হইতেছ?[১৯] অধুনা আমাকে প্রীত করাই তোমার পরম ধর্ম্ম। তোমার যেমন বয়স, যেমন অবস্থা, তদনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদনেই যথাক্রমে প্রবৃত্ত হও। মোহের অনুবর্ত্তী হওয়া তোমার উচিত হইতেছে না, অতএব এই অধর্ম্ম হইতে আপনাকে নিবৃত্ত কর।[২০] বাছা! অদ্য যদি তুমি এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তুমি দেখিবে, আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।[২১]

* তস্মিংস্ত মিচ্ছংস্তপসি ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

পরাশর উবাচ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাষ্পাবিল-বিলোচনাম্। *
সমাহিতমনা বিষ্ণৌ পশ্যন্নপি ন দৃষ্টবান্ ॥ ২২ ॥
বৎস! বৎস! সুঘোরাণি রক্ষাংস্যেতানি ভীষণে।
বনেঽভ্যুদ্যত-শস্ত্রাণি সমায়ান্ত্যপগম্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্যাবির্ব্বভূস্ততঃ।
অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্ম্মুখৈঃ ॥ ২৪ ॥
ততো নাদানতীবোগ্রান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ।
মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥ ২৫ ॥
শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্বাল-কবলৈর্ম্মুখৈঃ।
ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥

পরাশর কহিলেন। সুনীতি এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, বাষ্পভরে তাঁহার নয়নদ্বয় কলুষিত হইল পরন্তু ধ্রুব একমাত্র বিষ্ণুতে মনঃসমাধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।[২২] (পরে ঐ মায়াময়ী সুনীতি পুনর্ব্বার কহিলেন) বাছা! বাছা! (ঐ দেখ) এই ঘোর অরণ্যে ভীষণ রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আসিতেছে, অতএব এ স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর (বিলম্ব করিও না)[২৩] সুনীতি এই কথা বলিয়া গমন করিলে রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আবির্ভূত হইল। তাহাদের বিকট বদন হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল।[২৪] অনন্তর নিশাচরগণ সেই রাজপুত্রের সম্মুখে ঘোর শব্দ করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল ঘুরাইতে লাগিল।[২৫] এবং শত শত শিবাগণ সেই যোগী বালককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। শব্দ করিবার সময় মুখব্যাদান কালে তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লা-

* বাষ্পাকুলিতলোচনাম্ ইতি বা পাঠঃ।

হন্যতাং হন্যতামেব ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্।
ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাঞ্চায়ম্ ইত্যূচুস্তে নিশাচরাঃ ॥ ২৭ ॥
ততো নানাবিধান্ নাদান্ সিংহোষ্ট্রমকরাননাঃ।
ত্রাসায় রাজপুত্রস্য নেদুস্তে রজনীচরাঃ ॥ ২৮ ॥
রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তান্যায়ুধানি চ।
গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥ ২৯ ॥
একাগ্রচেতাঃ সততং বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়ম্।
দৃষ্টবান্ পৃথিবীনাথপুত্রো নান্যৎ কথঞ্চন ॥ ৩০ ॥
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু বিলীনাসু পুনঃ সুরাঃ।
সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তৎপরাভবশঙ্কিতাঃ ॥ ৩১ ॥
তে সমেত্য জগদ্‌যোনিম্ অনাদি-নিধনং হরিম্।
শরণ্যং শরণং যাতাস্তপসা তস্য তাপিতাঃ ॥ ৩২ ॥

গিল।[২৬] নিশাচরগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ইহাকে বধ কর বধ কর; কেহ বা বলিল, ইহাকে কাটিয়া ফেল; কেহ বা কহিল, আইস আমরা ইহাকে ভক্ষণ করি।[২৭] নিশাচরগণ এই কথা বলিয়া রাজপুত্রের ভয় জন্মাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার (বিকট) শব্দ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কাহারো মুখ সিংহের ন্যায়, কাহারো মুখ উষ্ট্রের ন্যায়, কাহারো মুখ মকরের ন্যায় (দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর)।[২৮] রাজকুমার ধ্রুবের চিত্ত একমাত্র গোবিন্দে আসক্ত ছিল সুতরাং সেই সমুদায় বিকটাকার রাক্ষস, ভয়ঙ্কর শিবাগণ, প্রদীপ্ত অস্ত্র সমুদায় ও অতিভীষণ শব্দ তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হইল না।[২৯] ভূপালতনয় ধ্রুব একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরন্তর একমাত্র বিষ্ণুকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, কোন বস্তু বস্তুই তিনি দেখিতে পাইলেন না।[৩০] এই রূপে সমুদায় মায়া বিফল হইল দেখিয়া দেবগণ পুনর্ব্বার সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণে পরাভবের আশঙ্কা দ্বিগুণিত হইল।[৩১] তাঁহারা ধ্রুবের তপস্যায় সন্তপ্ত হওয়াতে সকলে একত্র মিলিত

দেবা উচুঃ।

দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম!।
ধ্রুবস্য তপসা তপ্তা-স্ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ ৩৩॥
দিনে দিনে কলালেশৈঃ * শশাঙ্কঃ পূর্য্যতে যথা।
তথায়ং তপসা দেব! প্রয়াত্যৃদ্ধিমহর্নিশম্॥ ৩৪॥
ঔত্তানপাদিতপসা বয়মিত্থং জনার্দ্দন!।
ভীতাস্ত্বাং শরণং যাতাস্তপসস্তং নিবর্ত্তয়॥ ৩৫॥
ন বিদ্মঃ কিং স শক্রত্বং কিং সূর্য্যত্বমভীপ্সতি।
বিত্তপাম্বুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্॥৩৬॥
তদস্মাকং প্রসীদেশ! হৃদয়াৎ শল্যমুদ্ধর।
উত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সংনিবর্ত্তয়॥ ৩৭॥

হইয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি অনন্ত হরির শরণাপন্ন হইলেন।৩২
দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরমেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম।৩৩ দেব! শুক্লপক্ষে শশাঙ্ক যেমন প্রতিদিন এক এক কলা বৃদ্ধি পায় তাহার ন্যায় এই ধ্রুব দিবারাত্রি তপস্যাদ্বারা নিত্য উপচীয়মান হইতেছে।৩৪ জনার্দ্দন! আমরা উত্তানপাদতনয়ের তাদৃশ তপস্যায় সাতিশয় ভীত হইয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছি, আপনি তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করুন।৩৫ আমরা জানি না, হয় ত সে ইন্দ্রত্বপদ বা দিবাকরত্বপদ বাঞ্ছা করিয়াছে অথবা ধনাধিপ কুবেরের পদ, জলাধিপ বরুণের পদ কিংবা নিশানাথ চন্দ্রের পদ যদি প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তাহাও বলিতে পারি না।৩৬ জগদীশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, পরাভব শঙ্কারূপ আমাদের হৃদয়ের শল্য উদ্ধার করুন, উত্তানপাদের পুত্র যাহাতে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।৩৭

* দিনে দিনে কলাশেষৈরিতি পাঠান্তরম্।

ভগবানুবাচ।

নেন্দ্রত্বং ন চ সূর্য্যত্বং নৈবাম্বুপধনেশতাম্।
প্রার্থয়ত্যেব যং কামং তং করোম্যখিলং সুরাঃ।॥৩৮॥
যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যহং বালং তপস্যাসক্তমানসম্॥ ৩৯॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রযযুঃ স্বানি ধিষ্ণানি শতক্রতুপুরোগমাঃ॥ ৪০॥
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা তন্ময়ত্বেন তোষিতঃ।
গত্বা ধ্রুবমুবাচেদং চতুর্ভুজবপুর্হরিঃ॥ ৪১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ঔত্তানপাদে! ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত!॥ ৪২॥
বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।

ভগবান্ কহিলেন, দেবগণ! এই উত্তানপাদের তনয় ইন্দ্রত্বপদ কামনা করে না, দিবাকরত্ব-পদেরও অভিলাষী নহে। এই বালক ধনাধ্যক্ষ কুবের বা বরুণের পদও প্রার্থনা করে না; পরন্তু এই শিশু যে পদের প্রত্যাশা করিতেছে, তাহা আমি অচিরাৎ সম্পন্ন করিয়া দিতেছি।৩৮ দেবগণ! তোমরা নিঃশঙ্ক-হৃদয় হইয়া স্ব স্ব অভিলষিত-স্থানে গমন কর, আমিও সেই বালককে তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত করিতেছি।৩৯

পরাশর কহিলেন! দেবদেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবরাজপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।৪০ সর্ব্বময় ভগবান্ চতুর্ভুজ হরি তন্ময়তাদ্বারা পরিতোষিত হইয়া ধ্রুবের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও কহিলেন।৪১ (শ্রীভগবান্ কহিলেন।) উত্তানপাদতনয়! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদানার্থ আসি-

তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্ বৃণীষ্ব বরং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

পরাশর উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ গদিতং * তস্য দেবদেবস্য বালকঃ।
উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুরঃ ॥ ৪৪ ॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৪৫ ॥
রোমাঞ্চিতাঙ্গঃ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ।
স্তবায় দেবদেবস্য স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥ ৪৬ ॥
কিং বদামি স্তুতাবস্য কেনোক্তেনাস্য সংস্তুতিঃ।
ইত্যাকুলমতির্দ্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭ ॥

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্! যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ।

য়াছি, সুচরিত! বরপ্রার্থনা কর।[৪২] তুমি সমুদায় বাহ্যবস্তু হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিয়া একমাত্র আমাতেই সমাহিত করিয়াছ। এই কারণে আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।[৪৩]

পরাশর কহিলেন। বালক ধ্রুব দেবদেব বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তিনি যাঁহার ধ্যান করেন, সেই চতুর্ভুজ হরি তাঁহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।[৪৪] তখন তিনি শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ ও পরমোৎকৃষ্ট খড়্গধারী কিরীটীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন,[৪৫] এবং সহসা সাধ্বসযুক্ত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া সেই দেবদেবের স্তব করিতে অভিলাষী হইলেন,[৪৬] (ভাবিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ) আমি তাঁহার স্তুতিবিষয়ে কি বলিব, কোন্ বাক্য দ্বারাই বা তাঁহার স্তব হইতে পারে, এইরূপ আকুলচিত্ত হইয়া সেই দেবদেব বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হইলেন।[৪৭]

* শ্রুত্বৈবং গদিতম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মাদ্যৈর্ব্বেদ বেদজ্ঞৈর্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ।
তং ত্বাং কথমহং দেব! স্তোতুং শক্যামি বালকঃ ॥৪৯॥
ত্বদ্‌ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর! মে মনঃ।
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ॥৫০॥

পরাশর উবাচ।

শঙ্খপ্রান্তেন গোবিন্দস্তং পস্পর্শ কৃতাঞ্জলিম্।
উত্তানপাদতনয়ং দ্বিজবর্য্য! জগৎপতিঃ ॥ ৫১ ॥
অথ প্রসন্নবদনস্তৎক্ষণান্ নৃপনন্দনঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভূতধাতারমচ্যুতম্ ॥ ৫২ ॥

ধ্রুব উবাচ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় তুমি সম্পূর্ণপ্রীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এক্ষণে এই বর প্রদান কর, আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হই,৪৮ কারণ আমি বালক, ব্রহ্মাপ্রভৃতি বেদজ্ঞ-বিবুধগণ যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাদৃশ তোমাকে আমি কিরূপে জানিব, কিরূপেই বা স্তব করিতে সমর্থ হইব।৪৯ জগদীশ্বর! একমাত্র তোমারই ভক্ত আমার মন ত্বদীয় পাদপদ্ম স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব তুমি (কৃপা করিয়া) আমাকে জ্ঞান প্রদান কর।৫০।

পরাশর কহিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব এই বাক্য বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, জগৎপতি গোবিন্দ সর্ব্ববেদময় শঙ্খের পরমেশ্বর-তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্তভাগস্বরূপ প্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন।৫১ রাজকুমার ধ্রুবও তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন হইয়া ভূতধাতা অচ্যুতকে নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৫২।

ধ্রুব কহিলেন। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই ভূতপঞ্চক, মনঃপ্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, ভূতাদি

ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্ ॥ ৫৩ ॥
শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে * ॥ ৫৪ ॥
ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥ ৫৫ ॥
তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্।
প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং ত্বদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্! যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥ ৫৭ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ † ॥ ৫৮ ॥

অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব ও মূলপ্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার করি।[৫৩] যিনি স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত, সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপী, যিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষস্বরূপ, সেই গুণ সাক্ষিস্বরূপ পুরুষকে নমস্কার করি।[৫৪] যিনি নিত্য, যিনি ভূর্ভুবপ্রভৃতি সমস্ত লোক, গন্ধপ্রভৃতি সমস্ত গুণসমূহ, প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্বপ্রভৃতি ও পুরুষ হইতেও স্বতন্ত্র[৫৫] যিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও অশেষ জগতের আত্মাস্বরূপ, যিনি শুদ্ধ ও সকলের শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।[৫৬] সর্ব্বাত্মন্! তোমার যে স্বরূপ, বৃহত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব বৃংহণত্ব অর্থাৎ সকলের সংবর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্মনামে প্রথিত আছে, যাহা বিকারশূন্য ও যোগিগণের চিন্ত্য, তাহাকে নমস্কার।[৫৭] যাঁহার অপরিমিত মুখ, অপরিমিত চক্ষু ও অপরিমিত চরণ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বময়, যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শপূর্ব্বক দশাবরণ অতিক্রম করিয়া অসীম স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই সেই

* গুণাত্মনে ইতি বঙ্গীয়পুস্তকানাং পাঠঃ।
† অধ্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ইতি বঙ্গীয়ঃ পাঠঃ।

যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম! তদ্ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপূরুষঃ॥৫৯॥
অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ।
ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী॥ ৬০॥
ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা॥ ৬১॥
ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে।
ত্বত্তো যজূংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ॥ ৬২॥
গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তোঽজা অবয়ো মৃগাঃ।
ত্বন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্ত্বত্তো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত॥৬৩॥
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ।

সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর।[৫৮] পুরুষোত্তম! যে বস্তু হইয়াছে, যে বস্তু হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি। বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মা, সম্রাট্ অর্থাৎ মনু, এ সমুদায় তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি এ সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষেরও সৃষ্টিকর্ত্তা।[৫৯] এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় ব্যাপার তোমা হইতেই সম্পাদিত হইতেছে। তুমি এই জগতের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদেশ সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছ।[৬০] এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই আকার স্বরূপ। সমুদায় জগৎ তাহার অন্তর্গত রহিয়াছে। যাহাতে সমুদায় হোম কার্য্য হয়, তুমিই তাদৃশ যজ্ঞ স্বরূপ। তুমিই যজ্ঞীয় দধি-মিশ্রিত ঘৃত এবং তুমিই যজ্ঞার্থ গ্রাম্য ও আরণ্য এই দুই প্রকার পশু।[৬১] ঋক্‌বেদ সামবেদ যজুর্বেদ গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং একপাটী দন্ত বিশিষ্ট মহিষাদি ও দুই পাটী দন্ত বিশিষ্ট অশ্বাদি, এ সমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[৬২] গো ছাগ মেষ মৃগ ইহারা তোমা কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তোমার মুখ হইতে ও ক্ষত্রিয়েরা তোমার বাহু হইতে জন্মিয়াছেন।[৬৩] বৈশ্যগণ তোমার উরু হইতে এবং শূদ্রেরা তোমার চরণ হইতে

অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব ॥৬৪॥
প্রাণো নঃশুষিরাজ্জাতো * মুখাদগ্নিরজায়ত।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত ॥ ৬৫ ॥
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্।
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৬ ॥
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি।
বীজাদঙ্কুরসংভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রাদ্‌ বাথ দৃশ্যতে ॥৬৮॥
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং ‡ ত্বৎস্থায়ীশ্বর! দৃশ্যতে।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ॥৪৯॥

উৎপন্ন হইয়াছে। দিবাকর তোমার চক্ষু হইতে, বায়ু তোমার শ্রোত্র হইতে ও চন্দ্র তোমার মন হইতে উদ্ভূত হন।[৬৪] তোমার নাসিকাবিবর হইতে প্রাণ, মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ ও মস্তক হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে।[৬৫] তোমার শ্রোত্র হইতে দিক্ ও চরণ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। তুমিই এই চরাচর জগতের বীজস্বরূপ। অতিবিস্তৃত বটবৃক্ষ (উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে) যেমন ক্ষুদ্রতম বীজের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে[৬৬] তাহার ন্যায় প্রলয় কালে এই নিখিল বিশ্ব বীজস্বরূপ তোমাতেই লীন হইয়া থাকে। বটবৃক্ষের বীজ হইতে যেমন প্রথমতঃ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে[৬৭] এবং পরে বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে এই জগন্মণ্ডল[৬৭] সেই রূপ (প্রথমতঃ তোমা হইতে উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে)। হে ঈশ্বর! যেমন কদলীবৃক্ষে ত্বক্ ও পত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না,[৬৮] সেইরূপ তোমাতে সমুদায় বিশ্ব

* প্রাণোঽন্তঃশুষিরাজ্জাতঃ অথবা প্রাণান্তঃশুষিরাজ্জাত ইতি পাঠান্তরম্।

‡ যথাহি কদলীমাভ্যাং ত্বক্‌পত্রাদ্যথ দৃশ্যতে। ৬৮। এবং বিশ্বস্য মাভ্যস্তম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।
পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ॥ ৭০॥
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ।
ব্যক্ত-প্রধান-পুরুষ-বিরাট্‌ সম্রাট্‌ স্বরাট্‌ তথা॥ ৭১॥
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ * পুরুষেম্বক্ষয়ো ভবান্‌।
সর্ব্বস্মিন্‌ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্‌ † ॥ ৭২॥
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু তে।
সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ! সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ॥ ৭৩॥

ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তুমি সকলের আধার, তোমাতে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে।[৬৯] হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদকরী (মনঃপ্রসাদ-জনক সত্ত্বগুণ) সন্ধিনী শক্তি তাপ-করী (বিষয়-বিয়োগাদিতে দুঃখজনক তমোগুণ) সম্বিৎ শক্তি উভয়মিশ্রা (উভয়াত্মক রজোগুণ) ইহারা (জীবাত্মাতে যেমন পৃথক্‌ রূপে অবস্থিতি করে সেইরূপ) তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না; কারণ তুমি ত্রিগুণাতীত। তুমি কার্য্যরূপে নানা ও কারণরূপে একমাত্র। তুমি সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ তন্মাত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।[৭০] তুমি মহাভূতস্বরূপ ও চরাচর প্রাণিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ, তুমিই ব্যক্ত অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় মহাভূত প্রভৃতি, তুমি বিরাট্‌ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তুমিই স্বরাট্‌ অর্থাৎ ব্রহ্মা, তুমিই সম্রাট্‌ অর্থাৎ মনু।[৭১] তুমি দেবশরীর প্রভৃতি সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ শরীর ও আত্মা স্বরূপ; কারণ তুমিই সকল রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি অক্ষয় নিত্য পুরুষ। যোগীরা অন্তঃকরণ দ্বারা তোমারই ধ্যান করিয়া থাকেন।[৭২] হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সমুদায় জীবই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জীবের সন্তান রূপে উৎপন্ন হইয়া থাক।

* বিভাবিতেঽন্তঃকরণৈরিতি পৃথক্‌ পাঠঃ।
† সর্ব্ব সর্ব্বস্বরূপধৃক্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্ ।
সর্ব্বাত্মন্ ! সর্ব্বভূতেশ ! সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব ! * ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্বভূত-মনোরথম্ ।
যো মে মনোরথো নাথ ! সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ † ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে ! ॥৭৫॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

তপসস্তু ফলং প্রাপ্তং ‡ যদ্ দৃষ্টোঽহং ত্বয়া ধ্রুব ! ।
মদ্দর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ! ন জায়তে ॥ ৭৬ ॥
বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ ।
সর্ব্বং সংপদ্যতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥৭৭॥

তুমি সকল জীবের স্বরূপ ও সকলের আত্মা । তুমি সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছ, তোমাকে নমস্কার ।[৭৩] সর্ব্বভূতেশ ! তোমা হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি সকলেরই আত্মা অতএব তুমি সকলেরই অন্তঃকরণ জানিতেছ, আমি তোমার নিকট (আত্ম প্রার্থনা) কি নিবেদন করিব ? ।[৭৪] নাথ ! তুমি সর্ব্বভূতময় সুতরাং প্রাণিমাত্রেরই মনোরথ জানিতে পারিতেছ । এক্ষণে আমার যাহা মনোরথ (স্তব করিবার ক্ষমতা পাইবার ইচ্ছা) তাহাও সফল করিয়া দিয়াছ । জগৎপতে ! অদ্য তোমার দর্শন পাইলাম, সুতরাং আমার তপোনুষ্ঠানও সফল হইল ।[৭৫]

ভগবান্ কহিলেন, রাজপুত্র ! তুমি যখন আমার দর্শন পাইয়াছ তখন তোমার তপস্যার সম্পূর্ণ ফল হইয়াছে পরন্তু আমার দর্শন কখন বিফল হয় না ।[৭৬] আমি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলে মনুষ্যের সকল কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে অতএব তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর ।[৭৭]

* সর্ব্ব ! সত্ত্বসমুদ্ভব ! ইতি পাঠান্তরম্ ।
† সফলঃ স ত্বয়া কৃত ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।
‡ তপসস্তৎ ফলং প্রাপ্তমিত্যন্যে পঠন্তি ।

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বস্যান্তে ভবান্ হৃদি।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্! মনসা যন্-ময়েপ্সিতম্ *॥৭৮॥
তথাপি তুভ্যং দেবেশ! কথয়িষ্যামি যন্-ময়া।
প্রার্থ্যতে দুর্ব্বিনীতেন হৃদয়েনাতিদুল্লভম্॥ ৭৯ ॥
কিং বা সর্ব্বজগৎস্রষ্টঃ! প্রসন্নে ত্বয়ি দুল্লভম্।
ত্বৎপ্রসাদফলং † ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি ॥৮০॥
নৈতদ্ রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য মমোদরাৎ।
ইতি গর্ব্বাদবোচন্-মাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥ ৮১ ॥
আধারভূতং জগতঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো! স্থানং ত্বৎপ্রসাদাদতোঽব্যয়ম্ ॥৮২॥

ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ অতএব স্বামিন্! আমি মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নাই।৭৮ দেবদেব! তথাপি আমার এই দুর্বিনীত হৃদয় যে অতি দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে তাহা তোমার নিকট নিবেদন করি।৭৯ অথবা তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি প্রসন্ন হইলে জগতে কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ হইতে পারে? দেখ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার প্রসন্নতার ফল স্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করিতেছেন।৮০ আমার বিমাতা সুরুচি অহঙ্কার পূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ কর নাই অতএব এই রাজসিংহাসন তোমার যোগ্য হইতে পারে না।৮১ প্রভো! এই কারণে আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধার-স্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অক্ষয় স্থান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, (কৃপা করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে কৃতার্থম্মন্য হই)।৮২

---

* মনসা যন্-ময়েপ্সিতম্ ইত্যন্যবিধঃ পাঠঃ।

† ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানম্ এতৎ প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক!॥ ৮৩॥
ত্বমাসীর্ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং ময্যেকাগ্রমতিঃ সদা।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্নিজধর্ম্মানুপালকঃ॥ ৮৪॥
কালেন গচ্ছতা মিত্রং রাজপুত্রস্তবাভবৎ।
যৌবনেঽখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ॥৮৫॥
তৎসঙ্গাৎ তস্য তামৃদ্ধিম্ অবলোক্যাতিদুর্ল্লভাম্।
ভবেয়ং রাজপুত্রোঽহম্ ইতি বাঞ্ছা ত্বয়া কৃতা॥ ৮৬॥
ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা।
উত্তানপাদস্য গৃহে জাতোঽসি ধ্রুব! দুর্ল্লভে॥৮৭॥
অন্যেষাং তদ্ বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যৎ।
তস্যৈতদবরং বাল! যেনাহং পরিতোষিতঃ॥ ৮৮॥

ভগবান্ কহিলেন, বালক! তুমি পূর্ব্বে অন্য জন্মেও আমাকে সম্পূর্ণ রূপ তুষ্ট করিয়াছিলে এই কারণে তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।৮৩ তুমি পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ ছিলে। তোমার মন সর্ব্বদা আমার প্রতিই একান্ত আসক্ত ছিল। তুমি নিরন্তর নিজধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে।৮৪ এই রূপে কিছু কাল গত হইলে কোন রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হইল। ঐ রাজকুমার যুবা পরম-সুন্দর ও উজ্জ্বলাকৃতি ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্য থাকাতে তিনি নিরন্তর বিবিধ বস্তু ভোগ করিতেন।৮৫ অনন্তর তুমি সেই রাজকুমারের সংসর্গে থাকাতে তাঁহার সেই অনন্য-সুলভ অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, রাজপুত্র হইতে কামনা করিয়াছিলে।৮৬ ধ্রুব! তোমার সেই অভিলাষানুসারেই তুমি রাজপুত্র হইয়াছ এবং রাজা উত্তানপাদের গৃহে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ল্লভ।৮৭ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মপরিগ্রহ করাই অন্য তাপসদিগের পক্ষে একটী শ্রেষ্ঠ পদ, কারণ ইহার নিমিত্তই তুমি

মামারাধ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোত্যবিলম্বিতাম্।
ময্যর্পিতমনা বাল! কিমু স্বর্গাদিকং পদম্॥ ৮৯॥
ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্ব্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব!॥৯০॥
সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ।
সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥ ৯১॥
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব!॥ ৯২॥
কেচিচ্চতুর্যুগং যাবৎ কেচিন্-মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি, ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ॥৯৩॥
সুনীতিরপি তে মাতা ত্বদাসন্নাতিনির্ম্মলা।
বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎকালং নিবৎস্যতি॥ ৯৪॥
যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতাঃ।

পূর্ব্বে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি (অনন্য-সুলভ) সেই পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ।[৮৮] লোকে আমার আরাধনা করিলে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমাতে মনঃসমাধান করিলে দেবলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হওয়া ত অতি সামান্য কথা।[৮৯] অতএব তুমি আমার প্রসাদে ত্রিলোক অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির আশ্রয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।[৯০] রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্ম্মণ্ডল[৯১] সপ্তর্ষি ও যে সকল বিমানচারী দেবগণ, তাঁহাদের সকলের উপরিস্থিত স্থান তোমাকে প্রদান করিলাম।[৯২] ব্যোমচারী দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ চতুর্যুগ, কেহ কেহ এক মন্বন্তর অবস্থিতি করেন কিন্তু এই (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে) তুমি এক কল্প অর্থাৎ চারি সহস্র যুগ (যে পর্য্যন্ত প্রলয় কাল না হয় সেই পর্য্যন্ত) অবস্থিতি করিবে।[৯৩] তোমার জননী সুনীতিও আকাশে অতি নির্ম্মল তারকা হইয়া তোমার সমীপেই ঐ এক কল্প কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবস অবস্থিতি করিবেন।[৯৪] যে সকল মনুষ্য

কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ মহৎ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥

পরাশর উবাচ ।

এবং পূর্ব্বং জগন্নাথাদ্ দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ ।
বরং প্রাপ্য ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাস্তে স মহামতে ! ॥৯৬॥
তস্যাপি মানমৃদ্ধিঞ্চ * মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমত্রোশনা জগৌ ॥ ৯৭ ॥
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যম্ ! অহোঽস্য তপসঃ ফলম্ !
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৯৮ ॥
ধ্রুবস্য জননী চেয়ং সুনীতির্নাম সূনৃতা ।
অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি ॥ ৯৯ ॥
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি ।
স্থানং প্রাপ্তা বরং কৃত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্ ॥ ১০০ ॥

প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সুসমাহিত হইয়া তোমার চরিত বা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে তাহাদের মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে।[৯৫]

পরাশর কহিলেন, মহামতে! পূর্ব্বে ধ্রুব, দেবদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন হইতে এইরূপে বর লাভ করিয়া (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।[৯৬] দেবাসুরের আচার্য্য শুক্র, ধ্রুবের এই প্রকার মান, মহিমা ও ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন যে [৯৭] অহো! ধ্রুবের কি তপস্যার বল! ধ্রুবের কি তপস্যার ফল! দেখ, সপ্তর্ষিগণ ইঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।[৯৮] ধ্রুবের জননীর একটী নাম সুনীতি আর একটী নাম সুনৃতা। ইনি ঐ ধ্রুবের সম্মুখে আছেন। ইঁহারও যে কতদূর মহিমা তাহা পৃথিবীমধ্যে কে বর্ণন করিতে পারে?[৯৯] ইনি বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠতম সন্তান ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রৈলোক্যের আশ্রয়স্বরূপ বিষ্ণুপদ নামক পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই স্থানের নিরু-

* তস্যাভিমানমৃদ্ধিঞ্চ ইতি রত্নগর্ভাদয়ঃ পঠন্তি ।

যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং ধ্রুবস্যারোহণং দিবি ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০১ ॥
স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভুবি ।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

পিত ভোগকাল অতীত হইলেই ইনি মুক্তি লাভ করিবেন।১০০ যিনি প্রতি-দিন এই ধ্রুবের স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া (দেহাবসানে) স্বর্গলোকে পূজিত হইবেন।১০১ এবং তিনি (জীবিত থাকিয়া) ভূতলেই বাস করুন বা (শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক) স্বর্গেই থাকুন, কখনই স্থানভ্রষ্ট হইবেন না। তিনি ইহ লোকে সকল মঙ্গলের আস্পদ হইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিবেন।১০২

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দ্বাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

ধ্রুবাচ্ছিষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভব্যাচ্ছম্ভুর্ব্ব্যজায়ত *।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্॥ ১ ॥
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্ †।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্॥ ২ ॥
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়াম্ অরণ্যস্য মহাত্মনঃ॥ ৩ ॥
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং ‡ মহৌজসঃ।
কন্যায়াং জগতাং § শ্রেষ্ঠ! বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ॥৪॥

পরশর কহিলেন। ভব্য অর্থাৎ মঙ্গলালয় ধ্রুব হইতে শম্ভু নাম্নী তদীয় ভার্য্যা, শিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিষ্টির ভার্য্যার নাম সুচ্ছায়া। শিষ্টি হইতে সুচ্ছায়ার গর্ব্ভে নিষ্পাপ পাঁচটী তনয় উৎপন্ন হইল।[১] (তাঁহাদের নাম) রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজাঃ। ইঁহাদের মধ্যে রিপু বৃহতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহার গর্ভে মহাতেজস্বী চাক্ষুষ নামক কুমার জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।[২] বরুণের বংশে অরণ্য নামে এক প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পুষ্করিণী নামে একটী কন্যা হইয়াছিল। চাক্ষুষ সেই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতি হইতেই ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি মনুর উৎপত্তি হয়।[৩] তপোধন! বৈরাজ

---

* ভব্যাচ্ছম্ভুরজায়ত ইত্যপি কেচিৎ পঠন্তি।

† বৃকলং বৃকতেজসম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

‡ নড্বলায়ামিতি নদ্বলায়ামিতি নকুলায়ামিতি চ কেচিৎ পঠন্তি।

§ জগতাম্ ইত্যত্র তপতাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥ ৫ ॥
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াং মহৌজসঃ।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ৬ ॥
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥ ৭ ॥
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব মহামুনে! ॥ ৮ ॥
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যেন দুগ্ধা মহী পূর্ব্বং প্রজানাং হিতকারণাৎ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয় উবাচ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণির্ব্বেণস্য পরমর্ষিভিঃ।
যত্র জজ্ঞে মহাবীর্য্যঃ স পৃথুর্মুনিসত্তমঃ ॥ ১০ ॥

প্রজাপতির নড্বলা নামে এক কন্যা ছিলেন। ঐ ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি মনুর ঔরসে নড্বলার গর্ভে মহাতেজা দশটী পুত্র উৎপন্ন হয়।[৪] (এই পুত্রগণের নাম)—উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন [৫] ও অভিমন্যু। উরুর ভার্য্যার নাম আগ্নেয়ী। আগ্নেয়ীর গর্ভে মহাপ্রভাশালী ছয়টী পুত্র জন্মিয়াছিল।[৬] (এই ছয় পুত্রের নাম)—অঙ্গ, সুমনাঃ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, এবং শিব। অঙ্গের পত্নী সুনীথা। তিনি অঙ্গের ঔরসে বেণ নামে একটীমাত্র পুত্র প্রসব করিলেন।[৭] মহর্ষে! ঋষিগণ সন্তানের নিমিত্ত ঐ বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিয়াছিলেন। বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইলেন। পূর্ব্ব কালে এই বৈণ্য, প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথুনামে বিখ্যাত হন।[৮।৯]

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে! কিন্নিমিত্ত ঋষিগণ বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু

পরাশর উবাচ।

সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ।
অঙ্গস্য ভার্য্যা সা দত্তা তস্যাং বেণো ব্যজায়ত ॥১১॥
স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ।
নিসর্গাদেব মৈত্রেয়! দুষ্ট এব ব্যজায়ত ॥ ১২ ॥
অভিষিক্তো যদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
ঘোষয়ামাস স তদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৩ ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যো হ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥১৪॥
ততস্তমৃষয়ঃ পূর্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিম্।
ঊচুঃ সামকলং সম্যঙ্-মৈত্রেয়! সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ভো ভো! রাজন্! শৃণুষ্ব ত্বং যদ্ বদামস্তব প্রভো!।

মন্থন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে মহাবীর্য্য পৃথু উৎপন্ন হন?[১০] পরাশর কহিলেন। মৃত্যুর সুনীথা নামে যে একটী কন্যা প্রথমে জন্মিয়াছিলেন, অঙ্গ তাহাকে বিবাহ করেন। ঐ সুনীথার গর্ভে বেণের জন্ম হয়।[১১] মৈত্রেয়! বেণ, মৃত্যুর কন্যার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মাতামহ দোষে স্বভাবতই দুষ্ট-প্রকৃতি হন।[১২] মহর্ষিগণ বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে তিনি পৃথিবীর অধিপতি হইয়া পৃথিবীময় ঘোষণা করিলেন যে,[১৩] পৃথিবী মধ্যে কোন ব্যক্তিই কখন যাগ হোম বা দান করিতে পারিবে না, কারণ আমিই যজ্ঞপতি ও প্রভু। আমি ভিন্ন আর অন্য প্রভু কে আছে যে, যজ্ঞ ভোগ করিবে।[১৪] মৈত্রেয়! অনন্তর ঋষিগণ মহারাজ বেণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন এবং সান্ত্বনা পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন।[১৫] (ঋষিগণ কহিলেন,) রাজন্! আমরা তোমার নিকট যাহা বলিতেছি তাহা (মনোযোগ পূর্ব্বক) শ্রবণ কর। আমাদের কথা

রাজ্যদেহোপকারায় * প্রজানাঞ্চ হিতং পরম্ ॥১৬॥
দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্।
পূজয়িষ্যাম, ভদ্রং তে, তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সংপ্রীণিতো নৃপ! † ।
অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্ব্বানেব প্রদাস্যতি ॥ ১৮ ॥
যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরো যেষাং রাষ্ট্রে সংপূজ্যতে হরিঃ।
তেষাং সর্ব্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ! ভূভুজাম্ ॥১৯॥

বেণ উবাচ।

মত্তঃ কোঽভ্যধিকোঽন্যোঽস্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ।
কোঽয়ং হরিরিতিখ্যাতো যোঽয়ং যজ্ঞেশ্বরো মত॥২০

শুনিলে তোমার শরীর নিরাপদে ও কুশলে থাকিবে, প্রজাবর্গের এবং রাজ্যের সম্পূর্ণ হিতসাধনও হইতে পারিবে।১৬ আমরা দীর্ঘসত্র দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর দেবদেব হরির পূজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে এবং তুমিও এই যজ্ঞফলের (ষষ্ঠ) অংশভাগী হইতে পারিবে ‡ ১৭ রাজন্! আমরা যদি যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে প্রীত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি তোমারও সমুদায় মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।১৮ ভূপতে! যজ্ঞেশ্বর হরি যে রাজার রাজ্যমধ্যে যজ্ঞদ্বারা পূজিত হন, হরির প্রসাদে তাঁহার সমুদায় বাঞ্ছিত অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে।১৯

বেণ কহিলেন। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কে আছে, যে আমাকেও তাহার আরাধনা করিতে হইবে। যাহাকে যজ্ঞেশ্বর মনে করিতেছ,

---

* রাজদেহোপকারায় ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† বিষ্ণুঃ সংপ্রীণিতো বিভুরিত্যপরে পঠন্তি।

‡ রাজা, সাধারণ প্রজার নিকট যেমন ধনের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ বা দ্রব্য-বিশেষে অন্য কোনরূপ অংশ প্রাপ্ত হন, সেই রূপ তপোবন রক্ষা করিয়া, ন্যায়ানুসারে তপস্বীদিগের নিকট তপস্যারও ষষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ * ।
হুতভুগ্‌ বরুণো ধাতা পূষা ভূমির্নিশাকরঃ ॥ ২১ ॥
এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ ।
নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২২ ॥
এতজ্‌-জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা ।
ন দাতব্যং, ন হোতব্যং, ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ! ॥২৩
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং ধর্ম্মো যথা স্ত্রীণাং পরো মতঃ ।
মমাজ্ঞাপালনং ধর্ম্মো ভবতাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ! ॥ ২৪ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ ! মা ধর্ম্মো যাতু সংক্ষয়ম্‌ ।
হবিষাং পরিণামোঽয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি হরি এই নামে বিখ্যাত আছে, সেই ব্যক্তিই বা কে ?[২০] ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু যম সূর্য্য অগ্নি বরুণ ধাতা পূষা ভূমি নিশাকর,[২১] এই সকল দেবতা এবং অন্য যে যে দেবতা শাপ দিতে বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই ত রাজার শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, কারণ রাজাই সর্ব্বদেবময় (বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন) ।[২২] ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা এই বিষয় অবগত হইয়া আমি যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছি অবিকল সেইরূপই অনুষ্ঠান কর। তোমরা কখন দান করিতে পারিবে না, হোম করিতে পারিবে না, যজ্ঞ করিতেও পারিবে না।[২৩] দ্বিজগণ ! স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা করাই যেমন পরম ধর্ম্ম সেই রূপ তোমাদের পক্ষেও কেবল আমার আজ্ঞা পালন করাই পরম ধর্ম্ম হইতেছে।[২৪]

ঋষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমতি দিউন, ধর্ম্মলোপ করিবেন না। এই যে চরাচর জগৎ দেখিতেছেন, ইহা যজ্ঞীয় ঘৃতেরই পরিণাম অর্থাৎ হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে দেবরাজ বৃষ্টি

* বায়ুর্যমো হায়রিতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

পরাশর উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬॥
ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥
যো যজ্ঞপুরুষং দেবম্ অনাদি-নিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥২৮॥
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্।
নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥ ২৯ ॥
ততশ্চ মুনয়ো রেণুং দদৃশুঃ সর্ব্বতো দ্বিজ!।

করেন, তাহাতেই শস্যোৎপত্তি হয়, সেই শস্য আহার করিয়া প্রাণিমাত্রেরই শরীর ধারণ হইতেছে।২৫

পরাশর কহিলেন। মহর্ষিগণ, মহারাজ বেণের নিকট এইরূপ নিবেদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরন্তু রাজা কোন মতেই যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমতি দিলেন না, (তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না)।২৬ অনন্তর সমুদায় মুনিগণ কুপিত ও অমর্ষান্বিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই পাপাত্মাকে এখনই বধ কর, এখনই বধ কর।২৭ যে দুরাচার, অনাদি অনন্ত যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দা করে, সে কখন রাজসিংহাসনে থাকিবার যোগ্য নহে।২৮ যদিও বেণ ভগবানের নিন্দা দ্বারা পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল বিবেচনা করিতে হইবে* তথাপি মুনিগণ কতকগুলি কুশ মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন, (নরপতি বেণও তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন) ২৯

* যে ব্যক্তি চরিত্র হইতে স্খলিত হয় তাহাকে আর মনুষ্য মধ্যে গণনা করা যায় না সুতরাং সে ব্যক্তি শরীর ধারণ করিয়া থাকিলেও তাহাকে মৃত ব্যক্তির মধ্যে গণনা করিতে হইবে।

কিমেতদিতি চাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা ॥ ৩০ ॥
আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে।
রাষ্ট্রে তু লোকৈরারব্ধং পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥ ৩১ ॥
তেষামুদীর্ণ-বেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ!।
সুমহান্ দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাম্ ॥ ৩২ ॥
ততঃ সংমন্ত্র্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরূরুং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥
মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণা-প্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ ॥ ৩৪ ।
কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ ॥ ৩৫ ॥
ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।

অনন্তর মুনিগণ দেখিলেন যে, আকাশমণ্ডলে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উড্‌ডীন হইতেছে। তখন তাঁহারা সমীপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? (কি জন্য আকাশমণ্ডল ধূলিতে আচ্ছন্ন হইতেছে?) ৩০ তাহারা কহিল, মুনিগণ! রাজ্য অরাজক হওয়াতে চতুর্দ্দিকেই চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই পরস্ব হরণে ব্যাকুল হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।৩১ মহর্ষিগণ! যাহারা পরস্ব অপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল চৌরগণের নিয়ত যাতায়াতের বেগদ্বারা (উত্থিত এই সমুদায়) ধূলিপটল দৃষ্ট হইতেছে।৩২ অনন্তর মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া রাজ্য পালনার্থ রাজপুত্র উৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া সেই অনপত্য ভূপতির [illegible] মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন।৩৩ অনন্তর উরুদেশ মন্থন করিতে করিতে একটা (কদাকার) পুরুষ উৎপন্ন হইল। তাহার আকার দগ্ধ স্তম্ভ সদৃশ, মুখ ক্ষুদ্র ও শরীর খর্ব্ব।৩৪ এই পুরুষ জন্মিবামাত্র ঋষিগণকে কহিল, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ঋষিরা ‘নিষীদ’ অর্থাৎ বৈস, এইমাত্র কহিলেন। তাহাতেই সে নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল।৩৫ মহর্ষে! বিন্ধ্যশৈল-নিবাসী

নিষাদা মুনিশার্দ্দূল! পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ ॥ ৩৬ ॥
তেন দ্বারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে ততো জাতা বেণকল্মষনাশনাঃ ॥ ৩৭ ॥
ততোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ।
মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮ ॥
দীপ্যমানঃ স বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্।
আদ্যমাজগবং নাম খাৎ পপাত ততো ধনুঃ ॥ ৩৯ ॥
শরাশ্চ দিব্যা নভসঃ কবচঞ্চ পপাত হ।
তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সংপ্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ ॥ ৪০ ॥
সৎপুত্রেণ চ জাতেন * বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ।

নিয়ত পাপাচার-নিরত নিষাদ জাতি এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের এই আদিপুরুষের নামানুসারেই নিষাদ নামে বিখ্যাত।৩৬ ভূপতি বেণের শরীরস্থ সমুদায় পাপ ঐ নিষাদ রূপে নিষ্ক্রান্ত হইল অতএব নিষাদগণকে বেণের পাপাপহারক বলিতে হইবে।৩৭

(অনন্তর মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, মহীপাল বেণের মাতামহ দোষ-সম্ভূত শরীরস্থ সমুদায় পাপ নিষাদ রূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, তখন) তাঁহারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেণের দক্ষিণ বাহু মথিত হইলে তাহা হইতে প্রতাপশালী বৈণ্য পৃথুর উৎপত্তি হইল।৩৮ (কাষ্ঠ মথ্যমান হইলে যেমন প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইয়া পশ্চাৎ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার ন্যায়, নিষাদরূপে বেণের পাপরাশি অপনীত হইলে পশ্চাৎ) সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান-শরীর (পৃথু আবির্ভূত হইলেন)। তৎকালে আকাশ হইতে পিনাক নামে আদ্য হরধনু নিপতিত হইল ৩৯ এবং দিব্য শর ও দিব্য কবচও সেই সময় আকাশ হইতে পড়িল। এইরূপে পৃথুর জন্ম হইলে চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট হইল।৪০ সেই সৎ-

* স পুত্রেণ চ জাতেন ইতি বা পাঠঃ।

পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রাতঃ স তেন সুমহাত্মনা ॥ ৪১ ॥
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব্বাণ্যেবোপতস্থিরে * ॥৪২॥
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩ ॥
সমাগম্য তদা বৈণ্যম্ অভ্যষিঞ্চন্ নরাধিপম্ † ।
হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ ॥ ৪৪ ॥
বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ।
বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
ভবত্যব্যাহতো যস্য প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি।
মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥

পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করাতে নরপতি বেণেরও স্বর্গলাভ হইল। ঐ অঙ্গজ পৃথু অতীব মহাত্মা ছিলেন, সুতরাং তদ্দ্বারা তিনি পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাত হইলেন অর্থাৎ তাঁহাকে আর পুন্নামক নরকে পতিত হইতে হইল না।৪১

অনন্তর সমুদ্রগণ ও নদনদীগণ চতুর্দিক্ হইতে নানাবিধ রত্ন ও সমুদায় তীর্থ সলিল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।৪২ ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ও অন্যান্য সমুদায় স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ ‡ ৪৩ ইঁহারা সকলে সমাগত হইয়া বেণতনয় পৃথুকে সম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতামহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্রাকৃতি রেখা দেখিয়া ৪৪ তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত স্থির করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন কারণ যাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তী হন, তাঁহারা বিষ্ণুর অংশ, এই জন্য তাঁহাদের হস্তে বিষ্ণুচক্র থাকে।৪৫ বেণতনয় প্রতাপবান্ পৃথু, রাজরাজ্য অর্থাৎ মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার প্রভাব

* সর্ব্বা এবোপতস্থিরে ইতি চ পাঠঃ।
† অভিষিঞ্চন্নরাধিপম্ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।
‡ স্থাবর শব্দে হিমালয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত।
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ॥ ৪৮ ॥
পর্ব্বতাশ্চ দদুর্ম্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু।
তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ॥ ৫০ ॥
সূতঃ সুত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ ॥৫১॥

দেবলোকেও অপ্রতিহত হইল।[৪৬] সেই মহাতেজা, ধার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃক যথাবিধানে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, যে সকল প্রজাবর্গ তাঁহার পিতার অধিকার সময়ে বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইল[৪৭] এবং প্রজারঞ্জন হেতু তিনি 'রাজা' বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার এতদূর প্রভাব বৃদ্ধি হইল যে, তিনি যদি সমুদ্রে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে জলরাশি (দ্রব ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক) স্তম্ভিত অর্থাৎ কঠিন হইত।[৪৮] তাঁহার গমন কালে পর্ব্বতগণ পথ প্রদান করিত। তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার রথের ধ্বজা ভগ্ন হইত না। (তাঁহার সাম্রাজ্য কালে) পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা অর্থাৎ কৃষি ব্যতিরেকেই ফলশালিনী হইল। অন্নসকল চিন্তামাত্রেই উপস্থিত হইতে লাগিল।[৪৯] গোসকল সর্ব্বকামদুঘা অর্থাৎ সমুদায় অভিলষিত-ফল-প্রদায়িনী হইল, পুটকে পুটকে অর্থাৎ প্রত্যেক পর্ণসংস্থানবিশেষেই মধু প্রাপ্ত হওয়া যাইতে লাগিল।

মহাত্মা পৃথু জন্মিবামাত্র শুভ পৈতামহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল *।[৫০] ঐ যজ্ঞে যে স্থানে সোমলতার রস নিষ্পীড়িত করিয়া লওয়া হয়, সেই স্থানে

* পিতামহ স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম পৈতামহ যজ্ঞ। টীকাকারেরা বলেন, পিতামহ এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ।
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫২ ॥
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।
ততস্তাবূচতুর্ব্বিপ্রান্ সর্ব্বানেব কৃতাঞ্জলী ॥ ৫৩ ॥
অদ্য জাতস্য নো কর্ম্ম জ্ঞায়তেঽস্য মহীপতেঃ।
গুণা নচাস্য জ্ঞায়ন্তে নচাস্য প্রথিতং যশঃ ॥
স্তোত্রং কিমাশ্রয়ঞ্চাস্য কার্য্যমস্মাভিরুচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

করিষ্যত্যেষ যৎ কর্ম্ম চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
গুণা ভবিষ্যা যে চাস্য তৈরয়ং স্তূয়তাং নৃপঃ ॥ ৫৫ ॥

পরাশর উবাচ।

ততঃ স নৃপতিস্তোষং তৎ শ্রুত্বা পরমং যযৌ।

সূতের উৎপত্তি হইল। উক্ত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে যে সময় ঐ সোমরস নিঃসারিত করা হইয়াছিল, সেই সময়েই জ্ঞানবান্ সুবুদ্ধি মাগধও উৎপন্ন হইলেন।[৫১] অনন্তর মহর্ষিগণ সূত ও মাগধকে কহিলেন যে, তোমরা এই প্রতাপশালী ভূপতি পৃথুর স্তুতি পাঠ কর।[৫২] এই কর্ম্ম তোমাদেরই অনুরূপ হইতেছে এবং এই পৃথুও স্তোত্রের উপযুক্ত পাত্র। পরে সূত ও মাগধ উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিগণকে কহিলেন।[৫৩] এই মহীপাল অদ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহার কি রূপ কর্ম্ম, কিরূপ গুণ, তাহা এখনও পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইঁহার যশও এখনও ভূতলে প্রথিত হয় নাই। অধুনা কি অবলম্বন করিয়া ইঁহার স্তব করিব, তাহা বলিয়া দিউন।[৫৪] ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল পরাক্রান্ত পৃথু চক্রবর্ত্তী হইয়া যে যে কর্ম্ম করিবেন এবং ইনি যে সকল গুণের আধার হইবেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া ইঁহার স্তব কর।[৫৫]

পরাশর কহিলেন। অবনীপাল পৃথু ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। (তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই ভূমণ্ডলে) যাহার

সদ্গুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যাশ্চাভ্যাং গুণা মম *॥৫৬॥
তস্মাদ্ যদদ্য স্তোত্রেণ গুণনির্ব্বর্ণনং ত্বিমৌ †।
করিষ্যেতে, করিষ্যামি তদেবাহং সমাহিতঃ ॥৫৭॥
যদিমৌ বর্জ্জনীয়ঞ্চ কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ।
তদহং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যেবঞ্চক্রে মতিং নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥
অথ তৌ চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ।
ভবিষ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্যক্ সুস্বরৌ সূতমাগধৌ ॥ ৫৯ ॥
সত্যবাগ্ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ।
হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥৬০॥
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ।
মান্য-মানয়িতা ‡ যজ্বা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৬১ ॥

সদ্গুণ আছে সেই ব্যক্তিই শ্লাঘ্য। বোধ হয় এই সূত ও মাগধ আমার সদ্গুণসমূহেরই স্তব করিবে।৫৬ অতএব ইহারা আমার স্তুতি পাঠ কালে যে সকল গুণের উল্লেখ করিবে। আমি সাবধান হইয়া সেই সকল গুণ অবলম্বন করিব।৫৭ যদি ইহারা কোন কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণন করে তাঁহা হইলে আমি সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকিব। রাজা মনে মনে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইলেন।৫৮ অনন্তর সূত ও মাগধ উভয়ে জ্ঞানবান্ পৃথুর ভাবী কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া উত্তম রূপে মধুর স্বরে এইরূপ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ৫৯ এই নরপতি সত্যবাদী দানশীল সত্যসন্ধ বিক্রান্ত দুষ্টদমনকারী ও ক্ষমাশীল হইবেন। ইনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার ও কুকার্য্যে ঘৃণাপ্রদর্শন করিবেন।৬০ এই মহাত্মা, ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ দয়াশীল প্রিয়বাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ যাগশীল ও সাধুদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইবেন। ইনি মান্য

* স্তব্যাশ্চাভ্যাং গুণাগম ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† গুণসংকীর্ত্তনং ত্বিমৌ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

‡ মান্যো মানয়িতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতো নৃপঃ *।
সূতেনোক্তান্ গুণানিত্থং স তদা মাগধেন চ॥ ৬২॥
চকার হৃদি, তাদৃক্ চ † কর্ম্মণা কৃতবানসৌ।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বসুধামিমাম্॥ ৬৩॥
ইয়াজ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তং প্রজাঃ পৃথিবীনাথম্ উপতস্থুঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ॥৬৪॥
ওষধীষু প্রনষ্টাসু তস্মিন্ কালে হ্যরাজকে।
তমূচুস্তেন তাঃ পৃষ্টাস্তত্রাগমনকারণম্॥ ৬৫॥

প্রজা উচুঃ।

অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ! ধরিত্র্যা সকলৌষধীঃ।

ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন।[৬১] এই রাজা বিচারকালে অষ্টাদশ-প্রকার বিবাদপদে অপক্ষপাতী এবং কি শত্রু কি মিত্র, সকলের প্রতিই সমদর্শী হইবেন। সূত ও মাগধ এই রূপে যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলেন, রাজা[৬২] তৎ সমুদায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন এবং পরে কার্য্যদ্বারাও তাঁহার সেই সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর পৃথিবীপতি পৃথু ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৬৩] তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদা প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।[৬৪] (প্রজাবর্গের অন্নাভাবের কারণ এই যে) যে সময় বেণের রাজ্যের অবসান হয়, তৎকালে পৃথিবী অরাজক হওয়াতে ধান্য যব গোধূম মাষ মুদ্গ প্রভৃতি সমুদায় ওষধি নষ্ট হইয়াছিল। প্রজাগণ আসিয়া নমস্কার করিলে রাজা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিবেদন করিল।[৬৫] (প্রজাগণ কহিল) রাজেন্দ্র! যে সময় অরাজক

---

* ব্যবহারে স্থিতো নৃপ ইতি, ব্যবহারস্থিতো নৃপ ইতি, ব্যবহারাস্থিতো নৃপ ইতি চ নানাপুস্তকানাং নানাবিধঃ পাঠঃ।

† তাদৃক স ইতি বহবঃ পঠন্তি।

গ্রস্তাস্ততঃ ক্ষয়ং যান্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজেশ্বর! ॥৬৬॥
ত্বং নো বৃত্তিপ্রদো ধাত্রা প্রজাপালো নিরূপিতঃ।
দেহি নঃ ক্ষুৎপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥৬৭॥

পরাশর উবাচ।

ততোঽথ নৃপতির্দ্দিব্যম্ আদায়াজগবং ধনুঃ।
শরাংশ্চ দিব্যান্ কুপিতঃ সোঽন্বধাবদ্ বসুন্ধরাম্॥৬৮॥
ততো ননাশ ত্বরিতা গৌর্ভূত্বা তু বসুন্ধরা।
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ তত্রাসাদগমন্-মহী ॥ ৬৯ ॥
যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী।
তত্র তত্র তু সা বৈণ্যং দদর্শাভ্যুদ্যতায়ুধম্॥ ৭০ ॥
ততস্তং প্রাহ বসুধা পৃথুং পৃথুপরাক্রমম্।
প্রবেপমানা তদ্বাণ-পরিত্রাণ-পরায়ণা ॥ ৭১ ॥

হইয়াছিল, সেই সময় ভগবতী বসুন্ধরা সমুদায় ওষধিই গ্রাস করিয়াছেন। নরনাথ! এক্ষণে সমুদায় প্রজা অন্নাভাবে বিনষ্ট হইতেছে।[৬৬] বিধাতা আপনাকেই আমাদের বৃত্তিদাতা অর্থাৎ জীবনোপায়-বিধায়ক ও প্রজাপালক স্থির করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ক্ষুধায় কাতর হইতেছি, আপনি আমাদের জীবন ধারণের নিমিত্ত ওষধি প্রদান করুন।[৬৭]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর ভূপাল পৃথু কুপিত হইয়া পিনাক নামক দিব্য শরাসন ও দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক বসুন্ধরার প্রতি ধাবমান হইলেন।[৬৮] বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তিনি পৃথুর ভয়ে ভীতা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকেই ধাবমানা হইলেন[৬৯] কিন্তু সেই ভূতধারিণী দেবী, যেখানে যেখানে গমন করেন, সেই খানেই দেখেন যে, পৃথু উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন।[৭০] অনন্তর বসুধা, পৃথু পরাক্রম পৃথুর (তীক্ষ্ণ) শর হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহাকে কহিলেন।[৭১]

পৃথিব্যুবাচ।

স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র! ন পশ্যসি।
যেন মাং হন্তুমত্যর্থং প্রকরোষি নৃপোদ্যমম্॥ ৭২ ॥

পৃথুরুবাচ।

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি!।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৭৩ ॥

পৃথিব্যুবাচ।

প্রজানামুপকারায় যদি মাং ত্বং হনিষ্যসি।
আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ! ভবিষ্যতি? ॥৭৪॥

পৃথুরুবাচ।

ত্বাং হত্বা বসুধে! বাণৈর্মচ্ছাসন-পরাঙ্মুখীম্।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ৭৫ ॥

পরাশর উবাচ।

ততঃ প্রণম্য বসুধা তং ভূয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্।

(পৃথিবী কহিলেন) নরনাথ! তুমি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছ কিন্তু তুমি কি জান না যে, স্ত্রীবধ করিলে মহাপাতক হয়?৭২

পৃথু কহিলেন, দোষী এক ব্যক্তির বধ করিলে যদি বহু লোকের মঙ্গল হয় তাহা হইলে সেই এক ব্যক্তির বধে পাপ না হইয়া বরঞ্চ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।৭৩

পৃথিবী কহিলেন, নরনাথ! প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত যদি তুমি আমাকে বধ কর তাহা হইলে কে তোমার প্রজাদিগের আধার হইবে অর্থাৎ কে তোমার প্রজাবর্গকে ধারণ করিবে?৭৪

পৃথু কহিলেন, বসুধে! তুমি আমার শাসনের বহির্ভূত, এই জন্য আমি শরনিকর দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিয়া স্বীয় যোগবলে এই সমুদায় প্রজাগণকে ধারণ করিব।৭৫

পরাশর কহিলেন। অনন্তর বসুধা সাতিশয় সাধ্বসযুক্তা হইয়া কম্পা-

প্রবেপিতাঙ্গী পরমং সাধ্বসংসমুপাগতা ॥ ৭৬ ॥

পৃথিব্যুবাচ।

উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।

তস্মাদ্ বদাম্যুপায়ং তে তৎ কুরুষ যদিচ্ছসি ॥ ৭৭ ॥

সমস্তাস্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ! মহৌষধীঃ।

যদীচ্ছসি প্রদাস্যামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ ॥ ৭৮ ॥

তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বর!।

তং তু বৎসংপ্রযচ্ছ ত্বং ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৭৯ ॥

সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র যেন ক্ষীরং সমন্ততঃ।

বরৌষধীবীজভূতং বীর! সর্ব্বত্র ভাবয়ে ॥ ৮০ ॥

পরাশর উবাচ।

তত উৎসারয়ামাস * শৈলান্ শতসহস্রশঃ।

ম্বিত কলেবরে পুনর্ব্বার সেই প্রজাপতি পৃথুকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন।[৭৬]

(পৃথিবী কহিলেন) মহারাজ! যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয় অতএব আমি তোমাকে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি, অভিরুচি হয় অবলম্বন কর।[৭৭] নরনাথ! আমি পূর্ব্বের সে সমুদায় ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি দুগ্ধ রূপে সে সমুদায় প্রদান করিতে পারি।[৭৮] ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত কাহাকেও আমার বৎস কল্পনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি সেই বৎসে বৎসলা হইয়া ক্ষীর রূপে সমুদায় ওষধিই ক্ষরণ করিব।[৭৯] বীর! (এক্ষণে আমার সকল অংশই বন্ধুর আছে অতএব তুমি যত্নবান্ হইয়া) আমার সমুদায় উপরিভাগ সমতল কর। তাহা হইলে আমি সেই সমভূমিতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজস্বরূপ ক্ষীর প্রকাশ করিব।[৮০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর পৃথু (পৃথিবীর এই উপদেশানুসারে) ধনুঃ-

* উৎসারয়ামাস ইত্যত্র উত্তারয়ামাস ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ধনুঃকোট্যা তদা বৈণ্য-স্ততঃ শৈলা বিবর্জ্জিতাঃ*॥৮১॥
ন হি পূর্ব্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ‡॥৮২॥
ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি মৈত্রেয়! সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ॥ ৮৩ ॥
যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীন্-নরাধিপঃ।
তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ৎ॥ ৮৪ ॥
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবৎ তদা।

কোটিদ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন। (তাহাতেই পৃথিবীর বহুল অংশ সমভূমি হইল।) এই অবধিই সমুদায় পর্ব্বতশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।৮১ ইতঃপূর্ব্বে ধরণীতল সাতিশয় বিষম ও বন্ধুর ছিল সুতরাং তৎকালে নগর ও গ্রাম সমুদায়ের রীতিমত বিভাগ ছিল না।৮২ মৈত্রেয়! (পৃথুর রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উন্নতানত থাকাতে) তাদৃশ শস্য উৎপন্ন হইত না, রীতিমত কৃষিকার্য্য করিবারও উপায় ছিল না। (তৎকালে চতুর্দ্দিক্ অরণ্যময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ ছিল, সুতরাং) বণিক্ পথ না থাকাতে কোনরূপ বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া উঠিত না, রীতমত গোরক্ষা করিবারও সুবিধা হইত না। অনন্তর যে অবধি রাজা পৃথু রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই অবধিই এই সমুদায় পশুপালন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই অবধিই গ্রাম নগর প্রভৃতি স্থাপনের সূত্র পাত হইয়া দিন দিন ক্রমশঃ তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।৮৩ অনন্তর নরপতি পৃথুর প্রযত্নে পৃথিবীর যে যে স্থান সমভূমি হইতে লাগিল, সেই স্থলেই তিনি প্রজাগণকে বাস করাইতে আরম্ভ করিলেন।৮৪ (পূর্ব্বে পাকাদি দ্বারা আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতে জানিত না) তৎকালে প্রজাগণ ফলমূল আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিত। ঐ ফল মূলও পর্য্যাপ্ত পরি-

* বিবর্জ্জিতা ইত্যত্র বিবর্দ্ধিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ গ্রামাণাং বা পুরাভবৎ ইত্যপরে পঠন্তি।

কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বৌষধীষু বৈ ॥ ৮৫ ॥
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥৮৬॥
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তেনান্নেন প্রজাস্তাত। বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ ॥৮৭॥
প্রাণপ্রদানাৎ স পৃথুর্যস্মাদ্ ভূমেরভূৎ পিতা।
ততস্তু পৃথিবীসংজ্ঞাম্ অবাপাখিলধারিণী ॥ ৮৮ ॥
ততশ্চ দেবৈর্মুনিভির্দৈত্যৈরক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা ॥ ৮৯ ॥
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুগ্ধা মুনে! পয়ঃ।
বৎসদোগ্ধৃবিশেষাশ্চ তেষাং তদ্‌যোনয়োঽভবন্ ॥৯০॥

মাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, অতিকষ্টে অতি অল্পমাত্র সংগৃহীত হইত। পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে যখন পৃথিবীতে অরাজক হয় তৎকালে ওষধি-সকল নষ্ট হওয়াতে ঐ অপ্রযত্ন-সম্ভূত ফলমূলও এক কালে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল।৮৫ অনন্তর পৃথিবীনাথ পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তেই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন।৮৬ তিনি প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী হইতে নানাবিধ শস্য দোহন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ অদ্যাপি সেই পৃথুর উৎপাদিত শস্যে জীবন ধারণ করিতেছে *।৮৭ পৃথু, ভূতধারিণী ধরণীর প্রাণদান হেতু পিতাস্বরূপ ছিলেন, এই হেতু ইনি 'পৃথিবী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮৮ অনন্তর দেবগণ মুনিগণ দৈত্যগণ রাক্ষসগণ পর্ব্বতগণ গন্ধর্ব্বগণ উরগগণ যক্ষগণ পিতৃগণ তরুগণ৮৯ ইঁহারা সকলেই অভিলষিত তত্তৎপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু-

* পৃথু নানা স্থান হইতে নানাবিধ শস্যের বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার আদেশ ক্রমে মৃত্তিকা সমভূমি করিয়া ঐ বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং রাজা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া বীজের উৎকর্ষ সাধন করেন। প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই সকল বীজ রক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা ॥ ৯১ ॥
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেণস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্ব্বং রাজাভূৎ জনরঞ্জনাৎ ॥ ৯২ ॥

স্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব জাতীয় এক এক ব্যক্তি বৎস ও এক এক ব্যক্তি দোহনকারিস্বরূপ হইলেন*।[৯০] এই সেই পৃথিবী সামান্যা নহেন। ইনি সমুদায় লোকের মাতা, সমুদায় লোকের কর্ত্রী, সমুদায় লোকের আধার ও সমুদায় লোকের প্রতিপালনকর্ত্রী হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে বিষ্ণুর চরণতল হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন।[৯১] তেজস্বী মহীপাল পৃথু, বেণ হইতে উৎপন্ন হইয়া এতদূর প্রভাবশালী হইয়াছিলেন।

* দেব প্রভৃতি দশবিধ শ্রেণীস্থ জীব স্ব স্ব শ্রেণী হইতে এক এক ব্যক্তিকে দোগ্ধা ও এক এক ব্যক্তিকে বৎস কল্পনা করিয়া স্ব স্ব অভিমত পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে স্ব স্ব অভিমত বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। এই বিষয় হরিবংশ মৎস্য-পুরাণ প্রভৃতিতে এই রূপে বর্ণিত আছে যে—দেবতারা ইন্দ্রকে বৎস ও মিত্রকে দোগ্ধা করিয়া সুবর্ণময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে বলরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।১ মুনিগণ সোমকে বৎস ও বৃহস্পতিকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া ছন্দোময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা ও বেদরূপ ক্ষীর দোহন করেন।২ দৈত্যগণ বিরোচনকে বৎস ও দ্বিমূর্দ্ধাকে দোগ্ধা করিয়া লৌহপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মায়ারূপ ক্ষীর দোহন করিতে প্রবৃত্ত হন।৩ রাক্ষসেরা সুমালীকে বৎস ও রজতনাভকে দোহক করিয়া অস্থিময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রুধিররূপ ক্ষীর দোহন করিলেন।৪ পর্ব্বতেরা হিমালয়কে বৎস ও মেরুকে দোগ্ধা করিয়া প্রস্তরময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ওষধি ও রত্ন রূপ ক্ষীর দোহনে নিযুক্ত হন।৫ গন্ধর্ব্বেরা চিত্ররথকে বৎস ও বিশ্বাবসুকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া পদ্মরূপ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধরূপ ক্ষীর দোহন করেন।৬ নাগেরা তক্ষককে বৎস ও ধৃতরাষ্ট্রকে দোগ্ধা করিয়া অলাবু পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বিষরূপ ক্ষীর দোহন করিলেন।৭ যক্ষেরা কুবেরকে বৎস ও সুকর্ণকে দোগ্ধা করিয়া আমমৃত্তিকাময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্ধানরূপ ক্ষীর দোহন করেন।৮ পিতৃলোকেরা যমকে বৎস ও অন্তককে দোগ্ধা করিয়া রজতময় পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বধারূপ দুগ্ধ দোহন করিতে প্রবৃত্ত হন।৯ বৃক্ষেরা প্লক্ষকে বৎস ও শাল বৃক্ষকে দোগ্ধা করিয়া পত্রময় পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ছিন্ন-সংরোহণ রূপ ক্ষীর দোহন করেন।১০। পৃথিবী দোহনের তাৎপর্য্য যদিও স্পষ্টরূপ বোধগম্য হইতেছে না, তথাপি এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পৃথুর পূর্ব্বে

য ইদং জন্ম বৈণ্যস্য পৃথোঃ কীর্ত্তয়তে নরঃ।
ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে॥ ৯৩॥

ইনিই প্রজারঞ্জন হেতু প্রথমতঃ রাজা বলিয়া বিখ্যাত হন।[৭২] যে ব্যক্তি বেণতনয় পৃথুর এই জন্ম বিবরণ কীর্ত্তন করিবে, তাহাকে কোন পাপের ফল

মনুষ্যদিগের সমাজ বন্ধন ছিল না। এক্ষণে হনুমান্ জাতি ও মৃগ-বরাহ জাতি যেমন কতকগুলি একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে ও যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল বা তৃণ পর্ণাদি ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে, পৃথুর পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা অবিকল সেইরূপই করিতেন। হনুমানের প্রত্যেক দলে যেমন এক একটা পালের গোদা থাকে সেইরূপ পূর্ব্বকার প্রত্যেক মনুষ্যদলেই এক এক জন বলবান্ দ্বন্দ্বযুদ্ধ বিশারদ সুকৌশল-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য থাকিতেন। ঐ প্রধান ব্যক্তির নাম প্রজাপতি। পৃথুর পূর্ব্বে কোন দলপতিই, পৃথিবীপতি ভূপাল রাজা ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন নাই। অরণ্যমধ্যে মৃগযূথ-পতিকে যেমন ভূস্বামী বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ তৎকালে ভূমিতে কাহারো প্রকৃত স্বত্ব ছিল না। এক্ষণে দুই দল হনুমানের সাক্ষাৎ হইলে যেমন যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং একজন দলপতি পরাস্ত হইলে দলস্থ সকল গুলিই জেতার অধীন হইয়া তাহার দলে মিশ্রিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বকার প্রজাপতিদের বিগ্রহও এইরূপ ছিল। পৃথু প্রজাপতি হইয়াই বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক স্বভাবসম্ভূত ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা রহিত করিলেন। ভূমি উন্নতানত থাকাতে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ছিল না, সুতরাং প্রজাগণকে নিযুক্ত করিয়া ভূমি সমতল করিতে লাগিলেন। নানা অরণ্য হইতে নানাপ্রকার ফল মূল ও ওষধির বীজ বা চারা আনয়ন পূর্ব্বক বপন বা রোপণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। যে সমুদায় স্থান সমভূমি হইতে লাগিল, তত্তৎস্থানে প্রজাবর্গের বাস করাইলেন। এই রূপে ক্রমশঃ গ্রাম ও নগরের সৃষ্টি হইল। পৃথুর দৃষ্টান্তানুসারে ও উপদেশ ক্রমে অন্যান্য প্রজাপতিরাও ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথু প্রথমতঃ প্রজাগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণী বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্। তাঁহারা জ্ঞান বিস্তার ও দৈব দুর্ঘটনা শান্তি করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী বলবান্। তাঁহারা ভ্রমণশীল মনুষ্যদল হইতে ও বন্য জন্তু হইতে প্রজাগণের শরীর ও উৎপাদিত শস্য রক্ষা করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রজাগণ শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিতেন। চতুর্থ শ্রেণীর প্রজারা গৃহকর্ম্ম ও শরীরশুশ্রূষায় কাল যাপন করিতেন। এই চারি শ্রেণী, কার্য্য অনুসারে উপাধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি ক্ষত অর্থাৎ বিপদ্ হইতে ত্রাণ অর্থাৎ উদ্ধার করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি ক্ষেত্রাদিতে প্রবেশ অর্থাৎ কৃষি-কার্য্য করেন, তিনি বৈশ্য। যিনি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দাস, তিনি শূদ্র।

দুঃস্বপ্নোপশমং নৃণাং শৃণ্বতাং চৈতদুত্তমম্।
পৃথোর্জন্ম প্রভাবশ্চ করোতি সততং নৃণাম্॥ ৯৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ভোগ করিতে হইবে না।[৯৩] যে ব্যক্তি পৃথুর জন্ম ও প্রভাবের বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ রূপে দুঃস্বপ্নের উপশম হইবে।[৯৪]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ত্রয়োদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

অনেকে বলেন, এইরূপ জাতিবিভাগ পৃথুর পূর্ব্বেও ছিল। যাহা হউক্ পৃথুর আদেশ অনুসারে এই নির্দ্দিষ্ট চারি প্রকার কার্য্য ব্যতীতও অনেকে অনেক কার্য্যে নিযুক্ত হন। বৈশ্যেরা কৃষি ব্যতীত বাণিজ্যাদিতেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ধাতুর আকর অন্বেষণ করেন, দাসগণের সাহায্যে কতকগুলি প্রজা ধাতু উত্তোলনে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ বা ধাতুময় পাত্র, অস্ত্র শস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সকলেই স্ব স্ব পরিশ্রমোৎপাদিত বস্তুর বিনিময়ে ইচ্ছামত অন্যান্য অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে জলপ্রাপ্তির অনুরোধ বশতঃ প্রজারা নদী বা দেবখাত জলাশয়ের নিকটেই বাস করেন, পরে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে কূপ খনন করিতে শিখিয়া সকল স্থলেই বাস করিতে সমর্থ হইলেন। প্রজারা ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে ক্রমশঃ অগ্নি সংযোগে পাকাদি করিতেও আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণ পূর্ব্বে সন্তরণ ব্যতীত নদীপার হইতে জানিতেন না। তাঁহারা প্রথমতঃ কাষ্ঠ অবলম্বন, পশ্চাৎ কাষ্ঠ সংযোগে ভেলা নির্ম্মাণ তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী নির্ম্মাণেও সমর্থ হইলেন। এই সকল কার্য্য যদিও ক্রমশঃ উদ্ভাবিত ও উন্নতাবস্থা প্রাপিত হইয়াছে, তথাপি পৃথুর সময়ে যে অধিকাংশ মহোপকারী কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া সমাজবন্ধনের অবিনশ্বর বীজ বপন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। পৃথু পৃথিবীর যে স্থানে যে উৎকৃষ্ট ফলমূল বা ওষধি পাইয়াছিলেন, তাহাই স্বীয় অধিকার মধ্যে বপন করেন। ভূগর্ভ খনন করিয়া স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু এবং বিবিধরত্নও সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি পৃথিবীর দোহনকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দোহন শব্দের তাৎপর্য্য—সারসংগ্রহ। পৃথুর দৃষ্টান্তানুসারে ও উপদেশক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যেরাও ঐরূপ পৃথিবীদোহনে অর্থাৎ পৃথিবীর সারসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।



পৃথোঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিনৌ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানম্ অন্তর্দ্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ * ॥ ২ ॥
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ।
হবির্দ্ধানান্-মহারাজো যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥৩॥
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যামভবন্ মুনে!।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ খ্যাতো ভুবি মহাবলঃ ॥ ৪ ॥
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারো মহীপতিঃ।
মহতস্তপসঃ পারে, সবর্ণায়াং মহীপতেঃ ॥ ৫ ॥

পরাশর কহিলেন। রাজা পৃথুর মহাবল পরাক্রান্ত দুইটীপুত্র জন্মিয়াছিল। একটীর নাম অন্তর্ধান আর একটীর নাম পালী। (অন্তর্ধান শিখণ্ডিনী নামে একটী কন্যাকে বিবাহ করেন) শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্ধান হইতে হবির্ধান নামে একটী তনয় উৎপন্ন হয়।[১] (হবির্ধান, অগ্নিকন্যা ধিষণার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।) ধিষণার গর্ভে হবির্ধানের ছয়টী পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহাদের নাম—প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন;[২] হবির্ধানতনয় ভগবান্ প্রাচীনবর্হি (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) মহারাজ ও মহাপ্রজাপতি ছিলেন। তাঁহা হইতে অনেক প্রজা বৃদ্ধি হয়।[৩] ব্রহ্মন্! সেই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাবল রাজা (তপস্যা কালে) পৃথিবীতে প্রাচীনাগ্রে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিতেন, এই কারণে তিনি প্রাচীনবর্হি, নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হন।[৪] এই মহীপাল, বহুকাল তপস্যার পর সবর্ণা নামে

* জয়ং কৃষ্ণব্রজাজিনৌ ইতি পুস্তকান্তরেষু দৃশ্যতে।

সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ॥ ৬॥
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহাতপঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ॥ ৭॥

মৈত্রেয় উবাচ।

যদর্থং তে মহাত্মানস্তপস্তেপুর্ম্মহামুনে!।
প্রচেতসঃ সমুদ্রাম্ভস্যেতদাখ্যাতুমর্হসি॥ ৮॥

পরাশর উবাচ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাত্মনা।
প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুরঃসরম্॥ ৯॥
ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোঽস্ম্যহং সুতাঃ! *।
প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথেতি তৎ॥১০॥

সমুদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহা হইতে ৬ সাগরনন্দিনী সবর্ণার গর্ভে দশটী পুত্রের জন্ম হইল। ইহাঁদের সকলেরই নাম প্রচেতাঃ। ইঁহারা দশ জনই ধনুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ পারদর্শী।৬ ইঁহারা দশ জন একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিতেন। ইঁহারা সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া দশ সহস্র বৎসর মহাতপস্যা করিয়াছিলেন।৭

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে! এই মহাত্মা প্রচেতারা কি নিমিত্ত সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।৮

পরাশর কহিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাত্মা প্রাচীনবর্হিকে সমাদর পূর্ব্বক প্রজা বৃদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীনবর্হি স্বীয় তনয় প্রচেতাদিগকে কহিলেন।৯ পুত্রগণ! দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে প্রজা বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমিও, যে আজ্ঞা বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া

* সমাদিষ্টোঽস্ম্যহং প্রজাঃ ইতি পাঠঃ পুস্তকবিশেষে দৃশ্যতে।

অন্-মম প্রীতয়ে পুত্রাঃ! প্রজাবৃদ্ধিমতন্দ্রিতাঃ ।
কুরুধ্বং মাননীয়া বঃ সমাজ্ঞা চ প্রজাপতেঃ ॥ ১১ ॥
পরাশর উবাচ ।
ততস্তে তৎপিতুঃ শ্রুত্বা বচনং নৃপনন্দনাঃ ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং মুনে ! ॥১২॥
প্রচেতস ঊচুঃ ।
যেন তাত ! প্রজাবৃদ্ধৌ সমর্থাঃ কর্ম্মণা বয়ম্ ।
ভবামস্তৎ সমস্তং নঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥
পিতোবাচ ।
আরাধ্য বরদং বিষ্ণুম্ ইষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্ ।
সমেতি নান্যথা মর্ত্ত্যঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতপ্রভুং হরিম্ ।
আরাধয়ত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপ্সথ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চান্বিচ্ছতা সদা ।

আসিয়াছি।[১০] অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রজাবর্দ্ধনে যত্নবান্ হও। দেখ, প্রজাপতির আজ্ঞা পালন করাও তোমাদের কর্ত্তব্য।[১১]

পরাশর কহিলেন, মুনে! অনন্তর সেই রাজপুত্রগণ, পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন, এবং পিতাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, (প্রচেতারা বলিলেন) পিতঃ! কোন্ কার্য্য করিলে আমরা প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব, (অনুগ্রহ পূর্ব্বক) সমুদায় বলিয়া দিউন।[১৩] প্রাচীনবর্হি কহিলেন, তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব, বরপ্রদ বিষ্ণুর আরধনা করিলে মনুষ্যের সকল কামনাই পূর্ণ হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অন্য প্রকারে হওয়া দুষ্কর।[১৪] অতএব যদি তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রজা বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব-প্রাণীর ঈশ্বর ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।[১৫] যিনি ধর্ম্ম অর্থ

আরাধনীয়ো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥
যস্মিন্নারাধিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ।
তমারাধ্যাচ্যুতং বৃদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিষ্যতি ॥১৭॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমুক্তাস্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ।
মগ্নাঃ পয়োধিসলিলে তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৮ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি ন্যস্তচিত্তা জগৎপতৌ।
নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকপরায়ণে ॥ ১৯ ॥
তত্রৈব তে স্থিতা দেবম্ একাগ্রমনসো হরিম্।
তুষ্টুবুর্য স্তুতঃ কামান্ স্তোতুরিষ্টান্ প্রযচ্ছতি ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় উবাচ।

স্তবং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রাম্ভসি সংস্থিতাঃ।
চক্রুস্তন্-মে মুনিশ্রেষ্ঠ! সুপুণ্যং বক্তুমর্হসি ॥ ২১ ॥

কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম হরির আরধনা করা বিধেয়।[১৬] পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, যাঁহার আরাধনা করিয়া নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।[১৭]

পরাশর কহিলেন। দশ প্রচেতা, পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে গিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন এবং সুসমাহিত হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১৮] মুনিবর! তাঁহারা সকল লোকের পরমগতি জগৎপতি নারায়ণে মনঃসমাধান পূর্ব্বক অনন্যচেতাঃ হইয়া দশ সহস্র বৎসর অবস্থিতি করিলেন।[১৯] যে দেবের স্তব করিলে মনুষ্যের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, প্রচেতাগণ সমুদ্রসলিলে অবস্থিতি করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই হরির স্তব করিতে লাগিলেন।[২০]

মৈত্রেয় কহিলেন। মুনিবর! প্রচেতাগণ সমুদ্র সলিলে অবস্থিতি পূর্ব্বক

পরাশর উবাচ।

শৃণু মৈত্রেয়! গোবিন্দং যথা পূর্ব্বং প্রচেতসঃ।
তুষ্টুবুস্তন্ময়ীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ॥ ২২॥

প্রচেতস ঊচুঃ।

নতাঃ স্ম সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী।
তমাদ্যং তমশেষস্য জগতঃ পরমং প্রভুম্॥ ২৩॥
জ্যোতিরাদ্যমনৌপম্যম্ অনন্তরমপারবৎ।
যোনিভূতমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥ ২৪॥
যস্যাহঃ প্রথমং রূপম্ অরূপস্য তথা নিশা।
সন্ধ্যা চ পরমেশস্য তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥ ২৫॥
ভুজ্যতেহনুদিনং দেবৈঃ পিতৃভিশ্চ সুধাত্মকঃ।

বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অতীব পবিত্র, অতএব সেই স্তব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।[২১]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! পূর্ব্ব কালে দশ প্রচেতা সাগরগর্ভে অবস্থিতি পূর্ব্বক গোবিন্দে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার যে স্তুতিপাঠ করিয়াছিলেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর।[২২]

প্রচেতারা কহিয়াছিলেন। যাঁহাতে নিয়ত সকল বাক্যেরই সমন্বয় হয় অর্থাৎ সাকার নিরাকার, গুণময় নির্গুণ, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যও যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, যিনি নিখিল জগতের আদি ও অন্তে বিরাজমান থাকেন, সেই পরম প্রভুকে নমস্কার করি।[২৩] তিনি আদ্য জ্যোতিঃ। সূর্য্য প্রভৃতি কোন বস্তুতেই তাঁহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি ভেদ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে জগৎপ্রপঞ্চ হইতে অভিন্নরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি অনন্ত অর্থাৎ সীমারহিত। তিনি অশেষ চরাচর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।[২৪] যিনি রূপাদিরহিত পরমেশ্বর, অথচ যিনি কালরূপী হওয়াতে দিবসই যাঁহার প্রথম রূপ এবং নিশা ও সন্ধ্যা যাঁহার (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) রূপ রূপে পরিগণিত, তাঁহাকে নমস্কার।[২৫]

জীবভূতঃ সমস্তস্য তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ * ॥ ২৬ ॥
যস্তমো হন্তি † তীব্রাত্মা স্বভাভির্ভাসয়ন্ নভঃ।
ঘর্ম্মশীতাম্ভসাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৭ ॥
কাঠিন্যবান্ যো বিভর্ত্তি জগদেতদশেষতঃ।
শব্দাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৮ ॥
যদ্ যোনিভূতং জগতো বীজং যৎ সর্ব্বদেহিনাম্।
তৎ তোয়রূপমীশস্য নমামো হরিমেধসঃ ॥ ২৯ ॥
যো মুখং সর্ব্বদেবানাং হব্যভুক্ কব্যভুক্ তথা।
পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পাবকাত্মনে ॥ ৩০ ॥
পঞ্চধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং কুরুতেঽনিশম্।
আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩১ ॥

দেবগণ ও পিতৃগণ যাঁহার সুধাংশ ভক্ষণ করিয়া (পরিপুষ্ট হন) যিনি সকলের জীবনস্বরূপ, সেই সোমমূর্ত্তি ঈশ্বরকে নমস্কার।২৬ যিনি খরতর কর-নিকর দ্বারা নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া তিমিররাশি নিরাকরণ করিয়া থাকেন, যিনি শীত গ্রীষ্ম ও জলের কারণ, সেই সূর্য্যমূর্ত্তি ভগবান্‌কে নমস্কার।২৭ যিনি কঠিন্য-বিশিষ্ট হইয়া এই চরাচর সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন, যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পঞ্চগুণের আধার, সেই ক্ষিতিমূর্ত্তি ভগবানকে নমস্কার।২৮ যিনি জগতের উৎপত্তি-স্থান ও প্রাণিমাত্রেরই বীজ, হরি হইতে অভিন্ন সেই ঈশ্বরের জলময়ী মূর্ত্তিকে আমরা নমস্কার করি।২৯ যিনি হব্যভুক্‌রূপে দেবগণের ও কব্যভুক্‌রূপে পিতৃগণের মুখস্বরূপ, সেই অগ্নিমূর্ত্তি বিষ্ণুকে নমস্কার।৩০ যিনি, প্রাণ উপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চরূপে দেহে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শারীরিক চেষ্টা জন্মাইয়া দিতেছেন,

* তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† যস্তমাংসান্তি ইতি বা পাঠঃ।

অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি।
অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ ॥ ৩২ ॥
সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সদা স্থানমুত্তমম্।
তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥ ৩৩ ॥
গৃহ্নাতি বিষয়ান্ নিত্যম্ ইন্দ্রিয়াত্মাক্ষরাক্ষরঃ।
যস্তস্মৈ জ্ঞানমূলায় নতাঃ স্মো হরিমেধসে ॥ ৩৪ ॥
গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩৫ ॥
যস্মিন্ননন্তে সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথোদ্গতম্।
লয়স্থানঞ্চ যস্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিধর্ম্মিণে ॥ ৩৬ ॥
শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥

সেই আকাশ যোনি বায়ুরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার।[৩১] যিনি সমুদায় ভূতগণকেই স্থান দান করিয়া থাকেন, যাঁহার অন্ত বা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, সেই বিশুদ্ধ আকাশ মূর্ত্তি ঈশ্বরকে নমস্কার।[৩২] যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অবলম্বন, অর্থাৎ যিনি বিষয়স্বরূপ হইয়া নিরন্তর অনুভূত হইতেছেন, সেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ স্বরূপ বিধাতা বিষ্ণুকে নমস্কার।[৩৩] যিনি ক্ষর ও অক্ষর, অর্থাৎ স্থূল-শরীরাবচ্ছেদে অনিত্য ও লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছেদে নিত্য ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া নিরন্তর শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল গ্রহণ করিতেছেন, সেই শব্দাদি বিষয় জ্ঞানের মূল বিষ্ণুকে নমস্কার করি।[৩৪] যিনি, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা গৃহীত অর্থ, আত্মার নিকট সমর্পণ করেন অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয় আত্মার গোচর করিয়া থাকেন, অন্তঃকরণস্বরূপ সেই বিশ্বরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার।[৩৫] যাঁহা হইতে এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি ইহা পালন করিতেছেন, যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হইবে, প্রকৃতিরূপী সেই অনন্তদেবকে নমস্কার।[৩৬] যিনি নির্লিপ্ত ও নির্গুণ হইয়াও জীবদিগের ভ্রান্তিজ্ঞানে সগুণের ন্যায় প্রতীয়মান হন, সেই

অবিকারমজং শুদ্ধং নির্গুণং যন্নিরঞ্জনম্।
নতাঃ স্ম তৎপরং ব্রহ্ম যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৩৮॥
অদীর্ঘহ্রস্বমস্থূলম্ অনণ্বশ্যমলোহিতম্।
অস্নেহচ্ছায়মবর্ণম্ অসক্তমশরীরিণম্॥ ৩৯ ॥
অনাকাশমসংস্পর্শম্ অগন্ধমরসঞ্চ যৎ।
অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলম্ * অবাক্প্রাণমমানসম্॥ ৪০ ॥
অনামগোত্রমমুখম্ অতেজস্কমহেতুকম্।
অভয়ং ভ্রান্তিরহিতম্ অনিন্দ্যমজরামরম্ † ॥ ৪১ ॥
অরজোঽশব্দমমৃতম্ অপ্লুতং যদসংবৃতম্।
পূর্ব্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৪২॥
পরমীশিত্বগুণবৎ ‡ সর্ব্বভূতমসংশ্রয়ম্।

পুরুষরূপী দেব পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।[৩৭] যিনি বিকাররহিত অর্থাৎ জড় পদার্থের ন্যায় যাঁহার রূপান্তর হয় না, যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি নির্ম্মল, নির্গুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার।[৩৮] যিনি দীর্ঘ নহেন, হ্রস্ব নহেন; স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; স্নেহদ্রব্য নহেন, লিপ্ত নহেন; যাঁহার ছায়া নাই, বর্ণ নাই; যিনি শরীরীও নহেন; যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ,[৩৯] যিনি স্পর্শরহিত ও আকাশ নহেন, যাঁহার গন্ধ নাই, রস নাই, চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, বাক্য নাই, প্রাণ নাই, মন নাই, যিনি অচল,[৪০] যিনি নামহীন, গোত্রহীন, মুখহীন, তেজোহীন, হেতুহীন, ভয়হীন, ভ্রান্তিহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ও অনিন্দ্য,[৪১] যিনি রজোগুণ-রহিত, শব্দগুণ-রহিত, গমনরহিত, যিনি অসংবৃত ও অমৃতস্বরূপ, যাঁহাতে দিক্‌কৃত বা কালকৃত পূর্ব্ব বা উত্তর পদ প্রয়োগ করা যায় না, যিনি ঈদৃশ ও বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্ম।[৪২] যিনি উপাধি-বিরহিত ঈশ্বর, যিনি মায়াদ্বারা সর্ব্বভূতময়

* অচক্ষুঃশ্রোত্রমবলম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† অজ্ঞমজরামরম্ ইতি পাঠান্তরম্।
‡ পরমীশত্বগুণবৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

নতাঃ স্ম তৎ পদং বিষ্ণোর্জ্জিহ্বাদৃগ্‌গোচরং ন যৎ ॥৪৩॥

পরাশর উবাচ।

এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তুবন্তস্তৎসমাধয়ঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চেরুর্ম্মহার্ণবে ॥ ৪৪ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেষামন্তর্জ্জলে হরিঃ।
দদৌ দর্শনমুন্নিদ্র-নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥ ৪৫ ॥
পতত্রিরাজমারূঢ়ম্ * অবলোক্য প্রচেতসঃ।
প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবাবনামিতৈঃ ॥৪৬॥
ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ।
প্রসাদ-সুমুখোঽহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥
ততস্তমূচুর্ব্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ।
যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

অথচ নিরাধার, যিনি রসনা বা চক্ষুর গোচর নহেন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই ব্রহ্মকে নমস্কার।৪৩।

পরাশর কহিলেন। দশ প্রচেতাঃ, এই রূপে বিষ্ণুতে একাগ্রচেতাঃ হইয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করণ পূর্ব্বক সাগরগর্ব্ভে মগ্ন থাকিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।৪৪ অনন্তর প্রফুল্ল-নীলকমল-দল-কোমল-কান্তি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া সলিলরাশি মধ্যেই তাঁহাদের দর্শনপথে আবির্ভূত হইলেন।৪৫ প্রচেতারা গরুড়ারূঢ় ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়াই ভক্তিভারাবনত মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন।৪৬ পরে ভগবান্ কহিলেন যে, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছি, অতএব তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।৪৭ অনন্তর প্রচেতারা বরদ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া, পূর্ব্বকৃত পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা

---

* পতত্ররাজমারূঢ়ম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

স চাপি দেবস্তং দত্ত্বা যথাভিলষিতং বরম্।
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমুর্জলাৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

করিলেন।[৪৮] দেব বিষ্ণুও প্রচেতাদিগের প্রার্থিত সেই বর দান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। প্রচেতারাও সলিল মধ্য হইতে উত্থান করিলেন।[৪৯]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ চতুর্দশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্ব্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ॥ ১॥
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ দ্রুমৈঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ॥ ২॥
তদ্ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ॥ ৩॥
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্ ঘোরস্তত্রাভূদ্ দ্রুমসংক্ষয়ঃ॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন। প্রচেতারা যখন দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় (তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হি নারদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে) পৃথিবী রক্ষিত না হওয়াতে নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সমুদায় প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[১] আকাশমণ্ডল বৃক্ষশাখায় আচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ দশসহস্র বৎসর (ভূপৃষ্ঠে) বায়ু বহিতে পারে নাই, প্রজাগণও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই।[২] অনন্তর যখন প্রচেতারা সলিল গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহারা পৃথিবীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করিলেন।[৩] বায়ু, সমুদায় বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া শুষ্ক করিল। পরে ঘোর অগ্নি সেই সমুদায় শুষ্ক বৃক্ষ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে প্রায় সমস্ত বৃক্ষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে

দ্রুমক্ষয়মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্॥ ৫॥
কোপং যচ্ছত রাজানঃ! শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম।
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিরুহৈরহম্॥ ৬॥
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বাক্ষেয়ী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যং জানতা পূর্ব্বং ময়া গোভির্ব্বিবর্দ্ধিতা॥ ৭॥
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্ম্মিতা।
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী॥ ৮॥
যুষ্মাকংতেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ॥৯॥
মম চাংশেন সংযুক্তো যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি॥ ১০॥

লাগিল।⁸ অনন্তর যখন প্রায় সমুদায় বৃক্ষই ভস্মাবশেষ হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উদ্ভিদ্গণের অধিপতি ভগবান্ সোম উপস্থিত হইয়া সেই দশ জন প্রজাপতিকে কহিলেন।⁵ রাজগণ! আপনারা ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি বৃক্ষগণের সহিত আপনাদের সন্ধি স্থাপন করিব (মানস করিয়া আসিয়াছি)।⁶ এই যে রত্নস্বরূপা পরমসুন্দরী কন্যাটী দেখিতেছেন, এটী বৃক্ষ হইতে উৎপন্না হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারিয়াই জ্যোৎস্না দ্বারা ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি।⁷ বিধাতা বৃক্ষ হইতে এই কন্যাকে উৎপাদন করিয়াছেন। ইহার নাম মারিষা। আপনারা এই সুভগা মারিষার পাণিগ্রহণ করুন। এই কন্যা হইতেই আপনাদের বংশ বৃদ্ধি হইবে।⁸ আপনাদের অর্দ্ধেক তেজোদ্বারা ও আমার অর্দ্ধেক তেজোদ্বারা এই কন্যাতে দক্ষ নামে বিদ্বান্ প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করিবেন।⁹ অগ্নির সহিত যেমন অগ্নি মিলিত হয়, তাহার ন্যায় আমার তেজের সহিত আপনাদের তেজ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হওয়াতে দক্ষ প্রজাপতি স্বয়ং অপ্রধৃষ্য হইয়া প্রজাবৃদ্ধি করিবেন।¹⁰

কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্ব্বমাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ।
সুরম্যে গোমতীতীরে স তেপে পরমং তপঃ ॥ ১১ ॥
তৎক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরাঃ।
প্রযুক্তা ক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা ॥ ১২ ॥
ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্-মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥ ১৩ ॥
সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ *।
প্রসাদসুমুখো ব্রহ্মন্! অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১৪ ॥

(একটী কন্যা কিরূপে দশ জনের ভার্য্যা হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ এই কন্যা মানুষী নহে, পরন্তু মহর্ষি কণ্ডু হইতে অপ্সরার গর্ভে ইহার জন্ম। এই দেবী-দুহিতা মহর্ষি কণ্ডুর তপঃপ্রভাবস্বরূপা। বিশেষতঃ বিষ্ণুর প্রসাদে দশ ভ্রাতার এক পত্নী দোষাবহ হইবে না, অতএব এই কন্যার উৎপত্তি বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।)

পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী। তিনি পরমরমণীয় গোমতী নদীতীরে সাতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১১] অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র (ভীত হইয়া) তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নামে নিরুপম-রূপবতী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। মধুরহাসিনী সুরাঙ্গনা প্রম্লোচাও (বহুবিধ প্রলোভন দ্বারা অনায়াসে) সেই মহর্ষির মনোহরণ করিতে সমর্থা হইলেন।[১২] মহর্ষিও সেই দিব্যাঙ্গনা কর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইয়া মন্দর পর্ব্বতের নিতম্ব দেশে এক শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তাঁহার সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। (তিনি সম্ভোগসুখে এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে গত এক শত বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও অধিক বোধ হয় নাই।[১৩]) অনন্তর একদা সেই দিব্যাঙ্গনা মহর্ষিকে কহিলেন, মহাত্মন্! (বহু কাল হইল, আমি ভূতলে আসিয়াছি। এক্ষণে) দেবলোকে গমন করিতে বাসনা করি;

* গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ ইতি পাঠান্তরম্।

তয়ৈবমুক্তঃ স মুনি-স্তস্যামাসক্তমানসঃ।
দিনানি কতিচিদ্ ভদ্রে! স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তন্বী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্! ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৭ ॥
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মন্! প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥ ১৮ ॥
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহ্যায়তেক্ষণাম্।
প্রাহাস্যতাং ক্ষণং সুভ্রু! চিরং কালং গমিষ্যসি ॥১৯॥
তচ্ছাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।

আপনি প্রসন্ন মুখে অনুমতি প্রদান করুন।১৪ মহর্ষি তৎকালে সেই দিব্য-সীমন্তিনীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, ভদ্রে! আর কিছু দিন অবস্থিতি কর।১৫ সুরনারী প্রম্লোচা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং সেই মহাত্মার সহিত স্রক চন্দন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন।১৬ (যখন শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল গত হইল তখন) সেই দিব্যাঙ্গনা পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্! আমি সুরপুরীতে যাইব, (কৃপা করিয়া) অনুমতি প্রদান করুন। মহর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আরো কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন।১৭ অনন্তর পুনর্ব্বার কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর অতীত হইলে সেই সুমুখী অপ্সরা, প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি দেবলোকে গমন করি, (অনুমতি প্রদান করুন।)১৮ মহর্ষি সেই আয়তলোচনা দিব্যাঙ্গনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়ভরে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাইলে ত শীঘ্র আসিবে না, অতএব ক্ষণকাল অবস্থিতি কর।১৯ মহর্ষির বাক্য লঙ্ঘন করিলে

শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষাণামন্বতিষ্ঠত ॥ ২০ ॥
গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তন্ব্যা স্থীয়তামিত্যভাষত ॥২১॥
তং সা শাপভয়াদ্ ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গার্ত্তি-বেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥ ২২ ॥
তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেস্তদহর্নিশম্।
নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিষ্টচেতসঃ ॥ ২৩ ॥
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্-মুনিঃ।
নিষ্ক্রামন্তঞ্চ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে!।

পাছে তিনি শাপ দেন, সুরসুন্দরী এই ভয়ে ভীতা হইয়া পুনর্ব্বার প্রায় দুই শত বৎসর তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করিলেন,[২০] পরন্তু তিনি দেবলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যখনই প্রার্থনা করেন, তখনই সেই মহাত্মা মহর্ষি কিছু কাল থাকিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন।[২১] এই সুরসুন্দরী স্বভাবতই দাক্ষিণ্যগুণে অলঙ্কৃতা ও দক্ষিণা * ছিলেন। বিশেষতঃ প্রণয়ভঙ্গ হইলে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা ও দুঃসহ মনঃপীড়া হয়, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং প্রণয়ভঙ্গ করিলে মহর্ষি সাতিশয় মনোব্যথায় আক্রান্ত হইয়া পাছে শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া তিনি মহর্ষিকে সহসা পরিত্যাগ করিতে বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই।[২২] মহর্ষি নিরন্তর তাঁহার সহিত অহোরাত্র বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি মন্মথ কর্ত্তৃক একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন প্রেম (নূতন নূতন আমোদ প্রমোদ) উদ্ভাবিত হইতে লাগিল।[২৩]

একদা মহর্ষি ত্বরান্বিত হইয়া উটজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন এমত সময়, সেই সুরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, (মহাশয়! এত তাড়া তাড়ি)

* যে নায়িকা অন্য পুরুষে আসক্তা হইয়াও পূর্ব্ব নায়কের প্রতি গৌরব প্রেম ভয় ও সদ্ভাব পরিত্যাগ না করে তাহার নাম দক্ষিণা।

সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথা ভবেৎ।২৫
ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্।
কিমদ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! পরিবৃত্তমহস্তব? ॥ ২৬ ॥
বহূনাং বিপ্র! বর্ষাণাং পরিণামমহস্তব।
গতমেতন্-ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

মুনিরুবাচ।

প্রাতস্ত্বমাগতা ভদ্রে! নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়া দৃষ্টাসি তন্বঙ্গি! প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্ ॥ ২৮ ॥
ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্।
উপহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম ॥ ২৯ ॥

প্রম্লোচোবাচ।

প্রত্যূষস্যাগতা ব্রহ্মন্! সত্যমেতন্-ন তে মৃষা।

কোথায় যাইতেছেন?[২৪] মহর্ষি এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, সুন্দরি! দিবাবসান হইয়াছে, এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। এই সময় না যাইলে ক্রিয়ালোপ করা হইবে।[২৫] অপ্সরা, মহর্ষির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! অদ্য কি আপনকার দিবাবসান হইল?[২৬] ব্রহ্মন্! শত শত বৎসরের পরিণামে কি আপনকার এক দিন হইল? ইহা শুনিলে কাহার অন্তঃকরণে না বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে, বলুন।[২৭]

মহর্ষি কহিলেন, সুন্দরি! অদ্যই ত প্রাতঃকালে তুমি এই রমণীয় নদী তীরে আগমন করিয়াছিলে। পরে আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি।[২৮] এক্ষণে দিবাভাগ অতীত হইয়াছে, সায়ংকাল উপস্থিত; অতএব তুমি কি জন্য উপহাস করিলে, আমার নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে বল।[২৯]

প্রম্লোচা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিতেছেন, আমি প্রত্যূষে

কিন্ত্বদ্য তস্য কালস্য গতান্যব্দশতানি তে ॥ ৩০ ॥

সোম উবাচ।

ততঃ সসাধ্বসো বিপ্র-স্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্।

কথ্যতাং ভীরু! কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সহ ॥ ৩১॥

প্রম্লোচোবাচ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে।

মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥ ৩২ ॥

ঋষিরুবাচ।

সত্যং ভীরু! বদস্যেতৎ পরিহাসোঽথ বা শুভে!।

দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহাসিতম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রম্লোচোবাচ।

বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্! কথমত্র তবান্তিকে।

বিশেষেণাদ্য ভবতা পৃষ্টা মার্গানুবর্ত্তিনা ॥ ৩৪ ॥

আসিয়াছি, সে কথা যথার্থ বটে, মিথ্যা নহে, কিন্তু তাহার পর এক্ষণে শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে।৩০

সোম কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি সাধ্বস যুক্ত হইয়া সেই আয়তলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! অদ্য কত দিন হইল, আমি তোমার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছি, বল।৩১

প্রম্লোচা কহিলেন, মহর্ষে! নয় শত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিন হইল (আমি আপনকার সহবাসে আছি।)৩২

মহর্ষি কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কি সত্য বলিতেছ? না পরিহাস করিতেছ? আমার ত বোধ হইতেছে যে, আমি অদ্য একদিন মাত্র তোমার সহবাসে এখানে অবস্থিতি করিতেছি।৩৩

প্রম্লোচা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি এ বিষয়ে আপনকার নিকট কি জন্য মিথ্যা কথা বলিব? বিশেষতঃ অদ্য আপনি আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে

সোম উবাচ ।

নিশম্য তদ্ বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ ! ।
ধিঙ্ মাং ধিঙ্ মামতীবেত্থং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা ॥৩৫॥

মুনিরুবাচ ।

তপাংসি মম নষ্টানি, হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্ ।
হৃতো বিবেকঃ, কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা ! ॥৩৬॥
ঊর্ম্মিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে ।
মতিরেষা হৃতা যেন, ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥ ৩৭ ॥
ব্রতানি বেদবিদ্যাপ্তি-কারণান্যখিলানি চ ।
নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্গেনাপহৃতানি মে ॥ ৩৮ ॥
বিনিন্দ্যেত্থং স ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (ঈদৃশ স্থলে কি পরিহাস করা বা মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে ?)[৩৪] ।

সোম কহিলেন, রাজকুমারগণ ! মহর্ষি, অপ্সরার সেই অবিতথ বাক্য শ্রবণ করিয়া "আমাকে ধিক্, আমাকে ধিক্" এই বলিয়া পুনঃপুনঃ আপনি আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।[৩৫] তিনি কহিলেন, হায় ! আমার সমুদায় তপস্যা নষ্ট হইল ! যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের পরম ধন, তাহাও হারাইলাম ! হায় ! আমার সেই বিবেক কোথায় গেল ! হায় ! মোহান্ধকূপে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত কে এই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছে ![৩৬] আমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক যে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করি, তদ্দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, এই ঊর্ম্মিষট্ক অতিক্রম করিয়াছিলাম। এক্ষণে দুশ্চেষ্ট মদন আমার তৎসমুদায়ই নষ্ট করিল ![৩৭] হায় ! যাহার সংসর্গ নরকবাসের পথস্বরূপ, আমি এতদিন সেই সংসর্গেই অবস্থিতি করিয়াছি ! যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, আমি সেই সমুদায় ব্রতই ঐ কুসংসর্গে থাকিয়া পণ্ড করিলাম ![৩৮] ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি, এই রূপে আপনাকে আপনি নিন্দা করিতে

গচ্ছ পাপে ! যথাকামং যৎ কার্য্যং তৎ কৃতং ত্বয়া।
দেবরাজস্য মৎক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ৪০ ॥
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেণ বহ্নিনা।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমুষিতোঽহং ত্বয়া সহ ॥ ৪১ ॥
অথবা তব কো দোষঃ, কিং বা কুপ্যাম্যহং তব।
মমৈব দোষো নিতরাং, যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥
যয়া শক্রপ্রিয়ার্থিন্যা কৃতো মে তপসো ব্যয়ঃ।
ত্বয়া, ধিক্ ত্বাং মহামোহমঞ্জুষাং সুজুগুপ্সিতাম্ ॥৪৩॥

সোম উবাচ।

যাবদিত্থং স বিপ্রর্ষি-স্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্।
তাবদ্ গলৎ-স্বেদজলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥ ৪৪ ॥

লাগিলেন, পরে সেই অপ্সরাকে সমীপে সমাসীনা দেখিয়া কহিলেন,৩৯ রে পাপীয়সি ! তুই হাব ভাব বিলাস প্রভৃতি বহুবিধ চেষ্টা দ্বারা আমার সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবরাজের অভিপ্রায় সিদ্ধি করিয়াছিস্। এক্ষণে যেখানে ইচ্ছা, চলিয়া যা।৪০ আমি তীব্র ক্রোধাগ্নি দ্বারা এখনি তোকে ভস্মসাৎ করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিলাম না, কারণ একত্র সপ্ত পদ গমন করিলেই সাধুদিগের পরস্পর বন্ধুতা ও সদ্ভাব জন্মিয়া থাকে। আমি তোর সঙ্গে বহু-কাল সহবাস করিয়াছি। (ইহাতে তোর প্রতি আমার স্নেহ সঞ্চারও হই-য়াছে)।৪১ অথবা তোর উপর আমার কোপ প্রকাশ করাই বৃথা, কারণ তোরই বা দোষ কি। আমি যখন জিতেন্দ্রিয় নহি, তখন এবিষয়ে আমারই সম্পূর্ণ দোষ, প্রকাশ পাইতেছে।৪২ তুই মহামোহের মঞ্জুষা (পেটিকা) ও সাতিশয় ঘৃণার পাত্রী, তোকে ধিক্। তুই দেবরাজের প্রিয় কার্য্য সম্পা-দনের জন্য আমার তপস্যা ধ্বংস করিলি !৪৩

সোম কহিলেন, সেই ব্রহ্মর্ষি, যে সময় এই বাক্য বলেন, তৎকালে সেই ক্ষীণমধ্যা দেবাঙ্গনা (ভয় হেতু অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় সাতিশয়) কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর স্বেদ জলে আর্দ্র হইয়া উঠিল।৪৪ অনন্তর মুনি

প্রবেপমাণাং সততং স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধম্ উবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥
সা তু নির্ভৎসিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাশ্রমাৎ।
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ তরুপল্লবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারুণপল্লবৈঃ।
নির্ম্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥ ৪৭ ॥
ঋষিণা যস্তদা গর্ভ-স্তস্যা দেহে সমাহিতঃ।
নির্জ্জগাম স রোমাঞ্চ স্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥ ৪৮ ॥
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভম্ একং চক্রে তু মারুতঃ।
ময়া চাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা বরৃধে শনৈঃ ॥৪৯॥
বৃক্ষাগ্রগর্ভসংভূতা মারিষাখ্যা বরাননা।
তাং প্রদাস্যন্তি বো বৃক্ষাঃ কোপ এব প্রশাম্যতাম্ ॥৫০॥

যখন দেখিলেন যে, প্রম্লোচা ভয়ে কাঁপিতেছেন, ও তদীয় অঙ্গযষ্টি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, (পাপীয়সি!) দূর হ, (এখনই এ আশ্রম হইতে) দূর হ।[৪৫] প্রম্লোচা মহর্ষি কর্ত্তৃক এই রূপে ভৎর্সিতা হইয়া আশ্রম হইতে নির্গতা হইলেন এবং আকাশ পথে গমন করিতে করিতে তরুপল্লব দ্বারা স্বেদ জল মুছিতে লাগিলেন।[৪৬] সেই বালা যখন বৃক্ষের উপরিভাগ দিয়া আকাশ পথে গমন করেন, সেই সময় বৃক্ষের উপরিভাগস্থিত নবপল্লবসমূহ দ্বারা ঘর্ম্মজল-সিক্ত স্বীয় শরীর মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।[৪৭] ইতি পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্ডু যে তাঁহাতে গর্ব্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই গর্ভ তাঁহার শরীর হইতে লোমকূপদ্বারা ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইল।[৪৮] বৃক্ষেরা সেই গর্ভ গ্রহণ করিলে বায়ু তৎসমুদায় একত্র করিল। পরে ঐ গর্ভ মদীয় চন্দ্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।[৪৯] এই সেই নিরুপম-রূপবতী কন্যা, বৃক্ষাগ্র ধৃত গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার নাম মারিষা। বৃক্ষেরা আপনাদিগকে এই কন্যা সম্প্রদান করিবে, আপনারা ক্রোধ শান্তি করুন।[৫০] এই কন্যাটী মহর্ষি

কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদ্গতা।
মমাপত্যং তথা বায়োঃ প্রম্লোচাতনয়া চ সা ॥ ৫১ ॥
স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্ষীণে তপসি সত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয়! বিষ্ণোরায়তনং যযৌ ॥৫২॥
তত্রৈকাগ্রমতির্ভূত্বা চকারারাধনং হরেঃ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ব্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ।
ঊর্দ্ধ্ববাহুর্মহাযোগী স্থিত্বাসৌ ভূপনন্দনাঃ! ॥ ৫৩ ॥

প্রচেতস ঊচুঃ।

ব্রহ্মপারং মুনেঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামঃ পরমং স্তবম্।
জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥

কণ্ডুর সন্তান, অথচ বৃক্ষাগ্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। (আমি ইহাকে চন্দ্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছি, সুতরাং) এটী আমারও দুহিতা। (নানা বৃক্ষের নানা পল্লব হইতে বায়ু, গর্ভ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলিয়া) বায়ুও ইহার পিতা। (প্রম্লোচা প্রথমতঃ গর্ভ ধারণ করেন, সুতরাং) এটী প্রম্লোচা-রও তনয়া হইতেছে।[৫১] এ দিকে সাধুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কণ্ডু, তপঃক্ষয় হইয়াছে, দেখিয়া পুরুষোত্তম নামক বিষ্ণুধামে গমন করিয়াছেন।[৫২] রাজকুমারগণ! সেই মহর্ষি, উক্ত পুরুষোত্তমে অবস্থিতি পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ্ববাহু ও মহাযোগী হইয়া একাগ্র চিত্তে ব্রহ্মপার নামক * স্তব দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন এবং অনন্যহৃদয় হইয়া বিষ্ণুতে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন।[৫৩]

প্রচেতারা কহিলেন, মহর্ষি কণ্ডু জপ করণ পূর্ব্বক যে সকল ব্রহ্মপার অর্থাৎ বেদান্তানুসারী স্তব দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।[৫৪]

* মহর্ষি কণ্ডু, প্রথম শ্লোকত্রয়দ্বারা বিষ্ণুর তত্ত্ব নিরূপণ ও চতুর্থ শ্লোক দ্বারা রাগাদি দোষোপশম প্রার্থনারূপ যে স্তুতিপাঠ করেন, তাহার নামই ব্রহ্মপার স্তব। কণ্ডুর এই ব্রহ্মপার স্তবদ্বারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ভগবান্ বিষ্ণু, পরিতুষ্ট হন।

সোম উবাচ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥ ৫৫ ॥
স কারণং কারণতস্ততোঽপি
তস্যাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ।
কার্য্যেষু চৈবং সহ কর্ম্মকর্ত্তৃ-
রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্ব্বম্ ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্ম প্রভুর্ব্রহ্ম স সর্ব্বভূতো-
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ।

সোম কহিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এই সংসার বন্ধের পর, অর্থাৎ নিরতিশয় (যে স্থান হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না) পার, অর্থাৎ শেষ সীমা। তাঁহা হইতে অপার সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পর অর্থাৎ অনন্ত আকাশাদি হইতেও পর অর্থাৎ অনন্ত। তিনি পরমার্থ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ও পরমানন্দ স্বরূপ। তিনি বেদনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সুলভ। তিনি পর অর্থাৎ অনাত্মভূত (জড়) জগৎ প্রপঞ্চের অবধি-স্বরূপ। তিনি ইন্দ্রিয়াদির পার, অর্থাৎ অগোচর নিরুপাধি পরমাত্মা। তিনি পার, অর্থাৎ পালক যে দেবরাজ পিতামহ প্রভৃতি, তাঁহাদিগেরও পার, অর্থাৎ পালক।৫৫ তিনি, জগতের কারণ, তাহার কারণ, তাহার কারণ, তাহারও কারণ; এই রূপে তিনি কারণমালাত্মক হইতেছেন। আবার তিনিই কার্য্য, কার্য্যের কার্য্য, তাহার কার্য্য, তাহারও কার্য্য, এই রূপে, কার্য্যমালাত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য মহৎ, মহতের কার্য্য অহঙ্কার, অহঙ্কারের কার্য্য একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক, পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড, তিনি এই সকল কার্য্যমালা হইতে অভিন্ন। তিনি কোথাও নানাপ্রকার কর্ম্ম রূপে, কোথাও নানা-

ব্রহ্মাক্ষরং * নিত্যমজং স বিষ্ণুঃ
অপক্ষয়াদ্যৈরখিলৈরসঙ্গি ॥ ৫৭ ॥
ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম ॥ ৫৮ ॥

সোম উবাচ।

এতদ্ ব্রহ্মপরাখ্যং বৈ সংস্তবং পরমং জপন্।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥ ৫৯ ॥
ইয়ঞ্চ মারিষা পূর্ব্বম্ আসীদ্ যা তাং ব্রবীমি বঃ।
কার্য্যগৌরবমেতস্যাঃ কথনে ফলদায়ি বঃ ॥ ৬০ ॥
অপুত্রা প্রাগিয়ং বিষ্ণুং মৃতে ভর্ত্তরি সত্তমাঃ!।

প্রকার কর্ত্তৃরূপে নিখিল জগৎ পালন করিতেছেন।[৫৬] তিনি ব্রহ্ম, অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইয়াও প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বভূতময়। তিনি ব্রহ্ম হইয়াও প্রজাপালন করিতেছেন। তিনি অচ্যুত, অর্থাৎ অব্যয়। তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী অথচ জন্মরহিত, ক্ষয়রহিত ও নিত্য ব্রহ্ম। তাঁহার পরিণাম, বৃদ্ধি বা হ্রাস নাই।[৫৭] সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেমন জন্মরহিত ক্ষয়রহিত নিত্য বিশুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম, সেইরূপ তদেকাগ্রতা সংসাধন হেতু আমাতেও তৎস্বরূপের আবির্ভাব হওয়াতে আমারও সমুদায় রাগাদি দোষ উপশম হউক।[৫৮]

সোম কহিলেন, মহর্ষি কণ্ডু, ব্রহ্মপার নামক এই পরমোৎকৃষ্ট স্তব পাঠ পূর্ব্বক জপ করিয়া ভগবান্ কেশবের আরাধনা করাতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।[৫৯] এই মারিষাও পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ ছিল, তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। কারণ, ইহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শুনিলে তোমাদেরও পরিণয় কার্য্যে গৌরব অর্থাৎ সমাদর হইবে এবং তাহাতে তোমাদের বংশবিস্তাররূপ শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারিবে।[৬০]

এই মারিষা পূর্ব্ব জন্মে এক মহাসৌভাগ্যশালিনী রাজমহিষী ছিলেন;

* ব্রহ্মাক্ষয়ং নিত্যমিতি কেষুচিৎ পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ৬১ ॥
আরাধিত-স্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি শুভা সা চ প্রাহাত্মবাঞ্ছিতম্॥ ৬২ ॥
ভগবন্! বালবৈধব্যাদ্ বৃথাজন্মাহমীদৃশী।
মন্দভাগ্যা সমুৎপন্না বিফলা চ জগৎপতে!॥ ৬৩ ॥
ভবন্তু পতয়ঃ শ্লাঘ্যা মম জন্মনি জন্মনি।
ত্বৎপ্রসাদাৎ তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোঽস্তু মে॥৬৪॥
রূপসম্পৎসমাযুক্তা সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনা।
অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ!॥৬৫॥

সোম উবাচ।

তয়ৈবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্।

ইঁহার সন্তান হয় নাই। বিবাহের কিছু কাল পরেই ইঁহার স্বামী পরলোক গমন করিলেন। রাজমহিষী বিধবা হইয়া অসাধারণ ভক্তিযোগ দ্বারা বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।[৬১] অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু রাজমহিষীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, (বৎসে! আমি তোমার ভক্তি ও আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত) বর প্রার্থনা কর। কল্যাণী রাজমহিষীও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন,[৬২] ভগবন্! আমি বাল্য কালে বিধবা হইয়াছি। আমার জন্মই বৃথা হইয়াছে। এই দেখুন, আমি কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি। আমি অতি হতভাগিনী! জগৎপতে! এই জগতে আমার উৎপত্তিই বিফল হইয়াছে।[৬৩] (এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন) জন্মে জন্মে আমি শ্লাঘ্য পতি সকল প্রাপ্ত হইতে পারি (এবং ঐ পতিগণের সহিত আমার বিচ্ছেদ না ঘটে।) আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে আমার যেন প্রজাপতি তুল্য একটী পুত্র উৎপন্ন হয়।[৬৪] অধোক্ষজ! (আমার তৃতীয় বর এই যে) আপনার প্রসাদে আমি যেন সকলের প্রিয়দর্শনা সুরূপ-সম্পন্না ও অযোনিজা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করি।[৬৫]

প্রণামনম্রামুত্থাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবদেব উবাচ।

ভবিষ্যন্তি মহাবীর্য্যা একস্মিন্নেব জন্মনি।
প্রখ্যাতোদারকর্ম্মাণো ভবত্যাঃ পতয়ো দশ ॥ ৬৭ ॥
পুত্রঞ্চ সুমহাত্মানম্ অতিবীর্য্যপরাক্রমম্।
প্রজাপতিগুণৈর্যুক্তং ত্বমবাপ্স্যসি শোভনে। ॥৬৮॥
বংশানাং তস্য কর্ত্তৃত্বং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যমখিলং সূতিস্তস্য চাপূরয়িষ্যতি ॥ ৬৯ ॥
ত্বঞ্চাপ্যযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা।
মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥ ৭০ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেব-স্তাং বিশালবিলোচনাম্।
সা চেয়ং মারিষা জাতা যুষ্মৎপত্নী নৃপাত্মজাঃ! *॥৭১॥

সোম কহিলেন। অনন্তর রাজমহিষী এই কথা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বরদ পরমেশ্বর হৃষীকেশও তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন।[৬৬]

দেবদেব কহিলেন, এক জন্মেতেই তোমার দশজন ভর্ত্তা হইবেন। তাঁহাদের উদার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিখ্যাত থাকিবে। তাঁহারা মহাবীর্য্য-সম্পন্ন হইবেন।[৬৭] শোভনে! তুমি একটী মহাতেজস্বী পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র, মহাত্মা ও অতুল-পরাক্রম-শালী হইবেন এবং প্রজাপতিতে যে সকল গুণ থাকে, তোমার সেই পুত্রেও সেই সমুদায় গুণ বিদ্যমান থাকিবে।[৬৮] এই জগতে সমুদায় বংশের উপরেই তোমার পুত্রের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারিবে। তাঁহার বংশে এই সমুদায় ত্রিলোক পূরিয়া যাইবে।[৬৯] তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাধ্বী নিরুপম-রূপবতী ও ঔদার্য্য-গুণ-সম্পান্না হইবে। তোমাকে দেখিলে লোকের মনে প্রীতির উদয় হইবে।[৭০] রাজপুত্রগণ! বিষ্ণু, সেই বিশাল-লোচনা রাজমহিষীকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এক্ষণে

* নৃপাত্মজেতি বা পাঠঃ।

পরাশর উবাচ।

ততঃ সোমস্য বচনাৎ জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্॥১২॥
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
জজ্ঞে দক্ষো মহাযোগো* যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ॥১৩॥
স তু দক্ষো মহাভাগঃ সৃষ্ট্যর্থং সুমহামতে!।
পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাসৃষ্ট্যর্থমাত্মনঃ॥ ১৪॥
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব † দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদান্।
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বন্ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতঃ॥ ১৫॥
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ।
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ॥ ১৬॥

সেই রাজমহিষীই এই মারিষা নামে কন্যারূপে উৎপন্না হইয়াছেন। এই কন্যাটী এক্ষণে তোমাদেরই পত্নী হইল।১১

পরাশর কহিলেন, অনন্তর দশপ্রচেতা, ভগবান্ সুধাংশুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃক্ষগণের উপরি রোষাবেশ পরিহার পূর্ব্বক সেই মারিষা নাম্নী কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।১২ পরে কিছু কাল গত হইলে দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী প্রজাপতি দক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই দক্ষই পূর্ব্ব কল্পে ব্রহ্মার পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।১৩ মহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ, প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এবং স্বীয় বংশ বিস্তার করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৪ পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে সৃষ্টি করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণী ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।১৫ সেই দক্ষ মনোদ্বারা স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ (বাইটটী)

---

* মহাভাগঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† অবরাংশ্চ বরাংশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্।

কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
তাস্থ দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাব-স্তথা খগাঃ ॥৭৭॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয়! প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ॥ ৭৮ ॥
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ।
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯॥

মৈত্রেয় উবাচ।

অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া।
কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহামুনে! ॥ ৮০ ॥
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্! সুমহান্ হৃদি বর্ত্ততে।
যদ্ দৌহিত্রঃ স সোমস্য পুনঃ শ্বশুরতাং গতঃ! ॥৮১॥

কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি ঐ কন্যাগণের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ও তেরটী কশ্যপকে দান করিলেন।[৭৬] তিনি, অশ্বিনী ভরিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি কন্যা শশধরকে দান করেন। চন্দ্রের এই অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি পত্নী কাল পরিমাণে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের হইতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী,[৭৭] গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ও দানব প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। মৈত্রেয়! এই অবধিই স্ত্রীপুরুষ সংযোগে পুত্র উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়।[৭৮] (ইতি পূর্ব্বে যদিও স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সন্তান হইয়াছে, তথাপি তৎকালে প্রায় অধিক পরিমাণে) সঙ্কল্প দ্বারা, দর্শন দ্বারা বা স্পর্শন দ্বারা পুত্র জন্মিত। ফলতঃ পূর্ব্বকার লোকেরা সাতিশয় তপঃসিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তপস্যা দ্বারাই পুত্রোৎপাদন করিতেন। (স্ত্রীপুরুষ-সংযোগের তাদৃশ আবশ্যক হইত না)।[৭৯]

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে! আমি শুনিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি বলিলেন যে, তিনি দশ প্রচেতা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?[৮০] ব্রহ্মন্! আমার অন্তঃকরণে আর একটী মহাসন্দেহ উপ-

পরাশর উবাচ।

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যৌ ভূতেষু সত্তম!।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুষঃ॥ ৮২॥
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ *।
পুনশ্চৈবং নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ৮৩॥
কানিষ্ঠ্যং জ্যৈষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাভূদ্ দ্বিজোত্তম!।
তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্॥ ৮৪॥

মৈত্রেয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।

স্থিত হইতেছে যে, দক্ষ, চন্দ্রের দৌহিত্র হইতেছেন, তিনি আবার কি প্রকারে তাঁহার শ্বশুর হইতে পারেন?৮১

পরাশর কহিলেন, সাধো! প্রাণিদিগের উৎপত্তি ও নাশের প্রবাহ নিত্য। (সুতরাং সকলেই যথাসময়ে উৎপন্ন হইয়া কিছু কাল পরে লয় পাইতেছে) এ বিষয়ে দিব্য-চক্ষুঃ মহর্ষিরা আশ্চর্য্য বোধ করেন না।৮২ মুনে! দক্ষ প্রভৃতি সকলেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পরে ইঁহারা সুষুপ্তের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পে যিনি দক্ষ বা যিনি চন্দ্র ছিলেন, এ কল্পেও তিনিই সেই দক্ষ বা চন্দ্ররূপে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছেন। দক্ষ চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই নিত্য। তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই আমরা জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, সুতরাং দক্ষ ও চন্দ্রের জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা নাই। এ বিষয়ে বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা মুগ্ধ হন না (আশ্চর্য্য বোধও করেন না।)৮৩ পূর্ব্বকালে বয়ঃক্রম দ্বারা কাহারো জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা গণনা হইত না। যিনি সমধিক তপঃসম্পন্ন ও প্রভাবশালী হইতেন, তাঁহাকেই সকলে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য বলিয়া সম্মান করিত।৮৪

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ,

* মুনিসত্তম! ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ ! প্রকীর্ত্তয় ॥ ৮৫ ॥

পরাশর উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা ।
যথা সসর্জ্জ ভূতানি তথা শৃণু মহামতে ! ॥ ৮৬ ॥
মানসানি তু ভূতানি পূর্ব্বং দক্ষোঽসৃজৎ তদা ।
দেবানৃষীন্ সগন্ধর্ব্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥ ৮৭ ॥
যদাস্য দ্বিজ ! মানস্যো নাভ্যবর্দ্ধত তাঃ প্রজাঃ ।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৮॥
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অসিক্লীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৮৯ ॥
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৯০ ॥
অসিক্ল্যাং জনয়াস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ ।

রাক্ষসগণ, এ সমুদায়ের উৎপত্তি বিবরণ (বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া) বলুন ।৮৫

পরাশর কহিলেন, মহামতে ! পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে প্রজাপতি দক্ষ যে রূপে জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর ।৮৬ প্রথমতঃ প্রজাপতি দক্ষ, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি মানসিক প্রজা সৃষ্টি করিলেন ।৮৭ দ্বিজবর ! অনন্তর যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মানসী প্রজার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি পুনর্ব্বার অন্যবিধ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৮৮ পরে তিনি, স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বারা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া বীরণ নামক প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করিলেন । ঐ কন্যার নাম অসিক্লী ।৮৯ ঐ কন্যা তপঃসম্পন্না মহতী ও লোকধারিণী ছিলেন । অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ প্রজাপতি দক্ষ, সৃষ্টির উদ্দেশে উক্ত বীরণকন্যা অসিক্লীতে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন । এবং তিনি ঐ পঞ্চ সহস্র পুত্রকে অনু-

তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষিরিদমব্রবীৎ॥ ৯১॥

নারদ উবাচ।

হে হর্য্যশ্বাঃ! মহাবীর্য্যাঃ প্রজা যূয়ং করিষ্যথ।
ঈদৃশো লক্ষ্যতে যত্নো ভবতাং শ্রূয়তামিদম্॥ ৯২॥
বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্যা জানীত বৈ ভুবঃ।
অন্তরূর্দ্ধ্বমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ?॥ ৯৩॥
ঊর্দ্ধ্বং তির্য্যগধশ্চৈব যদাপ্রতিহতা গতিঃ।
তদা কস্মাদ্ ভুবো নান্তং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ!॥৯৪

পরাশর উবাচ।

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।

মতি দিলেন যে, তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর একদা প্রিয়ভাষী মহর্ষি নারদ, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্দ্ধনে অভিলাষী দেখিয়া তাঁহাদের সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,[৯১] (নারদ বলিলেন) অহে হর্য্যশ্বগণ! দেখিতেছি, তোমরা মহাতেজস্বী। আমার বোধ হইতেছে, তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিবে এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছ, পরন্তু (আমি একটী কথা বলি) শ্রবণ কর।[৯২] আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত (হইতেছি যে তোমারা সৃষ্টি করণে উদ্যোগী হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমরা এই পৃথিবীর পরিমাণ বিষয়ে) সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধ্ব দেশ, মধ্য দেশ ও নিম্ন দেশের পরিমাণ কত, কিছুই জান না, অতএব তোমরা কিরূপে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে?[৯৩] আমি দুঃখিত হইলাম যে, তোমরা মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিতেছ, কারণ (আমি দেখিতেছি যে,) কি ঊর্দ্ধ্বে, কি পার্শ্বে, কি নিম্ন দেশে, পৃথিবীর সকল দিকেই তোমাদের গতি অপ্রতিহত অর্থাৎ তোমরা যখন যে দিকে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তখন সেই দিকেই অব্যাঘাতে গমন করিতে পার, অতএব তোমরা কিন্নিমিত্ত অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণ-পরিজ্ঞানে যত্নবান্ না হইতেছ?[৯৪]

পরাশর কহিলেন, দক্ষতনয় হর্য্যশ্বগণ, দেবর্ষি নারদের তাদৃশ বাক্য

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে * সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৯৫ ॥
হর্য্যশ্বেষ্বথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ।
বৈরিণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৯৬ ॥
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
পূর্ব্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন্! নারদেন প্রচোদিতাঃ ॥৯৭॥
অন্যোহন্যমূচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ।
ভ্রাতৃণাং পদবী চৈব গন্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ।
তেহপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৯৯ ॥

শ্রবণ করিয়া (জগতের পরিমাণ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন, পরন্তু নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হয় না, তাহার ন্যায় তাঁহারা অদ্যাপি আর ফিরিয়া আসিলেন না।[৯৫] অনন্তর যখন প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ দেখিলেন যে, তাঁহার পঞ্চ সহস্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইল, তখন তিনি সেই বীরণতনয়াতেই পুনর্ব্বার সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন।[৯৬] দক্ষের এই সহস্র তনয় শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারাও (পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে) প্রজা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ করিলেন, পরন্তু একদা দেবর্ষি নারদ ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পূর্ব্বে হর্য্যশ্বগণকে যে কথা বলিয়াছিলেন, ইঁহাদিগকেও সেই কথা বলিলেন।[৯৭] তখন শবলাশ্বগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, (অহে ভাই!) দেবর্ষি ত উত্তম কথাই বলিতেছেন? আমাদের ভ্রাতৃগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথের পথিক হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।[৯৮] চল, আমরা অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইয়া আসি, পশ্চাৎ প্রজাসৃষ্টি করা যাইবে। শবলাশ্বগণ (এই রূপ পরামর্শ করিয়া) পূর্ব্বে ভ্রাতারা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকেই

* প্রবর্ত্তন্তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে দ্বিজ!।
প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥১০০॥
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ক্রোধং চক্রে মহাভাগো নারদং স শশাপ চ ॥১০১॥
সর্গকামস্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয়! প্রজাপতিঃ।
ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্।১০২
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥ ১০৩ ॥
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ১০৪ ॥
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্ম্মরুত্বতী।

প্রস্থান করিলেন। নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয় না, তাহার ন্যায় ইঁহারাও অদ্যাপি ফিরিয়া আসিলেন না।৯৯ ব্রহ্মন্! এই অবধি যদি কোন ব্যক্তি ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করে, তাহা হইলে প্রায়ই নষ্ট হয়; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখন এরূপ করেন না।১০০ অনন্তর মহাভাগ প্রজাপতি দক্ষ (অনন্তর-জাত শবলাশ্ব নামক) পুত্রগণকেও নিরুদ্দেশ হইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেবর্ষি নারদকে শাপ দিলেন (যে, রে মূঢ়! তুই আমার ছয় সহস্র পুত্রকে নিরুদ্দেশ করিয়া দিলি, অতএব এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোকে স্থান দান করিবে না, যেখানে তোর অধিষ্ঠান হইবে, সেই খানেই কলহ হইতে থাকিবে, সুতরাং লক্ষ্মী সেই স্থান অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবেন এবং কলহাধারা অলক্ষ্মী আসিয়া সেখানে বাস করিবেন।)১০১ মৈত্রেয়! শুনিয়াছি বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ, পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সেই বীরণতনয়াতেই ষাইটটী কন্যা উৎপাদন করিলেন।১০২ তিনি ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে তেরটী, চন্দ্রকে সাতাইশটী, অরিষ্টনেমিকে চারিটী,১০৩ বহুপুত্রকে দুইটী, অঙ্গিরাকে দুইটী, ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুইটী কন্যা দান করিলেন। এই কন্যাগণের

সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥ ১০৫ ॥
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তদপত্যানি মে শৃণু *।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥১০৬॥
মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥
ভানোস্তু ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তজাঃ।
লম্বায়াশ্চৈব ঘোযোঽথ নাগবীথী তু যামিজা ॥ ১০৮ ॥
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বম্ অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।
সঙ্কল্পায়ান্তু সর্ব্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব তু ॥ ১০৯ ॥
যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা-স্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥১১০
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১১ ॥

নাম (কীর্ত্তন করিতেছি) শ্রবণ কর।[১০৪] অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশটী[১০৫] কন্যা ধর্ম্মের পত্নী হন। ইঁহাদের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ,[১০৬] মরুত্বতী হইতে মরুদ্গণ, বসু হইতে বসুগণ,[১০৭] ভানু হইতে আদিত্যগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, ও যামী হইতে নাগবীথী (দেব যান-বীথ্যভি-মানিনী দেবতা) উৎপন্ন হইয়াছেন।[১০৮] এই পৃথিবীতে যা কিছু বস্তু দেখিতেছ, সমুদায়ই অরুন্ধতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বাত্মা সঙ্কল্প, সঙ্কল্পার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।[১০৯] পূর্ব্বোল্লিখিত বসু-গণ, নানাপ্রকার তেজঃসম্পন্ন। তাঁহাদের মধ্যে পাবক প্রধান। তাঁহা-দের সংখ্যা অষ্ট, বলিয়া কথিত আছে। তাঁহাদের বিবরণ বিস্তারিত রূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর।)[১১০] আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ

* তাম্বপত্যানি মে শৃণ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধ্বনিস্তথা।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১১২॥
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চস্বী যেন জায়তে।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥ ১১৩ ॥
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ বরুণস্তথা।
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥১১৪॥
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ।
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥ ১১৫ ॥
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানান্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৬ ॥
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রম্ ঋষিং নাম্নাথ দেবলম্।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণৌ ॥ ১১৭ ॥
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।

ও প্রভাস, এই আটটী অষ্ট বসুর নাম।১১১ (ইঁহাদের মধ্যে) আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র, লোকসংহর্ত্তা ভগবান্ কাল।১১২ সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চা। ইঁহা হইতে লোকে বর্চস্বী অর্থাৎ কান্তিযুক্ত পুরুষ হইয়া থাকে। ধর হইতে মনোহরার গর্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের নাম দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা। ঐ শিবার গর্ব্ভে অনিল হইতে মনোজব১১৪ ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুইটী পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে। অগ্নির পুত্র কুমার। তিনি শরস্তম্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।১১৫ শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনটী, কুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুমার, কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পুত্র রূপে পালিত হওয়াতে কার্ত্তিকেয় এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।১১৬

প্রত্যূষের পুত্র মহর্ষি দেবল। দেবলের দুইটী পুত্র জন্মে। ঐ দুইটী পুত্রই বিদ্বান্ ও ক্ষমাশীল।১১৭ মহর্ষি বৃহস্পতির এক ভগিনী ছিলেন।

যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত ॥ ১১৮ ॥
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনাম্ অষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥১১৯॥
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ১২০ ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ১২১ ॥
তস্য পুত্রাস্তু চত্বার-স্তেষাং নামানি মে শৃণু।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান্।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥১২২॥
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥ ১২৩ ॥

তিনি স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ব্রহ্মচারিণী ও যোগসিদ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি সংসারে আসক্তা না হইয়া (বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক) সমুদায় ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন।[১১৮] প্রভাস নামক অষ্টম বসু, এই বৃহস্পতি-ভগিনীকে বিবাহ করিলেন। ইঁহার গর্ভে মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হইল।[১১৯] বিশ্বকর্ম্মা, সহস্র সহস্র শিল্প কার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দেবতাদিগের শিল্পকার। ইনি সমুদায় শিল্পিদিগের শ্রেষ্ঠ ও সমুদায় অলঙ্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা।[১২০] ইনি সমুদায় দেবতাকেই এক একটী ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে মনুষ্যগণ, এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট শিল্প দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।[১২১] বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজৈকপাদ্, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্। ইঁহাদের মধ্যে ত্বষ্টা হইতে মহাযশা বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন।[১২২] (এই ত্বষ্টার অনুজ রুদ্র, একাদশ অংশে বিভক্ত হন। সেই একাদশ অংশের নাম)—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত,[১২৩] মৃগব্যাধ, শর্ব্ব ও

মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ মহামুনে!।
একাদশৈতে প্রথিতা * রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ১২৪ ॥
শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অরিষ্টা সুরসা তথা ॥১২৫॥
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ! তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১২৬ ॥
পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ১২৭ ॥
উপস্থিতেঽতিযশসশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ১২৮ ॥
আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সংপ্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়াম-স্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি † ॥ ১২৯ ॥

কপালী। মহামুনে! এই একাদশ রুদ্র ত্রিভুবনের ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত আছেন।[১২৪] ইঁহাদের তেজ অপরিসীম ও অসঙ্খ্যপ্রকার। (ধর্ম্ম-ভার্য্যা-দিগের বংশ কথিত হইল, এক্ষণে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর নাম কীর্ত্তন করিতেছি, যথা)—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিস্টা, সুরসা,[১২৫] সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি। (এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন।) ধর্ম্মজ্ঞ! ইঁহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১২৬] পূর্ব্ব মন্বন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে তুষিত নামে যে দ্বাদশটী প্রধান দেবতা ছিলেন, তাঁহারা সেই যশস্বী চাক্ষুষ মনুর অধিকারের অবসান কালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলে একত্র মিলিত হইলেন, এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,[১২৮] অহে দেবগণ! আইস শীঘ্র অদিতির

* কথিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† শ্রেয়ো ভবেদিতি ইতি পাঠান্তরম্।

এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা-স্তে দিত্যা দক্ষকন্যয়া॥১৩০॥
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পুষা তথৈব চ॥ ১৩১॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥১৩২॥
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বম্ আসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥১৩৩॥
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ।
সর্ব্বা নক্ষত্রযোগিন্য-স্তন্নাম্ন্যশ্চৈব তাঃ স্মৃতাঃ॥১৩৪॥
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা *।

গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক এই উপস্থিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্ম পরিগ্রহ করা যাউক্। ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে, (আমরা পুনর্ব্বার দেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিব।)[১২৯] চাক্ষুষ মনুর অধিকার সময়ে তুষিত নামক দেবগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া মরীচিসন্তান কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।[১৩০] এই তুষিত নামক দ্বাদশ দেবতার মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র জন্মিলেন। অনন্তর অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পুষা,[১৩১] বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ, উৎপন্ন হইলেন। অদিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম দ্বাদশ আদিত্য।[১৩২] পূর্ব্বে চাক্ষুষ মনুর অধিকার সময়ে যে দ্বাদশ দেবতা তুষিত নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারাই এই বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।[১৩৩]

আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, চন্দ্র, সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সাতাইশটী কন্যাই সুশীলা এবং ইঁহারা সক-

* দীপ্তান্যমিততেজসা ইত্যত্র দীপ্তিমন্ত্যতিতেজসা ইতি, দীপ্তান্যমিততেজসঃ ইতি চ পাঠান্তরম্।

অরিষ্টনেমিপত্নীনাম্ অপত্যানীহ ষোড়শ ॥ ১৩৫ ॥
বহুপুত্রস্য বিদুষ-শ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসৎকৃতাঃ ॥১৩৬॥
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥ ১৩৭ ॥
সর্ব্বে দেবগণাস্তাত ! ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু ছন্দজাঃ।
তেষামপীহ সততং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ১৩৮ ॥
যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় ! উদয়াস্তময়াবিহ।

লেই অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র রূপে ও নক্ষত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।[১৩৪] ইঁহাদের গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসীম তেজঃপুঞ্জ দ্বারা দীপ্তিশালী। প্রজাপতি দক্ষ অরিষ্টনেমিকে যে চারিটী কন্যা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে ষোলটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩৫] বিদ্বান্ বহুপুত্র যে দুইটী দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যুৎ নামে কন্যাচতুষ্টয় উৎপন্ন হন *। অঙ্গিরা যে দুইটী দক্ষকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে ব্রহ্মর্ষিসৎকৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল ("যাং কল্পয়ন্তি" ইত্যাদি পঞ্চত্রিংশৎ মন্ত্রাভিমানী দেবতারা) উৎপন্ন হইলেন।[১৩৬] দেবর্ষি কৃশাশ্ব যে দুই কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাদের হইতে দেবাস্ত্রসকল উদ্ভূত হইল। এই সকল দেবতা সহস্র যুগ অন্তর এক একবার জন্ম পরিগ্রহ করেন।[১৩৭] এই সকল দেবতা প্রধানতঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যা (অর্থাৎ অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার এই তেত্রিশটী প্রধান দেবতা।) ইঁহারা স্বেচ্ছানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করাতে ইঁহাদের প্রতি জন্ম মৃত্যু শব্দ সতত

* কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা, বিদ্যুৎ এই চারি প্রকার। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কপিলা বিদ্যুৎ হইতে ঝড় হয়, অতিলোহিতা বিদ্যুৎ হইতে গ্রীষ্মাতিশয্য প্রকাশ হয়, পীতা বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে, বৃষ্টি হয়, সিতা বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইলে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এবং দেবনিকায়াস্তে সংভবন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩৯ ॥
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ১৪০ ॥
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥ ১৪১ ॥
অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্ ।
সংহ্লাদশ্চ মহাবীর্য্যা * দৈত্যবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৪২ ॥
তেষাং মধ্যে মহাভাগ ! সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী ।
প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনার্দ্দনে ॥ ১৪৩ ॥
দৈত্যেন্দ্রদীপিতো বহ্নিঃ সর্ব্বাঙ্গোপচিতো দ্বিজ ! ।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে।১৩৮ মৈত্রেয় ! সূর্য্য যেমন প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হন, সেইরূপ এই সকল দেবগণও যুগে যুগে আবির্ভূত (ও তিরোহিত) হইয়া থাকেন।১৩৯

(অতঃপর দিতির বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।) শুনিয়াছি, কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। একটীর নাম হিরণ্যকশিপু ও আর একটীর নাম হিরণ্যাক্ষ। এই দুই ভ্রাতাই দুর্জ্জয়।১৪০ (দিতির গর্ভে এই দুই পুত্র ব্যতীত আর একটী) কন্যাও জন্মিয়াছিল। এই কন্যার নাম সিংহিকা। বিপ্রচিত্তি, সিংহিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। হিরণ্যকশিপুর চারিটী পুত্র জন্মে। তাঁহারা চারি ভ্রাতাই অসীম তেজোদ্বারা বিখ্যাত হন।১৪১ তাঁহাদের নাম—অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ ও দৈত্যকুলের বংশধর।১৪২

মহাভাগ ! হিরণ্যকশিপুর এই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রহ্লাদ জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি সাতিশয় ভক্তি করিতেন।১৪৩ ব্রহ্মন্ ! একদা দৈত্যরাজ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া

* অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্। সংহ্লাদশ্চ মহাবীর্য্যা ইতি পাঠো বহুষু পুস্তকেষু লভ্যতে ।

ন দদাহ চ যং বিপ্র। বাসুদেবে হৃদি স্থিতে ॥ ১৪৪ ॥
মহার্ণবান্তঃসলিলে স্থিতস্য চলতো মহী।
চচাল সকলা যস্য পাশবদ্ধস্য ধীমতঃ ॥ ১৪৫ ॥
ন ভিন্নং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যস্য দৈত্যেন্দ্রপাতিতৈঃ।
শরীরমদ্রিকঠিনং সর্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১৪৬ ॥
বিষানলোজ্জ্বলমুখা যস্য দৈত্যপ্রচোদিতাঃ।
নান্তায় সর্পপতয়ো বভূবুরুরুতেজসঃ ॥ ১৪৭ ॥
শৈলৈরাক্রান্তদেহোহপি যঃ স্মরন্ পুরুষোত্তমম্।
তত্যাজ নাত্মনঃ প্রাণান্ বিষ্ণুস্মরণদংশিতঃ ॥ ১৪৮ ॥
পতন্তমুচ্চাদবনি-র্যমুপেত্য মহামতিম্।
দধার দৈত্যপতিনা ক্ষিপ্তং স্বর্গনিবাসিনা ॥ ১৪৯ ॥

দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ বাসুদেব নিরন্তর অবস্থিতি করাতে অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই।[১৪৪] একদা দৈত্যরাজ, সেই ধীমান্ প্রহ্লাদকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া মহাসাগরের সলিলে নিক্ষেপ করেন। (তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না, প্রত্যুত সাগর গর্ভে) তিনি চলিত হইলে সমগ্রা পৃথিবীও বিচলিত হইতে লাগিল।[১৪৫] অনন্তর দৈত্যরাজ, নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব শরীরে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ভগবান্ অচ্যুতে একান্ত আসক্ত থাকাতে শরীর পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন হইল, অস্ত্রাঘাতে খণ্ডিত হইল না।[১৪৬] একদা দৈত্যেন্দ্র, উক্ত মহাতেজা প্রহ্লাদকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি মহাসর্প ছাড়িয়া দিলেন। ঐ সকল সর্পের মুখ যদিও বিষরূপ অগ্নিদ্বারা জ্বলিতপ্রায়, তথাপি তাহারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না।[১৪৭] অনন্তর দৈত্যপতি, তাঁহার শরীরোপরি কতকগুলি শৈল চাপাইয়া দিলেন। তিনিও (সে সময় একাগ্র চিত্তে ভগবান্) পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ বিষ্ণু স্মরণ রূপ তনুত্রাণে রক্ষিত হওয়াতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন না, (আঘাত প্রাপ্তও হইলেন না।)[১৪৮] একদা দৈত্যরাজ, পর্ব্বত-শিখরে দণ্ডা-

যস্য সংশোষকো বায়ুর্দেহে দৈত্যেন্দ্র-যোজিতঃ।
অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিত্তস্থে মধুসূদনে ॥ ১৫০ ॥
বিষাণভঙ্গমুন্মত্তা মদহানিঞ্চ দিগ্‌গজাঃ।
যস্য বক্ষঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যেন্দ্র-পরিণামিতাঃ॥১৫১॥
যস্য চোৎপাদিতা কৃত্যা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ।
বভূব নান্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ ॥ ১৫২ ॥
শম্বরস্য চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ।
যস্মিন্ প্রযুক্তং চক্রেণ কৃষ্ণস্য বিতথীকৃতম্ ॥ ১৫৩ ॥
দৈত্যেন্দ্র-সূদোপহৃতং যস্তু হালাহলং বিষম্।
জরয়ামাস মতিমান্ অবিকারমমৎসরী ॥ ১৫৪ ॥

য়মান হইয়া সেই মহামতি প্রহ্লাদকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু (ভগবতী) বসুন্ধরা তাঁহাকে উচ্চদেশ হইতে নিপতিত হইতে দেখিয়া স্বয়ং গিয়া অগ্রসর হইয়া ধারণ করিলেন।[১৪৯] এক সময় দৈত্যপতি, (তাঁহার বিনাশ সাধনের উদ্দেশে) তদীয় শরীরে সংশোষক বায়ু প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু মধুসূদন তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করাতে ঐ বায়ু তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।[১৫০] অনন্তর উন্মত্ত দিগ্‌গজগণ, দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক শিক্ষিত ও অনুমত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দন্তাঘাত করিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দন্ত ও অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল।[১৫১] পরে দৈত্যরাজ তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার করিতে পুরোহিতগণকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন ভগবান্ গোবিন্দে একান্ত আসক্ত থাকাতে মৃত্যু হইল না।[১৫২] অনন্তর অতিশয় মায়াবী শম্বর নামক দৈত্য, তাঁহার নিধনের নিমিত্ত সহস্র সহস্র মায়া বিস্তার করিতে লাগিল, কিন্তু সে সমস্ত মায়াই বিষ্ণুচক্র প্রভাবে বিফল হইয়া গেল।[১৫৩] একদা দৈত্যেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পাচকগণ, সেই মাৎসর্য্যশূন্য সুমতি প্রহ্লাদকে, (খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিতকরিয়া) হালাহল * প্রদান করিয়া-

* হিমালয়ে হলাহলা নামে একটী নদী আছে। পূর্ব্বকালে ঐ নদীতীরে অতি তীক্ষ্ণ বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইত। ঐ ভয়ঙ্কর বিষের নামই হলাহল বা হালাহল বিষ।

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥ ১৫৫ ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদি-গুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ ॥ ১৫৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ছিল, পরন্তু ঐ (সর্ব্বজীবন-সংহারক ভয়ঙ্কর) বিষে তাঁহার কিছুমাত্র বিকার হইল না। তিনি অনায়াসেই তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।[১৫৪] যাহা হউক্ (ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ যে কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতেন, এরূপ নহে, কারণ) তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। (কাহারো প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ছিল না।) তিনি আপনাকে যেরূপ প্রিয় বোধ করিতেন, পরকেও তদ্রূপ ভাল বাসিতেন। সকলের প্রতিই তাঁহার বন্ধুবৎ ব্যবহার ছিল।[১৫৫] তিনি সর্ব্বদা পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও শৌচাদি গুণের আকর এবং সমুদায় সাধুবৃন্দের উপমাস্থল ছিলেন।[১৫৬]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ পঞ্চদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।



মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানাং মহামুনে!।
কারণঞ্চাস্য জগতো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥ ১॥
যচ্চৈতদ্ ভগবানাহ, প্রহ্লাদং দৈত্যসত্তমম্।
দদাহ নাগ্নির্নাস্ত্রৈশ্চ ক্ষুণ্ণস্তত্যাজ জীবিতম্॥ ২॥
জগাম বসুধা ক্ষোভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে।
বন্ধবদ্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা॥ ৩॥
শৈলৈরাক্রান্ত-দেহোঽপি ন মমার চ যঃ পুরা।
ত্বয়ৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্য ধীমতঃ॥ ৪॥
তস্য প্রভাবমতুলং বিষ্ণোর্ভক্তিমতো মুনে!।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ধ্রুব, উত্তানপাদ প্রভৃতি মনুজদিগের বংশ বিবরণ কহিলেন এবং ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে, সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ।[১] পরন্তু আপনি বলিলেন যে, অগ্নি, দৈত্যকুলতিলক প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে পারে নাই এবং অস্ত্রাঘাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।[২] যে সময় দৈত্যরাজ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে সলিল মধ্যে তাঁহার অঙ্গ-বিক্ষেপ দ্বারা বসুন্ধরা আহতা হইয়া বিচলিতা হইয়াছিল।[৩] তাঁহার শরীর শৈলসমূহে আক্রান্ত হইলেও তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। আপনি সেই ধীমান্ প্রহ্লাদের অসীম

শ্রোতুমিচ্ছামি যস্যৈতৎ চরিতং দীপ্ততেজসঃ ॥ ৫ ॥
কিংনিমিত্তমসৌ শস্ত্রৈ-র্বিক্ষতো দিতিজৈর্মুনে! ।
কিমর্থঞ্চাব্ধিসলিলে নিক্ষিপ্তো ধর্ম্মতৎপরঃ ? ॥ ৬ ॥
আক্রান্তঃ পর্ব্বতৈঃ কস্মাৎ ? কস্মাদ্দষ্টো মহোরগৈঃ ? ।
ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাৎ ? কিং বা পাবকসঞ্চয়ে ? ॥৭॥
দিগ্দন্তিনাং দন্তভূমিং স চ কস্মান্নিরূপিতঃ ? ।
সংশোষকোঽনিলশ্চাস্য প্রযুক্তঃ কিং মহাসুরৈঃ ?॥৮॥
কৃত্যাঞ্চ দৈত্যগুরবো যুযুজুস্তত্র কিং ? মুনে ! ।
শম্বরশ্চাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্ ? ॥ ৯ ॥
হালাহলং বিষমহো ! দৈত্যসূদৈর্ম্মহাত্মনঃ ।
কস্মাদ্ দত্তং বিনাশায় ? যদ্ জীর্ণং তেন ধীমতা ॥১০॥

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।[৪] মহর্ষে! যে প্রহ্লাদের ঈদৃশ অদ্ভুত চরিত, সেই দীপ্ততেজা মহাত্মার অতুল প্রভাব ও (অসামান্য) বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।[৫] মুনে! দৈত্যেরা কিনিমিত্ত তাঁহার শরীরে শস্ত্রাঘাত করিয়াছিল? তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়াও কিনিমিত্ত সাগরসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন?[৬] তিনি কিনিমিত্ত শৈল দ্বারা আক্রান্ত হন? ভীষণ বিষধরগণই বা কিনিমিত্ত তাঁহাকে দংশন করে? তিনি কিনিমিত্ত পর্ব্বতশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত হন? দৈত্যরাজ, কিজন্যই বা তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছিলেন?[৭] দিগ্গজগণ, কিজন্য তাঁহাকে দন্তপ্রহার করিয়াছিল? অসুরেরা কি কারণে তাঁহার প্রতি শোষক বায়ু প্রয়োগ করে?[৮] মহর্ষে! দৈত্যগুরুগণ কিজন্য তাঁহার বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অভিচার মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন? শম্বর নামক দৈত্যই বা কি উদ্দেশে তাঁহার সংহারার্থ সহস্র সহস্র মায়া বিস্তার করে?[৯] ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদ, হালাহল বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিনিমিত্ত দৈত্যরাজের পাচকেরা তাঁহার বধ সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া (খাদ্যদ্রব্যের সহিত) ঐ বিষ প্রদান

এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ! প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যসূচকম্॥ ১১ ॥
ন হি কৌতূহলং তত্র যদ্ দৈত্যৈর্ন হতো হি সঃ।
অনন্য-মনসো বিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে? ॥১২॥
তস্মিন্ ধর্ম্মপরে নিত্যং কেশবারাধনোদ্যতে।
স্ববংশপ্রভবৈর্দৈত্যৈঃ কর্ত্তুং দ্বেষোঽতিদুষ্করঃ ॥১৩॥
ধর্ম্মাত্মনি মহাভাগে বিষ্ণুভক্তে বিমৎসরে।
দৈতেয়ৈঃ প্রহৃতং যস্মাৎ তন্-মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৪ ॥
প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপি নেদৃশে।
গুণৈঃ সমন্বিতে সাধৌ কিং পুনর্যঃ স্বপক্ষজঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়াছিল?[১০] মহাত্মন্! মহাভাগ প্রহ্লাদের এই সমুদায় চরিত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার মহামাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিব।[১১] দৈত্যগণ যে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভগবান্ বিষ্ণুতে একান্ত আসক্ত থাকে, কোন ব্যক্তিই তাহার ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না।[১২] পরন্তু (আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে যে,) প্রহ্লাদ, যদিও নিরন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ও বিষ্ণুর আরাধনায় নিয়ত নিরত ছিলেন, তথাপি তদ্বংশীয় দৈত্যেরা কি জন্য তাঁহার প্রতি দ্বেষ (ও শত্রুতাচরণ) করে? এরূপ হওয়া অতিদুর্ঘট।[১৩] প্রহ্লাদ, ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা বিষ্ণুভক্ত ও মাৎসর্য্য-বিবর্জ্জিত ছিলেন। ঈদৃশ অবস্থায় দৈত্যেরা কি জন্য তাঁহাকে প্রহার করে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।[১৪] মহাত্মা ব্যক্তিরা, বিপক্ষ হইলেও এতাদৃশ-গুণসম্পন্ন সাধু ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিতে পারেন না, পরন্তু আত্মীয় ব্যক্তিরা যে এরূপ আচরণ করে, তাহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। (এই পৃথিবীতে যিনি অলোকসামান্য গুণ-সম্পন্ন ও অসাধারণ ধার্ম্মিক হন, সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপ গুণ-পক্ষপাতী হওয়া জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই প্রকৃতি। পরন্তু অসাধারণ

তদেতৎ কথ্যতাং সর্ব্বং বিস্তরান্-মুনিসত্তম ! ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

গুণবান্ পরমধার্ম্মিক প্রহ্লাদ যে, পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষ-ভাজন হইলেন, তাহাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।)[১৫] অতএব মহর্ষে ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বিস্তারিত রূপে বলুন, কারণ দৈত্যকুল-তিলক প্রহ্লাদের সমুদায় চরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।[১৬]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ষোড়শ
অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
প্রহ্লাদস্য সদোদার-চরিতস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ॥ ২॥
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্।
বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূন্-মহাসুরঃ॥ ৩॥
ধনানামধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ॥ ৪॥
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তৎ-ত্রাসাৎ মুনিসত্তম!।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্॥ ৫॥

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! নিয়ত উদারচরিত ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদের সাধু চরিত (কীর্ত্তন করিতেছি) শ্রবণ কর।[১] পূর্ব্বকালে দিতির পুত্র মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপু, পিতামহ-দত্ত বরে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক বশীভুত করিলেন।[২] সেই মহাসুর দৈত্যরাজ, (দেবরাজকে পদচ্যুত করিয়া) স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন এবং আপনিই দিবাকর বায়ু অগ্নি বরুণ নিশাকর, ইঁহাদের অধিকার গ্রহণ করিলেন।[৩] তিনি, ধনাধিপতি কুবের ও যমকে তাড়াইয়া দিয়া আপনিই তাঁহাদের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং (সমুদায় দেবগণকে দেবলোক হইতে দূর করিয়া দিয়া) আপনিই সমুদায় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪] মহামুনে! দেবগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষ দেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে পরি-

জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-দর্পিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈ-র্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ * ॥৬॥
পানাসক্তং মহাত্মানং হিরণ্যকশিপুং তদা।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাঃ ॥ ৭ ॥
অবাদয়ন্ জগুশ্চান্যে জয়শব্দানথাপরে।
দৈত্যরাজস্য পুরত-শ্চক্রুঃ সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
তত্র প্রনৃত্যাপ্সরসি স্ফটিকাভ্রময়েঽসুরঃ।
পপৌ পানং মুদা যুক্তঃ প্রাসাদে সুমনোহরে ॥ ৯ ॥
তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥ ১০ ॥
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥ ১১ ॥

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।[৫] তিনি সমুদায় ত্রিভুবন সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিয়া ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য পাওয়াতে গর্ব্বিতান্তঃকরণে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া (স্রক্ চন্দন বনিতা প্রভৃতি) রমণীয় বিষয় সকল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।[৬] অদ্ভুত-প্রভাব হিরণ্যকশিপু যখন পানাসক্ত হইতেন, তখন সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণ তাঁহার উপাসনা করিত,[৭] এবং তৎকালে সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে গান করিত, কেহ বা বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইত, কেহ কেহ জয় শব্দ উচ্চারণ করিত।[৮] যে সময় সেই দৈত্যরাজ, অভ্রময় ও স্ফটিকময় মনোহর প্রাসাদে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে সুরাপান করিতেন, তৎকালে অপ্সরোগণ তাঁহার নিকট নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইত।[৯]

তাঁহার পুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ যখন নিতান্ত শিশু ছিলেন, তখন তিনি গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া বালকের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন।[১০] একদা

* বিষয়ান্ স্বয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্॥ ১২ ॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
পঠ্যতাং ভবতা বৎস! সারভূতং সুভাষিতম্।
কালেনৈতাবতা যৎ তে সদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্॥১৩
প্রহ্লাদ উবাচ।
শ্রূয়তাং তাত! বক্ষ্যামি * সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্-মে চেতস্যবস্থিতম্॥ ১৪॥
অনাদিমধ্যান্তমজম অবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৫॥
পরাশর উবাচ।
এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনঃ।
বিলোক্য তদ্-গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ॥ ১৬॥

দৈত্যপতি সুরাপানে আসক্ত আছেন, এমত সময় তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ গুরুর সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।[১১] সেই অসীম-তেজঃসম্পন্ন প্রহ্লাদ, ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদবন্দনাদি করিলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন,[১২] বৎস! তুমি এত দিন নিয়ত পরিশ্রম করিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার সার বাক্য পাঠ কর, (শ্রবণ করি)।[১৩]

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! আমি যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার মধ্যে যাহা সার আছে, তাহা আমার অন্তঃকরণে নিয়ত জাগরূক রহিয়াছে। এক্ষণে আপনকার আজ্ঞানুসারে সেই সার কথা বলিতেছি, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।[১৪] যাঁহার আদি মধ্য বা অন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ যিনি পরিচ্ছেদাতীত; যাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়

* তব বক্ষ্যামীতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ব্রহ্মবন্ধো! কিমেতৎ তে? বিপক্ষস্তুতি-সংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে! ॥ ১৭ ॥

গুরুরুবাচ।

দৈত্যেশ্বর! ন কোপস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ ॥ ১৮ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অনুশাস্তোঽসি কেনেদৃক্? বৎস! প্রহ্লাদ! কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥ ১৯ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত! কঃ কেন শাস্যতে ॥২০॥

নাই, বিনাশ নাই; যিনি নিখিল কারণকলাপেরও কারণ; সেই মহাত্মাকে নমস্কার।১৫

পরাশর কহিলেন। দৈত্যরাজ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। তাঁহার অধরপল্লব কম্পিত হইতে লাগিল। নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,১৬ (হিরণ্যকশিপু কহিলেন,) রে ব্রাহ্মণাধম! রে দুর্ম্মতে! এ তোর কিরূপ রীতি? তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শিশু সন্তানকে বিপক্ষের স্তবরূপ অসার শিক্ষা দিয়াছিস্?১৭

গুরু কহিলেন, দৈত্যরাজ! ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। আপনকার পুত্র যেরূপ বলিতেছে, আমি এরূপ উপদেশ দিই নাই।১৮

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বাছা প্রহ্লাদ! তোমার গুরু বলিতেছেন যে, 'আমি এরূপ উপদেশ দিই নাই।' অতএব কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল।১৯

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যিনি অখিল জগতের জ্ঞান দান করিয়া-

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোঽয়ং বিষ্ণুঃ? সুদুর্ব্বুদ্ধে! যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম॥ ২১॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥ ২২॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ! কিমন্যো ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি? মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ॥ ২৩॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত! মম প্রজানাং
স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।

থাকেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোন্ ব্যক্তি জ্ঞান দানে সমর্থ হইতে পারে?[২০]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধে! আমি জগতের ঈশ্বর, তুই আমার সম্মুখে নিঃশঙ্ক চিত্তে পুনঃপুনঃ যাহার নাম করিতেছিস্, সেই বিষ্ণু কে?[২১]

প্রহ্লাদ কহিলেন, যোগীরা যাঁহার পরম পদ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাঁহার পরম পদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিষ্ঠাতা, তিনিই পরমেশ্বর ও বিষ্ণু।[২২]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে মূর্খ! আমি থাকিতে আর কোন্ ব্যক্তি তোর পরমেশ্বর? আমার বোধ হয়, তোর মৃত্যু কামনা হইয়াছে, নচেৎ কেন তুই পুনঃপুনঃ এরূপ কথা বলিতেছিস্।[২৩]

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু যে কেবল আমারই পরমেশ্বর, এরূপ নহে, কারণ তিনি সমুদায় জীবের, এমন কি আপনকারও

ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
প্রসীদ, কোপং কুরুষে কিমর্থম্? ॥ ২৪ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ ॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণুর্-
আক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্
সমস্ত-চেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ ॥ ২৬ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন বিপক্ষবিতথস্তুতৌ ॥ ২৭ ॥

ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। অতএব পিতঃ! কি জন্য অন্যায় কোপ করিতেছেন, প্রসন্ন হউন।২৪

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, (দেখিতেছি) এই বালকের দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছে! এবং (বোধ হয়) কোন্ পাপাশয় ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ এই দুষ্টাত্মা, তদাবিষ্ট-হৃদয় হইয়া ঈদৃশ অসাধু বাক্য প্রয়োগ করিতেছে!২৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! সেই বিষ্ণু যে কেবল আমার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপ নহে, কাঁরণ তিনি সকল লোকেই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বগত, তিনি আমাকে, আপনাকে এবং সমুদায় লোককেই কার্য্যবিশেষে বিনিযুক্ত করিতেছেন অর্থাৎ তিনি জীবমাত্রেরই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ।২৬

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এই দুষ্ট দুরাত্মাকে বাহির করিয়া দাও, ইহাকে পুনর্ব্বার গুরু গৃহে রাখিয়া উত্তম রূপে শাসন কর। বোধ হয়, কোন দুরাশয়

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈ-র্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ॥ ২৮॥
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ, পুত্র! গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্॥২৯॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥ ৩০॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাদ্ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ॥ ৩১॥

ইহাকে কুমতি প্রদান করিয়া শত্রুপক্ষের স্তুতিপাঠ ও কুপথের প্রশংসা করিতে শিখাইয়াছে।[২৭]

পরাশর কহিলেন। দৈত্যরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরুগৃহে রাখিয়া আসিল। প্রহ্লাদও গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।[২৮] এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে অসুররাজ প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র! একটী গাথা অর্থাৎ কবিতা পাঠ কর।[২৯]

প্রহ্লাদ কহিলেন। যাঁহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও এই চরাচর জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে; যিনি অখিল পদার্থের কারণস্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।[৩০]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এই দুরাত্মাকে বধ কর, ইহার জীবনে কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। এই দুরাশয় স্বপক্ষের হানি করিতেছে, সুতরাং এ কুলাঙ্গার *।[৩১]

---

* কুলের অঙ্গার অর্থাৎ যাহা হইতে কুল সন্তপ্ত ও দগ্ধ হয়।

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীত-মহায়ুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩২॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং * ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে॥ ৩৩॥

পরাশর উবাচ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃ শস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপি সন্।
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ॥ ৩৪॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুর্বুদ্ধে! বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব॥ ৩৫॥

পরাশর কহিলেন: দৈত্যরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র শত সহস্র দৈত্য, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল।[৩২]

প্রহ্লাদ কহিলেন, দৈত্যগণ! বিষ্ণু আমাতে ও তোমাদের অস্ত্র শস্ত্রে যেমন অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ সেই সত্য অনুসারে আমি যেন কোন অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত না হই।[৩৩]

পরাশর কহিলেন; অনন্তর শত শত দৈত্য, নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা প্রহ্লাদের শরীরে আঘাত করিতে লাগিল পরন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করিলেন না এবং অস্ত্রাঘাতের পর তাঁহার শরীর (অক্ষত ও) নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।[৩৪]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি দেখিতেছি, আমার শত্রুপক্ষেই তোর সমধিক পক্ষপাত ও সমাদর, পরন্তু আমি এখনও তোকে অভয়

---

* বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাসু ইতি বা পাঠনীয়ম্

প্রহ্লাদ উবাচ।
ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বান্যপযান্তি তাত! ॥ ৩৬ ॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ভো ভো সর্পা! দুরাচারম্ এনমত্যন্তদুর্ম্মতিম্।
বিষজ্বালাকুলৈর্ব্বক্তৈ্রঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্॥ ৩৭ ॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্পাঃ কুহকাস্তক্ষকান্ধকাঃ।
অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রেষ্বতিবিষোল্বণাঃ ॥ ৩৮ ॥
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদ-সংস্থিতঃ ॥৩৯॥

প্রদান করিতেছি, ক্ষান্ত হ, সাতিশয় মূঢ়মতি হইয়া কি জন্য নষ্ট হইতেছিস্?৩৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি সমুদায় ভয় নিরাকৃত হয়, সেই ভয়াপহারী ভগবান্ অনন্ত, অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিলে ভয়ের সম্ভাবনা কি?৩৬

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে ভুজঙ্গগণ! তোমরা বিষরূপ অগ্নিশিখাবিশিষ্ট মুখ দ্বারা এই দুর্ম্মতি দুরাচারকে সদ্য বিনাশ কর।৩৭

পরাশর কহিলেন, কুহক তক্ষক অন্ধক প্রভৃতি অতিবিষোল্বণ সর্পগণ, দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া (বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের) সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিতে লাগিল।৩৮ প্রহ্লাদও ভগবান্ কৃষ্ণে আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহার স্মরণ জনিত সন্তোষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মহাসর্পগণ যে তাঁহার শরীরে দংশন করিতেছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।৩৯

সর্পা উচুঃ ।

দংষ্ট্রা বিশীর্ণা, মণয়ঃ স্ফুটন্তি,
ফণেষু তাপো, হৃদয়েষু কম্পঃ ।
নাস্য ত্বচঃ স্বল্পমপীহ ভিন্নং,
প্রশাধি দৈত্যেশ্বর ! কার্য্যমন্যৎ ॥ ৪০ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

হে দিগ্‌গজাঃ ! সঙ্কটদন্তমিশ্রাঃ !
ঘ্নতৈনমস্মদ্রিপুপক্ষভিন্নম্ ।
তজ্জা বিনাশায় ভবন্তি তস্য
যথারণেঃ প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥ ৪১ ॥

পরাশর উবাচ ।

ততঃ স দিগ্‌গজৈর্বালো ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ ।
পাতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবপীড়িতঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সর্পগণ (দৈত্যরাজের নিকট) কহিল, দৈত্যেশ্বর! আমাদের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল! মস্তকের মণি খসিয়া পড়িল! গাত্রতাপে ফণা পুড়িয়া যাইতেছে! 'হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে! তথাপি ত এই বালকের গায় দাঁত ফুটাইতে বা কিঞ্চিন্মাত্রও চর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না, এক্ষণে যদি আর কিছু কার্য্য থাকে আজ্ঞা করুন।৪০

অনন্তর হিরণ্যকশিপু (সর্পগণকে বিতথ-প্রযত্ন দেখিয়া দিগ্‌গজদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক) কহিলেন, দিগ্‌গজগণ! আমার বিপক্ষ বৈষ্ণবেরা সামাদি উপায় দ্বারা আমার এই পুত্রকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। যেমন অরণি জনিত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্বীয় কারণ অরণিকেই নষ্ট করিয়া থাকে (তাহার ন্যায় এই বালকও দৈত্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্ববংশ ধ্বংস করিতেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছে) অতএব তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া উৎকট দন্ত দ্বারা এককালে ইহাকে আঘাত করিয়া বিনাশ কর।৪১

পরাশর কহিলেন, অনন্তর পর্ব্বত-শিখর সদৃশ দিগ্‌গজগণ মিলিত হইয়া

স্মরতস্তস্য গোবিন্দম্ ইভদন্তাঃ সহস্রশঃ।
শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য, স প্রাহ পিতরং ততঃ॥ ৪৩॥
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎ-পাপ-বিনাশনোহয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥ ৪৪॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

জ্বাল্যতামসুরা!-বহ্নির্-অপসর্পত দিগ্‌গজাঃ!।
বায়ো! সমেধয়াগ্নিং ত্বং, দহ্যতামেষ পাপকৃৎ॥৪৫॥

পরাশর উবাচ।

মহাকাষ্ঠচয়চ্ছন্নম্ অসুরেন্দ্রসুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ॥ ৪৬॥

দন্তদ্বারা প্রপীড়ন পূর্ব্বক সেই বালককে ভূতলে নিক্ষেপ করিল।[৪২] বালক প্রহ্লাদও (নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক ভগবান্) গোবিন্দকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং সহস্র সহস্র দন্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি পিতাকে কহিলেন,[৪৩] পিতঃ! (আপনি দেখিতেছেন) কুলিশাগ্রের ন্যায় কঠিন গজদন্ত সকল যে আমার শরীরে ভগ্ন হইয়া গেল, তদ্বিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই, পরন্তু যিনি মহাবিপদ্ ও মহাবিপদের মূল মহাপাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাঁহারই স্মরণ প্রভাবে (আমার ঈদৃশ অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে)।[৪৪]

হিরণ্যকশিপু (এতচ্ছ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া) কহিলেন, দিগ্‌গজগণ! তোমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাও, অসুরগণ! তোমরা অগ্নি প্রজ্বালিত কর, পবন! তুমি অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিতে থাক; (তোমরা সকলে যত্নবান্ হইয়া) এই পাপাত্মাকে দগ্ধ কর।[৪৫]

পরাশর কহিলেন, অনন্তর দানবগণ দানবরাজের আজ্ঞানুসারে (পর্ব্বত পরিমাণ) কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক দানবেন্দ্রতনয় প্রহ্লাদকে আচ্ছাদন

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্ ।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥ ৪৭ ॥

পরাশর উবাচ ।

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচু-র্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥ ৪৮ ॥

পুরোহিতা ঊচুঃ ।

রাজন্ ! নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়েঽনুজে* ।
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥ ৪৯ ॥
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ ! †।

করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পুরঃসর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।[৪৬] প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ ! এই অগ্নি, পবন কর্ত্তৃক সন্দীপিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতে পারিতেছে না। আমি বোধ করিতেছি, আমার শরীরের চতুর্দ্দিকেই যেন পদ্মপত্রের আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দিক্ শীতল বলিয়া আমার অনুভব হইতেছে।[৪৭]

পরাশর কহিলেন, অনন্তর পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত বাগ্মী মহাত্মা শণ্ডামর্ক প্রভৃতি ভার্গবতনয়গণ, দৈত্যরাজকে স্তব করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন,[৪৮] (পুরোহিতগণ কহিলেন,) রাজন্! আপনি যখন দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখনও আপনকার ক্রোধ সফল হইয়াছে, অতএব আপনকার এই পুত্রটী কনিষ্ঠ, বালক ও ঔরস সন্তান, সুতরাং আপনি ইহার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করুন।[৪৯] রাজন্! আমরা

* রাজন্ ! নিশাম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়ে নিজে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।৪৯

† সংস্করিষ্যামহে বয়ম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।৫০

যথা বিপক্ষ-নাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥ ৫১ ॥
ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষম্ অস্মাকং বচনাদ্ যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামো নিবর্ত্তিনীম্ ॥৫২॥

পরাশর উবাচ।

এবমভ্যর্থিতৈস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥ ৫৩ ॥
ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্ *।
অধ্যাপয়ামাস মুহুর্-উপদেশান্তরে গুরোঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ!।

(যত দূর সাধ্য যত্ন করিয়া) এই বালককে এরূপ সুশিক্ষিত করিব যে, (ভবিষ্যৎকালে) এই বালকই বিনীত হইয়া আপনকার শত্রুবংশ ধ্বংস করিতে থাকিবে।[৫০] দৈত্যরাজ! যখন দেখা যাইতেছে যে, বালকতা সকল দোষেরই আস্পদ, তখন এই শিশুটীর প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না।[৫১] এই বালক, আমাদের কথানুসারে যদি দৈত্যারি বিষ্ণুর পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আমরা ইহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার করিব। আমাদের সেই অভিচার মন্ত্র কিছুতেই বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই।[৫২]

পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দৈত্যরাজ দৈত্যগণ দ্বারা অগ্নিকুণ্ড হইতে আত্মপুত্র প্রহ্লাদকে বাহির করিলেন।[৫৩] অনন্তর বালক প্রহ্লাদও পুনর্ব্বার গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্তির পর মধ্যে মধ্যে যখনই অবকাশ পাইতেন,

* বালকান্ নবান্ ইতি বা পাঠ্যম্।

ন চান্যথৈতন্-মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্॥ ৫৫ ॥
জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥ ৫৬ ॥
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ ! ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদ্ অস্মাকং ভবতাং তথা ॥৫৭॥
মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৫৮॥
গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।

তখনই শিশু দানবকুমারদিগকে একত্র করিয়া (মোক্ষপথ প্রাপ্তির অনুকূল) উপদেশ দিতেন।[৫৪] (তিনি যে রূপে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।)

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মদীয় ভ্রাতৃগণ! হে সমুদায় দৈত্যতনয়গণ! আমি পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। আমার উপদেশ বাক্য মিথ্যা বা অন্যথা বোধ করিও না,- কারণ আমি গুরুর ন্যায় লাভের প্রত্যাশায় লোভাদি হেতু তোমাদিগকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না।[৫৫] দেখ, প্রাণিগণ প্রথমত জন্ম পরিগ্রহ করে, পরে ক্রমশঃ বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যৌবনাবস্থার পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।[৫৬] দৈত্যেশ্বরতনয়গণ! জীবগণের বার্দ্ধক্যাবস্থার অবসানে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ দশাবিপর্য্যয় তোমাদের বা আমাদের সকলেরই ঘটিতেছে। ইহা তোমরা ও আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।[৫৭] যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কখনই হয় না। শাস্ত্রে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ * প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু পুণ্যাপাপরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতিরেকেও জন্ম হয় না।[৫৮] গর্ভবাস হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত যে সকল

* জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে কেহ কেহ মনুষ্য, পশু, পক্ষি প্রভৃতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে, কেহ বা বৃক্ষাদি রূপে উৎপন্ন হয়। যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে, যাহার মৃত্যু হয় তাহার জন্মও অব্যাহত।৫৮

সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্ ।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥ ৬০ ॥
অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্ ।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৬১॥
ক্ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ ।
ক্ক কান্তি-শোভা-সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥৬২॥
মাংসা-ঽসৃক্-পূয়-বিন্-মূত্র-স্নায়ু-মজ্জা-ঽস্থি-সংহতৌ ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥৬৩॥
অগ্নেঃ শীতেন, তোয়স্য তৃষা, ভক্তস্য চ ক্ষুধা ।

অবস্থা ঘটে, তৎসমুদায়ই দুঃখময় বিবেচনা করিবে।[৫৯] যাহাদের বালকের ন্যায় বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহারা ভ্রান্তিকূপে নিপতিত রহিয়াছে, তাহারা, ক্ষুধা নিবৃত্তি, তৃষ্ণা শান্তি, শীতনিবারণ, গ্রীষ্মাপনয়ন প্রভৃতিকে সুখসাধন বলিয়া বোধ করে, কিন্তু ফলত সে সমুদায়ই দুঃখ, কারণ অন্নপানাদি সংগ্রহ করিতে সকলেরই অসীম কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে।[৬০] যাহাদের শরীর বাতাদি দোষে জড়ীভূত হইয়াছে, তাহারা ব্যায়ামকে সুখজনক বলিয়া বোধ করে। যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ভ্রান্তি দ্বারা আবৃত অর্থাৎ যাহারা মোহে আচ্ছন্ন, (প্রণয়-কুপিত-কামিনীর নূপুর-রণৎকার-মুখর চরণ) প্রহারকেও সুখকর জ্ঞান করিয়া থাকে।[৬১] (অহো! কামিদিগের কি ভ্রান্তি!) শ্লেষ্মাদির পিণ্ড এই শরীরই বা কোথায়! শোভা সৌরভ্য কমনীয়তা প্রভৃতি গুণই বা কোথায়! (এ উভয়ের অনেক অন্তর অর্থাৎ কামীরা ভ্রান্তি বশত শ্লেষ্মাদির পিণ্ড স্বরূপ এই শরীরকেই কমনীয়তাদি গুণের আধার বিবেচনা করিয়া থাকে, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।[৬২] যে ব্যক্তি মাংস, অসৃক্, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি, এ সমুদায়ের সংহতি স্বরূপ দেহেতে প্রীতিমান্ হইয়া 'আমি, আমার' প্রভৃতি অহঙ্কার যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি, নরকেও প্রীতিযুক্ত হইতে পারে (কারণ নরকেও ঐ সকল পদার্থ

ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বং তদ্ বিলোমস্য চেতরৈঃ ॥ ৬৪ ॥
করোতি হে দৈত্যসুতা! যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্।
তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥ ৬৫ ॥
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৬৬ ॥
যদ্ যদ্ গৃহে তন্-মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র তস্যৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।)[৬৩] যখন শীত উপস্থিত হয়, তখন অগ্নি, যখন তৃষ্ণা উপস্থিত হয় তখন জল, যখন ক্ষুধা উপস্থিত হয় তখন অন্ন সুখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, পরন্তু অগ্নির সুখজনকতা বিষয়ে শীতের, জলের সুখজনকতা বিষয়ে তৃষ্ণার, অন্নের সুখজনকতা বিষয়ে ক্ষুধার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে। শীতাভাবে অগ্নি, তৃষ্ণাভাবে জল, ক্ষুধাভাবে অন্ন সুখজনক হওয়া দূরে থাকুক সমধিক দুঃখজনকই হইয়া থাকে। (ফলতঃ শীতাদি উপস্থিত হইলে অগ্ন্যাদি দ্বারা দুঃখ শান্তিকেই সুখরূপে জ্ঞান হইতেছে। এই সংসারে বাস্তবিক সুখ কিছুমাত্র নাই।)[৬৪] দৈত্যতনয়গণ! জীবগণ যে পরিমাণে (মিত্রকলত্রাদি) পরিগ্রহ করিয়া থাকে (ও যে পরিমাণে বিষয় ভোগে আসক্ত হয়) সেই পরিমাণেই তাহাদের অন্তঃকরণে দুঃখ বদ্ধমূল হইতে থাকে।[৬৫] প্রাণিগণ এই সংসারে যে পরিমাণে প্রিয়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাহাদের হৃদয়ে শোকশঙ্কু নিখাত হয়।[৬৬] সংসারী ব্যক্তি যে কোন দেশে অবস্থিতি করুন, তাঁহার ধনাদি ভোগ্য বস্তু গৃহেতেই থাকে, কিন্তু সেই ধনাদির চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণেই নিয়ত অবস্থিতি করে। যদি দৈবগত্যা গৃহে সে সমুদায় দ্রব্য নষ্ট, দগ্ধ বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহী যেখানেই থাকুন, সেই খানেই তাহা তাঁহার দুঃখ উপস্থিত করিয়া দেয়। (কি আশ্চর্য্য! এই রূপ দুঃখ উৎপাদন করিবার জন্যই ঐ ধনাদি বাসনারূপে অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে। সেই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর দুঃখের সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ সংসার বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করাই দুঃখ পরি-

জন্মন্যত্র মহদ্‌-দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ॥ ৬৮॥
গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ॥ ৬৯॥
তদেবমতিদুঃখানাম্ আস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্॥ ৭০॥
মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরা-যৌবন-জন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ॥ ৭১॥
বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।

হারের প্রথম উপায়।)[৬৭] এই জগন্মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিলে যে নিরন্তর মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়, (তাহা প্রতিপন্ন করিলাম।) মৃত্যুর পর যে যম-যাতনা, তাহাও সামান্য দুঃখদায়ক নহে। গর্ভসংক্রমণ কালেও সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।[৬৮] তোমরা অনুমান করিয়া দেখ দেখি, যত কাল গর্ভমধ্যে বাস করিতে হয়, তত কাল কি কিছুমাত্র সুখলেশ ভোগ করিতে পারা যায়? যদি তৎকালে কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব অনুমিত হয়, বল। (যাহা হউক,) এই জগৎ নিয়ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরই আধার (সন্দেহ নাই।)[৬৯]

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই সংসার-সাগর কেবল নানাপ্রকার দুঃখেরই আস্পদ। আমি তোমাদের নিকট সত্য কথা বলিতেছি, (এই দুঃখময় সংসার-সাগরে) একমাত্র বিষ্ণুই পরম গতি, (তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার হইবার আর উপায়ান্তর নাই।)[৭০] তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমরা বালক, (এক্ষণে আমাদের ধর্ম্ম আলোচনার সময় নহে,) কারণ এই দেহে যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি নিত্য। জন্ম বাল্য যৌবন জরা প্রভৃতি সমুদয় গুলিই দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে (সুতরাং আত্মা সকল অবস্থাতেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। আত্মা কখন বালক যুবা বা বৃদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন না।) বিশেষতঃ তত্ত্বানুসন্ধান কালে সময় বিশেষ প্রতীক্ষা করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির

যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্ ॥৭২॥
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্ ॥ ৭৩ ॥
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্ত-মানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥৭৪॥
বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।

কর্ত্তব্য নহে।)৭১ আমি বালক, আমি এক্ষণে যথা ইচ্ছা বিচরণ করি, যৌবন কালে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হইব। আমি এক্ষণে যুবা, (অধুনা আমি বিষয় ভোগাদি দ্বারা যৌবন কাল চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হই,) বার্দ্ধক্যাবস্থায় আত্মার হিতসাধনের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।৭২ এক্ষণে আমি বৃদ্ধ, অধুনা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অপটু হওয়াতে কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। আমি যখন কার্য্যে পটু ছিলাম, তখন দুর্বুদ্ধি প্রযুক্ত কিছুই করি নাই, এক্ষণে কি করিব?৭৩ জীবগণ যদিও জ্ঞানপিপাসায় নিরন্তর আকুল রহিয়াছে, তথাপি তাহারা এই রূপ দুরাশা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্মুখীন হয় না *।৭৪ অজ্ঞ জীবগণ বাল্যকালে ক্রীড়ায় আসক্ত

* রজক যেমন নির্ম্মল জাহ্নবী সলিলে বস্ত্র প্রক্ষালণ করিতে করিতে পিপাসাতুর হইয়া মনে করে যে এই বস্ত্রখানি প্রক্ষালিত হইলেই জল পান করিব। যখন সেই বস্ত্রখানি প্রক্ষালিত করা হয় তখন আবার আর একখানি বস্ত্র লইয়া ঐরূপ বিবেচনা করিতে থাকে সুতরাং রজক পিপাসার্ত্ত হইয়া জলমধ্যে থাকিয়াও জল পান করিতে পারে না, জীবগণও ঐরূপ মনে করে যে, অদ্য বিষয়-ভোগ করিয়া লই, কল্য পরমার্থ চিন্তা দ্বারা জ্ঞানপিপাসা ও ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্ত করিব। নিত্য এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই জীবের জীবন ক্ষয় হয়। যেমন কোন ধীবর গঙ্গাজলে মৎস্য ধরিতে ধরিতে পিপাসিত হইয়া বিবেচনা করে যে, এই মৎস্যটী ধরিয়াই জল পান করিব, পরে মৎস্য ধারণেও ক্ষান্ত হইতে পারে না, তাহার জল পান করাও হয় না, সুতরাং সে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এইরূপ জীবগণও মনে করে যে, আর কিছু দিন বিষয় ভোগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিব। পরে তাহারা বিষয় ভোগ হইতেও ক্ষান্ত হইতে পারে না, বৈরাগ্য আশ্রয় করাও তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনন্তর অপরিজ্ঞাত রূপে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে।৭৪

অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫ ॥
তস্মাদ্ বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥ ৭৬ ॥
তদেতদ্ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্।
তদস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ ॥ ৭৭ ॥
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপ-ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্ ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ ॥ ৭৯ ॥
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥৮০॥

থাকে. যৌবন কালে বিবিধ বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয়। বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে তাহারা অসমর্থতা প্রযুক্ত বৃথা সময় অতিবাহন করে। (কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই তাহাদের পরমার্থ চিন্তা ঘটিয়া উঠে না।)[৭৫] অতএব বাল্যকালেই অন্তঃকরণে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবে। (আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,) আত্মার বাল্য যৌবন বা বার্দ্ধক্য ভাব নাই।[৭৬] আমি তোমাদিগকে যে সকল উপদেশ বাক্য কহিলাম, যদি তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ না কর, তাহা হইলে আমার সন্তোষসম্পাদনের নিমিত্ত বিষ্ণু স্মরণ কর। তিনি তোমাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন।[৭৭] (আরো তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ,) বিষ্ণু স্মরণ করিতে পরিশ্রমই বা কি? অথচ তাঁহার স্মরণ করিলে তিনি মঙ্গল করেন ও পাপ ক্ষয় হয়। অতএব দিবারাত্রি সেই বিষ্ণুকে স্মরণ কর।[৭৮] সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুতে তোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত হউক। ভূতমাত্রই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সুতরাং সর্ব্বভূতের প্রতি তোমাদের বন্ধুবৎ ব্যবহার হউক। (ভগবান্ বিষ্ণু) তোমাদের রাগদ্বেষাদি-কৃত সমুদায় ক্লেশ দূর করুন।[৭৯] এই অখিল জগৎ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥ ৮১ ॥
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৮২॥
এতে ভিন্নদৃশা দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥ ৮৩ ॥
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮৪ ॥

রূপ ত্রিবিধ তাপে অভিভূত রহিয়াছে, অতএব জগতের (সকলেই দুঃখভাগী ও) সকলেই শোচনীয়। ঈদৃশ অবস্থায় কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাহাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে পারে ?৮০ অন্যান্য লোক বিদ্বান্ ধনসম্পন্ন ও উন্নতাবস্থায় অবস্থিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, আমিই কেবল ধনাদি উপার্জ্জনে অশক্ত, ইহা আন্দোলন করিয়া কাহারো প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিবে না, প্রত্যুত ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি (ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক) প্রীতি প্রকাশই করিবে, কারণ দ্বেষ করিলে দ্বেষক ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট-লাভ কিছুই হয় না।৮১ যাহারা শত্রুপক্ষেরও দ্বেষ করে, তাহারা মহামোহে আবৃত বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুঃখিতান্তঃকরণে আক্ষেপ ও শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন।৮২

দৈত্যগণ ! (যদিও সমুদায় জীবকেই আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে, তথাপি) আমি আপাততঃ ভেদ-দৃষ্টি স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে দ্বেষোপশমের প্রকার ভেদ কহিলাম। অতঃপর পরমার্থ বিষয়ে উত্তম জ্ঞানী-দিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার সারাংশ কহিতেছি, শ্রবণ কর।৮৩ ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই যে চরাচর জগৎ দেখিতেছ, এ সমুদায়ই বিষ্ণুময়, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমস্ত জীবকেই আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যেমন আপনার হিতকামনা করেন, সেই রূপ প্রাণিমাত্রেরি হিতকামনা করিয়া থাকেন, প্রাণান্তেও

সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যাম নির্ব্বৃতিম্ ॥৮৫॥
যা নাগ্নিনা নবার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্যবরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৮৬ ॥
ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যেন্দ্রৈ-র্নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ।
ন মনুষ্যৈর্ন পশুভি-র্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ ॥ ৮৭ ॥
জ্বরাক্ষি-রোগা-হতীসার-প্লীহ-গুল্মাদিকৈস্তথা।
দ্বেষের্ষ্যামৎসরাদ্যৈর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
ন চান্যৈর্নীয়তে কৈশ্চিন্-নিত্যা যাত্যন্তনির্ম্মলা।
তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদি সংস্থিতে ॥৮৯॥
অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া সাধারণের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন হন।৮৪ (ভ্রাতৃগণ!) আইস আমরা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি আসুর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাহাতে পরম নির্ব্বৃতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই।৮৫ কি অগ্নি দ্বারা, কি সূর্য্য দ্বারা, কি চন্দ্র দ্বারা, কি সমীরণ দ্বারা, কি জলধরপটল দ্বারা, কি বরুণ দ্বারা, কি সিদ্ধগণ দ্বারা, কি রাক্ষসগণ দ্বারা,৮৬ কি যক্ষদ্বারা, কি দৈত্যগণ দ্বারা, কি ভুজঙ্গগণ দ্বারা, কি কিন্নরগণ দ্বারা, কি মনুষ্যগণ দ্বারা, কি পশুগণ দ্বারা, কি আত্মসম্ভূত শারীরিক বা মানসিক দোষসমূহ দ্বারা,৮৭ কি জ্বর, অতীসার, নেত্ররোগ, প্লীহা প্রভৃতি শারীরিক দোষবিশেষ দ্বারা, কি দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, রাগ, লোভ প্রভৃতি মানসিক দোষ বিশেষ দ্বারা,৮৮ কি উক্ত দোষমূলক অবিদ্যা-কার্য্যবিশেষ দ্বারা, কিছুতেই যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, যাহা অত্যন্ত নির্ম্মলা ও নিত্যা, নির্ম্মল অন্তঃকরণে বিষ্ণুকে ধারণ করিলে সেই পরম নির্ব্বৃতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।৮৯

দৈত্যগণ! এই অসার সংসার ক্ষেত্রে দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥ ৯০ ॥
তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাং
নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎ ফলম্ ॥৯১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

রাক্ষস মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্ম হইয়া থাকে। তোমরা ইহার মধ্যে যে কোন যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া হঠাৎ তত্তদ্ভোগ্য বস্তু লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিও না। পরন্তু তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান কর। আমি তোমাদের নিকট সার কথা বলিতেছি যে, সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা।৯০ ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে জগতের কোন বস্তুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। (তাঁহার প্রসাদে যদিও সমুদায় বস্তুই অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়, তথাপি তাঁহার নিকট) ধর্ম্ম অর্থ ও কাম প্রার্থনা করা উচিত নহে, কারণ ধর্ম্মার্থ কাম রূপ ত্রিবর্গ অতি সামান্য বস্তু। তোমরা নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মরূপ অনন্ত বৃক্ষ আশ্রয় কর, তাহা হইলে অবশ্যই মোক্ষরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।৯১

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ সপ্তদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

তস্যৈবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতের্ভয়াৎ।
আচচক্ষুঃ স চোবাচ সূদানাহূয় সত্বরঃ॥ ১॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে সূদা! মম পুত্রোঽসৌ অন্যেষামপি দুর্ম্মতিঃ।
কুমার্গ-দেশকো দুষ্টো হন্যতামবিলম্বিতম্॥ ২॥
হালাহলং বিষং তস্য সর্ব্বভক্ষ্যেষু দীয়তাম্।
অবিজ্ঞাতমসৌ পাপো হন্যতাং মা বিচার্য্যতাম্॥ ৩॥

পরাশর উবাচ।

তে তথৈব ততশ্চক্রুঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে।

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদের ঈদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া ভয়ক্রমে দৈত্যরাজের নিকট নিবেদন করিল। দৈত্যরাজও ত্বরান্বিত হইয়া পাচকগণকে আহ্বান পুর্ব্বক কহিলেন।[১] (হিরণ্যকশিপু কহিলেন,) সূদগণ! আমার সেই পুত্রটীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। সেই দুষ্ট বালক, অন্যান্য বালকদিগকেও কুপথের পথিক করিবার জন্য উপদেশ দিতেছে, অতএব অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ কর।[২] তোমরা অতি গোপনে তাহার সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত হালাহল বিষ প্রদান কর এবং যাহাতে সে পুর্ব্বে কিছুই বুঝিতে সমর্থ না হয়, এরূপ করিয়া সেই পাপাত্মাকে মারিয়া ফেল। এ বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না।[৩]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর পাচকগণ দৈত্যরাজের আজ্ঞানুসারে মহাত্মা

বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
হালাহলং বিষং ঘোরম্ অনন্তোচ্চারণেন সঃ।
অভিমন্ত্র্য সহান্নেন মৈত্রেয়! বুভুজে তদা ॥ ৫ ॥
অবিকারং স তদ্ ভুক্ত্বা প্রহ্লাদঃ স্বস্থ-মানসঃ।
অনন্ত-খ্যাতি-নির্বীর্য্যং জরয়ামাস তদ্ বিষম্ ॥ ৬ ॥
ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্ বিষম্।
দৈত্যেশ্বরমুপাগম্য প্রণিপত্যোদমব্রুবন্ ॥ ৭ ॥

সূদা ঊচুঃ।

দৈত্যরাজ! বিষং দত্তম্ অস্মাভিরতিভীষণম্।
জীর্ণং তেন সহান্নেন প্রহ্লাদেন সুতেন তে ॥ ৮ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্য-পুরোহিতাঃ!।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥ ৯ ॥

প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিল।[৪] মৈত্রেয়! তখন প্রহ্লাদও ভগবান্ অনন্তদেবের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া ঘোর হালাহল বিষ মিশ্রিত সেই অন্ন ভোজন করিলেন।[৫] অনন্ত নাম কীর্ত্তনমাত্র ঐ বিষ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং প্রহ্লাদ তাহা ভক্ষণ করিয়া অবিকৃত শরীরে ও অবিকৃত চিত্তে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।[৬] পরে পাচকগণ প্রহ্লাদকে সেই মহাবিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট গমন করিল এবং নমস্কার পূর্ব্বক কহিল,[৭] (পাচকগণ বলিল,) দৈত্যরাজ! আমরা আপনকার পুত্র প্রহ্লাদকে অন্নের সহিত অতিভীষণ বিষ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে) সে তাহা (অনায়াসে) জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।[৮]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে দৈত্যপুরোহিতগণ! তোমরা ত্বরান্বিত হও, প্রহ্লাদকে সদ্য সংহার করিবার নিমিত্ত শীঘ্র অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, এ বিষয়ে ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব করিও না।[৯]

পরাশর উবাচ।

সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্য পুরোহিতাঃ।
সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়ান্বিতম্॥ ১০ ॥

পুরোহিতা উচুঃ।

জাতস্ত্রৈলোক্য-বিখ্যাতে আয়ুষ্মন্! ব্রহ্মণঃ কুলে।
দৈত্যরাজস্য তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্॥ ১১ ॥
কিং দেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাশ্রয়ঃ।
পিতা তে সর্ব্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥১২॥
তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষ-স্তব-সংহিতাম্।
বাচং পিতা সমস্তানাং গুরূণাং পরমো গুরুঃ ॥ ১৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

এবমেতন্-মহাভাগাঃ! শ্লাঘ্যমেতন্-মহাকুলম্*।

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দৈত্যকুলের পুরোহিতগণ প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বিনয়াবনত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন,১০ (পুরোহিতেরা কহিলেন,) আয়ুষ্মন্! তুমি ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ব্রহ্মার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, বিশেষতঃ তুমি দৈত্যগণের অধিপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র।১১ তোমার পিতা সমুদায় লোকের আশ্রয়। তুমিও তোমার পিতার ন্যায় সকলের আশ্রয় হইবে, অতএব তুমি কি জন্য দেবগণের, অনন্তের বা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ?১২ (এক্ষণে আমরা তোমাকে বলিতেছি যে,) অতঃপর তুমি শত্রুপক্ষের স্তুতিপাঠ-পূর্ণ বাক্য পরিত্যাগ কর। (তুমি কি জান না যে) তোমার পিতা সমস্ত গুরুগণেরও পরম গুরু।১৩

প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাত্মগণ! আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বটে। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির এই মহাবংশ* সমুদায় ত্রৈলোক্যের মধ্যে

* শ্লাঘ্যমেতন্মহাকুলম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

* ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি।

মরীচেঃ সকলেহপ্যস্মিন্ ত্রৈলোক্যে কোহন্যথা বদেৎ।১৪
পিতা চ মম সর্ব্বস্মিন্ জগত্যুৎকৃষ্ট-চেষ্টিতঃ।
এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্॥ ১৫॥
গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ।
যদুক্তং, ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে॥১৬॥
পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্॥ ১৭॥
যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুষ্মাভিরীদৃশম্।
কো ব্রবীতি যথাযুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোহর্থবৎ॥১৮॥
ইত্যুক্ত্বা সোহভবন্-মৌনী তেষাং গৌরব-যন্ত্রিতঃ।
প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাধ্বিতি॥ ১৯॥
সাধু ভোঃ! কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম।

শ্লাঘ্য, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?১৪ এই সমুদায় জগতের মধ্যে আমার পিতা যে কার্য্য দ্বারা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাহা সত্য, তাহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই, ইহাও আমি উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত আছি।১৫ আপনারা যে বলিলেন, আমার পিতা সমুদায় গুরু অপেক্ষা পরম গুরু; এ কথাতেও কিছুমাত্র ভ্রান্তি লক্ষিত হইতেছে না, অর্থাৎ ইহা আপনাদের অভ্রান্ত বাক্য।১৬ পিতা যে পরম গুরু ও তাঁহাকে যে পরম যত্নের সহিত পূজা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই এবং আমার মনে হইতেছে যে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধী হই নাই ১৭ পরন্তু; আপনারা যে কহিলেন, "কি জন্য অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ?" ঈদৃশ বাক্য যে কতদূর অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ আপনাদের এই বাক্যটীর সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না।১৮ প্রহ্লাদ এই বাক্য বলিয়া তাঁহাদের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত মৌন অবলম্বন করিলেন, পরে পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া কহিলেন, অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি হইবে? ইহা কি আপনাদের সাধু বাক্য?১৯ মদীয় গুরুগণ! অনন্তের আশ্রয়ে লাভ কি?

শ্রূয়তাং যদনন্তেন, যদি খেদং ন যাস্যথ ॥ ২০ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥ ২১ ॥
মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষেণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ।
ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরৈঃ ॥ ২২ ॥
তৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞান-ধ্যান-সমাধিভিঃ।
অবাপুর্ম্মুক্তিমপরে পুরুষা ধ্বস্ত-বন্ধনাঃ ॥ ২৩ ॥
সম্পদৈশ্বর্য্য-মাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততি-কর্ম্মণাম্।
বিমুক্তেশ্চৈকতালভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥ ২৪ ॥
যতো ধর্ম্মার্থকামাখ্যং মুক্তিশ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ!।
তেনাপি হি কিমিত্যেবম্ অনন্তেন কিমুচ্যতে ?॥ ২৫ ॥
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম।

আপনাদের এ কথাটী কি ভাল হইয়াছে? যদি আপনাদের কোন ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে অনন্ত হইতে যাদৃশ ফল লাভ হয়, তাহা (বলিতেছি,) শ্রবণ করুন।[২০] ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই চারিটী লাভ করাই পুরুষমাত্রের উদ্দেশ্য। যাঁহা হইতে এই চতুবর্গই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহা হইতে কি লাভ হইবে? এরূপ বৃথা বাক্য কি জন্য প্রয়োগ করিতেছেন?[২১] মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, প্রজাপতি দক্ষ ও অন্যান্য মহাত্মারা যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন, আর আর অনেকেই কেহ কেহ অর্থ, কেহ কেহ কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,[২২] কোন কোন পুরুষ যে, তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন পূর্ব্বক জ্ঞান ধ্যান ও সমাধিদ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন।[২৩] হরির আরাধনাই সেই সমুদায় সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, কর্ম্ম ও মুক্তির মূল কারণ। (হরির আরাধনাও দুরূহ কার্য্য নহে, কারণ) সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারাই তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে।[২৪] দ্বিজগণ! যাঁহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অনন্ত হইতে কি লাভ হইতে পারে? এ কথা

বদন্তু সাধু বাসাধু বিবেকোঽস্মাকমল্পকঃ ॥ ২৬ ॥

পুরোহিতা ঊচুঃ।

দহ্যমানস্ত্বমস্মাভিরগ্নিনা বাল! রক্ষিতঃ।
ভূয়ো ন বক্ষ্যসীত্যেবং নৈব জ্ঞাতোঽস্যবুদ্ধিমান্ ॥২৭॥
যদাস্মদ্-বচনান্-মোহগ্রাহং ন ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
ততঃ কৃত্যাং বিনাশায় তব স্রক্ষ্যাম দুর্ম্মতে! ॥২৮॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

কঃ কেন হন্যতে জন্তু-র্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে?।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসন্ সাধু সমাচরন্ * ॥ ২৯ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজ-পুরোহিতাঃ।

আপনারা কি রূপে বলিতেছেন?[২৫] অথবা ঐ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। আপনারা আমার গুরু, আমাদের বিবেচনা শক্তি অতি অল্প, অতএব আপনারাই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া বলুন।[২৬]

পুরোহিতগণ কহিলেন, বালক! তুমি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলে, আমরা তোমাকে এই বলিয়া রক্ষা করিয়াছি যে, তুমি পুনর্ব্বার আর ওরূপ কথা মুখে আনিবে না, কিন্তু মূর্খতা নিবন্ধন তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।[২৭] দুর্ম্মতে! যদি আমাদের কথানুসারে তুমি এই মোহকৃত দুরাগ্রহ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার সংহারের নিমিত্ত অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব।[২৮]

প্রহ্লাদ কহিলেন। কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে বধ করিতে পারে না, কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না, পরন্তু স্বয়ং আত্মাই সাধু বা অসাধু ব্যবহার দ্বারা রক্ষিত বা হত হইয়া থাকে।[২৯]

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদ এই কথা বলিবামাত্র দৈত্যরাজের পুরোহিতগণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা (প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করি-

* হ্যসৎ সাধু সমাচরন্ ইতি বা পাঠ্যম্।

কৃত্যামুৎপাদয়ামাসু-র্জ্বালামালোজ্জ্বলাকৃতিম্ ॥ ৩০ ॥
অতিভীমা সমাগম্য পাদন্যাস-ক্ষুত-ক্ষিতিঃ।
শূলেন সা সুসংক্রুদ্ধা তং জঘানাশু বক্ষসি ॥ ৩১ ॥
তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ।
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥ ৩২ ॥
যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা ॥ ৩৩ ॥
অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্যয়া দহ্যমানাংস্তান্ বিলোক্য স মহামতিঃ।
ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি বদন্নভ্যবপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্রূপ! জগৎস্রষ্টর্-!-জনার্দ্দন!।

বার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন।) তাহাতে মূর্ত্তিমতী অভিচারক্রিয়া উৎপন্না হইল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসমূহ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল আকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিল।[৩০] তাহার পাদ বিক্ষেপে ধরণীমণ্ডল বিচলিত হইল। সেই অতিভীষণ অভিচারক্রিয়া উপস্থিত হইয়াই ক্রোধ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শূল দ্বারা প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল।[৩১] সেই প্রদীপ্ত শূল, বালক প্রহ্লাদের হৃদয়ে আহত হইয়াই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং শতধা চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।[৩২] অনপায়ী ভগবান্ ঈশ্বর হরি যে হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, সে হৃদয়ে শূলের কথা কি বলিব, বজ্রও চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।[৩৩] পাপাত্মা দৈত্য-পুরোহিতগণ নিষ্পাপ প্রহ্লাদে অভিচারক্রিয়া প্রয়োগ করাতে সেই অভিচার ক্রিয়া তাঁহাদিগকেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া অন্তর্হিত হইল।[৩৪] মহামতি প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা দগ্ধ হইতে দেখিয়া, হে

পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্-মন্ত্রপাবকাৎ ॥ ৩৬ ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্-গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি, জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৮॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্ব্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দ্দিগ্গজৈর্-অহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥৩৯॥
তেম্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ ॥ ৪০ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে সংস্পৃষ্টাশ্চ নিরাময়াঃ।

কৃষ্ণ! হে অনন্ত! রক্ষা কর, এই কথা বলিয়া দহ্যমান পুরোহিতবর্গের নিকট ধাবমান হইলেন।৩৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, সর্ব্বব্যাপিন্! জগৎস্বরূপ! জগৎ-সৃষ্টিকারক! জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর।৩৬ সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু যদি সর্ব্বজীবে থাকেন, তাহা হইলে এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন।৩৭ আমি সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক যেমন অগ্নিকেও শত্রু বলিয়া গণনা করি নাই, সেইরূপ এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন।৩৮ পূর্ব্বে যাহারা আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ প্রদান করে, যাহারা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে সকল দিগ্গজ আমাকে দন্তাঘাত করিয়াছিল, যে সকল ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করে;৩৯ আমি তাহাদের সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সম দৃষ্টি রহিয়াছে। আমি কখন কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে এই অসুর-যাজকগণ জীবন প্রাপ্ত হউন।৪০

পরাশর কহিলেন। প্রহ্লাদ এই কথা বলিয়া স্পর্শ করিবামাত্র পুরো-

সমুত্তস্থুর্দ্বিজা ভূয়-স্তঞ্চোচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতম্‌॥ ৪১ ॥

পুরোহিতা উচুঃ।

দীর্ঘায়ুরপ্রতিহত-বল-বীর্য্য-সমন্বিতঃ।

পুত্র-পৌত্র-ধনৈশ্বর্য্য-যুক্তো বৎস! ভবোত্তম! ॥৪২॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো গত্বা যথাবৃত্তং পুরোহিতাঃ।

দৈত্যরাজায় সকলম্‌ আচচক্ষুর্মহামুনে! ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে প্রহ্লাদ-চরিতেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

হিতগণ নিরাময় হইয়া উত্থিত হইলেন এবং বিনয়াবনত প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার কহিলেন।৪১

পুরোহিতগণ কহিলেন, বৎস! তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি অপ্রতিহত বলবীর্য্যসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু হও। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত (পরম সুখে কাল যাপন কর।)৪২

পরাশর কহিলেন, মহামুনে! অনন্তর পুরোহিতগণ এই কথা বলিয়া দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাঁহার নিকট তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।৪৩

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

হিরণ্যকশিপুঃ শ্রুত্বা তাং কৃত্যাং বিতথীকৃতাম্।
আহূয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবস্যাস্য কারণম্॥ ১॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রহ্লাদ! সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্।
এতন্‌-মন্ত্রাদিজনিতম্, উতাহো সহজং তব?॥ ২॥

পরাশর উবাচ।

এবং পৃষ্ট-স্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপু যখন শুনিলেন যে, প্রহ্লাদের বিনাশের নিমিত্ত পুরোহিতেরা যে অভিচার ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাও বিফল-হইয়াছে, তখন তিনি প্রহ্লাদকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার তাদৃশ প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, প্রহ্লাদ! তোমার প্রভাব অতীব চমৎকার। পরন্তু তোমার এই প্রভাব কি তোমার আত্মচেষ্টা দ্বারা হইয়াছে? অথবা কোন মন্ত্র দ্বারা হইতেছে? কিংবা তোমার এই প্রভাব স্বাভাবিক, (তাহা বল।) ২

পরাশর কহিলেন, প্রহ্লাদের পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুরবালক প্রহ্লাদ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন। ৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত! ন বা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥ ৪ ॥
অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগম-স্তাত! হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্-বীজ-জন্ম * ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্ ॥ ৬ ॥
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা। ‡
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥ ৭ ॥
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।

(প্রহ্লাদ কহিলেন) পিতঃ! আমার এই প্রভাব মন্ত্রাদি দ্বারা হয় নাই, ইহা আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে, পরন্তু ভগবান্ অচ্যুত যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।[4] যে ব্যক্তি কাহারো অনিষ্ট চিন্তা না করে ও সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে, কারণাভাব হেতু তাঁহারও অনিষ্টাপাত হয় না।[5] যে ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা মনোদ্বারা বা বাক্য দ্বারা পরাপকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই পরাপকাররূপ বীজ হইতে ভূরি ভূরি অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।[6] আমি মনোদ্বারা কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না, কোন ব্যক্তির অপকার করিতেও প্রবৃত্ত হই না এবং যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এরূপ বাক্যও প্রয়োগ করি না। আমি এই সকল পাপে বিরত থাকিয়া কেবল সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুকে আত্মস্থ রূপে চিন্তা করিয়া থাকি।[7]

* তদ্বীজং জন্ম ফলতি প্রভূতম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ বদামি চ ইতি বা পাঠঃ।

সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ ॥ ৮ ॥
এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্ ॥ ৯ ॥

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ।
ক্রোধান্ধকারিত-মুখঃ প্রাহ দৈতেয়কিঙ্করান্ ॥ ১০ ॥
দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামস্মাৎ প্রাসাদাৎ শতযোজনাৎ।
গিরিপৃষ্ঠে পতত্বস্মিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥ ১১ ॥
তত-স্তং চিক্ষিপুঃ সর্ব্বে বালং দৈতেয়দানবাঃ। *
পপাত সোঽপ্যধঃক্ষিপ্তো হৃদয়েনোদ্বহন্ হরিম্ ॥১২॥

আমার চিত্ত সকলেরই কল্যাণসাধনে উন্মুখ, অতএব কি নিমিত্ত আমার শারীরিক বা মানসিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক দুঃখ উপস্থিত হইবে। ৮ এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচরিত ভক্তি (ও শ্রদ্ধা) করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ৯

পরাশর কহিলেন। দৈত্যরাজ উচ্চতম প্রাসাদ শিখরে উপবেশন পূর্ব্বক যখন পুত্রের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ অন্ধকারপ্রায় হইল। তিনি কিঙ্করগণকে (আহ্বান করিয়া) কহিলেন, ১০ (কিঙ্করগণ!) তোমরা এই শতযোজন উচ্চ প্রাসাদ হইতে এই দুরাত্মাকে এই রূপ করিয়া নিক্ষেপ কর যে, এই দুরাত্মা যেন গিরি পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং শিলাদ্বারা ইহার সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়। ১১ অনন্তর দৈত্য ও দানবগণ সেই বালককে (উচ্চতম প্রাসাদশিখর হইতে) নিক্ষেপ করিল। বালক প্রহ্লাদও হরিকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে

* দৈত্যস্তং কিঙ্করা. ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পতমানং জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাতরি কেশবে।
ভক্তিযুক্তং দধারৈনম্ উপসংগম্য মেদিনী॥ ১৩॥
ততো বিলোক্য তং স্বস্থম্ * অবিশীর্ণাস্থিপঞ্জরম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শম্বরং মায়িনাং বরম্॥ ১৪॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
নাস্মাভিঃ শক্যতে হন্তুমসৌ দুর্বুদ্ধিবালকঃ। †
মায়াং বেত্তি ভবাংস্তস্মান্-মায়য়ৈনং নিষূদয়॥ ১৫॥
শম্বর উবাচ।
সূদয়াম্যেষ দৈত্যেন্দ্র! পশ্য মায়াবলং মম।
সহস্রমাত্রং মায়ানাং যস্য কোটিশতং তথা॥ ১৬॥

লাগিলেন। ১২। তখন জগদ্ধাত্রী পৃথিবী জগদ্বিধাতা হরির একান্ত ভক্ত প্রহ্লাদকে (প্রাসাদশিখর হইতে) পড়িতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন। ১৩॥ অনন্তর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সুস্থ ও তাঁহার অস্থিপঞ্জর অভুগ্ন দেখিয়া সাতিশয় মায়াবী শম্বরকে কহিলেন। ১৪।

(হিরণ্যকশিপু কহিলেন, শম্বর!) আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলাম না। তুমি মায়াবী, অতএব মায়াদ্বারা ইহাকে বিনষ্ট কর। ১৫।

শম্বর কহিল, দানবরাজ! আমি এখনই এই বালককে বিনাশ করিতেছি। আপনি আমার মায়াবল প্রত্যক্ষ করুন। আমি শতসহস্র কোটি প্রকার মায়া অবগত আছি। ১৬।

* সুস্থাঙ্গমিতি কেচিৎ পঠন্তি।

† নাস্মাভিঃ শক্যতে হন্তুম্ অয়ং দুর্বৃত্তবালকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

পরাশর উবাচ।

ততঃ স সসৃজে মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরোঽসুরঃ।
বিনাশমিচ্ছন্ দুর্বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনি ॥ ১৭ ॥
সমাহিত-মতিভূর্ত্বা * শম্বরেঽপি বিমৎসরঃ।
মৈত্রেয়! সোঽপি প্রহ্লাদঃ সস্মার মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥
ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্।
আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালিসুদর্শনম্ ॥ ১৯ ॥
তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহম্ একৈকশ্যেন সূদিতম্ ॥ ২০ ॥
সংশোষকং তথা বায়ুং § দৈত্যেন্দ্রস্ত্বিদমব্রবীৎ।
শীঘ্রমেষ মমাদেশাদ্ দুরাত্মা নীয়তাং ক্ষয়ম্ ॥ ২১ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তু সোঽপ্যেনং বিবেশ পবনো লঘু।

পরাশর কহিলেন, অনন্তর দুর্বুদ্ধি শম্বরাসুর সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মায়া বিস্তার করিতে লাগিল। ১৭ মৈত্রেয়! প্রহ্লাদও শম্বরাসুরের প্রতি কিছুমাত্র মাৎসর্য্য প্রকাশ না করিয়া সমাহিত চিত্তে হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৮ অনন্তর ভগবান্ চক্রপাণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জ্বালাকরাল সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিলে সুদর্শন প্রহ্লাদের নিকট আগমন করিল। ১৯ এবং সেই শীঘ্রগামী চক্র ঐ বালকের দেহ রক্ষার্থ শম্বরাসুরের সহস্র মায়া একাদিক্রমে বিনষ্ট করিল। ২০ অনন্তর দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু সংশোষক সমীরণকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে আমার নিদেশে এই দুরাত্মাকে ক্ষয় করিয়া ফেল। ২১ তখন শীত রুক্ষ

* সমাহিতমনা ভূত্বা ইতি বা পঠনীয়ম্।

§ ভত্তো বায়ুম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

শীতোঽতিরুক্ষঃ শোষায় তদ্‌-দেহস্যাতিদুঃসহঃ ॥২২॥
তেনাবিষ্টমথাত্মানং স বুদ্ধ্বা * দৈত্যবালকঃ।
হৃদয়েন মহাত্মানং দধার ধরণীধরম্॥ ২৩ ॥
হৃদয়স্থ-স্তত-স্তস্য তং বায়ুমতিভীষণম্। †
পপৌ জনার্দ্দনঃ ক্রুদ্ধঃ, স যযৌ পবনঃ ক্ষয়ম্। ২৪ ॥
ক্ষীণাসু সর্ব্বমায়াসু পবনে চ ক্ষয়ং গতে। ‡
জগাম সোঽপি ভবনং গুরোরেব মহামতিঃ॥ ২৫ ॥
অহন্যহন্যথাচার্য্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্।
গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্ঞামুশনসা কৃতাম্॥ ২৬ ॥
গৃহীত-নীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ।
মেনে, তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥২৭॥

নিতান্ত দুঃসহ বায়ু 'যথাজ্ঞা মহারাজ!', এই বলিয়া প্রহ্লাদের দেহ শোষণের নিমিত্ত শীঘ্র তাঁহার দেহে প্রবেশ করিল।[২২] প্রহ্লাদ, স্বদেহে সংশোষক বায়ু প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পবনাশন শেষমূর্ত্তি ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন।[২৩] তখন অনন্ত, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ভীষণ বায়ুকে পান করিতে লাগিলেন। সংশোষক বায়ুও ক্ষয় হইয়া গেল।[২৪]

এই রূপে শম্বরাসুরের মায়া বিফল ও বায়ু ক্ষয় হইলে মহামতি প্রহ্লাদ গুরুর গৃহে গমন করিলেন।[২৫] গুরুও প্রতিদিন সেই বালককে রাজ্য ফলপ্রদ নীতিশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।[২৬] তিনি যখন বুঝিলেন যে, প্রহ্লাদ নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত ও বিনীত

---

* সুবুদ্ধা ইতি বা পঠ।

† অতিশোষণম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ পবনে সংগতে ক্ষয়ম্ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

আচার্য্য উবাচ।

গৃহীত-নীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে! কৃতঃ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্॥ ২৮॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

মিত্রেষু বর্ত্তেত কথম্ অরিবর্গেষু ভূপতিঃ।
প্রহ্লাদ! ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ॥ ২৯॥
কথং মন্ত্রিষ্বমাত্যেষু বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ।
চারেষু চৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ॥ ৩০॥
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে।
প্রহ্লাদ! কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে॥৩১॥

হইয়াছে, তখন তিনি দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন।[২৭]॥

(আচার্য্য কহিলেন) দৈত্যপতে! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে আমি নীতিবিদ্যা শিখাইয়াছি। শুক্রাচার্য্য যে নীতি উপদেশ করিয়াছেন, প্রহ্লাদ তাহা বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়াছে।[২৮]। হিরণ্য-কশিপু কহিলেন, প্রহ্লাদ! রাজা, শত্রু ও মিত্র এই উভয়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? ক্ষয় বৃদ্ধি ও এই উভয়ের সাম্যাবস্থায় কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য?[২৯] মন্ত্রি অমাত্য, বাহ্য বা অভ্যন্তর চর, শঙ্কিত অশঙ্কিত ও চোর এই সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে।[৩০] সন্ধি বিগ্রহাদি স্থলে কোথায় কিরূপ করা কর্ত্তব্য? কোথায় কিরূপ করা অকর্ত্তব্য এবং পর্ব্বতাদির দুর্গ বা জলদুর্গ কিরূপে ভেদ করিতে হইবে ও অরণ্যবাসী পুলিন্দ ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে বশীভূত করিতে হইলে এবং গূঢ় শত্রুদিগকে নিরাস করিতে হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।[৩১]

এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা।
তথা মে কথ্যতাং, জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৩২॥
পরাশর উবাচ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ *।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তথা † ॥৩৩॥
প্রহ্লাদ উবাচ।
মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম ॥ ৩৪ ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে ‡ মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৩৫॥
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত! মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো! সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্?॥৩৬॥

এই সকল ও অন্যান্য নীতি যাহা তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদায় বল। তোমার মনোগত ভাব জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।৩২

পরাশর কহিলেন। প্রহ্লাদ বিনয়াবনত হইয়া পিতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন।৩৩। (প্রহ্লাদ কহিলেন) পিতঃ! আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব তৎসমুদায় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মতে ঐ নীতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে না।৩৪। শত্রু মিত্রাদির সাধন অর্থাৎ বশীকরণাদি বিষয়ে সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয় উপদিষ্ট হইয়াছে।৩৫ কিন্তু পিতঃ! আপনি

* ততঃ পাদৌ পিতুঃ প্রশ্রয়ভূষণঃ ইতি পাঠান্তরম্।
† কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।
‡ কথিতা হ্যেতে ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ? ॥ ৩৭ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ? ৩৮॥
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ।
অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত! শোভনে ॥ ৩৯ ॥
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াম্ অজ্ঞানাৎ তাত! জায়তে।
বালোঽগ্নিং কিং ন খদ্যোতম্ অসুরেশ্বর! মন্যতে?॥৪০॥
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্ ॥ ৪১ ॥

ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই রূপ শত্রু মিত্রাদি দেখিতেছি না। মহাবাহো! যে স্থলে সাধ্যের অভাব, সে স্থলে সাধনের প্রয়োজন কি?[৩৬] পিতঃ! যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতেরই অন্তরাত্মাতে অবস্থান করিতেছেন তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়, সকল প্রাণীইত সমান।[৩৭] যখন ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র, এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে।[৩৮] নীতি শাস্ত্রে রাগ দ্বেষাদি মূলক উদ্যোগের বিলক্ষণ প্রবর্ত্তনা আছে, অতএব ঐ মোহান্তর্নিবিষ্ট নীতি শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? পরন্তু নিষ্কাম হইয়া আত্মতত্ত্বে যত্ন করা বিধেয় হইতেছে।[৩৯] হে অসুরেশ্বর! মোহবশতই অবিদ্যাতে বিদ্যা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখুন, বালক খদ্যোতকে কি অগ্নি বলিয়া বিবেচনা করে না?[৪০] যাহা দ্বারা সংসারবন্ধনের মোচন হয় তাহাই কর্ম্ম এবং যাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহাই বিদ্যা। অর্থ কামাদিসাধক অন্য কর্ম্ম কেবল আয়াসেরই নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে এবং অন্য বিদ্যা ঐন্দ্রজালিকাদি শিল্পবিদ্যার ন্যায় কেবল কৌশল-

তদেতদবগম্যাহম্ অসারং সারমুত্তমম্ * ।
নিশাময় মহাভাগ! প্রণিপত্য ব্রবীমি তে † ॥৪২॥
ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্ব এব মহাভাগ! মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥৪৪॥
জড়ানামবিবেকানাম্ ‡ অশূরাণামপি প্রভো!।
ভাগ্যভোজ্যানি § রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ॥৪৫॥
তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥ ৪৬ ॥

মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে।[৪১] অতএব রাজ্যাদিসাধক কার্য্য নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যাহা সার তাহা আমি আপনার নিকট প্রণত হইয়া কহিতেছি (শ্রবণ করুন।)[৪২] দেখুন, কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও ধনলাভের অভিলাষী না হয়? কিন্তু এই রাজ্য ও ধন উভয়ই জন্মান্তরীণ পুণ্যলভ্য, সুতরাং পুণ্যবান্ পুরুষেরা ইহা প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[৪৩] মহাভাগ! সম্পদের প্রতি বা মহত্ত্বলাভের প্রতি সকলকেই যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু উদ্যোগ ঐ সম্পদাদি লাভের কারণ নহে, পুরুষের ভাগ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাকে।[৪৪] প্রভো! দেখুন, যাহারা নিতান্ত জড়, বিবেকশূন্য, দুর্ব্বল ও রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহারাও ভাগ্য বলে সম্পদ লাভ করে।[৪৫] অতএব যিনি মহতী শ্রী প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে পুণ্যোপার্জ্জনে যত্নবান্ হইতে হইবে। যিনি মুক্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি

* সাধ্যমুত্তমম্ ইতি বা পঠ্যতাম্।
† ব্রবীমি যৎ ইতি বা পাঠ।
‡ জড়ানামপি লোকানাম্ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।
§ ভাগ্যভোগ্যানি ইতি পুস্তকান্তরীয়ঃ পাঠঃ

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥ ৪৭ ॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥ ৪৮ ॥
এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ॥ ৪৯ ॥

পরাশর উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তু কোপেন সমুত্থায় বরাসনাৎ।
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ॥ ৫০ ॥
উবাচ চ স কোপেন সামর্ষঃ প্রজ্বলন্নিব।
নিষ্পিষ্য*পাণিনা পাণিং হন্তুকামো জগদ্ যথা॥৫১॥

রাখা কর্ত্তব্য।[৪৬] দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ, ইহারা অনন্ত দেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র।[৪৭] যিনি এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত আছেন তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন কারণ বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।[৪৮] লোকের এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইলে অনাদি ভগবান্ ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সমুদায় ক্লেশ দুর হইয়া যায়।[৪৯]

পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে সিংহাসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন[৫০] এবং কোপানলে প্রজ্বলিত ও নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া যেন জগৎ সংসার সংহার করিবার বাসনায় হস্তদ্বারা হস্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন[৫১]

* নিষ্পাড্য ইতি বা পাঠঃ।

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে বলৈষ মহার্ণবে।
নাগপাশৈর্দৃঢৈর্বদ্ধ্বা ক্ষিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥৫২॥
অন্যথা সকলো লোকস্তথা দৈতেয়দানবাঃ।
অনুযাস্যন্তি মূঢ়স্য মতমস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
বহুশো * বারিতোঽস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপরৈঃ।
স্তুতিং করোতি, দুষ্টানাং বধ এবোপকারকঃ ॥৫৪॥

পরাশর উবাচ।

ততস্তে সত্বরা দৈত্যা বদ্ধ্বা তং নাগবন্ধনৈঃ।
ভর্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিক্ষিপুঃ সলিলালয়ে † ॥ ৫৫ ॥
ততশ্চচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ণবঃ।
উদ্বেলোঽভূৎ পরং ক্ষোভমুপেত্য চ সমন্ততঃ ॥৫৬॥
ভূর্লোকমখিলং দৃষ্ট্বা প্লাব্যমানং ‡ মহাম্ভসা।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে বিপ্রচিত্তে! অহে রাহো! অহে বল! তোমরা এই বালককে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না।[৫২] ইহা না করিলে সকল লোক ও সমুদায় দৈত্য দানবেরা এই দুরাত্মা মূঢ়ের মতানুবর্ত্তী হইবে।[৫৩] আমরা ও অন্যান্য লোক সকলেই বার বার নিবারণ করিয়াছি, তথাপি এই পাপাত্মা বিষ্ণুর স্তব করিতেছে অতএব দুষ্ট লোককে এক কালে বিনষ্ট করাই কর্ত্তব্য।[৫৪]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দৈত্যগণ প্রভু হিরণ্যকশিপুর আদেশানুসারে অবিলম্বে প্রহ্লাদকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া সাগরের জলে নিক্ষেপ করিল।[৫৫] পরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ, চলিত হইবামাত্র

* বহুধা ইতি পণ্ডিতমণ্ডলীসমাদৃতঃ পাঠঃ।
† সলিলার্ণবে ইতি প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।
‡ প্লাব্যমানম্ ইতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি।

হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যান্ ইদমাহ মহামতে! ॥৫৭॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
দৈতেয়াঃ! সকলৈঃ শৈলৈরত্রৈব বরুণালয়ে।
নিশ্ছিদ্রৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈশ্চীয়তামেষ দুর্ম্মতিঃ * ॥৫৮॥
নাগ্নির্দহতি নৈবায়ং শস্ত্রৈশ্ছিন্নো ন চোরগৈঃ।
ক্ষয়ং নীতো ন বাতেন ন বিষেণ ন কৃত্যয়া॥ ৫৯ ॥
ন মায়াভির্ন চৈবোচ্চাৎ পাতিতো ন চ দিগ্‌গজৈঃ।
বালোঽতিদুষ্টচিত্তোঽয়ং নানেনার্থোঽস্তি জীবতা॥৬০॥
তদেষ তোয়ধাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ।
তিষ্ঠত্বব্দসহস্রান্তং প্রাণান্ হাস্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৬১ ॥

মহাসাগর চতুর্দ্দিকে ক্ষুভিত ও উদ্বেল হইয়া উঠিল।[৫৬] মহামতে! হিরণ্যকশিপু সাগরজলে ভূলোক প্লাবিতপ্রায় দেখিয়া দৈত্যগণকে কহিলেন।[৫৭]

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে দৈত্যগণ! তোমরা এই সমুদ্রমধ্যে এই দুর্ম্মতিকে পর্ব্বতদ্বারা দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন কর।[৫৮] অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই, অস্ত্রশস্ত্রও ইহাকে ছেদ করিতে সমর্থ হয় নাই, উরগগণও ইহাকে বিনাশ করিতে পারিল না। তীক্ষ্ণ বিষ ও অভিচারক্রিয়া ইহাকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।[৫৯] শম্বরাসুরের মায়াও ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে ইহাকে নিক্ষেপ করিলাম, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র হানি হইল না। দিগ্‌গজগণও ইহাকে নষ্ট করিতে পারিল না। এই বালক অতিদুষ্ট-স্বভাব। ইহার জীবনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।[৬০] অতএব এই দুর্মতি এক্ষণে এই সমুদ্রে পর্ব্বতসমূহদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অব-

* দৈতেয়া ইত্যত্র দৈতেয়ৈঃ, অত্রৈব ইত্যত্র তত্রৈব, সর্ব্বশ ইত্যত্র সর্ব্বত ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ততো দৈত্যা দানবাশ্চ পর্ব্বতৈস্তং মহোদধৌ।
আক্রম্য চয়নং চক্রু-*-র্যোজনানি সহস্রশঃ॥ ৬২ ॥
স চিতঃ পর্ব্বতৈরন্তঃসমুদ্রস্য মহামতিঃ।
তুষ্টাবাহ্নিকবেলায়াম্ একাগ্রমতিরচ্যুতম্॥ ৬৩ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ! নমস্তে পুরুষোত্তম!।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্! নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥ ৬৪ ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ৬৫ ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ †।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥ ৬৬ ॥

স্থান করুক। এইরূপ হইলে অন্তত সহস্র বৎসর পরেও প্রাণ ত্যাগ করিবে।[৬১]

অনন্তর দৈত্য দানবগণ সমুদ্রমধ্যে প্রহ্লাদকে পর্ব্বতদ্বারা আক্রমণ করিয়া পর্ব্বতসমূহদ্বারা সহস্র যোজন পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।[৬২] তখন মহামতি প্রহ্লাদ সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আহ্নিক বেলায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।[৬৩]

প্রহ্লাদ কহিলেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি তীক্ষ্ণ চক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।[৬৪] তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের হিতকর ও জগতের মঙ্গল-সম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।[৬৫] তুমি ব্রহ্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক (বিষ্ণুরূপে) স্থিতিতে পালন

* চক্রুশ্চয়নম্ ইতি বা পাঠ্যম্।
† পালয়তে নমঃ ইতি বা পাঠ।

দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা * ॥ ৬৭ ॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিক সরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো † বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ॥ ৬৮ ॥
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থঞ্চ ‡ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত! ॥ ৬৯ ॥
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥ ৭০ ॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্ণো! সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥ ৭১ ॥
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো! ॥ ৭২ ॥

করিতেছ এবং কল্পান্তে রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। তুমি ত্রিমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার।[৬৬] দেবতা যক্ষ অসুর সিদ্ধ নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিশাচ রাক্ষস মনুষ্য পশু।[৬৭] পক্ষী পিপীলিকা সরীসৃপ (স্থাবর) ভূমি জল আকাশ বায়ু শব্দ স্পর্শ রস।[৬৮] রূপ গন্ধ মন বুদ্ধি আত্মা কাল ও সত্ত্বাদি গুণ, হে অচ্যুত! তুমিই এতৎসমুদায়ের কারণ ও এই সমুদায় পদার্থ তোমারই স্বরূপ।[৬৯] তুমি বিদ্যা, তুমি অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমি অসত্য, তুমি বিষ, তুমি অমৃত, তুমি বর্ত্তমান ও অতীত সমুদায় বেদোক্ত কর্ম্মস্বরূপ।[৭০] হে বিষ্ণো! তুমি সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোক্তা ও সমস্ত কর্ম্মের উপকরণ এবং তুমিই সকল কর্ম্মের ফল।[৭১] প্রভো! তুমি আমাকে, অন্য সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তিদ্বারা সাম-

* পশবশ্চ যে ইতি বা পাঠঃ।
† ভূম্যাপোঽগ্নির্মরুত ইতি দাক্ষিণাত্যঃ পাঠঃ।
‡ পরমার্থশ্চ ইতি পুস্তকান্তরসম্মতঃ পাঠঃ।

ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ।
হব্যকব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥ ৭৩ ॥
রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ!।
রূপাণি সর্ব্বাণি * চ ভূতভেদা-
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্ ॥ ৭৪ ॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানাম্
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্! যা শক্তিরপরাভব †!।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর! ॥ ৭৬ ॥

র্য্যাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ সমুদায় সূচিত হইতেছে।[৭২] যোগীরা তোমাকে চিন্তা করেন। যাজ্ঞিকেরা তোমার উদ্দেশেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একমাত্র তুমিই হব্য ও কব্যের ভোক্তা এবং তুমিই পিতৃলোকস্বরূপ ও তুমিই দেবদেহ ধারণ করিয়া আছ।[৭৩] এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানা প্রকার জীব জন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং এই জীবজন্তু-গণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা তৎসর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায় তোমারই রূপভেদ।[৭৪] এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অবিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ কোন এক অচিন্ত্য রূপ আছে। তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক রূপকে নমস্কার করি।[৭৫] হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূত মধ্যে তোমার ত্রিগুণাশ্রিত অন্য এক জড়-

* সূক্ষ্মাণি চ ইতি পাঠান্তরম্।

† যা শক্তিরপরা তব ইতি বা পাঠঃ।

যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্॥৭৭॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥৭৮॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥ ৭৯॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥ ৮০॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে * পরমেশ্বরম্॥ ৮১॥
নমোঽস্তু * বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।

শক্তি আছে। হে সুরেশ্বর! সেই নিত্য শক্তিকে নমস্কার।৭৬ যাহা বাক্য মনের অগোচর, যাহা জাতি গুণাদি বিশেষণ শূন্য এবং যাহাকে আত্মার প্রাদেশিক জ্ঞান, নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তোমার স্বরূপভূতা সেই পরম চিৎশক্তিকে নমস্কার করি।৭৭ কোন পদার্থই যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি।৭৮ যাঁহার নাম ও রূপ নাই, কেবল অস্তিত্ব মাত্রে যাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই মহাত্মাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি।৭৯ দেবগণ যাঁহার সূক্ষ্মরূপ নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতার রূপকে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি।৮০ যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি।৮১ এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি সকলের ধ্যেয় ও জগতের আদি। তিনি

* নমস্তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ * ॥ ৮২ ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৮৩ ॥
নমোহস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৮৪ ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে ॥ ৮৫ ॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্ ॥৮৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

অব্যয় পুরুষ। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[৮২] যাঁহাতে মহত্তত্ত্বাদি রূপে অক্ষয় অব্যয় এই বিশ্ব ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে, যিনি সকলের আধার, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[৮৩] যাঁহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।[৮৪] সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয়।[৮৫] পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।[৮৬]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* স প্রসীদতু মেহব্যয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ ।

এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুম্ অভেদেনাত্মনো দ্বিজ ! ।
তন্ময়ত্বমবাগ্র্যং মেনে চাত্মানমচ্যুতম্ ॥ ১ ॥
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত ।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ ॥ ২ ॥
তস্য তদ্ ভাবনাযোগাৎ ক্ষীণপাপস্য বৈ ক্রমাৎ ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তস্থৌ জ্ঞানময়েঽচ্যুতঃ * ॥৩॥
যোগপ্রভাবাৎ প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েঽসুরে ।
চলত্যুরগবন্ধৈস্তৈ-†র্মৈত্রেয় ! ত্রুটিতং ক্ষণাৎ ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! প্রহ্লাদ এই রূপে আত্মার সহিত অভেদ ভাবে বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া সকলের প্রার্থনীয় তন্ময়ত্ব লাভ করিলেন এবং আপনাকে অচ্যুত বিষ্ণু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ।১ তৎকালে ঐ বালকের এরূপ ভেদ জ্ঞান আর রহিল না যে, তিনি স্বয়ং প্রহ্লাদ । তিনি অবান্তর জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া, আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।২ প্রহ্লাদের এই রূপ ভাবনাযোগে ক্রমশঃ পাপ ক্ষয় হইয়া গেল । তখন বিষ্ণু তাঁহার সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানময় অন্তঃকরণে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩ এই রূপে যখন প্রহ্লাদ যোগবলে বিষ্ণুময় হইলেন, তখন তিনি

* জ্ঞানময়োঽচ্যুতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† চলত্যুরগবন্ধৈস্তৈরিতি বা পাঠ্যম্ ।

ভ্রান্তগ্রাহগণঃ সোর্ম্মির্যযৌ ক্ষোভং মহার্ণবঃ।
চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈলবনকাননা॥ ৫ ॥
স চ তং শৈলসম্পাতং দৈত্যৈর্ন্যস্তমথোপরি।
প্রক্ষিপ্য তস্মাৎ সলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ॥ ৬॥
দৃষ্ট্বা চ স জগদ্ভূপো গগনাদ্যুপলক্ষণম্।
প্রহ্লাদোঽস্মীতি সস্মার পুনরাত্মানমাত্মনা।
তুষ্টাব চ পুনর্ধীমান্ অনাদিং পুরুষোত্তমম্।
একাগ্রমতিরব্যগ্রো যতবাক্কায়মানসঃ॥ ৮॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ! স্থূলসূক্ষ্মক্ষরাক্ষর! *।
ব্যক্তাব্যক্ত! কলাতীত! সকলেশ! নিরঞ্জন!॥ ৯॥

চলিত হইলে, সহসা উরগ বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।[৪] সমুদ্র ক্ষুভিত ও তরঙ্গাকুল হইয়া উঠিল। জলজন্তু সকল উহার মধ্যে প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ভূমণ্ডল, শৈল ও কাননের সহিত বিচলিত হইয়া উঠিল।[৫] তখন মহামতি প্রহ্লাদ, দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক বক্ষোপরি নিহিত শৈলরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই সাগরসলিল হইতে নির্গত হইলেন।[৬] এবং তিনি দেখিলেন, সমুদায় জগৎ আকাশাদি রূপে দৃশ্যমান হইতেছে, পরে তিনি পুনরায় আপনাকে প্রহ্লাদ বলিয়া স্মরণ করিলেন।[৭] অনন্তর ধীমান্ দৈত্যবালক, ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া অব্যগ্র মনে একাগ্রভাবে অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন।[৮]

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পরমার্থ জ্ঞানরূপ! হে দৃশ্যরূপ! তুমি স্থূল সূক্ষ্ম ক্ষর ও অক্ষর। তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত নিরবয়ব সাবয়ব নিযামক ও

* ওঁ নমঃ পরমার্থায় স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর! ইতি বা পঠ্যতাম্।

গুণাঞ্জন! গুণাধার! নির্গুণাত্মন্! গুণস্থির! *।
মূর্ত্তামূর্ত্ত! মহামূর্ত্তে! সূক্ষ্মমূর্ত্তে! স্ফুটাস্ফুট! ॥১০॥
করালসৌম্যরূপাত্মন্! বিদ্যাবিদ্যাময়াচ্যুত!।
সদসদ্রূপ! সদ্ভাব! সদসদ্ভাবভাবন! ॥ ১১ ॥
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্! নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত!।
একানেক! নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ! ॥ ১২ ॥
যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো-
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৩ ॥

পরাশর উবাচ।

তস্য তচ্চেসো দেবঃ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্ব্বতঃ।

নির্লেপ।[৯] তুমি স্বশক্তি প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলকে অনুরঞ্জিত করিয়া থাক, তুমি সকল গুণের আধার। তুমি নির্গুণ ও সগুণ। তুমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তুমি মহামূর্ত্তি ও সূক্ষ্মমূর্ত্তি। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত।[১০] তুমি ভীষণ ও সৌম্যস্বরূপ। তুমি আত্মস্বরূপ। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপ। তুমি অচ্যুত। তুমি সৎ ও অসৎ রূপ। তুমি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয়ই উৎপাদন করিতেছ।[১১] তুমি নিত্যানিত্য প্রপঞ্চ-স্বরূপ, কিন্তু বস্তুত তুমি নিষ্প্রপঞ্চ। জ্ঞানিগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তুমি এক ও অনেক-স্বরূপ। তুমি আদি কারণ। তোমাকে নমস্কার।[১২] যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম। যিনি সকল প্রাণির সমক্ষে প্রকাশ স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। যিনি সকল ভূত অথচ তাহাও নহেন। যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে অথচ যিনি বিশ্বের কারণ নহেন। সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার।[১৩]

---

* পরস্থিত! ইতি পৃথক্ পাঠঃ।

আবির্ব্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
সসম্ভ্রমস্তমালোক্য সমুত্থায়াকুলাক্ষরম্।
নমোঽস্তু বিষ্ণবেত্যেতৎ ব্যাজহারাসকৃদ্দ্বিজ! ॥
প্রহ্লাদ উবাচ।
দেব! প্রপন্নার্ত্তিহর! প্রসাদং কুরু কেশব!।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত! * ॥ ১৬ ॥
শ্রী ভগবানুবাচ।
কুর্ব্বতস্তে প্রসন্নোঽহং ভক্তিমব্যভিচারিণীম্।
যথাভিলষিতো মত্তঃ প্রহ্লাদ! ব্রিয়তাং বরঃ ॥ ১৭ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ।
নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।

পরাশর কহিলেন। প্রহ্লাদ তদ্গতচিত্ত হইয়া এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন, এই অবসরে পীতাম্বরধারী ভগবান্ হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন।[১৪] প্রহ্লাদ, হরিকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া গদগদ স্বরে, 'বিষ্ণুকে নমস্কার, বিষ্ণুকে নমস্কার' বার বার এইমাত্র বলিতে লাগিলেন।[১৫]

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে শরণাগত-ক্লেশ-নাশন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুনরায় দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।[১৬]

হরি কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি আমার প্রতি স্থিরতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। এই কারণে আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।[১৭]

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! আমি যে সমস্ত যোনিতে পরিভ্রমণ

* পাবয়াব্যয়! ইত্যন্যে পঠন্তি।

তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ১৮ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি।
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ! ব্রিয়তাং যস্তবেপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব।
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব! তস্য প্রণশ্যতু ॥ ২১ ॥
শস্ত্রাণি পাতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ॥ ২২ ॥

করিব, সেই সেই যোনিতেই যেন আপনার প্রতি আমার সর্ব্বদা গাঢ়তর ভক্তি থাকে।[১৮] মোহান্ধ ব্যক্তিদিগের স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত প্রীতি থাকে, আমার হৃদয় যেন আপনার প্রতি সেইরূপ দৃঢ় ও স্থিরতররূপে প্রীতিমান্ হয়।[১৯]

শ্রীভগবান্ কহিলেন। প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার ত অব্যভিচরিত ভক্তি আছে এবং তাহা চিরকাল থাকিবে, সন্দেহ নাই পরন্তু (আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে) তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর।[২০]

প্রহ্লাদ কহিলেন, প্রভো! আমি আপনকার স্তব করিতে উদ্যত হওয়াতে আমার পিতা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া যে পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়াছেন, তাহা আপনকার প্রসাদে ক্ষালিত হউক।[২১] প্রভো! আমার পিতা আমার শরীরে যে অস্ত্র চালনা করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন,

* যদ্বিষং মম ভোজনমইতি কেচিৎ পঠন্তি।

বদ্ধ্বা সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো * যচ্চিতোঽস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ।
অন্যানি চাপ্যসাধূনি যানি যানি কৃতানি মে॥ ২৩॥
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্বেষাদ্ অঘং তৎসম্ভবঞ্চ যৎ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো! সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা † ২৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রহ্লাদ! সর্ব্বমেতৎ তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি।
অন্যঞ্চ তে ‡ বরং দদ্মি ব্রিয়তামসুরাত্মজ!॥ ২৫॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্! বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ ২৬॥

এবং তাঁহার আদেশ ক্রমে আমাকে যে সর্পগণ দংশন করিয়াছে, তিনি যে আমার ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন,[২২] তিনি যে আমাকে বন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং সেই সাগরগর্ভেই আমাকে পর্ব্বতসমূহদ্বারা যে আচ্ছাদন করেন, তিনি আমার প্রতি আর আর যে সমুদায় অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন,[২৩] আপনকার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়াতে তিনি দ্বেষ করিয়া আর আর যে সকল মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন, প্রভো! আপনকার প্রসাদে তিনি সেই সমুদায় পাপ হইতেই সদ্য বিমুক্ত হউন।[২৪]

ভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমার প্রসাদে তৎসমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। অসুরনন্দন! আমি তোমাকে অন্য বর দিতে অভিলাষ করি,-প্রার্থনা কর।[২৫]

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে বর প্রদান করি-

* সংক্ষিপ্তঃ ইত্যপি পাঠো লভ্যতে।

† ত্বৎপ্রভাবাৎ প্রভো! সদ্যস্তেন মুচ্যতু মে পিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ অন্যচ্চ তে ইতি পাঠোঽপি প্রামাণিকঃ।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত-জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পরমাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুস্তস্য মৈত্রেয়! পশ্যতঃ।
স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ২৯ ॥
তং পিতা মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় * পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ! ॥ ৩০ ॥

লেন, তাহাতেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, পরন্তু আপনি যদি অন্য বর প্রদান করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে এই বর দিউন্, যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি কদাপি ব্যভিচরিত না হয়।[২৬] প্রভো! আপনি সমুদায় জগতের মূল, আপনকার প্রতি যাহার দৃঢ় ভক্তি থাকে, তাহার ধর্ম্ম অর্থ ও কামে কি প্রয়োজন? কারণ মুক্তিই তাহার হস্তগত, বিবেচনা করিতে হইবে।[২৭]

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমার প্রতি তোমার অন্তঃকরণ দৃঢ়, নিশ্চল ও ভক্তিযুক্ত হইয়া আছে, এই কারণে আমার প্রসাদে তুমি নির্বাণ মুক্তিলাভ করিবে।[২৮]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! বিষ্ণু এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদও পুনর্বার পিতৃসমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।[২৯] ব্রহ্মন্! হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদের মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পাকুল লোচন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, বৎস!

* তং পিতা মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় ইতি বা পাঠান্তরম্।

প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তস্মিন্নমুতাপী মহাসুরঃ
গুরুপিত্রোশ্চকারৈবং * শুশ্রূষাং সোঽপি ধর্ম্মবিৎ ।৩১।
পিতর্য্যুপরতিং নীতে নরসিংহস্বরূপিণা।
বিষ্ণুনা সোঽপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূৎ পতিস্ততঃ।৩২।
ততো রাজ্যদ্যুতিং প্রাপ্য কর্ম্মশুদ্ধিকরীং দ্বিজ!।
পুত্রপৌত্রাংশ্চ সুবহূন্ অবাপৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ৩৩ ॥
ক্ষীণাধিকারঃ স যদা পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।
তদাসৌ ভগবদ্ধ্যানাৎ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ৩৪ ॥
এবংপ্রভাবো দৈত্যোঽসৌ মৈত্রেয়াসীন্ মহামতিঃ।
প্রহ্লাদো ভগবদ্‌ভক্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩৫ ॥
যস্ত্বেতচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।

আমি তোমাকে অনেক পীড়া দিয়াছি, (সৌভাগ্যক্রমে, তুমি জীবিত আছ।[৩০] অনন্তর মহাসুর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি সাতিশয় প্রীতিমান্ হইলেন এবং আপনার পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ প্রহ্লাদ, পিতা ও গুরুর শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন।[৩১] মৈত্রেয়! অনন্তর বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে সেই প্রহ্লাদ দৈত্যগণের অধীশ্বর হইলেন।[৩২] প্রহ্লাদ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভোগদ্বারা তাঁহার জন্মান্তরীয় পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বহুসংখ্য পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইল। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া[৩৩] যখন ক্ষীণাধিকার হইলেন অর্থাৎ যখন তাঁহার সমুদায় পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, তখন তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিলেন।[৩৪] মৈত্রেয়! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্যরাজ

* গুরুপিত্রোশ্চকারৈব ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥৩৬॥
অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ।
শৃণ্বন্ পঠংশ্চ মৈত্রেয়! ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ ॥৩৭॥
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যাম্ অষ্টম্যামথবা পঠন্।
দ্বাদশ্যাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ! ॥৩৮॥
প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি যস্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
বিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদের প্রভাব এতদূর পর্য্যন্ত ছিল।[৩৫] যিনি এই মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ সদ্য ধ্বংস হয়।[৩৬] মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি প্রহ্লাদ চরিত পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি রাত্রিকৃত বা দিবাকৃত সমুদায় পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন, সন্দেহ নাই।[৩৭] ব্রহ্মন্! যিনি পূর্ণিমাতে অমাবস্যাতে অষ্টমীতে বা দ্বাদশীতে এই প্রহ্লাদচরিত পাঠ করেন, তিনি প্রশস্ত কালে ও প্রশস্ত সময়ে গোপ্রদানের যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[৩৮] ভগবান্ হরি যেমন সকল বিপদ্ হইতেই প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি প্রহ্লাদের চরিত শ্রবণ করেন, তাঁহাকেও তিনি সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন।[৩৯]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ বিংশতিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ * শিবির্ব্বাষ্কল এব চ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্ব্বলির্জ্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ১ ॥
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে! † ।
হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চাসন্ সর্ব্ব এব মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ‡ ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ § ॥ ৩ ॥
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্করস্তথা ¶ ।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন। সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্ শিবি ও বাষ্কল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলির উৎপত্তি হয়।[১] মহারাজ বলির এক শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বাণ। হিরণ্যাক্ষের অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহারা সকলেই মহাবলশালী।[২] তাহাদের নাম উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ।[৩]

দনুরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—দ্বিমূর্দ্ধা,

---

* সংহ্লাদপুত্রশ্চায়ুষ্মান্ অথবা সংহ্রাদপুত্র আয়ুষ্মান্ ইতি পৃথক্ পৃথক্ পাঠঃ।

† বাণজ্যেষ্ঠং নরাধিপাৎ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

‡ ভূতুর্বঃ শকুনিশ্চৈব ইত্যেবং পাঠো বঙ্গীয়পুস্তকে লভ্যতে।

§ মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ ইতি বা পাঠঃ।

¶ শঙ্কুরস্তথা ইতি পাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে।

একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাবলঃ ॥ ৫ ॥
এতে দনোঃ সুতা খ্যাতাঃ বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ৬ ॥
উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ।
বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা ॥ ৭ ॥
উভে সুতে মহাভাগে * মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ।
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দ্দানবসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥
পৌলোমা কালকেয়াশ্চ † মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ।
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দারুণাস্ত্বতিনির্ঘৃণাঃ ‡ ॥ ৯ ॥
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।

শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, শম্বর, [৫]একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাসুর পুলোমা [৬] ও মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি। ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহাদের মধ্যে স্বর্ভানুর কন্যার নাম প্রভা ও বৃষপর্ব্বার কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত বৃষপর্ব্বার আর দুইটী নিরুপমরূপবতী কন্যা ছিল। তাহাদের একটীর নাম উপদানবী, আর একটীর নাম হয়শিরাঃ। বৈশ্বানরের যে দুইটী কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও কালকা। [৭]এই দুই কন্যা সাতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ছিল। মরীচিতনয় কশ্যপ এই দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র দানব উৎপন্ন হয়। [৮]এই সকল মারীচতনয়, পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য যে সকল মহাবীর্য্য দানব আছে, তাহারা সাতিশয় নির্ঘৃণ। [৯]বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে যে

* উভে তে তু মহাভাগে ইতি বা পাঠঃ।

† পৌলোমা কালখঞ্জাশ্চ অথবা পৌলমা কালকঞ্জাশ্চ ইতি বা পাঠাম্।

‡ দানবাশ্চাতিনির্ঘৃণা ইতি পাঠঃ কেষুচিৎ পুস্তকেষু লভ্যতে।

ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ১০ ॥
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ * খস্মমস্তথা।
অঞ্জকো নরকশ্চৈব † কালনাভস্তথৈব চ ॥ ১১ ॥
স্বর্ভানুশ্চ মহাবীর্য্যশ্চক্রযোধী মহাবলঃ ‡।
এতে তে § দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১২ ॥
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে ॥ ১৩ ॥
সমুৎপন্নাঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪ ॥
শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচি-গৃধ্রিকা।
শুকী শুকানজনয়দ্ উলূকী প্রত্যুলূককান্ ॥ ১৫ ॥
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি।

সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম—ব্যংশ, শল্য, বলবান্, নভ, মহাবল,[১০] বাতাপী, নমুচি, ইল্বল, খস্মম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ,[১১] মহাবীর্য্য স্বর্ভানু, ও মহাবল চক্রযোধী। ইহারা দানবশ্রেষ্ঠ। ইহাদের হইতে দনুর বংশ বিস্তার হইয়াছে।[১২] ইহাদের শতসহস্র পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হয়।

মহাতপস্বী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামে দৈত্যগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।[১৩] তাম্রার ছয়টী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব।[১৪] তাহাদের নাম—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। ইহাদের মধ্যে শুকী হইতে শুকগণ ও কাকগণ,[১৫] শ্যেনী হইতে শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধ্রী হইতে

* ইল্বণঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† আঞ্জিকো নরকাশ্চৈব ইত্যপি পাঠঃ।

‡ মহাবীর্য্যো বক্রযোধী মহাসুরঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

§ এতে বৈ ইতি বা পাঠঃ।

শুচ্যোদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত ॥ ১৬ ॥
অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ, তাম্রাবংশঃ * প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ ॥ ১৭ ॥
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ পন্নগাশনঃ।
সুরসায়াং সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১৮ ॥
অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্! খেচরাণাং মহাত্মনাম্।
কাদ্রবেয়াস্তু বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ ॥ ১৯ ॥
সুপর্ণবশগা ব্রহ্মন্! জজ্ঞিরে নৈকমস্তকাঃ।
তেষাং প্রধানভূতাস্তু শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ ॥ ২০ ॥
শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ † ॥ ২১ ॥
এতে চান্যে চ বহবো দন্দশূকা বিষোল্বণাঃ।

গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, সুগ্রীবী হইতে[১৬] অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণ উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলে তাম্রার বংশ। বিনতার গর্ভে জগদ্বিখ্যাত দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। একটীর নাম অরুণ, দ্বিতীয়টীর নাম গরুড়।[১৭] গরুড়ের আর এক নাম সুপর্ণ। সুপর্ণ, সমুদায় পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষণাকার ও ভুজঙ্গভোক্তা। সুরসার গর্ভে অসীমতেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়।[১৮] ব্রহ্মন্! এই সকল সর্প মহাপ্রভাবশালী খেচর ও অনেক মস্তক বিশিষ্ট। কদ্রুরও অমিত-তেজঃসম্পন্ন বলবান্ সহস্র সন্তান উৎপন্ন হয়।[১৯] ব্রহ্মন্! ইহাদের প্রায় সকলেরই অনেক মস্তক। ইহারা সকলেই গরুড়ের বশতাপন্ন ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের নাম—শেষ, বাসুকি, তক্ষক,[২০] শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়।[২১] ইহারা ও অন্যান্য

* তাম্রবংশা ইতি তাম্রাবংশা ইতি বা পাঠ্যতাম্।
† কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ইতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি।

গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্যাঃ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥২২॥
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্ *।
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা † ॥২৩॥
ইরা বৃক্ষলতাবল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্ব্বশঃ।
খসা তু যক্ষরক্ষাংসি, মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ ২৪ ॥
অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ ॥ ২৫ ॥
তেষাং পুত্রাশ্চ ‡ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে সর্গো ব্রহ্মন্! স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥২৬॥
বৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।

অনেকগুলি বিষোল্বণ অর্থাৎ উৎকট বিষবিশিষ্ট দন্দশূক অর্থাৎ অতিশয় দংশনশীল সর্প আছে।

এক্ষণে ক্রোধবশার বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধবশার বংশোৎপন্ন সকলের সাধারণ নাম ক্রোধবশ। তাহারা দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ।[২২] তাহারা স্থলচর, জলচর ও খেচর। তাহারা মাংসাশী ও অতিশয় ভয়ঙ্কর। ক্রোধা হইতে মহাবল পিশাচগণের উৎপত্তি হইল। সুরভি হইতে গোগণ ও মহিষগণের উৎপত্তি হইয়াছে।[২৩] ইরা হইতে বৃক্ষ লতা বল্লী ও সমুদায় তৃণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ খসা হইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ, মুনি হইতে অপ্সরোগণ,[২৪] অরিষ্টা হইতে মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কথিত আছে।[২৫] ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মন্! আমি যে রূপ বলিলাম, স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপই সৃষ্টি

* এতচ্চরণদ্বয়ং বহুষু পুস্তকেষু ন লভ্যতে।
† মহিষীস্তথা ইতি পাঠান্তরম্।
‡ যেষাং পুত্রাশ্চ ইতি বা পঠ্যতাম্।

জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ২৭ ॥
পূর্ব্বং যত্র তু সপ্তর্ষীন্ উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৮ ॥
গন্ধর্ব্বভোগিদেবানাং দানবানাঞ্চ সত্তম!।
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥ ২৯ ॥
তয়া চারাধিতঃ সম্যক্ কশ্যপস্তপতাং বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে ততো বরম্ ॥ ৩০ ॥
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্।
স চ তস্যৈ বরং প্রাদাদ্ ভার্য্যায়ৈ মুনিসত্তম! ॥ ৩১ ॥
দত্ত্বা চ বরমত্যুগ্রং কশ্যপস্তামুবাচ হ।
শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্ভং শরচ্ছতম্ ॥৩২॥

হইয়াছিল।[২৬] বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে যখন বারুণ নামক বিস্তৃত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় যে রূপে প্রজা সৃষ্টি হয়, তাহা বলিতেছি, (শ্রবণ কর।)[২৭] পূর্ব্ব সর্গে ব্রহ্মা যে সপ্তর্ষিগণকে সংকল্প দ্বারা উৎপাদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং তাঁহাদিগকে পুত্র কল্পনা করিলেন।[২৮]

সাধুশ্রেষ্ঠ! যৎকালে দেব দানব গন্ধর্ব্ব ও উরগদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দিতির অনেকগুলি পুত্র (সংগ্রামে) নিহত হইয়াছিল। দিতি (পুত্র শোকে কাতরা হইয়া) কশ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন।[২৯] পরমতপস্বী ভগবান্ কশ্যপ, দিতি কর্ত্তৃক সমারাধিত হইয়া বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। দিতিও এই বর প্রার্থনা করিলেন যে,[৩০] দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এরূপ অসীম তেজঃসম্পন্ন একটী পুত্র উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কশ্যপ ভার্য্যা দিতিকে সেই বরই প্রদান করিলেন।[৩১] পরন্তু তিনি সেই অত্যুগ্র বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তুমি সমাহিতা অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুধ্যানপরায়ণা শৌচাদি নিয়মবতী ও অতিপ্রযতা হইয়া শত

সমাহিতাতিপ্রয়তা শুচিনী ধারয়িষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং সঙ্গতঃ কশ্যপো মুনিঃ *।৩৩।
দধার সা চ তং গর্ভং সম্যক্ শৌচসমন্বিতা।
গর্ভমাত্মবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মঘবানপি ॥ ৩৪ ॥
শুশ্রূষুস্তামথাগচ্ছদ্ † বিনয়াদমরাধিপঃ।
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সু-‡ রতিষ্ঠৎ পাকশাসনঃ ॥৩৫॥
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা §।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ॥৩৬॥
নিদ্রাঞ্চাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।

বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সেই গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। মহর্ষি কশ্যপ সেই দেবীকে এই কথা বলিয়া (পুত্রোৎপাদনার্থ) তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন।[৩৩] দিতি শৌচাদি সম্পান্না হইয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিনাশের নিমিত্তই সেই গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে,[৩৪] তথাপি তিনি বিনয়ান্বিত ও শুশ্রূষু হইয়া সেই দিতির নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবরাজের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন রূপে দিতির নিকট অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিবেন।[৩৫] (যাহা হউক নবনবতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি দেবরাজ দিতির কোন অনিয়ম বা ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না।) শতাব্দী পূর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি এক দিবস (ভ্রান্তিক্রমে) পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করিয়াছেন।[৩৬] তখন দেবরাজ তাঁহাকে নিদ্রাভিভূত করিয়া বজ্র

* স গতঃ কশ্যপো মুনিঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† শুশ্রূষিতুমথাগচ্ছদ্ ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।

‡ তস্যাশ্চৈবান্তরপ্রেপ্সু রিতি বা পাঠঃ।

§ তস্যা দদর্শান্তরমাত্মনঃ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

বজ্রপাণির্ম্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা * ॥ ৩৭ ॥
স পাট্যমানো বজ্রেণ প্ররুরোদাতিদারুণম্ †।
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাষত ॥ ৩৮ ॥
সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রঃ কুপিতঃ পুনঃ।
একৈককং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণারিবিদারিণা ॥ ৩৯ ॥
মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরতিবেগিনঃ।
যদুক্তং বৈ মঘবতা তেনৈব মরুতোঽভবন্।
দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ সেই মহাত্মাকে সপ্ত খণ্ড করিয়া ছেদ করিয়া ফেলিলেন।[৩৭]

দেবরাজ যখন বজ্র দ্বারা সেই গর্ভ ছেদন করেন, তখন গর্ভস্থ বালক অতি দারুণ চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। 'ক্রন্দন করিও না, ক্রন্দন করিও না' দেবরাজ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে এই কথা কহিতে লাগিলেন।[৩৮] গর্ভ সপ্তধা বিভক্ত হইল। অনন্তর ইন্দ্র কুপিত হইয়া শত্রু-বিদারণ বজ্রদ্বারা সেই প্রত্যেক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্তধা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন।[৩৯] তাহাতে একোনপঞ্চাশৎ-সংখ্য অতিবেগবান্ মরুৎ নামক দেবগণের উৎপত্তি হইল। এই একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ ইন্দ্রের সহায় হইলেন। (গর্ভচ্ছেদ কালে) দেবরাজ যে বলিয়াছিলেন, 'মা রোদীঃ' অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই ঐ একোনপঞ্চাশৎ দেবতা মরুৎ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।[৪০]

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দৈত্য বংশ বর্ণন নামক একবিংশতিতম অধ্যায়।

---

* বজ্রপাণির্ম্মহাভাগঃ তং চিচ্ছেদাথ সপ্তধা ইতি বা পাঠ্যম্।
† সংপীড্যমানো বজ্রেণ স রুরোদাতিদারুণম্ ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

যদাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূর্ব্বং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোক-পিতামহঃ ॥ ১ ॥
নক্ষত্র-গ্রহ-বিপ্রাণাং বীরুধাঞ্চাপ্যশেষতঃ ।
সোমং রাজ্যেঽদধাদ্ * ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি ॥২॥
রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা ।
আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥ ৩ ॥
প্রজাপতীনাং দক্ষন্তু বাসবং মরুতামপি ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমধিপং দদৌ ॥ ৪ ॥
পিতৃণাং ধর্ম্মরাজং তং † যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্ অশেষাণাং পতিং দদৌ ॥৫॥

পরাশর কহিলেন। পূর্ব্বকালে যখন মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমশ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সকলকেও রাজ্য প্রদান করেন।[১] তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্র গ্রহ, দ্বিজ তৃণ লতা যজ্ঞ ও তপস্যার আধিপত্য দিলেন[২] এবং কুবেরকে রাজগণের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের,[৩] দক্ষকে প্রজাপতিগণের, বাসবকে মরুদ্গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি করিলেন।[৪] তিনি ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের আধিপত্য

* সোমং রাজ্যেঽদদদ্ ইতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি।
† ধর্ম্মরাজং তু ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বৃষভন্তু গবামপি ॥ ৬ ॥
শেষন্তু নাগরাজানং, মৃগানাং সিংহমীশ্বরম্।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭ ॥
এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সর্ব্বতঃ* ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বস্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং সুতং বৈ সোঽভ্যষেচয়ৎ † ।৯।
দক্ষিণস্যাং দিশি তথা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১০॥
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানমভিষিক্তবান্ ‡ ॥১১॥
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।

দিলেন। তৎপরে তিনি ঐরাবতকে গজেন্দ্রগণের আধিপত্যে স্থাপন করিলেন।[৫] পরে তিনি গরুড়কে পক্ষিগণের, ইন্দ্রকে আর আর সমুদায় দেবগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের[৬] অনন্তকে নাগগণের সিংহকে মৃগগণের এবং বটবৃক্ষকে বনস্পতিগণের অধিপতি করিয়া দিলেন।[৭] সুব্রত! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে ইন্দ্রাদিকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দিক্‌পালগণকে স্থাপন করিলেন।[৮] তিনি প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র মহারাজ সুধন্বাকে পূর্ব্ব দিকে স্থাপন করিলেন।[৯] পরে তিনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র শঙ্খপদ নামক রাজাকে দক্ষিণ দিকে অভিষিক্ত করেন[১০] এবং তিনি পশ্চিম দিকে রজের

* স্থাপয়ামাস সুব্রত। ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।
† রাজ্যমং সোঽভ্যষেচয়ৎ ইতি বা পাঠঃ।
‡ রাজামং সোঽভ্যষেচয়ৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানমভ্যষেচয়ৎ *॥ ১২ ॥
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পরিপাল্যতে ‡॥ ১৩ ॥
এতে সর্ব্বে প্রবৃত্তস্য স্থিতৌ বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ।
বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম! ॥ ১৪ ॥
যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতাঃ সর্ব্বে ভূতেশ্বরা দ্বিজ! §।
তে সর্ব্বে সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরংশা দ্বিজোত্তম! ॥১৫॥
যে তু দেবাধিপতয়ো যে চ দৈত্যাধিপাস্তথা।
দানবানাঞ্চ যে নাথা যে নাথাঃ পিশিতাশিনাম্॥১৬॥
পশূনাং যে চ পতয়ঃ পতয়ো যে চ পক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্পাণাং নাগানাঞ্চাধিপাশ্চ যে ॥ ১৭ ॥
বৃক্ষাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চাপি যেঽধিপাঃ।

পুত্র অক্ষয় মহাত্মা কেতুমানকে[১১] উত্তর দিকে প্রজাপতি পর্জ্জন্যের পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে অভিষিক্ত করিলেন।[১২] ইহাঁরা সপ্তদ্বীপ ও গ্রাম নগর সম্পন্ন পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট দিক সকল অদ্যাপি ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতেছেন।[১৩] মহর্ষে! ইহাঁরা ও অন্যান্য অধিপতি সকল সর্ব্ব-লোক-পালন-প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য স্বরূপ।[১৪] দ্বিজোত্তম! অতঃপর যে সমস্ত অধিপতি হইবেন এবং যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর অংশ[১৫] যাঁহারা দেবগণের অধিপতি, যাঁহারা দৈত্য ও দানবগণের রাজা, যাঁহারা রাক্ষসগণের পতি[১৬] যাহারা পশুগণের, পক্ষিগণের, মানবগণের, নাগগণের, বা সর্পগণের অধীশ্বর।[১৭] যাঁহারা বৃক্ষ পর্ব্বত বা গ্রহগণের অধিপতি,

* রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ প্রতিপাল্যন্তে ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

§ সর্ব্বভূতেশ্বরা দ্বিজ! ইতি বা পাঠ্যতাম্।

অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে ॥ ১৮ ॥
তে সর্ব্বে সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ।
ন হি পালনসামর্থ্যম্ ঋতে সর্ব্বেশ্বরং হরিম্ ॥ ১৯ ॥
স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ! ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ ॥২০॥
সৃজত্যেষ জগৎসৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকত্বে চ রজঃসত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥
*চতুর্ব্বিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ।
প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ ॥ ২২ ॥
একেনাংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবত্যব্যক্তমূর্ত্তিমান্।
মরীচিমিশ্রাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্যভাগতঃ ॥ ২৩ ॥
কালস্তৃতীয়স্তস্যাংশঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ।
ইত্থং চতুর্দ্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ত্ততেঽসৌ রজোগুণঃ ॥২৪॥

যাঁহারা পূর্ব্বকালে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এক্ষণে আধিপত্য করিতেছেন ও ভবিষ্যৎকালে যাঁহারা আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন,[১৮] তাঁহাদের সকলকেই বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে, কারণ বিশ্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে কাহারই প্রজাপালন করিবার সামর্থ্য নাই।[১৯]

মহাপ্রাজ্ঞ! বিষ্ণুর সত্তাতেই নিখিল পদার্থের সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে।[২০] এই সনাতন বিষ্ণু মহাপ্রলয়ের অবসানে রজোগুণাবলম্বী হইয়া সৃজন করিতেছেন, পরে সত্ত্ব গুণ আশ্রয় পূর্ব্বক সমুদায় পালন করেন। পরিশেষে তিনিই তমোগুণাবলম্বী হইয়া নিখিল জগৎ সংহার করিয়া থাকেন।[২১] (ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু) আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করেন এবং ঐ চতুর্ধা হইয়া পালন করিয়াও থাকেন। তিনি সৃষ্টির অবসানে চতুর্ধা হইয়া সমুদায় সংহার করেন।[২২] ভগবান্ জনার্দ্দন সৃষ্টি কালে এক অংশ দ্বারা অব্যক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট* হিরণ্যরেতা হন। তিনি দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।[২৩] কাল

একাংশেন স্থিতো বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্ * ।
মন্বাদিরূপশ্চান্যেন † কালরূপোঽপরেণ চ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বভূতেষু চান্যেন সংস্থিতঃ কুরুতে রতিম্।
সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥
আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিম্ অন্তকালে তথা পুনঃ ‡।
রুদ্রস্বরূপো ভগবান্ একাংশেন ভবত্যজঃ ॥ ২৭ ॥
অগ্ন্যন্তকাদিরূপেণ ভাগেনান্যেন বর্ত্ততে।
কালস্বরূপো ভাগোঽন্যঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ ॥ ২৮ ॥
বিনাশং কুর্ব্বতস্তস্য চতুর্দ্ধৈবং মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনা ব্রহ্মন্! কথ্যতে সার্ব্বকালিকী ॥ ২৯ ॥

তাঁহার তৃতীয় অংশ এবং সমুদায় ভূত তাঁহার চতুর্থ অংশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপে চারি অংশ হইয়া রজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন।[২৪]

ভগবান্ পুরুষোত্তম একাংশ দ্বারা বিষ্ণু রূপ ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় পালন করেন। তিনি দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মন্বাদি রূপী ও তৃতীয় অংশ দ্বারা কালরূপী হইয়া রক্ষা করিতে থাকেন।[২৫] তিনি অন্য অংশ দ্বারা সর্ব্ব ভূতে অবস্থান পূর্ব্বক (পালন কার্য্যের সাহায্যতা করেন।) পুরুষোত্তম এই রূপে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া জগৎ পালন করিতেছেন।[২৬] সেই অজ ভগবান্ প্রভু জনার্দ্দন অন্তকালে তামসী বৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক একাংশ দ্বারা রুদ্ররূপী হইয়া জগৎ সংহারে প্রবৃত্ত হন।[২৭] তিনি অন্য অংশ দ্বারা অগ্নি অন্তক প্রভৃতি হইয়া থাকেন। তিনি তৃতীয় অংশে কালরূপী ও চতুর্থ অংশে সর্ব্বভূতময় হন।[২৮] ব্রহ্মন্! মহাত্মা বিষ্ণু যখন (তমোগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক) সমুদায় সংহার

* একাংশেন স্থিতো বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালকম্ ইতি বা পাঠঃ।

† মন্বাদিরূপী চান্যেন ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

‡ অন্তকালে তথা প্রভুঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাদক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ।
বিভূতয়ো হরেরেতা জগতঃ * সৃষ্টিহেতবঃ॥ ৩০॥
বিষ্ণুর্ম্মন্বাদয়ঃ কালঃ সর্ব্বভূতানি চ দ্বিজ!।
স্থিতের্নিমিত্তভূতস্য বিষ্ণোরেতা বিভূতয়ঃ॥ ৩১॥
রুদ্রকালান্তকাদ্যাশ্চ সমস্তাশ্চৈব জন্তবঃ।
চতুর্দ্ধা প্রলয়ায়ৈতা জনার্দ্দনবিভূতয়ঃ॥ ৩২॥
জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজঃ।
ধাত্রা মরীচিমিশ্রৈশ্চ ক্রিয়তে জন্তুভিস্তথা॥৩৩॥
ব্রহ্মা সৃজত্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখাস্ততঃ।
উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্॥ ৩৪॥
কালেন ন বিনা ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকো দ্বিজ!।
ন প্রজাপতয়ঃ সর্ব্বে নচৈবাখিল-জন্তবঃ॥ ৩৫॥

করিতে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি যে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কহিলাম। এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বকালিক অংশ বলিতেছি, (শ্রবণ কর।)[২৯] হিরণ্যগর্ভ, দক্ষ প্রভৃতি, কাল ও নিখিল প্রাণী, ইহারা সকলেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ।[৩০] বিষ্ণু মনু প্রভৃতি, কালও সমুদায় প্রাণী, ইহারা সকলেই পালনকর্ত্তা ও বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ।[৩১] রুদ্র, অন্তক প্রভৃতি, কাল ও সমস্ত জীব, ইহারা সকলেই প্রলয়কর্ত্তা ও জনার্দ্দন বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ।[৩২]

ব্রহ্মন্! সৃষ্টির প্রারম্ভে ও যে পর্য্যন্ত প্রলয় কাল উপস্থিত না হয় সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ও সমুদায় প্রাণিগণ সৃষ্টি করিতে থাকেন।[৩৩] প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, পরে মরীচি প্রভৃতি, সন্তান উৎপাদনে প্রবৃত্ত হন, অনন্তর প্রাণিগণ নিরন্তর সন্তান উৎপাদন করিতে থাকে।[৩৪] ব্রহ্মন্! সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মা সৃষ্টি

* হরেরেতজ্জগতঃ ইতি বা পাঠঃ।

এবমেব বিভাগোঽয়ং * স্থিতাবপ্যুপদিশ্যতে।
চতুর্দ্ধা দেবদেবস্য মৈত্রেয়! প্রলয়ে তথা ॥৩৬॥
যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ!।
তস্য সৃজ্যস্য সংভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ ॥৩৭॥
হন্তি বা যৎ ক্বচিৎকিঞ্চিৎ ভূতং † স্থাবরজঙ্গমম্।
জনার্দ্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ ॥ ৩৮ ॥
এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ ‡।
জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ ¶ সমস্তস্য জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৯ ॥
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ত্ততে।
গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ ॥ ৪০ ॥

করিতে পারেন না এবং মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ বা প্রাণি-গণ, কালের সহায়তা ব্যতীত অর্থাৎ সময় উপস্থিত না হইলে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হন না।[৩৫] মৈত্রেয়! এইরূপ দেব-দেব বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভাগ জগতের পালন কালে বা সংহার কালেও উপদিষ্ট হইয়াছে।[৩৬] কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাহা হইলে সেই সৃষ্ট জীবের কারণ স্বরূপ জীব, সেই নূতন জীব সৃষ্টি বিষয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুরই মূর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।[৩৭] মৈত্রেয়! যদি কখন কোন প্রাণী, কোন স্থাবর বা জঙ্গম জীবকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে রুদ্রমূর্ত্তি জনা-র্দ্দনের সংহার মূর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।[৩৮] এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণু, অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা হইতেছেন।[৩৯] তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে গুণক্ষোভ দ্বারা

* এষ এব বিভাগোঽয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।

† হন্তি যাবচ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সত্ত্বম্ ইতি বা পঠ্যতাম্।

‡ জগৎপাতা তথা জগৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

¶ জগদ্ভক্ষয়িতা চেষ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপমম্ * ।
চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয় উবাচ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে! † ।
মমাচক্ষ্ব যথান্যায়ং ‡ যদুক্তং পরমং পদম্ ॥ ৪১ ॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ব্ববস্তুষু।
সাধ্যঞ্চ বস্ত্বভিমতং যৎসাধয়িতুমাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥
যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্।
সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্নাবর্ত্ততে যতঃ ॥ ৪৩ ॥
সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ § ।

সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা, এই তিন মূর্ত্তি অবলম্বন করেন পরন্তু তাঁহার পরম পদ (ব্রহ্ম) নির্গুণ ও পূর্ণ।[৪০] পরমাত্মা বিষ্ণুর রূপ যদিও চতুর্বিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানময়, স্বসংবেদ্য ও উপমা-রহিত।[৪১]

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! যাহা পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যিনি ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি কি প্রকারে ন্যায়ানুসারে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইতে পারেন? আমার নিকট বলুন।[৪১]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! কোন বস্তুর প্রতি যাহা কারণ তাহার নামই সাধন। যে বস্তু স্বয়ং সাধন করিবার সঙ্কল্প থাকে তাহার নাম সাধ্য।[৪২] মুমুক্ষু যোগিকৃত যে প্রাণায়ামাদি, তাহা মুক্তির সাধন এবং যাঁহা হইতে আর পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে না হয়,

* তচ্চ জ্ঞানময়ং ব্যাপি স্বয়ংবেদ্যমনৌপমম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

† ব্রহ্মভূতস্য হে মুনে! ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ মমাচক্ষ্ব যথান্যায়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

§ যোগিনো হি তৎ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

স ভেদঃ প্রথমস্তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে ! ॥ ৪৪ ॥
যুঞ্জতঃ ক্লেশমুক্ত্যর্থং সাধ্যং যদ্ ব্রহ্ম যোগিনঃ।
তদালম্বনবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োংশো মহামুনে ! ॥৪৫॥
উভয়োস্ত্ববিভাগেন সাধ্যসাধনয়োর্হি যৎ।
বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদ্ভাগোহন্যো ময়োদিতঃ ॥৪৬॥
জ্ঞানত্রয়স্য চৈতস্য বিশেষো যো মহামুনে ! ।
তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ * ॥ ৪৭ ॥
নির্ব্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনৌপমম্।
আত্মসংবোধবিষয়ং সত্তামাত্রমলক্ষণম্ ॥ ৪৮ ॥

তাদৃশ পরম ব্রহ্মই যোগীর সাধ্য।[৪৩] মুনে! সাধনের আলম্বন দেহাদি-বিবিক্ত-জীবাত্মস্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-ত্বং-পদার্থ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা যোগীদিগের মুক্তির কারণ এবং তাহা জ্ঞানময় বিষ্ণুর প্রথম ভেদ।[৪৪] মহর্ষে! জরা মরণ জন্ম প্রভৃতি সাংসারিক ক্লেশ মোচনের নিমিত্ত যিনি যোগ অভ্যাস করেন, ঈদৃশ যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদালম্বন যে তৎপদলক্ষ্য-চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহা (জ্ঞানময় বিষ্ণুর) দ্বিতীয় অংশ।[৪৫] সাধ্য সাধন উভয়ের অভেদে আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাকার অদ্বৈতময় অখণ্ডাত্মক তত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা (বিজ্ঞানময় বিষ্ণুর) তৃতীয় অংশ বলিয়া কথিত আছে।[৪৬] মহর্ষে! ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞান ও এতদুভয়ের অভেদ জ্ঞান, এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ, তন্নিরাকরণ দ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যাখ্য আবরণ ভঙ্গ দ্বারা দর্শিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃত যে আত্মস্বরূপ, তদ্বিশিষ্ট যে একাকার জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরম পদাখ্য জ্ঞান (তাহা বিজ্ঞানময় বিষ্ণুর চতুর্থ ভেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।)[৪৭] এই জ্ঞান নির্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি-

* তন্নিরাকরণদ্বার-দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিভাব্যমসংশ্রিতম্ *।
বিষ্ণোর্জ্ঞানময়স্যোক্তং তজ্জ্ঞানং পরমং পদম্॥৪৯॥
তত্রান্যজ্ঞানরোধেন † যোগিনো যান্তি যে লয়ম্।
সংসারকর্ষণোপ্তৌ তে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজ!॥৫০॥
এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ‡।
সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্॥৫১॥
তদ্ ব্রহ্ম পরমং যোগী ¶ যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।

করণাদি চেষ্টা পরিশূন্য, অতএব অনাখ্যেয় অর্থাৎ যাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যাহা ব্যাপ্তিমাত্র অর্থাৎ যাহা খণ্ডিত নহে, অন্য কোন পদার্থের সহিত যাহার উপমা হয় না, যাহা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু যাহার উদ্বোধক হইতে পারে না, যাহার সত্তামাত্র প্রতীয়মান হইতেছে, অথচ যাহার কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হয় না।[৪৮] যাহা প্রশান্ত অর্থাৎ বিক্ষেপ রহিত, যাহাতে কোন ভয় নাই, যাহা শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ব্বিষয়, যাহা অসংশ্রয় অর্থাৎ নিত্য, যাহা অবিভাব্য অর্থাৎ বিষয়রূপাকারের অভাব বশতঃ ভাবনার অবিষয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরম পদ।[৪৯] ব্রহ্মন্! যে সকল যোগী অবিদ্যাজনিত অন্য জ্ঞান নিরোধ দ্বারা উক্ত চতুর্থ জ্ঞানময় ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সংসার ক্ষেত্রে বীজ বপন বিষয়ে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের কারণ কাম্যাদি কর্ম্মকরণ বিষয়ে নির্বীজ হন অর্থাৎ কারণাভাবে তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্মাদি হয় না।[৫০] যাঁহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলা যায়, তিনি এই প্রকার, নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও ভেদ-বিবর্জ্জিত।[৫১] ইহাই ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া

* শুদ্ধং দুর্বিভাব্যমসংশ্রয়ম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি

† তত্রাজ্ঞাননিরোধেন ইতি বা পাঠঃ।

‡ ব্যাপকমব্যয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।

¶ তদ্ ব্রহ্ম পরমো যোগী ইতি বা পাঠঃ।

অপুণ্য-পুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশোঽতিনির্ম্মলঃ *॥ ৫২ ॥
দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে ॥ ৫৩ ॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্জ্যোৎস্না † বিস্তারিণী যথা ॥৫৪॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাসন্ন-দূরত্বাদ্ বহুত্ব-স্বল্পতাময়ঃ ॥ ৫৫ ॥
জ্যোৎস্নাভেদোঽস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্-মৈত্রেয়! বিদ্যতে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্! প্রধানা ‡ ব্রহ্মশক্তয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

থাকে। পাপ পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে যে পরমযোগী সাংসারিক তাপত্রয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হইয়াছেন, তিনি এই ব্রহ্মে লীন হন, পুনর্ব্বার আর প্রত্যাবৃত্ত হন না।[৫২] ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, দুই প্রকার রূপ। একটী বিনশ্বর, একটী অবিনশ্বর। এই দুই রূপ সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছে।[৫৩] একদেশ স্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ বিনশ্বর জগৎপ্রপঞ্চ, অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র।[৫৪] মৈত্রেয়! এই অখিল জগৎ পরম ব্রহ্মেরই শক্তি। অগ্নির যে প্রভা ও দাহিকা শক্তি আছে, সান্নিধ্য বা দূরতা হেতু তাহার যেমন তারতম্য হয়, ব্রহ্মের রূপ ভেদেও সেইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ একজন প্রধান মনুষ্যের যাদৃশ শক্তি, দেবগণের শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক। তাহা অপেক্ষা সান্নিধ্য প্রযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি অধিক, কিন্তু পূর্ণব্রহ্মের ন্যায় পূর্ণশক্তি কাহারো নাই। মৈত্রেয়! পরমব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা,

---

* ক্ষীণক্লেশোঽতিনির্ম্মলঃ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

† একদেশস্থিতস্যেন্দোর্জ্জ্যোৎস্না ইতি বা পাঠঃ।

‡ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবব্রহ্ম প্রধানা ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ! ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ ।
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষিসরীসৃপাঃ ।
ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাদয়স্ততঃ * ॥ ৫৭ ॥
তদেতদক্ষরং † নিত্যং জগন্-মুনিবরাখিলম্ ।
আবির্ভাবতিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্ ।
মূর্ত্তং যদ্ যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥৫৯॥
সালম্বনো মহাযোগঃ সবীজো যত্র সংস্থিতঃ ।
মনস্যব্যাহতে সম্যগ্ যুঞ্জতাং জায়তে মুনে ! ॥ ৬০ ॥
স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ‡ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ ! সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণু ও মহেশ্বর।[৫৬] দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তাহা অপেক্ষাও ন্যূনতা আছে। দক্ষাদি অপেক্ষা মনুষ্যের ক্ষমতা অল্প। মনুষ্য হইতে পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে ন্যূন ও ন্যূনতর।[৫৭]

মহর্ষে ! এই জগৎ বস্তুগত্যা নিত্য ও অক্ষয়। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব, উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৫৮] সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু পরম ব্রহ্মেরই স্বরূপ। তিনি মূর্ত্তিমান্ (ও বুদ্ধির গম্য বলিয়া) যোগীরা প্রথমতঃ যোগারম্ভ কালে তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন।[৫৯] মুনে! যাঁহারা মহাযোগী, তাঁহাদের অব্যাহত অর্থাৎ বিক্ষেপাদি-রহিত অন্তঃকরণে সালম্বন অর্থাৎ ধ্যেয়-সহিত, এবং সবীজ অর্থাৎ ওঙ্কারাদি মন্ত্র জপ সহিত সমাধিরূপ মহাযোগ অবস্থিতি করে।[৬০] মহাভাগ ! পরম ব্রহ্মের ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি যে

* বৃক্ষগুল্মাদয়স্তথা ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।
† তদেতদক্ষয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরেষু দৃশ্যতে ।
‡ স পরঃ পরশক্তীনাম্ ইতি বা পাঠম্ ।

তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ * ।
ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ † স জগচ্চাখিলং মুনে ! ॥৬২॥
ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভূষণাস্ত্রস্বরূপবৎ ॥ ৬৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভূষণাস্ত্রস্বরূপস্থং যচ্চৈতদখিলং জগৎ ‡ ।
বিভর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তন্-মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬৪ ॥

পরাশর উবাচ ।

নমস্কৃত্বাপ্রমেয়ায় ¶ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
কথয়ামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন মমাভবৎ ॥ ৬৫ ॥

সমুদায় শক্তি আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মের সন্নিহিত। এমন কি তাঁহাকে মুর্ত্তিমান্ ব্রহ্মই বলিতে পারা-যায়, কারণ বিষ্ণুই সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়।[৬১] মুনে ! এই অখিল জগৎ বিষ্ণু-তেই ওতপ্রোতরূপে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনিই সমুদায় জগৎ।[৬২] নিত্যানিত্য স্বরূপ ঈশ্বর বিষ্ণু, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই সমস্ত জগৎ ভূষণ ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন।[৬৩]

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু, কিরূপে ভূষণ ও অস্ত্রাকারে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন।[৬৪]

পরাশর কহিলেন। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অপ্রমেয় বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পূর্ব্বে বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করি।[৬৫]

---

* তত্র প্রোতমিদং সর্ব্বমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† ততোঽভবজ্জগৎ তস্মিন্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ যচ্চৈতদখিলং জগৎ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

¶ নমস্কৃত্যাপ্রমেয়ায় ইত্যেবং পাঠো ব্যাকরণাবিরুদ্ধঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণি-স্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬৬ ॥
শ্রীবৎসসংস্থানধরম্ অনন্তে চ সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥ ৬৭ ॥
ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥
বলস্বরূপমত্যন্ত-জবেনান্তরিতানিলম্ *।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥
পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতু-সংঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭০ ॥

ভগবান্ হরি, এই জগতের আত্মা স্বরূপ নির্মল নির্গুণ নির্লেপ পুরুষকে কৌস্তুভমণিরূপে ধারণ করিতেছেন।[৬৬] অনন্ত বিষ্ণু, প্রকৃতিকে শ্রীবৎস রূপে * ধারণ করেন এবং বুদ্ধিতত্ত্বও তাঁহাতে গদারূপে অবস্থিতি করিতেছে।[৬৭] সেই ঈশ্বর ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার, এই উভয়কেই শার্ঙ্গরূপে ও শঙ্খরূপে ধারণ করিতেছেন।[৬৮] যাহা সকলের সামর্থ্য স্বরূপ, যাহা বেগদ্বারা বায়ুকেও অতিক্রম করিতে পারে, এরূপ মন অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে তিনি করকমল দ্বারা চক্ররূপে ধারণ করিয়া থাকেন।[৬৯] গদাধর বিষ্ণুর পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা মাণিক্য মরকত ইন্দ্রনীল হীরক, এতৎপঞ্চরত্ন-সমানবর্ণ যে বৈজয়ন্তী মালা, তাহা ভূতহেতু পঞ্চতন্মাত্রের পংক্তি ও মহাভূতপঞ্চকের পংক্তি

---

* বাতস্বরূপমত্যন্তং জবেনান্তরিতানিলম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

* রত্নগর্ভ বলেন, যে শ্রীবৎস শব্দে প্রদক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিবিশেষ। শ্রীবৎস রূপ গরুড়-পুরাণে কথিত আছে যথা—"প্রদক্ষিণাবর্ত্ত-বিচিত্ররোম শ্রীবৎস-সন্নিধ-বিভূষিতাঙ্গম্। বক্ষো বিচিন্ত্যম্," ইতি

যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৭১ ॥
বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নম্ অচ্যুতোঽত্যন্তনির্ম্মলম্।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানম্ অবিদ্যাকোশসংস্থিতম্ * ॥৭২॥
ইত্থং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ।
ভূতানি চ হৃষীকেশে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয়! সর্ব্বমেতৎ সমাশ্রিতম্ ॥ ৭৩ ॥
অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জ্জিতঃ।
বিভর্ত্তি মায়ারূপোঽসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ ॥৭৪॥
সবিকারং প্রধানঞ্চ † পুমাংশ্চৈবাখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি পুণ্ডরীকাক্ষস্তদেবং পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৫ ॥

(বিবেচনা করিতে হইবে।)[৭০] যে সমুদায় বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, তৎসমুদায় ভগবান্ জনার্দ্দন শররূপে ধারণ করিতেছেন।[৭১] ভগবান্ অচ্যুত যে সাতিশয় নির্ম্মল মহা অসি ধারণ করেন, তাহা বিদ্যাময় তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোশে আবৃত রহিয়াছে।[৭২] মৈত্রেয়! এইরূপে পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চক, পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, মনঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, এই সমুদায় ভগবান্ হৃষীকেশকে আশ্রয় করিয়া আছে।[৭৩] ভগবান্ হরি যদিও নিরাকার; তথাপি তিনি জীবগণের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত মায়ারূপী হইয়া অস্ত্র ও ভূষণাকারে আশ্রিত উক্ত পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি ধারণ করিতেছেন।[৭৪] পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু, এইরূপে অবিকৃতি মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্বপ্রভৃতি প্রকৃতিবিকৃতি পঞ্চক,

* অবিদ্যাচর্ম্মসংস্থিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

† সবিকারং প্রধানং যৎ ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।

যা বিদ্যা যা তথাবিদ্যা যৎ সদ্ যচ্চাসদব্যয়ম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বভূতেশে মৈত্রেয়! মধুসূদনে ॥ ৭৬ ॥
কলাকাষ্ঠানিমেষাদি-দিনর্ত্ত্বয়নহায়নৈঃ।
কালস্বরূপো ভগবান্ অপরো হরিরব্যয়ঃ * ॥ ৭৭ ॥
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো মুনিসত্তম!।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভুঃ ॥ ৭৮ ॥
লোকাত্মমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
আধারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ ॥ ৭৯ ॥
দেবমানুষপশ্বাদিস্বরূপৈর্ব্বহুভিঃ স্থিতঃ।
ততঃ † সর্ব্বেশ্বরোঽনন্তো ভূতমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্ ॥ ৮০ ॥
ঋচো যজূংষি সামানি তথৈবাথর্ব্বণানি বৈ ‡।

পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি ব্যতিরিক্ত পুরুষ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড, এই সমুদায় ধারণ করিতেছেন।[৭৫] মৈত্রেয়! বিদ্যা, অবিদ্যা, অনিত্য ও নিত্য অব্যয় পদার্থ, এ সমুদায়ই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিতি করিতেছে।[৭৬] কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, (মাস) ঋতু, অয়ন ও হায়ন প্রভৃতি-বিশিষ্ট নিত্য কালও ভগবান্ হরির রূপান্তর।[৭৭]

মহর্ষে! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোক বিভু বিষ্ণুরই মূর্ত্ত্যন্তর।[৭৮] সকল লোকই সেই হরির মূর্ত্তি। তিনি সমুদায় আদির আদি। তিনি স্বয়ং সমুদায় বিদ্যার আধার।[৭৯] সেই নিরাকার সর্ব্বেশ্বর বিভু অনন্ত ভূতমূর্ত্তি হইয়া দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি বহু আকারে অবস্থিতি করিতেছেন।[৮০] ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস

* অপারো হরিরব্যয়ঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

† স্বরূপৈর্ব্বহুভির্বিভুঃ। স্থিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ তথৈবাথর্ব্বণানি চ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

ইতিহাসোপবেদাস্তু বেদান্তেষু তথোক্তয়ঃ ॥ ৮১ ॥
বেদাঙ্গানি সমস্তানি মন্বাদিগদিতানি চ।
শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যাতান্যনুবাদাশ্চ যে ক্বচিৎ ॥ ৮২ ॥
কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ *।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্ব্বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ † ॥ ৮৩ ॥
যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা ক্বচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি ‡ তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ ॥৮৪॥

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্-মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥ ৮৫ ॥

অর্থাৎ মহাভারতাদি, উপবেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি, বেদান্ত-বাক্য [৮১] মন্বাদি-প্রণীত সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা-প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র, আখ্যান অর্থাৎ পুরাণ সমুদায়, যে কোন অনুবাদ অর্থাৎ কল্পসূত্র প্রভৃতি, [৮২] যে কোন কাব্যালাপ, সমুদায় সঙ্গীত, এতৎসমস্তই শব্দমূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ। [৮৩] এখানে বা অন্য কোন স্থানে যে কোন সাকার বা নিরাকার বস্তু আছে, সে সমুদায়ই বিষ্ণুর রূপভেদ। [৮৪] আমি বিষ্ণু, এই নিখিল জগৎ বিষ্ণুময়, এই জগতে যে সমুদায় কার্য্য বা কারণ আছে, তাহার মধ্যে কোনটীই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, যাঁহার অন্তঃকরণ এইরূপ হয়, তাঁহাকে আর সাংসারিক রাগদ্বেষরূপ হৃদ্রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। [৮৫]

* কাব্যালাপাশ্চ যে কিঞ্চিৎ ইতি পাশ্চাত্ত্যাঃ পঠন্তি।

† শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মন ইতি দর্পণকার-ধৃতঃ পাঠঃ।

‡ সন্তু বৈ বস্তুজাতানি ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ইত্যেষ তেঽংশঃ প্রথমঃ পুরাণস্যাস্য বৈ দ্বিজ ! ।
যথাবৎ কথিতো, যস্মিন্ শ্রুতে পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬॥
কার্ত্তিক্যাং পুষ্করস্নানে দ্বাদশাব্দেন যৎ ফলম্ * ।
তদস্য শ্রবণাৎ সর্ব্বং † মৈত্রেয়াপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮৭ ॥
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বযক্ষাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
ভবন্তি ‡ শৃণ্বতঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা মুনে ! ॥৮৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোঽংশঃ সমাপ্তঃ।

ব্রহ্মন্! এই বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ তোমার নিকট যথাযথ কহিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়।৮৬ দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্যেরা এই বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ শ্রবণ করিলে সেই ফল সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮৭ মুনে! যে ব্যক্তি, দেবতাগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ প্রভৃতির উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করেন, উক্ত দেবগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াথাকেন।৮৮

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দ্বাবিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* দ্বাদশাব্দে তু ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।

† তদস্য শ্রবণে সর্ব্বম্ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

‡ ভবন্তু ইতি পুস্তকান্তরেষু দৃশ্যতে।

বিষ্ণুপুরাণম্।



দ্বিতীয়াংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।



মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্! সম্যগাখ্যাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া।
জগতঃ * সর্গসম্বন্ধি যৎ পৃষ্টোঽসি গুরো! ময়া॥ ১॥
যোঽয়মংশো জগৎসৃষ্টি-সম্বন্ধো † গদিতস্ত্বয়া।
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োঽপি মুনিসত্তম!॥ ২॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার গুরু। আমি জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আপনকার নিকট যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছি, তৎ সমুদায়ই আপনি উত্তম রূপে আমার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন।[১] পরন্তু মহর্ষে! আপনি যে জগৎসৃষ্টি সংক্রান্ত অংশের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা আমি পুনর্ব্বার বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।[২]

* জগতাম্ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।
† সম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া ইতি বা পাঠঃ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য যৌ ।
তয়োরুত্তানপাদস্য ধ্রুবঃ পুত্রস্ত্বয়োদিতঃ ॥ ৩ ॥
প্রিয়ব্রতস্য নৈবোক্তা ভবতা দ্বিজ ! সন্ততিঃ ।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

পরাশর উবাচ ।

কর্দ্দমস্যাত্মজাং কন্যাম্ উপযেমে প্রিয়ব্রতঃ ।
সম্রাট্ কুক্ষী চ তৎকন্যে, দশপুত্রাস্তথাপরে ॥ ৫ ॥
মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীর্য্যা বিনীতা দয়িতাঃ পিতুঃ ।
প্রিয়ব্রতসুতাঃ খ্যাতাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৬ ॥
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা ।

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে যে দুইটী পুত্র হইয়াছিল, তাহার মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, ইহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন।° ব্রহ্মন্! আপনি প্রিয়ব্রতের বংশাবলি বর্ণন করেন নাই, অতএব আমি সেই প্রিয়ব্রতের বংশাবলি শ্রবণ করিতে লোলুপ হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া কীর্ত্তন করুন।°

পরাশর কহিলেন। প্রিয়ব্রত, কন্যানাম্নী কর্দ্দম-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। * ঐ কর্দ্দমনন্দিনীর গর্ভে সম্রাট্ ও কুক্ষি নামে প্রথমতঃ দুইটী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে। অনন্তর আর দশটী পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল।°এই প্রিয়ব্রত তনয়েরা সকলেই জ্ঞানবান্, সাতিশয় বীর্য্যশালী, বিনীত ও পিতৃবল্লভ ছিল। ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।°অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু,

* কেহ কেহ বলেন, কর্দ্দমতনয়ার নাম কাম্যা। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐ কাম্যা নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। টীকাকারদিগের মতানুসারে তাঁহার নাম কন্যা। বায়ু পুরাণে কর্দ্দমতনয়ার নাম কন্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হরিবংশের টীকাকার বলেন, কর্দ্দমের কাম্যা নামে আর একটী কন্যা ছিল। প্রিয়ব্রত তাঁহারও পাণিগ্রহণ করেন। কোন কোন পুরাণে এরূপও পাওয়া যায় যে, প্রিয়ব্রতের জননীর নাম কাম্যা। ফলতঃ যিনি প্রিয়ব্রতজননী কাম্যা, তিনি কর্দ্দমতনয়া নহেন।

মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭ ॥
জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং সত্যনামা সুতোঽভবৎ * ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং প্রখ্যাতো বলবীর্য্যতঃ ॥ ৮ ॥
মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥ ৯ ॥
নির্ম্মমাঃ সর্ব্বকালন্তু সমস্তার্থেষু বৈ মুনে ! ।
চক্রুঃ ক্রিয়া যথান্যায়ম্ অফলাকাঙ্ক্ষিণো হি তে ॥১০॥
প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাং মুনিসত্তম ! ।
বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয় ! সুমহাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥
জম্বুদ্বীপং মহাভাগ ! সোঽগ্নীধ্রায় দদৌ পিতা ।
মেধাতিথেস্তথা প্রাদাৎ প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্ ॥ ১২ ॥
শাল্মলে চ বপুষ্মন্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্ † ।

বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব, সুবন পুত্র [৭] ও জ্যোতিষ্মান্। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে দশম পুত্র জ্যোতিষ্মানের নাম অন্বর্থ অর্থাৎ সার্থক হইয়াছিল। এই দশটী পুত্রই অসামান্য বল-বীর্য্য দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিল।[৮] ইহাদের মধ্যে মেধা অগ্নিবাহু ও পুত্র, এই তিনটী পুত্র মহাসৌভাগ্যশালী ও জাতিস্মর ছিলেন। ইহাঁরা রাজ্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।[৯] মহর্ষে ! ইহাঁরা সমস্ত বিষয়েই সর্ব্বদা মমতা-রহিত ছিলেন। ইহাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন।[১০] মৈত্রেয় ! প্রিয়ব্রত পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া (অবশিষ্ট) সেই সাত মহাত্মা পুত্রকে প্রদান করিলেন।[১১] মহাভাগ ! প্রিয়ব্রত, অগ্নীধ্র নামক পুত্রকে জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য প্রদান করিলেন এবং মেধা-

* যুতোঽভবৎ ইতি পুস্তকান্তরেষু লভ্যতে।
† মহেন্দ্রমভিষিক্তবান ইতি বা পাঠ্যতাম।

জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥১৩॥
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ *।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যঞ্চক্রে চ স প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
সবনং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ৎ † ॥ ১৫ ॥
জম্বুদ্বীপেশ্বরো যস্তু আগ্নীধ্রো মুনিসত্তম!।
তস্য পুত্রা বভূবুস্তে প্রজাপতিসমা নব ॥ ১৬ ॥
নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ।
রম্যো হিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব এব চ ॥ ১৭ ॥
কেতুমালস্তথৈবান্যঃ সাধুচেষ্টো নৃপোঽভবৎ।
জম্বুদ্বীপবিভাগাংশ্চ তেষাং বিপ্র! নিশাময় ॥ ১৮ ॥
পিত্রা দত্তং হিমাহ্বন্তু বর্ষং নাভেস্তু দক্ষিণম্।

তিথিকে প্লক্ষদ্বীপ দিলেন।[১২] তিনি বপুষ্মান্ নামক পুত্রকে শাল্মল দ্বীপের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশ-দ্বীপের অধিপতি করিয়া দিলেন।[১৩] তিনি দ্যুতিমান্ নামক পুত্রকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপের সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং ভব্যকে শাকদ্বীপের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।[১৪] প্রভু প্রিয়ব্রত সবন নামক পুত্রকে পুষ্কর-দ্বীপের অধিপতি হইতে আদেশ করিলেন।[১৫]

মহর্ষে! জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর অগ্নীধ্রের প্রজাপতি সদৃশ নয়টী পুত্র হইয়াছিল।[১৬] তাহাদের নাম—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলা-বৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব,[১৭] ও কেতুমাল। এই নয়টী পুত্রই সৎকার্য্যান্বিত ছিলেন। ব্রহ্মন্! মহারাজ অগ্নীধ্র, যে রূপে ঐ নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৮]

* প্রিয়ব্রতঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

† পুষ্করাধিপতিং চক্রে সবনং চাপি স প্রভুঃ ইতি পাঠান্তরম্।

হেমকূটং তথা বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ ॥ ১৯॥
তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ ॥ ২০॥
নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা।
শ্বেতং তদুত্তরং * বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে ॥২১॥
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ।
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্ বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্ ॥২২॥
গন্ধমাদনবর্ষস্তু কেতুমালায় দত্তবান্।
ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ স নরেশ্বরঃ ॥২৩॥

জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমবর্ষ†। মহারাজ অগ্নীধ্র, নাভিনামক পুত্রকে ঐ হিমবর্ষ প্রদান করিলেন এবং কিম্পুরুষ নামক পুত্রকে হেমকূট বর্ষের অধিপতি করিয়া দিলেন।[১৯] তিনি হরিবর্ষ নামক পুত্রকে নৈষধ বর্ষ প্রদান করিলেন এবং মেরু বর্ষ অর্থাৎ মেরুর সন্নিহিত ও চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সমুদায় ইলাবৃত নামক তনয়কে দিলেন।[২০] নীলাচল বর্ষ অর্থাৎ যেখানে নীলাচল নামে পর্ব্বত আছে, তাহাতে রম্য নামক পুত্রকে স্থাপন করিলেন। নীলাচল হইতে উত্তর শ্বেতবর্ষ (যেখানে শ্বেতগিরি আছে) হিরণ্বান্ নামক পুত্রকে দিলেন।[২১] শ্বেতবর্ষের উত্তর শৃঙ্গবদ্বর্ষ (যেখানে শৃঙ্গবান্ নামে মহীধর আছে) কুরু নামক পুত্রকে দিলেন। মেরুর পূর্ব্বভাগে যে বর্ষ আছে, তাহাতে তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পুত্রকে স্থাপন করিলেন।[২২] তিনি কেতুমাল নামক নবম পুত্রকে গন্ধমাদন বর্ষের (যেখানে গন্ধমাদন নামে মহাগিরি আছে) অধীশ্বর করিয়া দিলেন। জম্বুদ্বীপের অধিপতি মহারাজ অগ্নীধ্র এই রূপে নয় পুত্রকে নব বর্ষের অর্থাৎ নয়টী মহাদেশের

* শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† জম্বুদ্বীপের মধ্যে নয়টী বর্ষে নয়টী প্রধান পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বকালে ঐ সকল পর্ব্বতের নামেই বর্ষের নাম প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্ষে বর্ষেষু তান্ পুত্রান্ অভিষিচ্য স ভূমিপঃ।
শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয়! তপসে যযৌ॥ ২৪॥
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে!।
তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ॥২৫॥
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি * জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ ২৬॥
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বষ্টাসু সর্ব্বদা।
হিমাহ্বং যস্য বৈ বর্ষং নাভেরাসীন্-মহাত্মনঃ॥২৭॥
তস্যর্ষভোঽভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ †।
ঋষভাদ্ ভরতো জজ্ঞে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য সঃ॥২৮॥

রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।[২৩]তিনি পুত্রগণকে উক্ত সমুদায় বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত মহাপবিত্র শালগ্রাম তীর্থে গমন করিলেন ‡।[২৪]মহর্ষে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষ প্রভৃতি যে আটটী বর্ষ আছে, সেখানে স্বাভাবিকী সিদ্ধি ও অযত্ন-সুলভ সুখ ভোগ করিতে পারা যায়।[২৫]সেখানে অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না. সুতরাং কাহারো পীড়াভয় বা বার্দ্ধক্যাবস্থার পূর্ব্বে মৃত্যুভয় নাই। সেখানে এরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা উত্তম মধ্যম অধমাদি বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না।[২৬]উক্ত অষ্ট মহাপ্রদেশে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের অবস্থাভেদও নাই।

মহাত্মা নাভি, হিমবর্ষের আধিপত্য লাভ করিয়া (পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।)[২৭]মেরু দেবীর গর্ভে ঋষভ নামে

* ন তত্রাস্তি টাত বা পাঠঃ।

† মেরুদেব্যাং মহামতিঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ডে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম নামক বিষ্ণুচক্র বিশিষ্ট পবিত্র প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয়, গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি স্থলে শালগ্রাম তীর্থ ছিল।

কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ তথেষ্ট্বা বিবিধান্ মখান্ ।
অভিষিচ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ * ॥২৯॥
তপসে স মহাভাগঃ পুলস্ত্যস্যাশ্রমং যযৌ † ।
বাণপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তপস্তেপে যথান্যায়ং যদা চ স মহীপতিঃ ‡ ।
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥৩১॥
নগ্নো বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাধ্বানং ¶ ততো গতঃ ।
ততশ্চ ভারতং বর্ষম্ এতল্লোকেষু গীয়তে ॥ ৩২ ॥
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্ ।

তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋষভের শত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত।[২৮]পৃথিবীপতি ঋষভ, বহুকাল ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন [২৯]এবং সেই মহাত্মা তপস্যা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে কৃতনিশ্চয় হইয়া বানপ্রস্থ বিধানানুসারে [৩০] যথাবিধি তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি তপস্যা দ্বারা সাতিশয় কৃশ হইলেন, যখন তাঁহার শরীরে শিরা সকল বিস্তীর্ণ ও দৃষ্ট হইতে লাগিল [৩১]তখন তিনি দিগম্বর হইয়া মুখে উপলখণ্ড প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মহাপথে যাত্রা করিলেন। (মহীপাল ঋষভের মহাপ্রস্থানের পর তদীয় পুত্র ভরত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করেন এই নিমিত্ত) এই হিমবর্ষ ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে *।[৩২]বিশেষতঃ যখন

* অভিষিচ্য সুতং বীরং ভরতং পৃথিবীপতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

† পুলহস্যাশ্রমং যযৌ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

‡ ইয়াজ স মহীপতিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

¶ বীরাধ্বানমিতি বা পাঠঃ।

* অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত আছে যে, ঋষভের পুত্র ভরত হইতে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে, পরন্তু মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণে আছে যে, মনু প্রজাগণের ভরণ করিতেন

সুমতির্ভরতস্যাভূৎ * পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৩ ॥
কৃত্বা সম্যগ্ দদৌ তস্মৈ রাজ্যমিষ্টমখঃ পিতা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৩৪ ॥
যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেঽত্যজন্মুনে।।
অজায়ত চ বিপ্রোঽসৌ যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥৩৫॥
মৈত্রেয়! তস্য চরিতং কথয়িষ্যামি তে পুনঃ।

ঋষভ বন প্রস্থান করেন, তখন ভরতকেই এই হিমবর্ষের একাধিপত্য প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। ভরতের সুমতি নামে একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল।[৩৩]ভরত সাতিশয় যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া উক্ত সুমতি নামক পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তিনি ঐ পুত্রকে সমুদায় রাজলক্ষ্মীর অধীশ্বর করিয়া [৩৪]যোগাভ্যাসে রত হইয়া শালগ্রাম তীর্থে যোগ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রধান যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩৫]মৈত্রেয়! এই ভরতের পরজন্ম বৃত্তান্ত

বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম ভরত, সুতরাং ভরত অর্থাৎ মনু হইতে হিমবর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। যথা—

"ভরণাত্তু প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্ত-বচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ ভারতং স্মৃতম্ ॥"

বায়ু পুরাণের আর এক স্থলে আছে যে, হিমবর্ষের নাম ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ হইয়াছে যথা—

"হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং তস্য (ভরতস্য) নাম্না বিদুর্বুধাঃ" ইতি।

যাহা হউক্ এক্ষণে কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যদিগের পূর্ব্বতন রাজা ভরত হইতে যে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সুতরাং বৌদ্ধদিগের প্রমাণানুসারে বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের মধ্যে ভরত নামে যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত বচন সকল দেখিয়া বিবেচনা করুন যে, ভারতবর্ষ নাম আধুনাতন বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে হইয়াছে? কি তাহার পূর্ব্বেও ছিল? ॥

* সুমতির্ভরতস্যাসীৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

সুমতেস্তেজসস্তস্মাদ্ ইন্দ্রদ্যুম্নো ব্যজায়ত ॥ ৩৬ ॥
পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ ॥৩৭॥
ভুবস্তস্মাৎ * তথোদ্গীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভুঃ †।
পৃথুস্ততোঽভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥৩৮॥
নরো গয়স্য তনয়-স্তৎপুত্রোঽভূদ্ বিরাট্ ততঃ।
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্মাদজায়ত ‡ ॥ ৩৯ ॥
মহান্তস্তৎসুতশ্চাভূন্- § মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ ॥ ৪০ ॥
শতজিদ্রজসস্তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং মুনে!।
বিশ্বগ্জ্যোতিঃপ্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ।৪১।

পরে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। তেজস্বী সুমতি হইতে ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হইল।[৩৬] ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী। পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতিহার। প্রতিহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইলেন।[৩৭] প্রতিহর্ত্তার পুত্র ভুব। ভুবের পুত্র উদ্গীথ, উদ্গীথের পুত্র প্রস্তার। প্রস্তারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়[৩৮] গয়ের পুত্র নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের পুত্র ধীমান্[৩৯] ধীমানের পুত্র মহান্ত, মহান্তের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র ত্বষ্টু, ত্বষ্টুর পুত্র বিরজ, * বিরজের পুত্র রজ [৪০] রজের পুত্র

* ভবস্তস্মাৎ ইতি বা পঠ। † তৎসুতোঽভবৎ ইতি কস্যচিৎ পাঠঃ।
‡ ধীমাংস্তস্মাদ্ব্যজায়ত ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
§ মহাত্মাপি ততশ্চাভূৎ ইতি বা পাঠঃ।
* কেহ কেহ বলেন, বিরজ হইতে প্রিয়ব্রতের বংশ শেষ হইয়াছে। যথা—"প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ। অকরোদত্যলং কীর্ত্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা॥" ইতি।

তৈরিদং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কৃতম্।
তেষাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ॥ ৪২ ॥
কৃতত্রেতাদিসর্গেণ যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৪৩ ॥
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ।
বারাহে তু মুনে! কল্পে পূর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শতজিৎ। মুনে! শতজিতের এক শত পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতিই প্রধান। এই এক শত পুত্র হইতে অসংখ্য প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে।[৪২] ইঁহারা ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের বংশীয়েরাই সত্য ত্রেতাদি ক্রমে এক সপ্ততি মহাযুগ অর্থাৎ এক মন্বন্তর কাল ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ভোগ করেন।[৪৩] মহর্ষে! এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ, বর্ত্তমান বারাহ কল্পে পূর্ব্ব মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহাদেরই সন্তানপরম্পরা দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।[৪৪]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা ব্রহ্মন্! সর্গঃ স্বায়ম্ভুবশ্চ মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ॥ ১॥
যাবন্তঃ সাগরা, দ্বীপা,-স্তথা বর্ষাণি, পর্ব্বতাঃ।
বনানি, সরিতঃ, পুর্য্যো দেবাদীনাং তথা মুনে!।
যৎপ্রমাণমিদং সর্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্।
সংস্থানমস্য চ মুনে! যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥ ৩॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম।

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিবরণ আমাকে কহিলেন, এক্ষণে (তৎপ্রসঙ্গে দ্বীপ বর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ হওয়াতে) আপনকার নিকট সমুদায় ভূমণ্ডল-বিবরণ শ্রবণ করিতে লালসা হইয়াছে।[১] মুনে! এই ধরণীমণ্ডলে কতগুলি সাগর, কতগুলি দ্বীপ, কতগুলি বর্ষ, কতগুলি পর্ব্বত, কতগুলি বন, কতগুলি নদী ও দেব মনুষ্য বা গন্ধর্ব্বাদির কতগুলি পুরী আছে?[২] এই সমুদায় এবং ধরা-মণ্ডলের পরিমাণ কত? ইহার আধার কি? অর্থাৎ ইহা কোন্ বস্তুর উপর অবস্থিতি করিতেছে? এই পৃথিবী কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে? ইহার আকৃতি কিরূপ? এতৎসমুদায় আনুপুর্ব্বিক বলুন।[৩]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে আমি তাহা

নাস্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যো হি বিস্তরঃ *॥ ৪ ॥
জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ † শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ ! ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫ ॥
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্॥ ৬ ॥
জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাম্ এতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ ‡ ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় ! মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৭ ॥
চতুরাশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশন্-মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥৮॥
মূলে ষোড়শসাহস্রো ¶ বিস্তারস্তস্য সর্ব্বশঃ ।

সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। (সংক্ষেপে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে) বিস্তার রূপে বলিতে হইলে শতবর্ষেও ইহার শেষ হইবে না।[৪] ব্রহ্মন্! (এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; ইহাতে) জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ, এই সাতটী দ্বীপ আছে।[৫] এই সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্রদ্বারা সমান রূপে সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত। সেই সপ্ত সমুদ্রের নাম—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, ও জল সমুদ্র।[৬] তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সমুদায় দ্বীপের মধ্যস্থিত। মৈত্রেয়! এই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে সুমেরু নামে একটী হিরণ্ময় পর্ব্বত আছে।[৭] এই সুমেরু চতুরশীতি সহস্র যোজন উচ্চ। ইহা নিম্নে ষোড়শ সহস্র যোজন নিখাত আছে এবং ইহার উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তার,[৮] পরন্তু ইহার নিম্নের

* বক্তুং শক্যোঽতিবিস্তরঃ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।
† জম্বুপ্লক্ষাদয়ো দ্বীপাঃ ইতি বা পঠ্যতাম।
‡ এতেষাং মধ্যমে স্থিতঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
¶ মূলে ষোড়শসাহস্রে ইতি বা পাঠঃ।

ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ * কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯ ॥
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ১০ ॥
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ † দশহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়া-স্তাবদ্-বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১১ ॥
ভারতং প্রথমং বর্ষং, ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্-মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজ! ॥ ১২ ॥
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্ ‡।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ১৩ ॥

বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন। পৃথিবী পদ্মের ন্যায় ও এই শৈলরাজ তাহার কর্ণিকা সদৃশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।[৯]

এই সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ পর্ব্বত এবং উত্তরে নীলাচল, শ্বেতাচল ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত, এই ছয়টী বর্ষপর্ব্বত আছে।[১০] এই পর্ব্বত কএকটীর মধ্যস্থলস্থ নিষধ ও নীলাচল নামক দুইটী পর্ব্বত লক্ষ যোজন দীর্ঘ, অবশিষ্ট পর্ব্বতগুলি তাহা অপেক্ষা দশাংশ ন্যূন অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত পর্ব্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। হিমালয় ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের দীর্ঘতা একাশীতি সহস্র যোজন। এই সমুদায় পর্ব্বতের উচ্চতা দুই সহস্র যোজন এবং বিস্তারও ঐরূপ দুই সহস্র যোজন হইবে।[১১]

ব্রহ্মন্! সুমেরুর সর্ব্ব দক্ষিণে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, তাহার পর কিম্পুরুষবর্ষ, তদনন্তর হরিবর্ষ আছে।[১২] উহার উত্তরদিকে প্রথমতঃ রম্যক বর্ষ, তৎপরে হিরণ্ময় বর্ষ এবং সকলের প্রান্তভাগে, দক্ষিণ দিকে যেমন

* ভূপদ্মস্যাস্য শৈলোঽসৌ ইতি বহুষু পুস্তকেষু লভ্যতে।

† লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যে ইতি পাঠান্তরম্।

‡ রম্যকং চোত্তরং বর্ষং তথৈব তু হিরণ্ময়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

নবসাহস্রমেকৈকম্ এতেষাং দ্বিজসত্তম !।
ইলাবৃতঞ্চ, তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৪ ॥
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্তু * নবসাহস্রবিস্তৃতম্।
ইলাবৃতং মহাভাগ ! চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ॥ ১৫ ॥
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ।
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥১৭॥
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এব চ।
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ॥ ১৮ ॥
জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্ম্মহামুনে !।

ভারতবর্ষ আছে, সেইরূপ উত্তর প্রান্তে কুরুবর্ষ রহিয়াছে।[১৩] ব্রহ্মন্ ! এই সমুদায় বর্ষের প্রত্যেকেই নব সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ইলাবৃত বর্ষও ঐ রূপ নব সহস্র যোজন, পরন্তু ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে হিরণ্ময় সুমেরু পর্ব্বত উচ্ছ্রিত আছে।[১৪] মহাভাগ ! এই ইলাবৃত বর্ষে মেরুর চতুর্দ্দিকেই নব সহস্র যোজন বিস্তৃত স্থান আছে এবং ঐ চারি দিকে চারিটী পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়।[১৫] আমি বোধ করি, সুমেরু পর্ব্বতের দৃঢ়তার নিমিত্ত পরমেশ্বর ঐ চারিটী পর্ব্বতকে চারিটী বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কু স্বরূপ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন। এই চারিটী পর্ব্বত দশ সহস্র যোজন উন্নত। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে মন্দর পর্ব্বত, দক্ষিণ দিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পশ্চিম পার্শ্বে বিপুল পর্ব্বত এবং উত্তর অংশে সুপার্শ্ব পর্ব্বত আছে।[১৭] মন্দর প্রভৃতি উক্ত চারিটী বিষ্কম্ভ পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটী মহাবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষচতুষ্টয় একাদশ সহস্র যোজন উচ্চ। উহারা পর্ব্বতের ধ্বজ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।[১৮] মহর্ষে ! উক্ত পর্ব্ব-

* মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ

মহাগজপ্রমাণানি জম্ব্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ ॥ ১৯ ॥
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ।
রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বূনদীতি বৈ ॥ ২০ ॥
সরিৎ প্রবর্ত্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ।
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥
তৎপানাৎ স্বচ্ছমনসাং * জনানাং তত্র জায়তে।
তীরমৃৎ তদ্রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোষিতা।
জাম্বূনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥ ২২ ॥
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ † কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।

তের উপর ঐ জম্বু বৃক্ষ, থাকাতে এতদ্দ্বীপ জম্বুদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষে এক একটী মহাগজের ন্যায় বৃহদাকার জম্বুফল উৎপন্ন হয়।[১৯] ঐ মহাগজপ্রমাণ জম্বুফল গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত জম্বুফলের রসে সুবিখ্যাত জম্বু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।[২০] জম্বু নদী পূর্ব্বোক্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে। (ইলাবৃত বর্ষ নিবাসী ও গন্ধমাদন পর্ব্বত বাসী) লোকেরা জম্বু নদীর মধুর জল পান করিয়া থাকে। জম্বু নদীর সলিলে ক্লেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই। ঐ জল পান করিলে ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয় না, বার্দ্ধক্য দশাও উপস্থিত হইতে পারে না।[২১] জম্বু নদীর জলপানে তত্রত্য জনগণের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। তাহার তীরস্থ মৃত্তিকা, তদীয় রসে সিক্ত ও সুখকর বায়ুকর্ত্তৃক বিশোষিত হইয়া সুবর্ণরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, জম্বু নদীর রসাভিষিক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম জাম্বূনদ হইয়াছে। সিদ্ধগণ এই জাম্বূনদ ভূষণরূপে ধারণ করিয়া থাকেন।[২২] মুনিবর! সুমেরু

* তৎপানস্বচ্ছমনসাম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† মেরোঃ পূর্ব্বেণ ভদ্রাশ্বম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ! তয়োর্ম্মধ্যে ইলাবৃতম্ * ॥২৩॥
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে, দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ † ।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদ্ উত্তরে নন্দনং স্মৃতম্॥২৪॥
অরুণোদং, মহাভদ্রম্, অসিতোদং, স-মানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা ॥ ২৫ ॥
শীতান্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ ‡ কুররী মাল্যবাংস্তথা ।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেসরাচলাঃ ॥ ২৬ ॥

পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিম দিকে কেতুমাল বর্ষ আছে। * এই দুই বর্ষের মধ্যস্থলে ইলাবৃত বর্ষ।[২৩] সুমেরুর পূর্ব্ব অংশে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন ও উত্তরে নন্দন বন আছে।[২৪] মেরুর চতুর্দ্দিকে দেবভোগ্য চারিটী সরোবর আছে। এই সরোবর চতুষ্টয়ের নাম অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস সরোবর। দেবতারা সর্ব্দাই এই সকল সরোবর ভোগ করিয়া থাকেন।[২৫]

(পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ভূমণ্ডল পদ্মস্বরূপ ও সুমেরু তাহার কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষস্বরূপ, এক্ষণে বীজকোষের চতুষ্পার্শ্বস্থ কিঞ্জল্কস্বরূপ কতকগুলি পর্ব্বতের উল্লেখ হইতেছে।) শীতান্ত, চক্রমুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান্ ও বৈকঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলি কেসরাচল মেরুর

---

* তয়োর্ম্মধ্যমিলাবৃতম্ ইতি বহুষু পুস্তকেষু লভ্যতে।

† বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বং দক্ষিণং গন্ধমাদনম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ শীতান্তশ্চ কুমুদশ্চ ইতি বা পঠ্যতাম্।

* আমরা এই স্থান হইতে যে স্থান পশ্চিম বা পূর্ব্ব বলিয়া নিরূপণ করিতেছি, সেই স্থানই সুমেরুর পশ্চিম বা পূর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নতুবা যে স্থানে যাওয়া যাউক্ সেই স্থানই বস্তুগত্যা মেরুর দক্ষিণ। মেরুর পশ্চিম, উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে দেশ থাকা সম্ভব হইতে পারে না কারণ শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সুমেরু সমুদায় বর্ষের উত্তরে অবস্থিত। যথা—"সর্ব্বেষামেব বর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ।" ইতি।

ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা।
নিষধাদ্যা * দক্ষিণতস্তস্য কেসরপর্ব্বতাঃ ॥ ২৬ ॥
শিখিবাসাঃ সবৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ † পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥ ২৭ ॥
মেরোরনন্তরাঙ্গেষু জঠরাদিষ্ববস্থিতাঃ ‡।
শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ।
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ॥ ২৮ ॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি মৈত্রেয়! ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥ ২৯ ॥
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥৩০॥

পূর্ব্ব দিকে আছে।[২৫] ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, প্রভৃতি কতকগুলি পর্ব্বত মেরুর দক্ষিণ দিকে কেসরস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।[২৬] শিখিবাসাঃ, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন, জারুধি প্রভৃতি কতকগুলি কেসর পর্ব্বত মেরুর পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিতেছে।[২৭] শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ এবং কালঞ্জর প্রভৃতি কতকগুলি পর্ব্বত মেরুর উত্তরাংশের কেসরস্বরূপ হইয়া আছে। এই সমুদায় ভূধরশ্রেণী সুমেরু পর্ব্বতের অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ জঠর বামপার্শ্ব দক্ষিণ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি সন্নিহিত অঙ্গে সংস্থাপিত হইয়া আছে।[২৮]

মৈত্রেয়! মেরুর উপরি ভাগে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত একটি মহাপুরী আছে। এই পুরী ব্রহ্মপুরী বলিয়া বিখ্যাত।[২৯] এই ব্রহ্মপুরীর পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রভৃতি চারি দিকে ও অগ্নিকোণ, বায়ুকোণ

* নিষধাদয়! ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

† যারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ ইতি পাঠান্তরম্!

‡ জঠরাদিষিব স্থিতা ইতি কস্যচিৎ পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ দিবঃ ॥ ৩১ ॥
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সীতা চালকনন্দা চ * চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥
পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সার্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥
তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ †।
প্রয়াতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা মহামুনে ! ॥ ৩৪ ॥

প্রভৃতি চারি বিদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের প্রসিদ্ধ পুরী সকল রহিয়াছে।[৩০] গঙ্গা, বিষ্ণুপদ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের [চতু]র্দিক্ আপ্লাবন পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে এই ব্রহ্মপুরীতে পতিত হই-তেছেন।[৩১] বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্মলোকে পতিত হইয়াই চতুর্ধা বিভক্ত হইতেছেন। গঙ্গার এই চারিভাগের নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা।[৩২] তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিতেছেন। পরে তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ব বর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হন।[৩৩] মহর্ষে! এইরূপ অলক-নন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত হইতেছেন এবং ঐ ভারতক্ষেত্রে সপ্তধা হইয়া * গমন পূর্ব্বক সাগরে মিলিত হইতেছেন[৩৪]

* সীতা বালকনন্দা চ ইতি পাঠান্তরম্।

† দক্ষিণেনৈব ভারতম্ ইতি বা পাঠঃ।

* নলিনী, হ্লাদিনী ও প্লাবিনী গঙ্গার এই তিনটী শাখা পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু এই তিনটী শাখা পশ্চিম দিক্ দিয়া সাগরে পড়িতেছে। ভাগীরথী নামে গঙ্গার সপ্তমী শাখা দক্ষিণ দিক্ দিয়া সাগরে মিলিত হইতেছে। "নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগাঃ। সীতা চ চক্ষুঃ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রতীচ্যগাঃ। সপ্তমী ত্বগাদ্ গঙ্গা দক্ষিণেন ভগীরথম্" ইতি মৎস্যপুরাণম্।

চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীন্ অতীত্য সকলাংস্ততঃ
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ * ॥৩৫॥
ভদ্রা তথোত্তরগিরীন্ উত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে! ॥৩৬॥
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্ম্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ॥ ৩৭ ॥
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদা শৈলবাহ্যতঃ॥ ৩৮ ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামৌ আনীলনিষধায়তৌ॥ ৩৯ ॥
গন্ধমাদনকৈলাসৌ পূর্ব্বপশ্চায়তাবুভৌ।
অশীতিযোজনায়ামৌ অবর্ণবান্তর্ব্ব্যবস্থিতৌ॥ ৪০ ॥

চক্ষু ও পাশ্চাত্ত্য পর্ব্বতসমূহ অতিক্রম করিয়া কেতুমালাখ্য বর্ষ দিয়া সাগরে গমন করিতেছে।[৩৫] মহর্ষে! ভদ্রা নদী উত্তর কুরু দেশ ও উত্তর গিরি সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর সাগরে মিলিত হইতেছে।[৩৬] পশ্চিম স্থিত মাল্যবান্ ও পূর্ব্ব স্থিত গন্ধমাদন পর্ব্বত, উত্তর স্থিত নীল ও দক্ষিণ স্থিত নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। সুমেরু পর্ব্বত এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে কর্ণিকাকারে অবস্থিতি করিতেছে।[৩৭] ভারতবর্ষ, কেতুমাল বর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কুরুবর্ষ, সীমা শৈলের মধ্যবর্ত্তী এই সকল মহাদেশ জম্বুদ্বীপ রূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।[৩৮] জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত। ইহারা উত্তরে নীল পর্ব্বত পর্য্যন্ত, দক্ষিণে নিষধ-পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ।[৩৯] গন্ধমাদন ও কৈলাস, এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত। ইহারা অশীতি যোজন দীর্ঘ;-সুতরাং ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া অব-

* গত্বৈতি সার্ণবম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্ব্বতাবুভৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথা পূর্ব্বৌ তথা স্থিতৌ *॥৪১॥
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্ব্বতৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতৌ অবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ৪২ ॥
ইত্যেতে মুনিবর্য্যোক্তা মর্য্যাদাপর্ব্বতাস্তব।
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দ্দিশম্§॥৪৩॥
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্ব্বতাঃ।
শীতান্তাদ্যা মুনে! তেষামতীব হি মনোরমাঃ ॥ ৪৪ ॥
শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ ॥ ৪৫ ॥
লক্ষ্মীবিষ্ণ্বগ্নিসূর্য্যাদি-দেবানাং মুনিসত্তম!।

স্থিতি করিতেছে।[৪০] পূর্ব্ব দিকে যেমন দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত আছে, সেইরূপ নিষধ ও পারিপাত্র এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত মেরুর পশ্চিম অংশে অবস্থিতি করিতেছে।[৪১] ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি এই দুইটী বর্ষ-পর্ব্বত মেরুর উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া সাগরগর্ভ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।[৪২]

মহর্ষে! জঠর প্রভৃতি যে আটটী মর্য্যাদাপর্ব্বত মেরুর চতুর্দ্দিকে দুই দুইটী করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের বৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম।[৪৩] মুনে! পূর্ব্বে তোমাকে যে বলিয়াছি, মেরুর চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি কতকগুলি কেসরপর্ব্বত আছে। তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অতীব মনোহর[৪৪] কন্দর আছে। সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ কন্দরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সেখানে সাতিশয় রমণীয় কানন ও পুরী বিরাজমান রহিয়াছে।[৪৫] মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি,

* তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামৌ আনীলনিষধায়তৌ। ইত্যধিকঃ পাঠো দাক্ষিণাত্য-পুস্তকেষু দৃশ্যতে। পারিপাত্র ইত্যত্র পরিযাত্র ইতি দাক্ষিণাত্যাঃ।

§ মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দ্দিশম্ ইতি বা পাঠঃ।

তান্যায়তনবর্ষাণি জুষ্টানি বরকিন্নরৈঃ *॥ ৪৬ ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি তথা দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥ ৪৭ ॥
ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা † ধর্ম্মিণামালয়া মুনে।
নৈতেষু পাপকর্ম্মাণো ‡ যান্তি জন্মশতৈরপি ॥ ৪৮ ॥
ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজ!।
বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥ ৪৯ ॥
মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষ্বাস্তে জনার্দ্দনঃ।
বিশ্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ¶ ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বস্যাধারভূতোঽসৌ মৈত্রেয়াস্তেঽখিলাত্মকঃ।

সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আয়তনবর্ষ আছে। প্রধান প্রধান কিন্নরেরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।[৪৬] গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ, ইঁহারা উক্ত সমুদায় রমণীয় পর্ব্বতকন্দরে দিবারাত্রি ক্রীড়া করিয়া থাকেন।[৪৭] মুনে! এই সকল স্থান ধার্ম্মিক লোকদিগের আবাস এবং ইহা ভৌম স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া-থাকে। যাহারা পাপাত্মা, তাহারা শত শত জন্মেও এই স্থানে গমন করিতে পারে না।[৪৮]

ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব বর্ষে হয়শিরারূপী হইয়া অবস্থিতি করি-তেছেন। ব্রহ্মন্! তিনি কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে, ভারত বর্ষে কূর্ম্ম রূপে,[৪৯] এবং কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে বিরাজমান আছেন, পরন্তু সেই জনার্দ্দন সর্ব্বেশ্বর গোবিন্দ বিশ্বরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে-ছেন;[৫০] কারণ তিনি সকলের আধারস্বরূপ ও সকলের আত্মাস্বরূপ।

---

* নরকিন্নরৈঃ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† ভৌমাস্ত্বেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ইতি, ভৌমান্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ নৈতেষু পাপকর্ত্তারঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

¶ সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র গো হরিঃ ইতি পাঠঃ বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

যানি কিম্পুরুষাদীনি * বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে!
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃ ক্ষুদ্ভয়াদিকম্।৫১।
সুস্থাঃ প্রজা † নিরাতঙ্কাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ॥ ৫২ ॥
ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ।
কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বেষ্বেতেষু বর্ষেষু ‡ সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তম! ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহামুনে! কিম্পুরুষ বর্ষ প্রভৃতি যে আটটী বর্ষ আছে, সেখানে শোক পরিশ্রম উদ্বেগ ক্ষুধা বা ভয়াদি কিছুই নাই।[৫১] তত্রত্য প্রজাগণ নির্ভয় ও সর্ব্ব দুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে। তাহাদের পরমায়ু সংখ্যা দশ সহস্র বা দ্বাদশ সহস্র বৎসর। (আমাদের ন্যায়) তাহাদের জীবন অস্থির নহে।[৫২] সে সমুদায় স্থানে বারি বর্ষণ হয় না। ভৌম জলেই তত্রত্য প্রজাগণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াথাকে। সেখানে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের ব্যবস্থা নাই।[৫৩] উক্ত সমুদায় বর্ষেই সাত সাতটী করিয়া কুলাচল আছে। ব্রহ্মন্! ঐ সমস্ত বর্ষে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সকল নদী উক্ত কুলাচল হইতেই উৎপন্ন।[৫৪]

* যানি কিম্পুরুষাদ্যানি ইতি বা পঠ্যতাম্।
† স্বস্থাঃ প্রজা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
‡ সর্ব্বেষ্বস্তেষু বর্ষেষু ইতি বা পাঠঃ।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥ ১॥
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোহস্য মহামুনে!।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥ ২॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ * সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥ ৩॥
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি † যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে!॥৪॥

পরাশর কহিলেন। যে বর্ষ, সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে আছে, তাহার নাম ভারত বর্ষ। এই স্থানে ভরত বংশীয়েরা বাস করেন।[১] মহর্ষে! এই ভারতবর্ষ নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। যাঁহারা স্বর্গ ও অপবর্গরূপ ফল ভোগ করেন, এই স্থানটীই তাঁহাদের কর্ম্মভূমি স্বরূপ।[২] মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, ভারত বর্ষে এই সাতটী কুলাচল আছে।[৩] লোকে এই

* পারিপাত্র ইত্যত্র পারিযাত্র ইতি দাক্ষিণাত্যাঃ পঠন্তি।

† তির্য্যক্ত্বং নরকং বাপি ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।



ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ * গম্যতে।
নখল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥ ৬ ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ †।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥৭॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ ‡ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥৮॥

স্থান হইতে স্বর্গ ও এই স্থান হইতেই মুক্তি লাভ করে এবং এই স্থান হইতেই নরকে বা তির্য্যক্ যোনিতে গমন করিয়া থাকে।[৪] লোকে এই স্থান হইতে স্বর্গ লোক, এই স্থান হইতে মোক্ষ পদ, এই স্থান হইতে মধ্যম লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষ ও এই স্থান হইতে অন্ত অর্থাৎ পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়, কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাপপুণ্য বিধায়ক যাগাদি কার্য্যের বিধান নাই।[৫]

ভারতবর্ষ নব ভাগে বিভক্ত। এই নয় ভাগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ।[৬] নব ভাগের মধ্যে এই সাগরদ্বীপ প্রায় সাগরদ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ।[৭] ইহার পূর্ব্ব অংশে কিরাতগণ, পশ্চিম অংশে যবনেরা ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করিতেছেন। ইহাঁরা স্ব স্ব ভাগ অনুসারে যাগ

* মধ্যশ্চান্তশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† সাগরসংবৃত ইতি বহুষু পুস্তকেষু লভ্যতে।

‡ পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে-ইতি বা পাঠঃ।

ইজ্যা-যুদ্ধ-বণিজ্যাদ্যৈ *র্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ।
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ † ॥ ৯ ॥
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ ‡ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে ! ।
নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ ¶ ॥ ১০ ॥
তাপী-পয়োষ্ণী-নির্ব্বিন্ধ্যা-প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ ।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা § ॥ ১১ ॥
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ** ।
কৃতমালা-তাম্রপর্ণী-প্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥ ১২ ॥
ত্রিসামা-চার্য্যকুল্যাদ্যা †† মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।

যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। শতদ্রু চন্দ্রভাগা প্রভৃতি কতকগুলি নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[৯] বেদস্মৃতি প্রভৃতি কতকগুলি নদী পারিপাত্র হইতে উৎপন্ন। নর্ম্মদা সুরসা প্রভৃতি কতকগুলি নদীর উৎপত্তি স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বত।[১০] তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি নদী, ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি কতকগুলি[১১] নদী সহ্য পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই সকল নদীতে স্নান করিলে পাপভয় থাকে না। কৃতমালা তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী সকল মলয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[১২] ত্রিসামা আর্য্যকুল্যা প্রভৃতি নদীসকল

* ইজ্যায়ুধবণিজ্যাদ্যৈঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।
† হিমবৎ-পাদসম্ভবা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।
‡ বেদস্মৃতিমুখাশ্চান্যা ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।
¶ নদ্যো বিন্ধ্যবিনির্গতাঃ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ ।
§ কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।
** স্মৃতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।
†† ত্রিসামা ঋষিকুল্যাদ্যা ইতি বা পাঠঃ ।

ঋষিকুল্যা-কুমার্য্যাদ্যাঃ * শুক্তিমৎ-পাদসম্ভবাঃ ॥ ১৩ ॥
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা † মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ‡ ॥১৫॥
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরা ভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ ।
কারূষা মালবাশ্চৈব ¶ পারিপাত্রনিবাসিনঃ ॥ ১৬ ॥
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥ ১৭ ॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ ॥ ১৮ ॥

মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে নির্গত। ঋষিকুল্যা কুমারী প্রভৃতি নদী সমুদায় শুক্তিমান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।[১৩] এই সকল নদীর শাখাস্বরূপ সহস্র সহস্র নদী ও উপনদী আছে। কুরুদেশ, পাঞ্চাল দেশ ও মধ্যদেশবাসী লোকেরা [১৪] এবং পূর্ব্বদেশ প্রভৃতি ও কামরূপের লোক সকল, ও পুণ্ড্র দেশ, কলিঙ্গ দেশ, মগধ দেশ ও সমুদায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশনিবাসী মনুষ্য সকল [১৫] এবং অপরান্ত, সুরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ মালব ও পারিপাত্রদেশস্থিত জনগণ [১৬] এবং সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকল দেশস্থ লোকেরা এবং মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারস্য দেশীয় লোকেরা [১৭] উক্ত সমুদায় নদীর

* ঋষিকুল্যা কুমারাদ্যা ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।
† ওড্রাঃ কলিঙ্গা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
‡ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কৃৎস্নশঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি।
¶ মালকা মালবাশ্চৈব ইত্যপি বা পাঠোঽয়ম্ ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে!।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ ॥ ১৯॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো * জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ২০ ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥ ২১ ॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে!।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ † ॥২২॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম!।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ২৩ ॥

জল পান করে ও ঐ সমস্ত নদীর তীরে বাস করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় দেশ হৃষ্ট পুষ্ট জনগণে পরিবৃত ও মহাসৌভাগ্যশালী।[১৮]

মহর্ষে! এই ভারতবর্ষেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই।[১৯] এখানে পরলোকার্থ মুনিগণ তপস্যা করিয়া থাকেন, যাগশীল ব্যক্তিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং এই স্থানেই লোকেরা আদরপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন।[২০] জম্বুদ্বীপ-বাসী লোকেরা যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞময় বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সর্ব্বদা যাগানুষ্ঠান করেন, অন্য দ্বীপে এরূপ নাই।[২১] মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠানবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্যান্য সমুদায় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।[২২] সাধো! প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে মানবজন্ম লাভ করিয়া

* তপস্তপ্যন্তি যতয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্।
† হ্যতোঽন্যা ভোগভূময় ইতি বা পাঠঃ।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ ২৪ ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে *।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ † প্রয়ান্তি ॥ ২৫ ॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং ‡ বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ ২৬ ॥

থাকে।[২৩] এ বিষয়ে দেবগণ এই গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আস্পদ।[২৪] নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরা এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ফল-কামনা-বিমুখ হইয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা, পরমাত্মা স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হন।[২৫] আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্য ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব, কারণ যাঁহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিতে

* পরমাত্মরূপে ইতি পাঠান্তরম্।

† তস্মাল্লয়ং যে ত্বমলা ইতি বহবঃ পঠন্তি।

‡ জানীম তন্ন ক্ব বয়ম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

নববর্ষং তু মৈত্রেয় ! জম্বুদ্বীপমিদং ময়া !
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥ ২৭ ॥
জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।
মৈত্রেয় ! বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্ব্বহিঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

পারেন, তাঁহারাই ধন্য।[২৬] মৈত্রেয় ! নয়টী বর্ষবিশিষ্ট লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ এই জম্বুদ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে তোমার নিকট কহিলাম।[২৭] লবণ সমুদ্র বলয়াকার হইয়া এই জম্বুদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। লবণ সমুদ্রের বিস্তারও ঐ লক্ষ যোজন।[২৮]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ক্ষারোদেন যথা দ্বীপো জম্বুসংজ্ঞোঽভিবেষ্টিতঃ।
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ॥ ১॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসংমিতঃ।
স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ॥ ২॥
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ।
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্॥ ৩॥
সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ।
ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন। লবণ সমুদ্র যেমন জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করিয়া আছে, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপও বলয়াকারে লবণ সমুদ্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।[১] ব্রহ্মন্! কথিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন এবং প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার তাঁহা অপেক্ষা দ্বিগুণ।[২] প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিশির।[৩] তৃতীয়ের নাম সুখোদয়, চতুর্থের নাম আনন্দ, পঞ্চমের নাম শিব, ষষ্ঠের নাম ক্ষেমক ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধ্রুব। মেধাতিথির এই সপ্ত পুত্র প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন।[৪]

পূর্ব্বং শান্তভয়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥ ৫ ॥
মর্য্যাদাকারকাস্তেষাং তথান্যে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম! ॥ ৬ ॥
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।
সোমকঃ সুমনাশ্চৈব বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৭ ॥
বর্ষাচলেষু রম্যেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু* চানঘাঃ।
বসন্তি দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥ ৮ ॥
তেষু পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্ব্বকালসুখং হি তৎ ॥ ৯ ॥
তেষাং নদ্যস্তু সপ্তৈব বর্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥১০॥

(তাঁহাদের নামানুসারে প্লক্ষদ্বীপস্থিত সপ্ত বর্ষের নাম বিখ্যাত হইয়াছে যথা—) শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ ও ধ্রুববর্ষ।[৫] এই সপ্ত বর্ষের মর্য্যাদাকর সাতটী বর্ষ পর্ব্বত আছে। মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই বর্ষ পর্ব্বত গুলির নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৬] গোমেদ গিরি, চন্দ্র গিরি, নারদ গিরি, দুন্দুভি গিরি, সোমক গিরি, সুমনা গিরি ও বৈভ্রাজ গিরি।[৭] এই সমুদায় রমণীয় বর্ষ পর্ব্বতে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও নিষ্পাপ প্রজাগণ নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন।[৮] সেখানে উত্তম পবিত্র জনপদ আছে। সেখানকার লোকের পরমায়ু অতীব দীর্ঘ অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র বৎসর। সে স্থানে আধিব্যাধি কিছুই নাই, সে স্থান সকল সময়েই সুখ বিস্তার করিয়া থাকে।[৯] এই সাতটী বর্ষ পর্ব্বত হইতে সাতটী নদী নির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। এই সপ্ত নদীর নাম কীর্ত্তন করি-

* বর্ষেষ্বেতেষু চানঘাঃ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ১১ ॥
এতে শৈলাস্তথা নদ্যঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব ।
ক্ষুদ্রশৈলাস্তথা নদ্যস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২ ॥
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জ্জনপদাস্তু তে ।
অপসর্পণী ন তেষাং* বৈ ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজ ! ॥ ১৩ ॥
ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে ! ॥ ১৪ ॥
প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ ! শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মাঃ পঞ্চ ত্বথৈতেষু † বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ ।

তেছি, শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে পাপক্ষয় হয়।[১০] অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা।[১১] প্লক্ষদ্বীপের প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও প্রধান প্রধান নদীর নাম তোমাকে কহিলাম, পরন্তু এতদ্ব্যতীত সেখানে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান রহিয়াছে।[১২] ব্রহ্মন্! তত্রত্য জনপদবাসী লোকেরা সেই সমুদায় নদীর জল পান করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকেন। (এখানে যেমন যুগাদিভেদে মনুষ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেরূপ) সেখানে হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা নাই।[১৩] এই সপ্ত বর্ষে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের অবস্থা ভেদ দৃষ্ট হয় না। মহামতে! সেখানে সর্ব্বদাই ত্রেতা যুগের ন্যায় অবস্থা উপলব্ধি হইয়া থাকে।[১৪] ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ অবধি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থাননিবাসী লোকেরা নিরাময় হইয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।[১৫] প্লক্ষদ্বীপে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনু-

* তংবর্সাপুণী নদী তেষাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ধর্ম্মা পঞ্চস্বথৈতেষু ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে * ॥ ১৬ ॥
আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা † ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম! ॥ ১৭ ॥
জম্বূবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাংস্তরুঃ ‡।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞোঽয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম! ॥১৮॥
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্ব্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ১৯ ॥
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা ॥ ২০ ॥

সারে (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই) পঞ্চবিধ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেখানে চারি বর্ণ। সেই বর্ণচতুষ্টয়ের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৬] মহর্ষে! তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ, আর্য্যকজাতি কুরুজাতি বিবিংশজাতি ও ভাবীজাতি বলিয়া বিখ্যাত।[১৭]

ব্রহ্মন্! জম্বূদ্বীপে যেমন একটী প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ আছে, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপেও উক্ত জম্বুবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড একটী প্লক্ষবৃক্ষ রহিয়াছে। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই প্লক্ষদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে।[১৮] সেখানকার আর্য্যক প্রভৃতি জাতিরা, জগৎস্রষ্টা সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ সোমরূপী হরির আরাধনার্থ যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে।[১৯] প্লক্ষদ্বীপের পরিমাণ যত দূর, তত দূর বিস্তীর্ণ ইক্ষুরস সমুদ্র, প্লক্ষদ্বীপের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া আছে।[২০] মৈত্রেয়! তোমার নিকট সংক্ষেপে এই

* গদামিত্তে ইতি বা পঠ্যতাম্।
† বিবংশা ভাবিনশ্চ যে ইতি বা পাঠঃ।
‡ তন্মধ্যেয়ু মহাং স্তরুঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ইত্যেবং * তব মৈত্রেয়! প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং মে নিশাময় ॥২১॥
শাল্মলস্যেশ্বরো বীরো বপুষ্মাংস্তৎসুতান্ শৃণু।
তেষান্তু নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥ ২২ ॥
শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ মহামুনে! ॥ ২৩ ॥
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনাথ সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
বর্ষান্তব্যঞ্জকা যে তু তথা সপ্ত চ নিম্নগাঃ † ॥ ২৫ ॥

প্লক্ষদ্বীপের বিবরণ কহিলাম, এক্ষণে শাল্মল দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২১]

মহাবীর বপুষ্মান্ শাল্মল দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সপ্ত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নাম হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সপ্ত পুত্রের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২২] শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ।[২৩] পূর্ব্বোক্ত ইক্ষুরস সমুদ্র এই শাল্মল দ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত রহিয়াছে। ইক্ষুরস সমুদ্র যত দূর বিস্তীর্ণ, শাল্মল দ্বীপের বিস্তার তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ।[২৪]

(শ্বেতবর্ষ, হরিতবর্ষ, জীমূতবর্ষ, রোহিতবর্ষ, বৈদ্যুতবর্ষ, মানসবর্ষ ও সুপ্রভবর্ষ) এই সাতটী বর্ষের সীমাব্যঞ্জক সাতটী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। তথায় নানাবিধ রত্নসমুহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সপ্ত বর্ষ-পর্ব্বতে সাতটী প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে।[২৫]

---

* ইত্যেষ ইতি পাঠান্তরম্।

† বর্ষাভিব্যঞ্জকাস্তে তু তথা সপ্তৈব নিম্নগা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ।
দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥ ২৬ ॥
কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা।
ককুদ্মান্ পর্ব্বতবরঃ সরিন্নামানি মে শৃণু ॥ ২৭ ॥
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী *।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদা ॥২৮॥
শ্বেতঞ্চ হরিতঞ্চৈব বৈদ্যুতং মানসং তথা।
জীমূতরোহিতে চৈব সুপ্রভঞ্চাতিশোভনম্ † ॥ ২৯ ॥
সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যযুতানি বৈ।
শাল্মলে যে তু বর্ণাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে! ॥ ৩০ ॥
কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।

প্রথম বর্ষপর্ব্বতের নাম কুমুদ, দ্বিতীয়ের নাম উন্নত, তৃতীয়ের নাম বলাহক, ও চতুর্থের নাম দ্রোণ। এই পর্ব্বতে অশেষবিধ মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।[২৬] পঞ্চম বর্ষপর্ব্বতের নাম কঙ্ক, ষষ্ঠের নাম মহিষ ও সপ্তম গিরিবরের নাম ককুদ্মান্। এক্ষণে নদীদিগের নাম বলি, শ্রবণ কর।[২৭] যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি। এই সপ্ত নদীর নাম কীর্ত্তন করিলে পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে।[২৮] শ্বেত বর্ষ, হরিত বর্ষ, বৈদ্যুত বর্ষ, মানস বর্ষ, জীমূত বর্ষ, রোহিত বর্ষ ও সুপ্রভ বর্ষ, এই সমস্ত বর্ষ অতীব রমণীয়।[২৯] এই সপ্ত বর্ষেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের বাস আছে। মহামুনে! শাল্মল দ্বীপে যে চারি বর্ণ বাস করেন।[৩০] তাঁহারা কপিল-

* মুক্তা বিরোচনী ইত্যপি পাঠঃ।

† শ্বেতঞ্চ লোহিতঞ্চৈব জীমূতং হরিতং তথা। বৈদ্যুতং মানসঞ্চৈব সুপ্রভং নাম সপ্তমম্॥ ইতি ক্বচিৎ পাঠ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তে ॥৩১॥
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
বায়ুভূতং মখৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্যজ্বিনো যজ্ঞসংস্থিতিম্ * ॥৩২॥
দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোহরে।
শাল্মলিঃ সুমহাবৃক্ষো নাম্না † নির্বৃতিকারকঃ ॥৩৩॥
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্।

বর্ণ, অরুণবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ বিখ্যাত। পরন্তু ইঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।[৩১] ইঁহারা যাগশীল। যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি অব্যয় ও পরমাত্ম স্বরূপ, যিনি বায়ুরূপী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে উক্ত বর্ণ-চতুষ্টয় যাগ করিয়া থাকেন।[৩২] এই মনোহর দ্বীপে দেবগণ নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। এখানে শাল্মলি নামে যে একটী মহাবৃক্ষ আছে, দেবগণ তাহাতে সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন।[৩৩]

এই দ্বীপ সুরোদনামক সমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। শাল্মল দ্বীপ যত দূর বিস্তীর্ণ, সুরোদ সমুদ্রের বিস্তার ও সেই রূপ।[৩৪]

এই সুরোদ সমুদ্র কুশদ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত রহিয়াছে। শাল্মলদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা কুশদ্বীপের বিস্তার দ্বিগুণিত।[৩৫]

কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

* যজ্ঞসংস্থিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† সুমনোরমে। শাল্মলিশ্চ মহাবৃক্ষো নাম ইতি বা পঠনীয়ম্।

উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ * ॥৩৬॥
প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ ।
তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়দানবৈঃ ॥ ৩৭ ॥
তথৈব দেবগন্ধর্ব্বযক্ষকিংপুরুষাদয়ঃ ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥ ৩৮ ॥
দমিনঃ শুষ্মিণঃ স্নেহা মন্দেহাশ্চ † মহামুনে ! ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৩৯॥
যথোক্তকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় তে ।
তত্রৈব তং কুশদ্বীপে ‡ ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্ ।
যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যুগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্ ¶ ॥ ৪০ ॥

এই সপ্ত পুত্রের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, ৩৬ প্রভাকর ও কপিল। ইহাঁদের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নাম বিখ্যাত হইয়াছে। এই সমুদায় বর্ষে মানবগণ দৈত্যগণ ও দানবগণ বাস করিয়া থাকে। ৩৭ এখানে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও কিম্পুরুষগণ প্রভৃতিও অবস্থিতি করেন। এই স্থানেও চারি বর্ণ স্বস্ব নিরূপিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ৩৮ এখানকার দমী-জাতিরাই ব্রাহ্মণ, শুষ্মী-জাতিরাই ক্ষত্রিয়, স্নেহ-জাতিরাই বৈশ্য ও মন্দেহ-জাতিরাই শূদ্র ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ৩৯ এই কুশদ্বীপবাসী মনুষ্যেরা সংসার বন্ধন মোচনের নিমিত্ত শাস্ত্র বিহিত (মুক্তিমূলক) ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা অত্যুগ্র অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরূপ ফলপ্রদ ক্রিয়া উন্মূলন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা

* উদ্ভিদোরেণুমাংশ্চৈব শ্বৈরথোলম্বনো ধৃতিঃ ইতি বা পাঠম্ ॥
† সন্দেহাশ্চ ইতি বা পাঠঃ ।
‡ তত্র তে তু কুশদ্বীপে ইতি বা পাঠঃ ।
¶ যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যুগ্রমাধিকারফলপ্রদম্ ইতি বা পাঠঃ ।

বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা।
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব * সপ্তমো মন্দরাচলঃ।
বর্ষাচলাস্তু ভত্রৈতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে! † ॥ ৪১ ॥
নদ্যস্তু সপ্ত তাসান্তু শৃণু নামান্যনুক্রমাৎ।
ধূতপাপা শিবা চৈব ‡ পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥ ৪২ ॥
বিদ্যুদম্ভা মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ ॥ ৪৩ ॥
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতঃ।
তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ॥ ৪৪ ॥
ঘৃতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ! শ্রূয়তাঞ্চাপরো মহান্ ॥৪৫॥

করে।[৪০] মহর্ষে! উক্ত কুশদ্বীপে সাতটী বর্ষাচল আছে। তাহাদের নাম বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি ও মন্দরাচল।[৪১] সেখানে সাতটী নদী আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি,[৪২] বিদ্যুদম্ভা ও মহী। এই সাতটী নদীতে সমুদায় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই কুশদ্বীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সহস্র সহস্র আছে।[৪৩] কুশদ্বীপে একটী প্রকাণ্ড কুশস্তম্ব আছে। তাহার নামানুসারেই ঐ দ্বীপের নাম কুশদ্বীপ হইয়াছে। কুশদ্বীপ, ঘৃতোদ সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ঘৃতোদ সমুদ্রের বিস্তার কুশদ্বীপের সদৃশ।[৪৪] ঘৃতোদ সমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত। মহাত্মন্! ক্রৌঞ্চদ্বীপ

* হরিশ্চৈব ইতি বা পাঠঃ।

† বর্ষাচলাশ্চ সপ্তৈতে দ্বীপে তত্র মহামতে ইতি বা পাঠঃ।

‡ ধূতপাপা শিলা চৈব ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ধূতপাপা সিতা চৈব ইতি ব্রহ্মপুরাণম ১৯ অ ৪২।

কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ॥ ৪৬॥
তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহীপতিঃ॥ ৪৭॥
কুশলো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽপ্যন্ধকারকঃ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা মুনে!॥৪৮॥
তত্রাপি দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিতাঃ সুমনোহরাঃ।
বর্ষাচলা মহাবুদ্ধে! তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ৪৯॥
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ।
দেবাবৃৎ পঞ্চমশ্চাত্র তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্।
দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণাস্তে পরস্পরম্॥ ৫০॥
দ্বীপাদ্দ্বীপেষু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা॥৫১॥
বর্ষেষ্বেতেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেষু চ *।

নামে এই যে অপর একটী মহাদ্বীপ, ইহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪৫]

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। মহাত্মা দ্যুতিমান্ এই দ্বীপের অধীশ্বর। তাঁহার সাত পুত্র।[৪৬] মহীপতি দ্যুতিমান্ পুত্রগণের নামানুসারে এতদ্দ্বীপস্থ সপ্তবর্ষের নামকরণ করিয়াছিলেন।[৪৭] মুনে! ঐ সপ্ত পুত্রের (ও সপ্তবর্ষের) নাম কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি।[৪৮] মহাবুদ্ধে! এই সকল বর্ষেও দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুমনোহর বর্ষাচল আছে। এই বর্ষাচল গুলির নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৪৯] ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান্, দুন্দুভি ও মহাশৈল। ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমিত।[৫০] অর্থাৎ একদ্বীপ হইতে অন্যদ্বীপ যেমন

* বর্ষেষ্বেতেষু রম্যেষু বর্ষশৈলবরেষু চ ইতি বা পাঠান্তরম্।

নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহদেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥
পুষ্করাঃ পুষ্কলা ধন্যাস্তিষ্পাখ্যাশ্চ * মহামুনে ! ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৫৩॥
তে তত্র নদীর্মৈত্রেয় † যাঃ পিবন্তি শৃণুষ্ব তাঃ ।
সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তত্রান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ॥ ৫৪ ॥
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা ।
ক্ষান্তিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥
তত্রাপি বিষ্ণুর্ভগবান্ ¶ পুষ্করাদ্যৈর্জ্জনার্দ্দনঃ ।
যাগৈরুদ্রস্য রূপশ্চ § ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিগুণ সেইরূপ এক দ্বীপস্থিত বর্ষাচল হইতে অন্য দ্বীপস্থিত বর্ষাচল দ্বিগুণ পরিমিত।[৫১] এই সকল রমণীয় বর্ষে ও বর্ষাচল সমুদায়ে দেবগণ ও মানবগণ নির্ভীক চিত্তে বাস করেন।[৫২]

মহামুনে! এই দ্বীপস্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাক্রমে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্পনামে বিখ্যাত।[৫৩] মৈত্রেয়! তত্রত্য বর্ণ-চতুষ্টয়ের লোকেরা যেসকল নদীর জলপান করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐস্থানে সাতটি প্রধান নদী ও শত শত ক্ষুদ্র নদী আছে।[৫৪] ঐ সাতটি প্রধান নদীর নাম গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা।[৫৫] এই দ্বীপে উল্লিখিত পুষ্করাদি বর্ণ সকল বিবিধ যজ্ঞদ্বারা রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়া থাকে।[৫৬]

* তিষ্যাখ্যাশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্ ॥
† তে তত্র নদ্যো মৈত্রেয় ইতি বা পাঠ্যম্ ।
‡ খ্যাতিশ্চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।
¶ তত্রাপি বর্ণৈর্ভগবান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
§ যাগৈরুদ্রস্বরূপস্তু ইতি বহবঃ পঠন্তি।

ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ।
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ॥ ৫৭ ॥
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন মহামুনে! ॥ ৫৮ ॥
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্য সুমহাত্মনঃ।
সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দদৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ॥ ৫৯ ॥
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ *।
কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ৬০ ॥
তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারিণঃ ॥ ৬১ ॥
পূর্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জ্জলাধারস্তথাপরঃ।

এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপ দধিমণ্ডোদক নামক সমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত রহিয়াছে। দধিমণ্ডোদক সাগরের পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপের সদৃশ।[৫৭] মহর্ষে! দধিমণ্ডোদক সমুদ্রও শাকদ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপের পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ।[৫৮] মহাত্মা ভব্য শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সপ্ত পুত্রকে ঐ দ্বীপের সাতটি বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন।[৫৯] ঐ সাতটি রাজকুমারের নাম জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকি ও মহাদ্রুম।[৬০] এই সপ্ত রাজকুমারের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে। এই সপ্তবর্ষের ব্যবচ্ছেদক সাতটি বর্ষপর্ব্বত আছে।[৬১] ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের নাম উদয়গিরি এবং আর কএকটির নাম জলাধার, রৈবতক, শ্যাম,

* জলদশ্চ কুমুদশ্চ সুকুমারো মনীবক ইতি পাঠান্তরম্।

তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তথৈবাস্তো গিরির্দ্বিজঃ ॥ ৬২ ॥
আম্বিকেয়স্তথা রম্যঃ * কেসরী পর্ব্বতোত্তমঃ।
শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৬৩ ॥
যত্রত্যবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ যা † ॥ ৬৫ ॥
ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা।
অন্যাস্ত্বযুতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে! ॥ ৬৬ ॥
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।

অস্তগিরি, [৬২] আম্বিকেয় ও কেসরী। এই কএকটি পর্ব্বত উৎকৃষ্ট ও রমণীয়।

এই দ্বীপে শাকনামে এক মহাবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষমূলে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন।[৬৩] এই স্থানের বায়ুস্পর্শে লোকের মনে সাতিশয় প্রীতি জন্মিয়া থাকে। এই স্থানের জনপদ সকল অতীব পবিত্র। তথায় বর্ণচতুষ্টয় বাস করিয়া থাকে।[৬৪] এই স্থানে যে সমুদায় নদী আছে, তাহা অতীব পবিত্র এবং তাহাতে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। (সেই সমুদায় নদীর মধ্যে সাতটি নদী প্রধানা। সেই সাতটী নদীর নাম) সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, [৬৫] ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী। মহামুনে! এই সপ্ত নদী ব্যতীত এখানে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে।[৬৬] এই দ্বীপে শত সহস্র পর্ব্বতও রহিয়াছে। জলদ প্রভৃতি বর্ষে যে সকল লোক বাস করে,

* আম্বিকেয়স্তথারম্যঃ ইতি বা পাঠনীয়ম্।

† রেণুকা চ যা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥ ৬৭ ॥
বর্ষেষু তে জনপদাঃ স্বর্গাদভ্যেত্য মেদিনীম্।
ধর্ম্মহানির্ন তেষ্বস্তি ন সংঘর্ষঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৮ ॥
মর্য্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সপ্তসু।
মৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব * মানসা মন্দগাস্তথা ॥ ৬৯ ॥
মৃগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা † মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষান্তু মন্দগাঃ ॥ ৭০ ॥
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে!।
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্‌কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৭১ ॥
শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয়! ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ।

তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ব্বোক্ত নদী সমুদায়ের জলপান করিয়া থাকে।[৬৭] এই সকল বর্ষে যে সকল জনপদ আছে, তৎসমুদায় যেন স্বর্গ হইতে মেদিনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল জনপদে কখন ধর্ম্মহানি হয় না। এই সকল স্থান নিবাসী জনগণের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব নাই।[৬৮] সুতরাং কাহারও মর্য্যাদা হানিরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে না। এই সপ্তবর্ষে মৃগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ (এই চারি বর্ণ বাস করে)।[৬৯] ইহাদের মধ্যে মৃগ জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ সদৃশ, মাগধেরা ক্ষত্রিয়, মানসজাতীয় লোকেরা বৈশ্য এবং মন্দগজাতীয় মনুষ্যেরা শূদ্র-(রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে)।[৭০] এই শাকদ্বীপস্থ জনগণ সংযতাত্মা হইয়া সাধুকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে।[৭১] মৈত্রেয়! এই শাকদ্বীপ, ক্ষীরোদ-

* মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব ইতি বা পঠ্যতাম্।
† মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা ইতি বা পাঠ্যম্।

শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ ॥ ৭২ ॥
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্! পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥ ৭৩ ॥
পুষ্করে সবলস্যাপি মহাবীরোঽভবৎ সুতঃ *।
ধাতকিশ্চ, তয়োস্তত্র দ্বে বর্ষে নামচিহ্নিতে ॥ ৭৪ ॥
মহাবীরং তথৈবান্যং † ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্।
একশ্চাত্র মহাভাগ! প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ ॥ ৭৫ ॥
মানসোত্তরসংজ্ঞোবৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৭৬ ॥
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।

সাগর কর্ত্তৃক বলয়াকারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ক্ষীরোদ সাগরের পরিমাণ শাকদ্বীপের পরিমাণের সদৃশ।[৭২] ব্রহ্মন্! ক্ষীরোদ সাগরও পুষ্করদ্বীপ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। পুষ্কর দ্বীপের পরিমাণ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ।[৭৩] সবল নামক মহীপতি, পুষ্কর দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মে। একের নাম মহাবীর, অপরের নাম ধাতকি। মহীপাল সবল স্বীয় পুত্রদ্বয়কে তদীয় নামানুসারেই বর্ষদ্বয় চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন।[৭৪] ঐ বর্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি বর্ষের নাম মহাবীর ও আর একটি বর্ষের নাম ধাতকীখণ্ড হইয়াছে। মহাভাগ! এখানে একটিমাত্র বিখ্যাত বর্ষপর্ব্বত আছে।[৭৫] এই বর্ষপর্ব্বতের নাম মানসোত্তরগিরি। ইহা মধ্যস্থলে বলয়াকৃতি হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত ঊর্দ্ধে পঞ্চাশৎসহস্র যোজন।[৭৬] এই সর্ব্বতো গোলা-

* মহাবীতোঽভবৎ সুতঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† মহাবীতং তথাচান্যং ইতি অন্যে পঠন্তি।

পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ॥ ৭৭ ॥
স্থিতোঽসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকদ্বয়ম্ * ।
বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্বর্ষং তথা গিরিঃ † ॥ ৭৮ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং ন বধ্যবধকৌ দ্বিজ ।
নের্ষ্যাসূয়া ভয়ং দ্বেষো দোষো লোভাদিকো ন চ ॥৮০॥
মহাবীরং বহির্ব্বর্ষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ ।
মানসোত্তরশৈলস্য দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ॥ ৮১ ॥
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ।

কার পর্ব্বতের বিস্তারও ঐ প্রকার। ইহা মধ্যস্থলে থাকিয়া পুষ্কর-দ্বীপকে দুইভাগে বলয়াকারে বিভাগ করিয়াছে।[৭৭] এই পর্ব্বত বলয়াকারে মধ্যস্থলে থাকাতে পুষ্করদ্বীপ বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকে বলয়াকার দুইটি বর্ষ হইয়াছে।[৭৮] এখানকার মনুষ্যেরা রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত। তাহারা নিরাময় ও শোক রহিত হইয়া দশসহস্র বৎসর জীবন ধারণ করে।[৭৯] তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম বিচার নাই। তাহারা কেহ কাহাকে বধ করে না। ব্রহ্মন্! তাহাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ভয়, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি কোন দোষ দৃষ্ট হয় না।[৮০] মানসোত্তর শৈলের বহির্দ্দিকে যে বর্ষ আছে, তাহার নাম মহাবীর বর্ষ এবং ভিতরের দিকে যে বর্ষ আছে তাহার নাম ধাতকীখণ্ড। এই বর্ষদ্বয়ে দেবগণ ও দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকেন।[৮১] এই বর্ষদ্বয়যুক্ত পুষ্কর দ্বীপে সত্য মিথ্যার বিচার

* বর্ষদ্বয়ঞ্চ তৎ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

† তয়োর্মধ্যে তথা গিরেঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়ান্বিতে ॥ ৮২ ॥
তুল্যবেশাস্তু মনুজা দেবাস্তত্রৈকরূপিণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জ্জিতম্॥ ৮৩ ॥
ত্রয়ীবার্ত্তাদণ্ডনীতি-শুশ্রূষারহিতঞ্চ তৎ।
বর্ষদ্বয়ন্তু মৈত্রেয়! ভৌমস্বর্গোঽয়মুত্তমঃ ॥৮৪॥
সর্ব্বস্য সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জ্জিতঃ।
ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞেঽথ মহাবীরে চ বৈ মুনে! * ॥৮৫॥
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৮৬ ॥
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।

নাই। সেখানে নদী বা অন্য কোন পর্ব্বত নাই।[৮২] এখানকার দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেরই সমান রূপ ও সমান পরিচ্ছদ। অন্যান্য দ্বীপে যেমন বর্ণচতুষ্টয়ের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন এখানে সেরূপ নহে। এখানকার লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত।[৮৩] এখানে ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি, এই সমুদায়ের কিছুই নাই। মৈত্রেয়! (কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকাতে) এই স্থানকে ভৌম স্বর্গ বলিতে পারা যায়।[৮৪] ব্রহ্মন্! উক্ত ধাতকীখণ্ডে ও মহাবীর বর্ষে সকল সময়ে সকল ব্যক্তিই জরা রোগাদি বিরহিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়া থাকে।[৮৫]

পুষ্কর দ্বীপে যে একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে, তাহা ব্রহ্মার মনোনীত স্থান। ব্রহ্মা সুরাসুর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ঐ (রমণীয়) স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।[৮৬] এই পুষ্কর দ্বীপ, স্বাদূদক নামক উদধি দ্বারা চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। স্বাদূদক সাগরের পরি-

* পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে চ বৈ মুনে ইতি বা পাঠঃ।

সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্মণ্ডলং তথা ॥ ৮৭ ॥
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ * ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ॥ ৮৮ ॥
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব্বসমুদ্রেষু সমানি বৈ ।
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিন্নৈব জায়তে † ॥৮৯॥
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা ।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম ! ॥ ৯০ ॥
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ ।
উদয়াস্তমনেষ্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৯১ ॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ ।

মাণ পুষ্কর দ্বীপের তুল্য।[৮৭] এই রূপে সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্র কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আছে। এক একটী দ্বীপ ও তৎপরবর্ত্তী সাগরের পরিমাণ পরস্পর তুল্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ ও সাগর অপেক্ষা পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সাগরের পরিমাণ দ্বিগুণ।[৮৮]

কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল কালেতেই উক্ত সমুদায় সমুদ্রের জল সমান থাকে, ন্যূনাধিক্য কখনই হয় না।[৮৯] মহর্ষে! অগ্নির উত্তাপে যেমন স্থালীস্থিত সলিল স্ফীত হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় সমুদ্রজলও চন্দ্রের বৃদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে।[৯০] অন্য কোন সময় সমুদ্র জলের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয় না কিন্তু শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্রের উদয় ও অস্ত হয় সেই সময় ঐ সমুদ্র জলের বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[৯১] মহামুনে! (চন্দ্র সংযোগে) সমুদ্রের জল পাঁচশত দশ

* লবণেক্ষু সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ জলৈঃ সমম্ ইতি বা পাঠ্যম্।
† কদাচিন্নোপপদ্যতে ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রাণাং মহামুনে! ॥৯২॥
ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড়্‌রসং ভুঞ্জতে বিপ্র! প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদৈব হি ॥৯৩॥
স্বাদূদকস্য পরতো দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতিঃ।
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥ ৯৪ ॥
লোকালোকস্তথাশৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যচলোহি সঃ ॥৯৫॥
ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৯৬ ॥
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বী মহামুনে!।

অঙ্গুলি অর্থাৎ সওয়া একুশ হাত বাড়িতে ও কমিতে দেখা গিয়াছে।[৯২]

পুষ্কর দ্বীপে (কৃষি কার্য্যাদি দ্বারা পরিশ্রম করিয়া আহার প্রস্তুত করিতে হয় না) সেখানে খাদ্য দ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! পুষ্কর দ্বীপবাসী প্রজারা সর্ব্বদা (ইচ্ছা মাত্রেই) ছয় রস আস্বাদন করিয়া থাকে।[৯৩]

স্বাদুদক সমুদ্রের পর পারে কাঞ্চনী ভূমি আছে। সেখানে লোকের বসতি বা কোন জীবজন্তু নাই। স্বাদুদক সমুদ্রের যেরূপ পরিমাণ কাঞ্চনী ভূমির পরিমাণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ।[৯৪] ইহার পর লোকালোক পর্ব্বত। ইহার বিস্তার অযুত যোজন পরিমিত এবং উচ্চতা অযুত সহস্র যোজন।[৯৫]

এই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকার ময় স্থান। ঐ অন্ধকারাবৃত স্থান অণ্ডকটাহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।[৯৬] মহামুনে! অণ্ডকটাহের সহিত ও দ্বীপ সমুদ্র পর্ব্বতাদির সহিত এই

সহৈবাগুকটাহেন সদ্বীপাব্ধিমহীধরা ॥ ৯৭ ॥
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্ব্বভূতগুণাধিকা।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং মৈত্রেয় ! জগতামিতি ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

ভূমণ্ডল পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তীর্ণ।[৯৭] মৈত্রেয়! এই ধরণী সকলের ধাত্রী ও বিধাত্রী। আকাশাদি অন্যান্য ভূত চতুষ্টয় অপেক্ষা ইহার গুণ অধিক। এই পৃথিবীই সমুদায় জগতের আধার।[৯৮]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ।

বিস্তার এষ কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া ।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে ॥ ১ ॥
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম ! ।
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥ ২ ॥
শুক্লা কৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈল-কাঞ্চনাঃ ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় ! বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ * ॥ ৩ ॥

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! পৃথিবীর যেরূপ বিস্তার তাহা তোমার নিকট কহিলাম এবং ইহার উচ্চতা যে সপ্ততি সহস্র-যোজন তাহাও বলিয়াছি।[১] মুনিশ্রেষ্ঠ! এক একটী পাতাল দশ-সহস্র যোজন বিস্তার্ণ। (পাতাল সমুদায়ে সাতটী। তাহাদের নাম ;—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল।[২] এই সপ্ত পাতালে যথাক্রমে শুক্লা ভূমি, কৃষ্ণা ভূমি, অরুণা ভূমি, পীতা ভূমি, শর্করা ভূমি, শৈলী ভূমি ও কাঞ্চনী

* বরপ্রাসাদশোভিতা ইতি পাঠান্তরম্।

তেষু দানবদৈতেয়া যক্ষাশ্চ শতশস্তথা *।
নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে! ॥ ৪ ॥
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যোগতো দিবি ॥ ৪ ॥
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ।
নাগৈরাভ্রিয়মাণাসু † পাতালং কেন তৎ সমম্ ॥৫॥
দৈন্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে।
পাতালে কস্য ন প্রীতির্ব্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ॥ ৭ ॥
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বন্তি নাতপম্।

ভূমি, এই সাতপ্রকার মৃত্তিকা আছে। এই সকল স্থান নানাবিধ সুরম্য প্রাসাদে বিভূষিত।[৩] মহামুনে! ঐ সমস্ত প্রাসাদে দৈত্যগণ, দানবগণ, মহানাগ জাতি ও শত শত যক্ষ বাস করিতেছেন।[৪] একদা মহর্ষি নারদ পাতাল লোক পরিভ্রমণ করিয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দেব সভায় দেবগণের মধ্যে সমাসীন হইয়া বলিয়াছিলেন যে, পাতাল লোক স্বর্গলোক অপেক্ষাও সমধিক রমণীয়।[৫] ফলতঃ যে স্থানে নাগগণ আহ্লাদকর শুভ্র বিশুদ্ধ প্রভাশালী মণিসমূহ ধারণ করিতেছে, সেই পাতালের সহিত কোন স্থানেরই তুলনা হইতে পারে না।[৬] এই পাতাল লোক দৈত্যকন্যা ও দানবকন্যাগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত সুতরাং সেই স্থান কোন্ ব্যক্তির না প্রীতিপ্রদ হইবে, এমন কি যাঁহারা বিমুক্ত ও বীতরাগ, তাঁহাদিগেরও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লালসা হয়।[৭] এই স্থানে দিবাকর রশ্মি, প্রভামাত্র বিস্তীর্ণ

* তেষু দানবদৈতেয়-জাতয়ঃ শতসংঘশঃ ইতি বা পাঠঃ।

† নানাভরণভূষাসু ইতি বা পঠ্যতাম।

শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলম্॥ ৮ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যমহাপান-মুদিতৈরতিভোগিভিঃ * ।
যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ ॥৯॥
বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ।
পুংস্কোকিলাভিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যপরাণি চ ॥ ১০ ॥
ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং স্বনাস্তূর্য্যাণি চ দ্বিজ † ॥ ১১ ॥
এতান্যন্যানি চোদার-ভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ ।
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥১২॥

করে, আতপতাপ প্রদান করিতে পারে না। এই রূপ হিমাংশু-রশ্মিও শৈত্য বিস্তার না করিয়া কেবল আলোকমাত্র প্রদান করে।[৮]

পাতাল লোকের অধিবাসী দৈত্যদানব প্রভৃতিরা বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য সেবনে নিরন্তর প্রীত ও প্রমোদযুক্ত থাকে সুতরাং সময় গত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না।[৯] বিশেষতঃ এই পাতাল লোকে রমণীয় বন উপবন নদ নদী ও প্রফুল্ল কমল-সুশোভিত সরোবর বিরাজমান আছে। পুংস্কোকিলগণের সুমধুর রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতেছে এবং আর আর কত যে রমণীয় বস্তু আছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।[১০] ব্রহ্মন্! অতিশুভ্র ও সুপরিষ্কৃত ভূষণ, অতি সুগন্ধ অনুলেপন, বীণা বেণু মৃদঙ্গ তূর্য্য প্রভৃতির অতি সুমধুর ধ্বনি,[১১] পাতাল তলবাসী মহাভাগ্য দানবগণ দৈত্যগণ ও উরগগণ, নিরন্তর এই সমুদায় দুর্লভ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন।[১২]

* মুদিতৈরপি ভোগিভিঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† নিনাদৈনাদিতানি চ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

পাতালানামধশ্চান্তে * বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।
শেষাখ্যা যদ্গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ ॥১৩॥
যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবোদেবর্ষিপূজিতঃ † ।
স সহস্রশিরা ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥ ১৪ ॥
ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
সর্ব্বান্ করোতি নির্বীর্য্যান্ হিতায় জগতোঽসুরান্ ॥১৫॥
মদাঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ।
কিরীটী স্রগ্ধরো ভাতি সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥ ১৬ ॥
নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ ‡ শ্বেতহারোপশোভিতঃ।

পাতাল তলের অধঃপ্রদেশে শেষ নামে বিষ্ণুর একটী তামসী মূর্ত্তি আছে। দৈত্যগণ বা দানবগণও এই মূর্ত্তির গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।[১৩] সিদ্ধগণ এই মূর্ত্তিকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। দেবর্ষিগণ পরমদেবতা বলিয়া তাঁহার পূজা করেন। এই অনন্তদেবের সহস্র মস্তক এবং স্বস্তিক অর্থাৎ রেখাবিশেষ সেই মস্তক সহস্রের নির্ম্মল ভূষণ।[১৪] তিনি জগতের হিত সাধনের নিমিত্ত ফণামণি সহস্রদ্বারা সকল দিক্ সমুজ্জ্বল করেন এবং তদ্দ্বারা সমুদায় অসুরগণ নির্বীর্য্য হইয়া থাকে।[১৫] মদমত্ততা হেতু তাঁহার নয়ন সতত ঘূর্ণায়মান। তিনি সর্ব্বদা অদ্বিতীয় কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট এবং গলদেশে অপূর্ব্বমালা শোভা বিস্তার করিতেছে। তিনি অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় অননুভবনীয় দীপ্তি ধারণ করিতেছেন।[১৬] তাঁহার পরিধান নীল বসন, তিনি সর্ব্বদা

* পাতালানামধশ্চান্তে ইতি বা পাঠঃ।

† সিদ্ধৈর্দেবদেবর্ষিপূজিতঃ ইত্যপি প্রামাণিকঃ পাঠঃ।

‡ নীলবাসা মদোন্মত্ত ইতি বসাকগৃহরক্ষিতপুস্তকস্য পাঠঃ।

সাভ্রগঙ্গাপ্রবাহোঽসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ ॥ ১৭ ॥
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্।
উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া ॥ ১৮ ॥
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকোরুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্॥ ১৯ ॥
স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চ্চিতঃ ॥ ২০ ॥
তস্য বীর্য্যং প্রভাবঞ্চ স্বরূপং রূপমেব চ।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥ ২১ ॥
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা।

মদোৎসিক্ত এবং তাঁহার গলদেশে সর্ব্বদা শ্বেতবর্ণ হার প্রলম্বিত রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হয়, কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গা প্রবাহ সমলঙ্কৃত কৈলাস পর্ব্বত যেন শোভা পাইতেছে।[১৭] তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অপর হস্তে উৎকৃষ্ট মুষল শোভা পাইতেছে। কান্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী এবং বারুণী অর্থাৎ মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি-মতী হইয়া স্বয়ং তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।[১৮] মহাপ্রলয় কালে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বিষানল শিখাদ্বারা সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকেন।[১৯] অশেষ সুরগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত শেষমূর্ত্তি ভগবান্, পাতালতলে অবস্থিতি পূর্ব্বক মস্তকের শেখর স্বরূপ সমুদায় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন।[২০] পরন্তু দেবগণও তাঁহার বীর্য্য প্রভাব স্বরূপ ও রূপ বর্ণন করিতে বা জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন।[২১] এই অখণ্ড ভূমণ্ডল, যাঁহার শিখামণি-কিরণজাল দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়া যদীয় মস্তকস্থ

আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি ॥ ২২ ॥
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা * ॥ ২৩ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারণাঃ।
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মব্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥
যস্য নাগবধূহস্তৈর্গালিতং † হরিচন্দনম্।
মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং যাতি দিক্ষূদবাসতাম্ ‡ ॥২৫॥
যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ॥ ২৬ ॥

কুসুমমালার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহার যে কিরূপ বীর্য্য তাহা কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে।[২২]

এই অনন্তদেব যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে সমুদ্র সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকে।[২৩] গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ, উরগগণ ও চারণগণ, সেই অব্যয় পুরুষের গুণের অন্ত পান নাই, এই নিমিত্ত তিনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন[২৪] নাগবধূগণ তাঁহার গাত্রে যে সুরভি হরিচন্দনের অনুলেপন করিয়া দিয়া থাকেন তাহা তদীয় শ্বাসানিল দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া দিক্ সকলের সুগন্ধীকরণ চূর্ণস্বরূপ হয়।[২৫] পুরাণ মহর্ষি গর্গ, যাঁহার আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের তত্ত্ব ও ভাবি শুভাশুভ ফলজনক সুনিমিত্ত

* সাব্ধিতোয়সকাননা ইতি রাজবল্লিতপুস্তকস্য পাঠঃ।
† যস্য নাগবধূহস্তৈর্লগিতম্ ইতি বা পাঠঃ।
‡ যাতি দিকপটবাসতাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।
বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং সদেবাসুরমানুষাম্॥ ২৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন।[২৬] সেই নাগরাজ অনন্তদেব ফণামণ্ডল দ্বারা এই অবনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন, অবনীমণ্ডলও দেব অসুর ও মানবগণের সহিত লোকমালা অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন ধারণ করিতেছে।[২৭]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ পঞ্চম অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

ততশ্চ নরকান্ বিপ্র! ভুবোঽধঃসলিলস্য চ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে! ॥ ১ ॥
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা।
মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো শ্বসনোঽথ বিমোহনঃ* ॥ ২ ॥
রুধিরান্ধো † বৈতরণী কৃমীশঃ কৃমিভোজনঃ।
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষশ্চ দারুণঃ ‡ ॥ ৩ ॥
তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ।

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! ভূমণ্ডল ও জলরাশির নিম্ন প্রদেশে, কতকগুলি নরক আছে। পাপীরা তথায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় নরকের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।[১]

রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল। তপ্তকুণ্ড, (তপ্তকুম্ভ,) লবণ, (শবন) বিমোহন, (বিলোহিত)[২] রুধিরান্ধ, (বধিরান্ধ) বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র বন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, (লালভক্ষ্য) দারুণ।[৩] পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃ-

---

* লবণোঽথ বিলোহিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† বধিরান্ধ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ লালাভক্ষ্যশ্চ দারুণঃ ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ।

সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥ ৪ ॥
শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীচিশ্চ তথাপরঃ।
ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ ॥ ৫ ॥
যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিভয়দায়িনঃ।
পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে ॥ ৬ ॥
কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ।
যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্ ॥ ৭ ॥
ভ্রূণহা পুরহর্ত্তা * চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম!।
যান্তি তে নরকং রোধং † যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধকঃ ॥৮॥
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী সুবর্ণস্য চ শূকরে।

শিরাঃ, সন্দংশ, কালসূত্র, তমঃ, অবীচি,।[৪] শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অবীচী ইত্যাদি সাতিশয় দারুণ অনেকগুলি নরক আছে।[৫] এই সমুদায় নরক যমরাজের রাজ্যের অন্তর্গত। পাপাচারী লোকেরা এই সমুদায় নরকে পতিত হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বদাই শস্ত্র অগ্নি প্রভৃতির ভয় বিদ্যমান রহিয়াছে।[৬]

যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী, যে ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহে, সেই সমুদয় মনুষ্য রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।[৭] মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহারা ভ্রূণহত্যা করে, যে ব্যক্তিরা অন্যের ভদ্রাসন কাড়িয়া লয়, যে সকল লোক গোহত্যা করে, তাহারা রোধ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই নরকে জীবগণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়।[৮] যে সকল মনুষ্য সুরাপান

* ভ্রূণহা গুরুহন্তা চ ইতি,পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† যান্তি তে নরকং ঘোরম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ৯ ॥
রাজন্যবৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতল্পগঃ।
তপ্তকুণ্ডে স্বস্হগামী * হন্তি রাজভটাংশ্চ যঃ ॥ ১০ ॥
সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বন্ধপালঃ † কেসরিবিক্রয়ী।
তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥ ১১॥
স্নুষাং সুতাং বাপি গত্বা ‡ মহাজ্বালে নিপাত্যতে।
অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥ ১২ ॥
বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ।

করে, যাহারা ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা সুবর্ণ অপহরণ করে এবং যাহারা এই সকল পাপাত্মার সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে, তাহারা শূকর নামক নরকে পতিত হয়।[৯] যাহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হত্যা করে, তাহারা তাল নামক নরকে যায়। যাহারা গুরুপত্নী হরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তপ্তকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা রাজদূতকে বিনষ্ট করে, তাহারা রুধির নামক নরকে পতিত হয়।[১০] যে সকল লোক পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করে, যাহারা কারাগার রক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, যাহারা অশ্ব বিক্রয় করিয়া থাকে, যে সকল মনুষ্য ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা তপ্তলৌহ নামক নরকবিশেষে নিপতিত হয়।[১১] যে সকল পাপাত্মা কন্যা বা পুত্রবধূ গমন করে, তাহারা মহাজ্বাল নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল নরাধম গুরুলোকের প্রতি অবমাননা বা আক্রোশ প্রকাশ করিয়া

* তপ্তকুম্ভে স্বস্হগামী ইতি বা পঠনীয়ম্।
† সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বধ্যপাল ইতি বা পাঠঃ।
‡ স্নুষাং সুতাং চাভিগামী ইতি বা পাঠঃ।

অগম্যগামী যশ্চ স্যাৎ তে যান্তি লবণং দ্বিজ ॥ ১৩ ॥
চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা।
দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি কৃমিভক্ষে বৈ কৃমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ ॥ ১৪ ॥
পিতৃদেবাতিথীন্ যশ্চ * পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ।
লালভক্ষে স যাত্যুগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে † ॥ ১৫ ॥
করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃৎ নরঃ।
প্রয়ান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে ॥ ১৬ ॥
অসৎ প্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাত্যধোমুখে ‡।

থাকে।[১২] যাহারা বেদ নিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে, যে সকল মনুষ্য অগম্যা গমনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা লবণ নামক নরকে গমন করে।[১৩] যে ব্যক্তি লোভে মুগ্ধ হইয়া চৌর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে ব্যক্তি শিষ্টাচারের নিন্দা করে, যে ব্যক্তি দেবতার ব্রাহ্মণের বা পিতার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি রত্ন দূষিত করে, তাহারা কৃমি-ভোজন নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অভিচার কর্ত্তা সে ব্যক্তি কৃমীশ নামক নরকে গমন করে।[১৪] যে নরাধম পিতা, দেবতা বা অতিথিকে ফেলিয়া অগ্রে ভোজন করে, সে ব্যক্তি লালা-ভক্ষ নামক অত্যুগ্র নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি বাণ প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি বেধক (বা রোধক) নামক নরকে যায়।[১৫] যাহারা কর্ণী নামক বাণ বিশেষ প্রস্তুত করে বা যে সকল ব্যক্তি খড়্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহারা বিশসন নামক সাতিশয় দারুণ

* পতৃদেবাসুরান্ যস্তু ইতি বা পাঠঃ।

† বোধকে ইতি বা পাঠঃ।

‡ অসৎ প্রতিগ্রহীতাবো নরকে যাস্ত্যধোমুখে ইতি বা পাঠঃ।

অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ ॥ ১৭ ॥
কৃমিপূযবহস্চৈকো * যাতি মিষ্টান্নভুঙ্ নরঃ।
লাক্ষামাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ! ॥ ১৮ ॥
মার্জ্জারকুক্কুটচ্ছাগ-শ্ববরাহবিহঙ্গমান্।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম! ॥ ১৯ ॥
রঙ্গোপজীবীকৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ব্বকারী চ যো দ্বিজঃ † ॥ ২০ ॥

নরকে পতিত হয়।[১৬] যে ব্যক্তি অসৎ প্রতিগ্রহ করে ও যে ব্যক্তি অযাজ্য যাজন বা গ্রহ নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অধঃশিরা নামক নরকে যায়।[১৭] ব্রহ্মন্! যাহারা একাকী ভোজন করে তাহারা কৃমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। যে সকল ব্রাহ্মণ, লাক্ষা মাংস রস তিল ও লবণ বিক্রয় করে বা অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও উক্ত নরকে পতিত হয়।[১৮] ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ হইয়া বিড়াল কুক্কুট কুক্কুর ছাগ বরাহ ও পক্ষী পুষিলে উক্ত নরকে গমন করে।[১৯] যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রঙ্গোপজীবী হয় অর্থাৎ নট মল্ল প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করে, যে ব্রাহ্মণ ধীবর বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া কুণ্ডের ‡ অর্থাৎ জারজ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে, যে ব্রাহ্মণ খল, যে ব্রাহ্মণ মাহিষিক অর্থাৎ মহিষের ব্যবসা করে (বা স্ত্রীকে ব্যভিচা-

* বেগিপূয়বহস্চৈক ইতি বা পাঠঃ।
† পর্ব্বগামী চ যো দ্বিজ ইতি বা পাঠঃ।
‡ স্বামী জীবিত থাকিতে যে জারজ সন্তান হয় তাহার নাম কুণ্ড।

আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনির্গ্রামযাজকঃ
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে॥২১॥
মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ।
রেতঃপানাদিকর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনো হি যে।
তে কৃচ্ছে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে ॥ ২২ ॥
অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ।
ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ॥ ২৩॥
যান্ত্যেতে দ্বিজ! তত্রৈব যে চাপাকেষু বহ্নিদাঃ।
ব্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ॥ ২৪ ॥

রিণী করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়) যে ব্রাহ্মণ অর্থ-লোভে অপর্ব্বদিবসে পর্ব্বদিবসীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে (বা পর্ব্ব-দিনে পত্নী সহবাসে প্রবৃত্ত হয়,[২০] যে ব্যক্তি গৃহ দগ্ধ করে, যে মনুষ্য মিত্রদ্রোহী হয়, যে ব্রাহ্মণ পক্ষীর ব্যবসায় করে বা গ্রাম-যাজক হয়, যে ব্রাহ্মণ সোমরস বিক্রয় করে, ইহারা সকলে রুধি-রান্ধ (বধিরান্ধ) নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।[২১] যে ব্যক্তি মধু নষ্ট করে বা গ্রাম নষ্ট করিয়া ফেলে, সে বৈতরণী নামক নরকে পতিত হয়। যাহারা রেতঃপানাদি দুষ্ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যে সকল লোক সর্ব্বদা অশুচি থাকে, যাহারা ঐন্দ্রজালিক ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহারা কালসূত্র নামক নরকে যায়।[২২]

যে ব্যক্তি বিনা কারণে বনচ্ছেদন করে, সে অসিপত্র বন নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। মেষব্যবসায়ী ও মৃগব্যাধেরা বহ্নিজ্বাল নামক নরকে গমন করে।[২৩] ব্রহ্মন্! যাহারা ইষ্টক কলস মৃদ্ভাণ্ড প্রভৃতি অদাহ্য পদার্থে বহ্নি প্রদান করে, তাহারাও উক্ত বহ্নিজ্বাল নামক

সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি।
দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ।
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি শ্বভোজনে॥ ২৫॥
এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ * পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ॥ ২৬॥
যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ।
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈ-র্নরকান্তরগোচরৈঃ॥ ২৭॥
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে॥ ২৮॥

নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যাহারা ব্রত লোপ করে ও যাহারা আপনার আশ্রম পরিত্যাগ করে [২৪] তাহারা সকলেই সন্দংশ নামক নরকে যায়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবসে নিদ্রিত হইলে রেতঃস্খলন হয়, যাহারা পুত্র কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহারা শ্বভোজন নামক নরকে প্রবিষ্ট হয়।[২৫]

আমি যে সমুদায় নরকের নামোল্লেখ করিলাম, তদ্ভিন্ন শত সহস্র নরক আছে। যাহারা পাপানুষ্ঠান করে তাহারা ঐ সমস্ত নরকে পতিত হইয়া অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।[২৬] (এই পৃথিবীতে) উক্ত সমুদায় পাপের ন্যায় যেমন অন্যান্য অশেষ-বিধ পাপ আছে, সেইরূপ নানাপ্রকার নরকও রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যাদৃশ পাপে লিপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি তদনুরূপ নরকে পতিত হইয়া স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে।[২৭]

যে সকল মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা মনোদ্বারা বা বাক্যদ্বারা জাতি বিরুদ্ধ

* যে তু দুষ্কৃতকর্ম্মাণ ইতি বা পাঠঃ।

† জ্যন্তে পুরুষৈর্যানি ইতি বা পাঠঃ।

অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ।
দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্ব্বান্ অধঃপশ্যন্তি নারকান্ ॥ ২৯॥
স্থাবরাঃ ক্রময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥
সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাৎ তথা।
সর্ব্বে হ্যেতে * মহাভাগ! যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ ॥৩১॥
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ।
পাপকৃদ্ যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ ॥ ৩২ ॥

বা আচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে তাহারাও নিরয়গামী হয়।[২৮] নরকবাসী পাপীরা স্বর্গলোকস্থ দেবগণকে অধঃশিরার ন্যায় দর্শন করে এবং দেবতারাও নরকস্থ পাপীদিগকে অধঃস্থিতও অধঃশিরা দেখিতে পান।[২৯] পাপীরা নরকভোগানন্তর ক্রমশঃ স্থাবর, কৃমি, জলচর প্রাণী, খেচর প্রাণী, ভূচর জন্তু. মনুষ্য, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা ও মুমুক্ষু হইয়া জন্মলাভ করে।[৩০] মহাভাগ! স্থাবর জন্ম হইতে কৃমি জন্ম সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। এইরূপ যে পর্য্যন্ত মুমুক্ষু জন্ম না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন্মই ঐ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৩১] (যাহারা নরক ভোগ করে তাহারা ক্রমশঃ স্থাবর প্রভৃতি জন্মলাভ করিয়া মনুষ্য জন্মে পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক কাল-ক্রমে স্বর্গে গমন করিতেছে। যাঁহারা দেবতা ও স্বর্গলোকে থাকেন তাঁহারাও পুণ্য ক্ষয় ও দুষ্কৃত বশতঃ কালক্রমে নরকে যান সুতরাং) স্বর্গ ও নরক উভয় স্থলেই বহুসংখ্য প্রাণী বাস করিতেছে। যে ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহাকে নিশ্চয়ই নরক-

* সর্ব্বেষ্বেতে ইতি বা পাঠঃ।

পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্ যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয়! জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ * ॥ ৩৫ ॥
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩৭ ॥

গমন করিতে হয়, (কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না)।[৩২] যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া মহর্ষিরা বলিয়া গিয়াছেন।[৩৩] মৈত্রেয়! স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরা গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত, অল্প পাপে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।[৩৪]

(মহর্ষিরা পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যে সকল) কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ের মধ্যে হরি স্মরণই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্তরের সহিত বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সমুদায় পাপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।[৩৫] যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপ যুক্ত হয় তাহার পক্ষে হরিস্মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তাহার আর কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকে না।[৩৬] প্রাতঃকালে রজনীতে সন্ধ্যাকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা অন্য যে কোন সময় যদি

* কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ * ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥ ৩৮ ॥
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু ।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় ! দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥৩৯॥
ক্ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ।
ক্ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে ! ।
ন যাতি নরকং মর্ত্যঃ † সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥ ৪১ ॥

মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক একবার মাত্র নারায়ণকে স্মরণ করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।[৩৭] ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে বিষ্ণুর স্মরণ করিলে সমুদায় পাপ মোচন ও মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এমন কি বিষ্ণু স্মরণকারীর পক্ষে স্বর্গলাভও পরম-পুরুষার্থের বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।[৩৮] মৈত্রেয় ! যে পুণ্যাত্মা জপ হোম বা পূজাদি সময়ে একমাত্র বাসুদেব কৃষ্ণে মনঃসমাধান করেন তাঁহার পক্ষে দেবরাজ পদ প্রাপ্তিও পরমপুরু-ষার্থের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়।[৩৯] যে স্থান হইতে পুনর্ব্বার পতন হয় ঈদৃশ স্বর্গলোক গমন ও পরমপুরুষার্থ মুক্তিফলোপ-ধায়ক বাসুদেব নাম জপ, এতদুভয়ের অনেক অন্তর।[৪০]

মুনে ! যে ব্যক্তি অহোরাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি উক্ত সমুদায় কারণ বশতঃ সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত থাকে সুতরাং তাহাকে আর কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।[৪১]

* বিষ্ণুস্মরণসংক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয় ইতি বা পাঠঃ।

† ন যাতি নরকং শুদ্ধ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম! ॥ ৪২ ॥
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ * ॥ ৪২ ॥
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥ ৪৪ ॥
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ † ॥ ৪৫ ॥
জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।

দ্বিজবর! যাহা হইতে মনে প্রীতি হয় তাহার নাম স্বর্গ এবং যাহা হইতে অন্তঃকরণের ক্লেশ হয় তাহার নাম নরক, অতএব পুণ্য ও পাপের নামান্তরই স্বর্গ ও নরক।[৪২] (স্রক্ চন্দন বনিতা প্রভৃতি যে সমুদায় ভোগ্য বস্তু সুখসাধন বলিয়া বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে দেশ কাল পাত্রাদির অবস্থা ভেদে) এক বস্তুই কখন দুঃখ সাধন, কখন সুখ সাধন, কখন ঈর্ষ্যোৎপাদক, কখন ক্রোধোদ্দীপক হইয়া থাকে, অতএব সমুদায় বস্তুকেই দুঃখের নিদান বলিতে হইবে।[৪৩] দেখ, ঐ এক বস্তু কখন প্রীতি উৎপাদন করে, কখন বা ক্রোধের কারণ হয়, কখন বা তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে।[৪৪] অতএব এই জগতে কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট নাই। সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র।[৪৫] একমাত্র বিজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, বিজ্ঞান

* বস্তু দুঃখাত্মকং ভত ইতি বা পঠনীয়ম্।

† সুখদুঃখোপলক্ষণ ইতি বা কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্।
বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয়! জ্ঞানমেবাবধারয় ॥ ৪৬ ॥
এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ।
পাতালানি চ সর্ব্বাণি তথৈব নরকা দ্বিজ! ॥ ৪৭ ॥
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপবর্ষাণি নিম্নগাঃ।
সঙ্ক্ষেপাৎ সর্ব্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হইতে সংসার বন্ধন হয় কারণ এই বিশ্বই বিজ্ঞানময়, অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তুরই সত্তা নাই। বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও মায়া এই দুইটীও বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে।[৪৬]

ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ভূমণ্ডলের বিবরণ, সমুদায় পাতালের বিবরণ ও নরকের বিবরণ কহিলাম।[৪৭] এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় সমুদ্র পর্ব্বত দ্বীপ বর্ষ নদী প্রভৃতির বৃত্তান্তও সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর?।[৪৮]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।



মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ মমৈতদখিলং ত্বয়া *।
ভুবর্লোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে! ॥১॥
তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা †।
সমাচক্ষ্ব মহাভাগ! মহ্যং ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥ ২ ॥

পরাশর উবাচ।

রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাসতে ‡।
সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট ভূর্লোকের বৃত্তান্ত সমুদায় কহিলেন, এক্ষণে ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সমুদায় লোকের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি।[১] মহাভাগ! এইরূপ গ্রহনক্ষত্রগণের স্থান ও পরিমাণ যে প্রকার তাহাও আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি (কৃপা করিয়া) আমার নিকট বলুন।[২]

পরাশর কহিলেন। চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ দ্বারা সমুদ্র নদী শৈলসমবেত ভূমণ্ডলের যত দূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হয় তত দূর পর্য্যন্ত ভু-

---

* কথিতং ভুবনং ব্রহ্মন্ মমৈতৎ সকলং ত্বয়া ইতি বা পাঠ্যম্।

† প্রমাণানি যথাতথম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

‡ ময়ূখৈরবভাস্যতে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ! ॥ ৪ ॥
ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয়! মণ্ডলম্ ।
লক্ষাদ্ দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নম্ উপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥ ৬ ॥
দ্বে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ ! বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
তাবৎপ্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮ ॥
শৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ * ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম ! ॥ ৯ ॥

লোকের সীমা।[৩] ব্রহ্মন্! পৃথিবীর বিস্তার ও ঊর্দ্ধের পরিমাণ যে প্রকার, ভুবর্লোকের বিস্তার ও ঊর্দ্ধ্বতাও সেই রূপ।[৪]

মৈত্রেয়! ভূমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতেও এক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল রহিয়াছে।[৫] চন্দ্রমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে।[৬] ব্রহ্মন্! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বুধগ্রহ অবস্থিতি করিতেছেন। বুধগ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শুক্রগ্রহ রহিয়াছেন।[৭] শুক্র হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গলগ্রহ আছেন। মঙ্গলগ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিতেছেন।[৮] বৃহস্পতি গ্রহ

* সমবাস্থিত ইতি পৃথক পাঠঃ ।

ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ॥ ১০॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে!।
ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা॥ ১১॥
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ।
একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ *॥ ১২॥
দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।

হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরি শনৈশ্চর গ্রহ আছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শনৈশ্চর গ্রহের উপরি এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে।[৯] সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ধ্রুব নক্ষত্র বিরাজমান আছেন। এই ধ্রুবনক্ষত্র সমুদায় জ্যোতিশ্চক্রের মেধি স্বরূপ অর্থাৎ নাভিস্বরূপ।[১০]

মহর্ষে! এই তোমার নিকট আমি (পঞ্চদশ লক্ষ যোজন উন্নত) ত্রৈলোক্যের বিষয় বর্ণন করিলাম। এই ত্রৈলোক্যই যাগ যজ্ঞাদির ফল ভোগের স্থান এবং ইহার মধ্যেই (ভারতবর্ষে) যাগানুষ্ঠান হইয়া থাকে।[১১] ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক আছে। তত্রত্য লোক তথায় এক কল্প বাস করেন অর্থাৎ কল্পান্তে যখন সঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয় তৎকালে তত্রত্য ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উপরিস্থিত জনলোকে গমন করিয়া থাকেন সুতরাং কল্পান্ত কালে মহর্লোক জনশূন্য হইয়া যায়।[১২] মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক

* একা যোজনকোটী তু মহর্লোকোঽভিধীয়তে ইতি বা পাঠঃ

সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥ ১৩ ॥
চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং * জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্ ।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪॥
ষড়্ গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে ।
অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥
পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্ ।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥১৬॥
ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্ ।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ! ॥১৭॥

রহিয়াছে। এখানে পূর্ব্বোক্ত সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রেরা বাস করেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ অতীব পবিত্র।[১৩] জনলোক হইতে আট কোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক বিরাজমান আছে। বৈরাজ-নামক দেবগণ এই লোকে অবস্থিতি করেন। ইঁহারা সন্তাপাদি-বিবর্জ্জিত।[১৪] তপোলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্য লোক শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সত্যলোকই প্রদেশ-ভেদে ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সত্যলোকে যাঁহারা অবস্থিতি করেন তাঁহারা অমর অর্থাৎ মৃত্যু তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।[১৫]

এই পৃথিবীর যত দূর পর্য্যন্ত পদ দ্বারা গমনীয় পার্থিব পদার্থ আছে তাহার নাম ভূর্লোক। ইহার বিস্তার পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।[১৬] মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভূমিতল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যে স্থান আছে, তাহার নাম ভুবর্লোক। ইহাকেই দ্বিতীয় লোক বলে।

---

* চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধম্ ইতি বা বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ ॥ ১৮॥
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয়! পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা * সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
কৃতকাকৃতয়োর্ম্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ †।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥২০॥
এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয়! কথিতাস্তবঃ।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষ বিস্তরঃ ॥ ২১ ॥
এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যক্ চোর্দ্ধমধস্তথা।

এই স্থানে সিদ্ধগণ প্রভৃতি বাস করিয়া থাকেন।[১৭] যাঁহারা লোক-সংস্থান জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুব-নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহার নাম স্বর্লোক।[১৮]

মৈত্রেয়! ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় কৃতক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে কারণ প্রতিকল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। জন তপঃ ও সত্য এই তিন লোক অকৃতক অর্থাৎ কল্পান্তে ইহার ধ্বংস হয় না।[১৯] এই কৃতক লোকত্রয় ও অকৃতক লোকত্রয়ের মধ্যস্থিত মহর্লোক কৃতকাকৃতক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ কল্পান্তে ইহার সম্পূর্ণ লয় হয় না। পরন্তু ইহা প্রাণিশূন্য হইয়া যায়।[২০] মৈত্রেয়! এই সপ্ত লোকের বিবরণ তোমার নিকট কহিলাম এবং সপ্ত পাতালের বিবরণও বলিয়াছি সুতরাং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কথিত হইল।[২১]

কপিত্থের বীজ যেমন চতুর্দ্দিকে সমাবৃত থাকে তাহার ন্যায়

* জনং তপস্তথা ইতি বা পঠনীয়ম্।

† কৃতকাকৃতকো মধ্যে মহর্লোক ইতি শ্রুতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্॥ ২২ ॥
দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডঞ্চ তদ্ বৃতম্।
সর্ব্বোঽম্বু পরিধানোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ॥২৩॥
বহ্নিশ্চ বায়ুনা, বায়ুর্মৈত্রেয়! নভসা বৃতঃ।
ভূতাদিনা নভঃ, সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ॥ ২৪ ॥
দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্॥ ২৫ ॥
অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাত-প্রমাণং ব্যাপি * বৈ যতঃ॥ ২৬ ॥
হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে!।
অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অধঃ ঊর্দ্ধে ও পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে অণ্ডকটাহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।[২২] (এই অণ্ডকটাহ কোটি যোজন বিস্তীর্ণ।) মৈত্রেয! এই অণ্ডকটাহও চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা পরিবৃত। অণ্ডকটাহের পরিমাণ অপেক্ষা জলের পরিমাণ দশগুণ। এই জলাবরণও অগ্নিদ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।[২৩] মৈত্রেয়! এইরূপ বহ্নি বায়ুদ্বারা, বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কার দ্বারা, অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবৃত আছে।[২৪] এই সপ্ত আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ। মৈত্রেয়! (সর্ব্ব শেষে) প্রকৃতি মহত্তত্ত্বের আবরক হইয়া রহিয়াছে।[২৫] এই প্রকৃতি অনন্ত অর্থাৎ নিত্য এবং ইহার পরিমাণ করা যায় না। এই জন্য ইহা অনন্ত অসংখ্যাত অপরিমাণ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কথিত আছে।[২৬] মুনে! এই প্রকৃতি অশেষ জগতের প্রধান কারণ। এই প্রকৃতিতে

* তদনন্তমসংখ্যাতপ্রমাণং বাপি ইতি বা পাঠ্যম।

ঈদৃশানাং তথা তত্র * কোটিকোটিশতানি চ ॥ ২৭ ॥
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি ।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ ॥ ২৮ ॥
প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া ।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে ! বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ ॥ ২৯ ॥
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ ।
ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে ! ॥ ৩০ ॥
যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্ ।
জগচ্ছক্তিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মিকা † ॥ ৩১ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় সহস্র সহস্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড (ব্যক্তরূপে বা অব্যক্তরূপে) অবস্থিতি করিতেছে।[২৭] কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, তিলে যেমন তৈল থাকে, সেই রূপে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন।[২৮] মহাবুদ্ধে ! এই প্রকৃতি এবং পুরুষ, সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ বিষ্ণু-শক্তি কর্ত্তৃক নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ ভাবে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।[২৯] মহামতে ! সেই বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রলয়কালে পৃথক্ এবং সৃষ্টিকালে সংযুক্ত করে। এই বিষ্ণুশক্তিই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির ক্ষোভের কারণ হয়।[৩০] যেমন বায়ু, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট—শত শত জলকণা ধারণ করে, তাহার ন্যায় বিষ্ণুশক্তিও পরস্পর অনাসক্ত প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ ধারণ করিতেছে।[৩১]

* ঈদৃশাং তত্র জাতানাম্ শতে বা পাঠান্তরম্ ।

† প্রধানপুরুষাত্মকম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

যথা চ পাদপো মূল-স্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ।
আদিবীজাৎ প্রভবতি বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ * ॥ ৩২ ।
প্রভবন্তি ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যপরে ক্রমাঃ † ।
তেঽপি তল্লক্ষণদ্রব্য-কারণানুগতা মুনে ! ॥ ৩৩ ॥
এবমব্যাকৃতাৎ পূর্ব্বং ‡ জায়ন্তে মহদাদয়ঃ।
বিশেষান্তাস্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যসুরাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তেভ্যশ্চ পুত্রাস্তেষাঞ্চ পুত্রাণামপরে সুতাঃ।
বীজাদ্ বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥ ৩৫ ॥
সন্নিধানাদ্ যথাকাশ-কালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।

মূল স্কন্ধ শাখা প্রভৃতিযুক্ত বৃক্ষ যেমন আদি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য বীজ উৎপাদন করে,[৩২] এবং ঐ বীজ হইতে অন্যান্য বৃক্ষও উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বৃক্ষ আদি বৃক্ষের জাতি লক্ষণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৩] সেইরূপ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে অসুরাদি সৃষ্ট হইয়া থাকে।[৩৪] ঐ অসুর প্রভৃতির পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় পরন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যেমন পূর্ব্ব বৃক্ষের কোন অপচয় হয় না, সেই রূপ ভূত হইতে ভূতান্তর সৃষ্ট হইলে ঐ পূর্ব্বভূতের কোন অবচয় হইবার সম্ভাবনা নাই।[৩৫] যেমন সন্নিধান হেতু আকাশ কাল প্রভৃতি, বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, তাহার ন্যায় জগতের পরিণাম ও রূপান্তর বিষয়ে

* বীজান্যন্যানি বৈ যতঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

† ভবন্ত্যেতে পরে ক্রমাঃ ইতি বা পাঠ।

‡ এবমব্যাকৃতাঃ পূর্ব্বম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

তথৈব পরিণামেন * বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৭ ॥
তুষাঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যাম্ † আসাদ্য মুনিসত্তম! ॥ ৩৮ ॥
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ ‡।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ ৩৯ ॥
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ §।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥ ৪০ ॥
তদ্ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।

ভগবান্ বিষ্ণুকে কারণ বলা যায়।[৩৬] যেমন ধান্য-বীজমধ্যে, ধান্যের মূল নাল পত্র অঙ্কুর কাণ্ড কোষ পুষ্প ক্ষীর তণ্ডুল[৩৭] তুষ কণা, এ সমুদায় অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান আছে; এবং ভূমি জল প্রভৃতি প্ররোহ-সামগ্রী উপস্থিত হইলে যেমন ঐ সমুদায় আবির্ভূত হইতে থাকে[৩৮] সেই রূপ দেবদানব মনুষ্য প্রভৃতি পাপ পুণ্য রূপ স্ব স্ব কর্ম্মে অব্যক্ত রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণুশক্তি রূপ কারণ দ্বারা তাঁহারা যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়াথাকেন।[৩৯]

যাঁহা হইতে এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যাঁহাতে এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইবে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পরমব্রহ্ম।[৪০] এই

* তথৈবাপরিণামেন ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ।

† প্ররোহহেতুং সামগ্র্যাম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

‡ তথা কর্ম্মসু লোকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতা ইতি পাঠান্তরম্।

§ জগদেতচ্চরাচরম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

যস্য সর্ব্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্॥ ৪১॥
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্ব্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি॥ ৪২।

কর্ত্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এব তৎকর্ম্মফলঞ্চ তস্য তৎ।
স্রুগাদি যৎ সাধনমপ্যশেষতো
হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি বৈ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমুদায় জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, এই সমুদায় চরাচর জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই নিত্য ও অনিত্য বস্তু স্বরূপ ও তিনিই পরম পদ।[৪১] তিনিই মূল প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, তাঁহাতেই সমুদায় লোক লয় প্রাপ্ত হয়, ও তাঁহাতেই সমুদায় লোক অবস্থিতি করিতেছে।[৪২] তিনিই সমুদায় ক্রিয়া কলাপের কর্ত্তা, তাঁহার উদ্দেশেই যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তিনিই যাগের ফলস্বরূপ, তিনিই যাগের ফলদাতা ও তিনিই যাগসাধন স্রুক্ প্রভৃতি স্বরূপ। অতএব এই জগতে হরি ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই।[৪৩]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

অষ্টমাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানং তব সুব্রত!।
ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ্ব মে ॥ ১ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম! ॥ ২ ॥
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন, সুব্রত! তোমার নিকট নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার সংস্থান বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যাদির সংস্থান ও পরিমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর।[১] মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের রথের পরিমাণ নবসহস্র যোজন এবং তাহার ঈষাদণ্ড অর্থাৎ যাহাতে অক্ষ যুগের সন্ধি হয় সেই দণ্ডের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র যোজন।[২] তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক। তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।[৩] সেই চক্রের পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ণ ও অপরাহ্ণ রূপ তিন নাভি, সংবৎসর

চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য মহামতে!* ॥ ৫ ॥
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধেন † ধ্রুবাধারো রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে॥ ৬ ॥
হয়াশ্চ সপ্ত চ্ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিক্ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
অনুষ্টুপ্ পংক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥ ৭ ॥
মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ব্বতোবাসবী পুরী।

পরিবৎসর প্রভৃতি পাঁচটী অর অর্থাৎ চক্রের শলাকা ও ছয় ঋতু ছয়টী নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রান্ত-বলয় আছে। ইহা অক্ষয় ও সংবৎসরময়, সুতরাং ইহাতেই সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।[৪] দিবাকরের রথের দ্বিতীয় চক্র সার্দ্ধ পঞ্চচত্বারিংশৎ যোজন পরিমিত।[৫] (ঈষাদণ্ডের অগ্রভাগে বক্রভাবে নিবদ্ধ যে অশ্বযোজনার্থ দণ্ড তাহার নাম যুগ।) অক্ষের পরিমাণ যত, দুই পার্শ্বস্থ দুই যুগার্দ্ধের পরিমাণও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধার রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচল, তাহাতে ঐ রবিরথ সংস্থাপিত আছে*।[৬]

সপ্ত চ্ছন্দই দিবাকরের সপ্ত অশ্ব। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙক্তি, এই সপ্ত ছন্দ সূর্য্যের সপ্ত অশ্ব।[৭] মানসোত্তর পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণ দিকে যমপুরী, পশ্চিম দিকে বরুণপুরী

* স্যন্দনেঽস্য মহাত্মনঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধেন ইতি পুস্তক পাঠঃ।

দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ।
উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ৮॥
বস্বৌকসারা শক্রস্য যাম্যা সংযমনী তথা।
পুরী সুখা জলেশস্য * সোমস্য চ বিভাবরী॥ ৯॥
কাষ্ঠাং গতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
মৈত্রেয়! ভগবান্ ভানুর্জ্যোতিষাং চক্রসংযুতঃ॥১০॥
অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ।
দেবযানঃ পরঃ পন্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষয়ে॥ ১১॥
দিবসস্য রবির্মধ্যে সর্ব্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বদ্বীপেষু মৈত্রেয়! নিশার্দ্ধস্য চ সম্মুখঃ॥ ১২॥

ও উত্তর দিকে সোমপুরী বিদ্যমান আছে। ঐ সকল পুরীর নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮] ইন্দ্রপুরীর নাম বস্বৌকসারা, যমপুরীর নাম সংযমনী, বরুণপুরীর নাম সুখা (মুখ্যা বা সুখ্যা), সোমপুরীর নাম বিভাবরী।[৯]

মৈত্রেয়! দক্ষিণায়ন কালে ভগবান্ দিবাকর জ্যোতিশ্চক্রের সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া নিঃক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন।[১০] ইহাতে তিনি সর্ব্বত্র দিবারাত্রি ব্যবস্থার কারণ হন এবং তিনি ক্রমমুক্তিভাগী যোগীদিগের পক্ষে দেবযান স্বরূপ পরম পথ হইয়া থাকেন।[১১]

মৈত্রেয়! দিবাকর সকল দ্বীপেই মধ্যাহ্নকালে মস্তকের উপরিভাগে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে থাকিয়া আতপ তাপ বিস্তার করেন। যখন যে দেশে মধ্যাহ্ন কাল হয় তাহার সমসূত্র পাতে সুমেরু-

* পুরী মুখ্যা জলেশস্য অথবা পুরী সুখ্যা জলেশস্য ইতি বা পাঠঃ।

উদয়াস্তমনে চৈব সর্ব্বকালন্তু সম্মুখে।
বিদিশাসু ত্বশেষাসু তথা ব্রহ্মন্! দিশাসু চ* ॥ ১৩ ॥
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ১৪ ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ১৫ ॥
শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্ †।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থ-স্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা ॥ ১৬॥

ব্যবহিত দেশে নিশার্দ্ধ হইয়া থাকে।[১২] যেখানে মধ্যাহ্ন কাল হয় সমসূত্র পাতে তাহার পার্শ্বদ্বয়ে সর্ব্বদা উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! দিক বিদিক্ সমুদায় স্থানেই এই নিয়ম।[১৩] নিশাবসানে যাঁহারা যে স্থান হইতে প্রথম সূর্য্য দেখিতে পান, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই উদয় বলিতে হইবে এবং যে স্থানে যে সময়ে সূর্য্য যাঁহাদের দৃষ্টিপথের অতীত হন, সেই স্থানে তাঁহাদের পক্ষে তাহাই অস্ত।[১৪] বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই, (কারণ তিনি সুমেরুর চতুর্দ্দিকে) সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন পরন্তু সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৫] সূর্য্য যখন ইন্দ্রপুরী (পূর্ব্ব দিক্) প্রভৃতিতে অবস্থিতি করেন, তখন সেই পুরী ও সম্মুখস্থ অন্য দুই পুরী এবং পার্শ্বস্থ দুই কোণ আলোকময় করিয়া থাকেন। তিনি যখন কোন কোণে থাকেন তখন ঐরূপ কোণত্রয় ও সম্মুখস্থ দুই পুরীতে প্রভা বিস্তার করেন ‡।[১৬] দিবা-

* দিশাস্বশেষাসু তথা মৈত্রেয়' বিদিশাসু চ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।
† স্পৃশত্যেব পুরত্রয়মিতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। যে স্থান হইতে যে দিকে সূর্য্যোদয় হইতে দেখা যায় তাহাকে পূর্ব্ব দিক্ বলে। যে দিকে সূর্য্যের অস্তময় দেখা

উদিতো বৰ্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাৎ তপন্ রবিঃ।
ততঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং নিযচ্ছতি ॥ ১৭ ॥
উদয়াস্তমনাভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাৎ তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥১৮॥
ঋতেঽমরগিরের্মেরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
যে যে মরীচয়োঽর্কস্য প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
তে তে নিরস্তাস্তদ্ভাসা প্রতীপমুপযান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

কর উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমান কিরণদ্বারা তৎপরে ক্ষীয়-মাণ কিরণদ্বারা তাপ বিস্তার করিয়া অস্ত গমন করেন।[১৭] সূর্য্যের উদয় ও অস্তদ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক নিরূপণ হইয়া থাকে। সূর্য্য সম্মুখে যত দূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, দক্ষিণ ও উত্তর দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাতে তত দূর পর্য্যন্ত কিরণজালদ্বারা উজ্জ্বল করিয়া থাকেন।[১৮] সুমেরুর উপরিস্থিত ব্রহ্মসভা ব্যতীত সুমেরুর সকল স্থানই দিবাকর করে উজ্জ্বল হয়। সূর্য্যের যে সকল কিরণ

যায়, তাহার নাম পশ্চিম দিক। বস্তুতঃ পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। আমরা সূর্য্যোদয় দেখিয়া যে স্থানকে পূর্ব্ব দিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, অন্য দেশীয় ব্যক্তিরা সেই স্থানে অস্ত দর্শন করিয়া পশ্চিম দিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। সুমেরু ও সুমেরুর উপরিস্থিত ধ্রুব নক্ষত্র সকল দেশেরই উত্তর দিকে অবস্থিতি করিতেছে। "সর্ব্বেষামেব বর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ।" ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে সময় লঙ্কা দ্বীপে সূর্য্যোদয় হয় সেই সময় যম-কোটিতে মধ্যাহ্ন কাল, সিদ্ধপুরে সায়ংকাল ও রোমকপত্তনে অর্দ্ধ রাত্রি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে পৌরাণিক মতের সহিত আর্য্যদিগের জ্যোতিষের মতের বা ইয়ুরোপীয় আধুনিক মতের কোন বিরোধ দেখিতেছি না। পৌরাণিকেরা বলেন, সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সুমেরুর ব্যবধানে গমন করিলে রাত্রি হয় এ কথায় আপাততঃ বিরোধ বোধ হয় বটে কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, তাৎপর্য্য একই হইতেছে। দিবাকর তিন পুরী ও দুই বিদিক্ উজ্জ্বল করেন, এ কথায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে দিবা ও অর্দ্ধাংশে রাত্রি হয়।

তস্মাদ্দিশ্যুত্তরস্যাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ ॥ ২০ ॥
প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে ॥ ২১ ॥
বহ্নিপাদস্তথা ভানুং * দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ!।
অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥ ২২ ॥
তেজসী ভাস্করাগ্নেয়ে প্রকাশোষ্ণস্বরূপিণী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ॥ ২৩ ॥
দক্ষিণোত্তরভূম্যর্দ্ধে সমুত্তিষ্ঠতি ভাস্করে।

ব্রহ্মসভায় গমন করে, তাহারা ব্রহ্মসভার দীপ্তিতে নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।[১৯] যত দ্বীপ ও যত বর্ষ আছে, সুমেরু পর্ব্বত সকলের উত্তর দিকে (এবং লোকালোক পর্ব্বত সকলের দক্ষিণ দিকে) অবস্থিতি করিতেছে, এই জন্য উত্তর দিকে (বা দক্ষিণ দিকে কখন কখন) নিরন্তর দিবা ও নিরন্তর রাত্রি হইয়া থাকে।[২০]

যখন দিবাকর অস্ত গমন করেন তখন রাত্রিতে সূর্য্যের কিরণ অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এই জন্য রাত্রি কালে সুদূর স্থান হইতেও অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[২১] ব্রহ্মন্! এইরূপ অগ্নিকিরণও দিবসে সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয়। এই জন্য সূর্য্য বহ্নিসংযোগে দিবসে সাতিশয় প্রকাশমান হন।[২২] প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপ সূর্য্য ও অগ্নির তেজ, দিবা ও রাত্রিতে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের উৎকর্ষ সম্পাদন করে।[২৩]

দক্ষিণায়ন কালে দিবাকর যখন দক্ষিণ দিকে গমন করেন তখন দক্ষিণ দিকে তমঃশীল রাত্রি জলে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে

* বহ্নিপ্রভা তথা ভানুম্ ইতি বা পাঠঃ।

অহোরাত্রং বিশত্যম্ভস্তমঃপ্রাকাশ্যশীলবৎ ॥ ২৪ ॥
আতাম্রা হি ভবন্ত্যাপো দিবানক্তপ্রবেশনাৎ।
দিনং বিশতি চৈবাম্ভো ভাস্করেঽস্তমুপেয়ুষি *।
তস্মাচ্ছুক্লীভবন্ত্যাপো নক্তমন্তঃপ্রবেশনাৎ ॥ ২৫ ॥
এবং পুষ্করমধ্যে তু † যদা যাতি দিবাকরঃ।
ত্রিংশদ্ভাগস্তু মেদিন্যাস্তদা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ ॥ ২৬ ॥
কুলালচক্রপর্য্যন্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্মেদিনীং দ্বিজ! ॥ ২৭ ॥
অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।

প্রকাশশীল দিবা জলে প্রবিষ্ট থাকাতে তত্রত্য জল শুক্লবর্ণ অনুভূত হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ কালে দিবাকর যখন সুমেরুর সন্নিহিত হন তখন উত্তর দিকে তমঃশীল রাত্রি জলে প্রবিষ্ট হয় এবং দক্ষিণ দিকে প্রকাশ শীল দিবস জলে প্রবেশ করাতে তত্রত্য জল শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে।[২৪] এইরূপ সর্ব্বত্র দিবাভাগে রাত্রি জলে প্রবেশ করাতে জল ঈষৎ তাম্রবর্ণ দেখায় এবং রাত্রি কালে দিবস জলপ্রবিষ্ট হওয়াতে জল শুক্লবর্ণ বোধ হয়।[২৫]

দিবাকর যখন পুষ্কর দ্বীপ রূপ পৃথিবীর ত্রিংশাংশ গমন করেন তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকী গতি হয় অর্থাৎ পুষ্কর দ্বীপ ভূমণ্ডলের ত্রিংশাংশ পরিমিত, এই ত্রিংশাংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক মুহূর্ত্ত কাল অতীত হয়।[২৬] ব্রহ্মন্! কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তুর ন্যায় দিবাকর ক্রমাগত গমন করিতেছেন ও পৃথিবীর এক এক অংশ অতিক্রম করাতে দিবারাত্রি হইতেছে।[২৭]

* ভাস্করেঽস্তমুপাগতে ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† এবং পুষ্করমধ্যেন ইতি বা পঠনীয়ম্।

ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশেরাশ্যন্তরং দ্বিজ ! ॥ ২৮ ॥
ত্রিষ্বেতেষ্বথ ভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্ *।
প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন্ অহোরাত্রং ততঃ সমম্।
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেঽনুদিনং দিনম্ ॥২৯॥
ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ।
রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥ ৩০ ॥
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
অতিবেগিতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন্ †।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিন্তু কালেনাল্পেন গচ্ছতি ॥৩২॥

উত্তরায়ণের প্রথমে দিবাকর মকর রাশিতে গমন করেন। ব্রহ্মন্! পরে তিনি কুম্ভ ও তৎপরে মীন রাশিতে গমন করিয়া থাকেন।[২৮] এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর ভাস্কর বিষুবরেখায় গমন করেন। সে সময় অহোরাত্র সমান হইয়া থাকে। অনন্তর রাত্রি ক্ষীণ ও দিবস বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়।[২৯] পরে উষ্ণরশ্মি, মেষ ও বৃষ রাশি উত্তীর্ণ হইয়া মিথুন রাশির অন্তে গমন করিলে উত্তরায়ণের অবসান হয় এবং কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়া থাকে।[৩০] কুলাল চক্রের প্রান্তবর্ত্তী প্রাণী যেমন শীঘ্র গমন করে, তাহার ন্যায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলে সূর্য্য শীঘ্র গমন করিতে আরম্ভ করেন।[৩১] সূর্য্য অতিশয় বেগে বায়ুমার্গে ধাবমান হইয়া অতি স্বল্প কালমধ্যেই এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন।[৩২]

* ততো বৈবস্বতীং গতিম্ ইতি বা পাঠঃ।
† বায়ুমার্গবলাচ্চলন্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ * শৈঘ্র্যান্-মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে ।
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণামহ্না তু চরতি দ্বিজ ! ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৩৩ ॥
কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি ।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মাদ্ দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাস্তু গচ্ছতি ।
অষ্টাদশমুহূর্ত্তং যদ্ উত্তরায়ণপশ্চিমম্ ।
অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্রয়োদশার্দ্ধমহ্না তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ! দক্ষিণায়ন পূর্ণ হইলে দিবাকর শীঘ্রগামী হইয়া দিবসে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধ-বৃত্ত গমন করেন এবং রজনীতে মন্দগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপর অর্দ্ধ অংশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন।[৩৩] কুলালচক্রমধ্যস্থিত (জন্তু) যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, তাহার ন্যায় উত্তরায়ণ কালে সূর্য্য দিবসে মন্দগামী হন।[৩৪] সুতরাং তিনি মন্দগামী হইয়া দীর্ঘ কালে অল্প স্থান মাত্র গমন করেন অর্থাৎ উত্তরায়ণের শেষে দিবাভাগে বৃত্তার্দ্ধ গমনে সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত কাল গত হয়, তাহাতেই দিবাভাগ দীর্ঘ হইয়া থাকে।[৩৫] এ সময়ে সূর্য্য দিবা-ভাগে যেমন অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে অপর সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।[৩৬] কুলাল চক্রের ভ্রমণ কালে নাভিস্থিত মধ্য-

* শীঘ্রো দ্বাদশভিঃ ইতি পৃথক্ পাঠঃ ।

অথো মন্দতরং নাভ্যাং* চক্রং ভ্রমতি বৈ যথা।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো † ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥৩৭॥
কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয়! তত্রৈব পরিবর্ত্ততে॥ ৩৮ ॥
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ॥ ৩৯ ॥
মন্দাহ্নি যস্মিন্নয়নে শীঘ্রা নক্তং তদা গতিঃ।
শীঘ্রা নিশি যদা চাস্য তদা মন্দা দিবাগতিঃ॥ ৪০ ॥
একপ্রমাণমেবৈষ মার্গং যাতি দিবাকরঃ।
অহোরাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে সমস্তা রাশয়ো দ্বিজ! ॥৪১॥

বর্ত্তী মৃৎপিণ্ড যেমন (স্বস্থানচ্যুত না হইয়া) মন্দ মন্দ ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় (রাশিচক্রের নাভিস্বরূপ) ধ্রুব নক্ষত্রও রাশিচক্রের সহিত মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে।[৩৭] মৈত্রেয়! কুলাল চক্রের নাভি যেমন স্থানভ্রষ্ট না হইয়া স্বস্থানেই পরিভ্রমণ করে তাহার ন্যায় ধ্রুব নক্ষত্র স্বস্থানে থাকিয়াই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।[৩৮]

সূর্য্য কখন দক্ষিণ ভাগে কখন উত্তর ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাহাতেই কখন দিবাভাগে কখন রাত্রিকালে তাঁহার শীঘ্রা বা মন্দা গতি হয়।[৩৯] যে অয়নে দিবসে মন্দা গতি হয় সেই অয়নে রজনীতে শীঘ্রা গতি হইয়া থাকে এবং যে অয়নে দিবসে শীঘ্রা গতি হয় সেই অয়নে রজনীতে মন্দা গতি হইয়া থাকে।[৪০] ফলতঃ দিবাকর দিবারাত্রিতে সমান পথ ভ্রমণ করিতেছেন কারণ তিনি এক অহোরাত্রে চির কালই দ্বাদশ রাশি গমন

* 'অধো মন্দতরং নাভ্যাম্' ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।
† মৃৎপিণ্ডশ্চক্রমধ্যে ইতি বা পাঠান্।

ষড়েব রাশয়ো ভুঙ্‌ক্তে রাত্রাবন্যাংশ্চ ষড়্‌দিবা।
রাশিপ্রমাণজনিতা দীর্ঘহ্রস্বাত্মতা দিনে।
তথা নিশায়াং রাশীনাং প্রমাণৈর্লঘুদীর্ঘতা ॥ ৪২ ॥
দিনাদের্দীর্ঘহ্রস্বত্বং তদ্ভোগেনৈব জায়তে।
উত্তরে প্রক্রমে শীঘ্রা নিশি মন্দা গতির্দিবা।
দক্ষিণে ত্বয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥ ৪৩ ॥
উষা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিশ্চাপ্যুচ্যতে দিনম্।
প্রোচ্যতে চ তথা সন্ধ্যা উষাব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্॥ ৪৪ ॥
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৪৫॥

করেন, (কখন তাহার ন্যূনাধিক্য হয় না)[৪১] এবং সূর্য্য দিবাভাগে ছয় রাশি ও রজনীতে ছয় রাশি ভোগ করেন পরন্তু রাশি পরিমাণের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুসারে দিবসের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ রাশির দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুসারেই রাত্রিকালের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা ঘটিতেছে।[৪২] এতদনুসারে সূর্য্যের রাশিভোগ অনুসারেই দিবা বা রাত্রির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা হৃষ্ট হইতেছে। যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় তৎকালে সূর্য্যের গতি দিবাভাগে শীঘ্রা ও রাত্রিতে মন্দা হইয়া থাকে। যখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় তখন সূর্য্যের গতি ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবাভাগে মন্দা ও রজনীতে শীঘ্রা হয়।[৪৩]

রাত্রিকালের নাম উষা ও দিবসের নাম ব্যুষ্টি। উষা ও ব্যুষ্টির মধ্যবর্ত্তী কালের নাম সন্ধ্যা।[৪৪] এই সন্ধ্যাকাল পরম দারুণ ও সাতিশয় ভয়ঙ্কর, কারণ সেই সময় মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ সূর্য্য-

প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় ! রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৪৬ ॥
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে* ! ॥৪৭॥
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহ্যন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা † ॥ ৪৮ ॥
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥ ৫০ ॥

দেবকে গ্রাস করিতে অভিলাষ করে।[৪৫] মৈত্রেয়! রাক্ষসগণের প্রতি প্রজাপতির শাপ আছে যে, দিবসে তাহাদের হীনবলতা ও মৃত্যু হইবে, অন্য সময় তাহাদের শরীর অক্ষয় থাকিবে।[৪৬] ইহাতে যখন তাহারা দিবাকরকে গ্রাস করিতে আইসে, তখন তাহাদের সহিত দিবাকরের সাতিশয় দারুণ যুদ্ধ হয়। মহামুনে! ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত ওঁকার মন্ত্রসংযুক্ত যেজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্র স্বরূপ হইয়া সেই সমস্ত পাপাচারী রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে থাকে।[৪৮] ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্র কালে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক যে প্রথম আহুতি প্রদান করেন তাহাতেই জ্যোতির্ম্ময় সহস্রাংশু সূর্য্য তেজঃ প্রাপ্ত হন।[৪৯] ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় যাঁহার তেজঃস্বরূপ, যিনি বেদবাক্যের অধিপতি ওঁকার স্বরূপ, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নামোচ্চারণ মাত্র রাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত

* ততো দ্বিজোত্তমাস্তেষাং প্রক্ষিপন্তি মহামুনে ! ইতি পাঠান্তরম্।
† পাপাদ্ বজ্রীভূতেন বারিণা ইতি বা পাঠঃ।

বৈষ্ণবোহংশঃ পরং সূর্য্যো যোহন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঁকারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ * ॥ ৫১ ॥
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতি †-রোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ‡ ॥ ৫২ ॥
তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ॥৫৩॥
ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
বালখিল্যাদিভিশ্চৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥ ৫৪ ॥
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ § ।

হয়।[৫০] দিবাকর পরম বৈষ্ণব অংশ এবং তিনি নির্ব্বিকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ। বিষ্ণুর অভিধায়ক ওঁ এই শব্দটী রাক্ষস বধ-বিষয়ে অব্যর্থ প্রবর্ত্তক।[৫১] ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত প্রণব হইতে পরম জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দেহ নামক সমুদায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে থাকে।[৫২] অতএব সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দন লঙ্ঘন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যোপা-সনা না করেন, তাঁহাকে সূর্য্যহত্যা বিষয়ে পাতকী হইতে হয়।[৫৩]

ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে বালখিল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকপরি-রক্ষিত হইয়া জগন্মণ্ডল পালনের নিমিত্ত ধাবমান হইতেছেন।[৫৪]

পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ

---

* তস্য সংপ্রেরকঃ পর ইতি পাঠান্তরম্।
† তেন তৎ প্রেরিতং জ্যোতিঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ মন্দেহাখ্যান্যঘানি বৈ ইতি অন্যে পঠন্তি।
§ গণয়েৎ কলাস্তাম্ ইত্যাপি পাঠ্যম্।

ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ৫৫ ॥
হ্রাসবৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দ্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রা বৈ হ্রাসবৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা ॥ ৫৬ ॥
লেখাৎ প্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তগতে তু বৈ * ।
প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো † ভাগশ্চাহ্নঃ সপঞ্চমঃ ॥৫৭॥
ততঃ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ‡ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাৎ তু সঙ্গবাৎ ॥ ৫৮ ॥
তস্মান্মধ্যাহ্নিকাৎ কালাদ্ অপরাহ্ন ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু কালভাগঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
অপরাহ্নে ব্যতীতে তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ ¶ ॥ ৫৯ ॥

কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে।[৫৫] দিবস ও দিবসাংশ প্রহরাদির যথাক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু সন্ধ্যা এক মুহূর্ত্ত পরিমিত, তাহার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।[৫৬] দিবাকরের অর্দ্ধোদয় অবধি তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দিবসের প্রথম পঞ্চম ভাগের নাম প্রাতঃকাল।[৫৭] প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দিবসের দ্বিতীয় পঞ্চম ভাগের নাম সঙ্গব। সঙ্গব হইতে তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দিবসের তৃতীয় পঞ্চম ভাগের নাম মধ্যাহ্ন।[৫৮] অনন্তর মধ্যাহ্ন কাল হইতে তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দিবসের চতুর্থ পঞ্চম ভাগের নাম অপরাহ্ন। অপরাহ্ন অতীত হইলে তিন মুহূর্ত্ত

* ত্রিমুহূর্ত্তগতেঽত্র বৈ ইতি বা পাঠঃ।
† প্রাতস্তমঃ স্মৃতঃ কাল ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
‡ তস্মাৎ প্রাতস্তমাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ।
¶ অপরাহ্নব্যতীপাতঃ কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে ইতি বা পঠনীয়ম।

দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বৈষুবতং স্মৃতম্ * ॥ ৬০
বর্দ্ধতেঽহো হ্রসেচ্চৈবাপ্যয়নে † দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রির্গ্রসতি বাসরম্॥ ৬১ ॥
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে বিষুবস্তু বিভাব্যতে।
তুলামেষগতে ভানৌ সমরাত্রিদিনন্তু তৎ ‡ ॥ ৬২ ॥
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে ॥ ৬৩ ॥
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রন্তু যন্ময়া।

অর্থাৎ শেষ পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন।[৫৯] বৈষুবত দিবসের পরিমাণ পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত পরন্তু অন্য সময় তিন মুহূর্ত্ত কাল হ্রাস বৃদ্ধির গোচর হইয়া থাকে।[৬০] দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে দিবসের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সে সময় যখন দিবসের বৃদ্ধি হয় তখন দিবস রাত্রিকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং যখন রাত্রির বৃদ্ধি হয় তখন রাত্রি দিবসকে গ্রাস করে।[৬১] আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাস শরৎকাল। এই দুই মাসের মধ্যে তুলাখ্য বিষুব সংক্রমণ হয় এবং চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বসন্ত। এই দুই মাসের মধ্যে মেষাখ্য বিষুব সংক্রান্তি হইয়া থাকে। যে সময় দিবাকর তুলা ও মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই সময় দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে।[৬২] দিবাকর যখন কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করেন, তখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় এবং যখন তিনি মকর রাশিস্থ হন তখন উত্তরায়ণ হইয়া থাকে।[৬৩]

---

* দশপঞ্চমুহূর্ত্তা বৈ অহর্বৈবস্বতং স্মৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্
† বর্দ্ধতেঽহো হ্রসতি চ অয়নে ইতি বা পঠনীয়ম্।
‡ সমরাত্রিন্দিবন্তু তৎ ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ।

তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্! পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥
মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৫ ॥
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥

ব্রহ্মন্! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি হয়। ঐরূপ পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পক্ষ হইয়া থাকে।[৬৪] দুই পক্ষে এক মাস হয়। সৌর দুই মাসে এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে এক অয়ন হয়। দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।[৬৫] সাবন সৌর চান্দ্র ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসরে এই চতুর্ব্বিধ মাসের সমন্বয় হইয়া এক যুগ হয় *।[৬৬]

এই পঞ্চ বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসরের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয়

* ত্রিশ দিমে যে মাস গণনা হয় তাহার নাম সাবনমাস। সূর্য্য এক রাশিতে যত দিন থাকেম তত দিমে যে মাস হয় তাহার মাম সৌরমাস। শুক্লপ্রতিপৎ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস হয় তাহার নাম চান্দ্রমাস। চন্দ্র সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগ করিলে যে মাস হয়, তাহার নাম নাক্ষত্রমাস। বৃদ্ধ গর্গও বলিয়াছেন যে, সাবন সৌর চান্দ্র নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাস ও বৎসরে যুগ হয়। যে সময় শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে এক নক্ষত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য থাকেন ও সংক্রান্তি হয়, তখন এক-কালেই চারি প্রকার মাস আরম্ভ হয়। সে সময় সৌর মাসে এক বৎসরে ছয় দিন বৃদ্ধি হয়, চান্দ্রমাসে এক বৎসরে ছয় দিন হ্রাস হয়। এইরূপে পঞ্চবৎসরাত্মক এক যুগে সাবন ৬০ ষষ্টি মাস, সৌর ৬১ একষষ্টি মাস, চান্দ্র ৬২ দ্বিষষ্টি মাস, নাক্ষত্র ৬৭ সপ্তষষ্টি মাস অতীত হয়। মধ্যে মলমাস হইয়া যুগের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। পরে এক যুগ অতীত হইলে যখন ষষ্ঠ বর্ষ উপস্থিত হয় তখন পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ এক নক্ষত্রে চন্দ্র সূর্য্যের যোগ হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যের যোগ হয় বলিয়া উহা যুগ শব্দে অভিহিত হইতেছে।

বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৬৭॥
যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ * ॥৬৮॥
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৬৯॥
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয়! বিষুবৎ স্থিতঃ †।
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্॥ ৭০॥
প্রথমে কৃত্তিকাভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী।

বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর।[৬৭]

শ্বেত দ্বীপের উত্তরভাগে যে শৈল আছে, তাহা শৃঙ্গবান্ নামে বিখ্যাত। ঐ পর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গ থাকাতে উহার নাম শৃঙ্গবান্ হইয়াছে।[৬৮] দিবাকর শরৎকাল ও বসন্ত কালের মধ্যে ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ উত্তর ও মধ্যভাগে গমন করেন।[৬৯] মৈত্রেয়! দিবাকর মেষ রাশিতে ও তুলা রাশিতে যখন প্রথম গমন করেন তখন তাঁহার বিষুব রেখায় গতি হয়। এই সময় দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সময় রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত ও দিবস পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত হয়।[৭০] যে সময় দিবাকর কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষ রাশির অন্তে অবস্থিতি করেন, সেই সময় নিশাকর বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশির উপক্রমে থাকিবেন

* যৈরিয়ং শৃঙ্গবান্ স্থিতঃ ইতি কৃচিৎ পাঠঃ।
† মৈত্রেয়! বিষুবস্থিতঃ ইত্যপি পঠনীয়ম্।

বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে মুনে! তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৭১ ॥
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥ ৭২ ॥
তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে।
তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥ ৭৩ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখমেতৎ তু দানজম্।
দত্তদানস্তু বিষুবে কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥ ৭৪ ॥
অহোরাত্রাধিমাসৌ* তু কলাকাষ্ঠাক্ষণাস্তথা।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবাস্যা তথৈব চ।
সিনীবালীকুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ৭৫ ॥
তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।

সন্দেহ নাই।[৭১] যে সময় দিবাকর বিশাখা নক্ষত্রের তৃতীয় অংশে অর্থাৎ তুলা রাশির অন্তে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে অর্থাৎ মেষ রাশির অন্তে অবস্থিতি করেন।[৭২] এই সময়েই মহা-বিষুব নামে পুণ্যকাল উপস্থিত হয়। এই সময় পবিত্র হইয়া যত্ন পূর্ব্বক দেবোদ্দেশে দান করা কর্ত্তব্য।[৭৩] এই কাল ব্রাহ্মণগণকে ও পিতৃগণকে দান করিবার মুখ্য সময়। যে ব্যক্তি বিষুব কালে দান করে সে কৃতকৃত্য হয়।[৭৪]

অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, সিনীবালী অর্থাৎ দৃষ্ট-চন্দ্রা অমাবস্যা, কুহূ অর্থাৎ নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা, রাকা অর্থাৎ পূর্ণ-চন্দ্রা পৌর্ণমাসী, অনুমতি অর্থাৎ কলাহীনচন্দ্রা পৌর্ণমাসী,[৭৫]

* অহোরাত্রার্দ্ধমাসে তু ইত্যপি পঠন্তি।

নভো নভস্যোথ ইষশ্চ সোর্জ্জঃ
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ ॥ ৭৬ ॥
লোকালোকশ্চ যঃ শৈলঃ প্রাগুক্তো ভবতো ময়া।
লোকপালাস্তু চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৭৭ ॥
সুধামা শঙ্খপাচ্চৈব * কর্দ্দমস্যাত্মজো দ্বিজ!।
হিরণ্যরোমা চৈবান্যশ্চতুর্থঃ কেতুমানপি ॥ ৭৮ ॥
নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ †।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দিশম্॥৭৯॥
উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ৮০ ॥

মাঘ ফাল্গুন, মধুমাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, উত্তরায়ণ কালীন এই তিন ঋতু, শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ, দক্ষিণায়ন কালীন এই তিন ঋতু; ইহার মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময়কে পুণ্যকাল বলে।[৭৬]

আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে চারি জন সুব্রত লোকপাল বাস করেন।[৭৭] ব্রহ্মন্! এই চারি জন লোকপালের নাম, সুধামা, শঙ্খপাৎ (ইঁহারা দুই জন কর্দ্দমের পুত্র), হিরণ্যরোমা ও কেতুমান্।[৭৮] এই চারি জন লোকপাল লোকালোক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহারা দ্বন্দ্বরহিত, অভিমান বর্জ্জিত ও তন্দ্রাশূন্য। ইঁহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই।[৭৯]

বৈশ্বানর পথের বহির্দ্দেশে অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণ

* সুধামা শঙ্খপাচ্চৈব ইতি বা পাঠঃ।
+ নিস্ত্রপা নিষ্পরিগ্রহাঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ভূতারম্ভকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতাঃ ॥ ৮১ ॥
প্রারভন্তে তু যে লোকাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ।
চলিতং তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৮২ ॥
সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥ ৮৩ ॥
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং * জায়তে নিধনেষ্বিহ্।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ †।

যে বর্ত্ম আছে তাহার নাম পিতৃযান।[৮০] সেই স্থানে অগ্নিহোত্রী মহাত্মা ঋষিগণ বাস করেন। যে মন্ত্রে প্রজা বৃদ্ধি হয় ঈদৃশ প্রবৃত্তি কর্ম্ম বিধায়ক বেদভাগ তাঁহারা সর্ব্বদা পাঠ করিতেছেন। যুগাবসানে যখন যজ্ঞাদি লোপ হয় তখন তাঁহারা ঋত্বিক্ ভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া থাকেন।[৮১] যাঁহারা লুপ্তপ্রায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রথম আরম্ভ করেন, যাঁহারা যুগে যুগে বিচ্ছিন্ন বেদ পুনঃসংস্থাপন করেন, তাঁহারা (দেহাবসানে) সেই দক্ষিণ পথে গমন করিয়া থাকেন।[৮২]

সন্ততি অর্থাৎ বংশপ্রবর্ত্তন, তপস্যা, মর্য্যাদা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন, এই সকল কারণে পূর্ব্বপুরুষেরা পশ্চিম পুরুষের অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।[৮৩] এইরূপ পশ্চিম পুরুষেরা যখন দেহ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহারাও পুত্রাদিরূপে জাত পূর্ব্বপুরুষদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে তাঁহারা নিয়ত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহারা দিবাকরের দক্ষিণপথ আশ্রয় করিয়া আছেন এবং

* পশ্চিমাশ্চৈব সর্ব্বেষাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্॥ ৮৪ ॥
নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ॥ ৮৫ ॥
তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জ্জিতশ্চ তৈঃ॥ ৮৬ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং * মুনীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্।
উদক্‌পন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্॥ ৮৭ ॥
তেঽসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষাপ্রবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ॥ ৮৮ ॥
পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছব্দাদের্দ্দোষদর্শনাৎ।

যে পর্য্যন্ত চন্দ্র তারা থাকিবে সেই পর্য্যন্ত তাঁহারাও থাকিবেন।[৮৪]

(উত্তরপথের উত্তরা বীথীর নাম নাগবীথী) নাগবীথীর উত্তর, সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ যে সূর্য্যের উত্তরপথ তাহার নাম দেবযান।[৮৫] এই স্থানে জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মচারীরা বাস করেন। ইঁহারা সন্তানোৎপাদনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইঁহারা মৃত্যুকেও জয় করিয়াছেন।[৮৬] অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধ্বরেতা মহর্ষি সূর্য্যের উত্তরপথে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন।[৮৭] তাঁহারা লোভ রহিত ও স্ত্রীসংসর্গ বিবর্জ্জিত। ইচ্ছা দ্বেষ বা প্রবৃত্তি না থাকাতে তাঁহারা কোন সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্ত হন না।[৮৮] তাঁহারা গন্ধ রূপ রস প্রভৃতির দোষ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন সুতরাং এ সমুদায় প্রবৃত্তি না থাকাতে তাঁহাদের যোগভ্রংশের কোন কারণ উপস্থিত হয় না। এই সকল কারণে তাঁহারা অতীব বিশুদ্ধ সুতরাং তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।[৮৯]

* অষ্টাশীতিসহস্রাণি ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে ॥৮৯॥
আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতো বিধিঃ।
আভূতসংপ্লবং স্থানং ফলমুক্তং তয়োর্দ্বিজ! ॥ ৯১ ॥
যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু * মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে ॥ ৯২ ॥
ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥ ৯৩॥
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্।

যে পর্য্যন্ত প্রলয় কাল না হয় সেই পর্য্যন্ত অবস্থিতির নাম অমৃতত্ব। এই সময় পর্য্যন্ত ত্রিলোক স্থায়ী হয়, পরন্তু যাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আর মৃত্যু হয় না কারণ তাঁহারা ক্রমমুক্তি ভজনা করেন অর্থাৎ ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হন।[৯০]

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মহত্যা দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে পুণ্য উপার্জ্জিত হইয়া থাকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে।[৯১] মৈত্রেয়! ভূমি হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে স্থান, প্রলয় কালে তৎসমুদায়েরই ধ্বংস হয়।[৯২] সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে, উত্তর ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত ও তদূর্দ্ধ যে স্থান তাহার নাম বিষ্ণুপদ। ইহা আকাশমণ্ডলে দীপ্তিমান্ দিব্য তৃতীয় স্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৯৩] ব্রহ্মন্!

* যাবন্মাত্রপ্রদেশে তু ইতি বা পাঠ্যম্।

স্থানং তৎ পরমং বিপ্র! পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥ ৯৪॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্ত্তিহেতবঃ *।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯৫॥
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।
তৎসাষ্ট্র্যোৎপন্নযোগেদ্ধস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৯৬॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয়! তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৯৭॥
দিবীব চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।

যাঁহাদের দোষরূপ পঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহারা যতি ও সংযতাত্মা, তাঁহাদের পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পরম স্থান লাভ হয়।[৯৪] যাঁহাদের সমুদায় পুণ্য পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সমুদায় সাংসারিক ক্লেশ হেতু অদৃষ্ট হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া শোক তাপাদি হইতে নির্লিপ্ত হন।[৯৫] এই স্থানে ধর্ম্ম ধ্রুব প্রভৃতি পুণ্যাত্মারা লোকসাক্ষি স্বরূপ হইয়া আছেন। এই স্থান নিবাসীরা বিষ্ণুর সমান ঐশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য থাকাতে ইঁহারা সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় বশীকরণে সমর্থ সুতরাং এই স্থানস্থিত পুণ্যাত্মারা ইন্দ্রিয় বশীকরণ সামর্থ্য হইতে উৎপন্ন যোগরূপ সমাধিদ্বারা অতিশয় উদ্দীপ্ত। এই কারণে এই স্থানকে বিষ্ণুর পরম পদ বলা যায়।[৯৬] মৈত্রেয়! যে স্থানে অতীত ও ভাবী চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোত রূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানের নাম বিষ্ণুর পরম পদ।[৯৭] আকাশে বিস্তৃত সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য রূপ চক্ষুর ন্যায় তন্ময়াত্মা যোগীদিগের তত্ত্বজ্ঞান রূপ চক্ষুর্দ্বারা যে স্থান দৃষ্ট

* ক্ষিণে শেষার্ত্তিহেতব ইতি পৃথক পাঠঃ।

বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯৮ ॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ * ।
ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃস্বম্ভোমুচো দ্বিজ ॥ ৯৯ ॥
মেঘেষু সন্ততা বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেশ্চাপোঽথ পোষণম্ † ।
আপ্যায়নঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ! ॥ ১০০ ॥
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে ‡ হবির্ভুজঃ ।
বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥১০১॥
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণম্ ¶ ॥১০২॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ ! § সর্ব্বপাপহরা সরিৎ ।

হইতেছে, সেই স্থানের নামই বিষ্ণুর পরমপদ।[৯৮] যে স্থানে তেজস্বী ধ্রুব স্বয়ং মেধীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং ধ্রুব নক্ষত্রে সপ্ত জ্যোতিঃ ও জ্যোতিঃ সমুদায়ে মেঘ রহিয়াছে।[৯৯] মহামুনে ! মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী জল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জল হইতে ওষধি প্রভৃতির পুষ্টি হয়, ওষধি প্রভৃতি হইতে দেব মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই আপ্যায়িত হন।[১০০] বিশেষতঃ ওষধি হইতে পুষ্ট গবাদি জনিত ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা দেবগণ পুষ্ট হন। পরে সেই দেবগণ জীবলোক রক্ষার নিমিত্ত বৃষ্টি করেন।[১০১] অতএব এই তৃতীয় বিষ্ণুর পদ অতীব নির্ম্মল এবং ত্রিলোকের আধার স্বরূপ ও বৃদ্ধির কারণ।[১০২] ব্রহ্মন্ ! এই স্থান হইতে সর্ব্ব পাপহরা সরিৎ গঙ্গা, দেবাঙ্গনাদিগের অঙ্গানুলেপন

* মেঢীভূতঃ স্বয়ম্ভুব ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† মেঘেষু সমতা বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরাপোঽস্যাপোষণম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।
‡ ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারাবপোষিতাস্তে ইতি,বা পঠ্যতাম্।
¶ ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারণম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
§ ততঃ প্রভবতি ব্রহ্মন্ ! ইতি পাঠান্তরম্।

গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥ ১০৩ ॥
বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠনখস্রোতোবিনির্গতা ।
বিষ্ণোর্ব্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ ॥১০৪॥
ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিরুহ্যমানজটা জলে * ॥ ১০৫ ॥
বার্য্যোঘৈঃ সন্তৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্ ।
ভূয়োহধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদুপক্ষয়ম্ † ॥ ১০৬ ॥
মেরুপৃষ্ঠে পতত্যুচ্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ ।
জগতঃ পাবনার্থায় যা প্রয়াতি চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১০৭ ॥
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা ‡ ।
একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্ভেদগতিলক্ষণা ॥ ১০৮ ॥

দ্বারা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া নির্গতা হইতেছেন।[১০৩] এই গঙ্গা বিষ্ণুর বাম পাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ নখ হইতে স্রোতোরূপে নিঃসৃত হইতেছেন। ধ্রুব ভক্তি পূর্ব্বক দিবারাত্রি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন।[১০৪] সপ্তর্ষিগণ ঐ নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক যখন প্রাণায়াম করেন তখন তাঁহার তরঙ্গমালা দ্বারা ঐ সপ্তর্ষিদিগের জটাভার বাহিত হইয়া থাকে।[১০৫] যাঁহার বিস্তীর্ণ বারিপ্রবাহ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত হইয়া ক্ষয় কালেও সমধিক কান্তি ধারণ করে।[১০৬] এই গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া সুমেরুপৃষ্ঠে পতিত হইতেছেন এবং জগৎ পবিত্র করিবার জন্য সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে গমন করিতেছেন।[১০৭] এক গঙ্গাই চতুর্দ্দিকে গমন করাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া-

* বীচিমালাভিরুহ্যমানজটালয়ে ইত্যপরে পঠন্তি।
† বহত্যনুপশিক্ষণাম্ ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ।
‡ বংক্ষুর্ভদ্রাতসংস্থিতা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

ভেদঞ্চালকনন্দাখ্যং যস্যাঃ সর্ব্বোঽপি দক্ষিণম্।
দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষাণামধিকং শতম্॥ ১০৯ ॥
শম্ভোর্জটাকলাপাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তাস্থিশর্করাঃ।
প্লাবয়িত্বা দিবং নিন্যে পাপাঢ্যান্ সগরাত্মজান্ * ॥১১০॥
স্নাতস্য সলিলে যস্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।
অপূর্ব্বপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চ সদ্যো মৈত্রেয়! জায়তে ॥ ১১১॥
দত্তাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপস্তনয়ৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সমাত্রয়ং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং মৈত্রেয়! দুর্লভাম্ ॥ ১১২ ॥
যস্যামিষ্ট্বা মহাযজ্ঞৈর্যজ্ঞেশং পুরুষোত্তমম্।
দ্বিজভূতাঃ পরাম্ঋদ্ধিম্ † অবাপুর্দিবি চেহ চ ॥ ১১৩ ॥

ছেন; যথা সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা।[১০৮] অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়াছেন। ভগবান্ মহাদেব প্রীতি পূর্ব্বক এক শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।[১০৯]

এই অলকনন্দা মহাদেবের জটাকলাপ হইতে নির্গতা হইয়া সগরসন্তানগণের অস্থিচূর্ণ প্লাবিত করিয়া সেই পাপাত্মাদিগকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছেন।[১১০] মৈত্রেয়! তাঁহার সলিলে স্নান করিলে সদ্যঃ পাপ মোচন ও তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।[১১১] পুত্রেরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পিতৃলোককে তদীয় জল একবার মাত্র দান করিলে পিতৃলোক তিন বৎসর কাল দুর্লভ তৃপ্তি লাভ করেন।[১১২] অনেকে এই অলকনন্দাতে মহাযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ

*যান্ পাপান্ সগরাত্মজান্ ইতি বা পাঠ।
† দ্বিজভূপাঃ পরাং সিদ্ধিম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

স্নানাদ্বিধূতপাপাশ্চ যজ্জলে যতয়স্তথা।
কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্ব্বাণমুত্তমম্॥ ১১৪ ॥
শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে॥ ১১৫ ॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্ণাম যোজনানাং শতেষ্বপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্॥ ১১৬ ॥
যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি।
সমুদ্ভূতা পরং তত্তু তৃতীয়ং ভগবৎপদম্॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বক ইহলোকে ও দেবলোকে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।[১১৩] যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা এই অলকনন্দার জলে স্নান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিনির্মুক্ত ও কেশবাসক্ত চিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন।[১১৪] এই অলকনন্দার নাম শ্রবণ করিলে, সেই জলে স্নান করিতে অভিলাষ করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিলে, তজ্জল স্পর্শ করিলে বা পান করিলে, তাহাতে অবগাহন করিলে, অলকনন্দা বা গঙ্গা এই নাম কীর্ত্তন করিলে, দিন দিন জীবগণ পবিত্র হয়।[১১৫] যদি কোন মনুষ্য শত যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গা গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার তিন জন্মের পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়।[১১৬] যে স্থান হইতে সমুদ্ভূতা এই গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিতে সমর্থা, সেই তৃতীয় পরম স্থানের নামই বিষ্ণুর পরম পদ।[১১৭]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

নবমাধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ॥ ১॥
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্।
ভ্রমন্তমনু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ॥ ২॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন। আকাশমণ্ডলে শিশুমার নামক জলজন্তুর ন্যায় আকৃতি তারাময় যে ভগবান্ বিষ্ণুর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব সংলগ্ন আছেন।[১] সেই ধ্রুবনক্ষত্র শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের বশতা প্রযুক্ত আকাশমণ্ডলে চক্রের ন্যায় স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকেও ভ্রমণ করাইতেছেন এবং সমুদায় নক্ষত্রগণ সেই ভ্রমণশীল ধ্রুব নক্ষত্রের অনুগামী হইয়া আকাশপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে,[২] কারণ চন্দ্র সূর্য্য তারা অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র গ্রহগণ, ইহারা সকলে বায়ুসমূহ রূপ বন্ধন দ্বারা * ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ আছে।[৩]

---

* কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বায়ু সাত প্রকার। এই সাত প্রকার বায়ু ক্রমশঃ উপরে স্তরে স্তরে আছে। তাহাদের নাম—আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ বিবহ, পরাবহ ও পরিবহ। এই সপ্ত নেমি বায়ুর মধ্যে ভূমণ্ডল হইতে মেঘ পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম আবহ। মেঘমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার

শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি।
নারায়ণঃ পরং ধাম্নাং তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪ ॥
উত্তানপাদপুত্রস্তু তমারাধ্য প্রজাপতিম্ †।
স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
আধারঃ শিশুমারস্য সর্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দ্দনঃ।
ধ্রুবস্য শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুর্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
তদাধারং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
যেন বিপ্র! বিধানেন তন্মমৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭ ॥

আমি তোমার নিকট আকাশস্থ শিশুমারাকৃতি যে নক্ষত্রপুঞ্জের কথা কহিলাম, তেজের আধার স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ পরম তেজস্বী নক্ষত্র রূপে তাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।[৪] উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব সেই জগৎপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া উক্ত শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের পুচ্ছদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।[৫] সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান্ জনার্দ্দন শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের আধার স্বরূপ হইতেছেন। শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জও ধ্রুব নক্ষত্রের আধার হইয়া আছে। ধ্রুব নক্ষত্রও দিবাকরের আধার স্বরূপ।[৬] দেব অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই জগৎ দিবাকরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মন্! এই জগৎ যে রূপে দিবাকরের আশ্রিত, তাহা বলিতেছি, একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।[৭] দিবা-

নাম প্রবহ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম অনুবহ বা উদ্বহ। চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম সংবহ। নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম বিবহ। গ্রহগণ হইতে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম পরাবহ। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম পরিবহ।

† জগৎপতিম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদায়াপো রসাত্মিকাঃ ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্নমন্নাদপ্যখিলং জগৎ ॥ ৮ ॥
বিবস্বানংশুভিস্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্।
সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ * বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥ ৯ ॥
নালৈর্বিক্ষিপতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্ত্তিষু ।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যতঃ ॥ ১০ ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।
সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াসাদ্য নির্ম্মলাঃ ॥ ১১ ॥
সরিৎসমুদ্রভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ ।
চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে ! ॥ ১২ ॥

কর অষ্ট মাস পৃথিবীর রস রূপ জল আকর্ষণ করেন। পরে তিনি (চারি মাস) জল বর্ষণ করিতে থাকেন। সেই জল হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া সমুদায় লোক জীবন ধারণ করিতেছে।[৮] দিবাকর তীক্ষ্ণ কিরণ দ্বারা জগতের জল গ্রহণ করিয়া নিশাকরকে পুষ্ট করেন। নিশাকরও বায়ুরূপ নাড়ীময় নাল-দ্বারা ঐ সমুদায় জল, ধূম অগ্নি ও অনিলাত্মক মেঘসমূহে নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন।[৯] যাহা হইতে জল স্বতঃভ্রষ্ট হয় না অর্থাৎ যাহার জল ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার নাম অভ্র অর্থাৎ মেঘ।[১০] মৈত্রেয়! মেঘস্থিত জল বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া সময় অনুসারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল হয় অর্থাৎ বায়ু-সংযোগে মেঘস্থ জল বিশুদ্ধ হইয়া মধুর রস ধারণ করে পরে বৃষ্টি রূপে পতিত হইতে আরম্ভ হয়।[১১] মুনে! সরিৎ, সমুদ্র, ভৌম ও জীবজাত—এই চারি প্রকার রস ভগবান্ সূর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন[১২] এবং তিনি রশ্মি-

* সোমং পুষ্ণাত্যথেন্দুশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

আকাশগঙ্গাসলিলং তদাদায় গভস্তিমান্ * ।
অনভ্রগতমেবোর্ব্যাং সদ্যঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥ ১৩ ॥
তস্য সংস্পর্শনির্ধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম !।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যো দিব্যস্নানং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্টসূর্য্যং হি যদ্বারি পতত্যভ্রৈর্বিনা দিবঃ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদ্গোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥ ১৫ ॥
কৃত্তিকাদিষু ঋক্ষেষু বিষমেষ্বম্বু যদ্দিবঃ।
দৃষ্টার্কং পততি জ্ঞেয়ং† তদ্গাঙ্গং দিগ্গজোজ্ঝিতম্॥১৬॥
যুগ্মর্ক্ষেষু চ যত্তোয়ং পতত্যর্কোজ্ঝিতং দিবঃ।

দ্বারা আকাশগঙ্গার জল গ্রহণ করিয়া তাহা মেঘগর্ভস্থ না হইলেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে ক্ষেপণ করেন।[১৩] ব্রহ্মন্! মনুষ্য সেই দিব্য জলস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পাপপঙ্ক হইতে ক্ষালিত হয় ও তাহাকে আর নরকে গমন করিতে হয় না কারণ তাহা দিব্য স্নান শব্দে অভিহিত হইয়াছে।[১৪] যে সময় দিবাকর দৃষ্টিগোচর হন ও বিনা মেঘে আকাশ হইতে জল পতিত হইতে থাকে, তখন আকাশগঙ্গার জল সূর্য্য কিরণ দ্বারা ক্ষিপ্ত হয়।[১৫] যে সময় সূর্য্য কৃত্তিকা মৃগশীর্ষা প্রভৃতি বিষম নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হন, সে সময় যে দিব্য জল পতিত হয়, তাহা দিগগজ কর্তৃক ক্ষিপ্ত উক্ত আকাশগঙ্গার জল।[১৬] যৎকালে সূর্য্য রোহিণী আর্দ্রা প্রভৃতি সম নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন তৎকালে যে বিনা মেঘে আকাশ হইতে সলিল নিপতিত হয়, তাহা দিবাকর স্বীয় কিরণজালদ্বারা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করেন।[১৭] মহামুনে! উক্ত

* তথাদায় গভস্তিমান্ ইতি বা পাঠঃ।
† দৃষ্টার্কং পততি জ্ঞেয়ম্ ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ।

তৎ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরস্যতে * ॥ ১৭ ॥
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ! † ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে! ॥ ১৮ ॥
যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং দ্বিজ!।
পুষ্ণাত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥ ১৯ ॥
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ ‡ ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ! জায়তে ॥ ২০॥
তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥ ২১ ॥
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্ব্বকাঃ।

উভয়বিধ জলই মনুষ্যের পাপনাশক ও অতীব পবিত্র আকাশ-গঙ্গার সলিল। ঐ উভয়বিধ সলিলে স্নান করিলে দিব্য স্নান হয়।[১৮]

ব্রহ্মন্! মেঘগণ যে জল বর্ষণ করে, তদ্দ্বারা ওষধি সকল পরিপুষ্ট হয় এবং সমুদায় ওষধিই জীবগণের জীবনরক্ষা বিষয়ে পরম অমৃত-স্বরূপ হইয়া থাকে।[১৯] দ্বিজ! ফল পক্ব হইলে যে সকলের বিনাশ হয়, তৎসমুদায় ওষধি উক্ত বৃষ্টিজল দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাণিগণের সাধক অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধনের কারণ হইয়া থাকে।[২০] শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ উক্ত ওষধিসমূহদ্বারা নিরন্তর যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তাহাতেই দেবগণ আপ্যায়িত হন।[২১] এই রূপে সমুদায় যজ্ঞ, সমুদায় দেবতা, ব্রাহ্মণ-

* সর্ব্বং সমাদায় নিরস্যতে ইত্যপরে পঠন্তি।
† নৃণাং পাপভয়াপহম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।
‡ সকলশ্চৌষধীগণ ইতি পৃথক্ পাঠঃ।

সর্ব্বে দেবনিকায়াশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥ ২২ ॥
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্ব্বম্ অন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া।
সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তম! ॥ ২৩ ॥
আধারভূতঃ সবিতুর্ধ্রুবো মুনিবরোত্তম!।
ধ্রুবস্য শিশুমারোঽসৌ সোঽপি নারায়ণাশ্রয়ঃ * ॥২৪॥
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ।
বিভর্ত্তা সর্ব্বভূতানাম্ আদিভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে নবমোঽধ্যায়ঃ।

প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ, সমুদায় উপদেব, সমুদায় পশু ও সমুদায় ভূতগণ,[২২] এই সকলেই বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতেছেন কারণ বৃষ্টিই অন্নের কারণ। মহামুনে! এই মহোপকারিণী বৃষ্টি সূর্য্য হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।[২৩] মুনিশ্রেষ্ঠ! ধ্রুবনক্ষত্র দিবাকরের আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ধ্রুবের আধার শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ। শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জও নারায়ণাত্মক[২৪] কারণ সর্ব্বভূতের পালনকর্ত্তা সকলের আদিভূত সনাতন ভগবান্ নারায়ণ সেই শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।[২৫]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

* সোঽপি নারায়ণাত্মক ইতি পাঠান্তরম্।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

দশমাধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ।

সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ ।
আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরব্দেন যা গতিঃ ॥ ১ ॥
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ ॥ ২ ॥
ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা ।

পরাশর কহিলেন। দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে যত দূর গমন করেন এবং উত্তরায়ণ কালে তিনি উত্তর দিকে যত দূর যান, তাহার মধ্যস্থিত সমুদায় স্থান এক শত অশীতি মণ্ডলে বিভক্ত। (সূর্য্য ছয় মাসে এই এক শত অশীতি মণ্ডল গমন করেন সুতরাং তিনি এক এক দিনে উত্তরায়ণ কালে উত্তর দিকে ও দক্ষিণায়ন কালে দক্ষিণ দিকে এক এক মণ্ডল গমন করিয়া থাকেন।) তাঁহার এই গতি দুই প্রকার, আরোহণ ও অবরোহণ। (উত্তরায়ণ কালীন গতিকে আরোহণ ও দক্ষিণায়ন কালীন গতিকে অবরোহণ বলে।) এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের এই দুই প্রকার গতি হইয়া থাকে।[১] সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার রথ, (বিশেষ বিশেষ পথে) দেবগণ আদিত্যগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরোগণ যক্ষগণ সর্পগণ বা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে।[২] ধাতা ক্রতুস্থলা পুলস্ত্য বাসুকি রথকৃৎ নামে যক্ষ রাক্ষস

রথকৃদ্‌গ্রামণীর্হেতিস্তুম্বুরুশ্চৈব সপ্তমঃ॥ ৩॥
এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাসে সদৈব হি।
মৈত্রেয়! স্যন্দনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ॥ ৪॥
অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকস্থলা *।
প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ।
মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে॥ ৫॥
মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা।
হাহা রথস্বনশ্চৈব মৈত্রেয়ৈতে বসন্তি বৈ॥ ৬॥
বরুণো বশিষ্ঠো রম্ভা সহজন্যা হূহূর্বুধঃ।
রথচিত্রস্তথা শুক্রে † বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞকে॥ ৭॥
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।

ও তুম্বুরু এই সাত জন।[৩] মৈত্রেয়! ইঁহারা চৈত্র মাসে সর্ব্বদা সূর্য্যের রথে অধিষ্ঠান করেন সুতরাং এই সাত জন চৈত্র মাসের অধিষ্ঠাতা ও অধিপতি।[৪] অর্য্যমা পুলহ যক্ষ পুঞ্জিকস্থলা রাক্ষস সর্প নারদ, ইঁহারা বৈশাখ মাসে দিবাকরের রথে বাস করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাঁহারা রথে অধিষ্ঠান করেন তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫] মিত্র অত্রি তক্ষক পৌরুষেয় নামক রাক্ষস মেনকা হাহা ও রথস্বন, ইঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের রথে বাস করিয়া থাকেন।[৬] বরুণ বশিষ্ঠ রম্ভা সহজন্যা হূহূ বুধ ও রথচিত্র (যক্ষ ও সর্প) ইঁহারা আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন।[৭] ইন্দ্র বিশ্বাবসু স্রোত এলাপত্র নামক নাগ অঙ্গিরাঃ প্রম্লোচা ও সর্প,

---

* পুঞ্জিকাস্থলা ইতি পাঠান্তরম্।
† রথশ্চিত্ররথা শুক্রে ইতি বা পাঠঃ।

প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পশ্চার্কে বসন্তি বৈ ॥ ৮ ॥
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুশ্চাপূরণস্তথা।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো* ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥ ৯ ॥
পূষা চ সুরুচির্ধাতা † গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাশ্বযুজে রবৌ ॥ ১০ ॥
বিভাবসুর্ভরদ্বাজো পর্জ্জন্যৈরাবতৌ তথা।
বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১১ ॥
অংশুকাশ্যপতার্ক্ষ্যাস্তু মহাপদ্মস্তথোর্ব্বশী।
চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্মার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥ ১২ ॥
ক্রতুর্ভগস্তথোর্ণায়ুঃ স্ফূর্জ্জঃ কর্কোটকস্তথা।
অরিষ্টনেমিশ্চৈবান্যা পূর্ব্বচিত্তির্বরাপ্সরাঃ ॥ ১৩ ॥

ইঁহারা শ্রাবণ মাসে দিবাকররথে অবস্থান করেন।[৮] বিবস্বান্ উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব্ব ভৃগু আপূরণ নামক যক্ষ অনুম্লোচা শঙ্খপাল ও রাক্ষস, ইঁহারা ভাদ্র মাসে আদিত্যরথে অধিষ্ঠান করেন।[৯] পূষা সুরুচি ধাতা গৌতম ধনঞ্জয় সুষেণ ও ঘৃতাচী, ইঁহারা আশ্বিন মাসে ভাস্কররথে অবস্থিতি করেন।[১০] বিশ্বাবসু ভরদ্বাজ পর্জ্জন্য ঐরাবত নামক সর্প বিশ্বাচী সেনজিৎ ও চাপ অর্থাৎ রাক্ষস ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন।[১১] অংশু কশ্যপ তার্ক্ষ্য মহাপদ্ম উর্ব্বশী চিত্রসেন ও বিদ্যুৎ, ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাসে দিবাকররথে থাকেন।[১২] ক্রতু ভগ উর্ণায়ু নামক গন্ধর্ব্ব স্ফূর্জ্জ নামক রাক্ষস কর্কোটক নামক সর্প অরিষ্টনেমি নামক যক্ষ এবং পূর্ব্বচিত্তি

* উম্লোচা শঙ্খপালশ্চ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† পূষা বসুরুচিধাতা ইত্যপি পঠনীয়ম্।

পৌষমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে।
লোকপ্রকাশনার্থায় বিপ্রবর্য্যাধিকারিণঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বষ্টাথ জমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিৎ ধৃতরাষ্ট্রোঽথ সপ্তমঃ ॥ ১৫ ॥
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয়! ভাস্করে।
শ্রূয়তাঞ্চাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥ ১৬ ॥
বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাথ সত্যজিৎ *।
বিশ্বামিত্রস্তথা রক্ষো † যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥ ১৭ ॥
মাসেষ্বেতেষু মৈত্রেয়! বসন্ত্যেতে তু সপ্তকাঃ।
সবিতুর্ম্মণ্ডলে ব্রহ্মন্! বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

নামে প্রধান অপ্সরা।[১৩] এই সাত জন পৌষ মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন। দ্বিজবর! লোকপ্রকাশের নিমিত্ত ইঁহারাই পৌষ মাসের অধিকারী।[১৪] ত্বষ্টা জমদগ্নি কম্বল তিলোত্তমা ব্রহ্মাপেত অর্থাৎ রাক্ষস ঋতজিৎ নামক যক্ষ ও ধৃতরাষ্ট্র নামক গন্ধর্ব্ব[১৫] এই সাত জন মাঘ মাসে প্রভাকরমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পরে ফাল্গুন মাসে যাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলে থাকেন তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৬] বিষ্ণু অশ্বতর নামক সর্প রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চা নামে গন্ধর্ব্ব সত্যজিৎ নামক যক্ষ বিশ্বামিত্র ও যজ্ঞাপেত নামক রাক্ষস, মহামুনে! (ইঁহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন)[১৭]

মৈত্রেয়! উক্ত দ্বাদশ মাসে উক্ত সপ্ত সপ্ত গণ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।[১৮] সূর্য্যের

* সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ সত্যজিৎ ইত্যপি পঠন্তি

† বিশ্বামিত্রস্তথা দক্ষ ইতি বা পাঠঃ।

স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ॥ ১৯॥
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে॥ ২০॥
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম!।
হিমোষ্ণবারিবৃষ্টীনাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ*॥ ২১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

গমনকালে মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ সম্মুখে গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, অপ্সরোগণ নাচিতেছেন, নিশাচরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন,[১৯] পন্নগগণ তাঁহার রথ সুসজ্জিত করণে নিযুক্ত রহিয়াছে, যক্ষগণ অশ্বরশ্মি সংযোজন করিতেছে এবং বালখিল্যগণ তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছেন।[২০] মুনিশ্রেষ্ঠ! উক্ত সপ্তগণ এই রূপে স্ব স্ব নিয়মিত সময়ে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুপরিবর্ত্তের কারণ হইতেছেন।[২১]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* হেতুঃ স্বসময়াগত ইতি কেচিৎ পঠন্তি

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

একাদশাধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

যদেতদ্ভগবানাহ গণঃ সপ্তবিধো রবেঃ * ।
মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তন্ময়া শ্রুতম্ ॥ ১ ॥
ব্যাপারাশ্চাপি কথিতা গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ।
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাপ্সরসাং গুরো! ॥ ২ ॥
যক্ষাণাঞ্চ রথে ভানোর্বিষ্ণুশক্তিধৃতাত্মনাম্ ।
কিন্ত্বাদিত্যস্য যৎ কর্ম্ম তন্নাত্রোক্তং ত্বয়া মুনে! ॥ ৩ ॥
যদি সপ্তগণো বারি হিমমুষ্ণঞ্চ বর্ষতি ।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! শুনিলাম, আপনি কহিলেন, সপ্তবিধগণ রবিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া শীতগ্রীষ্মাদি উৎপাদন করেন।[১] গুরো! গন্ধর্ব্বগণ, সর্পগণ, রাক্ষসগণ, ঋষিগণ, বালখিল্যগণ, অপ্সরোগণ ও যক্ষগণ ইঁহারা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া দিবাকররথে অবস্থান পূর্ব্বক যে যে কার্য্য করেন তাহাও আপনি কহিয়াছেন, পরন্তু সূর্য্যের কর্ম্ম কি তাহা আপনি এ স্থলে বলেন নাই।[৩] যদি সপ্তগণ সূর্য্যরথে থাকিয়াই শীত গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি বিতরণ করেন, তাহা হইলে ত সূর্য্য হইতে কিছুই হইতেছে না?

* গণঃ সংসপ্তকো রবেঃ ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ ।

তৎ কিমত্র রবের্যেন বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্য্যতে * ॥ ৪ ॥
বিবস্বানুদিতো মধ্যে যাত্যস্তমিতি কিং জনাঃ † ।
ব্রবীত্যেতৎ সমং কর্ম্ম যদি সপ্তগণস্য তৎ ॥ ৫ ॥
পরাশর উবাচ।
মৈত্রেয়! শ্রূয়তামেতদ্ যদ্ভবান্ পরিপৃচ্ছতি।
যথা সপ্তগণেঽপ্যেকঃ ‡ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বা শক্তিঃ পরা § বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
সৈষা ত্রয়ী তপত্যংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা ॥ ৭ ॥

এবং আপনি যে বলিয়াছেন, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।[৪] যদি সপ্তগণের কর্ম্ম সমান হয় অর্থাৎ যদি সপ্তগণ সূর্য্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে, লোকে কি জন্য এরূপ বলে যে, সূর্য্য উদিত হইলেন, সূর্য্য মধ্যস্থলে আরূঢ় হইয়াছেন, সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছেন। তাহারা কি জন্য সপ্তগণের নামোল্লেখ করে না।[৫]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সপ্তগণ ও রবি এ উভয়ের তুলনা করিলে একমাত্র রবিই সর্ব্বতোভাবে প্রধান[৬] কারণ ঋক্ যজুঃ ও সাম নাম্নী সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা যে বিষ্ণুর ত্রয়ীরূপা শক্তি, সেই শক্তিই দিবাকররূপে তাপপ্রদান করিতেছেন এবং উপাসিত হইয়া জগতের পাপাপনোদনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।[৭] ঐ শক্তিই জগতের

* বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদ্বিতীর্য্যতে ইতি বা পঠনীয়ম্।
† যাত্যস্তমিতি কিং জগৎ ইতি পাঠান্তরম্।
‡ যথা সপ্তগণোঽপ্যেকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।
§ যা তু শক্তিঃ পরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিত্যাং * জগতঃ পালনোদ্যতঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতোঽন্তঃসবিতুর্দ্বিজ! তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥
মাসি মাসি রবির্যো যস্তত্র † তত্র হি সা পরা।
ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং করোতি বৈ ॥ ৯ ॥
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নেঽথ যজূংষি বৈ।
বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামান্যহ্নঃ ক্ষয়ে রবৌ ॥ ১০ ॥
অঙ্গমেষা ত্রয়ী বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা ‡ ॥ ১১ ॥
ন কেবলং রবৌ শক্তির্বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্‌ ॥ ১২ ॥

স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং লোকের পালনের নিমিত্ত ঋক্‌ যজুঃ ও সাম রূপে সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন।[৮] মাসে মাসে যখন যে স্থানে দিবাকর থাকুন তাঁহাতেই ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তি অবস্থান করিতেছেন।[৯]

পূর্ব্বাহ্নে ঋক্‌বেদ সূর্য্যাধিষ্ঠিত হইয়া তাপপ্রদান করেন এবং মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ ও অপরাহ্নে সূর্য্যের ক্ষয়কালে বৃহদ্রথন্তরা প্রভৃতি সাম সকল ঐরূপ তাপপ্রদান করিয়া থাকেন।[১০] ঋক্‌ যজুঃ ও সাম নাম্নী এই ত্রয়ীরূপা বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ। এই বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বদা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে।[১১] বিষ্ণুশক্তি ত্রয়ীরূপে যে কেবল সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থিতি করিতেছে এরূপ নহে, পরন্তু তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিতয়েও ত্রয়ীরূপে অব-

* সৈষ বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্যাম্‌ ইতি অন্যে পঠন্তি।
† মাসি মাসি রবের্যো যস্তত্র ইতি বা পাঠঃ।
‡ মাসাদিত্যে করোতি সা ইতি বহবঃ পঠন্তি।

সর্গাদৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥ ১৩॥
এবং সা সাত্ত্বিকী শক্তির্বৈষ্ণবী যা ত্রয়ীময়ী।
আত্মসপ্তগণস্থং তং ভাস্বন্তমধিতিষ্ঠতি॥ ১৪॥
তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোঽপি জাজ্বলীতি স্বরশ্মিভিঃ।
তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়তি চাখিলম্॥ ১৫॥
স্তুবন্তি তং বৈ মুনয়ো* গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি তস্য চানু নিশাচরাঃ॥ ১৬॥
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে॥ ১৭॥

স্থান করিতেছে।[১২] সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ঋক্‌ময় হইয়া সৃষ্টি করেন, যজুর্ম্ময় বিষ্ণু পালন করিতে থাকেন, প্রলয়কালে সামময় রুদ্র সমুদায় সংহার করেন। এই জন্য সামবেদের গান অশুচি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[১৩]

ত্রয়ীময় সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি এই রূপে স্বীয় সপ্তগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত দিবাকরে অধিষ্ঠান করেন।[১৪] ভগবান্ দিবাকরও সেই বিষ্ণুশক্তি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় দেদীপ্যমান হন এবং জগতের সমস্ত তমোরাশি ধ্বংস করিতে থাকেন।[১৫] সূর্য্য যখন গমন করেন তখন মুনিগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে থাকেন, গন্ধর্ব্বেরা সম্মুখে থাকিয়া গান করেন, অপ্সরোগণ পুরোবর্ত্তী হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন, নিশাচরেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।[১৬] পন্নগগণ বহন বা রথসজ্জা করিতে থাকেন, যক্ষগণ অশ্বরশ্মি যোজনা করেন। বালখিল্যনামক ঋষিগণ সূর্য্যদেবের চতুর্দিকে

* স্তুবন্তি মুনয়স্তস্মৈ ইতি বা পাঠঃ।

নোদেতা নাস্তমেতা চ কদাচিচ্ছক্তিরূপধৃক্।
বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্য গণঃ সপ্তময়োঽপ্যয়ম্* ॥ ১৮ ॥
স্তম্ভস্থদর্পণস্যেব যোঽয়মাসন্নতাং গতঃ†।
ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ‡ ॥ ১৯ ॥
এবং সা বৈষ্ণবী শক্তির্নৈবাপৈতি ততো দ্বিজ !।
মাসানুমাসং ভাস্বন্তমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন্ স সদাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ§।
পরিবর্ত্তত্যহোরাত্রকারণং সবিতা দ্বিজ ! ॥ ২১ ॥

উপবিষ্ট থাকেন।[১৭] প্রতিমাসে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত সপ্তগণের যেরূপ উদয় ও অস্ত হয়, সূর্য্যাধিষ্ঠিত বিষ্ণুশক্তি সেরূপ উদিত বা অস্তমিত হয় না, কারণ সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি হইতে পৃথক্ হওয়াতে উদয়াস্তাদির অধীন হইয়াছে।[১৮] যেমন স্তম্ভনিখাত-দর্পণ-সন্নিধানে যে যে ব্যক্তি গমন করে সেই সেই ব্যক্তিরই আত্মচ্ছায়া দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়।[১৯] সেইরূপ স্তম্ভসদৃশ সূর্য্যরথে দর্পণস্থানীয় বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্বদাই অবস্থান করে, কখনই তাহার ঐ স্থান হইতে অপগম হয় না, পরন্তু সূর্য্যমণ্ডল আগন্তুক ব্যক্তির ন্যায় মাসে মাসে তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।[২০] প্রভু দিবাকর, পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণকে আপ্যায়িত করিয়া দিবারাত্রির কারণ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন।[২১] ধ্রুবর নামে যে

* গণঃ সপ্তময়োঽব্যয় ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† স্তম্ভস্থদর্পণস্যেতি যোঽয়ং বাসন্নতাং নরঃ ইতি বা পাঠঃ।

‡ সমং প্রাপ্নোত্যথাত্মমঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

§ সদা বাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।

সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিতস্তেন চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণপক্ষেঽমরৈঃ শশ্বৎ পীয়তে বৈ সুধাময়ঃ॥ ২২॥
পীতং তদ্দ্বিকলং সোমং কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে দ্বিজ!।
পিবন্তি পিতরঃ শেষং * ভাস্করাৎ তর্পণং তথা॥ ২৩॥
আদত্তে রশ্মিভির্যত্তু ক্ষিতিসংস্থং রসং রবিঃ।
তমুৎসৃজতি ভূতানাং† পুষ্ট্যর্থং শস্যবৃদ্ধয়ে॥ ২৪॥
তেন প্রীণাত্যশেষাণি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন্ এবমাপ্যায়য়ত্যসৌ॥ ২৫॥

সূর্য্যরশ্মি তদ্দ্বারা নিশাকর তর্পিত অর্থাৎ পরিপুষ্ট হন। কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ সেই সুধাময় চন্দ্রকলা প্রতিদিন পান করিয়া থাকেন।[২২] যখন কৃষ্ণপক্ষের অবসান হয় অর্থাৎ কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিবস চন্দ্রের দুইটী মাত্র কলা অবশিষ্ট থাকে, তখন পিতৃগণ ঐ দুইটীর মধ্যে একটীমাত্র কলা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং যখন দিবাকর হইতে সুধাংশুর বৃদ্ধি ও সুধাংশুভক্ষণে দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তি হইতেছে তখন দিবাকরকেই দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ বলিতে হইবে।[২৩] দিবাকর স্বীয় করনিকর দ্বারা যে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, প্রাণিগণের পুষ্টিসাধনার্থ শস্যবৃদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার তাহা তিনি বিতরণ করিয়া থাকেন।[২৪] ভগবান্ রবি ইহা দ্বারাই ভূতলস্থ অশেষ প্রাণীর তৃপ্তিসাধন করেন। এইরূপে তিনি দেবগণের পিতৃগণের ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধক হইতেছেন।[২৫]

---

* পিবন্তি পিতরস্তেষাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† সমুৎসৃজতি ভূতানাম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

পক্ষতৃপ্তিস্তু দেবানাং পিতৃণাঞ্চৈব মাসিকীম্।
শশ্বত্তৃপ্তিঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মৈত্রেয়ার্কঃ প্রযচ্ছতি॥ ২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয়! দিবাকর দেবগণের এক পক্ষ তৃপ্তি, পিতৃগণের এক মাস তৃপ্তি ও মনুষ্যাদির প্রাত্যহিক তৃপ্তি বিধান করেন অর্থাৎ দিবাকর কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট বৃষ্টি দ্বারা যে অন্ন নিষ্পন্ন হয় তাহা এক বার ভোজন করিলে দেবতারা এক পক্ষ, পিতৃলোক এক মাস ও মনুষ্যাদি এক দিন পরিতৃপ্ত থাকেন।[২৬]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ একাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

দ্বাদশাধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ।
বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ ॥ ১॥
বীথ্যাশ্রয়াণি ঋক্ষাণি ধ্রুবাধারেণ বেগিনা।
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমস্তস্য রশ্মীনাং সবিতুর্যথা ॥ ২ ॥
অর্কস্যেব হি তস্যাশ্বাঃ সকৃদ্যুক্তা বহন্তি তে।
কল্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ! বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি দীপ্তিমান্।

পরাশর কহিলেন। চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাঁহার অশ্ব দশটী। অশ্বগুলি কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তাহারা বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে যোজিত আছে। শশধর তদ্দ্বারা গমন করিতেছেন।[১] নাগবীথী প্রভৃতির আশ্রয়স্বরূপ যে সকল অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, তাহারা বেগবান্ ধ্রুবাধারের সহিত দিবাকরের অগ্রে অগ্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মির যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি-ক্রম আছে, নিশাকরেরও সেইরূপ।[২] মুনিশ্রেষ্ঠ! দিবাকরের ন্যায় নিশাকরেরও অশ্বগুলি একবারমাত্র রথে যোজিত হইয়া এক কল্প কাল বহন করে। ঐ সকল অশ্ব বারিগর্ভসম্ভূত।[৩] মৈত্রেয়! কৃষ্ণপক্ষে যখন দেবগণ ও পিতৃগণ সুধাংশুকে পান করেন তখন তিনি ক্ষীণ হইলে

মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ॥ ৪॥
ক্রমেণ যেন পীতোঽসৌ দেবৈস্তেন নিশাকরম্।
আপ্যায়য়ত্যনুদিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ॥ ৫॥
সম্ভৃতশ্চার্দ্ধমাসেন তৎসোমস্থং সুধামৃতম্।
পিবন্তি দেবা মৈত্রেয়! সুধাহারা যতোঽমরাঃ॥ ৬॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্॥ ৭॥
কলাদ্বয়াবশিষ্টস্তু প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্।
অমাখ্যরশ্মৌ বসতিঅমাবাস্যা ততঃ স্মৃতা॥ ৮॥
অপ্সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্ব্বং বসতি চন্দ্রমাঃ*।

এক কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ভগবান্ ভাস্কর সুষুম্ননামক এক রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট করেন।[৪] এই রূপে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদিক্রমে যে রূপে দেবগণ নিশানাথকে পান করেন, দিবাকর শুক্ল প্রতিপৎ হইতে সেই ক্রম অনুসারেই প্রতিদিন পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন।[৫] মৈত্রেয়! এই রূপে অর্দ্ধমাস দ্বারা নিশাকরের সুধারূপ অমৃত সঞ্চিত হইলে দেবতারা পুনর্বার তাহা পান করেন, কারণ সুধাই দেবগণের আহার।[৬] তেত্রিশ সহস্র তেত্রিশ শত ও তেত্রিশসঙ্খ্যা দেবতা সুধাকরের সুধা পান করিয়া থাকেন।[৭] যখন দুই কলা অবশিষ্ট থাকে তখন চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন। সে সময় তিনি অমানামক সূর্য্য রশ্মিতে বাস করেন, ঐ জন্য ঐ দিবস অমাবাস্যা নামে খ্যাত হইয়াছে।[৮] ঐ অমাবস্যায় দিবারাত্রির মধ্যে চন্দ্র প্রথমত জলে পরে লতা-

* পূর্ব্বং বিশতি চন্দ্রমাঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ততো বীরুৎস্থু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥
ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে।
পত্রংবা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥ ১০ ॥
শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্নে পিতৃগণা জঘন্যং* পর্য্যুপাসতে ॥ ১১ ॥
পিবন্তি দ্বিকলাকারশিষ্টা তস্য কলা তু যা।†
সুধামৃতময়ী পুণ্যা তামিন্দোঃ পিতরো মুনে! ॥ ১২ ॥
নিঃসৃতং তদমাবস্যাং গভস্তিভ্যঃ সুধামৃতম্‌।
মাসং তৃপ্তিমবাপ্যাগ্র্যাং পিতরঃ সন্তি নির্বৃতাঃ ॥
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিস্বত্তাশ্চ তে ত্রিধা ॥ ১৩ ॥

সমুহে বাস করিয়া পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন।[৯] নিশাকর যে সময় লতাতে গমন করেন সেই সময় যদি কেহ লতাচ্ছেদন করে বা তদীয় পত্র ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাতকী হয়।[১০]

অমাবস্যার অহোরাত্রমধ্যে নিশানাথ লতা ও জলে প্রবেশ করাতে তাঁহার অবশিষ্ট কলা উপক্ষীণপ্রায় হইলে কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সেই জঘন্য অংশ পিতৃগণ সেবন করেন।[১১] এই রূপে চন্দ্রের যে দ্বিকলাকার কলা অবশিষ্ট থাকে তাহা পবিত্র অমৃতময়ী সুধা মনে করিয়া পিতৃগণ পান করিতে থাকেন।[১২] অমাবস্যার সুধাকরের কিরণ হইতে যে সুধামৃত নিঃসৃত হয় তাহা পান করিয়া পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। সৌম্য বর্হিষদ ও ও অগ্নিস্বত্ত, পিতৃগণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।[১৩] সুধাকর চন্দ্র

* জঘন্যে পর্য্যুপাসতে ইত্যপরে পঠন্তি।

† পিবন্তি দ্বিকলং সোমং শিষ্টা তস্য তু যা কলা ইতি বা পাঠঃ।

এবং দেবান্ সিতে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তথা পিতৃন্।
বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শীতৈরপ্পরমাণুভিঃ॥ ১৪॥
বীরুধোষধিনিষ্পত্ত্যা মনুষ্যপশুকীটকান্।
আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রাকাশ্যাহ্লাদনেন তু॥ ১৫॥
বায়ুগ্নিদ্রব্যসংভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ।
পিশঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ॥ ১৬॥
সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূসম্ভবৈর্হয়ৈঃ।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথোমহান্॥ ১৭॥
অষ্টাস্রঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্* ভৌমস্যাপি রথো মহান্।

যেমন সুধা দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন সেইরূপ সুধাময়-কিরণ-সম্ভূত অম্ল দ্বারা দেবগণকে শুক্ল পক্ষে ও পিতৃগণকে কৃষ্ণপক্ষে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। তিনি অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদ্‌গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন।[১৪] তিনি বৃক্ষলতাদি উৎপাদন দ্বারা মনুষ্য পশু কীট প্রভৃতিকে প্রকাশ্য রূপে আপ্যায়িত করেন।[১৫]

চন্দ্র সুত বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি এই দুই দ্রব্য দ্বারা বিনির্ম্মিত। সেই রথে বায়ুর ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট তুরঙ্গ যোজিত আছে।[১৬] এই রথে উত্তম বরূথ অর্থাৎ রথগুপ্তি (যদ্দ্বারা রথারূঢ় ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া থাকেন) এবং অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ, ও পতাকার সহিত উপাসঙ্গ অর্থাৎ রথ-চূড়াস্থিত কাষ্ঠ বিদ্যমান আছে। এই রথের অশ্বগুলি ভূসম্ভূত। এইরূপ শুক্রের রথও প্রকাণ্ড।[১৭] এই রথ কাঞ্চনময় অষ্টকোণ ও

* অষ্টাশ্বঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ইতি অপরস্য পাঠঃ।

পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ ॥ ১৮ ॥
অষ্টাভিঃ পাণ্ডরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি বর্ষান্তে* রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥১৯॥
আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতম্।
তমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২০ ॥
স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথম্।
সকৃদ্যুক্তাস্তু মৈত্রেয়! বহন্ত্যবিরতং সদা ॥ ২১ ॥
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥ ২২ ॥
তথা কেতুরথস্যাশ্বা অপ্যষ্টৌ বাতরংহসঃ†।

অতীব সুদৃশ্য। মঙ্গলের রথও এইরূপ প্রকাণ্ড। তাহার অশ্বগুলি পদ্মরাগ মণির ন্যায় অরুণবর্ণ। এই সকল অশ্ব বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।[১৮] অষ্টসংখ্যা পাণ্ডরবর্ণ অশ্ব যুক্ত যে সুবর্ণময় রথ আছে, বৃহস্পতি সেই রথে প্রত্যেক রাশিতে বৎসরের অবসানে অবস্থিতি করেন।[১৯] মন্দগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন তাহা আকাশ সম্ভূত শবলবর্ণ অশ্ব দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।[২০] মৈত্রেয়! রাহুর রথের আটটী অশ্ব। এই অশ্বগুলি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার রথ ধূসরবর্ণ। ঐ সকল অশ্ব ঐ রথে একবারমাত্র যোজিত হইয়া চির কাল বহন করিতেছে।[২১] রাহু সৌম্যপর্ব্বকালে সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রে গমন করে এবং সৌরপর্ব্বকালে চন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যে গমন করিয়া থাকে।[২২] এইরূপ কেতু গ্রহের রথে আটটী অশ্ব যোজিত আছে। তাহারা বায়ুর ন্যায়

---

* তস্মিংস্তিষ্ঠতি বর্ষং দ্বৈ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ ॥ ২৩ ॥
এতে ময়া গ্রহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব।
সর্ব্বে ধ্রুবে মহাভাগ! প্রবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥ ২৪ ॥
গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ।
ভ্রমন্ত্যুচিতচারেণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥ ২৫ ॥
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ ২৬ ॥
তৈলাপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতাবিদ্ধানি সর্ব্বশঃ * ॥ ২৭ ॥

বেগবান্। তাহারা পলাল ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ ও লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণ ॥ [২৩]

মহাভাগ! এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহের রথের বিবরণ কহিলাম। এই সকল রথ বায়ুরূপ রশ্মি দ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। [২৪] মৈত্রেয়! সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিচক্র বায়ুরূপ রশ্মি দ্বারা ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ থাকিয়া স্বস্বোচিত গতি দ্বারা ভ্রমণ করিতেছে। [২৫] আকাশমণ্ডলে যতগুলি নক্ষত্র আছে ততগুলি বায়ুরূপ রশ্মি ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বায়ুরশ্মি স্বয়ং নিরন্তর ঘুরিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডলকেও অবিশ্রান্ত ঘুরাইতেছে। তাহার সহিত স্বয়ং ধ্রুব নক্ষত্রও ঘুরিতেছে। [২৬] তৈলকার যেমন স্বয়ং ঘুরিতে ঘুরিতে তৈলযন্ত্রকেও তৎসমভিব্যাহারে ঘুরাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রবাহাখ্য বায়ুচক্রে নিবদ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডল স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে, ধ্রুব নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করাইতেছে। [২৭] জ্যোতির্ম্মণ্ডল বায়ুচক্রে চালিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।

* বাতবদ্ধানি সর্ব্বশঃ ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

অলাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ॥ ২৮॥
শিশুমারস্তু যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম!॥ ২৯॥
যদহ্না কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে।
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি॥
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ॥ ৩০॥
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োঽত্যুত্তরো হনুঃ।*
যজ্ঞোঽধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ॥ ৩১॥
হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী॥ ৩২॥

পরন্তু বায়ু জ্যোতির্ম্মণ্ডল বহন করে বলিয়া প্রবহ বায়ু নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[২৮] মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট যে শিশুমারাকৃতির উল্লেখ করিয়াছি, যাহার পুচ্ছদেশে ধ্রুব অবস্থান করিতেছে, তাহার সন্নিবেশ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৯] প্রাণিগণ দিবাভাগে যে পাপ করে রাত্রিকালে শিশুমার দর্শন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। আকাশমণ্ডলে যতগুলি নক্ষত্র ঐ শিশুমারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিকসংখ্য বৎসর ঐ শিশুমার অবস্থিতি করিবে।[৩০] উত্তানপাদ ঐ শিশুমারের উত্তর হনু। যজ্ঞ (নক্ষত্ররূপী দেবতাবিশেষ) তাহার অধর ও ধর্ম্ম তাহার মস্তক আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।[৩১] নারায়ণ তাহার হৃদয়ে রহিয়াছেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্মুখস্থিত পাদদ্বয়ে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ ও সূর্য্য তাহার পশ্চাৎ পাদদ্বয়ের

* বিজ্ঞেয়ো হ্যুত্তরো হনুঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।

শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানং সমাশ্রিতঃ।
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোঽথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকা-শিশুমারস্য নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্॥ ৩৩॥
ইত্যেব সন্নিবেশোঽয়ং পৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তিতঃ॥ ৩৪॥
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ।
তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং পুনঃ॥ ৩৫॥
যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র! বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাদ্যাদিসংযুতা।॥ ৩৬॥
জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ
বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।

উরু আশ্রয় করিয়া আছেন।[৩২] এই শিশুমারের পুংচিহ্নস্থলে সংবৎসর ও অপানস্থলে মিত্র অবস্থিতি করিতেছেন। পুচ্ছদেশে অগ্নি মহেন্দ্র কশ্যপ ও ধ্রুব মূল হইতে পর পর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শিশুমারের পুচ্ছস্থিত এই চারিটী তারকা অস্তগমন করেন না।[৩৩]

এই তোমার নিকট পৃথিবী জ্যোতির্মণ্ডল দ্বীপ সমুদ্র ও পর্ব্বতগণের সন্নিবেশ কীর্ত্তিত হইল।[৩৪] বর্ষ নদী ও বর্ষস্থিত জীবগণের বৃত্তান্ত এবং স্বরূপও তোমার নিকট পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই সমুদায় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।[৩৫] ব্রহ্মন্! বিষ্ণুমূর্ত্তি জল সকলের আধারস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। জলের গর্ভোদক হইতে পর্ব্বতাদির সহিত পদ্মাকারা বসুন্ধরা উত্থিত হইয়া রহিয়াছে।[৩৬] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! নক্ষত্র সকল বিষ্ণুময়,

* ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ ইতি বা পাঠঃ।

নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য! ॥ ৩৭ ॥
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ
অশেষমূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥ ৩৮ ॥
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্*।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ ৩৯ ॥

ভুবন সকল বিষ্ণুময়, বন সকল বিষ্ণুময়, পর্ব্বত সকল বিষ্ণুময়, দিক্ সকল বিষ্ণুময়, নদী সকল বিষ্ণুময়, সমুদ্র সকল বিষ্ণুময়, এমন কি জগতে যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল বা থাকিবে অথবা যাহা জগতে নাই, তৎ সমুদায়ই বিষ্ণুময়।[৩৭] সেই ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার মূর্ত্তি অনন্ত অথচ তিনি বস্তুভূত নহেন। জ্ঞানস্বরূপ সেই বিষ্ণু হইতে শৈল সাগর ধরণী প্রভৃতি যে প্রভেদ দৃষ্ট হয় তৎসমুদায় বিজ্ঞানাধিষ্ঠিত ও মায়াবিলসিত-মাত্র।[৩৮] যে সময় পাপ পুণ্য রূপ অদৃষ্ট ক্ষয় হয়, ও যে সময় অদ্বৈত জ্ঞান হওয়াতে একমাত্র আত্মাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র প্রতিভাত হইতে থাকে ও অন্য কিছু ভেদ দৃষ্ট না হয়, তখন সঙ্কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ যে পৃথিব্যাদি বস্তুতে বস্তুজ্ঞান, তাহা নিরস্ত হইয়াথাকে।[৩৯] ব্রহ্মন্! আদি মধ্য অন্ত বিহীন সতত একরূপ বস্তু কি কোথাও আছে? যাহা পরিণামান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা

* অপাস্তদোষম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্॥ ৪০॥
মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ
আলক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥ ৪১॥
তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদ-
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥ ৪২॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হয় না। অতএব স্বরূপচ্যুত উপলব্ধ বস্তুতে শুক্তিরজতাদির ন্যায় কি রূপে পারমার্থিকতা থাকিতে পারে।[৪০] (এই জগৎ যে মিথ্যা তাহার উদাহরণ দেখ) মৃত্তিকা ঘট-রূপে দৃষ্ট হয়, ঐ ঘটে আবার কপালরূপ অবয়ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কপালে আবার রেণু লক্ষিত হয়, রেণুতে পরমাণু উপ-লব্ধ হইয়াথাকে। অতএব পাপ পুণ্য রূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা যাহা-দের আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা এই পরিণামি সং-সারে ঘট কপালাদির মধ্যে কোন্ বস্তুকে বস্তুবোধে অবলোকন করিবে, বল।[৪১] অতএব ব্রহ্মন্! এই জগতে বিজ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই। স্ব স্ব কর্ম্মভেদ দ্বারা বিভিন্নচিত্ত মনুষ্যেরা সেই একমাত্র বিজ্ঞানকেই নানারূপ অবলোকন করে।[৪২] বৃত্তিজ্ঞানাবচ্ছিন্ন বিবিধ শোকাদির সহিত যাঁহার সংস্রব নাই,

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্ ।
একং সদৈকং * পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥ ৪৩ ॥
সদ্ভাব এবো ভবতো ময়োক্তো
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥ ৪৪ ॥
যজ্ঞঃ পশুর্বহ্নিরশেষ ঋত্বিক্
সোমঃ সুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ † ।
ইত্যাদিকর্ম্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং
ভূরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥ ৪৫ ॥

সেই শোকতাপাদিরহিত বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানই ভগবান্ বাসুদেব। তিনি বিকারশূন্য পরিণাম বিরহিত পরম পরমেশ্বর। তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই।[৪৩] এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বিষয় কহিলাম। একমাত্র জ্ঞানই সত্য ও জ্ঞান ভিন্ন সমুদায় মিথ্যা, ইহাও প্রতিপন্ন করা হইল, পরন্তু জ্ঞান ব্যতিরিক্ত এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, ইহা পরমার্থোপযোগী ব্যবহারাশ্রিত মাত্র, ইহা বস্তুতঃ সত্য নহে।[৪৪] যজ্ঞ পশু বহ্নি অশেষ ঋত্বিক্ সোম সুরা ও স্বর্গময় কামনা, এ সমুদায় কাম্যকর্ম্মাশ্রিত পথ দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ভোগ ইহার ফলস্বরূপ।[৪৫]

---

* জ্ঞানঞ্চ শুদ্ধং বিমলং বিশোকো নিঃশেষশব্দাদিনিরস্তসঙ্গঃ।
একঃ সদৈকঃ ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† সংবৎসরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ ইতি বা পাঠঃ ।

যচ্চৈতদ্ভুবনগতং ময়া তবোক্তং
সর্ব্বত্র ব্রজতি হি তত্র কর্ম্মবশ্যঃ * ।
জ্ঞাত্বৈবং ধ্রুবমচলং সদৈকরূপং
তৎ কুর্য্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই যে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডগত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, লোকে পাপপুণ্যরূপ অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে ভ্রমণ করে। এই সমুদায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে ধ্রুব অচল পরিণামরহিত ভগবান্ বাসুদেবে প্রবেশ করিতে পারা যায় এরূপ কার্য্য করিবে।[৪৬]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দ্বাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

* কর্ম্মবশ্য একঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।



মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং * যৎ পৃষ্টোঽসি ময়াখিলম্।
ভূসমুদ্রাদিসরিতাং সংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্ ॥ ১ ॥
বিষ্ণ্বাধারং তথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থস্তু তেনোক্তো † যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥ ২ ॥
যত্ত্বেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। আমি আপনকার নিকট যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎ-সমুদায় (সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন)। বিশেষতঃ পৃথিবী সমুদ্র নদী প্রভৃতির সন্নিবেশ এবং গ্রহাদির সংস্থানও (আমার নিকট বলিয়াছেন)।[১] এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং একমাত্র জ্ঞানই সত্য, এই পরমার্থ বিষয়ও আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন।[২] পরন্তু আপনি যে বলিয়াছিলেন, রাজা ভরতের চরিত তোমার নিকট বলিব, এক্ষণে (অনুগ্রহ করিয়া) তাহা বলুন।[৩] সেই মহীপাল ভরত শালগ্রাম তীর্থে বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ব

* ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ! ইতি বা পাঠঃ।
† পরমার্থস্তু তে প্রোক্ত ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেঽবসৎ কিল।
যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ ॥ ৪ ॥
পুণ্যদেশপ্রভাবেন ধ্যায়তশ্চ সদা হরিম্।
কথন্তু নাভবন্মুক্তির্যদভূৎ স দ্বিজঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
বিপ্রত্বে চ কৃতং তেন যদ্ভূয়ঃ সুমহাত্মনা।
ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি * ॥ ৬ ॥

পরাশর উবাচ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্ন্যস্তমানসঃ।
স উপবাস চিরং কালং † মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥ ৭ ॥
অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥ ৮ ॥
যজ্ঞেশাচ্যুত! গোবিন্দ! মাধবানন্ত! কেশব!।

যোগে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভগবান্ বাসুদেবে সমাহিত থাকিত।[৪] তিনি পুণ্য দেশে বাস করিয়া সর্ব্বদা হরির ধ্যান করিতেন। ঈদৃশ অবস্থায় কি জন্য তাঁহার মুক্তি হইল না, কি জন্যই বা তাঁহাকে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হইল।[৫] সেই মহাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য পুনর্ব্বার তপস্যা করেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! এ সমুদায় আমার নিকট বলুন।[৬]

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! মহাভাগ রাজা ভরত শালগ্রাম তীর্থে বাস করিতেন। তাঁহার মন নিরন্তর ভগবান্ বাসুদেবে ন্যস্ত ছিল।[৭] গুণিশ্রেষ্ঠ ভরত অহিংসাদি গুণসমূহে ও মনঃসংযম বিষয়ে চরম সীমা প্রাপ্ত হইলেন।[৮] সেই রাজা, যজ্ঞেশ! অচ্যুত!

* পূর্ব্বকর্ম্মস্বভাবেন তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ইতি বহবঃ পঠন্তি।
† উবাস সুচিরং কালম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥ ৯ ॥
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয়! কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ।
এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ॥ ১০ ॥
সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥ ১১ ॥
জগাম সোঽভিষেকার্থম্ একদা তু মহানদীম্।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ * ॥ ১২ ॥
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া † ।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দ! মাধব! অনন্ত! কেশব! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ! সর্ব্বদা কেবল এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন।[৯] মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাবস্থাতেও এতদ্ভিন্ন কিছুই বলিতেন না, এবং এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তাও করিতেন না।[১০] তিনি দেবপূজার জন্য সমিৎ পুষ্প ও কুশাদি আহরণ করিতেন, অন্য কোন কর্ম্ম করিতেন না। তিনি নিঃসঙ্গ ও যোগযুক্ত তাপস ছিলেন।[১১]

একদা তিনি স্নানের নিমিত্ত মহানদীতে গমন করিলেন। সেখানে তিনি স্নান করিয়া স্নানোত্তর ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন[১২] এমত সময় বনমধ্য হইতে আসন্নপ্রসবা একটী হরিণী প্রসববেদনায় কাতর ও পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই তীর্থে (ঘাটে) জল পান করিতে আগমন করিল।[১৩] হরিণী জল পান করিতেছে, ঈদৃশ সময়ে সেই স্থানে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সুদীর্ঘ সিংহগর্জ্জন শ্রুত হইল।[১৪] হরিণী

* স্নানস্যানন্তরং ক্রিয়া ইতি বা পাঠঃ।
† জলে তথা ইতি বা পঠনীয়ম্।

ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ * ॥১৫॥
তমুহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্।
জগ্রাহ স নৃপো গর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্॥ ১৬॥
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী † পপাত চ মমার চ॥ ১৭॥
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ‡॥ ১৮॥
চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববৃধে মুনে॥ ১৯॥

সিংহগর্জ্জন শুনিবামাত্র সহসা ভয়বিহ্বলা হইয়া তটাভিমুখে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অত্যুচ্চ তটে লম্ফ প্রদান করাতে তাহার গর্ভ নদীগর্ভেই নিপতিত হইল।[১৫] রাজা দেখিলেন, গর্ভনিঃসৃত মৃগপোত পতিত হইয়া জলতরঙ্গে পরিপ্লুত ও নদীবেগে নীয়মান হইতেছে। তখন তিনি (সদয় হইয়া) তাহাকে গ্রহণ করিলেন।[১৬] মৈত্রেয়! অনন্তর গর্ভপ্রচ্যুতি হেতু ও লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উচ্চ স্থানে আরোহণ হেতু সেই হরিণী যেমন পতিত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।[১৭] তপস্বী রাজা, হরিণীকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া মৃগশাবককে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে উপনীত হইলেন।[১৮] অনন্তর রাজা নিরন্তর ঐ মৃগশাবকের আহার দান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃগশাবকও পোষিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।[১৯]

---

* নদ্যাং গর্ভঃ পপাত হ ইতি বা পাঠঃ।
† হরিণী সাপি মৈত্রেয় ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।
‡ পুনরাশ্রমমাগতঃ ইতি বা পাঠঃ।

চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ *।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ † ॥ ২০ ॥
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যথাশ্রমম্॥
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥ ২১ ॥
তস্য তস্মিন্মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্যতো দ্বিজ‡! ॥ ২২ ॥
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥ ২৩ ॥
কিং বৃকৈর্ভক্ষিতো ব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ।
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্ ॥ ২৪ ॥

ঐ মৃগপোত আশ্রমমধ্যে বা অরণ্যে তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত। কখন বা শার্দ্দূলভয়ে ভীত হইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইত।[২০] এই রূপে মৃগশিশু কোন কোন দিন প্রাতঃকালে দূরে গমন করে, সায়ং কালে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন বা রাজা ভরতের আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণে (ক্রীড়া করিতে) থাকে।[২১]

ব্রহ্মন্! মৃগ যখন দূরে বা সমীপে পরিভ্রমণ করিতে থাকে তখন রাজার মন তাহাতেই সমাসক্ত হয়, বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত হয় না।[২২] রাজা যদিও সমুদায় বন্ধু বান্ধবের, সমুদায় রাজ্যের ও পুত্র কলত্রাদির মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সেই হরিণশাবকটীর প্রতি অতীব স্নেহ করিতে লাগিলেন।[২৩] যখন হরিণশিশুটী আশ্রম হইতে বহির্গত হয়, তখন রাজার মন এইরূপ ব্যাকুল হইতে থাকে যে, হয় ত ইহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে,

* তৃণানি গ্রহণেষু চ ইতি অন্যে পঠন্তি।
† শার্দ্দূলগ্রাসাদভ্যাযযৌ পুন ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ।
‡ আসীচ্চেতঃ সমাসক্তং ন যযাবচ্যুতে দ্বিজ! ইতি বা পাঠঃ।

এষা বসুমতী তস্য খুরাগ্রক্ষতকর্বুরা*।
প্রীতয়ে মম জাতোঽসৌ ক্ব মমৈণকবালকঃ॥ ২৫ ॥
বিষাণাগ্রেণ মদ্বাহুকণ্ডূয়নপরো হি সঃ।
ক্ষেমেণাভ্যাগতোঽরণ্যাদপি মাং সুখয়িষ্যতি॥ ২৬ ॥
এতে লূনশিখাস্তস্য দশনৈরচিরোদ্গতৈঃ।
কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব॥ ২৭ ॥
ইত্থং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে মানসং মুনিঃ।
প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বস্থে চাভবন্মৃগে॥ ২৮ ॥
সমাধিভঙ্গস্তস্যাসীৎ তন্ময়ত্বাদৃতাত্মনঃ†।
সন্ত্যক্তরাজ্যভোগর্দ্ধি-স্বজনস্যাপি ভূপতেঃ॥ ২৯ ॥

অথবা সে সিংহের গ্রাসে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়াছে।[২৪] এই সম্মুখবর্ত্তী ভূমি তাহার খুরাগ্র দ্বারা ক্ষত ও চিত্র বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমার প্রীতিকর সেই হরিণশিশুটী কোথায় গেল!।[২৫] আহা! সে যে বিষাণাগ্র দ্বারা আমার বাহু কণ্ডূয়ন করিত। সে কি অরণ্য হইতে কুশলে আসিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সুখিত করিবে!।[২৬] এই সমস্ত কুশ ও কাশ, তাহার অচিরোদ্গত দশন দ্বারা চর্ব্বিতশিখ হইয়া সামগ বটু ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।[২৭]

মৃগ যখন বহু ক্ষণ আশ্রমে না আসিত তখন মুনি ঐরূপ চিন্তা করিতেন। আবার যখন মৃগ সমীপবর্ত্তী থাকিত, তখন তিনি প্রীত ও প্রসন্নবদন হইতেন।[২৮] তিনি যদিও রাজ্য ঐশ্বর্য্য বন্ধু বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ মৃগের প্রতি মমতা সদয়চিত্ততা ও সমাদর থাকাতে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল।[২৯]

---

* খুরাগ্রক্ষতিখর্পরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† তন্ময়ত্বাবৃতাত্মনঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি।
মৃগপোতেঽভবচ্চিত্তং স্থৈর্য্যবত্তস্য ভূপতেঃ॥ ৩০॥
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ।
পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ॥ ৩১॥
মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয়! নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ॥ ৩২॥
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো* জাতিস্মরো মৃগঃ॥ ৩৩॥
জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তম!।
বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাযযৌ॥ ৩৪॥

মৃগপোত চলিত হইলে রাজার মন বিচলিত হইত। সে দূরগমন করিলে রাজার মনও সেই সঙ্গে দূরে যাইত। সে যখন স্থির হইত তখন রাজাও স্থিরচিত্ত হইতেন।[৩০]

অনন্তর কিছু কাল গত হইলে রাজা কালকবলে পতিত হইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে যেমন পুত্র শোক প্রকাশ করে, তাহার ন্যায় মৃগ শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।[৩১] মৈত্রেয়! রাজা যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন সম্মুখে মৃগকেই দেখিতে লাগিলেন এবং তন্ময়তা প্রযুক্ত আর কিছুই চিন্তা করিলেন না।[৩২] রাজা অন্তকালে তন্ময় হইয়া মৃগচিন্তা করাতে কালঞ্জর পর্ব্বতের মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।[৩৩] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই মৃগ জাতিস্মরতা হেতু সংসারে বীতরাগ হইয়া মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শালগ্রামতীর্থে গমন করিল।[৩৪] পরে সে শুষ্ক তৃণ দ্বারা জীবন-

* জম্বুমার্গে মহারণ্যে জজ্ঞে ইতি বা পাঠ্যতাম্।

শুষ্কৈস্তৃণৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্ব্বন্নাত্মপোষণম্।
মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্ম্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ ॥ ৩৫ ॥
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ যজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয়! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম ॥৩৭॥
আত্মনোঽধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে!।
সর্ব্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥ ৩৮ ॥
ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্ *।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ ॥ ৩৯ ॥
উক্তোঽপি বহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাষত।

ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে মৃগত্ব-হেতুভূত কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।[৩৫] অনন্তর তিনি মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচারশীল যোগীদিগের বিশুদ্ধ প্রধান বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন।[৩৬] মৈত্রেয়! সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরু-ষকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৩৭] মহামুনে! সেই মহামতি ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দেব দানব মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রাণীকে সর্ব্বদা আপনা হইতে অভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে লাগি-লেন।[৩৮]

যখন তাঁহার উপনয়ন হইল, তখন তিনি গুরূপদিষ্ট বেদ অধ্য-য়ন করিলেন না, বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম কিছুই দেখিলেন না, শাস্ত্র পাঠেও প্রবৃত্ত হইলেন না।[৩৯] তিনি পুনঃপুন অনুরুদ্ধ হইয়া

* গুরুপ্রোক্তাং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতিম্ ইতি অন্যে পঠন্তি।

তদপ্যসংস্কারযুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিমৎশ্রিতম্ * ॥ ৪০ ॥
অপধ্বস্তবপুঃ সোঽথ মলিনাম্বরধৃগ্দ্বিজঃ।
ক্লিন্নদন্তান্তরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥ ৪১ ॥
সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৪২ ॥
তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥ ৪৩ ॥
হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যেত্থং মহামতিঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োন্মত্তাকৃতিং জনে ॥ ৪৪ ॥
ভুঙ্‌ক্তে কুল্মাষব্রীহ্যাদি † শাকং বন্যফলং কণান্।

জড়ের ন্যায় দুই একটী মাত্র কথা কহিতেন। ঐ কথাগুলিও অসংস্কৃত গ্রাম্য বাক্য।[৪০] সেই ব্রাহ্মণের শরীর সর্ব্বদাই ময়লাযুক্ত থাকিত। তিনি মলিন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিতেন। তাঁহার দশনচ্ছিদ্র সর্ব্বদা লালাক্লিন্ন দেখা যাইত, সুতরাং নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিত।[৪১] লোকে অধিক সম্মান করিলে যোগসিদ্ধির হানি হয়, এই জন্য যোগী, লোক কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন।[৪২] অতএব যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, সাধুসমাদৃত পথ দূষিত না করিয়া ঈদৃশ ব্যবহার করিবেন যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে ও কেহ তাঁহার সংসর্গে না আইসে।[৪৩] মহামতি ভরত উক্ত হিরণ্যগর্ভ বচন এইরূপ আলোচনা করিয়া জনসমাজে আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন।[৪৪] তিনি কিঞ্চিৎ পক্ব মাস চণক প্রভৃতি ও

* তদপ্যসংস্কারগুণং গ্রাম্যভাষোক্তিসংযুতম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ।
† ভুঙ্‌ক্তে কুল্মাষবট্যাদি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

যদ্‌যদাপ্নোতি সুবহু তদত্তে কালসংযমম্ * ॥ ৪৪A ॥
পিতর্য্যুপরতে সোঽথ ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যবান্ধবৈঃ।
কারিতঃ ক্ষেত্রকর্ম্মাদি কদন্নাহারপোষিতঃ ॥ ৪৫ ॥
স তূক্ষপীনাবয়বো † জড়কারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্বলোকোপকরণং বভূবাহারবেতনঃ ॥ ৪৬ ॥
তং তাদৃশমসংস্কার-বিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্।
ক্ষত্তা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্যমমন্যত ॥ ৪৭ ॥
স রাজা শিবিকারূঢ়ো গন্তুং কৃতমতির্দ্বিজ।
বভূবেক্ষুমতীতীরে কপিলর্ষের্বরাশ্রমম্ ॥ ৪৮ ॥

বন্য ফল শাক এবং ভূপতিত শস্যকণা, যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা শরীরধারণার্থ মাত্র ভক্ষণ করিতেন।[৪৪A]

কিছু কাল গত হইলে জড় ভরতের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। তখন তাঁহার ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া অতি কদর্য্য আহার দিতে আরম্ভ করিল।[৪৫] জড় ভরতের শরীর বৃষভের ন্যায় পীন ছিল। জড় ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে তিনিও সেইরূপ করিতেন সুতরাং সাধারণ লোকের রীতি অনুসারে কেবল আহারমাত্র তাঁহার বেতন স্বরূপ ধার্য্য হইল।[৪৬]

একদা সৌবীররাজের দ্বারপাল সংস্কাররহিত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার আকৃতি ও কার্য্য দেখিয়া যানবাহক হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিল।[৪৭] ব্রহ্মন্! এক দিবস সেই রাজা শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক ইক্ষুমতী নদীর তীরদেশস্থিত মহর্ষি কপিলের

* তদন্তে কালসংক্ষয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† সরুক্ষপীনাবয়ব ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ।

শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে দুঃখপ্রায়ে নৃণামিতি।
প্রষ্টুং তং মোক্ষধর্ম্মজ্ঞং* কপিলাখ্যং মহামুনিম্॥৫৯॥
উবাহ শিবিকাং তস্য ক্ষত্তুর্বচনচোদিতঃ।
নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানাম্ অন্যেষাং সোঽপি মধ্যগঃ॥৫০॥
গৃহীতো বিষ্টিনা বিপ্রঃ সর্ব্বজ্ঞানৈকভাজনঃ।
জাতিস্মরোঽসৌ পাপস্য ক্ষয়কাম উবাহ তাম্॥৫১॥
যযৌ জড়গতিঃ সোঽথ যুগমাত্রাবলোকনম্।
কুর্ব্বন্ মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদন্যে ত্বরিতং যযুঃ॥৫২॥
বিলোক্য নৃপতিঃ সোঽপি বিষমাং শিবিকাগতিম্।
কিমেতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ!॥৫৩॥

আশ্রমে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।[৪৮] আশ্রমগমনে তাঁহার উদ্দেশ্য এই, তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ মহামুনি কপিলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই দুঃখাকীর্ণ সংসারমধ্যে কিরূপ আচরণ করা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ।[৪৯] অনন্তর ভরত দ্বারপালের আজ্ঞানুসারে যানবাহক অন্যান্য লোকের মধ্যে থাকিয়া সেই শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন।[৫০] তিনি যদিও সমুদায় জ্ঞানের আধার ও জাতিস্মর ছিলেন, তথাপি দ্বারপাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয় কামনায় শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫১] অন্যান্য বাহকেরা ত্বরিত গমনের চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যুগমাত্র (পালকীর বাঁট) অবলোকন করিতে করিতে জড়বৎ মন্দগতি অবলম্বনপূর্ব্বক চলিলেন।[৫২] রাজা দেখিলেন, শিবিকাগতির সমতা রক্ষা হইতেছে না। তখন তিনি শিবিকাবাহকদিগকে কহিলেন, বাহকগণ! একি! সকলে সমান হইয়া চল।[৫৩] পরে

* প্রষ্টুং তন্মোক্ষধর্ম্মজ্ঞম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

পুনস্তথৈব শিবিকাং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ *।
নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবদ্ভির্গম্যতেঽন্যথা ॥ ৫৪ ॥
ভূপতের্বদতস্তস্য শ্রুত্বেত্থং বহুশো বচঃ।
শিবিকোদ্বাহকাঃ প্রোচুরয়ং যাতীত্যসত্বরম্॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ।

কিং শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং? পীবানসি নিরীক্ষ্যসে ॥ ৫৬ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহং পীবান্ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে ॥৫৭॥

রাজা পুনর্ব্বার শিবিকার বিষমগতি দেখিয়া কহিলেন, এ কি? কি জন্য তোমাদের গতিস্খলন হইতেছে? কি জন্য তোমরা সমভাবে চলিতে পারিতেছ না?।[৫৪] বাহকগণ, রাজাকে পুনঃপুন এইরূপ বলিতে দেখিয়া কহিল, এই ব্যক্তিই আমাদের সহিত সমান যাইতে পারিতেছে না।[৫৫]

রাজা কহিলেন, তুমি অল্প পথমাত্র আমার শিবিকা বহন করিয়া কি শ্রান্ত হইয়াছ? অথবা আয়াস ও পরিশ্রম কি তোমার সহ্য হয় না? এ দিকে ত দেখিতেছি, তুমি বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট!।[৫৬]

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি স্থূল নহি এবং আমি ত আপনকার শিবিকাবহন করি নাই, শ্রান্তও হই নাই, বিশেষতঃ আমাকে শ্রম ও আয়াস সহ্য করিতে হয় এরূপ কার্য্যও ত দেখিতে পাই না।[৫৭]

---

* বিলোক্য বিষমাং হসন্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ন শ্রান্তোঽস্মি ন চায়াসো বোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে! ইতি বা পাঠঃ।

রাজোবাচ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যাপি শিবিকা ত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রত্যক্ষং ভবতা ভূপ! যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাদ্বিশেষণম্॥ ৫৯ ॥
ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যদ্যাপি চ সংস্থিতা।
মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ * শৃণোতু বচনং মম॥ ৬০ ॥
ভূমৌ পাদযুগস্যাস্থা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
ঊরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্ † ॥ ৬১ ॥

রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ! তুমি স্থূল, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তুমি শিবিকা বহন কর নাই, এ কিরূপ কথা! এখনও তোমার স্কন্ধে শিবিকা রহিয়াছে। ভার বহন করিলে প্রাণিমাত্রেরই শ্রম হইয়া থাকে।[৫৮]

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আপনি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন, তাহাই বলুন, আমি বলবান্ কি দুর্ব্বল, এই বিশেষণ পদের সন্নিবেশ পশ্চাৎ হইবে।[৫৯] (আপনি কহিলেন) তুমি আমার শিবিকা বহন করিয়াছ, এবং এ পর্য্যন্ত তোমার স্কন্ধেই শিবিকা রহিয়াছে। এই কথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ বিষয়ে আমি (যে প্রমাণ দিতেছি ও) বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।[৬০] পৃথিবীর উপর পদদ্বয় রহিয়াছে, পদদ্বয়ের উপরি জঙ্ঘাদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর ঊরুযুগল ও ঊরুযুগলের উপর উদর অবস্থান করিতেছে।[৬১] বক্ষস্থল

* মিথ্যৈতদপ্যত্র ভবান্ ইত্যপি কেচিৎ পঠন্তি।

† তদাধারমথোদরম্ ইতি অপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

বক্ষস্থলং তথাবাহূ স্কন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ।
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোঽত্র কিং কৃতঃ? ॥৬২॥
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্ত্বদুপলক্ষিতম্।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা॥ ৬৩ ॥
অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্॥ ৬৪ ॥
কর্ম্মবশ্যা গুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু॥ ৬৫ ॥
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু॥ ৬৬ ॥

বাহুদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় উদরের উপর আছে। এই শিবিকা স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে (আমি নির্লিপ্ত) আমার কেন ভার বোধ (বা পরিশ্রম) হইবে?।[৬২] যে শরীরে আপনকার আত্মাভিমান হইতেছে, সেই শরীর এই শিবিকাতে রহিয়াছে, পরন্তু ভ্রান্তি নিবন্ধন আপনি বাহ্য ও আমি বাহক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছি।[৬৩] মহারাজ! আমি, আপনি এবং আর আর সকলেই ভূতগণ কর্ত্তৃক বাহিত হয়। ভূতগণও অবিদ্যা জনিত কর্ম্মাধীন সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে।[৬৪] মহারাজ! সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয় অদৃষ্টের অধীন। মায়াদ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম জনিত যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহা অশেষ প্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছে।[৬৫] আত্মা বিশুদ্ধ অব্যয় শান্ত নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার উপচয় বা অপচয় নাই। তিনি অদ্বিতীয়, অথচ সকল জীবে অবস্থান করিতেছেন।[৬৬] রাজন্! যখন আত্মার উপ-

শিবিকায়াং স্থিতশ্চায়ং দেহস্তদুপলক্ষিত ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবাপচয়ো নৃপ ! ।
তদা পীবানসীতীত্থং* কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্॥ ৬৭ ॥
ভূ-পাদ-জঙ্ঘা-কট্যূরু-জঠরাদিষু সংস্থিতে† ।
শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্বয়া ॥ ৬৮ ॥
তদান্যৈর্জন্তুভির্ভূপ ! শিবিকোত্থো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুমগৃহোত্থোঽপি পৃথিবীসম্ভবোঽপি বা ॥ ৬৯ ॥
যদা পুংসঃ পৃথগ্ভাবঃ প্রাকৃতৈঃ কারণৈর্নৃপ‡ ! ।
সোঢ়ব্যস্তু তদায়াসঃ কথং বা নৃপতে ! ময়া§ ॥ ৭০ ॥

চয় বা অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই তখন আপনি কি প্রকারে কোন্ যুক্তি অনুসারে কহিলেন যে, তোমাকে স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি ?।[৬৭] পৃথিবী চরণ জঙ্ঘা কটি ঊরু উদর প্রভৃতির উপরিস্থিত স্কন্ধে এই শিবিকা রহিয়াছে। ইহাতে যদি আমার ভারবোধ হয়, তাহা হইলে, কি জন্য আপনকার ভারবোধ হইতেছে না ?[৬৮] এবং অন্য প্রাণীরাই বা কিজন্য এই শিবিকা বহনের ভার অনুভব করিতেছে না ? আমা হইতে ভিন্ন স্কন্ধ-স্থিত ভারে যদি আমার শ্রম অনুভব হয়, তাহা হইলে, শুদ্ধ শিবিকার ভারে কেন, পর্ব্বত বৃক্ষ ও গৃহাদির অথবা পৃথিবীর ভারেও সকলে ক্লান্ত হইতে পারে।[৬৯] রাজন্ ! যখন প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত পুরুষের পৃথক্ ভাব অর্থাৎ নির্লিপ্ততা দৃষ্ট হইতেছে তখন কি প্রকারে আমাকে আয়াস বা পরিশ্রম সহ্য করিতে হইবে।[৭০] এই শিবিকা যে দ্রব্যে নির্ম্মিত, আপনকার আমার এবং সমুদায়

* তদা পীবানসীতি ত্বম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

† জঠরাদিষু সংশ্রিতা ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ প্রাকৃতৈঃ করণৈর্নৃপ ! ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

§ সোঢ়ব্যঃ সুমহাভারঃ কতমো নৃপতে ময়া ইতি পাঠান্তরম্।

যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্দ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ*।
ভবতো মেহখিলস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ॥ ৭১॥

পরাশর উবাচ।

এবমুক্ত্বাভবন্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজঃ।
সোঽপি রাজাবতীর্য্যোর্ব্যাং তৎপাদৌ জগৃহে ত্বরন্॥৭২॥

রাজোবাচ।

ভো ভো বিসৃজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ!।
কথ্যতাং কো ভবানত্র জাল্মরূপধরঃ স্থিতঃ॥ ৭৩॥
যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্।
তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং বিদ্বন্! মহ্যং শুশ্রূষবে ত্বয়া॥ ৭৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং কোঽহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ! ন শক্যতে।

লোকের শরীরও সেই দ্রব্যে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। পরন্তু শরীরে (ভ্রান্তি নিবন্ধন) মমতা ও আত্মাভিমান হইয়াথাকে। ৭১

পরাশর কহিলেন। ব্রাহ্মণ শিবিকা বহন করিতে করিতে এই বাক্য বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। রাজাও ত্বরান্বিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পদদ্বয়ে ধরিলেন। ৭২

রাজা কহিলেন। ব্রহ্মন্! শিবিকা পরিত্যাগ করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি জাল্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি কে? পরিচয় দিউন। ৭৩ আপনি কে? কি নিমিত্তই বা আপনকার শুভাগমন হইয়াছে? বিদ্বন্! এ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ৭৪

ব্রাহ্মণ কহিলেন। রাজন্! আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি,

* যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্দ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ।

উপভোগনিমিত্তঞ্চ সর্ব্বত্র গমনক্রিয়া * ॥ ৭৫ ॥
সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদ্যুপপাদকৌ।
ধর্ম্মাধর্ম্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদিমৃচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
সর্ব্বস্যৈব হি ভূপাল! জন্তোঃ সর্ব্বত্র কারণম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ যতঃ কস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে ততঃ † ॥ ৭৭ ॥

রাজোবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন সন্দেহঃ সর্ব্বকার্য্যেষু কারণম্।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদেশান্তরাগমঃ ॥ ৭৮ ॥
যত্ত্বেতদ্ভবতা প্রোক্তং কোঽহমিত্যেতদাত্মনঃ।
বক্তুং ন শক্যতে শ্রোতুং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৯ ॥

শ্রবণ করুন। আমি যে কে? তাহা আমি বলিতে পারি না। শুভাশুভ অদৃষ্টের ফলভোগের নিমিত্ত সর্ব্বত্রই আমার গতিবিধি আছে।[৭৫] সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্যই মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব আত্মা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখ ভোগের জন্য শরীর পরিগ্রহ করেন।[৭৬] রাজন্! ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল প্রাণীরই সর্ব্বত্র গমনের কারণ, অতএব আপনি কিজন্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন?।[৭৭]

রাজা কহিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মই যে, সকল কার্য্যের কারণ ও সুখ দুঃখ উপভোগের নিমিত্তই যে জীবের দেহ লাভ ও দেশান্তর প্রাপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৭৮] পরন্তু আপনি যে কহিলেন, আমি কে? অধ্যাত্ম বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তর হয় না।

* সর্ব্বত্রাগমনক্রিয়া ইতি বা পঠনীয়ম্।
† যতস্তস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে কুতঃ ইত্যপি পঠনীয়ম্।

যোঽস্তি সোঽহমিতি ব্রহ্মন্! কথং বক্তুং ন শক্যতে।
আত্মন্যেষ ন দোষায় শব্দোঽহমিতি যো দ্বিজ!॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শব্দোঽহমিতি দোষায় আত্মন্যেষ তথৈব তৎ।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং শব্দো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ॥ ৮১ ॥
জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তৌষ্ঠং তালুকং নৃপ!।
এতে নাহং যতঃ সর্ব্বে বাঙ্নিষ্পাদনহেতবঃ॥ ৮২ ॥
কিং হেতুভির্বদত্যেষা * বাগেবাহমিতি স্বয়ম্।
তথাপি বাগ্‌নাহমেতদ্বক্তুমিত্থং ন যুজ্যতে॥ ৮৩ ॥

এ কথার তাৎপর্য্য কি? শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় লালসা হইয়াছে।[৭৯] ব্রহ্মন্! যে আত্মারূপ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রতি কেন না 'আমি' এই পদপ্রয়োগ করা যাইতে পারে।[৮০]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। আমি এই শব্দ প্রয়োগ করা দোষের বিষয় সন্দেহ নাই, পরন্তু উহা যদি আত্মার প্রতিই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে অযথাপ্রয়োগ হয় না। আমি এই শব্দটী প্রয়োগ করিলে অনাত্ম অর্থাৎ জড় পদার্থে আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি ইত্যাদি শব্দ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত।[৮১] রাজন্! জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ ও তালু, ইহারাই আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি, এইরূপ বলিতেছে। ফলতঃ ইহারা আমি পদের অভিধেয় নহে, পরন্তু ইহারা কেবল বাক্য নিষ্পাদন করিতেছে। আত্মা বাক্যনিষ্পাদনের কারণ নহে।[৮২] বাক্য স্বয়ং কি কারণে আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি ইত্যাদি স্থলে আমি শব্দ প্রয়োগ করে, পরন্তু ঐ বাক্যই যে আমি শব্দের অভিধেয়, এ

* কিং হেতুর্ভির্ব্বদত্যেষা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

পিণ্ডঃ পৃথগ্‌যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ * ।
ততোঽহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্! করোম্যহম্ ॥৮৪॥
যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম! ।
তদৈষোঽহমরঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ ৮৫ ॥
যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ ।
তদা হি কো ভবান্ কোঽহমিত্যেতদ্বিফলং বচঃ ॥ ৮৬॥
ত্বং রাজা শিবিকা চেয়ম্ ইমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ † ।
অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতত্ত্ববোচ্যতে ‡ ॥ ৮৭ ॥
বৃক্ষাদ্ দারু ততশ্চেয়ং শিবিকা ত্বদধিষ্ঠিতা ।

কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।[৮৩] রাজন্! হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট শরীর যখন পুরুষ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি কখনই আমি শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।[৮৪] মহারাজ! যদি এই শরীরে এক জন স্বতন্ত্র আত্মা থাকিতেন, তাহা হইলে, এই আমি, ইনি আমা হইতে ভিন্ন, এরূপ বলিতে পারা যাইত।[৮৫] যখন একমাত্র পুরুষ সমস্ত দেহে অবস্থান করিতেছেন, তখন তুমি কে? আমি কে? ঈদৃশ প্রশ্নই বিফল হইতেছে।[৮৬] আপনি রাজা, এই শিবিকা, সমীপস্থ এই সকল বাহক, এই সমুদায় আপনকার অনুযায়ী লোক, ইহাদের মধ্যে কেহই নিত্য নহে।[৮৭] বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া কাষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি যাহাতে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেই এই শিবিকা কাষ্ঠ হইতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বৃক্ষ দারু বা শিবিকা কোন্ নাম দেওয়া যাইতে পারে বলুন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন নামই

* শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।
† বয়ং বাহাঃ পুরঃসরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ ন সদেতন্নপোচ্যতে ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ স্যাদ্ দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ! * ॥৮৮॥
বৃক্ষারূঢ়ো মহারাজো নায়ং বদতি তে জনঃ।
ন চ দারুণি সর্ব্বস্ত্বাং ব্রবীতি শিবিকাগতম্॥ ৮৯ ॥
শিবিকা দারুসংঘাতো রচনাস্থিতিসংস্থিতঃ।
অন্বিষ্যতাং নৃপশ্রেষ্ঠ! তদ্ভেদে শিবিকা ত্বয়া॥ ৯০ ॥
এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্‌ভাবো বিমৃষ্যতাম্ †।
ক্ক যাতং ছত্রমিত্যেব ন্যায়স্ত্বয়ি তথা ময়ি॥ ৯১ ॥
পুমান্ স্ত্রী গৌরজো বাজী কুঞ্জরোঽবির্হরিস্তরুঃ ‡।
দেহেষু লোকসংজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়া কর্ম্মহেতুষু॥ ৯২ ॥

নিত্য হইতেছে না।[৮৮] মহারাজ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন, এ কথা কেহই বলে না, অথবা এরূপও কেহ কহে না যে, মহারাজ কাষ্ঠে উঠিয়া যাইতেছেন, পরন্তু এখন এই কথা সকলে বলে যে, রাজা শিবিকারোহণে গমন করিতেছেন।[৮৯]

মহারাজ! কাষ্ঠসমূহের রচনাবিশেষই শিবিকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি সেই রচনা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখুন, শিবিকানামও তিরোহিত হইবে।[৯০] এইরূপ ছত্রের অঙ্গ শলাকাদি পৃথক্ করিয়া দেখিবেন, ছত্রত্ব থাকিবে না। এই ন্যায় আপনকার শরীরে ও আমার শরীরে খাটিতেছে, অর্থাৎ হস্ত পদ উদর মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ সমুদায় সংযুক্ত থাকাতে আমি এই পদ প্রয়োগ করিতেছি। যদি হস্ত পদাদি বিশ্লিষ্ট হয়, তখন কে আমি এই পদের বাচ্য হইবে?।[৯১] পুরুষ স্ত্রী গো অজ অশ্ব হস্তী মেষ সিংহ বৃক্ষ, ইহারা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে দেহমাত্রে লৌকিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

* কিং বৃক্ষসংজ্ঞা ত্বাত্মস্যা দারুসংজ্ঞাথবা নৃপ! ইতি বা পাঠঃ।
† পৃথগ্‌ভাগে বিমৃষ্যতাম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।
‡ কুঞ্জরো বিহগস্তরুঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

পুমান্ন দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ।
শরীরাকৃতিভেদাস্তু ভূপৈতে কর্ম্মযোনয়ঃ* ॥ ৯৩ ॥
বস্তুরাজেতি যল্লোকে† যচ্চ রাজভটাত্মকম্।
তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তন্ন সৎ সঙ্কল্পনাময়ম্ ॥ ৯৪ ॥
যৎ তু কালান্তরেণাপি নান্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসংভূতং তদ্বস্তু নৃপ! তচ্চ কিম্ ॥ ৯৫ ॥
ত্বং রাজা সর্ব্বলোকস্য পিতুঃ পুত্রো রিপোরিপুঃ।
পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতা সূনোঃ কিং ত্বাং ভূপ! বদাম্যহম্॥৯৬॥
ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিন্তু‡ শিরস্তব তথোদরম্।

অর্থাৎ আত্মা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন না।[৯২] মহারাজ! শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ দেবতা নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন, বৃক্ষও নহেন পরন্তু কর্ম্ম অনুসারে শরীর ভেদ ও আকৃতি ভেদ হইয়াছে।[৯৩] রাজন্! আপনকার একটী নাম বসুরাজ আর একটী নাম রাজভট। আপনকার এইরূপ আর আর নামও আছে। পরন্তু আপনকার কোন নামই নিত্য নহে, সকলই কল্পনাময়।[৯৪] মহারাজ! যে বস্তু কালান্তরেও অন্য নাম প্রাপ্ত না হয় এরূপ পরিণামী বস্তু জগতে কি আছে?।[৯৫] রাজন্! আপনি সকল লোকের রাজা, পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, পত্নীর পতি ও পুত্রের পিতা। এইরূপ অবস্থা-ভেদে আপনকার নানা সংজ্ঞা হওয়াতে আমি আপনাকে কি বলিয়া আহ্বান করিতে পারি।[৯৬] মহীপতে! আপনি সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু এই হস্ত পদ উদর প্রভৃতিই কি রাজা? না ইহারা রাজার হস্ত পদ উদর

* যত্র তে কর্ম্মযোনয়ঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।
† বস্তুরাজেতি যল্লোকে ইতি বা পঠ্যতাম্।
‡ ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিং নু ইতি অন্যে পঠন্তি।

কিমু পাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে! ॥৯৭॥
সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্‌ভূপ! ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব! ॥ ৯৮ ॥
এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে * ময়াহমিতি ভাবিতুম্।
পৃথক্‌করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে! কথম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রভৃতি?।[৯৭] রাজন্? ইহারা যদি আপনকার হস্তপদাদি হয়, তাহা হইলে, আপনি সমস্ত অবয়ব হইতে পৃথক্ থাকিয়া, আমি কে? এই বিষয়টী সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন।[৯৮] আত্মতত্ত্ব এই রূপে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে অন্য হইতে পৃথক্ করণ দ্বারা সম্পাদ্য আমি এই শব্দটী নির্দ্দেশ করিয়া কিপ্রকারে বলিতে পারিব যে, আমি অমুক।[৯৯]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

* স ত্বং ব্যবহিতে তত্ত্বে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

নিশম্য তস্যেতি বচঃ পরমার্থ-সমন্বিতম্।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্॥ ১॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! যত্ত্বয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ।
শ্রুতে তস্মিন্ ভ্রমন্তীব মনসো মম বৃত্তয়ঃ॥ ২॥
এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তুষু।
ভবতা দর্শিতং বিপ্র! তৎ পরং প্রকৃতের্মহৎ॥ ৩॥
নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা।
শরীরমন্যদস্মত্তো যেনেয়ং শিবিকা ধৃতা॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণের তাদৃশ পারমার্থিক বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন।[১]

রাজা বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে আমার নিকট পারমার্থিক বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনোবৃত্তি সমুদায় ভ্রমণ করিতেছে।[২] ব্রহ্মন্! আপনি অশেষ প্রাণীতে যে বিবেক ও বিজ্ঞানের বিষয় দেখাইলেন, তাহা অতীব মহৎ ও প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত।[৩] আমি শিবিকা বহন করি নাই, আমার স্কন্ধে শিবিকা নাই। শরীর আমা হইতে পৃথক্। সেই শরীরই শিবিকা ধারণ করিয়া আছে।[৪] সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ

গুণপ্রবৃত্ত্যা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মচোদিতাঃ।
প্রবর্ত্তন্তে গুণা হ্যেতে কিমেতদ্‌যৎ ত্বয়োদিতম্* ॥ ৫ ॥
এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ! মম শ্রোত্রপথং গতে।
মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গতম্ ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বমেব মহাভাগং কপিলর্ষিমহং দ্বিজ!।
প্রষ্টুমভ্যুদ্যতো গত্বা শ্রেয়ঃ কিন্ত্বত্র শংস মে ॥ ৭ ॥
তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্।
তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥ ৮ ॥
কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ দ্বিজ! †।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায়োর্বীমুপাগতঃ ॥ ৯ ॥
স এব ভগবান্ নূনমস্মাকং হিতকাম্যয়া।

ভূতগণকে চালিত করে। গুণত্রয়ও অদৃষ্ট কর্ত্তৃক চালিত হয়। আপনি যে এই সমস্ত কথা বলিলেন, তাহা কিরূপ?[৫] পরমার্থজ্ঞ! আপনকার ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মন পরমার্থ-জিজ্ঞাসু হইয়া অতীব বিহ্বল হইয়াছে।[৬] ব্রহ্মন্! এই সংসারে কিরূপে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইতে পারে এই বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত আমি পূর্ব্বেই মহাভাগ মহর্ষি কপিলের নিকট যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম।[৭] ইতি মধ্যে আপনি যে এই সকল বাক্য কহিলেন, তাহাতে পরমার্থজ্ঞানের জন্য আপনাতেই আমার মন ধাবিত হইতেছে।[৮] ব্রহ্মন্! মহর্ষি কপিল সর্ব্ব-ভূত-ময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ। তিনি জগতের মোহ দূর করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।[৯] আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার বোধ

* কিং মমেতি ত্বয়োদিতম্ ইতি কেচিৎ পঠান্তি।
† সর্ব্বভূতস্য বৈ কিল ইতি বা পাঠঃ।

প্রত্যক্ষতামত্র গতো* যথৈতদ্ভবতোচ্যতে ॥ ১০ ॥
তস্মহাং প্রণতায় ত্বং যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং দ্বিজ!।
তদ্বদাখিলবিজ্ঞানজলবীচ্যুদধির্ভবান্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভূপ! পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ? পরমার্থং নু পৃচ্ছসি?।
শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে!† ॥ ১২ ॥
দেবতারাধনং কৃত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি‡।
পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তস্যৈব তন্নৃপ!॥ ১৩ ॥
কর্ম্ম যজ্ঞাত্মকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ¶।

হইতেছে, সেই ভগবান্ কপিলই আমার হিতসাধনের জন্য এখানে দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন।[১০] ব্রহ্মন্! আপনি নিখিল বিজ্ঞানরূপ তরঙ্গমালার জলনিধি হইতেছেন। আমি আপনকার নিকট প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি (কৃপা করিয়া) যাহা পরম-শ্রেয়ঃ-সাধন তাহা বলুন।[১১]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ভূপতে! আপনি কি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? না পরমার্থ-লাভের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ একপ্রকার নহে।[১২] কেহ কেহ দেবতার আরাধনা করিয়া ধনসম্পত্তি পুত্র বা রাজ্য কামনা করে। ইহাদের পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ।[১৩] স্বর্গরূপ-ফল-দায়ক যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহাও একপ্রকার শ্রেয়ঃ। যদি ফলের অভিসন্ধি না থাকে, তাহা হইলে, তাহাই অর্থাৎ সেই যজ্ঞাদিই প্রধান শ্রেয়ঃ বলিয়া

* গতঃ প্রত্যক্ষতামত্র ইতি বা পঠনীয়ম্।
† শ্রেয়াংস্যপরমার্থানি যান্যশেষাণি ভূপতে! ইতি বা পাঠঃ।
‡ ধনসম্পত্তিমিচ্ছতি ইতি ভিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ।
¶ স্বর্লোকফলদায়ি যৎ ইতি বা পাঠ্যম্।

শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে * ॥ ১৪ ॥
আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ! যোগযুক্তৈস্তথাপরম্।
শ্রেয়স্তস্যৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥ ১৫ ॥
শ্রেয়াংস্যেবমনেকানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সন্ত্যত্র পরমার্থস্তু তত্ত্বতঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে † ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মায় ত্যজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি।
ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে কস্মাৎ ‡ কামপ্রাপ্ত্যুপলক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥
পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্যাৎ সোঽপ্যন্যস্য নরেশ্বর!।
পরমার্থভূতঃ সোঽন্যস্য পরমার্থো হি তৎপিতা ॥১৮॥
এবং ন পরমার্থোঽস্তি জগত্যস্মিংশ্চরাচরে।
পরমার্থা হি কার্য্যাণি কারণানামশেষতঃ ॥ ১৯ ॥

নির্দিষ্ট হইবে।[১৪] রাজন্! যোগযুক্ত হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করিবে। ইহার পক্ষে পরমাত্মার সহিত যে তাহার সংযোগ তাহাই শ্রেয়ঃ।[১৫] এইরূপ শত সহস্র প্রকার শ্রেয়ঃ আছে, পরন্তু এ সমুদায় পরমার্থ নহে। পরমার্থ কিরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[১৬] ধন যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য তাহা দান করা হইয়া থাকে, কি নিমিত্তই বা ভোগ্য-বস্তু-লাভের জন্য তাহা ব্যয় করা হয়?[১৭] নরেশ্বর! পুত্র যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলে, ঐ পুত্রের পিতাও অন্যের পরমার্থ এবং তৎপিতাও অপরের পরমার্থ হইবে।[১৮] এই রূপে প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক কারণের পরমার্থ হইল, সুতরাং (অনবস্থা দোষ

* তদেবানভিসংহিতে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† ন শ্বেতে শ্রূয়তাঞ্চ মে ইতি বহবঃ পঠন্তি।
‡ ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে তস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ।

রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরত্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি।
পরমার্থা ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ॥ ২০॥
ঋগ্‌যজুঃসামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব।
পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম॥ ২১॥
যত্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া।
তৎকারণানুগমনাৎ জায়তে নৃপ! মৃণ্ময়ম্॥ ২২॥
এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু* সা ভবিত্রী বিনাশিনী॥ ২৩॥
অনাশী পরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তৎ তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্॥ ২৪॥

নিবন্ধন) এই চরাচর জগতে প্রকৃত একটী পরমার্থ থাকিল না।[১৯] রাজ্যাদি-প্রাপ্তিকেই যদি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহাই কি পরমার্থ হইতেছে? কখনই নহে।[২০] ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ নিষ্পাদ্য যজ্ঞকর্ম্মকেই যদি পরমার্থ জ্ঞান করিয়াথাকেন, তাহা হইলে, সে বিষয়ে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[২১]

রাজন্! মৃত্তিকারূপ কারণ দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ করা যায়, সেই কার্য্যে মৃণ্ময় কারণের অনুগম হেতু তাহা মৃণ্ময়ই হইয়া থাকে।[২২] এইরূপ সমিৎ আজ্য কুশ প্রভৃতি বিনাশী দ্রব্য দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পাদন করা যায় তাহা যে বিনাশশালিনী হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।[২৩] জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, পরমার্থের ধ্বংস নাই। পরন্তু বিনাশী দ্রব্য দ্বারা যাহা সম্পাদিত হইবে, তাহা যে বিনাশী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র

* নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যত্তু ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

তদেবাফলদং কর্ম্ম পরার্থো মতস্তব।
মুক্তিসাধনভূতত্বাৎ পরমার্থো ন সাধনম্॥ ২৫ ॥
ধ্যানঞ্চেবাত্মনো ভূপ! পরমার্থার্থশব্দিতম্।
ভেদকারি পরেভ্যস্তু * পরমার্থো ন ভেদবান্॥ ২৬ ॥
পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি † নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ॥ ২৭॥
তস্মাচ্ছ্রেয়াংস্যশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ।
পরমার্থস্তু ভূপাল! সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম॥ ২৮ ॥
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

নাই।[২৫] যদি বলেন যে, যে কর্ম্ম কোন ফল প্রদান না করে, তাহাই পরমার্থ, তাহা হইলে, যাহা মুক্তির সাধন তাহা পরমার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।[২৬] যদি বলেন, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভাবই পরমার্থ, তাহা হইলে, এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া যাইতেছে, কারণ এক দ্রব্য অন্যদ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।[২৭]

মহারাজ! এই সকল কারণ বশতঃ শ্রেয়ঃ নানাপ্রকার হইতেছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে পরমার্থ কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[২৮] সেই বিভু এক অর্থাৎ প্রতিদেহে ভিন্ন নহেন। তিনি ব্যাপী অর্থাৎ সাক্ষিরূপে সর্ব্বব্যাপক। তিনি সম (একরূপ) অর্থাৎ জ্ঞানাদি পরিণাম দ্বারা অনেকরূপ নহেন। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ কলুষতা পরিশূন্য। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগু-

---

* ভেদকারি পরেভ্যস্তৎ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† মিথ্যৈব যদন্যদ্দ্রব্যম্ ইতি অন্যে পঠন্তি।

জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥
পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ।
ন যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব! যোক্ষ্যতে * ॥ ৩০ ॥
তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ † ॥ ৩১ ॥
বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

ণাতীত। তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সুতরাং জন্ম বৃদ্ধি প্রভৃতি দেহ-বিকার দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তিনি অব্যয় সর্ব্বগত আত্মা।[২৯] রাজন্! তিনি নিত্য-জ্ঞান-স্বরূপ। সেই বিভু অবিদ্যাময় নাম জাত্যাদির সহিত যুক্ত হন নাই, যুক্ত হইতেছেন না, যুক্ত হইবেনও না।[৩০] তিনি সকল দেহে অবস্থান করিতেছেন, পরন্তু সর্ব্বদেহাবচ্ছেদে যে একময় অর্থাৎ একাকার বিজ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান তাহার নামই পরমার্থ। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারাই দ্বৈতবাদী।[৩১] বায়ু ভূমণ্ডলব্যাপী ও অভিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান হইয়াও যেমন বেণুরন্ধ্রাদি ভেদে ষড়্জ ঋষভ গান্ধারাদি স্বরাভিব্যঞ্জকতা হেতু সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা একমাত্র হইয়াও উপাধি-ভেদে নানা-জীবরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।[৩২] পরন্তু দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপ-ভেদ বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম্মফল দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে।

* ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূৎ নৈব পার্থিব! যোক্ষ্যতি ইতি বা পাঠঃ।
† দ্বৈতি মোঽতথ্যদর্শিনঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।

একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্য-কর্ম্ম-প্রবৃত্তিজঃ।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণে হি সঃ* ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

যখন দেব-মনুষ্যাদি-ভেদ-রূপ আবরণ তিরোহিত হয়, তখন সকল বস্তুতে অভেদ জ্ঞান হইতে থাকে।[৩৩]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ চতুর্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

* দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি স ইতি বা পাঠনীয়ম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ।



পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে মৌনিনং ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্।
প্রত্যুবাচাথ বিপ্রোঽসাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্॥ ১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল! যদ্গীতং ঋভুণা* পুরা।
অববোধং জনয়তা নিদাঘস্য মহাত্মনঃ †॥ ২॥
ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিজ্ঞাততত্ত্বসদ্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে!॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও পুনর্ব্বার অদ্বৈত-বিষয়িণী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।[১]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। মহারাজ! মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞানের নিমিত্ত পূর্ব্বে ঋভু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[২] ভূপতে! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ঋভু নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঋভু স্বভাবতই পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন।[৩] নিদাঘ-

---

* যত্র যত্র ঋভুস্তত্র তত্র ঋতুরিতি পঠ্যতে কৈশ্চিৎ।

† নিদাঘস্য দ্বিজন্মনঃ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

তস্য শিষ্যো নিদাঘোঽভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা।
প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুদা॥ ৪॥
অবাপ্তজ্ঞানতত্ত্বস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্।
স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্বর॥ ৫॥
দেবিকায়াস্তটে বীর-নগরং নাম বৈ পুরম্।
সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যেন নিবেশিতম্॥ ৬॥
রম্যোপবনপর্য্যন্তে স তস্মিন্ পার্থিবোত্তম!।
নিদাঘো নাম যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্যোঽবসৎ পুরা॥ ৭॥
দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেঽস্য তৎ পুরম্।
জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ॥ ৮॥
স তস্য বৈশ্বদেবান্তে দ্বারালোকনগোচরে।
স্থিতস্তেন গৃহীতার্ঘ্যো নিজবেশ্ম প্রবেশিতঃ॥ ৯॥
প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রিপাণিঞ্চ কৃতাসনপরিগ্রহম্।

নামা পুলস্ত্যের পুত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ঋভু পরম সন্তুষ্ট চিত্তে নিদাঘকে বিবিধ জ্ঞান দান করিলেন।[৪] ভূপতে! নিদাঘ যদিও অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ঋভু তাঁহাকে অদ্বৈতজ্ঞান দান করেন নাই।[৫] ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবিকা নদীর তীরে বীরনগর নামে একটী নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরটী অতীব মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।[৬] ভূপতে! যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্য নিদাঘ উক্ত রমণীয় উপবনে বাস করিতে লাগিলেন।[৭] দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু, স্বশিষ্য নিদাঘকে দেখিবার জন্য সেই নগরে আগমন করিলেন।[৮] ঋভু অগ্নিগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবামাত্র নিদাঘ অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন।[৯] ঋভু, হস্ত পদ

উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্॥ ১০॥

ঋভুরুবাচ।

ভো বিপ্রবর্য্য! ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে *।
তৎ কথ্যতাং কদন্নেষু ন প্রীতিঃ সততং মম॥ ১১॥

নিদাঘ উবাচ।

ভক্ত-যাবক-বাট্যানাম্ অপূপানাঞ্চ মে গৃহে।
যদ্রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তৎ ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব যথেচ্ছয়া॥ ১২॥

ঋভুরুবাচ।

কদন্নানি দ্বিজৈতানি মৃষ্টমন্নং প্রযচ্ছ মে।
সংযাব-পায়সাদীনি দ্রপ্স-ফাণিতবন্তি চ॥ ১৩॥

প্রক্ষালনপূর্ব্বক আসনপরিগ্রহ করিলে নিদাঘ সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করিতে কহিলেন।[১০]

ঋভু উত্তর করিলেন। ভো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমার গৃহে আমাকে কিরূপ অন্ন ভোজন করিতে হইবে, বল। কুৎসিত অন্ন ভোজন করিলে আমার তাদৃশ তৃপ্তি হয় না।[১১]

নিদাঘ কহিলেন। ব্রহ্মন্! ভক্ত অর্থাৎ ওদন, যাবক অর্থাৎ যববিকার, বাট্য অর্থাৎ উদ্যানজাত কন্দ মূল ফলাদি ও পিষ্টক, এতৎ সমুদায়ই আমার গৃহে আছে। ইহার মধ্যে যাহাতে অভিরুচি হয়, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করুন।[১২]

ঋভু কহিলেন। দ্বিজ! এ সমুদায়ই কদন্ন। আমাকে মিষ্ট অন্ন প্রদান কর। সংযাব অর্থাৎ তন্তুসদৃশ গোধুমবিকার, পায়স, দ্রপ্স অর্থাৎ তরল দধি ও ফাণিত অর্থাৎ গুড় দ্রব্য বিশেষ (ফেণী) এই সমুদায় দ্রব্য ভোজনে আমার অভিরুচি হইতেছে।[১৩]

* যদত্র ভবতো গৃহে ইতি বা পাঠ্যতাম্।

নিদাঘ উবাচ।

হে হে শালিনি! মদ্গেহে যৎ কিঞ্চিদতিশোভনম্।
ভক্ষ্যোপসাধনং মৃষ্টং * তেনাস্যান্নং প্রসাধয়॥ ১৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তা তেন সা পত্নী মিষ্টমন্নং দ্বিজস্য যৎ।
প্রসাধিতবতী তদ্বৈ ভর্ত্তুর্বচনগৌরবাৎ॥ ১৫॥
তং ভুক্তবন্তমিচ্ছাতো মিষ্টমন্নং মহামুনিম্।
নিদাঘঃ প্রাহ ভূপাল! প্রশ্রয়াবনতস্থিতঃ॥ ১৬॥

নিদাঘ উবাচ।

অপি তে পরমা তৃপ্তিরুৎপন্না তুষ্টিরেব চ।
অপি তে মানসং স্বস্থমাহারেণ কৃতং দ্বিজ!॥ ১৭॥
ক্ব নিবাসো ভবান্ বিপ্র! ক্ব চ গন্তুং সমুদ্যতঃ।

নিদাঘ কহিলেন। গৃহিণি! আমার গৃহে যে কিছু উত্তম ভোজনোপযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য আছে, তদ্দ্বারা ইঁহার জন্য অন্ন প্রস্তুত কর।[১৪]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। নিদাঘপত্নী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতির অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণের ভোজনোপযুক্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিলেন।[১৫] রাজন্! সেই ব্রাহ্মণ ইচ্ছানুসারে মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছেন, এমত সময় মহামুনি নিদাঘ বিনয়াবনত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।[১৬]

নিদাঘ কহিলেন। ব্রহ্মন্! এই আহার দ্বারা অপনকার তৃপ্তি ও পরিতোষ হইয়াছে ত?। এই আহারে আপনকার মন ত সুস্থ হইয়াছে?।[১৭] ব্রাহ্মণ! আপনকার নিবাস কোথায়? কোথাই বা

* মৃষ্টমিত্যত্র মিষ্টমিতি ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চ দ্বিজোচ্যতাম্॥ ১৮॥

ঋভুরুবাচ।

ক্ষুদ্‌যস্য তস্য ভুক্তেঽন্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ! জায়তে।
ন মে ক্ষুন্নাভবৎতৃপ্তিঃ* কস্মান্মাং পরিপৃচ্ছসি॥ ১৯॥
বহ্নিনা পার্থিবে ধাতৌ ক্ষয়িতে ক্ষুৎসমুদ্ভবঃ।
ভবত্যম্ভসি চ ক্ষীণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে †॥ ২০॥
ক্ষুত্তৃযৌ দেহধর্ম্মাখ্যে ‡ ন মমৈতে যতো দ্বিজ!।
ততঃ ক্ষুৎসম্ভবাভাবাৎ তৃপ্তিরস্ত্যেব মে সদা॥ ২১॥
মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিত্তধর্ম্মাবিমৌ দ্বিজ!।
চেতসো যস্য তৎ পৃচ্ছ পুমানেভির্ন যুজ্যতে॥ ২২॥

গমন করিতেছেন? কোন্ স্থান হইতেই বা আগমন করিলেন? বলুন।[১৮]

ঋভু কহিলেন। দ্বিজ! যাহার ক্ষুধা হয়, অন্ন ভোজন করিলে তাহারই তৃপ্তি হইয়াথাকে। আমার ক্ষুধাও হয় নাই, তৃপ্তিও হয় নাই, সুতরাং বৃথা কেন আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ।[১৯] বহ্নি দ্বারা পার্থিব পদার্থ ক্ষীণ হইলে ক্ষুধার উৎপত্তি হয় এবং শরীরস্থ জল ন্যূন হইলে তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াথাকে।[২০] দ্বিজ! ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এই দুইটী দেহের ধর্ম্ম, আমার নহে। অতএব যখন আমার ক্ষুধার সম্ভাবনা নাই, তখন তৃপ্তি ত সর্ব্বদাই রহিয়াছে, নূতন তৃপ্তি কি রূপে হইতে পারে?।[২১] ব্রহ্মন্! পরিতোষ ও তৃপ্তি এই দুইটী মনের ধর্ম্ম। অতএব যে মনের পরিতোষ ও তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার নিকটেই ঐ প্রশ্ন কর। ঐ

* ন মে ক্ষুদভবৎ তৃপ্তিম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি।
† নৃণাং তৃষ্ণাভিজায়তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ ক্ষুত্তৃষ্ণে দেহধর্ম্মাখ্যে ইতি বা পাঠঃ।

* ক্ব নিবাসস্তবেত্যুক্তং ক্ব গন্তাসি চ যৎ ত্বয়া † ।
কুতশ্চাগম্যতে তত্র ত্রিতয়েঽপি নিবোধ মে ॥ ২৩ ॥
পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ ।
কুতঃ কুত্র ক্ব গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং গন্তা নচাগন্তা ‡ নৈকদেশনিকেতনঃ ।
ত্বঞ্চান্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নান্যে নৈবাহমপ্যহম্ § ॥ ২৫ ॥
মৃষ্টং ন মৃষ্টমপ্যেষা জিজ্ঞাসা মে কৃতা তব ।

পরিতোষ ও তৃপ্তির সহিত পুরুষের কোন সংস্রব নাই।[২২] আরও তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে "আপনকার নিবাস কোথায়? কোথায় যাইবেন? কোথা হইতে আসিতেছেন?" এই তিন বিষয়ে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৩] পুরুষ সর্ব্বগত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্ব-ব্যাপী। অতএব কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আসিলেন, কোথায় যাইবেন, এই প্রশ্নত্রয়ের সার্থকতা কি রূপে রক্ষিত হইতে পারে?।[২৪] আমি কোথাও হইতে আসিতেছি না, কোন স্থানে যাইবও না কারণ কোন এক পরিচ্ছিন্ন প্রদেশে আমি অব-স্থান করি না। তুমিও এইরূপ, অন্য সকল মনুষ্যও এইরূপ। লৌকিক তুমি প্রকৃত তুমি নহ, লৌকিক অন্য ব্যক্তি প্রকৃত অন্য ব্যক্তি নহে. লৌকিক আমি প্রকৃত আমি নহি।[২৫] ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! আমি অন্নের মিষ্টামিষ্টতা বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল তুমি কি বল, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বাশ্রিত বাক্য অব-লম্বনপূর্ব্বক মিষ্ট ও অমিষ্টের তুল্যতা সংস্থাপন কর কি না? ইহা জানিবার নিমিত্তই তাদৃশ প্রশ্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তদ্বি-

* ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈব যোক্ষ্যতি চ দ্বিজ! ইত্যধিকঃ পাঠঃ।
† ক্ব গন্তাসীতি যৎ ত্বয়া ইত্যু বা পঠ্যতাম্।
‡ সোঽহং গন্তা। ন বা গন্তা ইতি বা পঠনীয়ম্।
§ নান্যোঽন্যো নাহমপ্যহম্ ইতি ভিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ।

কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম! ॥ ২৬ ॥
কিমস্বাদ্বথবা মৃষ্টং ভুঞ্জতোঽন্নং দ্বিজোত্তম!।
মৃষ্টমেব যদামৃষ্টং তদেবোদ্বেগকারকম্* ॥ ২৭ ॥
অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টং মৃষ্টাদুদ্বিজতে জনঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্ ॥ ২৮ ॥
মৃণ্ময়ং হি গৃহং যদ্বন্মৃদা লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥ ২৯॥
যবগোধূমমুদ্গাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি।
গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ ॥ ৩০ ॥
তদেতদ্ভবতা জ্ঞাত্বা মৃষ্টামৃষ্টবিচারি যৎ।

যয়ে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৬] যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার পক্ষে নিয়ত অস্বাদু বা নিয়ত স্বাদু কি কোন বস্তু আছে? যে বস্তুকে যে অবস্থায় স্বাদু বলিয়া মনে কর, সেই বস্তুই সেই অবস্থায় (অতিতৃপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে) উদ্বেগকারক ও বিস্বাদু বলিয়া বোধ হয়।[২৭] কখন কখন (অতি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে) বিস্বাদু বস্তুও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়, কখন কখন সুস্বাদু বস্তুও ঘৃণার্হ হইয়া উঠে। অতএব আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সকল সময়েই রুচিকর কোন্ অন্ন আছে, বল।[২৮] যেমন মৃণ্ময় গৃহ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত ও নির্ম্মিত হইয়া স্থির ও দৃঢ় থাকে, তাহার ন্যায় এই পার্থিব শরীর পার্থিব পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া দৃঢ় হইয়াছে।[২৯] যব গোধূম মুদ্গ ঘৃত তৈল জল দুগ্ধ ঘৃত গুড় ফল মূল প্রভৃতি সমুদায়ই পার্থিব পরমাণু সমষ্টি।[৩০]

(আমি দেখিতেছি) এক্ষণে তোমার মন সুস্বাদু ও বিস্বাদুর

* তদেবোদ্বেগকারণম ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

তন্মনঃসমতালম্বি কার্য্যং সাম্যং হি মুক্তয়ে ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পরমার্থাশ্রিতং নৃপ!।

প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাঘো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

নিদাঘ উবাচ।

প্রসীদ মদ্ধিতার্থায় কথ্যতাং যস্ত্বমাগতঃ।

নষ্টো মোহস্তবাকর্ণ্য বচাংস্যেতানি মে দ্বিজ! ॥ ৩৩ ॥

ঋভুরুবাচ।

ঋভুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞাদানায় তে দ্বিজ!।

ইহাগতোঽহং যাস্যামি পরমার্থস্তবোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥

বিচার করিয়াথাকে। অতএব আমি যাহা বলিলাম, তাহা উত্তম রূপে পর্য্যালোচনা করিবে এবং যাহাতে মন সমতাবলম্বী হয় অর্থাৎ যাহাতে সুস্বাদু ও বিস্বাদু বস্তুতে সমান জ্ঞান ও সমান আদর হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, কারণ (সর্ব্ব বস্তুতে) সমতা-জ্ঞানই মুক্তির সাধন।[৩১]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। রাজন্! মহাভাগ নিদাঘ তাঁহার মুখে এই প্রকার পারমার্থিকবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন।[৩২]

নিদাঘ কহিতেছেন। ব্রহ্মন্! প্রসন্ন হউন, আপনি আমার হিতসাধনের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আপনি কে? ব্যক্ত করুন। আপনকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহজাল অপনীত হইয়াছে।[৩৩]

ঋভু কহিলেন। বিপ্র! আমি তোমার আচার্য্য ঋভু। তোমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমার পর-মার্থ-জ্ঞান উদিত হইয়াছে, আমি চলিলাম।[৩৪] আরো তোমার

এবমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ।
বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা নিদাঘেন প্রণিপাতপুরঃসরম্।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযযাবৃভুঃ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নিকট বলিতেছি, এই সমুদায় জগৎ একই, পরস্পর ভিন্ন নহে, কারণ ইহা বাসুদেব-নামক পরমাত্মারই স্বরূপ।৩৫

ব্রাহ্মণ কহিলেন। অনন্তর নিদাঘ তথাস্তু বলিয়া ভক্তিসহকারে প্রণিপাতপূর্ব্বক ঋভুর পূজা করিলেন। ঋভুও বিদায় লইয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৩৬

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।



বিষ্ণুপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

ষোড়শাধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ঋভুর্ব্বর্ষসহস্রে তু সমতীতে নরেশ্বর ! ।
নিদাঘজ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥ ১ ॥
নগরস্য বহিঃ সোঽথ নিদাঘং দদৃশে মুনিঃ।
মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্থিবে ॥ ২ ॥
দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসংমর্দ্দবর্জ্জকম্* ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠমায়ান্তমরণ্যাৎ সসমিৎকুশম্ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ভূপতে! অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু, পুনর্ব্বার জ্ঞানদানের নিমিত্ত সেই নগরে নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইলেন।[১] তিনি নগরের বাহিরে স্বশিষ্য নিদাঘকে দেখিতে পাইলেন। সেই সময় সেই স্থলে তত্রত্য রাজা মহতী সেনা ও পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া পুরপ্রবেশ করিতে ছিলেন।[২] মহাভাগ নিদাঘ জন-সংমর্দ্দ-পরিহারের নিমিত্ত দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অরণ্য হইতে সমিৎ কুশ আহরণ-পূর্ব্বক আগমন করিতে ছিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল।[৩]

---

* জনসম্মার্গবর্জ্জকম্ ইতি অন্যে পঠন্তি।

দৃষ্ট্বা নিদাঘং স ঋভুরুপগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ কস্মাদেকান্তে স্থীয়তে ভবতা দ্বিজ! ॥ ৪ ॥
নিদাঘ উবাচ।
ভো বিপ্র! জনসংমর্দ্দো মহানেষ জনেশ্বরে*।
প্রবিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্থীয়তে ময়া ॥ ৫ ॥
ঋভুরুবাচ।
নরাধিপোঽত্র কতমঃ কতমশ্চেতরো জনঃ।
কথ্যতাং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ত্বমভিজ্ঞো মতো মম ॥ ৬ ॥
নিদাঘ উবাচ।
যোঽয়ং গজেন্দ্রমুন্মত্তম্ অদ্রিশৃঙ্গসমুচ্ছ্রিতম্।
অধিরূঢ়ো নরেন্দ্রোঽয়ং পরলোকস্তথেতরঃ ॥ ৭ ।

ঋভু নিদাঘকে দেখিয়া সমীপবর্ত্তী হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজ! কিজন্য এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? ।[৪]

নিদাঘ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই রাজা রমণীয় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাহাতে অতিশয় জন-সংমর্দ্দ (ভিড়) হইয়াছে। এই জন-সংমর্দ্দ পরিহারের নিমিত্ত এখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি।[৫]

ঋভু কহিলেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টী রাজা. অনুচরই বা কে? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি সমুদায় অবগত আছ, আমার নিকট বল।[৬]

নিদাঘ কহিলেন। ঐ যিনি পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ উচ্চ মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই রাজা, আর আর সকলেই তাঁহার অনুচর।[৭]

* ভো বিপ্র! জনসংমার্গো মহানেষ নরেশ্বরে ইতি বা পাঠ্যতাম্।

ঋভুরুবাচ।

এতৌ হি গজরাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম।
ভবতা ন বিশেষেণ পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥ ৮ ॥
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ! বিশেষো ভবতানয়োঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোঽত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ? ॥৯॥

নিদাঘ উবাচ।

গজো যোঽয়মধো ব্রহ্মন্! উপর্য্যস্যৈব ভূপতিঃ।
বাহ্যবাহকসম্বন্ধং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ! ॥ ১০ ॥

ঋভুরুবাচ।

জানাম্যহং যথা ব্রহ্মংস্তথা মামববোধয়।
অধঃশব্দনিগদ্যং কিং * কিঞ্চোর্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ঋভু কহিলেন। তুমি, হস্তী ও রাজা উভয়কেই এককালে দেখাইলে, কিন্তু কোন্‌টী রাজা, কোন্‌টী হস্তী তাহা বিশেষ চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিলে না।[৮] অতএব মহাভাগ! এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী নরেন্দ্র, কোন্‌টী গজেন্দ্র, বিশেষ করিয়া বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।[৯]

নিদাঘ কহিলেন। ব্রহ্মন্! যেটী নীচে রহিয়াছে, ঐটী গজেন্দ্র। যিনি তাহার উপর অরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তিনিই নরেন্দ্র। গজের সহিত মনুষ্যের বাহ্যবাহক সম্বন্ধ কে না অবগত আছে।[১০]

ঋভু কহিলেন। ব্রহ্মন্! আমি যেরূপে বুঝিতে পারি, আমাকে সেইরূপ করিয়া বুঝাইয়া দাও। অধঃশব্দের অভিধেয় কি? ঊর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝাইতেছে?।[১১]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ঋভু এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র নিদাঘ

* অধঃশব্দনিগম্যং কিম্ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সহসারুহ্য নিদাঘঃ প্রাহ তং ঋভুম্।
শ্রূয়তাং কথয়াম্যেষ যন্মাং ত্বংপরিপৃচ্ছসি ॥ ১২ ॥
উপর্য্যহং যথা রাজা ত্বমধঃ কুঞ্জরো যথা।
অববোধায় তে ব্রহ্মন্! দৃষ্টান্তো দর্শিতো ময়া ॥ ১৩ ॥

ঋভুরুবাচ।

ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্থিতোঽহং গজবদ্যদি।
তদেতত্ ত্বং সমাচক্ষ্ব * কতমস্ত্বমহং তথা ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সত্বরং তস্য প্রগৃহ্য চরণাবুভৌ †।

সহসা (লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক) তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং কহিলেন, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই আমি তাহা বুঝাইয়াদিতেছি, শ্রবণ কর।[১২] ঐ রাজার ন্যায় আমি তোমার উপরি অবস্থান করিতেছি এবং ঐ হস্তীর ন্যায় তুমি নীচে রহিয়াছ। ব্রহ্মন্! তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম।[১৩]

ঋভু কহিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি রাজার ন্যায় ও আমি গজের ন্যায় যদি হইলাম তাহা হইলে তুমি আমাকে এইটীমাত্র বুঝাইয়া দাও যে, তুমি কে? আমিই বা কে?[১৪]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ঋভু এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র নিদাঘ ত্বরাপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আপনি অবশ্যই আমার আচার্য্য

---

* তদেতত্ ত্বং সমাচক্ষ্ব ইতি কেচিত্ পঠন্তিঃ।

† চরণাবভিবাদ্য সঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

নিদাঘঃ প্রাহ ভগবানাচার্য্যস্ত্বমৃভুরুর্বম্‌॥ ১৫ ॥
নান্যস্যাদ্বৈত-সংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা।
যথাচার্য্যস্য তেন ত্বাং* মন্যে প্রাপ্তমহং গুরুম্‌॥ ১৬ ॥

ঋভুরুবাচ।

তবোপদেশ-দানায় পূর্ব্বশুশ্রূষণাদৃতঃ।
গুরুস্তেহহমৃভুর্নাম্না নিদাঘ! সমুপাগতঃ॥ ১৭ ॥
তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে!।
পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্‌ নিদাঘং স ঋভুর্গুরুঃ।
নিদাঘোহপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোহভবৎ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতান্যভেদেন দদৃশে স তদাত্মনঃ।

ঋভু হইবেন।[১৫] আমার আচার্য্য ভিন্ন আর কাহারো মন ঈদৃশ অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত নহে। অতএব আমার বোধ হইতেছে, আমার গুরুকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।[১৬]

ঋভু কহিলেন, নিদাঘ! আমি তোমার গুরু। আমার নাম ঋভু। পূর্ব্বে তুমি যে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট আছি এবং এক্ষণে পুনর্ব্বার তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য আসিয়াছি।[১৭] মহামতে! এক্ষণে অশেষ পরমার্থের সার-স্বরূপ অদ্বৈত বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলাম।[১৮]

ব্রাহ্মণ কহিলেন। নিদাঘগুরু বিদ্বান্‌ ঋভু এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ দ্বারা অদ্বৈতবাদী হইলেন।[১৯] তিনি সর্ব্বভূতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপ অব-

* যথাচার্য্যেস্ত্ব তেন ত্বাম ইতি কচিৎ পাঠঃ।

যথা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজঃ॥ ২০ ॥
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ! তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ।
ভব সর্ব্বগতং জানন্ আত্মানমবনীপতে*!॥ ২১॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥ ২২॥
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্॥ ২৩॥
পরাশর উবাচ।
ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যঃ

লোকন করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ পরম মুক্তিও লাভ করিলেন।[২০]

রাজন্! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন, আপনিও ঐরূপ আত্মাকে সর্ব্বগত ভাবিয়া শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে দেখিবেন।[২১] যেমন একমাত্র আকাশে ভ্রমক্রমে শুক্ল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায়, আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তিদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ অনুভূত হইয়াথাকে।[২২] জগতে যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই এক বস্তু, এবং অচ্যুতই সেই এক বস্তু। তাঁহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই। আমি সেই অচ্যুত, তুমি সেই অচ্যুত এবং সমুদায় বস্তুও সেই আত্মস্বরূপ অচ্যুত। অতএব ভেদজ্ঞানরূপ মোহ পরিত্যাগ কর।[২৩]

পরাশর কহিলেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ কহিলে সেই রাজেন্দ্রের

* জানন্ আত্মানমবনীপতে! ইতি বা পাঠ্যম্।

তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।
স চাপি জাতিস্মরণাপ্তবোধঃ
তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ॥ ২৪॥
ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃত্তসারম্*
কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিযুক্তঃ।
স বিমলমতিরেতি নাত্মমোহং†
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিযোগ্যঃ‡॥ ২৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়োঽংশঃ সম্পূর্ণঃ।

পরমার্থজ্ঞান উদিত হইল। তিনি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণও জাতিস্মরতা হেতু আত্মজ্ঞান উপার্জ্জনপূর্ব্বক সেই জন্মেই মুক্তি লাভ করিলেন।[২৪]

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই ভরত রাজার চরিত পাঠ করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞান হইবে এবং আত্মজ্ঞান বিষয়ে মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না, এমন কি, যিনি এই ভরতচরিত স্মরণ করেন, তিনিও সকলের ভক্তিভাজন হন।[২৫]

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* ইতি ভরতনরেন্দ্রসারবৃত্তম্ ইতি বা পাঠান্তরম্।
† নাস্ত্যমোহম্ ইত্যপরে পঠন্তি।
‡ সংস্মরণেষু মুক্তিযোগ্যঃ ইতি কস্যচিৎপুস্তকস্য পাঠঃ।

বিষ্ণুপুরাণটীকা।

প্রথমাংশ-

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো গণেশায়।

শ্রীবিন্দুমাধবং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহম্।
বাচং বিশ্বেশ্বরং গঙ্গাং পরাশর-মুখান্ মুনীন্। ১।
শ্রীমচ্চিৎ-সুখ-যোগি-মুখ্য-রচিত-ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং
তন্মার্গেণ সুবোধসংগ্রহবতীমাত্ম-প্রকাশাভিধাম্।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণ-সার-বিবৃতিং কর্ত্তা যতিঃ শ্রীধর-
স্বামী সদ্গুরু-পাদ-পদ্ম-মধুপঃ সাধু স্বধী-শুদ্ধয়ে। ২।
শ্রীমদ্-বিষ্ণুপুরাণস্য ব্যাখ্যাং স্বল্পাতিবিস্তরাম্।
প্রাচামালোক্য তদ্-ব্যাখ্যা মধ্যমেয়ং বিধীয়তে। ৩।
অস্মিন্ বিবক্ষিতং যুক্তু বস্তু তন্নমনাত্মকম্।
মুনির্মন্ত্রোপনিষদা কৃতং বধ্নাতি মঙ্গলম্। ৪।

জিতং তে ইতি। তত্রাংশে প্রথমেঽধ্যায়ে মৈত্রেয়েণ পরাশরে।
প্রবৃত্ত্যর্থং পুরাণস্য প্রশ্না দ্বাবিংশতিঃ কৃতাঃ॥

ইহ খলু পুরাণানাং ঈশ্বর-নিশ্বসিত-স্বরূপত্বেন বেদমূলত্বেন ইদানীন্তনানাং ব্যাস-বসিষ্ঠ-পরাশরাদীনাং স্মৃতি-রূপত্বেন চ প্রমাণত্বং প্রয়োজনবত্ত্বং চ দুরপহ্নবমেব। তদ্-ব্যাখ্যানানাং চ তত্ত্বদর্থা-

ভাস-নিরাস-তত্ত্বদর্থপ্রকাশকত্ব-পরত্বেন প্রয়োজনবত্ত্বম্ পুরাণত্বাবিশেষেঽপি উপাখ্যান-লঘুত্বেন জগজ্জীবাত্ম-পরমাত্মনামৈকাত্ম্য-প্রতিপাদনাভ্যাস-বশাদত্রৈব পুরাণে মুমুক্ষূণাং প্রবৃত্তি-রুচিততমেত্যেতদেব ব্যাখ্যায়তে। তত্র চ সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মন্বন্তর-বংশানুচরিতানাং তদপবাদেন মুক্তেশ্চ প্রতিপাদনম্। সদাচার-ভূগোল-ভরতোপাখ্যানাদি-নিরূপণস্য সাক্ষাৎ-পরম্পরয়া বা মুক্তাবেবোপযোগো দ্রষ্টব্যঃ। পুণ্ডরীকাক্ষেতি। হৃদয়াখ্যং পুণ্ডরীকং অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি তথা। যদ্বা পুণ্ডরীকে ইব অক্ষিণী যস্যেতি। অত্র শ্বেতত্বমবিবক্ষিতং, লোহিতত্বেনৈব নয়নোৎকর্ষাৎ। শিবারাধনার্থং পুণ্ডরীকীকৃতমক্ষি যেনেতি বা, "পুণ্ডরীকং পরং ধাম অক্ষমব্যয়মুচ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকোক্তব্যুৎপত্ত্যা বা পুণ্ডরীকাক্ষেতি সম্বোধনমিতি বা। তে ইতি সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তব জিতং জয়োঽস্তিত্যর্থঃ। যদ্বা, তে ত্বয়া জিতং, সর্ব্বোৎকর্ষেণ স্থিতমিত্যিতি। এতেন নমস্কার আক্ষিপ্তঃ। বিশ্বভাবন! বিশ্বোৎপাদক! হৃষীকাণামিন্দ্রিয়ানামীশ! তৎপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হেতুত্বাৎ, "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মহাপুরুষেতি জীবব্যবচ্ছেদায়। মহত্ত্বং চ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নিত্যমুক্তস্বভাবত্বাচ্চ। পুরি শরীরে শয়নাত্তু পুরুষত্বম্। বিশ্বোৎপাদকত্বে হেতুঃ। পূর্ব্বজেতি সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেব স্বতঃ প্রাদুর্ভূতত্বেনানন্যথাসিদ্ধত্বেন বান্যেষাং তদধীনত্বাৎ। নন্বেকস্মাদেব নমস্কারান্মঙ্গলসিদ্ধৌ কৃতং বহুভি র্নমস্কারৈরিতি চেন্ন। অস্য শাস্ত্রস্যাতিশ্রেয়ঃসাধনত্বেন বহুবিঘ্নসংভাবনয়া মঙ্গলবাহুল্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। অথবা পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদি পঞ্চবিশেষণৈঃ "ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্। আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ইতি পঞ্চমাংশোক্তেঃ।" পঞ্চাত্মা হরিরীরিতঃ ইতি। তত্র পুণ্ডরীকাক্ষেতি ভূতাত্মা, বিশ্বভাবনেতি প্রধানাত্মা, হৃষীকেশেতি ইন্দ্রিয়াত্মা, মহাপুরুষেতি পরমাত্মা, পূর্ব্বজেত্যাত্মাভিহিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যঙ্গং সম্বন্ধং প্রয়োজনং চ প্রতিপাদয়িতুমাহ, সদক্ষরমিতি। সোঽতিপ্রসিদ্ধো বিষ্ণুর্ব্যাপনশীলো দেশকালস্বরূপতো ব্যবচ্ছেদাভাবাৎ। বিশতের্ব্বা বিষ্ণুঃ প্রবেশনশীলঃ "তৎ সৃষ্ট্বা

তদেবানুপ্রাবিশদ্" ইতি শ্রুতেঃ। মতি-ভূতি-মুক্তিদোঽস্তু মতিভূত্যা তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকেণ মুক্তিদঃ। যদ্বা অধিকারিভেদাৎ। মতিম্ উত্তমাং বুদ্ধিং, ভূতিম্ ঐশ্বর্য্যং, মুক্তিঞ্চ দদাতীতি তথা। বিষ্ণুপদস্য প্রবেশনশীলার্থত্বে মূর্ত্তত্বং প্রাপ্তং নিরাকরোতি। ব্রহ্মেতি পূর্ণমিত্যর্থঃ। তদপি কুত ইত্যত আহ, সৎ সর্ব্বানুস্যূতম্। ইদং সদিদং সদিতি সর্ব্বত্র প্রতীয়মানত্বাৎ, অনষ্টমিতি যাবৎ। অক্ষরমিতি বিকারং নিরাকরোতি, পুমান্ কূটস্থঃ কুতস্তর্হি মত্যাদিপ্রদত্বমত আহ, ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। তদপি কুত ইত্যত আহ গুণেতি গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষামূর্ম্ময়ঃ ক্ষোভজনিতাঃ স্থিতিস্থিতিকালাঃ কালঃ সংহারঃ তেষাং সংলয়ঃ সংশ্লেষোঽধ্যাসো যস্মিন্ স তথা সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেনেশ্বরত্বমব্যাহতমিত্যর্থঃ। ননু প্রধানাদেব সৃষ্ট্যাদি ইতি চেদত আহ, প্রধানবুদ্ধ্যাদীনাং জগৎপ্রপঞ্চানাং সূঃ সবিতা প্রধানস্যানাদিতয়া কথং তজ্জনকত্বমিতি চেন্ন। প্রলয়ে তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বেন শক্ত্যর্পণদ্বারা জননোপচারাৎ। যদ্বা প্রধান দ্বারা বুদ্ধ্যাদিসূরিত্যর্থঃ। যদ্বা যো বিষ্ণুর্বেদান্তিনাং সদক্ষরং ব্রহ্ম, পাতঞ্জলানাং ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট ঈশ্বরঃ। সাংখ্যানাং পুমান্ পুরুষঃ। তদুক্তং কাপিলৈঃ "ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষ" ইতি। স মতিভূতিমুক্তিদোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। শেষং সমানম্ ॥ ২ ॥ অথ পরাশরো মুনিঃ গুর্ব্বাদিভক্তিং পুরুষার্থসাধনং দর্শয়ন্ মৈত্রেয়ং নিমিত্তীকৃত্য বিষ্ণুতত্ত্বপ্রতিপাদকং বিষ্ণুপুরাণমারভতে। প্রণম্যেতি প্রশব্দেন ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়ো দ্যোত্যতে। বিশেষাৎ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারণম্। প্রকৃতশাস্ত্রে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকান্ প্রণমতি, ব্রহ্মাদীনিতি। ব্রহ্ম-ঋভু-দক্ষ-পুরুকুৎস-সারস্বতপ্রভৃতীন্। গুরুং কপিলং সারস্বতং বা। পুরাণং সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মন্বন্তর-বংশানুচরিতমিতি পঞ্চাঙ্গম্। তত্র যথাযথং প্রথমেঽংশে সর্গপ্রতিসর্গৌ। দ্বিতীয়ে প্রসঙ্গাগতং ভূগোল-জ্যোতিশ্চক্রম্। তৃতীয়ে মন্বন্তরম্। চতুর্থে বংশঃ। পঞ্চমে বংশানুচরিতম্। ষষ্ঠে বৈরাগ্যোপযোগি প্রলয়াদিকমভিধায় আত্যন্তিকপ্রলয়রূপমোক্ষঃ কথ্যতে। বেদেতি, বেদেন সংমিতং তুল্যমিতি ॥ ৩ ॥ ইতিহাসেত্যত্র শিষ্য-

প্রশ্ন এব পুরাণপ্রবৃত্তিহেতুরিতি ভাবঃ। ইতিহেত্যব্যয়ম্ পারম্পর্য্যোপদেশাভিধায়ি, তস্যাসনম্ আসঃ অবস্থানমেতেষ্বিতি। ইতিহাসাঃ পুরাবৃত্তানি “ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে” ইতি স্মৃতেঃ। বেদবেদাঙ্গপারগং বেদস্য তদঙ্গানাং শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-চ্ছন্দো-জ্যোতিষাঞ্চ পারগম্। ধর্ম্মশাস্ত্রং স্মৃতিঃ; আদিশব্দো ন্যায়-মীমাংসাদি-সংগ্রহার্থঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রার্থেতি বা পাঠঃ। বসিষ্ঠতনয়ঃ শক্ত্রিঃ, তস্যাত্মজং পুত্রম্। ৪। পরাশরমিতি স্বস্মিন্নেব পরোক্ষনির্দ্দেশো লোকোক্ত্যা দেহাদাবনহঙ্কারদ্যোতনার্থঃ। প্রণিপত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য পাদগ্রহণাদিবিধিনা অভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥ * বুভুৎসিতমর্থং প্রষ্টুং তৎকৃতমনুগ্রহমনুবদতি ত্বত্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। ত্বত্তো বেদাধ্যয়নমধীতং কৃতমিত্যর্থঃ। ওদনপাকং পচতীতিবৎ। অন্যে বিদ্বাংসো মাং সর্ব্বশাস্ত্রেষু অকৃতশ্রমং ন বক্ষ্যন্তি অপি তু বিদ্বিষোঽপি কৃতাভ্যাসমেব বক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। ৬। ৭। পূর্ব্বং যথা জগদ্ বভূব, পুনশ্চ যথা ভবিষ্যতীতি জগতো জন্মপ্রকারপ্রশ্নঃ। ৮। যন্ময়মিত্যুপাদানপ্রশ্নঃ। যতশ্চেতি নিমিত্তপ্রশ্নঃ। লীনমাসীদ্ যত্রেতি লয়াধারপ্রশ্নঃ। ৯। প্রমাণমিয়ত্তাপ্রকাশকং বা। যৎপ্রমাণানি মহাভূতানি যৎপ্রকাশ্যানি চেত্যর্থঃ। দেবাদীনাং চ সম্ভবমিত্যনুসর্গপ্রশ্নঃ। ১০। কল্পান্ ব্রহ্মায়ুঃপরিমিতান্ মহাকল্পান্; কল্পবিকল্পান্ ব্রহ্মাহঃসংজ্ঞান্। বিভাগানিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। চতুর্যুগৈরাবর্ত্তমানৈর্বিকল্পিতান্ বিভক্তান্। ১১। বাসিষ্ঠঃ শক্তিঃ। তস্য নন্দন সুত হে পরাশর! । ১৪। প্রসাদপ্রবণং প্রসাদাভিমুখং যেন প্রসাদপ্রবণেন চিত্তেন জাতাৎ ত্বৎপ্রসাদাদহমেতৎ সর্ব্বং জানীয়াম্। ১৫। বসিষ্ঠস্তব

* পরাশরমিতি। পরাসোঽর্ত্তকল্পস্য বশিষ্ঠস্য অপরোঽহিংসনং মরণান্নিবৃত্তির্যস্মাৎ তম্। পরা মঞ্চ্ পূর্ব্বস্য শাতে রূপম্। পুরা হি পুত্রশোকাকুলিতো বশিষ্ঠো মর্ত্তুমুদ্যতঃ পরাশরং গর্ভস্থং বেদমুদীরয়ন্তং শ্রুত্বা মরণান্নিবৃত্ত ইতি। মৈত্রেয়ো মিত্রয়ু নাম্নো মুনেঃ পুত্রঃ। অভিবাদ্য সব্যেন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণ ইত্যুক্তবিধিনা নমস্কৃত্য প্রণিপত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য ইতি রত্নগর্ভেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ * ॥

কদা কিমুবাচেত্যপেক্ষায়াং তদুক্তেরুপোদ্ঘাতকথামাহ, বিশ্বামিত্র-প্রযুক্তেনেত্যাদিনা।* ।১৯।২০।২১।২২। যশস্তপসোর্নাশকত্বাদেব স্বর্গাপবর্গয়োর্ব্যাসেধস্য প্রতিবন্ধস্য কারণং ক্রোধঃ। হে তাত! তদ্বশো মা ভব।২৩। গুর্ব্বাজ্ঞাকারিণাং শত্রুপক্ষীয়া অপি অনুকূলা ভবন্তি ইতি দর্শয়ন্নাহ। সম্প্রাপ্তশ্চেত্যাদিনা।২৬। যদ্ যস্মাৎ অস্য গুরো-র্বাক্যাৎ ক্ষমা আশ্রিতা তস্মাৎ।২৭। প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্ম্মণি অস্তমলা অজ্ঞানবিপর্য্যয়-শূন্যা মতির্ভবিষ্যতি। তে চ কর্ম্মণী স্মৃতি-প্রসিদ্ধে। "ইহবামুত্র কাম্যং চ প্রবৃত্তমভিধীয়তে। বৈরাগ্যজ্ঞান-পূর্ব্বন্ত নিবৃত্তমুপদিশ্যতে" ইতি। ৩১। যথাযথং যথার্থম্। ৩৪। শ্রোতুঃ সুখপ্রতিপত্তয়ে সংক্ষেপতস্তাবৎ সর্ব্বপ্রশ্নোত্তরতয়া পুরাণার্থ-মাহ বিষ্ণোরিতি শ্লোকেন। সকাশাৎ কাশঃ প্রকাশঃ ঈক্ষণমিতি যাবৎ। তৎসহিতাদ্ বিষ্ণোর্জ্জগদুদ্ভূতম্। "স ঐক্ষত লোকান্ উৎসৃজা" ইতি "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি-সিদ্ধমিচ্ছাদিশব্দাপরপর্য্যায়ং যদীক্ষণমালোচনাত্মকং তেন প্রকা-রেণ জগদুদ্ভূতম্। অনেন যথা বভূবেত্যস্য জন্ম প্রকারপ্রশ্নস্যো-ত্তরং তত্রৈব স্থিতম্। প্রলয়কাল ইতি লয়াধারপ্রশ্নস্যোত্তরম্। চ শব্দাৎ জগতঃ স্থিতিরপি তত্রৈবেত্যুক্তম্। অস্য জগতঃ স্থিতিসং-যময়োরসাবেব কর্ত্তা। জন্মনোঽপ্যুপলক্ষণম্। অনেন যতশ্চৈতচ্চরা-চরাত্মকম্। জগদিত্যস্য নিমিত্তপ্রশ্নস্যোত্তরম্। জগচ্চ স ইত্যুপা-দানপ্রশ্নস্যোত্তরম্। উপাদানকারণরূপত্বাৎ কার্য্যস্য। অনেনৈব বিষ্ণো-র্জ্জগদুপাদানরূপ-কর্ত্তৃত্বাদি-কথনেন বিষ্ণোরেবোদ্ভবিষ্যতি তত্রৈব স্থাস্য-তীত্যাদি সর্ব্বপ্রশ্নস্যোত্তরমর্থাদ্ দ্রষ্টব্যম্। অত্র চ যথা জগদ্ বভূব, যথাচ পুনর্ভবিষ্যতি, যন্ময়ং চ জগৎ, যতশ্চ, যত্র পূর্ব্বং লীনম্, পুনশ্চ যত্র লয়-

* মৈত্রেয়প্রশ্নানুমোদনেনোপোদ্ঘাতসঙ্গত্যা পুরাবৃত্তবাহ, সাধু শোভনং পুরাতনং চিরন্তনং বৃত্তং স্মারিতোঽস্মি।১৬। রক্ষসা দ্বিজশাপজনিত-রক্ষোভাবেন রাজ্ঞা কল্মাসপাদেন ভক্ষিত স্তাতো ময়া শ্রুত ইত্যন্বয়ঃ। ততঃ শ্রবণাৎ।১৭। রক্ষসাং বিনাশায় সত্রং বহুকালসাধনং যাগমহং সমারব্ধবান্। অলং ব্যর্থং মন্যুং কোপং যাগঞ্চ ত্যজ। যতস্তে পিতুস্তথা বিহিতং কর্ম্ম।২০। তদেব স্পষ্টয়তি মূঢ়া মামিতি। ত্যাগে হেতুন্তরমাহ। সঞ্চিতস্যেতি,।২১।

মেষ্যতি। যৎপ্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাং চ সংভবমিত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং প্রথমাংশে। সমুদ্রপর্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানং, ভুবঃ সংস্থানং, সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং, তেষাং পরিমাণং চেতি চতুঃপ্রশ্নোত্তরং দ্বিতীয়াংশে। "দেবাদীনাং তথা বংশান্ মনূন্ মন্বন্তরাণি চ। বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ ব্যাসকর্ত্তৃকম্। ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্।" ইতি ষট্প্রশ্নোত্তরং তৃতীয়াংশে। দেবর্ষিপার্থিবানাঞ্চ চরিতমিতি প্রশ্নস্যোত্তরং তদ্বংশবিস্তারোক্তিপূর্ব্বকং চতুর্থাংশে। তত্র চ যদুবংশে ভূভারহরণার্থমবতীর্ণস্য হরেশ্চরিতং বিস্তরেণ পঞ্চমাংশে। কল্পান্ কল্পবিকল্পাংশ্চ কল্পান্তস্য স্বরূপং চেতি প্রশ্নত্রয়স্য প্রথমাংশেন সঙ্ক্ষেপেণ দত্তোত্তরস্য যুগধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশ ইত্যস্য চোত্তরং ষষ্ঠাংশে ইতি বিবেকঃ। ৩৫।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

অথৈতৎ-পুরাণ-প্রতিপাদ্যং বিষ্ণোঃ স্বরূপং পরাপররূপেণ প্রণমন্ বিস্তরেণ পুরাণার্থং বক্তুমাহ, অবিকারায়েতি নবভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র তাবৎপূর্ব্বাধ্যায়ান্তে পুরাণার্থং সংক্ষেপশ্লোকেন জগদুপাদানকর্ত্তৃত্বাদ্যুক্ত্যা প্রাপ্তং বিকারাদিপ্রসঙ্গং বারয়ন্ প্রণমতি। লোকে হি

ক্রিয়াশ্রয়ত্বাৎ কর্ত্তা, বিকারী দৃষ্টঃ। রাগাদিমাংশ্চানিত্যশ্চ সাহঙ্কারশ্চ। এতদ্ব্যাবর্ত্তয়তি। অবিকারায়েতি চতুর্ভিঃ পদৈঃ। উপাদানকারণমপি মৃৎসুবর্ণাদি ঘটকটকাদিনানাপরিণামৈরনেকরূপং দৃষ্টং, তদ্ব্যাবর্ত্তয়তি একরূপমেব রূপং যস্য তস্মৈ সদেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ। সর্ব্বজিষ্ণবে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যেণ সর্ব্বান্ কর্ত্তৃকারণাদীন্ জেতুং অতিশয়িতুং শীলং যস্য তস্মৈ এবম্ভূতায় বিষ্ণবে নম ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাদিত্রিমূর্ত্তিরূপেণ প্রণমতি, হিরণ্যগর্ব্ভাদিরূপায়, তৈঃ রূপৈঃ স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে বাসুদেবায় নমঃ। তদেবং সংসারপ্রবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা তন্নিবর্ত্তকত্বেন প্রণমতি। তারায় ভক্তানাং তারকায় চ ॥২ ॥ কিঞ্চ একমনেকং স্বরূপং যস্য স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চাত্মা স্বরূপং যস্য। বিরুদ্ধস্বরূপদ্বয়ং কথমিত্যত্রাহ। অব্যক্তব্যক্তরূপায় অব্যক্তং কারণং, ব্যক্তং কার্য্যং তদুভয়রূপায়। অতোঽব্যক্তরূপত্বাৎ একরূপায় চ। ব্যক্তরূপত্বাদনেকরূপায় স্থূলাত্মনে চেত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বাত্মত্বেনোপাসকানাং মুক্তিহেতবে নমঃ ॥ ৩ ॥ কার্য্যকারণত্বং অভিনয়ন্ প্রণমতি, সর্গেতি। জগতঃ স্বর্গাদীনাং যো মূলভূতঃ জগন্ময়শ্চ অতো বিষ্ণবে সর্ব্বব্যাপিনে, তথা পরমাত্মনে কার্য্যকারণাভ্যাং পরম উৎকৃষ্ট আত্মা স্বরূপং যস্য তৎসঙ্গরহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ আধারভূতমিত্যাদীনাং প্রণম্য কথয়ামীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। অণীয়সামপি অণীয়াংসম্ অতিসূক্ষ্মতমং সর্ব্বভূতেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতম্। ভূতান্তঃস্থত্বেঽপ্যচ্যুতং তৈরপরিচ্ছিন্নম্।৫। অর্থস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ দ্রষ্টৃজীবভ্রান্তিজ্ঞানেন স্থিতং প্রতীতম্।৬। বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুমিত্যনেন কালরূপেণ প্রণামঃ। অতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ইত্যনেনাপৌনরুক্তম্, অতএব নমস্যস্বরূপভেদদ্যোতনার্থং প্রণম্যৈতস্যাবৃত্তিঃ। অক্ষরমচলম্।৭। ৮। পিতামহেন দক্ষাদিভ্যঃ প্রোক্তং ত্বয়া কথং কথ্যতে। তত্রাহ, তৈশ্চোক্তমিতি।৯। অব্যক্তাদিস্বরূপাৎ পরমাত্মনো জগৎসৃষ্ট্যাদি বক্তুং ততঃ প্রাচীনং তৎস্বরূপমাহ। পর ইতি চতুর্ভিঃ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাহ্যর্থেভ্যশ্চ পরং মন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ পরত্বেন প্রতিপাদিতানামিন্দ্রিয়াদীনাং পরঃ প্রাক্তনঃ, অতএব পরম উৎকৃষ্টঃ পরমাত্মা আত্মসংস্থিতঃ অনন্যাধারঃ। রূপবর্ণাদিভিঃ যো নির্দ্দেশঃ তদেব বিশেষণং তেন বিব-

র্জ্জিতঃ। রূপং শুক্লাদি, বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ। আদিশব্দাজ্জাতিক্রিয়ে। শুক্লঃ ব্রাহ্মণঃ, গৌঃ পাচক ইত্যাদিনির্দ্দেশেন বিশেষ্টুমশক্যঃ। যদ্বা রূপাদিনির্দ্দেশবিবর্জ্জিতঃ। রূপাদ্যভাবাৎ। অতএব বিশেষণৈ-রপি বিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। ১০। সদ্ভাববিকারবর্জিতশ্চেত্যাহ, অপ-ক্ষয়েতি। নন্ন চ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ইতি। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যাদিশ্রুতেরস্তিত্বং তাবদঙ্গীকর্ত্তব্যম্। তথাচ দ্বিতীয়ো ভাববিকারঃ প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি। সর্ব্বদা অস্তিত্বং চ ন ভাববিকারঃ। কিন্তু জন্মান্তরাস্তিত্বমেব। কাদাচিৎকত্বাৎ। অতো নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। ১১। পরমাত্মৈব চ সাত্বততন্ত্রবিদ্ভির্বা-সুদেব ইত্যুচ্যত ইত্যাহ। সর্ব্বত্রেতি, সর্ব্বত্রাসৌ বসতি, সমস্তঞ্চা-স্মিন্ বসতি ইতি, বৈ প্রসিদ্ধৌ, ততঃ স বাসুদেব ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে ইত্যর্থঃ। বসনাৎ বাসনাচ্চ বাসুঃ, দ্যোতনাদ্ দেবঃ। বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। "বাসনাদ্ দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ" ইতি মোক্ষধর্ম্মেষু নিরুক্তেঃ। ১২। স এবৌপনিষদৈর্ব্রহ্মেত্যুচ্যত-ইত্যাহ। তদ্ব্রহ্মেতি। যঃ পরমাত্মা রূপবর্ণাদিরাহিত্যেন জন্মাদি-রাহিত্যেন চ লক্ষিতঃ স এব বাসুদেব ইতি ব্রহ্মেতি চোচ্যতে। ন বস্ত্বন্তরং লক্ষণভেদাভাবাদিত্যাশয়েন তদেব লক্ষণমনুবদতি। পরমং নিত্যমিত্যাদি। হেয়মবিদ্যা তৎকার্য্যঞ্চ তদভাবান্নির্ম্মলম্। তদুক্তং ভাগবতে "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমা-ত্মেতি ভগবানিতি শব্দতঃ"॥ ১৩। তদেবং শুদ্ধং ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্য ইদানীং তস্যৈব স্বমায়াবিষ্কৃতব্যক্তাদিচতুরূপস্য সর্ব্বপ্রপঞ্চোপাদান-নিমিত্ততামাহ। তদেবেতি। তদেব ব্রহ্ম এতৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম প্রপঞ্চজা-তম্। কথম্ভূতম্। ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ, ব্যক্তং মহদাদি, অব্যক্তং প্রধানং তৎস্বরূপবৎ। তেন রূপেণ স্থিতং সৎ। তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতং সৎ। ১৪। চতুরূপোদ্ভবপ্রকারমাহ। পরস্যেতি। "স ঐক্ষত সোঽকাময়ত" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তেক্ষণাদিকর্ত্তা পুরুষঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমং রূপম্। তথাচ পুরাণান্তরে বক্ষ্যতে। "তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্ বহুধৈক এব শুদ্ধোপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ। জ্ঞানান্বিতঃ

সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা তস্মৈ নমোঽস্তু পুরুষায় সদা ব্যয়ায়" ইতি। তস্যৈব শুদ্ধস্য ব্রহ্মণো যোঽনু সমম্বন্তরঃ পুরুষ ইতি হি তস্যার্থঃ। তথাচ নারদীয় তন্ত্রে। "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি। ভাগবতে চ, "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্। ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বম্" ইত্যাদি। ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে পুরুষেক্ষণীয়মব্যক্তং ততো জাতং ব্যক্তং চেতি দ্বে অন্যে বিলক্ষণে রূপে। জড়ত্বাৎ কালস্তথাপরং রূপং সর্ব্বেষাং ক্ষোভকত্বাদন্তে নির্দ্দেশঃ। ১৪। পরস্য ব্রহ্মণো রূপাণীত্যুক্ত্বা প্রাপ্তং তেষামুপাদেয়ত্বং বারয়ন্নাহ। প্রধানেতি। সুরয়ো যৎ পশ্যন্তি তদেব বিষ্ণোঃ পরমং রূপমিত্যর্থঃ। ১৫। তর্হি প্রধানাদিরূপৈঃ কিং কার্য্যমত আহ। প্রধানেতি। প্রধানাদিরূপাণি তু জগতঃ স্থিতিসর্গনাশানাং ব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ। ব্যক্তিরভিব্যক্তিঃ প্রকাশঃ, সদ্ভাব উৎপত্তিঃ তত্র হেতবঃ কারণানি। কথং প্রবিভাগশঃ। "চতুর্ব্বিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ। প্রলয়ং চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ॥ ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ। বিষ্ণুর্মন্বাদয়ঃ কালঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণবিভাগপ্রকারেণ। ১৬। নন্বেবং চতুরূপো ভূত্বা বিষ্ণুঃ সর্গাদৌ কিমর্থং প্রবর্ত্ততে তত্রাহ। ব্যক্তং বিষ্ণুরিতি বিষ্ণুর্ব্যক্তাদিরূপো ভবতীতি যৎ তৎ ক্রীড়তো বালকস্য চেষ্টামিব জানীহি। তদুক্তং "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ইতি। ১৭। অথেদানীং তদেব রূপচতুষ্টয়ং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং প্রধানং প্রপঞ্চয়তি অব্যক্তমিতি পঞ্চভিঃ। যদব্যক্তং তদৃষিসত্তমৈঃ কারণং প্রধানং প্রকৃতিরিতি চ প্রোচ্যতে। নিত্যং সদৈকরূপং বৃদ্ধ্যাদিহীনমিত্যর্থঃ। সদসদাত্মকং কার্য্যকারণশক্তিযুক্তম্ ॥ ১৮ ॥ অক্ষয়ম্ অবিনাশি। পাঠান্তরে ক্ষয়ানর্হং নান্যদাধারং অনন্যাশ্রয়ম্, মূলকারণত্বাৎ। নান্যাধারমিতি বক্তব্যে অন্যশব্দে ষষ্ঠ্যবিভক্ত্যলোপাবার্ষৌ। অমেয়ং ইয়ত্তাশূন্যং, ধ্রুবং নিশ্চলম্ ॥১৯॥ গুণত্রয়সাম্যরূপম্ অনাদি জন্মশূন্যং প্রধানং প্রভবাপ্যয়ম্। প্রভবন্তীতি প্রভবাঃ কার্য্যাণি অপিয়ন্তি লীয়ন্তেঽস্মিন্ ইতি অপ্যয়ং কার্য্যাণাং

লয়স্থানমিত্যর্থঃ। অগ্রে স্বষ্টেঃ পূর্ব্বম্ অতীতপ্রলয়ানন্তরম্। সর্ব্বমেব কার্য্যজাতং তেন ব্যাপ্তম্ অন্তর্নিহিতমাসীদিত্যর্থঃ। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্" ইতি শ্রুতেঃ॥ ২০॥ অত্রার্থে বিদ্বৎসম্মতিমাহ। বেদবাদাঃ সিদ্ধার্থপরাণি বাক্যানি তদ্বিদঃ। নিয়তাস্তদর্থনিষ্ঠাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ বেদে প্রবচনশীলাঃ এতমেবার্থমুদ্দিশ্য শ্রুত্যর্থসূচনপরং প্রধানপ্রতিপাদকং নাহরিত্যাদি শ্লোকং পঠন্তি ॥ ২১ ॥ তদা নাহো ন রাত্রিরাসীৎ সূর্য্যাদ্যভাবাৎ রাত্রেরভাবান্ন তমঃ অহ্নোঽভাবান্ন জ্যোতিঃ। নচান্যৎ কিঞ্চিদভূৎ শব্দাদ্যভাবাৎ শ্রোত্রাদিজন্যজ্ঞানেনানুপলভ্যং প্রাধানিকং প্রধানমেব প্রাধানিকং ব্রহ্ম চ পুমাংশ্চেতি ত্রয়মেব তদা প্রলয়ে আসীৎ। তথাচ শ্রুতিঃ "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" ইত্যাদি ॥২২॥ কালস্বরূপং বিবৃণোতি। বিষ্ণোরিতিচতুর্ভিঃ। পরতো নিরুপাধেঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ তে প্রাগুক্তে প্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বে রূপে অন্যে বিলক্ষণে মায়াকৃতে। তেঽন্যে ইত্যার্ষঃ সন্ধিঃ। তস্য বিষ্ণোরেবান্যেন রূপেণ তে দ্বে রূপে ধৃতে সর্গকালে সংযোজিতে বিযুক্তে চ প্রলয়কালে। যদ্বা বিযুক্তে যথা তিষ্ঠতস্তথা প্রলয়কালে ধৃতে স্থাপিতে তয়োরবিয়োগে প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেতৎ কালসংজ্ঞং রূপান্তরম্ । ২৩ ॥ কালস্বরূপেণ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ব্বিয়োজনং প্রতিসঞ্চরসমাখ্যয়োপপাদয়তি। প্রকৃতাবিতি। অতীতগ্রহণং সর্ব্বপ্রলয়োপলক্ষণার্থং অতীতপ্রলয়ে যদ্ যস্মাৎ প্রকৃতৌ সংস্থিতং লীনং বিশ্বমাসীৎ। তস্মাদ্ বিশ্বস্য প্রকৃতৌ সঞ্চরণাৎ প্রাকৃতোঽয়ং মহাপ্রলয় উচ্যতে। এতচ্চ প্রকৃতিপুরুষয়োরবিয়োগেন ঘটত ইতি ভাবঃ॥ ২৪ ॥ কালশ্চ প্রলয়ে অস্তীতি বক্তুং তস্যানাদিনিধনত্বমাহ। অনাদিরিতি। অত্র কার্য্যান্যথানুপপত্তিং প্রমাণয়তি অব্যুচ্ছিন্না ইতি। ততঃ কারণাদেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ। সর্গঃ স্থিতিশ্চ তদন্তে সংযমশ্চ অব্যুচ্ছিন্নাঃ প্রবাহরূপেণাবিরতাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ কারণাৎ তস্মিন্ প্রলয়ে গুণসাম্যে প্রধানে পুরুষে চ পৃথক্ বিযুক্ততয়া ব্যবস্থিতে সতি। তথৈব তয়োর্ধারণার্থং কালাখ্যং রূপং বর্ত্ততে। অন্যথা প্রলয়ানির্ব্বাহাদিতি ভাবঃ। নাহো নরাত্রিরিত্যত্র সূর্য্যাদিগত্যুপলক্ষিতঃ স্থূলঃ কালো নাস্তীত্যুক্তম্।

অত্র তু যাবৎপ্রলয়ং প্রকৃতিপুরুষবিয়োগধারকো বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতঃ কালো বর্ত্ততে ইত্যুচ্যতে ইত্যবিরোধঃ। অনেনৈব প্রলয়ে প্রকৃত্যাবিযুক্তস্তূষ্ণীং লীন ইব তিষ্ঠন্ সর্গকালে চ প্রকৃতিমধিষ্ঠায় সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা পুরুষ ইতি পুরুষস্বরূপমপি নিরূতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৬॥ ইদানীং ব্যক্তস্বরূপং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ পরমেশ্বরাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ক্ষোভপ্রকারমাহ। তত ইতি পঞ্চভিঃ। ততঃ সর্গকালে সম্প্রাপ্তে পরমেশ্বরো হরিঃ স্বেচ্ছয়া প্রধানং পুরুষঞ্চ প্রবিশ্য ক্ষোভয়ামাসেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কথংভূতো হরিঃ, তত্রাহ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যাদি। অব্যক্তাদিবৎ। রূপবিলক্ষণঃ ॥২৭॥ কথম্ভূতৌ প্রধানপুরুষৌ ব্যয়াব্যয়ৌ পরিণাম্যপরিণামিনৌ, উপাদাননিমিত্তভূতাবিতি যাবৎ। প্রলয়কালে বিযুক্ততয়াত্মনি তূষ্ণীং স্থিতৌ স্বাংশভূতৌ প্রধানপুরুষৌ স্বকালশক্ত্যোদ্‌বুদ্ধয়েচ্ছাশক্ত্যা সংযোজ্য সৃষ্ট্যুন্মুখৌ চকারেত্যর্থঃ। ২৮। প্রবিশ্য ক্ষোভয়ামাসেত্যুক্ত্বা প্রাপ্তং সক্রিয়ত্বং বারয়তি। যথেতি। সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধো মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে। নতূপকর্ত্তৃত্বান্ন তদনুকূলক্রিয়াকারিত্বাৎ ॥২৯॥ নন্বু প্রধানাদীনামপি স্বরূপাব্যতিরেকাৎ ক্ষোভ্যস্যান্যস্য তৎকার্য্যস্য চাভাবাৎ কথং ক্ষোভকত্বং তত্রাহ। স এবেতি দ্বাভ্যাং সংকোচঃ সাম্যং বিকাশো গুণক্ষোভঃ তাভ্যামুপলক্ষিতঃ। প্রধানত্বেঽপি স এব স্থিতঃ। তদবস্থাদ্বয়োপেতং প্রধানমপি বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ বিকারাণুস্বরূপৈর্মহাভূতমহদাদিরূপৈব্রহ্মরূপাদিভির্জীবভেদৈরপ্যুপলক্ষিতঃ। ব্যক্তস্বরূপশ্চ সমষ্টিব্যষ্টিদেহাত্মকশ্চ বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ইদানীং মহদাদিক্রমেণ ব্যক্তাখ্যপ্রপঞ্চসৃষ্টিমাহ। গুণসাম্যাদিত্যাদি। বীজং বাহ্যদলৈরিবেত্যন্তেন। ততঃ ক্ষোভানন্তরম্। তস্মাদ্ গুণসাম্যাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞেন পুরুষেণাধিষ্ঠিতাৎ গুণানাং ব্যঞ্জনং মহত্তত্ত্বম্। ব্যজ্যতেঽনেনেতি ব্যঞ্জনং তস্য সম্ভূতিঃ উদ্ভবোঽভূৎ ॥ ৩২ ॥ অত্র চ যথা মৃদেব পিণ্ডাদ্যবান্তরকার্য্যাবস্থামাপাদ্যমানা ঘটাদেরুপাদানং দণ্ডাদিকন্তু নিমিত্তমাত্রম্। ঘটাদাবননুগমাৎ বিনাপি দণ্ডমনাশিত্বাদ্বা তথৈবেশ্বরাধিষ্ঠিতং প্রধানমেব মহদাদ্যবান্তরকার্য্যাণ্যুপাদানতয়া ব্যাপ্নুবৎ চরমকার্য্যস্যাপ্যুপাদানমিতি দর্শয়িতুং পূর্ব্বকার্য্যেণোত্তরোত্তরকার্য্যস্য ব্যাপ্তিমাহ।

প্রধানতত্ত্বমিত্যাদিনা। উদ্ভূতং মহান্তং কর্ম্মভূতং তদুপাদানভূতং প্রধানতত্ত্বং কর্ত্তৃভূতং সমাবৃণোৎ ব্যাপ্নোৎ। এতদেব বিবৃণোতি। সাত্ত্বিক ইতি সমমন্বানানতিরেকং যথা ভবত্যেবং ত্বচা বীজং যথা আবৃতং তথা সাত্ত্বিকাদি-ত্রিধোদ্ভূতো মহান্ প্রধানতত্ত্বেন সমন্তাদাবৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসো রাজসঃ। ভূতাদিস্তামস ইতি স্বয়মেব ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৪ ॥ স চ ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ হেতুঃ। দেবানামপ্যুপলক্ষণম্ ॥৩৫॥ তামসাহঙ্কারকার্য্যং প্রপঞ্চয়তি ভূতাদিরিতি নবভিঃ। বিকুর্ব্বাণঃ কুভ্যন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ অভবৎ। সাদ্রয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অভবন্নিত্যর্থঃ ॥৫৩॥ অণ্ডস্যান্তঃস্থিতিমুক্ত্বা তদ্বাহ্যস্থিতিমাহ। বারীতি। ততঃ কটাহরূপপৃথিব্যাবরণানন্তরং তদ্বহিঃ প্রত্যেকং বারিবহ্ন্যাদিভির্দশগুণমুত্তরৈরধিকৈরাবৃতম্। পৃথিব্যাবরণাৎ কোটিযোজনপ্রমাণাদ্দশগুণং তোয়াবরণং, ততো দশগুণং বহ্ন্যাবরণমিত্যেবং দশগুণোত্তরাণি পৃথিব্যাদ্যাবরণানি সপ্ত। প্রকৃত্যাবরণং ত্বষ্টমমপরিমিতম্। "মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্ব্বহিরাবৃতম্" ইতি শুকোক্তেঃ। অতএব প্রকৃতিং পৃথক্কৃত্য প্রাকৃতৈঃ সপ্তভিরিত্যুক্তম্ ॥ ৫৪।৫৫ ॥ তদেবং ব্রহ্মাণ্ডং সৃষ্ট্বা তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য গুণাবতারৈরবান্তরসৃষ্ট্যাদিলীলামাহ। জুষন্নিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। বিসৃষ্টৌ বিবিধচরাচরাদিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে।৫৬॥ যাবৎ কল্পবিকল্পনা ব্রহ্মদিনাবসানং যাবৎ। সত্ত্বভুক্ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৭ ॥ তমোদ্রেকীত্যার্ষঃ সন্ধিঃ। তমউদ্রেকবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ পরমেশ্বরঃ শেতে ব্রহ্মাদ্যবতারমূলস্বরূপেণ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মাদিরূপাণি চ তদ্ব্যতিরিক্তানি ন ভবন্তীত্যাহ। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদিতি। করণামিতি পাঠে সৃষ্ট্যাদিকরণং নিমিত্তং যস্যাঃ সা তাং যাতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ স্রষ্টৃসৃজ্যাদিভেদশ্চ ন তাত্ত্বিক ইত্যাহ। স্রষ্টেতি। বিষ্ণুরেব স্রষ্টা আত্মানমেব সৃজতি। পাল্যশ্চ পালকশ্চ উপসংহার্য্যশ্চ সংহর্ত্তা চ স্বয়মেব ॥ ৬২ ॥ কুত ইত্যত্রাহ। পৃথিবীতি। যদ্ যস্মাৎ পৃথিব্যাপ ইত্যাদি সর্ব্বং জগৎ পুরুষাখ্যং হি পুরুষসংজ্ঞমেব। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৩ ॥ নমু কথং স এব সর্গাদিকর্ত্তেত্যুচ্যতে পিত্রাদীনাং কর্ত্তৃপালকাদীনাং প্রতীয়মানত্বাৎ তত্রাহ। স এবেতি। যতঃ স হরিরেব সর্ব্বভূতা-

নামীশঃ প্রবর্ত্তকো বিশ্বরূপশ্চ ততো হেতো ভূতস্থং পিতৃপুত্রাদিষু স্থিতং সর্গাদিকং অস্য হরেরেবোপকারকম্। তৎপ্রযুক্তৈস্তদ্বিভূতেরেব বিস্তারাৎ যথা ঋত্বিগ্‌ভিঃ কৃতং যজমানস্যৈবোপকারকং তৎপ্রযুক্তৈস্তদ্বিভূতেরেব বিস্তারাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ। ৬৪॥ উক্তং স্রষ্টৃস্রজ্যাদ্যৈক্যমুপসংহরন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ। স এবেতি। অস্তি চেতি চকারাদদ্যতে চ। ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিঃ সর্গাদিকর্ত্তা অশেষমূর্ত্তিঃ স্রষ্ট্যাদিরূপঃ। অতো বিষ্ণুরেব বরিষ্ঠঃ মহত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থ ইতি যাবৎ। বরদশ্চ বরেণ্যো বরণীয়ঃ, পরমানন্দরূপত্বাৎ। ৬৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।



তদেবং ব্রহ্মণঃ স্রষ্ট্যাদিকর্তৃত্বমুক্তং তত্র শঙ্কতে। নির্গুণস্যেতি। সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য। অপ্রমেয়স্য দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নস্য, শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারশূন্যস্যেতি বা, অমলাত্মনঃ পুণ্যপাপসংস্কারশূন্যস্য রাগাদিশূন্যস্যেতি বা। এবংভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বমিষ্যতে। এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। ১॥ পরিহরতি। শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ। অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যদ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা। অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ। কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবম্ অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতভূতাঃ ভাবশক্তয়ঃ

স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমঃ চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি। যদ্বা এবং যোজনা, সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথাচ শ্রুতিঃ "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ ইত্যাদি। তপতাং শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ যা কাপি তপঃশক্তিঃ স্বয়ংবেদ্যেতি সূচয়তি। যত এবম্ অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ।২॥ তদেবং ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বমুপপাদ্য প্রস্তুতং ব্রাহ্মং সর্গমনুবর্ত্তয়িতুমাহ। তন্নিবোধেতি॥৩॥ ননু নারায়ণাখ্য এব চেদ্ ব্রহ্মা কথং তর্হি "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি শ্রুতিভিস্তস্যোৎপত্তিরুচ্যতে। তত্রাহ উৎপন্ন ইতি। উপচারতঃ স্বেচ্ছয়াবির্ভাবস্যাপ্যুৎপত্তিসাদৃশ্যাৎ ॥ ৪ ॥ ঔপচারিকমেব তস্যায়ুর্মানমাহ। নিজেন স্বকীয়েন বক্ষ্যমাণেন বর্ষশতং তস্যায়ুঃ স্মৃতম্। তদায়ুঃ পরাখ্যং সর্ব্বাতিশায়িত্বাৎ॥৫॥ তেন কালেন তস্য ব্রহ্মণঃ অন্যেষাং চ পরিমাণস্য জীবনকালস্যোপপাদনং সম্পাদনং নিবোধ। পাঠান্তরে পরিণামস্য অবসানস্য উপপাদনমিত্যর্থঃ। অচরাশ্চ যে তেষামপীতি শেষঃ॥৬॥ তদেব নিমেষাদিক্রমেণ নিরূপয়তি কাষ্ঠেত্যাদিনা। অক্ষিপক্ষ্মনিক্ষেপোপলক্ষিতঃ কালো নিমেষঃ। পঞ্চদশ নিমেষাঃ একা কাষ্ঠোক্তা ত্রিংশৎ কাষ্ঠা একা কলা। ত্রিংশৎ কলাঃ একা ঘটিকা। তে দ্বে মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ, মুহূর্ত্তমানপ্রকারঃ ।৭॥ তাবৎসংখ্যৈঃ ত্রিংশৎসঙ্খ্যাকৈর্মুহূর্ত্তৈস্তাবন্তি ত্রিংশদহোরাত্রাণীতি লৌকিকঃ সাবনো মাস উক্তঃ। পক্ষদ্বয়াত্মক ইতি চান্দ্রো মাসঃ। "দশবিধং মাসমুশন্তি চান্দ্রম্" ইতি স্মৃতেঃ ॥৮॥ সৌরৈর্মাসৈরয়নপ্রকারমাহ। তৈরিতি। তচ্ছব্দেন চান্দ্রৈরদূরবিপ্র-

কর্ষাৎ সৌরা মাসা লক্ষ্যন্তে। সূর্য্যস্য মেষাদ্যেকৈকরাশিযোগঃ সৌরোমাসঃ। তৈঃ ষড়্ভিরয়নম্। দ্বেঽয়নে ইত্যার্ষঃ সন্ধিঃ। অতঃপরং দিব্যমানমাহ। অয়নমিত্যাদিনা। দক্ষিণময়নং দেবানাং রাত্রিঃ, উত্তরময়নং দিনম্। এবন্তু তৈঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিংশতাহোরাত্রৈর্দেবানাং বর্ষমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৯॥ তৈ র্ব্বর্ষৈশ্চতুর্যুগমানমাহ। দিব্যৈরিতি। দিব্যৈর্দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগমিত্যন্বয়ঃ॥ ১০॥ যথাক্রমং কৃতযুগে চত্বারি সহস্রাণি, ত্রেতায়াং ত্রীণি, দ্বাপরে দ্বে সহস্রে, কলাবেকসহস্রমিতি। ১১॥ তৎপ্রমাণৈস্তেষাং সহস্রাণাং যৎপ্রমাণং চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকমিত্যুক্তম্। তৎপ্রমাণৈস্তৎসংখ্যৈঃ শতৈঃ পরিমিতা যুগস্য পূর্ব্বভোগিনী সন্ধ্যোচ্যতে। তাবানেব যুগানন্তরবর্ত্তী সন্ধ্যাংশঃ। এতচ্চ যুগধর্ম্মব্যবস্থায়ামুক্তম্। তথাচ শুকঃ ‘ সন্ধ্যাংশয়োরন্তরেণ যঃ কালঃ শতসঙ্খ্যকঃ তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে” ইতি। ১২॥ তদেবং যুগানাং দশসহস্রাণি বর্ষাণি তৎপূর্ব্বোত্তরভাবিনাঞ্চ সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকানাং শতৈ দ্বে সহস্রে। এবং দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগমিতি সিদ্ধম্ ।১৪। মন্বন্তরমানং বক্তুমাহ। ব্রহ্মণ ইতি। ১৬॥ তৎসূনব এব নৃপাঃ। এককালে হি সৃজ্যন্তে। অধিকারিণঃ ক্রিয়ন্তে, সংহ্রিয়ন্তে নিরধিকারাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥১৭॥ সাধিকেত্যত্র শ্লোকাঃ, “দ্বিচত্বারিংশতা যুক্তশতেনাভ্যধিকাস্তথা। দিব্যাব্দাঃ পঞ্চসাহস্রা মাসা দশ দিনাষ্টকম্ চতুর্যামা মুহূর্ত্তৌ দ্বাবষ্টাবপি কলাস্তথা। কাষ্ঠাঃ সপ্তদশ দ্বৌ চ নিমেষৌ তদনন্তরম্। দেবস্যৈকনিমেষস্য সপ্তমো ভাগ ইষ্যতে। মানুষাব্দাস্তু লক্ষাণি সার্দ্ধাষ্টাদশ তৎপরম্। সহস্রমষ্টাবিংশত্যা যুতা চাব্দচতুঃশতী। চতুর্ব্বিংশত্যহোরাত্রযুতা মাসাশ্চ ষট্ তথা। নাড্যো দ্বাদশ তাবত্যঃ কালাশ্চ তদনন্তরম্। পঞ্চবিংশতিকাষ্ঠাশ্চ নিমেষা দশ সাধিকাঃ” ইতি চতুর্যুগসহস্রপ্রমাণস্য ব্রহ্মদিনস্য চতুর্দ্দশধা বিভাগে প্রতিভাগমেকসপ্ততিশ্চতুর্যুগানি ভবন্তি। অবশিষ্যতে চতুর্যুগষট্কান্তরস্য চতুর্দ্দশাংশো যথাগণিতঃ প্রতিমন্বন্তরমেকসপ্ততেরধিক ইত্যর্থঃ। সুরাদীনাং চ। সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্র ইতি পূর্ব্বোক্তানাম্ মন্বন্তরাধিকারিণাম্ ॥ ১৭॥ তমেব মন্বন্তরকালং দিব্যাব্দৈর্গণয়তি॥ অষ্টাবিতি ॥১৮॥ তমেব মানুষা-

ক্ষৈর্গণয়তি। ত্রিংশৎ কোট্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। নিযুতানি লক্ষাণি, পূর্ব্বো-ক্তমধিকম্ কালং বিনা। ১৯ ॥ ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকঃ ব্রহ্মনিদ্রানিমিত্তঃ প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ। ২০॥ ভূর্ভুবাদিকমিত্যার্ষঃ সন্ধিঃ॥ ২১ ॥ ভোগী শেষঃ স এব শয্যা তস্যাং তঃ সন্ শেতে। ত্রৈলোক্যজ্ঞানবৃংহিত ইতি পাঠে ত্রৈলোক্যজ্ঞানময়ৈর্জীবৈরুপবৃংহিতঃ। ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিত ইতি পাঠে প্রপঞ্চগ্রাসেন সমৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দ ইত্যর্থঃ। ২২॥ জনস্থৈশ্চিন্ত্য-মানঃ। মহর্লোকস্থানামপি তদা তত্রৈব গতত্বাৎ। তৎপ্রমাণাং ব্রহ্মা-হঃপরিমিতাং তাং রাত্রিং নৈরন্তর্য্যেণ শেতে ।২৩॥ এবংত্বিতি ॥ এবং ভূতৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া বর্ষম্ ॥ ২৪ ॥ মহাকল্প ইতি অবান্তরকল্প এব পুষ্করপ্রাদুর্ভাবাদিগুণৈর্মহত্ত্বান্মহাকল্প ইত্যুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।



পূর্ব্বোপক্ষিপ্তমেব ব্রাহ্মসর্গং প্রসঙ্গান্তরিতং শ্রোতুকামো মৈত্রেয়ঃ পৃচ্ছতি। ব্রহ্মেতি॥ ১। ২॥ প্রতিজ্ঞাতং প্রজাসর্গং নিরূপয়িষ্যন্ প্রথমং তদাধারভূতায়া ভূমেরুদ্ধারং বক্তুমাহ। অতীতকল্পেত্যা-দিনা। নিশায়াং সুপ্তং প্রস্বাপঃ, তস্মাদুত্থিতঃ। অতএব তদা সত্ত্বো-দ্রিক্তঃ। দৃশ্যতে হি নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধানাম্ প্রসন্নকরণত্বলক্ষণঃ সত্ত্বাতিশয়ঃ। ৩ ॥ সর্ব্বসম্ভবঃ বিশ্বস্রষ্টা ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণো নারায়ণসংজ্ঞাং ব্যুৎপাদয়তি। ইমং চেতি। ব্রহ্মস্বরূপিণং নারায়ণং প্রতি ব্রহ্ম-স্বরূপো নারায়ণ এবেত্যস্মিন্নর্থে ॥ ৫ ॥ "নরতীতি নরঃ প্রোক্তঃ পর-

মাত্মা সনাতনঃ" ইতি বচনাৎ। নরঃ পুরুষোত্তমস্তস্মাজ্জাতা নারাঃ। তদুক্তম্। "তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্। তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ" ইতি ॥ ৬ ॥ ততঃ কিমত আহ। তোয়ান্তরিতি পাদোনদ্বাভ্যাম্। তোয়স্যোপরি পুষ্করপর্ণং দৃষ্ট্বা তদধিষ্ঠানানুমানাৎ তোয়স্যান্তর্মহীং জ্ঞাত্বা তদুদ্ধারং কর্ত্তুমিচ্ছন্ নারায়ণোঽন্যাং তনুং তদুদ্ধারযোগ্যামকরোদিত্যন্বয়ঃ। ৭। পুরা যথা মৎস্যকূর্ম্মাদিকাং তনুং কল্পাদিষু তত্তৎকার্য্যার্থমকরোৎ তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ ॥ "সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্ সোঽমন্যত অস্তি বৈ তৎ যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতি" ইতি। "স চ বারাহং রূপং কৃত্বা উপন্যমজ্জৎ, স পৃথিবীমপ আচ্ছর্দ" ইত্যাদি। তদা চ বারাহং বপুরাস্থিতঃ সন্ তোয়ং প্রবিবেশ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ৮। বেদযজ্ঞময়রূপমাস্থিতঃ যতোঽশেষজগতঃ স্থিতৌ স্থিতঃ বেদযজ্ঞাধীনত্বাজ্জগৎস্থিতেঃ। ৯। ১০। তদা বসুন্ধরা তদধিষ্ঠাত্রী দেবী তং তুষ্টাব। ১১। অস্মাৎ পাতালতলান্ মামুদ্ধর ত্বত্তো হেতোরহমুত্থিতা উৎপন্না উদ্ধৃতা উদ্গাতা বা। ১২। উপাদানকারণমপি মম চ গগনাদীনাং চ ত্বমেবেত্যাহ ত্বন্ময়েতি ত্বন্ময়ী। ১৩। উপাদাননিমিত্তত্বাদিকং সাধয়ন্তী পরব্রহ্মস্বরূপেণ পূর্ব্বোক্তপুরুষাদি-চতুরূপেণ প্রণমতি নমস্ত ইতি। ১৪। ব্রহ্মাদিরূপেণ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা চ ত্বমেবেত্যাহ ত্বমিতি। পাতা পালকঃ। ১৫। শেষে শয়নং করোষি। ১৬। দিবৌকসোঽপি। ১৭। মুমুক্ষূণামপি তদেব ভজনীয়মিত্যাহ ত্বামিতি পরং ব্রহ্মমূর্ত্তিং ত্বামেবারাধ্য মুক্তিং প্রাপ্তাঃ। ১৮। মনসা গ্রাহ্যং সংকল্প্যম্। বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যমধ্যবস্যম্। ১৯। মম তু ত্বদীয়ত্বং লোকপ্রসিদ্ধমেবেত্যাহ তন্ময়েতি। ত্বৎসমাশ্রয়া ত্বৎশরণা ইত্যেতৈহের্তুভিস্তত আরভ্য মাময়ং লোকো মাধবীং ত্বদীয়ামভিধত্তে।২০। ২১। পরাপরং কারণং কার্য্যঞ্চ। উচ্চনীচং বা। তদাত্মন্! তদ্রূপ যজ্ঞপতে! যজ্ঞফলদ! বষট্কারঃ বষড্ ইতি মন্ত্রঃ তদ্বাচ্যো বা। ২২। যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞমূর্ত্তির্যজ্ঞারাধ্যো বা। তারা অশ্বিন্যাদ্যাঃ। অন্যানি নক্ষত্রাণি, বিপরীতং বা। উভয়থাপি প্রয়োগদর্শনাৎ। ২৩। মূর্ত্তমসর্ব্বগতং দ্রব্যং কঠিনং বা। অদৃশ্যম্ অপ্রত্যক্ষম্। ভূয়ো ভূয় ইত্যাদরার্থম্। ২৪। সামস্বর এব

ধ্বনির্যস্য স ইদানীং বারাহং রূপমনুকৃত্য পরিঘর্ঘরং তজ্জাত্যনুকৃত্য জগর্জ্জ ব্যনদৎ। ২৫। সমুৎক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য। স্ফুটে বিকসিতে পদ্মে ইব লোচনে যস্য সঃ। উৎপলপত্রসন্নিভঃ স্নিগ্ধশ্যামঃ। ২৬। নিষ্কল্মষানপি তান্ মুনীন্ প্রকর্ষেণ ক্ষালয়ামাস অতিনির্ম্মলানকরোৎ। পাঠান্তরেঽপ্যেবমেবার্থঃ। ২৭। বরাহস্য খুরাগ্রেণ বিক্ষতে বিদীর্ণে রসাতলে সতি, তেন দ্বারেণাধস্তাৎ তোয়ানি প্রয়ান্তি। কথং, কৃতশব্দ-সন্ততি সনির্ঘোষং যথা ভবতি তথা, সপ্তম্যন্তপাঠে কৃতা শব্দসন্ততি-র্যস্মিন্ রসাতলে তস্মিন্নধঃ প্রয়ান্তীত্যর্থঃ। শ্বাসানিলেন অস্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ। জনে জনলোকে। ২৮। বিগৃহ্য (ইতি পাঠে) বিশেষেণ গৃহীত্বা রোমা-ন্তরস্থা মুনয় ইতি জনলোকং যাবদ্ রোমপ্রসরণাদিতি ভাবঃ। ২৯। তোষেণ পরীতং ব্যাপ্তং চেতো যেষাং তে। তারতরঃ অত্যুচ্চঃ স চাসাবুন্নতেক্ষণশ্চ উন্নতদৃষ্টিঃ তম্। ধীরতরোদ্ধতেক্ষণমিতি পাঠে নির্ব্বিশঙ্কোদারেক্ষণমিত্যর্থঃ। ৩০। ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাং পরমেশ! অতো জগতঃ প্রসূত্যাদীনাং ত্বমেব হেতুঃ ঈশ্বরশ্চ নিয়ন্তা। যচ্চ পরমং পদং তদপি ত্বত্তো নান্যৎ। ত্বমেব পরং ব্রহ্মে-ত্যর্থঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। ৩১। পরমত্বেন স্তুত্বা প্রস্তুতাবতার-রূপং যজ্ঞরূপকেণ স্তুবন্তি পাদেষ্বিতি ত্রিভিঃ। যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেবেতি প্রতিজ্ঞা। তৎসম্পাদনং পাদেষ্বিত্যাদিভিঃ। চতুঃসংখ্যত্বাদ্ যজ্ঞাঙ্গ-ত্বাচ্চ বেদা যজ্ঞময়স্য তস্য পাদত্বেন রূপ্যন্তে। যূপা উন্নতত্বাৎ দংষ্ট্রা যস্য, হে যূপদংষ্ট্র! দন্তেষু যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিভক্ষণার্থত্বাদ্ যজ্ঞা দন্ত-ত্বেন রূপ্যন্তে। চিতয়ঃ "শ্যেনচিতং চিন্বীত কঙ্কচিতং চিন্বীত" ইত্যা-দিশ্রুত্যুক্তান্যগ্নিস্থলানি, তাশ্চিতয়ো বক্ত্রস্থানীয়াঃ হবির্নিক্ষেপস্থান-ত্বাৎ। এবং সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ সাম্যমূহনীয়ম্। হুতাশোঽগ্নির্জ্জিহ্বা যস্য সঃ। দর্ভাস্তব তনুরুহাণি রোমাণি। ৩২। রাত্র্যহনী তমঃপ্রকাশধর্ম্মকে যজ্ঞকালাত্মকে তব বিলোচনে নিমেষোন্মেষাভ্যাং তয়োরপি তমঃ-প্রকাশধর্ম্মকত্বাৎ। পরং ব্রহ্ম তব শিরঃ উত্তমাঙ্গম্। সূক্তানি বৈষ্ণবা-দীনি সটাকলাপঃ স্কন্ধকেসরসন্দর্ভঃ ঋক্সন্দর্ভরূপত্বাৎ সূক্তানাম্। হবীংষি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং গন্ধবত্ত্বসাম্যাৎ। ৩৩। স্রুক্‌তুণ্ডেত্যাদি চত্বারি-সংবোধনানি। স্রুক্ জুহূস্তুণ্ডং মুখং যস্য, বরাহমুখাকারত্বাৎ স্রুচঃ।

সামস্বর এব ধীরো গম্ভীরো নাদো যস্য প্রাগ্‌বংশঃ অগ্নিশালায়াঃ পূর্ব্বভাগঃ। "পূর্ব্বভাগোঽগ্নিশালায়াঃ প্রাগ্‌বংশঃ পরিকীর্ত্তিত" ইতি বচনাৎ প্রাগ্‌বংশঃ কায়ো মধ্যভাগো যস্য। অখিলানি সত্রাণি দ্বাদশাহাদীনি সন্ধয়ো যস্য, তেষাং ত্রিবৃত্ত্যঞ্চ দশাদ্যহঃসংহতিরূপত্বাৎ। পূর্ত্তং স্মার্ত্তো ধর্ম্মঃ, ইষ্টং শ্রৌতো ধর্ম্মঃ, তৌ শ্রবণৌ যস্য স ত্বমসি। সনাতনাত্মন্! নিত্যমূর্ত্তে! ।৩৪। তদুপপাদয়তি পদক্রমেতি। পদক্রমেণ পাদবিক্ষেপেণাক্রান্তা ব্যাপ্তা ভূর্যেন তথাভূতং ভবন্তং বিশ্বস্যাদিং স্থিতিঞ্চ জনকং পালকঞ্চ বিদ্ম ইত্যন্বয়ঃ। অতঃ পরমেশ্বরোঽসি নাথশ্চ ত্বমেবাসি নাথ্যতে প্রার্থ্যত ইতি নাথঃ। অভিপ্রেতমর্থং যাচনীয়শ্চাসীত্যর্থঃ। পাদক্রমাক্রান্তমনন্তমাদিস্থিতং ত্বমেবেতি পাঠে—ভো অক্ষর! ভো বিশ্বমূর্ত্তে! ত্বয়া পাদক্রমৈরাক্রান্তমনন্তং বিশ্বং তস্মাৎ ত্বমেব বিশ্বস্যাদিস্থিতং কারণং পরমেশ্বরশ্চ নাথশ্চাসীতি বয়ং বিদ্মঃ অতঃ প্রসীদেত্যন্বয়ঃ।৩৫। কিঞ্চ তে তব দংষ্ট্রাগ্রে বিন্যস্তং স্থিতমেতদ্ ভূমণ্ডলম্ উদ্ধৃতপঙ্কং ধৃতপঙ্কং সরোজপত্রমিব বিভাব্যতে প্রতীয়তে কথম্ভূতং সরোজপত্রমিব। পদ্মবনং বিগাহতঃ প্রবিশ্য বিহরতঃ অর্থাদ্ গজেন্দ্রস্য তবেব দংষ্ট্রাগ্রে বিলগ্নমিবেত্যর্থঃ। ৩৬। কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোর্যদন্তরমন্তরীক্ষং তৎ তবৈব বপুষা ব্যাপ্তম্। জগদ্‌ব্যাপ্তৌ সমর্থা দীপ্তয়ো যস্য ভো তথাভূত! পাঠান্তরং সুগমম্।৩৭। তব বপুষা ব্যাপ্তমিত্যুক্তেঃ প্রতীতব্যাপ্যাপবাদেন পরমার্থমাহুঃ। পরমার্থ ইতি। অন্যশ্চেন্নাস্তি কথং তর্হি ত্বয়া ব্যাপ্তমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ। তবৈষ মহিমা মায়াপ্রভাবঃ। কোঽসৌ যেন মহিম্না ব্যাপ্তম্ এতচ্চরাচরং জগৎ স এষঃ। ৩৮। ব্যাপ্তাজ্জগতস্তস্য বৈলক্ষণ্যমাহুঃ। যদেতদিতি। তব যদেতন্মূর্ত্তং ভূতাত্মকং তদ্রূপং দৃশ্যতে এতজ্ জ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধনস্য তব জ্ঞানময়মেব রূপম্। জ্ঞানাত্মকং তবেতি বা পাঠঃ। অযোগিনস্ত্বজ্ঞা ভ্রান্তিজ্ঞানেন জগদ্রূপম্ ভূতময়ং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। ৩৯। ইদং বারাহং রূপং ত্বয়া লীলয়া ধৃতং জ্ঞানাত্মকমিতি কিং বক্তব্যম্। যতো বস্তুতত্ত্বদ্রূপাব্যতিরেকাদ্ জগদপি জ্ঞানময়মেবেত্যাহুঃ জ্ঞানস্বরূপমিতি মোহময়ে সংপ্লবে সংসারসাগরে ৪০। জ্ঞানাত্মকমেব সর্ব্বমিত্যত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণন্তি,

যেত্যিতি। জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তপুরাণাদি; তদ্‌বিদঃ। শ্রুতিশ্চ ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” ইত্যাদিঃ।৪১। সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! জড়াজড়স্বরূপ! ভবস্ত্যস্মিন্নিতি ভবো নিবাসঃ তদর্থমুর্ব্বী-মুদ্ধর এবং কৃত্বা শং সুখং নোঽস্মভ্যং দেহি। ভো অব্জলোচন! অব্জবৎ সুপ্রসন্নে লোচনে যস্য তব।৪২। সাম্প্রতঞ্চ তবেদমেব যুক্তমিত্যাহুঃ সত্ত্বোদ্রিক্তোঽসীতি দ্বাভ্যাম্। ভবায় উদ্ভবার্থম্। অব্জ-লোচন! শ্রীনিলয়ভূতে লোচনে যস্য।৪৩। জগদুপকার এবাস্মৎ-সুখং তদেবাস্মাভিঃ প্রার্থ্যত ইতি ত্বমেব জানাসীতি পুনঃ সংবো-ধয়ন্তি। অব্জে হৃৎপুণ্ডরীকে লোচনং দৃষ্টির্যস্য ভো হৃদয়সাক্ষিন্! ইত্যর্থঃ।৪৪।৪৫। বিততত্বাৎ বিস্তৃতত্বাৎ সংপ্লবং নিমজ্জনং ন যাতি।৪৬। যথাবিভাগং যথাস্থানম্।৪৭। অমোঘবাঞ্ছিতঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।৪৮। যথাতথং যথাবৎ। ভূবাদ্যাংশ্চতুরো লো-কান্ যথাপূর্ব্বং সমকল্পয়ৎ। সংকল্পেনৈব সৃষ্টবান্। পাতালেন সহ ভূবাদীনাং চতুষ্টয়ম্। যদ্ বা মহর্লোকস্যাপি সঙ্কর্ষণমুখানলোষ্মণা শূন্যতয়া বিনষ্টপ্রায়ত্বাৎ চতুরো লোকানিত্যুক্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ। “সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষম-থো স্বঃ” ইতি দিবঃ পৃথগুপাদানাৎ স্বঃ শব্দেন মহর্লোকো গৃ-হ্যতে।৪৯। তদেবং ভূম্যুদ্ধারাদিলোকরচনাপর্য্যন্তা বারাহমূর্ত্তে-র্হরের্লীলোক্তাঃ অথ তেনৈব ব্রহ্মরূপেণ কৃতাং দেবাদিসৃষ্টিমাহ ব্রহ্মরূপেতি।৫০। রজসাবৃতঃ সৃষ্টিং চকারেত্যুক্তং. তত্র রজো-গুণস্য কর্ম্মশক্তিদুঃখাদিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মণো নিত্যং কর্ম্মদুঃখিত্বাদিপ্রা-প্তিমাশঙ্ক্যাহ নিমিত্তমাত্রমিতি। অসৌ হরির্ব্রহ্মরূপধরঃ। অয়মর্থঃ স্রষ্টানাং সর্গে ব্রহ্মা নিমিত্তমাত্রং পর্জ্জন্যবৎ সন্নিধিমাত্রেণ সাধারণ-কারণমেব ন তু প্রতিসৃজ্যং স্বয়ং ব্যাপ্রিয়তে। তদুক্তম্। “যথা সন্নিধি-মাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়ত” ইত্যত্র তর্হি মুখ্যং কারণম্ কিমিত্যত্রাহ প্রধানকারণীভূতা ইতি। প্রধানং মুখ্যমসাধারণং কারণং তথাভূতাঃ। যতঃ কারণাৎ সৃজ্যশক্তয় এব।৫১। এতদ্ বিবৃণোতি। নিমিত্তমাত্রমিতি নিমিত্তমাত্রসমবধানে সতি কারণাত্মনা স্থিতং সূক্ষ্মং বস্তুস্বপরিণাম-শক্ত্যেব বস্তুতাং স্থূলরূপতাং নীয়তে নিমিত্তাদ্ যদন্যৎ তৎ স্থূল-

রূপপরিণামার্থং নাপেক্ষতে। যথা ধান্যাদিবীজেষু সূক্ষ্মাত্মনা স্থিতমঙ্কুরাদি পর্জ্জন্যে সতি স্বপরিণামশক্ত্যৈব তথা পরিণমতে তদ্বৎ। অতো নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। ৫২।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।



ব্রহ্মরূপধরো দেবঃ সৃষ্টিঞ্চকারেত্যুক্তম্। তৎপ্রকারং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি, যথেতি দ্বাভ্যাম্। ভূ-ব্যোম সলিলান্যোকাংসি স্থানানি যেষাং তান্। ১। যদ্গুণমিত্যাদি। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ। স্বভাবঃ শান্তত্বঘোরত্বাদিঃ। রূপং দ্বিপাচ্চতুষ্পাদিত্যাদ্যাকারঃ। যাদৃগ্গুণশীলাকারমিত্যর্থঃ। ২। ৩। অবিদ্যাং বিনা সৃষ্টেষু দেহেষু জীবানাং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ প্রথমমবিদ্যাবির্ভাবমাহ সৃষ্টিমিতি। অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ অনবধানমূলঃ তমোময়ঃ অবিদ্যাবৃত্তিরূপঃ। ৪। তদেবাহ, তম ইতি। অন্ধসংজ্ঞিতঃ অন্ধতামিস্রঃ। পঞ্চপর্ব্বাণি বৃত্তিবিশেষা যস্যাঃ সা। তত্র তমোদেহাদাবনাত্মন্যাত্মাভিমানঃ। মোহস্তৎসম্বন্ধিষু পুত্রাদিষু স্বাম্যহমস্মীত্যভিমানঃ। মহামোহঃ শব্দাদিভোগস্পৃহা। তামিস্রস্তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ। অন্ধতামিস্রো বিনাশাদিশঙ্কয়া নিত্যং তদ্রক্ষণাদ্যভিনিবেশঃ। এতে চ পঞ্চবিপর্য্যয়াঃ পাতঞ্জলে ক্লেশশব্দেনোক্তাঃ "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা" ইতি। ৫। তদেবমবিদ্যায়ামুদ্ভূতায়াং সত্যাং প্রথমমত্যন্ততমোময়ং স্থাবরসর্গমাহ, পঞ্চধেতি সার্দ্ধেন। তস্য সৃষ্টিং ধ্যায়তঃ সতো নগাত্মকঃ স্থাবররূপঃ সর্গঃ পঞ্চধাবস্থিতঃ। "বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বীরুৎ সমস্তাস্তৃণজাতয় ইতি পঞ্চমাংশে বক্ষ্যমাণঃ পঞ্চপ্রকারো জাত ইত্যর্থঃ। তস্য

সামান্যলক্ষণম্ অপ্রতিবোধবান্ কোঽহমিতি পরামর্শশূন্যঃ বহিঃ শব্দাদিবিষয়ে অন্তঃ সুখাদৌ চ অপ্রকাশঃ জ্ঞানশূন্যঃ। সংবৃতাত্মা মূঢ়স্বভাবঃ।৬। মুখমিব প্রথমং ব্রহ্মণঃ সর্গো ভবতীতি মুখ্যা নগাঃ স্থাবরাঃ। অতএব পর্ব্বতানাং স্থাবরত্বেঽপি ব্রাহ্মসর্গাৎ প্রাগেব বরাহেণ সৃষ্টত্বান্নাত্রানুপ্রবেশ ইতি পঞ্চধেত্যুক্তম্। যদ্বা পর্ব্বতানাং পক্ষচ্ছেদনিমিত্তমাগন্তুকং স্থাবরত্বং ন স্বাভাবিকমিতি নাত্রানুপ্রবেশঃ। মুখ্যসর্গপরিতোষেণ সর্গান্তরং ধ্যায়তস্তস্মাৎ কিঞ্চিদুৎকৃষ্টস্তির্য্যক্সর্গো জাত ইত্যাহ। তং দৃষ্ট্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। অসাধকং পুরুষার্থপ্রবৃত্তিশূন্যং দৃষ্ট্বাঽপরং সর্গমমন্যদমন্যত দধ্যাবিত্যর্থঃ। অমন্যত পরং পুনরিতি পাঠঃ সাধুঃ।৭। তির্য্যক্স্রোতাঃ অভ্যবর্ত্তত সন্ধিরার্ষঃ। যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ তির্য্যগাহারসঞ্চারেণ প্রকৃষ্টং বৃত্তং বৃত্তির্জীবনং যস্য সঃ।৮। পশ্বাদয় ইতি আদিশব্দেন পক্ষ্যাদিঃ তেষাং লক্ষণং তমঃপ্রায়াস্তমোঽধিকাঃ। অবেদিনঃ অনুসন্ধানশূন্যাস্তথা চ শ্রুতিঃ "অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানং, ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং প্রপশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ ইতি"। উৎপথগ্রাহিণঃ উন্মার্গবর্ত্তিনঃ ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যাদিবিবেকরহিতা ইত্যর্থঃ। অজ্ঞানে বিপর্য্যয়জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাভিমানিনঃ।৯। অহংকৃতাঃ সাহঙ্কারমেব কৃতং কর্ম্ম যেষাং তে অহংমানাঃ সাহঙ্কার এব মানোঽববোধো যেষাং তে। অষ্টাবিংশদ্বধাত্মকাঃ অষ্টাবিংশতিবধস্বভাবাঃ। অন্তঃসুখাদাবেব প্রকাশঃ প্রকৃষ্টং জ্ঞানং যেষাং তে। আবৃতাশ্চ পরস্পরম্ অন্যোন্যাভিজাত্যস্বভাবাদ্যনভিজ্ঞাঃ। অষ্টাবিংশতিবধাঃ সাংখ্যোক্তাঃ। "একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহবুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টাঃ। সপ্তদশধা তু বুদ্ধের্ব্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাম্। আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ। বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চতুষ্টয়োঽভিহিতাঃ॥ ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥" অয়মর্থঃ, ইন্দ্রিয়বধা একাদশ অন্ধবধিরত্বাদিরূপাদ্ বৈকল্যাৎ স্বার্থগ্রহণাশক্তিরূপাঃ। তুষ্টীনাং নবানাং সিদ্ধীনাঞ্চাষ্টানাং বৈকল্যাৎ সপ্তদশধা বুদ্ধের্ব্বধঃ। তদেবমষ্টাবিংশতিবধাত্মকাঃ পশ্বাদয়ঃ। যদ্যপি মনুষ্যাদীনামপীন্দ্রিয়াদ্যশক্ত-

ষ্যঃ সম্ভবন্তি তথাপি তিরশ্চাং তদাধিক্যাদেবমুক্তম্। তত্র নবতুষ্টীরাহ। আধ্যাত্মিকাঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাশ্চতস্রস্তুষ্টয়ঃ। তত্রাষ্টবিধপ্রকৃত্যাং চিন্তলয়ান্ মুক্তোঽস্মীতি প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ। সন্ন্যাসবেশোপাদানমাত্রাৎ কৃতার্থোঽস্মীতি তুষ্টিরুপাদানাখ্যা। কালতএব সেৎস্যতি, কিং ধ্যানক্লেশেনেতি তুষ্টিঃ কালাখ্যা। ভাগ্যোদয়াদেব সেৎস্যতীতি তুষ্টির্ভাগ্যাখ্যা। এতাশ্চাত্মানমধিকৃত্য ভবন্তীত্যাধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ। অর্থানামর্জ্জনরক্ষণব্যয়নাশাদিদোষদর্শনেন শব্দাদিপঞ্চবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ তুষ্টয়ো বাহ্যবিষয়ত্বাদ্ বাহ্যাঃ। এবং নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ। অষ্টৌ সিদ্ধীরাহ। উহ ইতি। উপদেশানপেক্ষমেবার্থোন্নয়নমূহসিদ্ধিঃ। প্রাসঙ্গিকাচ্ছব্দশ্রবণাদর্থজ্ঞানং শব্দসিদ্ধিঃ। গুরূপদেশাদেব ততো বিবেকার্থজ্ঞানমধ্যয়নসিদ্ধিঃ। দুঃখত্রয়বিঘাতাৎ তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তিতোঽর্থসিদ্ধিঃ। বিদ্বত্তপস্বিশুশ্রূষালভ্যা অর্থসিদ্ধিরিত্যেতা অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ। অয়ঞ্চেন্দ্রিয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিরূপস্ত্রিবিধঃ। সিদ্ধের্মুক্তেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশঃ প্রতিঘাতক ইতি শ্লোকত্রয়স্যার্থঃ। আসাঞ্চ তুষ্টিসিদ্ধীনামভাবসলিলাচেত্যাদি পারিভাষিকসংজ্ঞান্তরং তত্তদবান্তরভেদশ্চ বিস্তরভয়ান্ ন লিখ্যতে। অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকা ইতি বা পাঠঃ। তদা তু ভাগবতোক্তা নব দ্বিশফাঃ, ষড়েকশফাঃ, ত্রয়োদশ পঞ্চনখা ইত্যষ্টাবিংশতির্ভেদাগ্রাহ্যাঃ। তদুক্তং "গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ। দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম। খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা। এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্। শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ। সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ। ১০। তির্য্যক্সর্গাপরিতোষেণ পুনর্ধ্যায়তো দেবসর্গোঽভূদিত্যাহ, তমপীতি ত্রিভিঃ। ঊর্দ্ধ্বম্ উপরি দেহাদ্ বহিরেব স্রোত আহাররসগ্রহণং যস্য সঃ। অমৃতদর্শনাদেব তৃপ্তেঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। "ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি। সাত্ত্বিকোর্দ্ধ্বং সাত্ত্বিকং সুখপ্রকাশাদিকমূর্দ্ধ্বমধিকং যথাভবত্যেবমবর্ত্তত। ১১। তদেবাহ। ত ইতি সুখং বিষয়েন্দ্রিয়যোগজম্। প্রীতিস্তস্মিন্সিক্তো হর্ষঃ। সত্ত্বাধিক্যাৎ সুখপ্রীতিবহুলে যেষাং তে তথা। ১২।১৪।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পস্য ভগবদ্‌ধ্যানশীলস্যেতি বা। অব্যক্তাদিতি মুখ্যাদিসর্গেম্বপি সমানং তেষ্বপি কারণান্তরস্যানুক্তত্বাৎ। তথা চ বায়ুঃ "অব্যক্তাজ্জায়তে বাস্য মনসা যদ্ যদিচ্ছতি। বশীকৃতত্বাৎ ত্রৈগুণ্যাৎ সাপেক্ষত্বাৎ স্বভাবত ইতি। ১৫। যস্মাদর্ব্বাগধঃ প্রবিষ্টেনাহারেণ প্রবর্ত্তন্তে। ১৬। তমউদ্রেকাৎ দুঃখবহুলা রজোঽধিকত্বাদ্ ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মশীলাঃ। প্রকাশবহুলত্বাদ্ বহিরন্তশ্চ প্রকাশাঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ সাধকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকারিত্বাৎ। ১৭। ষড়ত্রেতি দ্বিতীয়াধ্যায়োক্তৈঃ সহ ষড়েতে সর্গাঃ। তথা হি ইন্দ্রিয়দেবতাসর্গস্য বাহ্যদেবতাসর্গস্য চ দেবতাসর্গত্বেনৈক্যং ইন্দ্রিয়সর্গেণ সহাভেদশ্চ বক্ষ্যতে অহঙ্কারাবিদ্যাসর্গয়োশ্চ বুদ্ধিভেদত্বাৎ বুদ্ধ্যাত্মক-মহত্তত্ত্বান্তর্ভাবঃ। ভৌতিকব্রহ্মাণ্ডসর্গস্য ভূতসর্গান্তর্ভাবঃ। এবঞ্চ সতি মহত্তত্ত্বভূতেন্দ্রিয়সর্গাস্ত্রয়ঃ মুখ্যতির্য্যঙ্‌মনুষ্যসর্গাশ্চ ত্রয় ইত্যেবং ষড়েতে সর্গাঃ কথিতা ইত্যর্থঃ। তানেব কিঞ্চিদবান্তরভেদবিবক্ষয়া নবধা নিরূপয়ন্নাহ, প্রথমো মহত ইত্যাদিনা। বিরাট্ সমস্তশরীরাভিমানিনো ব্রহ্মণো মহত্তত্ত্বং লিঙ্গশরীরম্ অতোঽসৌ ব্রহ্মণঃ সর্গো বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা ব্রহ্ম পরমাত্মা, তৎকর্ত্তৃকঃ সর্গো বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। ১৮। দেবতাসর্গাভেদবিবক্ষয়েন্দ্রিয়সর্গ এব বৈকারিক ইত্যুচ্যতে। ১৯। ইত্যেষ প্রাকৃতঃ প্রকৃতীনাং ব্রহ্মাণ্ডকারণানাং সর্গ ইত্যর্থঃ। অবুদ্ধিরবিদ্যাখ্যপ্রকৃতিস্তৎপূর্ব্বকঃ সংভূতঃ। যদ্ বা বুদ্ধির্মহত্তত্ত্বং তৎপূর্ব্বকস্তদাদিরিত্যর্থঃ। ২০। তির্য্যগেব যোনির্যস্য স তির্য্যগ্‌যোনিঃ স এব তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স্বার্থে ষ্যঞ্ স পঞ্চমঃ সর্গ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ২১। তত্র সাত্ত্বিকো দেবসর্গঃ পূর্ব্বমুক্ত ইদানীং সাত্ত্বিকতামসোভয়স্বভাবমপরং দেবসর্গমাহ, অষ্টম ইতি। স চ বায়ুপ্রোক্তো বিবৃতঃ "অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ। বিপর্য্যয়েণ চাশক্ত্যা সিদ্ধ্যা তুষ্ট্যা তথৈব চ। স্থাবরেষু বিপর্য্যাসাৎ তির্য্যগ্‌যোনিম্বশক্তিতঃ। সিদ্ধ্যাত্মনা মনুষ্যেষু তুষ্ট্যা দেবেষু কৃৎস্নশঃ" ইতি। বিপর্য্যাসাঃ পঞ্চ তমোমোহ ইত্যাদয়ঃ। অশক্তিরেকাদশেন্দ্রিয়বৈকল্যলক্ষণা। সিদ্ধিরষ্টবিধা, তুষ্টিশ্চ নববিধা প্রাগেব প্রপঞ্চিতা। স্থাবরাদিম্বত্যন্তবিপর্য্যয়াদিস্বভাবেষু তত্তৎস্বভাবানুগ্রহকো দেবসর্গো হি অনুগ্রহশব্দেনো-

চ্যতে। স চ স্থাবরেষু তির্য্যক্ষু চ তমসঃ পোষকত্বাৎ তামসঃ। মনুষ্যেষু দেবেষু চ সিদ্ধিতুষ্ট্যনুরূপত্বোপবৃংহকত্বাৎ সাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ।২২। পঞ্চৈতে মুখ্যসর্গাদয়ো বৈকৃতাঃ। বিকৃতীনাং সর্গাঃ। মহদাদয়ঃ প্রাকৃতাঃ। দেবতাসর্গান্তরমাহ, প্রাকৃতা ইতি কৌমারঃ নীললোহিত-রুদ্র-সনৎকুমারাদীনাং সর্গঃ। তত্র সনৎকুমারাদিসর্গো বৈকৃতঃ, বিকৃতিভূতেন ব্রহ্মণা কৃতত্বাৎ। রুদ্রসর্গস্তু প্রাকৃতঃ, প্রকৃতিতঃ স্বয়মেবোদ্ভূতত্বাদিতি কেচিৎ। তথা চ বক্ষ্যতি "প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিত" ইতি। অন্যেত্বাহুঃ রুদ্রসর্গো বিকৃত্যন্তরজনকত্বাৎ প্রাকৃতঃ, সনৎকুমারাদীনাং নৈষ্ঠিকানাং সর্গো বিকৃত্যন্তরানুৎপাদকত্বাদ্ বৈকৃত এবেতি। ২৩। জগৎ স্বজত ঈশ্বরস্য জগতো মূলহেতবঃ এতে নব সর্গাঃ সমাখ্যাতা ইত্যর্থঃ। ২৪। ব্রহ্মণঃ শরীরাদ্ বিস্তারেণ সৃষ্টিং বক্তুং কুমারাদৌ তাবৎ সনিমিত্তাং মানসীং সুরাদিসৃষ্টিং পূর্ব্বোক্তামনুবদতি কর্ম্মভিরিতি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্বৈঃ কর্ম্মভির্ভাবিতা অধিবাসিতাঃ। অতস্তাঃ প্রজাঃ সংহারে উপসংহৃতা অপি তয়া খ্যাত্যা তত্তৎকর্ম্মানুসারিণ্যা বুদ্ধ্যা অনির্মুক্তাঃ ন নিতরাং বিমুক্তাঃ, সংস্কাররূপেণ স্থিতয়ৈব জজ্ঞির ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ২৬। সুরাদ্যাঃ সুর-নর-তির্য্যক্-স্থাবরা এবং চতুর্ব্বিধাঃ। ২৭। ইদানীং শরীরাৎ সৃষ্টিমাহ তত ইত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। দেবাদীংশ্চতুষ্টয়ং চতুঃসংখ্যান্ অম্ভাংসি অম্ভঃসংজ্ঞান্ সিসৃক্ষুরাত্মানং মনোঽযুযুজৎ সমাধত্তেত্যন্বয়ঃ। "তানি বা এতানি চত্বার্য্যম্ভাংসি দেবা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাঃ" ইতি শ্রুতের্দ্দেবাদীনামম্ভঃসংজ্ঞা। ২৮। তমসো মাত্রা লেশঃ সৃষ্টাদৃষ্টবশাদুদ্রিক্তা অভূৎ। ২৯। তমোমাত্রাত্মিকাং তনুমিতি বিশেষণাৎ তমোময়ং ভাবমুৎসসর্জ্জ ইত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি। বিভাবরী রাত্রিঃ। শ্রুতিশ্চ "সা তমিস্রাভবৎ" ইতি। ৩০। অন্যদেহস্থঃ সাত্ত্বিকে ভাবে স্থিতঃ সন্ সিসৃক্ষুঃ প্রীতিং সুখমবাপ। মুখতঃ। "স মুখাৎ দেবান্ সৃজতে" ইতি শ্রুতেঃ। ৩১। সত্ত্বপ্রায়ং প্রকাশাত্মকম্। রাত্রিরভূদিত্যাদিকথনস্যোপযোগমাহ, ততো হীতি। যতস্তমোময্যা রাত্রিভূতায়াস্তনোর্নির্গতাঃ ততো হ্যসুরা রাত্রৌ বলিনঃ, অতস্তৎপূজা রাত্রৌ কার্য্যেত্যর্থঃ। এবং দিবাদিষপি

দ্রষ্টব্যম্ । ৩২ । অন্যাং তনুং জগৃহে, গৃহীত্বা চাত্মানং জগৎপিতৃবন্-মন্যমানস্য পার্শ্বাভ্যাং পিতরো জাতাঃ। "যথাহ বায়ুঃ, পিতৃবন্ মন্যমানস্তু পুত্রান্ প্রধ্যায়তঃ প্রভুঃ। স পিতৄনুপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহ্নোরন্তরেঽসৃজৎ,, ইতি। ৩৩। ৩৪। ৩৫। সদা ইত্যনেন তত্তদ্ বুদ্ধিমন্তরেণ স্বতনুত্যাগো নাস্তীতি দর্শিতম্। জ্যোৎস্না প্রভাতম্। ৩৬। সন্ধ্যা-সময়ে সন্ধ্যোপলক্ষিতে অপরাহ্ণ ইত্যর্থঃ। "অপরাহ্ণঃ পিতৄণাম্,, ইতি শ্রুতেঃ। ৩৭। তস্মাৎ জ্যোৎস্না রাত্র্যহঃসন্ধ্যাসময়া ব্রহ্মণস্তু শরীরাণীতুপাসনার্থমুক্তম্। ৩৮। তয়া ক্ষুধা। ৩৯। ততো ব্যাপ্তঃ সন্ অন্ধকারে স্থিত্বা অসৃজৎ। প্রভুমভ্যধাবন্ ভক্ষয়িতুমিতি শেষঃ। ৪০। তেষামেব মধ্যে যে যেহন্যে খাদামো যক্ষাম ইত্যূচুঃ, তে যক্ষণাৎ ভক্ষণাধ্যবসায়াদ্ যক্ষাঃ জক্ষ ভক্ষহসনয়োঃ। জক্ষ ইতি বক্তব্যে যকারঃ পরোক্ষতার্থঃ "পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ,, ইতি শ্রুতেঃ *। ৪১। শীর্য্যন্ত অশীর্য্যন্ত অহীয়ন্তেত্যর্থঃ। শিরোহীনাঃ সন্তঃ পুনস্তস্য শিরঃ সমারূঢ়াঃ। ৪২। সর্পণাৎ শিরঃসমারোহণাৎ। ক্রোধাত্মনঃ ক্রোধাত্মকান্। ৪৩। গাং বাচং ধয়ন্তঃ পিবন্তঃ গায়ন্ত ইত্যর্থঃ। ৪৪। গাং পিবন্তো গায়ন্তো জজ্ঞিরে তেন তে গন্ধর্ব্বাঃ। তচ্ছক্তিনোদিতঃ তেষাং স্রষ্টানাং শক্তিভিঃ প্রাক্কর্ম্মসংস্কাররূপাভিঃ প্রযুক্তঃ সন্। ৪৫। তত্তদ্ বুদ্ধিভিরেতানি সৃষ্ট্বা স্বচ্ছন্দতঃ তত্তৎকর্ম্মবশাদেবোৎপন্নয়া স্বেচ্ছয়া বয়সঃ দেহাবস্থাবিশেষাৎ বয়াংসি পক্ষিণঃ, অবয়ঃ মেষাঃ। ৪৬। ৪৭। অশ্বতরান্ বেসরান্। ন্যঙ্কূন্ কৃষ্ণসারাদিবন্যগবিশেষান্। অন্যাশ্চ জাতয়ঃ তির্য্যগ্ জাতীয়াঃ। ৪৮। তদেবং কল্পস্যাদাবেব পশূনোষধীশ্চ সৃষ্ট্বা অনন্তরং ত্রেতাযুগমুখে প্রাপ্তে সতি গ্রাম্যারণ্যব্যবস্থয়া তদাধ্বরে সাধনতয়া যুযোজ। কৃতযুগে যজ্ঞানামপ্রবৃত্তেঃ। ৪৯। গ্রাম্যারণ্যভেদমেবাহ গৌরিতি দ্বাভ্যাম্। ৫০। শ্বাপদো ব্যাঘ্রাদিঃ, দ্বিখুরো গবয়াদিঃ, ঔদকাঃ কূর্ম্মাদয়ঃ, সরী-

---

* তেষাং মধ্যে যৈঃ রক্ষ্যতামিত্যুক্তং তে রাক্ষসাঃ, যে খাদাম ইত্যূচুঃ, তে জক্ষণাৎ ভক্ষণাধ্যবসায়াৎ যক্ষাঃ। যক্ষ ভক্ষহসনয়োরিত্যস্য বর্ণব্যত্যয়েন জকারাস্য যকারঃ। সাক্ষাৎ ভক্ষণার্থশব্দাভাবঃ পরোক্ষতার্থঃ, "পরোক্ষ প্রিয়া ইব দেবাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৪১ ॥

স্থপাঃ সর্পগোধাদয়ঃ । ৫১। পূর্ব্বাদিমুখেভ্যঃ সৃষ্টিমাহ চতুর্ভিঃ। গায়ত্রং ছন্দঃ, ঋচ ঋগ্বেদম্, ত্রিবৃৎস্তোমং স্তোত্রসাধনভূতানামৃচাং সমুদায়ম্ । রথন্তরং সাম। যজ্ঞানাং মধ্যে অগ্নিষ্টোমং সোমযাগসংস্থাবিশেষম্ । ৫২। যজুংষি, যজুর্ব্বেদম্ উক্থং সোমসংস্থাম্ । ৫৩। সামানি সামবেদং, সাম বৈরূপম্ । অতিরাত্রং সোমসংস্থাম্। ৫৪। একবিংশং স্তোমম্, অথর্ব্বাণমথর্ব্ববেদম্ । আপ্তোর্যামাণং সোমসংস্থাম্ । অনুষ্টুভং ছন্দঃ। বৈরাজং সাম। ৫৫। সৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং ভূতনাং কর্ম্মস্বভাবাদি বক্তুং পূর্ব্বোক্তমেব সৃষ্টিপ্রপঞ্চমনুবদতি, উচ্চাবচানীতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। উচ্চাবচানি উৎকৃষ্টনিকৃষ্টানি দেবাসুরাদীনি। ৫৬। ৫৭। নরকিন্নরভেদশ্চ "নরোঽশ্বজঘনোঽপি স্যাৎ কিন্নরোঽশ্বমুখো নর,, ইত্যভিধানোক্তেঃ। অব্যয়ং চিরকালাবস্থায়িপ্রবাহনিত্যং বা ব্যয়ং তদ্বিপরীতম্ ।৫৮। এবং সৃষ্টানাং তেষাং ভূতানাং মধ্যে। ৫৯। তান্যেব চ কর্ম্মাণ্যাহ। হিংস্রং মারকম্, অহিংস্রং তদ্বিপরীতং, শারীরং কর্ম্ম মৃদুসদয়ম্ । ক্রূরঞ্চ তদ্বিপরীতং মানসং কর্ম্ম ঋতঞ্চানৃতঞ্চ বাচিকং কর্ম্ম। কিঞ্চিদ্ধিংস্রমপি ধর্ম্মএব যথাগ্নীষোমীয়াদি পশ্বালম্ভনম্ । অহিংস্রমপি পরস্ত্রীগমনাদিকমধর্ম্মঃ। মৃদুকর্ম্মাণি কিঞ্চিদধর্ম্মঃ। যথা রাজ্ঞাং চৌরাদিরক্ষণম্ । ক্রূরমপি কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মঃ যথা রাজ্ঞাং দুষ্টশাসনম্ । সত্যমপি কিঞ্চিদধর্ম্মঃ যথা ব্রাহ্মণাদের্ব্বধপ্রাপ্তৌ তদনুকূলম্ । অনৃতমপি ব্রাহ্মণাদিরক্ষণং ধর্ম্মএব। অতো ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি তয়োঃ পৃথগ্ গ্রহণম্ । তদ্ভাবিতাঃ তৈর্হিংস্রাদিকর্ম্মভির্ব্বাসিতাঃ তস্মাদদ্যাপি যো যদ্ বাসনাবাসিতস্তস্মৈ তদেব রোচতে। ৬০। এবং তত্তদ্বাসনানুসারেণৈব ইন্দ্রিয়ার্থেষু নানাত্বম্ অমৃতমন্নং ফলং তৃণমিত্যাদিভোগ্যবিষয়বিভাগম্ । ভূতেষু নানাত্বং জলস্থলচরাদিবিভাগম্ । শরীরেষু নানাত্বং দ্বিপাচ্চতুষ্পাদাদিরিভাগং বিনিয়োগঞ্চ। অনেন জীবভেদং কার্য্যমিত্যাদি তত্তৎকর্ম্মানুসারেণ স্বয়মেবাসৃজৎ। ৬১। নাম ইন্দ্রোঽগ্নির্যম ইত্যাদিরূপঞ্চ। বজ্রহস্তত্বাদিকৃত্যানাঞ্চ বর্ষণদহনসংযমাদীনাম্, প্রপঞ্চনং তত্তদবান্তরভেদঃ। ৬২। কিঞ্চ ঋষীণাং বসিষ্ঠাদীনাং নামানি। তস্মাদ্ বাসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্য্য ইত্যাদিনিয়োগে যোগ্যানি তত্তৎসূক্তমন্ত্রাদিদর্শনযোগ্যানি চ বেদে যথাশ্রুতানি তথৈব কৃত-

বান্। ৬৩। ননু দেবাদীনামনিত্যানাং কথং নিত্যেন বেদেনাভিধান-মিত্যাশঙ্ক্য প্রবাহনিত্যত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি, যথেতি। যস্মিন্ বসন্তাদৌ ঋতৌ যানি ঋতুলিঙ্গানি পুষ্পফলাদীনি পর্য্যয়ে তস্য ঋতোঃ পুনরাবৃত্তৌ তানি তানি তজ্জাতীয়ান্যেব দৃশ্যন্তে, তথৈব যুগমন্বন্তর-কল্পাদিষু ভাবা দেবাদয়ঃ। ৬৪। উপসংহরতি, করোতীতি সিসৃক্ষা চ শক্তিশ্চ সর্ব্ববিষয়া তাভ্যাং যুক্তঃ। ৬৫।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।



বিস্তরতো ব্রূহীতি যদ্ উক্তং তদেব বিবৃণোতি যথাচেতি ॥ ১ ॥* তাশ্চতুর্ব্বিধা মুখাদিভ্যঃ সৃষ্টাঃ প্রজাঃ। ইদং প্রসিদ্ধং চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বারো বর্ণাঃ ॥ ৫ ॥ এতদেব বিভাগেন স্পষ্টয়তি, ব্রাহ্মণা ইতি। পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চেতি ব্রাহ্মণাদিভিঃ প্রাতিলোম্যেন সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥ তৎসৃষ্টেঃ প্রয়োজনমাহ। যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ যজ্ঞসাধনভূতম্ উত্তমং চাতুর্ব্বর্ণ্যং চকার ইত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি অধ্যয়-নাদ্যভাবাৎ ন কর্ম্মণি স্যাৎ ইতি সূত্রে জৈমিনিঃ শূদ্রস্য অধ্য-য়নাদ্যভাবাদ্ যজ্ঞাধিকারং ন মন্যতে, তথাপি দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারেণ তৎসাধনত্বাৎ। "নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ," ইত্যাদি স্মৃতেঃ পাকযজ্ঞাদিষু সাক্ষাদনধিকারাৎ ন বিরোধঃ ॥ ৭ ॥ যজ্ঞনিষ্পাদনস্য উপযোগমাহ, যজ্ঞৈরিতি। আপ্যায়িতাস্তর্পিতা

---

* ... সিসৃক্ষোঃ সত্যাভিধ্যায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পস্য ব্রহ্মণ ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ইতি [illegible] । ২ ।

দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ তাঃ যজ্ঞকর্ত্রীঃ প্রজাঃ তর্পয়ন্তি। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগ্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাদ্ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ,, ইতি স্মৃতেঃ। অতো যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ॥৮॥ তেষু শ্রেষ্ঠানধিকারিণো দর্শয়তি নিষ্পাদ্যন্ত ইতি। স্বধর্ম্মেষু শ্রৌতেষু অভিরতৈঃ বিশুদ্ধাচরণং স্মৃত্যাদিবিহিতং তদুপেতৈঃ। পাঠান্তরে বিরুদ্ধাচরণাদ্ অপেতৈঃ নিবৃত্তৈঃ সদ্ভির্ব্বিদ্বদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভির্ম্মন্বাদিসমানাচারানুবর্ত্তিভিঃ॥ ৯॥ অতো ধর্ম্মাধিকারত্বাৎ মানুষ্যং স্তৌতি, স্বর্গাপবর্গৌ ইতি। যথাভিরুচিরং স্থানং সত্যলোকাদি *॥১০॥ তদেবং চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতয়ে তাঃ প্রজাঃ স্বষ্টাঃ সম্যক্ শ্রদ্ধয়া যঃ সমাচারস্তস্মিন্ প্রবণাঃ॥১১॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থাফলমাহ যথেচ্ছেতি দ্বাভ্যাম্। যথেচ্ছয়া আবাসঃ গিরিকন্দরাদি স্থানং, তস্মিন্ নিরতাঃ। যতঃ সর্ব্ববাধাভিঃ শীতোষ্ণাদিপীড়াভির্ব্বিবর্জ্জিতাঃ। শুদ্ধাঃ সৎকুলীনাঃ॥১২॥ তাসাং শুদ্ধং জ্ঞানং ভবতি যেন জ্ঞানেন তৎপদং প্রপশ্যন্তি॥১৩॥ তদেবং ধর্ম্মানুষ্ঠানফলম্ উক্তম্। ইদানীং কালবশেন তদ্বৈকল্যাৎ প্রাণিনামনিষ্টপ্রাপ্তিমাহ, তত ইত্যাদিনা। ততঃ ত্রেতাযুগে কিঞ্চিদতিক্রান্তে সতি স প্রসিদ্ধঃ কালাত্মকো যোঽসৌ হরেরংশঃ কথিতঃ সঃ অঘং পাপং রাগাদিকং বিষয়াভিলাষদ্বেষমাৎর্য্যাদিকম্ অসাধকং পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকং তাসু প্রজাসু পাতয়তি প্রতিক্ষিপতি ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কথংভূতং, ঘোরং বহুদুঃখপ্রদম্ অল্পাল্পসারবৎ অত্যল্পসুখদং যদ্বা অত্যল্পবলং উৎপত্তিসময় এব ধৃতিমতা পুংসা জেতুং শক্যম্॥১৪॥ অনন্তরং তু অধর্ম্মস্য বীজভূতং তত্র হেতুস্তমোঽভিনিবেশঃ লোভস্তৃষ্ণা তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তৎ॥১৫॥ অতঃ কিম্ ইত্যত আহ তত ইতি। সহজা স্বাভাবিকী সা সিদ্ধিঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতা ইতি অত্র উক্তা ক্ষুৎপিপাসাদি-দ্বন্দ্বজয়লক্ষণা নাতীব জায়তে। রসোল্লাসাদয়ঃ সিদ্ধয়ঃ স্কান্দাদিপ্রোক্তাঃ "রসস্য স্বত এবাস্তরু-

* অতো ধর্ম্মাধিকারিত্বাৎ মানুষ্যং স্তৌতি, সর্গাপবর্গাবিতি। মানুষ্যাৎ মানুষ্যং প্রাপ্য অভিরুচিরং স্থানম্ উপাসনানুষ্ঠানকামনাবিষয়ং সত্যলোকাদ্যপি মনুষ্যা এব যান্তীতি মনুষ্যস্তুতিঃ। ইতি রত্নগর্ভঃ। ১০।

ল্লাসঃ স্যাৎ কৃতে যুগে। রসোল্লাসাখ্যা সা সিদ্ধিঃ তয়া হন্তি ক্ষুধং নরঃ। ক্রিয়াদি নিরপেক্ষেণ সদা তৃপ্তাঃ প্রজাস্তদা। দ্বিতীয়া সিদ্ধিরুদ্দিষ্টা সা তৃপ্তির্মুনিসত্তমৈঃ। অধমোত্তমত্বং নাস্ত্যাসাং সা তৃতীয়াভিধীয়তে॥ চতুর্থী তুল্যতা তাসামায়ুষঃ সুখরূপয়োঃ। ঐকান্ত্যবলবাহুল্যং বিশোকা নাম পঞ্চমী। পরমাত্মপরত্বেন তপোধ্যানাদিনিষ্ঠতা। ষষ্ঠী নিকামচারিত্বং সপ্তমী সিদ্ধিরুচ্যতে। অষ্টমী চ তথা প্রোক্তা যত্র ক্বচন শায়িতা, ইতি ॥ ১৬ ॥ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বৈরভিভবাৎ দুঃখৈঃ আর্ত্তাঃ পীড়িতাঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ চৌরাদিভয়পরিহারার্থং দুর্গাণি শীতাদিপ্রতীকারার্থঞ্চ গৃহাণি জীবিকাদ্যর্থঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি চক্রুরিত্যাহ। ততো দুর্গাণি ইত্যাদিনা। কৃত্রিমং পরিখাদ্যাবৃতং প্রাকারাদি। পুরাদীনাং লক্ষণং ভৃগুণোক্তম্ "সুপাবাসঃ পুরী প্রোক্তা বিশাং পুরমপীষ্যতে। একতো যত্র তু গ্রামো নগরঞ্চৈকতঃ স্থিতম্। মিশ্রং তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরিসমাশ্রয়ম্। বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি তে। স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চ। পণ্যক্রয়াদিনিপুণৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যজনৈর্যুতম্। অনেকজাতিসম্বন্ধং নৈকশিল্পিসমাকুলম্। সর্ব্বদৈবতসম্বন্ধং নগরন্ত্বভিধীয়তে,, ইতি ॥ ১৮ ॥ গৃহাণি চ বিশ্বকর্ম্মোক্তানি "ধ্রুবং ধন্যং জয়ং কান্তং বিপুলং বিজয়ং তথা। সুপক্ষং সুমুখং নন্দং নিধনঞ্চ মনোরমম্,, ইত্যাদীনি যথান্যায়ং অর্থনিমিত্তাদ্যনুসারেণ যথা বাস্তুশাস্ত্রম্ ॥ ১৯ ॥ বার্ত্তোপায়ং জীবিকাসাধনং কৃষ্যাদি, হস্তসিদ্ধিং হস্তাভ্যাং সাধ্যাং সিদ্ধিং ভৃতিম্। তান্ এবাহ কর্ম্মজাং তৎ তৎ কর্ম্মনিমিত্তাম্ ॥ ২০ ॥ তত্র কৃষিফলং প্রপঞ্চয়তি, ব্রীহয়শ্চেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। অণবঃ ক্ষুদ্রশালয়ঃ। প্রিয়ঙ্গুসদৃশং তৃণধান্যম্। প্রিয়ঙ্গবঃ কঙ্গবঃ। উদারা দীর্ঘনালাঃ। কোরদূষাঃ কোদ্রবাঃ। চীণকা অণুতুল্যাঃ॥ ২১॥ নিষ্পাবা শিম্বাঃ। আঢ়ক্যস্তুবর্য্যঃ শণা গোণ্যুপাদানত্বচঃ। ইত্যেতা গ্রাম্যাণাং কৃষিসাধ্যানাং জাতয়ঃ সপ্তদশ ॥ ২২ ॥ তাসু ব্রীহ্যাদ্যাঃ শ্যামাকান্তা একোনদশ যজ্ঞিয়াঃ যজ্ঞসাধনভূতাঃ। আরণ্যা নীবারাদ্যাঃ পঞ্চ যজ্ঞসাধনভূতাঃ। অথবা শ্যামাকা অপ্যারণ্যা এব তৃণধান্যরূপত্বাৎ ॥ ২৩ ॥২৪॥ নীবারা আরণ্যা ব্রীহয়ঃ। জর্ত্তিলাঃ আরণ্যাস্তিলাঃ। গবেধুকাঃ কুষুম্ভসদৃশবীজাঃ।

বেণুযবাঃ বেণুবীজানি, মর্কটকাঃ আরণ্যাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ ॥ ২৫ ॥ এতাশ্চতুর্দ্দশ যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে স্মৃতা ইত্যন্বয়ঃ। যজ্ঞশ্চ আসাম্ ওষধীনাং হেতুঃ বৃষ্টিদ্বারেণ ॥ ২৬ ॥ প্রজানাং পরং কারণং বৃদ্ধিহেতুত্বাৎ। পরাপরবিদো, যজ্ঞাঃ কারণং প্রজাস্তু কার্য্যম্ ইত্যেবং বিদঃ ॥ ২৭ ॥ অহন্যহনি পঞ্চ মহাযজ্ঞানাম্ অনুষ্ঠানং গৃহস্থানাম্ প্রত্যহং ক্রিয়মাণস্য পঞ্চসূনালক্ষণস্য পাপস্য শান্তিদং নাশকম্ ॥ ২৮ ॥ তদেবং ব্রহ্মস্বষ্টানাং যজ্ঞাঙ্গভূতানাং ওষধীনাং কৃষ্যাদিপ্রবৃত্ত্যা প্রবাহনিত্যত্বমুক্তম্। যজ্ঞানাঞ্চ দৃষ্টাদৃষ্টলক্ষণং মহৎ ফলম্ উক্তম্। তথাপি তেষাং কৈশ্চিদননুষ্ঠানে পূর্ব্বোপক্ষিপ্তমেব রাগাদিকং কারণমাহ, যেষাং তু ইতি ত্রিভিঃ। তে যজ্ঞেষু মানসং ন চক্রুঃ ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞানাং ব্যাসেধকারিণঃ প্রতিহন্তারঃ ॥ ৩০ ॥ অতএব প্রবৃত্তিমার্গোচ্ছেদকারিণঃ। যজ্ঞাননুষ্ঠানে দেবৈরবর্ষণাদ্ অন্নাভাবেন প্রজাবৃদ্ধেরসিদ্ধেঃ ॥ ৩১ ॥ তদেবং প্রজাঃ স্বষ্ট্বা তাসাং বার্ত্তায়াং কৃষ্যাদিনা সিদ্ধায়াং সত্যাং যথাগুণং সত্ত্বোদ্রেকাদ্যনুসারেণ ব্রাহ্মণাদীনাং বর্ণানাং গৃহস্থাদ্যাশ্রমাণাঞ্চ মর্য্যাদাধর্ম্মব্যবস্থাং যথাস্থানং তৎ তৎ স্বধর্ম্মাবস্থানানুসারেণ লোকব্যবস্থাঞ্চ কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ তদেবাহ বর্ণানাং ইতি যাবৎ সমাপ্তিঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্রিয়াবতাং নিত্যনৈমিত্তিকাগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠাতৃণাং প্রাজাপত্যং স্থানং পিতৃলোকঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥ মারুতং স্থানং দেবলোকঃ ॥ ৩৫ ॥ গুরুবাসিনাং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাং জনলোকম্ ॥ ৩৬ ॥ বনৌকসাং বানপ্রস্থানাং তপোলোকম্। ব্রাহ্মণাদীনাং বিশেষং বক্তুং গৃহস্থানাং পূর্ব্বোক্তমেব স্থানং অনুবদতি প্রাজাপত্যম্ ইতি। সন্ন্যাসিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতং সত্যলোকস্থানম্। "সন্ন্যাসাদ্ ব্রহ্মণঃ স্থানম্" ইতি বচনাৎ ॥ ৩৭ ॥ যোগিনাং জ্ঞানিনাম্। তদেব স্পষ্টয়তি একান্তিন ইতি ॥ ৩৮ ॥ ভগবদুপাসকানামপি ক্রমম্ উক্ত্বা তদেব স্থানম্ ইত্যাশয়েনাহ গত্বা গত্বেতি ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে তেষামপি বা ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।



অথ যৌনসৃষ্টিং বক্ষ্যন্ পূর্ব্বোক্তায়াং মানসশরীরসৃষ্টৌ কঞ্চিদ্ বিশেষং বক্তুমাহ তত ইতি ত্রিভিঃ। প্রাগনুক্তবিশেষোক্তেঃ তত ইতি অপূর্ব্বসৃষ্টিবৎ প্রস্তাবঃ। তত্রৈবং শঙ্ক্যতে, ননু মনসা সংকল্পমাত্রেণ ভূতোপাদানং বিনা ভৌতিকানাং দেহানাং কথং জন্ম কথং বা জড়াৎ শরীরাৎ চেতনানাং জন্ম ইতি তত্রাহ, তৎশরীরেতি তস্য ব্রহ্মণঃ শরীরাৎ সমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈর্দ্দেহৈঃ কারণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ মনসা নিমিত্তভূতেন মানস্যঃ প্রজা জজ্ঞিরে ব্রহ্মশরীরস্থভূতানি এব তদ্দেহানাম্ অপাদানকারণম্ ইত্যর্থঃ॥ ১॥ তথা ধীমতঃ চেতনস্য সমষ্টিজীবস্য তস্য ব্রহ্মণো জড়েভ্যোঽপি গাত্রেভ্য উৎপদ্যমানৈর্দ্দেহৈঃ তৎসংকল্পমাত্রাদুদ্বুদ্ধসংস্কারা ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত আবির্ভূতা ইত্যর্থঃ। তান্ এবাহ তে সর্ব্বে ইতি॥ ২॥ ৩॥ যৌনসৃষ্টেঃ প্রয়োজনমাহ যদাস্যেতি। ন ব্যবর্দ্ধন্ত পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ বৃদ্ধিং ন প্রাপ্তাঃ। অথ অন্যান্ যৌনসৃষ্টিপ্রবর্ত্তকান্ ভৃগ্বাদীন্ সৃষ্টবান্॥ ৪॥ ৫। আত্মনঃ সদৃশান্ ইতি যদ্ উক্তং তদেব ব্রহ্মসমাখ্যয়া দর্শয়তি। নব ব্রহ্মাণ ইতি ক্রোধাৎ রুদ্রসৃষ্টিং তত্রৈব মনুসৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মণঃ ক্রোধে কারণং দর্শয়ন্নাহ সনন্দনাদয় ইতি॥ ৬॥ আগতজ্ঞানাঃ প্রাপ্তজ্ঞানাঃ পাঠান্তরে অনাগতেঽপি অর্থে জ্ঞানং যেষাম্॥ ৭॥ এবং তেষু প্রজাসৃষ্টৌ নিরপেক্ষেষু মহাত্মনঃ সৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্তস্য ব্রহ্মণঃ ক্রোধোঽভূৎ॥ ৮॥ তস্য ব্রহ্মণঃ ক্রোধসমুদ্ভূতানাং জ্বালানাং মালাভিরভিতো দীপিতং ত্রৈলোক্যম্ অভূদ্ ইত্যন্বয়ঃ॥ ৯॥ ১০॥ অর্দ্ধাভ্যাং নারী চ নরশ্চ বপুর্যস্য সঃ। প্রচণ্ডঃ অতিক্রোধনঃ। আত্মানং স্ত্রীপুরুষাকারদেহং বিভজ, পৃথক্ কুরু ইতি তম্ উক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং গতঃ॥ ১১॥ ১২॥ সৌম্যাসৌম্যৈঃ ইত্যস্য বিবরণং শান্তাশান্তৈরূপৈরিতি॥ ১৩॥ তত একাদশ বিভাগতঃ ক্রোধাংশে নির্গতে সতি সাত্ত্বিকস্বভাবং পূর্ব্বম্ আত্মনঃ স্বদেহাৎ

সংভূতম্ অতএব "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" ইতি শ্রুতেঃ,, আত্মানম্ এব তং মনুং প্রজাপালনার্থম্ অকরোৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ তাং স্বদেহাদ্ভূতাং নারীং পত্ন্যর্থং জগৃহে তপসা নির্ধূতকল্মষাম্ ইতি চ দেব ইতি চ বিভূরিতি চ. সাপিণ্ড্যদোষপরিহারার্থমুক্তম্ ॥ ১৫ ॥ ব্যজায়ত প্রসূতাঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ স চ রুচিঃ তাং জগ্রাহ। তয়োর্দ্দক্ষিণাসহিতো যজ্ঞো মিথুনম্ এব পুত্রো জজ্ঞে ॥ ১৮ ॥ স্বায়ম্ভুবে মনৌ তন্মন্বন্তরে যামা ইতি দেবাঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ তাসাং নামানি কথয়ন্ এব বিবাহানাহ শ্রদ্ধা ইত্যাদি পঞ্চভিঃ ॥২১॥২২॥২৫॥ ধর্ম্মপত্নীনাং ত্রয়োদশানাং পুত্রানাহ, শ্রদ্ধা ইতি ত্রিভিঃ। চলা লক্ষ্মীঃ ॥ ২৬ ॥ ক্রিয়া ত্রিগুণা অতঃ তমোঽংশেন দণ্ডং রজোঽংশেন নয়ং সত্ত্বাংশেন বিনয়ম্ অনৌদ্ধত্যরূপম্ অসূয়ত। লজ্জা শারীরং বিনয়ং, বপুঃ সংজ্ঞাব্যবসায়াত্মকং প্রজজ্ঞে ॥ ২৭ ॥ কীর্ত্তির্যশঃসংজ্ঞং পুত্রম্ অসূয়ত ॥ ২৮ ॥ নন্দা কামস্য ভার্য্যা। তদেবং ধর্ম্মভার্য্যাণাং বংশা উক্তাঃ। অন্যাসাং দক্ষকন্যানাং পুত্রান্ "দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত,, ইত্যাদিনা উত্তরাধ্যায়ত্রয়ে বক্ষ্যতি। তত্র তাবদ্ ধর্ম্মবংশোক্ত্যা তৎপ্রতিযোগিতয়া চ বুদ্ধিস্থস্য অধর্ম্মস্য বংশং প্রসক্তানুপ্রসক্তেন চ নিত্যপ্রলয়াদিকম্ আহ, হিংসা ইত্যাদিনা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ব্রহ্মণঃ পুত্রৌ। "ধর্ম্মঃ স্তনাদ্ দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্। অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মাৎ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ,, ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ২৯ ॥ নিকৃতির্ব্বঞ্চনং তাভ্যাম্ অনৃতনিকৃতিভ্যাং ভয়নরকাখ্যং পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে, ॥ ২৯A॥ এতয়োস্তু ভয়নরকয়োর্যথাক্রমং মায়া চ বেদনা চ ইতি মিথুনত্বসম্পাদকং ভার্য্যাদ্বয়ঞ্চ তাভ্যামেব জজ্ঞে ইত্যর্থঃ। তয়োর্ম্মায়াবেদনয়োর্ম্মধ্যে মায়া মৃত্যুং জজ্ঞে জনয়ামাস ভয়াৎ ইতি অর্থসিদ্ধম্ ॥ ৩০ ॥ বেদনা চ দুঃখং স্বসুতং স্বযোগ্যং সুতং রৌরবাৎ নরকাৎ জনয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ দুঃখোত্তরা দুঃখোদর্কা যতোঽধর্ম্মলক্ষণাঃ পাপরূপাঃ। যদ্বা প্রাচীনাধর্ম্মজ্ঞাপকাঃ তৎফলত্বাৎ এষাং ব্যাধ্যাদীনাম্। ঊর্দ্ধ্বরেতসঃ কার্য্যানুৎপাদকাঃ চরমকার্য্যদুঃখভোগাত্মকত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ রৌদ্রাণি তামসানি অতো জগতো নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং প্রয়ান্তি ॥ ৩৩ ॥ নিত্যপ্রলয়হেতুপ্রসঙ্গাৎ নিত্য-

সর্গ-নিত্যস্থিতিহেতূনাহ দক্ষ ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ননু সর্গাদীনাং কাদাচিৎকানাং কথং নিত্যস্থিত্যাদিহেতুত্বম্ ইত্যাশয়েন পৃচ্ছতি, যেয়মিতি। নিত্যাভাবাঃ নিত্যপ্রলয়াঃ ॥ ৩৬॥ তৈস্তৈঃ দক্ষাদিমন্বাদিরূপৈর্ভগবান্ এব সর্গাদীন্ করোতি, অতো ন উক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। অব্যাহতান্ অবিচ্ছিন্নান্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র প্রলয়ং চতুর্দ্ধা প্রপঞ্চয়তি নৈমিত্তিক ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ যচ্ছেতে যদা শেতে ব্রহ্মনিদ্রানিমিত্তো নৈমিত্তিকঃ। ব্রহ্মাণ্ডং যদা প্রকৃতৌ লয়ং প্রয়াতি স প্রাকৃতিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞানাৎ পরমাত্মনি যোগিনো লয় আত্যন্তিকঃ সদৈব দীপজ্বালাবৎ সান্তত্যেন জাতানাং দিবানিশং যো বিনাশঃ স নিত্যঃ ॥ ৪০ ॥ ত্রিবিধাং সৃষ্টিম্ আহ, প্রসূতিরিতি। মহাপ্রলয়াবসানে প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ যা মহদাদিপ্রসূতিঃ সা প্রাকৃতী সৃষ্টিঃ। অবান্তরপ্রলয়াদ্ অনন্তরং যা চরাচরসৃষ্টিঃ সা দৈনন্দিনী ॥৪১॥ ভূতানীতি। অস্মদাদিসৃষ্টিপ্রবাহো নিত্যসর্গ ইত্যর্থঃ আত্যন্তিকপ্রলয়বদ্ আত্যন্তিকসৃষ্টেরভাবাৎ সৃষ্টিস্ত্রিবিধৈব ॥ ৪২ ॥ উপসংহরতি এবমিতি ॥ ৪৩ ॥ তর্হি বিষ্ণোঃ সর্ব্বশরীরেষু সর্ব্বদা স্থিতত্বাৎ কালভেদেন উৎপত্ত্যাদয়ো ন স্যুঃ তত্রাহ সৃষ্টীতি। তথাপি বিষ্ণুশক্তীনাং সত্ত্বাদীনাং তত্র তত্র কালভেদেন সঞ্চারান্ নায়ং দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥ যস্মাৎ ত্রিগুণাত্মকবিষ্ণুশক্তিত্রয়পরিবৃত্ত্যা সৃষ্ট্যাদিপ্রবাহো ভবতি অতো গুণাতীতস্য ন পুনস্তৎপ্রবাহপাত ইত্যাহ, গুণত্রয়েতি যোঽতিযাতি অতিক্রামতি স পরং পদং যাতি এব "ন পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

দক্ষজামাতুর্দ্ধর্ম্মস্য বংশোক্তৌ তৎপ্রতিযোগিতয়া বুদ্ধিস্থস্যা-ধর্ম্মস্য নিত্যপ্রলয়হেতুং তামসং বংশম্ উক্ত্বা ইদানীং তদনুবাদ-পূর্ব্বকং প্রস্তুতং দক্ষকন্যান্বয়মনুবর্ত্তয়িতুং তৎকন্যাপরিণেতুর্নীল-লোহিত-রুদ্রস্য সর্গমাহ, কথিত ইতি। যদ্যপি "খ্যাতিঃ সত্যথ সংভূতিঃ" ইত্যুপদেশক্রমেণ খ্যাতেরন্বয়ঃ প্রথমং বক্তুং যুক্তঃ তথাপি তৎকথা অতিবিততত্বাদ্ অনন্তরং বক্ষ্যতে। যদ্বা পূর্ব্বোক্তাৎ তামসাদ্ রুদ্রসর্গাদ্ অন্যোঽয়ং কুমারসর্গান্তর্ভূতঃ সাত্ত্বিকো রুদ্র-সর্গঃ, তম্ ইমং শৃণুষ্ব ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥ রুদন্ দ্রবংশ্চ প্রাদুরাসীদ্ ইতি রুদ্রনামনিরুক্তিঃ। "এবমুক্তোস্তু রুরুদদ্ দ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ। রোদনাদ্ দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রো নাম্নেতি বিশ্রুতঃ" ইতি বায়ূক্তেঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ হে দেব! ত্বং রুদ্রোঽসি রোদনাদ্ দ্রাবণাচ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ পরমে-শ্বরস্যাপি সতো রোদনাদি—শিশুত্বনাট্যং লোকসংগ্রহায় পিতৃ-পারতন্ত্র্য-দ্যোতনার্থম্ । অতএব আশ্চর্য্যত্বাদ্ রোদনাদের্নামনিরু-ক্তিহেতুত্বাদ্ রোদনাদিনামোপাধিভেদাদ্ অষ্টনাম্ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫ ॥ অন্যানি সপ্ত নামানি দদৌ ইত্যুক্তং তানি এবাহ, ভবমিতি। তৎ ভবাদিনামানম্ উবাচ তস্য ভবাদিনামানি কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ তদেবাহ চক্রে নামানীতি। রুদ্রভবাদীনাং সূর্য্যাদীনি অষ্টস্থানানি। তান্যেব অভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ তনবো মূর্ত্তয় উচ্যন্তে। দীক্ষিতো ব্রাহ্মণ ইতি স্বধর্ম্মানুষ্ঠাতরি ক্ষেত্রজ্ঞে পরমাত্মাভিব্যক্তেস্তন্মূর্ত্তিত্বম্। "আত্মা তস্যাষ্টমী মূর্ত্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ। ব্যাপিকেতরমূর্ত্তীনাং বিশ্বং তস্মাৎ শিবাত্মকম্। স্থানেষ্বেতেষু যে রুদ্রং ধ্যায়ন্তি প্রণমন্তি চ। তেষামষ্টতনুর্দ্দেবো দদাতি পরমং পদম্", ইতি বায়ূক্তেঃ। সূর্য্যো জলং মহী বায়ুর্বহ্নিরিতি ক্রমো দ্রষ্টব্যঃ। তথা সতি সুবর্চ্চলাদীনাং পত্নীনাং যথাক্রমং সম্বন্ধঃ। বায়োঃ শিবা পত্নী, বহ্নেঃ স্বাহেতি

সিধ্যতি, বক্ষ্যমাণেঽপি পুত্রক্রমে বহ্নেঃ স্কন্দঃ পুত্র ইতি উপপৎস্যতে; অতো বহ্নির্ব্বায়ুরিতি পাঠক্রমো ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ সূতি-প্রসূতৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ * উক্তস্য রুদ্রসর্গস্য প্রস্তুতোপযোগমাহ, এবংপ্রকার ইতি সতীং নাম দক্ষস্য কন্যাং দক্ষকোপাৎ পিত্রা দক্ষেণ স্বযজ্ঞে রুদ্রবর্জ্জনোদ্ভূতাৎ অতস্তস্যাঃ সন্ততির্নাভূদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ অনন্যাং ভবৈকনিষ্ঠাম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীঃ নারায়ণস্য পত্নী যা তাং শ্রিয়ং চাসূয়ত ॥ ১৩ ॥ প্রশ্নঃ স্পষ্টার্থঃ ॥ ১৪ ॥ উত্তরস্যায়ং ভাবঃ। তস্যা উৎপত্তিমত্ত্বে ভবেদ্ অয়ং বিরোধঃ। নিত্যায়া এব সর্ব্বগতায়াঃ সর্ব্বাত্মিকায়াশ্চ বিষ্ণুশক্তেস্তস্যাঃ কার্য্যবশেন বিষ্ণোরিব আবির্ভাবমাত্রম্, অতঃ পূর্ব্বং ভৃগুসুতারূপেণ আবির্ভূতায়া দুর্ব্বাসঃশাপেন চ তিরোভূতায়াঃ পুনঃ ক্ষীরাব্ধৌ আবির্ভাবো ন বিরুধ্যত ইতি যদ্ এতদাহ, নিত্যৈব ইত্যাদিনা যাবদ্ উত্তরাধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১৫ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ সর্ব্বাত্মকত্বং তথা তথোপাসনার্থং প্রপঞ্চয়তি। অর্থো বিষ্ণুরিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। বাণী অর্থাভিধায়িকা বাক্ ইয়ং শ্রীঃ। নীতির্দ্দণ্ডনীতিরেষা, শ্রীঃ, নয়ঃ সামাদ্যুপায়ঃ। বোধঃ আত্মপ্রকাশঃ, বুদ্ধিস্তদভিব্যঞ্জিকা ধীবৃত্তিঃ। ধর্ম্মোঽপূর্ব্বং, সৎক্রিয়া যাগাদিঃ ॥১৬॥ ভূধরো গিরিভূ্পতির্বা। যদৃচ্ছালাভৈঃ অলং প্রত্যয়ঃ। সন্তোষঃ তথানিবৃ্ত্তিস্তুষ্টিঃ ॥ ১৭ ॥ ইচ্ছা ধনাদিস্পৃহা, কামস্তদ্‌ভোগাভিলাষঃ ॥ ১৮ ॥ চিতিরিষ্টিকাচয়নম্ ॥ ১৯ ॥ সামস্বরূপী রথন্তরাদি-গানরূপঃ। উদ্‌গীতিস্তদ্‌গানব্যাপারঃ। হুতাশনো বাসুদেবঃ, স্বাহা তু লক্ষ্মীঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ দ্যৌঃ শ্রীঃ, অবকাশো বিষ্ণুঃ ॥২২॥ ধৃতির্ম্মেধাদি ধারণং, জগচ্চেষ্টা চ লক্ষ্মীঃ, তৎকর্ত্তা বায়ুর্হরিঃ ॥২৩॥২৪॥† ধূমোর্ণা যমস্য ভার্য্যা। ধনেশ্বরঃ কুবেরঃ, ঋদ্ধিস্তস্য পত্নী ॥ ২৫ ॥

* লোহিতাঙ্গো মনোজবো বায়ুবিশেষো বায়োরপত্যং স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ো বহ্নেঃ, স্বর্গঃ স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আকাশস্য, এবং সন্তানস্তদধিষ্ঠাতা দেবো দীক্ষিতস্য ইতি রত্নগর্ভঃ ॥ ১০ ॥

† জলং জলধি গোবিন্দ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ। জলধি, জলধেঃ ষষ্ঠীলোপশ্ছান্দসঃ। লক্ষ্মীস্বরূপমিতি ব্যত্যয়েন ক্লীবত্বম্ ॥ ২৪ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ॥

বরুণস্য ভার্য্যাপি গৌরীসংজ্ঞা ॥ ২৬ ॥ অবষ্টম্ভঃ পুরুষকারঃ, শক্তিস্তৎসামর্থ্যম্ ॥ ২৭ ॥ জ্যোৎস্না প্রভা, দীপো হরিঃ হরের্ব্বিশেষণং সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চেতি। ক্রমরূপঃ সংস্থিতঃ, লতায়া আশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥ বধূর্জ্জায়া, বরঃ পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ইতস্ততঃ পুনরুপাদিৎসা তৃষ্ণা, তৎপ্রাপ্যার্থপর্য্যাপ্তির্লোভঃ। রাগঃ কামঃ, রতিস্তৎপত্নী ॥ ৩১ ॥ অনয়োরাভ্যাং পরমন্যৎ ন বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।



তদেবং মৈত্রেয়কৃতাক্ষেপপরিহারার্থং সর্ব্বাত্মত্বপ্রপঞ্চনেন বিষ্ণোরিব লক্ষ্ম্যা অপি নিত্যত্বমুক্তম্, ইদানীম্ আবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাং তদুক্তং বিরোধং পরিহর্ত্তুমাহ ইদঞ্চেত্যাদিনা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতীত্যন্তেন গ্রন্থেন। ভৃগুসুতাপি শ্রীর্যথা ক্ষীরাব্ধৌ জাতা ইত্যুচ্যতে ইদঞ্চ শৃণু। ময়াপি এবমেব সন্দিহানেন মরীচেঃ সকাশাদ্ এতদ শ্রুতমাসীৎ ॥ ১ ॥ * তত্র প্রথমং ভৃগুসুতায়াঃ সত্যাস্তিরোধানে কারণং বক্তুমাহ দুর্ব্বাসা ইতি। শঙ্করস্যাংশ ইত্যনেন তস্য শক্রশাপে সামর্থ্যম্ অপরাধাসহিষ্ণুত্বঞ্চোক্তম্। সন্তানো দেবতরুঃ, তদীয়ানাং পুষ্পাণাং স্রজং মালাম্। যস্যা গন্ধেন বাসিতং তদ্ বনং বনচারিণাম্ অতিসেব্যম্ অভূৎ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ উন্মত্তব্রতধৃগ্-যোগিনো হি জড়োন্মত্তপিশাচা ইব বর্ত্তন্তে। তাং স্রজং তাং বিদ্যাধরবধূং যাচিতবান্ ইতি দ্বিকর্ম্মকো যাচতিঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ তাং স্রজং মূর্দ্ধি কৃত্বা

---

* ইহ দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ তিরোধানং শ্রিয়স্ততঃ।
হরেঃ স্তুত্যাব্ধিমথনাৎ শ্রিয়ো জন্মাদি বর্ণ্যতে। ১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

মেদিনীং পরিবভ্রাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥ ঐরাবতমূৰ্দ্ধনি ন্যস্তা সা চ কৈলাসশিখরে জাহ্নবী ইব ররাজ ॥ ৯ ॥ মদেন অন্ধকারিতে সঞ্জাতান্ধকারে অক্ষিণী যস্য অসৌ করেণ আঘ্রায় ইতি করিণঃ করস্যৈব ঘ্রাণত্বাৎ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ অতিস্তব্ধোঽসি গর্ব্বিতোঽসি শ্রিয়ো ধাম লক্ষ্ম্যা নিবাসভূতাম্ ॥ ১২ ॥ তে ত্বয়া হর্ষেণ উৎফুল্লৌ বিকসিতৌ কপোলৌ যস্য তথাভূতেন সতা ত্বয়া ॥ ১৩ ॥ ত্রৈলোক্যশ্রীস্তব ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যং বিনাশম্, অতো মালাবহুমানাকরণদোষাৎ ॥১৪॥১৫॥* গজেন ক্ষিপ্তায়া উপেক্ষিতত্বাদ্ ভবতা এব ক্ষিপ্তা ইত্যুক্তম্। তস্মান্মালায়া ধরণীতলে প্রক্ষেপদোষাৎ। ত্বদীয়ং ত্রৈলোক্যং প্রনষ্টলক্ষ্মীকং দারিদ্র্যাভিভূতং ভবিষ্যতি ইতি দ্বিতীয়ঃ শাপঃ ॥১৬॥১৭॥ অকল্মষং সাপরাধশাপে দোষাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ অন্যে তে মুনয়ঃ যে দয়ালবঃ। অহং তু ন তথা ॥ ২০ ॥ তদেবাহ, গৌতমাদিভিঃ স্বভার্য্যাধর্ষণাদ্যপরাধেঽপি ত্বয়ি দাক্ষিণ্যেন অনুগ্রহপরৈঃ মুধা বৃথৈব গর্ব্বং প্রাপিতোঽসি, অক্ষান্তৌ এব সারস্তপোবলং, তদেব সর্ব্বস্বং যস্য তং মাম্ ॥২১॥** উচ্চৈরুচ্চকৈঃ স্তুবদ্ভিঃ, যদ্বা উচ্চকৈরুন্নমিতৈঃ শিরোভিরুচ্চাসনোপবিষ্টস্য তব স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ এবং সতি। জ্বলজ্জটেতি, মম মুখং নিরীক্ষ্য যো ভয়ং ন গতঃ স কঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ বিড়ম্বনাম্ অবহাসম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ অপধ্বস্তং নষ্টপ্রায়ম্ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ নিঃসত্ত্বাঃ ধৈর্য্যশূন্যাঃ। অতো লোভাদিভিঃ উপহতেন্দ্রিয়াঃ অতঃ স্বল্পেঽপ্যর্থে সাভিলাষাঃ ॥ ২৮ ॥ এতদেব স্পষ্টয়তি যত ইতি। যতো যত্র সত্ত্বং ধৈর্য্যং তত্র লক্ষ্মীঃ। সত্ত্বং ভূত্যানুসারি লক্ষ্ম্যাঃ এবানুসারি লক্ষ্ম্যা এবানুবর্ত্তি এবং ধৈর্য্যলক্ষ্ম্যোঃ পরস্পরাবিনাভূতত্বাৎ শ্রীনিবৃত্ত্যা সত্ত্বনিবৃত্তিমাহ,

* কিঞ্চ, অতো দ্বিজমাত্রসাদৃশ্যজ্ঞানাৎ মানিনা অমররাজোঽহমিত্যভিমানবতা ভবতা মম অবমানং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ!

** তদেবাহ গৌতমাদিভিরন্যৈশ্চ মুধা বৃথা গর্ব্বম্ আপাদিতো লম্ভিতঃ। গৌতমো হি স্বভার্য্যায়া অহল্যায়া ধর্ষকং ত্বাং সর্ব্বাঙ্গভগোভব ইতি শপ্তবান্। স্বৎপ্রসাদিতঃ স এব সর্ব্বাঙ্গনেত্রং চকার। নৈবং কারুণিকত্বং মম ইতি ভাবঃ। অক্ষান্তিরসহিষ্ণুতা, সৈব সারং তপোবলং তদেব সর্ব্বস্বং যস্য তম্ ॥ ২১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

নিঃশ্রীকাণামিতি। তেন সত্ত্বেন বিনা গুণাঃ ঔদার্য্যসন্তোষ-ক্ষমাশীলাদয়ঃ কুতঃ॥ ২৯॥ ততোঽনর্থপরম্পরামাহ বলেতি। লঙ্ঘনীয়ঃ অভিভাব্যঃ॥ ৩০॥ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুমান্ লজ্জিতঃ অবজ্ঞাতঃ সন্ অপধ্বস্তমতিঃ নষ্টপ্রজ্ঞো ভবতি॥ ৩১॥ ৩২॥ রণং যুদ্ধম্ ইন্দ্রাপরাধেন ত্রৈলোক্যস্য নিঃশ্রীকত্বং প্রাপ্তম্ অতস্ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিতয়া প্রাপ্নুবদপি তদ্ বিপক্ষেষু দৈত্যেষু দেবেষু ইব নাতিপ্রভূতম্ ইতি দৈত্যানাং জয়ঃ সঙ্গচ্ছতে॥ ৩৩॥ হুতাশনপুরোগমা ইতি অগ্নের্দূতত্বাৎ পুরোগমত্বম্ "অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদ্" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৪॥ জগদুৎপত্ত্যাদীনাং হেতুম্। স্বয়ম্ অহেতুম্ স্বত এব নিত্যসিদ্ধম্॥ ৩৫॥ অজয়োঃ কার্য্যভূতয়োরিতি জন্মরহিতয়োরপি তয়োঃ সর্গাভিমুখীকরণেন কার্য্যত্বম্॥ ৩৬॥ উত্তরদিগবস্থিতং তীরং পরং কূলমিতি বা॥ ৩৭॥ ইষ্টাভিঃ পূজিতাভিঃ অপেক্ষিতার্থদ্যোতিকাভিরিতি বা পরাপরাণাম্ উৎকৃষ্টনিকৃষ্টানাং সর্ব্বজীবানাং পতিম্॥ ৩৮॥ নমাম ইত্যুত্তরশ্লোকেঽপি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বং সর্ব্ব-স্বরূপং সর্ব্বস্যেশ্বরঞ্চ। লোকে যে ধামধরাঃ প্রভাববন্তস্তেষাম্ আধারম্ ইন্দ্রাদীনাং প্রভাবো যদাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অভেদিনং নির্ভেদম্; অপ্রকাশং স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশশূন্যম্ ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ ৪০॥ যত্র সর্ব্বমিত্যাদি যৎ শব্দানাং স আদ্যঃ পুমান্ প্রসীদতু ইতি তৃতীয়েন অন্বয়ঃ। পরাণাম্ অর্থাদীনামপি যঃ পরঃ পুরুষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি॥ ৪১॥ তস্মাৎ পরস্মাদ্ অব্যক্তপ্রেরকাৎ কারণাত্মনঃ পুরুষাদপি যঃ পরমাত্মৈব স্বরূপধৃক্ মূর্ত্তিধারী অতএব যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ॥ ৪২॥ ৪৩॥ কলাকাষ্ঠানিমেষাদি-কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং, জগৎচেষ্টানিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তির্লক্ষ্মীর্ন বর্ত্ততে স্বরূপাভিন্নত্বাৎ নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তস্যা স্বরূপাভেদাৎ শুদ্ধস্য ইত্যুক্তম্॥ ৪৪॥ নমু যদি লক্ষ্মীস্তৎস্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ পতিরুচ্যতে, তত্রাহ, প্রোচ্যত ইতি। পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীঃ তস্যা ঈশঃ পরমেশো যঃ

শুদ্ধঃ কেবলোঽপি উপচারতো ভেদবিবক্ষয়া প্রোচ্যতে। দ্বিতীয়ো যৎ শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ পূর্ব্বশ্লোকার্থং প্রপঞ্চয়তি কার্য্যকার্য্যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতিকার্য্যস্য মহতো যৎ কার্য্যমহঙ্কারাখ্যং, তস্য কার্য্যং ভূতসূক্ষ্মবর্গঃ। তস্যাপি কার্য্যং মহাভূতবর্গঃ। তৎকার্য্যং ব্রহ্মাণ্ডম্। তস্য কার্য্যভূতো ব্রহ্মদক্ষাদিবর্গঃ ততশ্চ তৎপুত্রপৌত্রাদিপ্রবাহভূতো যঃ স্বয়মেব, তং প্রণতাঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তথা কারণম্ অর্ব্বাক্স্রষ্টৈর্ব্রহ্মাদি, তস্য কারণং ব্রহ্মাণ্ডম্, তস্য কারণং মহাভূতানি, তৎকারণং ভূতসূক্ষ্মাণি, তৎকারণানাম্ অহঙ্কারমহৎসূত্রাণাং হেতুং প্রধানভূতং প্রণতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ প্রকৃতের্গুণক্ষোভাৎ প্রথমং ক্রিয়াশক্তিসূত্রম্ উৎপদ্যতে। ততো জ্ঞানশক্তি মহত্তত্ত্বং ততোঽহঙ্কার ইতি প্রক্রিয়ায়াং তৎকারণানাম্ ইত্যনেন বহুবচনান্তেন অহঙ্কারমহৎসূত্রাণাং গ্রহণম্। তদুক্তং "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্" ইতি। যদ্বা প্রকৃত্যা সহ তৎকারণানাম্ ইতি বহুত্বসম্পাদ্য-তদ্ধেতুং প্রকৃতিপ্রেরকম্ ঈশ্বরং প্রণতাঃ স্ম ইতি যোজনীয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ বিশুদ্ধং বোধনং শুদ্ধং জ্ঞানং, বৃত্তিজ্ঞানং ব্যাবর্ত্তয়ন্ শুদ্ধত্বং দর্শয়তি, অব্যক্তং ব্যক্তং বিষয়ঃ তদ্ রহিতম্ অধিকারশ্চেতি। তদুপপাদয়তি, নিত্যম্ ইত্যাদিনা। অক্ষয়মনাধারং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রণমাম ইত্যুত্তরেণ অন্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ যস্য অচিন্ত্যানন্তশক্তেরযুতাংশাংশো মায়াশক্তিলেশঃ তস্যাংশো রজোগুণস্তস্মিন্ ইয়ং বিশ্বরচনাশক্তিঃ স্থিতা তং প্রণমাম ইত্যস্য উত্তরশ্লোকত্রয়েঽপি অনুসঙ্গঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ পুণ্যপাপক্ষয়ে তৎপ্রতিবন্ধাপগমে প্রণবে স্থিতং মহাবাক্যার্থবিষয়ত্বাৎ তস্য ॥ ৫৪ ॥ অভূতপূর্ব্বস্য ন ভূতঃ কশ্চিদপি পূর্ব্বো যস্মাৎ। অনাদেরিত্যর্থঃ ॥ "যস্মিন্নজাতঃ পরোঽন্যোঽস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫৫॥ তদেবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে সর্ব্বেশেতি ॥৫৬॥৫৭॥ জগদ্ধাম জগতঃ প্রকাশকম্ আশ্রয়ভূতমিতি বা ॥ ৫৮ * § ॥ ৬১ ॥

* তেষামাং ব্রহ্মণশ্চ ইতি পূর্ব্বোক্তানাং বচসামন্তে ॥ ৫৯ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

§ আদ্যঃ অতএব পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ, বস্তুতোঽবিশেষণম ॥ ৬০॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

* প্রণতানাং প্রসীদ ইত্যুক্ত্বা তানেবাহুঃ। এষ ব্রহ্মেতি ত্রিভিঃ॥ ৬২॥ † ৬৫॥ অপূর্ব্বং রূপসংস্থানং দৈহিকঃ সন্নিবেশো যস্য তম্॥ ৬৬॥ পূর্ব্বং প্রণতা অপি ভক্ত্যা পুনঃ প্রণম্য তুষ্টুবুঃ॥ ৬৭ ‡॥ অবিশেষঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা ত্বং, ব্রহ্মাদিরূপশ্চ ত্বমেব॥৬৮॥৬৯॥৭০॥৭১॥ তেজসা প্রভাবাদিনা নোঽস্মান্ আপ্যায়য়স্ব সংবর্দ্ধয়। আর্ত্তিঃ শত্রুপীড়া, অসুখং দুঃখম্॥ ৭২॥ ৭৩॥ স্বশক্ত্যা লজ্জ্যা॥ ৭৪॥ ভগবান্ ইদমাহ ইত্যাদের্ভাগবতোক্তোঽভিপ্রায়ঃ। তদুক্তম্ "এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্য্যে সুরেশ্বরঃ। বিহর্ত্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ" ইতি॥ ৭৫॥ ৭৬॥ ক্ষীরাব্ধৌ ক্ষিপ্তেতি শেষঃ। নেত্রং মন্থনরজ্জুম্॥ ৭৭ §॥ অমৃতং মথ্যতাং মথনেন অমৃতম্ উৎপাদ্যতামিত্যর্থঃ॥ ৭৮॥ সামপূর্ব্বম্ উপপত্তিপূর্ব্বকং সামান্যং সমানং যৎ ফলং তস্য ভোক্তারো যূয়ঞ্চ ভবিষ্যথ ইতি বাচ্যাঃ॥ ৭৯॥ তর্হি তেঽপি তথা ভবিষ্যন্তীতি শঙ্কমানান্ প্রত্যাহ তথা চেতি। ভো দেবাঃ! তে যুষ্মদ্দ্বিষঃ কেবলং ক্লেশভাগিনো যথা ভবিষ্যন্তি তথা করিষ্যামি॥ ৮০॥ অমৃতেঽমৃতার্থম্॥৮১॥ শরদভ্রস্যেব অমলা ত্বিট্ দীপ্তির্যস্য তস্মিন্॥ ৮২॥ অমৃতং মথিতুম্ আরব্ধাঃ। কর্ত্তরি ক্তঃ আরব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ॥৮৩॥৮৫ ¶॥ যেন অসুরাণাং দুঃসহো বহ্নিরুৎপাদিতঃ। তেনৈব বাসুকের্ম্মুখনিঃশ্বাসবায়ুনা অস্তবলাহকৈঃ ক্ষিপ্তৈর্ম্মেঘৈঃ॥ ৮৬॥ সহায়ে ময়ি অবস্থিত ইতি যদুক্তং তৎসাহায্যমাহ ক্ষীরোদমধ্য ইতি চতুর্ভিঃ॥ ৮৭॥ ৯০॥ হবিষঃ ক্ষীরদধ্যাদের্ধাম আশ্রয়ভূতা॥ ৯১॥ ব্যাক্ষিপ্তচেতসঃ তমোভাকৃষ্ট-

---

* সর্ব্বেষাং সোঽহ দর্শনম্ ইত্যত্র সর্ব্বেষাং দেহি যো বরম্ ইতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি॥৬১॥

† দেবেভ্রস্য পশ্চান্নির্দ্দেশোঽপরাধিত্বাৎ। রত্নগর্ভঃ॥ ৬৩॥

‡ সংক্ষোভেণ স্বভাবপ্রচ্যুত্যা স্তিমিতানি নিশ্চলানি ঊর্ম্মাণি যেষাং তে। রত্নগর্ভঃ॥ ৬৭॥

§ দুর্ব্বাসসঃ শাপং পরিহর্ত্তুং শক্তোঽপি ব্রহ্মণ্যতয়া দুর্ব্বাসসো তীক্ষ্ণম্ উপাংশুরূপ-বিশতি আসীদ্যেতি। রত্নগর্ভঃ॥ ৭৭॥

¶ বহ্নিরূপং বলাহকৈরিতি পাঠে পুচ্ছদেশে বহ্নিরূপং গতঞ্চ। ভগবতা দৃষ্টৈঃ বলাহকৈরিতি সম্যক্ যোজনীয়। রত্নগর্ভঃ॥ ৮৫॥

মনসঃ ॥ ৯২ ॥ বারুণী মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী ॥ ৯৩ ॥ মন্দরভ্রমণেন কৃত্তা অম্বুসাম্ আবর্ত্তা যস্মিন্, তস্মাৎ ॥৯৪॥ ৯৫॥ বিষঞ্চ মহেশ্বরো জগৃহে। তৎশেষঞ্চ নাগা জগৃহুঃ। তদুক্তং "প্রস্কন্নং পিবতঃ পাণের্যৎ কিঞ্চিৎ জগৃহুঃ স্ম তৎ। বৃশ্চিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যে পরে॥" ইতি ॥ ৯৬ ॥ অমৃতস্য কমণ্ডলুং তেনৈব পূর্ণং বিভ্রৎ সমুত্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥ স্বস্থমনসো বভূবুঃ ॥ ৯৮ ॥৯৯॥ শ্রীসূক্তেন 'হিরণ্যবর্ণাম্' ইতি পঞ্চদশর্চ্চেন ॥ ১০০ ॥ * পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তান্ অনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥১০৪॥ প্রসন্নভাঃ স্পষ্টদীপ্তিঃ সন্ স্বেন বর্ত্মনা দক্ষিণোত্তরায়ণনিয়মেন। জ্যোতীংষি তারাগ্রহভৌমাদয়ো যথামার্গং বক্রাতিচারং বিনা ॥১১২॥ "দুর্ব্বাসঃশাপপাতেন পুনর্ম্মাভূদিয়ং তথা। ইত্যভিপ্রায়তঃ শক্রস্তুষ্টাব প্রিয়মানতঃ॥" ১১৫ ॥ নমস্যে নমামি সর্ব্বভূতানাং জননীং ত্বাম্ ॥১১৬॥ ত্বং সিদ্ধিরণিমাদিঃ। প্রভা দিবসঃ ॥১১৭॥ যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা। মহাবিদ্যা বিশ্বরূপাসনা। গুহ্যবিদ্যা তদ্বাচক-দ্বাদশাক্ষরাদিরহস্যমন্ত্রবিদ্যা। আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। এবং কর্ম্মবিদ্যাদিরূপেণ বিমুক্তিফলদায়িনী ত্বমেব ॥ ১১৮ ॥ কিঞ্চ আন্বিক্ষিকী তর্কবিদ্যা ত্বমেব। ত্রয়ী বেদত্রয়ম্। বার্ত্তা শিল্পশাস্ত্রায়ুর্ব্বেদাদিঃ। দণ্ডনীতিঃ সামাদ্যুপায়প্রতিপাদক-রাজনীতিঃ। এবম্ অন্যৈরপি সৌম্যাসৌম্যৈরূপৈস্ত্বদীয়ৈঃ এতৎ জগৎ পূরিতম্ ॥১১৯॥ অতস্তব সৌভাগ্যম্ অত্যাশ্চর্য্যম্ ইত্যাহ, কান্বিতি। কা পুনস্ত্বদন্যা গদাভৃতো বপুঃ অধ্যাস্তে? তদ্বক্ষসি বসতীত্যর্থঃ ॥১২০ ॥ অতস্ত্বদুপেক্ষানুকম্পয়োরীদৃশং ফলং দৃষ্টমিত্যাহ, ত্বয়েতি। সমেধিতং সংবর্দ্ধিতম্ ॥ ১২১ ॥ তচ্চৈতৎ চিত্রমিত্যাহ, দারা ইতি ত্রিভিঃ ॥ ১২২ ॥ ১২৪ ॥ অতো মা ত্বং নোঽস্মাকং কোশাদিকং ত্যজেথাঃ। পরিচ্ছদং পরিকরম্ ॥ ১২৫ ॥ ১২৯ ॥ ত্বয়া চ পরিত্যক্তানাম্ অনিষ্টং ভবতীত্যাহ, সদ্য ইতি। বৈগুণ্যং দোষত্বম্ ॥১৩০॥ অতস্ত্বদ্গুণস্তৌ ন কোঽপি শক্তঃ, কৃপয়ৈব কেবলং প্রসীদেতি প্রার্থ-

* গঙ্গাদ্যাঃ তদধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ১০১ ॥
অঙ্গে যানি বিভূষণানি বিশ্বকর্ম্মা চকার ইত্যন্বয়ঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ১০৩ ॥

য়ন্তে ন ত ইতি সেধাসোঽপি কিন্তু! ন শক্তেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ হরে! ইন্দ্র! ॥ ১৩৩ ॥ প্রকৃতং শ্রিয়োঽবতারদ্বয়ং নিগময়ন্ প্রসঙ্গাদন্যানপি তদবতারানাহ, ভৃগোরিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১৩৯ ॥ তৎসহায়িনী তদনুবর্ত্তনশীলা ॥ ১৪০ ॥ যদা হরিরাদিত্যো বামনোঽভূৎ। ভার্গবো জামদগ্ন্যঃ ॥ ১৪১ ॥ কলহাধারা কলহ আধারো যস্যাঃ সা। কলহোঽপি তেষু ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।



পুনর্ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃতি ভৃগুসুতানুবাদপূর্ব্বকমেষ ভৃগোর্ব্বংশঃ কথ্যতাম্, অন্যথা পূর্ব্বাপরকথাসম্বন্ধাপ্রতীতেরিত্যর্থঃ ॥ ১* ॥ অতো ভৃগোঃ সুতাননুবদতি ভৃগোরিতি। বিষ্ণোঃ পরিগ্রহঃ পত্নী ॥ ২ ॥ তাভ্যাং তয়োরায়তি-নিয়ত্যোঃ প্রত্যেকং প্রাণশ্চ মৃকণ্ডশ্চেত্যেবম্ উভৌ সুতৌ জাতাবিত্যন্বয়ঃ। প্রাণস্য বেদশিরা জজ্ঞে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ‡ ॥ তস্যৈব পুত্রান্তরমাহ প্রাণস্যেতি ॥ ৫ ॥ তদেবং চতুর্ব্বিংশতি-দক্ষকন্যানাং মধ্যে শ্রদ্ধাদীনাং ত্রয়োদশানাং ধর্ম্মভার্য্যাণাং বংশাঃ কথিতাঃ। অনন্তরঞ্চ খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিরিত্যুদ্দিষ্টানাম্ একাদশানাং ভৃগুমরীচ্যাদিভার্য্যাণাং মধ্যে খ্যাত্যাং ভৃগোর্ব্বংশো নিরূ-

* প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গাগুং নিরুচ্য শ্রীমুদ্ভবম্। দশমে দক্ষকন্যানাং সৃষ্টিঃ শিষ্টানুবর্ণ্যতে। বত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

‡ মেবোঃ সুতে আয়তির্নিয়তিশ্চ, ধাতুর্বিধাত্রোর্যথাসঙ্খ্যং ভার্য্যে। তয়োরায়তিনিয়ত্যোর্যথাসঙ্খ্যং প্রাণশ্চ মৃকণ্ডুশ্চ ইত্যেব সুতৌ জাতৌ ইত্যন্বয়ঃ। বত্নগর্ভঃ ॥ ২ ॥

পিতঃ। সত্যাশ্চ ভবভার্য্যায়া দক্ষকোপাৎ অপ্রৌঢ়ায়া এব দেহত্যাগোক্ত্যা তস্য বংশো নাভূদিত্যর্থাৎ উক্তম্। অথ ক্রমপ্রাপ্তং মরীচেঃ সংভূত্যাং জাতংবংশমাহ পত্নী মরীচেরিতি॥ ৬॥ বংশসংকীর্ত্তন ইতি। মরীচেরেব কশ্যপোঽন্যঃ পুত্রঃ, তৎপুত্রা বিবস্বদাদয় ইত্যস্মিন্নেবাংশে অন্তে বংশকীর্ত্তনে বক্ষ্যে। বিবস্বতঃ শ্রাদ্ধদেবাদয়ঃ। শ্রাদ্ধদেবস্য ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা ইত্যাদি তৎতৎপুত্রান্ বিস্তরতো বংশকীর্ত্তনে চতুর্থাংশে বক্ষ্যে। অত্র তু স্বল্পত্বাৎ পৌর্ণমাসান্বয়মাত্রমুক্তম্ ইত্যর্থঃ॥৭॥ তাঃ কন্যা নির্দ্দিশতি সিনীবালীতি ॥৮॥ * সপ্তর্ষয়স্তৃতীয়ে মন্বন্তরে। অভিমানী অগ্ন্যভিমানী দেবঃ, নতু জ্বলনমাত্র রূপঃ "ব্রহ্মণস্তনয়োঽগ্রজঃ মুখাদগ্নিরজায়ত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪॥ উদারৌজসঃ অতিতেজস্বিনঃ। জলাশিনং সূর্য্যস্থত্বাৎ। তথা চ কৌর্ম্মে "নির্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্যাদ্ বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ। যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যে শুচিরগ্নিরসৌ স্মৃতঃ" ইতি ॥ ১৫॥ তেষাং ত্রয়াণাং প্রত্যেকং পঞ্চদশ, পঞ্চচত্বারিংশদ্ বহ্নয়ঃ। পিতা ব্রহ্মপুত্র একস্তৎপুত্রত্রয়ং পাবকাদি। এবমেকোনপঞ্চাশৎ ॥ ১৭॥ অগ্নিষ্বাত্তা অনগ্নয়ো জাতাঃ। বর্হিষদঃ সাগ্নয়ো যজ্বানঃ। "যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিনঃ তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ, যে বৈ যজ্বানস্তে পিতরো বর্হিষদঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৮॥ তয়োর্ব্বিবাহাদিকং ন অভূদ্ ইত্যাশয়েন আহ, তে উভে ইতি ॥ ১৯॥ ২০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

* তৎসুতঃ পুলস্ত্যসুতঃ পূর্ব্বজন্মনি স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে দত্তোলিঃ স ইদানীমগস্ত্যঃ স্মৃতঃ ইত্যন্বয়ঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ২ ॥ ১০॥

ক্ষমানাম্নী পুলহভার্য্যা। রত্নগর্ভঃ ॥ ১১॥

গাত্রোর্দ্ধবাহুরিতি নামদ্বয়ম্। সপ্তর্ষয়ঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ১৩॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মনোঃ কন্যান্বয়ঃ প্রোক্তঃ পুত্রবংশোঽধুনোচ্যতে। তত্রাধ্যায়দ্বয়েনাহ ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ॥ মনোর্দ্বৌ পুত্রৌ দ্বে চ কন্যে। তত্র কন্যয়োর্ব্বংশ উক্তঃ। ইদানীং পুত্রদ্বয়ানুবাদপূর্ব্বকম্ উত্তানপাদবংশমাহ, প্রিয়ব্রতেত্যাদিনা ॥ ১ ॥ * তস্য সুরুচিঃ সুনীতিশ্চেতি দ্বে ভার্য্যে। তত্র সুরুচ্যাম্ অভীষ্টায়াং প্রেয়স্যাম্ উত্তমো নাম সুতোঽভূৎ ॥ ২ ॥ ‡ রাজাসনস্থিতস্য পিতুরঙ্কম্ উৎসঙ্গম্ আশ্রিতং ভ্রাতরম্ উত্তমং দৃষ্ট্বা তমঙ্কম্ আরোঢ়ুং ধ্রুবো মনোরথং চক্রে ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥ সুরুচ্যাঃ প্রেয়স্যাঃ প্রত্যক্ষং সমক্ষং তৎপ্রণয়ভঙ্গভয়াদ্ ধ্রুবং ন অভ্যনন্দৎ ॥ ৫ ॥ তং ধ্রুবং পিতুরঙ্কারোহণোৎসুকং দৃষ্ট্বা তথা স্বপুত্রঞ্চ তদঙ্কারূঢ়ং দৃষ্ট্বা সুরুচিরব্রবীৎ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ সুরুচ্যা দুরুক্তিম্ অসহমানো ধ্রুবঃ স্ত্রীজিতং পিতরং বিহায় মাতুঃ সমীপং গত্বা দুঃখিতায়াস্তস্যা অনুমত্যা পুরাৎ নির্গত্য সপ্তর্ষীণাম্ উপদেশেন মধুবনে ভগবন্তম্ আরাধ্য সর্ব্বোত্তমং পদং প্রাপ্ত ইতি ক্রমেণ কথয়িষ্যন্ সুরুচ্যা গর্ব্বোক্তিমাহ, ক্রিয়তে কিমিতি চতুর্ভিঃ ॥৭॥ অবিবেকো মন্দমতিঃ ॥ ৮ ॥ এতদ্ রাজাসনং সর্ব্বভূভৃতাং সংশ্রয়স্য চক্রবর্ত্তিনঃ কেতনং স্থানং মৎপুত্রস্যৈব যোগ্যং, ন হি রাজপুত্রতামাত্রলভ্যম্ এতৎ কিন্তু মদ্‌গর্ব্ভসম্ভব-সৌভাগ্য-লভ্যম্ ॥৯॥ অতস্তব অয়মুচ্চৈঃ উৎকৃষ্টৈশ্বর্য্যমনোরথো বৃথৈব, ইত্যতিগর্ব্বোক্তিঃ ॥১০॥ যস্তে অপরাধ্যতি অপরাধং করোতি, স তব পিতরমেব অবজানাতি। স চৈবংভূতঃ কঃ? ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্ সুরুচ্যা বচসি কথিতে সতি শ্বাসেন অত্যুষ্ণেন ক্ষামে ম্লানে ঈক্ষণে নেত্রে যস্যাঃ ॥ ১৫ ॥

---

* একাদশেঽতিবালোঽপি বাক্তুন্নঃ সুরুচেধ্রুবঃ। নির্গতো মুনিভিঃ সম্যক্ উপদিষ্টোঽনুবর্ণ্যতে ॥ রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

‡ তস্যাং সুনীত্যাং ধ্রুবো নাম্না। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩ ॥

উদ্বেগঃ ক্ষোভঃ * ॥১৭॥ এতন্মত্বা অববুধ্য শাম্য উপশমং ভজ ॥১৮॥ সুরুচ্যাং স্বপঃ সুরুচিঃ অতিপ্রীতিমান্। মদ্বিধা মাদৃশী তু কেবলং ভার্য্যেতি হ্রোচ্যতে॥ ১৯॥ † যস্য যাবদেব প্রাপ্তং স তেন তুষ্যতি ॥২১॥ § মৈত্রো মিত্রধর্ম্মা। প্রবণাঃ নিম্নদেশাভিমুখ্যঃ সত্যঃ পাত্রং সগুণং নরম্ ॥২৩॥ অম্ব! হে মাতঃ! মম প্রশমায়, নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্য ইত্যাদি সপ্তশ্লোকীরূপং যদ্বচঃ প্রাহ ব্রবীষি, তদ্ ভিন্নে ভাণ্ডে পয় ইব মম হৃদয়ে ন তিষ্ঠতি॥ ২৪॥ বৃক্ষস্য বৃদ্ধিং প্রাপ্তস্যাপি ॥ ২৬॥ কিন্তু স্বকর্ম্মণা প্রাপ্তুমেব ইচ্ছামি ॥ ২৮॥ পূর্ব্বাগতান্ স্বানুগ্রহায় ততঃ পূর্ব্বমেব তত্রাগতান্ কৃষ্ণাজিনম্ উত্তরীয়ম্ উপরি আস্তরণং যেষাং তেষু বিষ্টরেষু কুশাসনেষু উপবিষ্টান্॥ ৩০॥ নির্ব্বেদাৎ দুঃখাৎ প্রাপ্তং জানীত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥ চত্বারঃ পঞ্চ বা অব্দা যস্য, স চাসৌ সম্ভূতশ্চ সম্যগ্ভূতঃ সৌকুমার্য্যেণ জাতঃ। অল্পবয়াঃ কোমলতরশ্চেত্যর্থঃ ॥৩৩॥ চিন্ত্যং কুটুম্বাদিবিষয়ং ভবতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি, যতঃ পিতা ধ্রিয়তে জীবতি। স চ ভূপতিঃ ॥ ৩৪॥ অক্ষমা মানভঙ্গাসহনম্ ॥ ৩৭ ¶ ॥ ক্ষত্রিয়দায়াদ! ক্ষত্রিয়পুত্র! ॥ ৩৮॥ বিবক্ষুঃ কিঞ্চিদ্ বক্তুমিচ্ছুঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০॥ এতৎ সাহায্যং ক্রিয়তাম্। সাহায্যপ্রকারমেবাহ সম্যক্ কথ্যতামিতি॥ ৪১॥ ‡ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি, সত্যলোকাদি, তদপি প্রাপ্নোতি। ত্রৈলোক্যান্তর্গতম্ উত্তমং প্রাপ্নোতীতি কিমু বক্তব্যম্॥ ৪৮॥ কৃষ্ণারাধনমেবৈকং পুংসাং সর্ব্বফলপ্রদম্। সর্ব্বে-

---

* উদ্বেগঃ পরিতাপঃ। রত্নগর্ভঃ॥ ১৭॥

† উত্তমো মামতোঽর্গতোঽপ্যক্তিপ্রেতঃ। যথা মাতা তথা পুত্র ইত্যুভয়দৃষ্টান্তঃ। রত্নগর্ভঃ॥ ২০॥

§ চেদিতি বা শব্দার্থঃ। সর্ব্বফলম্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সং প্রদদাতীতি তস্মিন্। যদি বা ইত্যত্র যদি চেৎ ইতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি। রত্নগর্ভঃ॥ ২২॥

¶ তেজঃ পরাভিভবসামর্থ্যম্। অক্ষমা মানভঙ্গাসহনম্। অক্ষমামেবাহ, মাতুঃ সপত্ন্যা উক্তস্যাস্য অগাৎ ভয়োক্তং হৃদয়ামাপসর্পতীতি। রত্নগর্ভঃ॥ ৩৭॥

‡ ধ্রুবস্য দৃঢ়প্রত্যয়ার্থং কারুণ্যাৎ সর্ব্ব এব প্রকারভেদেন বিষ্ণুভক্তিমেবোপাদিশন্তি, অনারাধিতেত্যাদি সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ। রত্নগর্ভঃ॥ ৪২॥

রূপেণ্যবমেবোক্তে তদুপায়ং বুভুৎসুতে। আরাধ্যঃ কথিত ইতি দ্বাভ্যাম্ * ॥ ৪৯ ॥ ৫১ ॥ বাহ্যার্থানিত্যাদিনা অষ্টাঙ্গযোগসাধ্যচিত্ত-সমাধানপূর্ব্বকং মন্ত্রজপম্ উপদিশন্তি। তত্র প্রথমং বাহ্যার্থান্ চিত্তং ত্যাজয়েৎ ইতি ত্যাগানুকূলপ্রাথমিকপ্রযত্নবিধানেন যথার্হং যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামপূর্ব্বকঃ প্রত্যাহার উক্তঃ। তস্মিন্নেব নিশ্চলং কুর্ব্বীতেতি ধারণোক্তা ॥ ৫২ ॥ এবমনেন প্রকারেণ একাগ্রচিত্তেন ইতি পূর্ব্বোক্তষড়ঙ্গসাধ্যং ধ্যানমুক্তম্॥ তথা চ বক্ষ্যতি—'তদ্রূপপ্রত্যয়ৈবৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড় ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ!॥' ইতি। তন্ময়েনেতি সমাধিরুক্তঃ। ধ্রুবাত্মনেতি পুনর্লয়বিক্ষেপপ্রাপ্তৌ তৎপরিহারায় চিত্তস্থৈর্য্যে প্রযত্ন উক্তঃ। তদুক্তং গীতাসু "যতো যতো নিঃসরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" ইতি ॥ ৫৩ ॥ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, পুরুষো বিষ্ণুঃ, প্রধীয়তে প্রক্ষিপ্যতে প্রকৃতৌ বিশ্বমনেনেতি প্রলয়-হেতুঃ শিবঃ প্রধানসংজ্ঞঃ অব্যক্তস্তেষাং ত্রয়াণাং নিয়ন্তা ত্রিগুণ-মায়াশক্তিকারণাত্মা। পাঠান্তরে ব্যক্তং বিশ্বম্। এতানি রূপাণি সন্তি যস্য তস্মৈ। এবমৌপাধিকেষু রূপেষু সৎস্বপি শুদ্ধজ্ঞানাত্মকঃ স্বভাবোঽপ্রচ্যুত এবাস্তি যস্য তস্মৈ। ওঁকারপ্রতিপাদ্যায় বাসুদেবায় নম ইতি মন্ত্রার্থঃ ॥ ৫৪ ॥ †

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

* কৃষ্ণ আরাধিতে পুংসাং সুলভং স্যাৎ সুদুর্লভম্। ইত্যুক্তে মুনিভিঃ সর্ব্বৈস্তদুপায়ং বুভুৎসতে ॥ আরাধ্য ইতি দ্বাভ্যাম্। রত্নগর্ভঃ ॥ ৪৯ ॥

† তথা স্মর্পীতি। কুলদেবতামন্ত্রো হি শীঘ্রসিদ্ধিদ ইতি ভাবঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।



তস্মাৎ পুরোপবনাৎ নির্জগাম * ॥ ১ ॥ ২ ॥ হরতীতি হরিঃ। সর্ব্ব-দুঃখহারিণী যদ্বিষয়া মেধা স হরিমেধাঃ। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োরিতি সাস্তত্বম্ ॥ ৫ ॥ মরীচিমুখৈর্ম্মরীচিপ্রমুখৈঃ। যথা উদ্দিষ্টম্ উপদিষ্টম্। অমনাত দধ্যৌ ॥ ৬ ॥ সর্ব্বভাবগতঃ সর্ব্বভাবেন বিশ্বরূপেণ তচ্চিত্তত্বং গতঃ প্রাপ্তোঽভবৎ ॥ ৭ ॥ ততশ্চ তস্য ভারমুদ্বোঢুং ভুনাশক্নোদিত্যাহ, মনস্যবস্থিত ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৮ ॥ বামেন পাদেন স্থিতে তস্মিন্ অর্দ্ধেন অর্দ্ধং বামভাগতো মেদিনী ননাম অবনতাভূৎ। দক্ষিণেন পাদেন স্থিতে তস্মিন্ ক্ষিতের্দ্বিতীয়ং দক্ষিণমর্দ্ধং ননাম ॥ ৯ ॥ যদা চ পাদাঙ্গুষ্ঠেন বসুধাং মধ্যতঃ সংপীড্য আক্রম্য স্থিতঃ, তদা সমস্তা বসুধা চচাল ॥ ১০ ॥ নদ্যাদয়শ্চ ক্ষোভং প্রাপ্তাঃ ॥ ১১ ॥ ততো দেবৈরনেকধা বিঘ্নে ক্রিয়মাণেঽপি তৎসমাধেরব্যুত্থানলক্ষণং মতিদার্ঢ্যম্ আহ, যামা নামেত্যাদিনা। এবং সর্ব্বাসু মায়াস্বিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥ ১২ ॥ কুষ্মাণ্ডাঃ কেচিদুপদেবাঃ ॥ ১৩ ॥ সাস্রা অশ্রুমুখী সতী ॥ ১৪ ॥ শরীরস্য ব্যয়েন দারুণাৎ তীব্রাদস্মাৎ তপোনির্ব্বন্ধাৎ নিবর্ত্তস্ব ॥ ১৫ ॥ সপত্নীবচনাৎ ক্রুদ্ধঃ সন্ মাং ত্যক্তুং ন অর্হসীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যতো মৎপ্রীতির্ম্মৎতোষণং তব পরো ধর্ম্মঃ, অতঃ কালঃ ক্রীড়নকানাং তে ইত্যাদি মদুক্তং বয়োঽবস্থানুরূপং ক্রিয়াণাং ক্রমম্ অনুবর্ত্তস্ব, মোহং দুরাগ্রহং মা অনুবর্ত্তস্ব। ভাবি-মহদ্দুঃখহেতুত্বাৎ অস্মাদকালতপোনির্ব্বন্ধলক্ষণাদ্ অধর্ম্মাৎ নিবর্ত্তস্ব। মৎপ্রীতিপরমম্ ইতি পাঠে মৎপ্রীত্যা পরম উৎকৃষ্টো যো ভবেৎ তং বয়োঽবস্থাক্রিয়াক্রমমুক্তং ধর্ম্মমনুবর্ত্তস্বেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাষ্পৈরশ্রুভিরাবিলে ক্লিন্নে বিলোচনে যস্যাস্তাং পশ্যন্নপি

---

* ধ্রুবোঽত্র মথুরাং প্রাপ্য হরিভক্তিমুপোষিবান্। অত্রাপশ্যদ্দেবাবয়াম তথা মধুবনাশ্রয়াম্। রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

উন্মীলিত-নেত্রোঽপি ॥ ২২ ॥ শিবাঃ, জ্বালা এব কবলং গ্রাসস্তৎসহিতৈর্ম্মুখৈর্নাদশ্চক্রুঃ * ॥ ২৬ ॥ সিংহোষ্ট্রমকরাণামিব আননানি যেষাং তে ॥২৮॥ † ৩০॥ তস্মাৎ যঃ পরাভবঃ স্বপদাপহারলক্ষণস্তস্মাৎ শঙ্কিতাঃ সন্তঃ ॥৩১॥ কলালেশৈঃ এধ্যাভিঃ স্বকলাভিঃ ॥ ৩৪ ॥ ‡ হৃদয়াৎ শল্যং পরাভবাশঙ্কালক্ষণম্ উদ্ধর উৎপাটয় ॥ ৩৭ ॥ কামমপেক্ষিতমর্থম্ § ॥ ৩৮ ॥ বিগতজ্বরাঃ নিঃশঙ্কাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্বানি ধিষ্ণ্যানি স্বস্থানানি ॥ ৪০ ॥ যদ্ যস্মাদাহিতং সমাহিতম্ ॥ ৪৩ ॥ চতুর্ষু ভুজেষু শঙ্খাদিধরং কক্ষাদৌ চ বরাসিধরং শ্রেষ্ঠখড়্গধরম্ । শিরসা মহীং জগাম দণ্ডবৎ প্রণতো বভূব ॥ ৪৫ ॥ স্তবায় মানসং চক্রে ॥৪৬॥ ততশ্চ ব্রহ্মাদিভিরবিজ্ঞাতগতেরস্য স্তুতৌ বিষয়ে বালোঽহং কিং বদামি, কেন বা সর্ব্বাত্মত্বেন কেবলত্বেনোক্তেন বাস্য স্তুতির্ভবেদিতি ব্যাকুলমতি স্তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭ ॥ ¶ সর্ব্ববেদময়স্য শঙ্খস্য প্রান্তেন বেদান্তভাগেন পরমেশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদকেন পস্পর্শ "ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ" ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৫১ ॥ প্রসন্নবদনঃ প্রাপ্তজ্ঞানত্বাৎ "শোভা তস্য মুখে য এবং বেদেতি। ব্রহ্মবিদ ইব তে সৌম্য ! মুখমাভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। ভূতানাং ধাতারমচ্যুতং তুষ্টাব সর্ব্বাশ্রয়ভূতস্থিরস্থানার্থিতত্বাৎ ॥৫২॥ ভূম্যাদীনি স্থূলসূক্ষ্মরূপাণি ভূতানি দশ, মন ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। বুদ্ধির্ম্মহত্তত্ত্বং, ভূতাদিরহঙ্কারঃ, আদিপ্রকৃতিরিত্যেবং চতুর্ব্বিংশতিস্তত্ত্বানি যস্য রূপং তং নতোঽস্মি ॥ ৫৩ ॥

* যোগযুক্তস্য সমাধিযুক্তস্য। রত্নগর্ভঃ ॥ ২৬ ॥

† আত্মসংশ্রয়ং স্বহৃদি নিবিষ্টম্। পৃথিবীনাথস্য পুত্রো ধ্রুবঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩০ ॥

‡ বিত্তপঃ কুবেরঃ, অম্বুপো বরুণঃ, পদেষু অধিকারেষু। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৬ ॥

§ ইন্দ্রত্বাদিকং ন প্রার্থয়তি যং কামং কাঙ্ক্ষিতমর্থং প্রার্থয়তি তং করোমীত্যন্বয়ঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৮ ॥

¶ কথং শরণং যযৌ তদাহ ভগবন্ ! ইতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। ৪৮। তং ত্বাং কথং বেদ জানামি কথং বা স্তোতুং শক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। ৪৯। পাদৌ স্তোতুং প্রবৃত্তং, তত্তন্ত্র। রত্নগর্ভঃ ॥ ৫০ ॥

প্রধানাৎ পরতঃ পরঃ প্রথমান্তাৎ তসিঃ। গুণাশিনে গুণসাক্ষিণে বৃহত্ত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাৎ। বিকারবৎ ন বিভাতি অবিকারবৎ। যোগিচিন্ত্যঞ্চ তদবিকারবচ্চ। হে যোগিচিন্ত্য! ইতি পৃথক্‌পদং বা ॥ ৫৭ ॥ বৃহত্ত্বং বৃংহণত্বঞ্চ বিবৃণ্বন্ পুরুষসূক্তার্থরূপেণ স্তৌতি। সহস্রশীর্ষেত্যাদিনা। সহস্রমিত্যপরিমিতং নাম। অপরিমিতানি শীর্ষাণি যস্য বিশ্বরূপস্য সঃ। সহস্রমক্ষীণি যস্য সঃ। সহস্রং পাদা যস্য। সঃ ভুবঃ স্পর্শাদ্ ভূশব্দেন ব্রহ্মাণ্ডং তস্য স্পর্শাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। দশাঙ্গুলমিত্যাধিক্যমাত্রপরম্। অতোঽয়মর্থঃ। সাবরণং ব্রহ্মাণ্ডং স্পৃষ্ট্বা অভিব্যাপ্য তদতিক্রম্য নিরবধির্ভবান্ স্থিত ইতি ॥ ৫৮ ॥ স্পর্শশ্চাত্র ন সংযোগমাত্রং কিন্তু কারণত্বেন তদ্‌ব্যাপ্তিঃ। অতঃ কার্য্যাৎ কারণস্যাধিক্যং যুক্তমিতি পূর্ব্বোক্তং সমর্থয়তে যদ্ ভূতমিত্যাদিনা। বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং, স্বরাট্ ব্রহ্মা. সম্রাট্ মনুঃ। অধিপুরুষশ্চ এষামধিষ্ঠাতা মহাপুরুষঃ ॥ ৫৯ ॥ যস্মাদেতে ত্বত্তো জাতাস্তস্মাৎ স ভবান্ ভুবোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধ্বঞ্চ পরিতশ্চ অতিরিক্তোঽভূৎ। ভূশব্দোক্তস্য বিশ্বস্য তৎকার্য্যত্বেন তদন্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ ততো ন্যূনত্বমাহ ত্বত্তো বিশ্বমিতি। ভূতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ ভূতভবিষ্যতী ॥ ৬০ ॥ ত্বদ-রূপধারিণশ্চেতি। চকারোঽপ্যর্থে। তবৈব কারণভূতস্য রূপং সদ্রূপং ধারয়তি ন তু পৃথক্‌সত্ত্বং যস্য তৎ ত্বদ্-রূপধারি ব্রহ্মাণ্ডং তস্যাপ্যন্তঃ সর্ব্বমিদং জগদন্তর্ভূতং কিং পুনর্ব্বক্তব্যং তবান্তর্ভূতমিতি। সর্ব্বভূতমিতি পাঠে সর্ব্বাণি ভূতানি যস্মিন্ তৎ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতাদিতি পাঠে সর্ব্বাত্মক-ত্বদ্-রূপধারিণো ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তরিদং জগৎ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং চরুপুরোডাশাদীনাং হুতং হবনমস্মিন্ ইতি সর্ব্বহুতঃ নানা-দ্রব্যক ইত্যর্থঃ। যজ্ঞাদিতি পাঠে সর্ব্বে হুয়ন্তেঽস্মিন্ ইতি সর্ব্ব-হুতং তস্মাদ্ যজ্ঞাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চম্যৌ। সর্ব্বহুতং যজ্ঞমুদ্দিশ্য তৎসাধনং পৃষদাজ্যাদি ত্বত্তো জাতমিত্যর্থঃ। পৃষদাজ্যং দধিমিশ্রং ঘৃতং পশুর্দ্বিধা গ্রাম্যারণ্যভেদেন ॥ ৬১ ॥ ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি। ত্বত্তোঽশ্বা উভয়তো দন্তা একদন্তাশ্চ ॥ ৬২ ॥ তানেবাহ গাব

ইতি ॥ ৬৩ * ॥ ৬৭। ত্বত্তো জাতং বিশ্বং ত্বত্তো ভিন্নং ন ভবতীতি দৃষ্টান্তেনাহ। যথা ত্বচঃ পত্রাদ্বা অন্যা পৃথগ্‌ভূতা কদলী ন দৃশ্যতে। এবং ত্বক্‌পত্রস্থানীয়াৎ ত্বত্তো বিশ্বস্য নান্যত্বম্‌॥ ৬৮ ॥ যতস্ত্বৎ-স্থায়ি ত্বয্যেব স্থাতুং শীলমস্যেতি ত্বৎস্থায়ি তথাভূতমেব সন্‌ ঘটঃ সন্‌ পট ইত্যেবং দৃশ্যতে ন তু পৃথক্‌। ভো ঈশ্বর! সর্ব্বজীবনিয়ামক! পাঠান্তরেঽপি অয়মেবার্থঃ। ঈশ্বরত্বমেব জীবেশ্বরবৈলক্ষণ্যেন দর্শয়ন্‌ আহ, হ্লাদিনীতি হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সন্ততা, সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ, একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সা সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্‌ স্থিতির্যস্মিন্‌ তস্মিন্‌ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, ন তু জীবেষু। যা গুণময়ী ত্রিবিধা সংবিৎ সা ত্বয়ি নাস্তি ॥৬৯॥ তামেবাহ, হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনসঃ প্রসাদাৎ সাত্ত্বিকী। তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু দুঃখকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা চ বিষয়জন্যা রাজসী। তত্রহেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈর্ব্বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তৌ "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ" ইতি। ঐশ্বর্য্যমেব বিভূতিভিঃ প্রপঞ্চয়তি। পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় কার্য্যাত্মনা পৃথগ্‌রূপায়, কারণাত্মনা চৈকরূপায়। ভূতভূতায় ভূতসূক্ষ্মরূপায় ॥ ৭০ ॥ প্রভূতানি ভূতানি মহাভূতানি তদ্রূপায় ভূতাত্মনে চরাচরপ্রাণিরূপায় চ তুভ্যং নমঃ। কিঞ্চ পূর্ব্বো-ক্তব্যক্তপ্রধানাদিবিভূতিরূপতয়ান্তঃকরণৈর্যোগিভির্ভবান্‌ বিভাব্যতে চিন্ত্যতে ॥ ৭১ ॥ তথা পুরুষেষু ক্ষেত্রজ্ঞেষু উপাধ্যভিমানেন ক্ষীয়-মাণেঽপি ভবান্‌ পরমাত্মা অক্ষয়ো বিভাব্যতে। কিঞ্চ সর্ব্বস্মিন্‌ দেবাদিশরীরে সর্ব্বভূতঃ তত্র কেবলক্ষেত্রজ্ঞরূপস্ত্বং সর্ব্বশ্চ ত্বং ক্ষেত্র-রূপশ্চ ত্বমেব। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপত্বমেকস্য বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ, স-র্ব্বস্বরূপধৃক্‌। চেতনাচেতনস্বরূপং ত্বমেব ধৎসে। "সর্ব্বং খল্বিদং

---

* প্রাণোঽন্তঃশুষিরাৎ অন্তর্নাড্যাঃ সুষুম্নায়াঃ। প্রাণো নঃশুষিরাদিতি পাঠে নাশাবিবরাৎ। দ্যৌঃ স্বর্গঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৬৫ ॥

যথা ন্যগ্রোধঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্‌ সংযবে মাশেঽপি অল্পে সূক্ষ্মে বীজে ব্যবস্থিতঃ তথা বিশ্বমিদং ত্বয়ি। রত্নগর্ভঃ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ তদেবোপপাদয়তি সর্ব্বং ত্বত্তঃ। ত্বত্তো হি সর্ব্বং জায়তে। অতঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্ ত্বমেব। ননু প্রথমং কার্য্যং হিরণ্যগর্ভাদিকং মত্তো জায়তাম্। তৎপুত্রাদিদ্বারা যদন্যজ্জায়তে তৎ কথং মত্তো জাতং স্যাৎ ; তত্রাহ, ততশ্চ ত্বম্। ত্বত্তো জাতাদ্ হিরণ্যগর্ভাদেস্তৎপুত্রাদিরূপেণ ত্বমেব জায়সে। অতস্তদ্দ্বারা জায়মানং সর্ব্বং ত্বত্ত এবেত্যর্থঃ। স্তুতিং নিগময়তি, এবং সর্ব্বাত্মনে নমোঽস্ত্বিতি। স্বমনোরথং সূচয়ন্নাহ, সর্ব্বাত্মকোঽসীতি ॥ ৭৩ ॥ এতদেব বিবৃণ্বন্নাহ, সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বেষামাত্মভূত! অন্তর্যামিন্! সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং সমুদ্ভবো যস্মাৎ সর্ব্বপ্রাণিজনক ॥৭৪॥ সর্ব্বভূতশ্চ ভবান্ অতঃ সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং মনোরথং বেত্সি। ন কেবলং মদীয়মেবেত্যর্থঃ। যো মে মনোরথঃ ত্বৎস্তুতিবিষয়ঃ স স্তুতিশক্তিদানেন ত্বয়া সফলঃ কৃতঃ। অতো ময়া যদর্থং তপস্তপ্তং তদপি সফলং জাতমেবেতি বিজ্ঞায়তে যতস্ত্বং দৃষ্টোঽসি ॥ ৭৫ ॥ যৎ ত্বয়া আকাঙ্ক্ষিতং তপসঃ ফলং তৎ ত্বয়া প্রাপ্তমেব। কিং তৎপ্রার্থনেন ? যতো মদ্দর্শনং বিফলং ন জায়তে ॥ ৭৬ ॥ অপি চ তস্মাৎ প্রাপ্তাদন্যদপি বরং মৎসালোক্যাদিকং যথেচ্ছং বৃণীষ্বেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ ধ্রুবস্ত্বাহ ভগবন্! মমাদ্যাপি ত্বৎসালোক্যাদ্যপেক্ষা নাস্তি কিন্তু অন্যদেবেপ্সিতমস্তি, তচ্চ ভবানন্তর্যামী জানাত্যেব ॥ ৭৮ ॥ তথাপি দুর্বিনীতেন ময়া হৃদয়ে যৎ প্রার্থ্যতে তৎ কথয়িষ্যামি। কথংভূতং নাতিদুর্ল্লভম্ অনতিদুর্ল্লভং সুলভমপি ॥ ৭৯ ॥ সুলভত্বমেবাহ কিঞ্চেতি ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভং তৎসালোক্যাদি বিহায় ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তিস্থানং স্বপ্রার্থ্যং সহেতুকমাহ নৈতদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৮১ ॥ * ভগবদ্বাক্যন্তু এবংবিধং স্থানং পূর্ব্বজন্মতপসৈব ত্বয়া প্রাপ্তুং শক্যম্, অন্তরায়েণ তু কেনচিৎ ত্বং রাজপুত্রোঽসি তত্রাপ্যয়ং তবাপরিতোষো মৎতোষণপ্রভাবাদেবাভূৎ। অতঃ কিঞ্চিৎ কালং রাজ্যভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চাকল্পান্তং ধ্রুবে পদে জনন্যা সহ স্থিত্বা পশ্চাৎ মোক্ষং প্রাপ্স্য-

---

* অব্যয়ং চিরস্থায়ি। রত্নগর্ভঃ ॥ ৮২ ॥

সীতি তদাহ, যৎ ত্বয়েতি পুণ্যং ভবিষ্যতীত্যন্তেন ॥ ৮৩ ॥ স্বায়ম্ভুবস্য কুলে যদ্ জন্ম অন্যেষাং তাপসানাং তদ্ বরং শ্রেষ্ঠমেব স্থানম্। যেন ত্বয়া পূর্ব্বমহং পরিতোষিতঃ। তস্য তব ভক্তস্যৈতদবরং তুচ্ছং জাতম্ ॥ ৮৮ ॥ * ৯০ ॥ সোমপুত্রাদ্ বুধাৎ। সিতঃ শুক্রঃ। অর্কতনয়ঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ সুনীতিরপি তে মাতেতি। ত্বন্মাতৃত্বাদেব তত্র নিবৎস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥৯৬॥ কচদ্বারা জ্ঞেয়মাচার্য্যত্বম্ † ॥৯৭॥ সূনৃতা তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরুষ্বেত্যাদি-হিতসত্যবাদিনী। "ধর্ম্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সূনৃতা নাম বিশ্রুতা। উৎপন্না বাজিমেধেন ধ্রুবস্য জননী শ্রুতা" ইতি হরিবংশোক্তেঃ। পূর্ব্বনাম বা ॥৯৯॥ ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং যৎ পরং বিষ্ণুপদাখ্যং স্থানম্। স্থিরায়তি স্থিরা নিত্যা মুক্তিরূপা আয়তিরুত্তরকালে ভাবি ফলং যস্মিংস্তথাভূতং স্থানং নিবাসং প্রাপ। "আয়তিস্তু স্ত্রিয়াং দৈবে প্রভাবাগামিকালয়োঃ" ইত্যভিধানাৎ। প্রাপ্তেতি বা পাঠঃ। কথং প্রাপ্তা? বরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুভক্তং ধ্রুবং কুক্ষিবিবরে গর্ভে কৃত্বা যা বরং স্থানং প্রাপ্তা তস্যা মহিমানং বর্ণয়িতুং কঃ শক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

* ত্রৈলোক্যাদধিকে ত্রৈলোক্যোর্দ্ধ্বাবধৌ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৯০ ॥

† অভিমানং গর্ব্বম্, ঋদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যম্, মহিমানং মহত্ত্বম। শুক্রস্য দেবাচার্য্যত্বং কচদ্বারা। রত্নগর্ভঃ ॥ ৯৭ ॥

বীর্য্যম্ ইন্দ্রাদিক্ষোভণং, ফলম্ আকল্পস্থায়ি। রত্নগর্ভঃ ॥ ৯৮ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।



তব্যাদুত্তবার্হিৎ। ধ্রুবাৎ শম্ভুর্নাম তদ্ভার্য্যা শিষ্টিং ভব্যঞ্চ জনয়ামাসেত্যর্থঃ। ভার্য্যা শম্ভুরিতি কেচিৎ পঠন্তি * ॥১॥ বারুণ্যাং বরুণসন্তানজাতায়ামরণ্যস্য প্রজাপতেরাত্মজায়াং পুষ্করিণ্যাং চাক্ষুষো মনুং ষষ্ঠমন্বন্তরপতিং জনয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥৩॥ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ কন্যায়াং নড্বলায়াং মনোর্ম্মহৌজসো দশ পুত্রা অজায়ন্তেত্যন্বয়ঃ ॥৪॥† ৭ ॥ নড্বলায়াং মহৌজস ইতি পুনরুক্তিস্তু নড্বলায়াং মহৌজসো যে দশেত্যনুবাদেন ত এতে ইতি বিধানার্থঃ ॥ ১৪ ॥ সামকলং সাম্না কলং মধুরং বাক্যমূচুঃ ॥ ১৫ ॥ রাজ্যদেহয়োরুপকারায় ক্ষেমায় ॥১৬॥ দীর্ঘসত্রেণ সহস্রসংবৎসরেণ। অংশঃ ষষ্ঠো ভাগঃ। "পুণ্যষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৭ ॥ ময়া যথা যদাজ্ঞপ্তং তৎ তথৈব ক্রিয়তাং তদেবাহ, ন দাতব্যমিতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ হবিষাং পরিণামো বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ কোপশ্চ অমর্ষশ্চ ভগবন্নিন্দাদ্যসহনং তাভ্যাং সমন্বিতাঃ ॥ ২৭ ‡ ॥ ৩০ ॥ ৩৩ ॥ মথ্যত ইতি পাঠে মথ্যমানাদিত্যেবার্থঃ। দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ দগ্ধস্তম্ভতুল্যঃ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ। ' খর্ব্বটাস্যঃ হ্রস্বমুখঃ চিপিটনাসিকবক্ত্র ইত্যর্থঃ। খর্ব্বটাখ্য ইতি বা

---

* ত্রয়োদশে ধ্রুবস্যোক্তো বংশো বেণোঽত্র কোপতঃ। দ্বিজৈর্দগ্ধোঽস্য মথনাৎ পৃথুর্জাতোঽনুবর্ণ্যতে ॥ ভব্যাৎ কল্যাণবতঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

বৃহত্যাপি সর্ব্বগতং তেজো যস্য তং চাক্ষুষম আধত্ত। রত্নগর্ভঃ ॥ ২ ॥

† অঙ্গিরসোঋষিজৌ ইতি পাঠে অঙ্গিরসোঋষিজৌ ইতি অদন্তর্ঘস্মী। ইতি রত্নগর্ভঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমজাতবৎ ইতি পাঠে প্রথমজা ব্যাধ্যাদীনামিতি শেষঃ। ইতি রত্নগর্ভঃ ॥ ১১ ॥

‡ রেণুং ধূলিম্। আসন্নং নিকটস্থং জনম্। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩০ ॥

' তেষাং তেভ্যঃ। অচৌরা এব চৌরা অভবম্ চৌরীভূতাস্তৈঃ। আতুরৈরাকুলৈঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৩১ ॥

পাঠঃ। কেচিৎ তু খর্ব্বটাক্ষ ইতি পঠিত্বা গবাক্ষে ইব অক্ষিণী যস্যেতি ব্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥ অত্যন্তাসম্ভবে তথাভূতমপ্যভিষেক্তুং নিষীদেতি তমূচুঃ ॥ ৩৫ ॥ পাপরূপং কর্ম্মৈবোপলক্ষণং চিহ্নং যেষাং তে ॥৩৬॥ তেন দ্বারেণ নিষাদরূপেণ ॥ ৩৭ ॥ অগ্নিরিবেতি যথা কাষ্ঠে মথ্যমানে ধূমরূপেণ তস্য মলে নিষ্ক্রান্তে পশ্চাদগ্নিরুৎপদ্যতে তথা নিষাদরূপেণ বেণকল্মষে নিষ্ক্রান্তে পশ্চাদগ্নিরিব দেদীপ্যমানঃ পৃথুরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। আদ্যং শার্ঙ্গং পিনাকসংজ্ঞং ধনুঃ ॥ ৩৯ ॥ পুন্নাম্ন ইতি "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা" ইতি বচনাৎ ॥৪১॥ ৪২॥ স্থাবরাণি চেতি তদভিমানিদেবতাঃ ॥ ৪৩ ॥ চক্রমিতি রেখান্তরানাকুলং রেখাময়ং চক্রং হস্তে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং "যস্যাঃ প্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ" ইতি ॥ ৪৪ ॥ রাজরাজ্যেন চক্রবর্ত্তিত্বেন ॥ ৪৬ ॥ অপরং জিতাঃ ক্লেশিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ধ্বজভঙ্গশ্চ বনেষু গচ্ছতো নাভবৎ। অকৃষ্টপচ্যা কৃষিং বিনৈব সফলা * ॥ ৪৯ ॥ পুটকং পর্ণাদিসংস্থানবিশেষঃ। যূন এব পৃথোর্জ্জাতত্বাজ্জাতমাত্রস্য যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। "পৃথুরেবাভবৎ তস্মাৎ ততঃ পৃথুরজায়ত" ইতি মৎস্যোক্তেঃ। পৈতামহে পিতামহদৈবত্যে পৃথোরেব যজ্ঞে ন তু পিতামহকর্ত্তৃকে। যথাহ বায়ুঃ "বৈণ্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ। সূতঃ সুত্যাং সমুৎপন্নঃ" ইতি ॥৫০॥ সুত্যামিতি সুতিরভিষুতিঃ অভিষূয়তে কণ্ড্যতে সোমোঽস্যামিতি সুতিঃ। সোমাভিষবভূমিঃ, তস্যাম্। সৌত্যেঽহনি তস্মিন্নেব দিনে ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ বাং যুবয়োঃ ॥ ৫৩ ॥ অস্মাভিরিতি অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি বহুবচনম্ ॥ ৫৪ ॥ চক্রবর্ত্তী দক্ষিণহস্তে তচ্চিহ্নস্য চক্রস্যোপলব্ধেঃ। মহাবলশ্চ বিষ্ণ্বংশত্বাৎ। অতঃ সর্ব্বেঽপ্যস্য গুণাঃ সৎকর্ম্মাণি চ ভবিষ্যন্ত্যেব অতো ভবিষ্যৈরেব গুণকর্ম্মভিরেষ স্তূয়তাম্ অয়ং ভাবঃ। "নীচো নিযুজ্যতে দত্তৈরুক্তমস্তু প্রিয়োক্তিভিঃ" ইতি ন্যায়াদয়ং গুণকর্ম্মস্তুত্যৈব স্বকার্য্যং বিজ্ঞাপনীয় ইতি ॥ ৫৫ ॥ পৃথুরপি

* ধ্বজো রথচিহ্নম্ আজ্ঞা বা তদ্ভঙ্গো বনেষু বা নাভবদিত্যর্থঃ। রত্নগর্ভঃ ॥ ৪৯ ॥

হৃষ্যন্ অনেন স্তুতিমিষেণ মমায়মৃষিভিরুপদেশ এব ক্রিয়ত ইতি মত্বা তথৈব কর্ত্তুমধ্যবসিতবানিত্যাহ, ততঃ স ইতি ত্রিভিঃ ॥৫৬॥ সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ সত্রামর্য্যাদী বা। হ্রীমান্ অকার্য্যে জুগুপ্সাবান্ ॥৬০॥ তস্মিন্ কালে বেণপৃথুরাজ্যয়োঃ সন্ধৌ ॥ ৬৫ ॥ সকলা ওষধীঃ ওষধ্যো গ্রস্তাঃ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ননাশ পলায়ত ॥ ৬৯ ॥ ৭৪ ॥ আত্মনো যোগবলেন পৃথ্বীভাবং প্রাপ্য ধারয়িষ্যামি। তথা চ হরিবংশে "আত্মানং প্রথয়িত্বেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ" ইতি ॥ ৭৭॥ ৭৮॥ ক্ষরেয়ং ক্ষীররূপেণৌষধীঃ স্রবেয়ম্ ॥ ৭৯ ॥ মাঞ্চ সর্ব্বত্র সমাং কুরু। যেন সমস্থলত্বেন ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়ে ধাস্যামি ॥ ৮০ ॥ বিবর্দ্ধিতাঃ একৈকত্রোচ্চতরাঃ কৃতাঃ ॥ ৮১ ॥ পূর্ব্বে বিসর্গে পৃথুৎপত্তেঃ পূর্ব্বসৃষ্টৌ ॥ ৮২ ॥ তদা পৃথোঃ পূর্ব্বমরাজকে কালে সোঽপি ফলাদ্যাহারঃ কৃচ্ছ্রেণ সম্পাদ্যোঽভবৎ ॥ ৮৫ ॥ স পৃথুস্তং প্রজাসন্তানপ্রবর্ত্তকং মনুং বৎসং কৃত্বা স্বপাণিরূপে পাত্রে শস্যজাতানি পৃথিবীং দুদোহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ ৭ ॥ প্রাণপ্রদানাদভয়প্রদানাদ্ ভূমেঃ পিতাভূৎ। যথাহুঃ "জনকশ্চোপনেতা চ যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ" ইতি ॥ ৮৮ ॥ দেবাদিভির্দ্দশভির্ব্বর্গৈস্তৎ তৎ স্বাভিমতং পাত্রমুপাদায় তৎ তৎ স্বাভিমতং পয়ো ভূমির্দুগ্ধা। তদেষাং দেবাদীনাং তদ্‌যোগবলাৎ তজ্জাতীয়া এব বৎসবিশেষা দোগ্ধৃবিশেষাশ্চাভবন্। তমেব দেবাদিষু দোগ্ধৃবৎসাদিক্রমং হরিবংশমৎস্যাদ্যুক্তং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামঃ। দেবানামিন্দ্রো বৎসঃ, মিত্রো দোগ্ধা, সৌবর্ণং পাত্রং, বলং ক্ষীরম্। মুনীনাং সোমো বৎসঃ, বৃহস্পতির্দ্দোগ্ধা, ছন্দাংসি পাত্রং, তপো ব্রহ্ম চ ক্ষীরম্। দৈত্যানাং বিরোচনো বৎসঃ, দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা, আয়সং পাত্রং, মায়া ক্ষীরম্। রাক্ষসানাং সুমালী বৎসঃ, জতুনাভো দোগ্ধা, কপালং পাত্রং, রুধিরং ক্ষীরম্। অদ্রীণাং হিমবান্ বৎসঃ, মেরুর্দ্দোগ্ধা, শিলাময়ং পাত্রম্, ওষধীরত্নং ক্ষীরম্। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো বৎসঃ, বিশ্বাবসুর্দ্দোগ্ধা, পদ্মং পাত্রং, গন্ধঃ ক্ষীরম্। উরগাণাং তক্ষকো বৎসঃ, ধৃতরাষ্ট্রো দোগ্ধা, অলাবুঃ পাত্রং, বিষং ক্ষীরম্। যক্ষাণাং কুবেরো

বৎসঃ, সুকর্ণো দোগ্ধা, আমং মৃণ্ময়ং পাত্রম্, অন্তর্দ্ধানং ক্ষীরম্। পিতৃণাং যমো বৎসঃ, অন্তকো দোগ্ধা, রাজতং পাত্রং, স্বধা ক্ষীরম। তরূণাং প্লক্ষো বৎসঃ, শালবৃক্ষো দোগ্ধা, পালাশং পাত্রং, ছিন্নসংরোহণং ক্ষীরম্। তদুক্তং হরিবংশে "দেবা মিত্রেন্দ্র-সৌবর্ণৈর্ব্বলং তু, মুনয়স্তথা। বৃহস্পতীন্দুবেদৈশ্চ তপো, দৈত্যা দ্বি-মূর্দ্ধতঃ॥ বিরোচনায়সানাঞ্চ মায়াং রক্ষোগণা অপি। জতুনাভসুমা-লিভ্যামস্থা রক্তং, ততোহত্রয়ঃ। মেরুহিমাদ্রিশৈলৈস্ত রত্নং, গন্ধর্ব্ব-জাতয়ঃ। স্রুরুক্‌চিত্ররথাস্তোজৈর্গন্ধস্তু, ভুজগাস্ততঃ। ধৃতরাষ্ট্রতক্ষকালা-বুভিশ্চ বিষমুল্বণম্। যক্ষাঃ সুকর্ণধনদা-হহৈমৈরন্তর্দ্ধিং, পিতৃব্রজাঃ। অন্তক-প্রেতরাট্-রৌপ্যৈঃ স্বধামথ, মহীরুহাঃ। শালপ্লক্ষপলাশৈশ্চ ছিন্নসংরোহণং মুহুঃ। স্বদোগ্ধৃবৎসপাত্রৈস্তে তৎ তদ্ দুদুহুরুর্ব্বরাম্" ইতি॥ ৯০॥ ধাত্রী মাতা, বিধাত্রী কর্ত্রী, ধারিণী আধারঃ। পোষণী পোষণকর্ত্রী, "পদ্ভ্যাং ভূমিঃ" ইতি শ্রুতেঃ *॥ ৯১॥ †

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

* পাদতলোদ্ভবা পাদস্বরূপোদ্ভবা। "তলং চাধঃ স্বরূপয়োঃ" ইত্যমরঃ। রত্ন॥ ৯১॥

† ফলদায়ি ন প্রজায়তে নগ্যতীত্যর্থঃ। রত্ন॥ ৯৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্তর্দ্ধিরেবান্তর্দ্ধানং তস্মাদ্ ভার্য্যা শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানং পুত্রমসূয়ত * ॥ ১ ॥ আগ্নেয়ী অগ্নিবংশজা ধিষণা নাম্নী ॥ ২ ॥† প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাঃ সর্ব্বত্র যজ্ঞানুষ্ঠানাৎ। তদুক্তং "যস্যেদং দেবযজনম্ অনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ। প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদ্ আস্তৃতং বসুধাতলম্" ইতি ॥ ৪ ॥ তপসঃ পারে সবর্ণাসংজ্ঞায়াং কৃতদারঃ। তপস্তপ্ত্বানন্তরং তাং পরিণীতবানিত্যর্থঃ। তমস ইতি পাঠে তমসো নরকস্য পারে নিমিত্তে পুত্রোৎপত্ত্যা নরকতারণার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ সবর্ণা দশ প্রচেতসোঽধত্ত অসূয়ত ॥ ৬ ॥ অপৃথগ্‌ধর্ম্মচরণাঃ সমানধর্ম্মচারিণঃ। এতচ্চ তেষাং বক্ষ্যমাণমেকভার্য্যত্বং সম্ভাবয়িতুমুক্তম্। সমুদ্রসলিলেশয়াঃ, তত্র নিমগ্নাঃ সন্তঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ‡ ৯ ॥ তে ত্বয়া প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়া ইত্যাদিষ্টোঽস্মি ॥ ১০ ॥ § অস্বিচ্ছতা ধর্ম্মাদ্যনন্তরং মোক্ষমপীচ্ছতা পুংসা ॥ ১৬ ॥ যস্মিন্ আরাধিতে যমারাধ্যেত্যর্থঃ। তমারাধ্য তস্মিন্নারাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ প্রচেতস এব প্রাচেতসাঃ ॥ ১৮ ॥ ২০ ॥ যং স্তবং চক্রুস্তং বক্ষ্যে মহর্ষি ॥২১॥২২॥ "জগদ্বীজতয়া নত্বা চতূরূপবিভাগতঃ। শুদ্ধরূপপ্রণামেন তুষ্টো বিষ্ণুঃ প্রচেতসাম্ ॥" তত্র

---

* চতুর্দ্দশে ধ্রুবস্যোক্তো বংশো যত্র প্রচেতসঃ। অব্ধৌ তপ্ত্বা হরিং স্তুত্বা প্রজাবৃদ্ধিমকুর্ব্বত। রত্ন ॥ ১ ॥

† প্রাচীনবর্হিষং মহান্তমপি পিতুঃ সকাশাদেব মহত্ত্বমাহ যেনেতি। রত্ন ॥ ৩ ॥

‡ পিত্রা প্রথমতঃ প্রোক্তা ইতি পাঠে প্রথমতস্তপসঃ পূর্ব্বম্। রত্ন ॥ ৯ ॥

§ ন কেবলং মৎপ্রীতয়ে, প্রজাপতের্ম্মাং প্রতি যা আজ্ঞা সা চ ভবদ্ভির্মাননীয়া ইত্যর্থঃ। রত্ন ॥ ১১ ॥

প্রথমং জগৎকারণতয়া প্রণমন্তি, নতাঃ স্ম ইতি দ্বাভ্যাম্ *॥২৩॥অনৌপম্যং সূর্য্যাদ্যুপমানশূন্যং চিদ্রূপমিত্যর্থঃ। অনন্তরং নির্ভেদম্। অপারবৎ অবধিশূন্যম্॥২৪॥ কালরূপেণ প্রণমন্তি, যস্মাদিতি ॥২৫॥ বিশ্বরূপেণ প্রণমন্তি, ভুজ্যত ইত্যাদি দশভিঃ। জীবভূতঃ জীবনরূপঃ ॥২৬॥ ঘর্ম্মস্তাপঃ। শীতঞ্চ অম্ভশ্চ তেষাং যোনিঃ কারণম্ ॥ ২৭ ॥ শব্দাদীনাং পঞ্চানামপি গুণানাং সংশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥ যোনিভূতং শোণিতরূপেণ, বীজঞ্চ শুক্ররূপেণ ॥ ২৯ ॥ যো হব্যভুগ্দেবানাং মুখং, কব্যভুক্ পিতৃণাঞ্চ মুখম্ ॥ ৩০ ॥ পঞ্চধা প্রাণাদিরূপেণ ॥ ৩১ ॥ অন্তশ্চ মূর্ত্তিশ্চ অন্তমূর্ত্তী, তদ্বান্ ন ভবতীতি অনন্তমূর্ত্তিমান্ ॥৩২॥ স্থানম্ আলম্বনং বিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষরঃ স্থূলদেহাবচ্ছেদেন। অক্ষরো লিঙ্গদেহস্থত্বেন। জ্ঞানমূলায় শব্দাদিজ্ঞানসাধনায় ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ প্রধানরূপেণ প্রণমন্তি, যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ অনন্তে বিশ্বং তিষ্ঠতি। প্রকৃতের্ধর্ম্মাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ সন্ত্যস্যেতি প্রকৃতিধর্ম্মী, তস্মৈ ॥ ৩৬ ॥ পুরুষরূপেণ প্রণমন্তি শুদ্ধ ইতি। গুণবানিব গুণপ্রেরকত্বেন তেষ্বাসক্ত ইব। আত্মরূপিণং প্রত্যগ্রূপম্ ॥ ৩৭ ॥ শুদ্ধং রূপং প্রণমন্তি, অবিকারমিতি ষড়্ভিঃ। শুদ্ধং স্বভাবত এব নির্ম্মলং, নিরঞ্জনম্ আগন্তুকমলশূন্যম্ ॥ ৩৮ ॥ ৪০ ॥ অনিন্দ্যং নিরবদ্যম্ ॥ ৪১ ॥ অপ্লুতং গতিশূন্যম্। পূর্ব্বাপরে দিক্কালকৃতে ॥ ৪২ ॥ পরং নিরুপাধিকম্ ঈশিত্বগুণবৎ স্বাভাবিকষড়্গুণৈশ্বর্য্যযুক্তম্। মায়য়া সর্ব্বভূতমপি অসংশ্রয়ং নিরাধারম্। অতএব যজ্জিহ্বায়া দৃশশ্চ গোচরং ন ভবতি তং নতাঃ স্মঃ ॥ ৪৩॥ তস্মিন্নেব সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যেষাং তে তৎসমাধয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

* ন তপোভির্যদা তুষ্টস্তদা সম্ভূ্ণনির্ঘৃণৈঃ। স্তবৈরারাধিতো বিষ্ণুরাবিরাসীৎ প্রচেতসাম্ ॥ তত্র জগৎকারণতয়া প্রণমন্তি, নতাঃ স্মেতি দ্বাভ্যাম্। প্রতিষ্ঠা সমন্বয়ঃ। "অপি বাক্যসমস্তানাং ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়ঃ", ইতি বচনাচ্চ। শাশ্বতী নিয়ন্তা। ব্রহ্ম ॥ ২৩ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রচেতঃস্থ তপশ্চরৎস্থ তৎপিতরি চ নারদাৎ তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্য রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং গতে সতীতি দ্রষ্টব্যম্। তদুক্তম্। "প্রাচীনবর্হিষং ক্ষত্র-কর্ম্মস্বাসক্তচেতসম্। নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ" ইত্যাদিনা পুরঞ্জনাখ্যানেন। অতোঽরক্ষ্যমাণাং পৃথিবীং কর্ষণাদ্যভাবাৎ মহীরুহা আবৃতবন্তঃ * ॥ ১ ॥ ৩ ॥ বায়োরগ্নেঃ স্বষ্টেঃ প্রয়োজনমাহ উন্মূলানিতি ॥ ৪ ॥ সোমো বৃক্ষাণাং রাজা। প্রজাপতীন্ ইত্যনেন কন্দমূলফলাদিভিঃ প্রজাবৃদ্ধিকারিণাং বৃক্ষাণাং দাহঃ প্রজাপালকানাং যুষ্মাকম্ অনুচিত ইতি সামোপায়ঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥ কোপং যচ্ছত নিয়ময়ত ॥ ৬ ॥ তপঃপ্রদানেন সন্ধানং করোতি, রত্নভূতেতি। বার্ক্ষেয়ী বৃক্ষজা। ভবিষ্যৎ, ইয়ং যুষ্মাকং পত্নী ভবিষ্যতি, অস্যাং দক্ষো জনিষ্যতে তদ্বংশেন চ ত্রিলোকী পূরয়িষ্যত ইত্যাদি জানতা ময়া গোভিঃ সুধাময়ৈরশ্মিভিঃ সংবর্দ্ধিতা ॥ ৭ ॥ নাম্না মারিষা বৃক্ষাণামেষা কন্যা ইতি নাম। এবং হি প্রসিদ্ধা নির্ম্মিতা নিষ্পন্নেত্যন্বয়ঃ ॥৮॥ যুষ্মাকং তপোময়স্য তীব্রস্য তেজসোঽর্দ্ধেন শীতৈর্ম্মদীয়ৈর্গোভিঃ সংবৃদ্ধত্বাদস্যা মম চ তেজসোঽর্দ্ধেন সংযুক্তোঽস্যামুৎপৎস্যতে ॥ ৯ ॥ এবঞ্চ সৌম্যেন মমাংশেন যুষ্মত্তেজোময়েন চাগ্নিনা সংযুক্তোঽগ্নিসামাত্মকঃ সন্ অগ্নিসমঃ অপ্রধৃষ্যো ভূত্বা প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ নচৈবং শঙ্কনীয়ং দশানাং কথমেকা ভার্য্যা স্যাদিতি, যস্মাদিয়ং কণ্ডোস্তপঃসংহৃতেন বীর্য্যেণ অপ্সরোগর্ভসংভূতা মহাপ্রভাবা চ অযোনিজা চ দেবী, ন তু মানুষী। ন তু বক্ষু-

---

* সোপাখ্যানং অস্য বার্ক্ষ্যাস্তস্যাং দক্ষস্য সম্ভবঃ। প্রচেতোভ্যঃ পঞ্চদশে দক্ষাৎ সৃষ্টিং ততোঽব্রবীৎ। রত্ন ॥ ১ ॥

নামেকাপ্সরঃসংভোগো বিরুধ্যতে, বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ চাস্যা বহবঃ পতয়ো ন দুষ্যন্তীতি বর্ণয়িষ্যন্ তস্যা জন্মাদিকং বক্তুমাহ, কণ্ডুর্নাম ইত্যাদিনা যুস্মৎপত্নী স্বপাত্মজা ইত্যন্তেন ॥ ১৮॥ তস্য ক্ষোভায় চিত্তবিকারেণ তপোনাশায় ॥১২ * ॥১৮॥ উপগুহ্য প্রাহ, ইত্যনেন সংভোগাতিরেকাদনুরাগাতিরেকং দর্শয়তি। চিরকালং গমিষ্যসি, গত্বা সতী শীঘ্রং নাগমিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ অস্থতিষ্ঠৎ অনন্তরমতিষ্ঠদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ দেবরাজনিবেশনম্। প্রতিগমনায় ॥ ২১ ॥ দক্ষিণেতি। "যা গৌরবং ভয়ং প্রেম সদ্ভাবং পূর্ব্বনায়কে। ন মুঞ্চত্যন্যসক্তাপি সা জ্ঞেয়া দক্ষিণা বুধৈঃ॥" তৎস্বভাবো দাক্ষিণ্যং তেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ উটজাৎ পর্ণশালাতঃ ॥ ২৪ ॥ পরিবৃত্তং অস্তাসন্নং জাতম্ ॥২৫॥ বিস্ময়েন প্রহস্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি সোপালম্ভং সংবোধ্য। কিমদ্য তবাহঃ পরিবৃত্তম্? ইত্যাহ ॥ ২৬ ॥ বিস্ময়হেতুং স্বয়মেব স্ফুটয়তি, বহূনামিতি এতদ্ বহুভির্ব্বর্ষৈঃ পরিণামং গন্তং তবাতিদীর্ঘমহঃ কস্য বিস্ময়ং ন কুরুতে তদিদং কথ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥২৮॥ সদ্ভাবঃ পরমার্থঃ ॥ ২৯ ॥ যস্মিন্ প্রত্যুষঃকালেঽহমাগতা তস্য কালস্য ॥৩০॥ কর্ম্মলোপাপরাধেন সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছ, কঃ কালঃ কিয়ান্ গতঃ কালঃ? ॥৩১॥৩২॥ ইহাসিতম্ অত্র স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥ এতাবন্তং কালমতিবিস্রব্ধার্হা সতী কথমদ্যান্ৃতং বদিষ্যামি। কর্ম্মলোপশঙ্কাব্যাকুলেন চ পুনঃ সন্মার্গানুবর্ত্তিনা পৃষ্টা সতী ॥ ৩৪ ॥ ধিগ্ ধিঙ্ মামিতি গর্হায়াম্। ধিগিত্যব্যয়ং, তদ্যোগে চ দ্বিতীয়া ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাং তচ্চ মম হতং নষ্টম্ ॥৩৬॥ "ক্ষুৎতৃষ্ণে শোকমোহৌ চ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ" ইত্যেবং প্রোক্তং যদূর্ম্মিষট্কং তদতিক্রম্য স্থিতম্। ব্রহ্ম ময়া মনোজয়েন জ্ঞেয়মিত্যেবং কৃতৈষা মতির্যেন হৃতা তম্ ॥ ৩৭ ॥ †৩৯ ॥ ভাবঃ প্রেমভাবস্তদ্গর্ব্বৈশ্চেষ্টিতৈঃ, সস্মিতৈর্ভ্রূভঙ্গাদিভির্ম্মম ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যা ত্বয়া

* শতং ততোঽধিকঞ্চ ॥ ১৩ ॥ কতিচিদন্যানি ॥ ১৫ ॥ প্রণয়াৎ স্নেহাৎ স্মিতশোভমনং যথা স্যাৎ। রত্ন ॥ ১৮ ॥

† বেদাত্মিকা যা বিদ্যা তৎপ্রাপ্তিকারণানি ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যাদীনি। মরকস্য গ্রামঃ সমূহঃ অথবা স এব গ্রামঃ বসতিস্থানম্। রত্ন ॥ ৩৮ ॥

দেবরাজস্য যৎ কার্য্যং তৎ কৃতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ মার্গ সপ্তপদানি সহ-গচ্ছতাং মৈত্রং প্রসিদ্ধম্। অহং পুনস্ত্বয়া বহুকালম্ উষিতঃ স্থিতঃ। অতস্ত্বাং শাপাগ্নিনা নাহং ভস্মীকরিষ্যামি ॥ ৪১ ॥৪২॥ অজিতেন্দ্রিয়স্যাপি স্বচিত্তক্ষোভে তদাগমনং নিমিত্তম্, অতস্তামেব পুনর্নির্ভৎসয়তি, যয়েতি, যয়া ত্বয়া সম্ভোগাদিভির্মে তপসো ব্যয়ঃ কৃতঃ, তাং ত্বাং মহামোহস্য মঞ্জুষাং পেটিকাভূতাং ধিগিত্যন্বয়ঃ ॥৪৩॥ গলন্তি স্বেদজলানি ঘর্ম্মবিন্দবো যস্যাঃ সা, অতিশয়েন বেপথুঃ কম্পো যস্যাস্তথাভূতা চ বভূব ॥ ৪৪ ॥ গাত্রমেব লতা কোমলত্বাদিগুণৈঃ, স্বিন্না স্বেদযুক্তা গাত্রলতা যস্যাস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥ তদেবং তস্যা গর্ভসম্ভবহেতুং কণ্ডুনা সংভোগং তদ্গর্ভস্য চ যোনিদ্বারং বিনৈব নিঃসরণমমার্গং স্বেদোদ্গমমুক্ত্বা তৎকন্যায়া বৃক্ষাদিকন্যাত্বহেতুং বক্তুমাহ, সা তু নির্ভৎসিতেতি ষড়্ভিঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ সমাহিতঃ সম্যগাহিতো নিষিক্তঃ ॥ ৪৮ ॥ ৫১ * ॥ তর্হি যোগভ্রষ্টস্য কন্যেয়মিত্যনাদরং বারয়িতুং পুনঃ কণ্ডোর্যোগপ্রভাবমাহ, স চাপীতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মশব্দঃ পারশব্দশ্চ বিশিষ্টার্থপরঃ প্রচুরো যস্মিন্ তদ্ ব্রহ্মপারময়ম্। যদ্বা ব্রহ্মণো বেদস্য পারো বেদান্তাস্তন্ময়ং তৎপরিণামভূতম্ ॥ ৫৩ ॥ আরাধ্যত আরাধিতঃ ॥ ৫৪ ॥ "সংকীর্ত্ত্য তত্ত্বং ত্রিশ্লোক্যা প্রার্থনা চ চতুর্থতঃ। ব্রহ্মপারস্তবেনৈবং কণ্ডোস্তুষ্টোঽচিরাদ্ হরিঃ ॥" পারং পরমিত্যাদি ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিষ্ণোস্তত্ত্বং সংকীর্ত্ত্য চতুর্থেন রাগাদিদোষোপশমঃ প্রার্থ্যতে। পরং নিরতিশয়ম্ আবৃত্তিশূন্যং, সংসারাধ্বনঃ পারমবধির্বিষ্ণুঃ। "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ অতঃ অপারপারো দুরন্তস্য সংসারাধ্বনঃ পারত্বাৎ অপারো দুষ্প্রাপঃ পারো যস্য স বা। পারতীরসমাপ্তাবিতি ধাতুঃ। তর্হি দীর্ঘেণ কালেন প্রাপ্যঃ স্যাৎ? তত্রাহ, পরঃ পরেভ্য ইতি পরেভ্য আকাশাদিভ্যোঽপি পরঃ অনন্ত ইত্যর্থঃ। "মহতো মহীয়ান্" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব পরমার্থরূপী।

* এবং শ্লোকা পঞ্চানামপক্তাম্ ইত্যাহ, কণ্ডোরিতি। রক্ষ ॥৫১॥

সত্যস্বরূপঃ। যদ্বা অর্থঃ প্রয়োজনং পরমপুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ স এব। নন্বু তস্য দুষ্প্রাপত্বে কথং পরমপুরুষতা কথং বা "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতীতি" শ্রুতিঃ? তত্রাহ স ব্রহ্ম বেদঃ তপো বা তৎসহিতাস্তন্নিষ্ঠাঃ সব্রহ্মাণঃ তেষাং পারঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। তৎ কুতঃ? ইত্যত্রাহ. পরপারভূতঃ, পরস্যানাত্মভূতপ্রপঞ্চস্য পারভূতঃ অবধিরূপঃ। তত্র হেতুঃ। পরঃ পরাণামপীতি আত্মাধ্যাসাৎ আত্মত্বেন প্রতীতানামিন্দ্রিয়াদীনাং পরঃ নিরুপাধিঃ। পরমাত্মা "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যুপক্রম্য "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অয়ং ভাবঃ। ন হি গ্রামাদিবদ্ গত্যা তৎপ্রাপ্তিঃ, যেন দুরন্তসংসারাধ্বপারত্বাদনন্তত্বাচ্চ ন প্রাপ্যেত। কিন্তু অয়ং ততোঽতিদূরীভূতোঽপি তপোবিশুদ্ধচিত্তৈর্বেদোৎপন্নজ্ঞানেন অজ্ঞানকৃতানাত্মপ্রপঞ্চাদন্তঃ প্রাপ্তুং শক্য ইতি অতএবোপাধিপরিচ্ছেদাভাবাৎ নিরঙ্কুশাচিন্ত্য-পরমৈশ্বর্য্যেণ পারপারঃ। পারশ্চাসৌ পারশ্চেতি সমাসঃ। পৃপালনপূরণয়োরিতি ধাতোঃ পার ইতি রূপম। স্বভক্তানাং পালনাৎ পারঃ। অপেক্ষিতৈর্বরৈঃ পূরণাচ্চ পার ইতি দ্বিতীয়পার শব্দস্যার্থঃ। যদ্বা পারাঃ পালকাঃ পূরকাশ্চ যে ইন্দ্রব্রহ্মাদয়স্তেষামপি পালকঃ পূরকশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তদেবং বিশুদ্ধরূপেণ স্তুত্বা সার্ব্বাত্ম্যেন স্তৌতি, স কারণমিতি। কারণত ইতি ষষ্ঠ্যর্থে তসিল্। স বিষ্ণুঃ কারণস্যাপি কারণং তস্যাপি কারণমিত্যেবং চরাচরকারণং ব্রহ্মাণ্ডমারভ্য মুলকারণপর্য্যন্তং কারণমালাত্মকঃ। যথোক্তং ব্রহ্মস্তবে "কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণম্" ইত্যাদি। কার্য্যেষু চৈবমিত্যনেন প্রকৃতিকার্য্যং মহত্তত্ত্বমারভ্য চরমকার্য্যপর্য্যন্তং কার্য্যমালাত্মকো বিষ্ণুরেবেত্যুক্তম্। তদেবং সৃষ্টিক্রিয়ায়াম্ উপাদানকারণত্বেন তৎকার্য্যত্বেন চ সার্ব্বাত্ম্যমুক্ত্বা পালনক্রিয়ায়াং পাল্যরূপকর্ম্মতয়া তৎকর্ত্তৃতয়া বা সার্ব্বাত্ম্যমাহ, স ইতি। হ ইতি নিপাতোঽবধারণার্থঃ। স বিষ্ণুরেব ধর্ম্মাদিরূপৈঃ পালনীয়ৈস্তৎপালকৈশ্চ কর্ত্তৃরূপৈরশেষৈঃ স্বীয়ৈরুপলক্ষিতঃ সন্ সর্ব্বমবতীতি। যদ্বা অশেষৈঃ কর্ম্মরূপৈঃ কর্ত্তৃরূপৈশ্চ। সহৈবমিতি কর্ম্মকর্ত্তৃরূপমালান্তরাত্মকশ্চাতিদেশঃ। তত্র

"কর্ত্তুরিপ্সিততমং কর্ম্ম" ইতি স্মৃতেঃ। কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া গ্রামগমনাদি-করণিকয়া ভাবনাখ্যয়া যদীপ্সিততমং সুখং তদেব মুখ্যং কর্ম্ম অত্র গৃহ্যতে। গ্রামাদেস্তু ধাত্বর্থকর্ম্মতৈব ন ভাবনাকর্ম্মতা। অতএবাস্তে শেতে ইত্যাদিষু অকর্ম্মকেষ্বপি প্রত্যয়াংশে ভাবনাপ্রতীতের্ভাব্যং বিনা ভাবনাভাবাচ্চ। সুখকাম আসীৎ স্বাস্থ্যকামঃ শয়ীতেত্যেবমাদিপ্রয়োগেষ্বাসনেন সুখং ভাবয়েদিত্যেবমাদিবচনব্যক্ত্যা সুখাদের্ভাবনাকর্ম্মত্বম অভ্যুপগম্যতে। তদুক্তং ভট্টৈঃ। "অস্ত্যাদাবপি কর্ত্রংশে ভাব্যমস্ত্যেব ভাবনা। অন্যত্রাংশে চ নাত্যস্তু ন তথা সা প্রভাসতে" ইতি। যদ্যেবসকর্ম্মকেষ্বপি ভাব্যং স্যাৎ। কস্তর্হি সর্ম্মকাকর্ম্মকয়োর্ভেদ ইত্যাক্ষিপ্য পরিহারশ্চোক্তঃ। "সাক্ষাদব্যভিচারেণ ধাত্বর্থো যত্র কর্ম্মভাক্। সকর্ম্মকঃ স ধাতুঃ স্যাৎ পারম্পর্য্যে ত্বকর্ম্মকঃ,, ইতি। অত্রোক্ত-কর্ম্মশব্দেন ঈপ্সিততম-সুখবাচিনা মানুষানন্দমারভ্য ব্রহ্মানন্দপর্য্যন্ত-পুরুষার্থসাধকোঽপি বিষ্ণুরেবেত্যুক্তম্। তদেবং কারণকার্য্যকর্ম্মকর্ত্তৃরূপৈঃ সৃষ্টিলয়ক্রিয়াপ্রতিযোগিভিস্তত্তৎসংবন্ধি সার্ব্বাত্ম্যমুক্তম্। এতৈরেব রূপৈঃ পালনক্রিয়াপ্রতিযোগিভিস্তত্তৎসংবন্ধিসার্ব্বাত্ম্যমাহ, অশেষৈরেতৈরূপৈঃ স বিষ্ণুঃ সর্ব্বং ভবতীতি ॥ ৫৬ ॥ ননু যদি শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাসৌ বিষ্ণুস্তর্হি কথমশেষৈরূপৈরবতীত্যুচ্যতে? অথ সর্ব্বাত্মকস্তর্হি সর্ব্বভাববিকারপ্রাপ্তেঃ কুতোঽস্য বিশুদ্ধতা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ, ব্রহ্মেতি। স বিষ্ণুঃ শুদ্ধং ব্রহ্মৈব সন্ প্রভুঃ সর্ব্বনিয়ন্তা। ব্রহ্মৈব সন্ সর্ব্বভূতশ্চ। ব্রহ্মৈব সন্ প্রজানাং পতিশ্চ পালকঃ। নন্বু ব্রহ্মস্বরূপাপ্রচ্যুত্যা যতোঽসাবচ্যুতঃ প্রসিদ্ধঃ, অতঃ স বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ। সর্ব্বাত্মকোঽপি সন্ অক্ষরং ধ্রুবং নিত্যমজম্ অপক্ষয়াদ্যৈরসঙ্গি অপরিক্ষয়-বিপরিণাম-বৃদ্ধি-সঙ্গ-রহিতশ্চ ব্রহ্মৈব অচিন্ত্য-স্বাধীন-মায়য়া সর্ব্বাত্মতয়া স বিবর্ত্ততে অতো নায়ং বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥৫৭॥ উক্তং তত্ত্বম্ অনুস্মরন্ দোষোপশমং প্রার্থয়তে ব্রহ্মাক্ষরমিতি। যথা নির্ব্বিকারং ব্রহ্মৈবাসৌ পুরুষোত্তমঃ তথা তদনুস্মরণেন তৎপ্রসাদাল্লব্ধাৎ স্বরূপাবির্ভাবাৎ মম রাগাদয়ঃ রাগ আদিঃ কারণং যেষাং ক্রিয়ালোপ-যোগভঙ্গাদিদোষাণাং, তে সর্ব্বে দোষাঃ প্রকর্ষেণ সমূলং শমং নাশং

প্রয়াস্তু॥ ৫৮॥ ৫৯॥ ইদানীমস্যা বহুপতিত্বং ভগবতৈব প্রসাদীকৃতম্ ইতি নাস্যাঃ যুষ্মাকং বা কশ্চিদ্ দোষ ইতি বক্তুমাহ, ইয়ঞ্চেত্যাদিনা। কার্য্যগৌরবং সৎপুত্রলাভাখ্যম্। এতস্যাঃ কথনে সতি বো যুষ্মাকং বংশবিস্তারাখ্যফলদং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৬০॥ প্রাগ্-জন্মনি ভূপস্য পত্নীয়ম্। তস্মিন্ ভূপে ভর্ত্তরি মৃতে সতি, বিষ্ণুং তোষয়ামাস ইত্যন্বয়ঃ॥ ৬১॥ ৬২॥ বৃথৈব জন্ম যস্যাঃ সা বৃথাজন্মা। বিফলা চ অপুত্রা॥ ৬৩॥ শ্লাঘ্যাঃ প্রখ্যাতকর্ম্মাণঃ॥ ৬৪॥ রূপেণ সম্পদা চ সমাযুক্তা॥ ৬৫॥ প্রণামেন নম্রাম্॥ ৬৬॥ জন্মভেদেন তয়া বহুপতিপ্রার্থনে কৃতেহপি স্বভক্তানাং পুনর্জ্জন্মাসহমানো বিষ্ণুরেকস্মিন্নেব জন্মনি তং বরং দদৌ. তদাহ, একস্মিন্নন্তর এব জন্মনীতি॥৬৭॥ ৬৮॥ সূতিঃ সন্ততিঃ॥৬৯॥ সাধ্বী পতিব্রতা *॥৭০॥৭১॥৭২॥ যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ পুত্রো বভূব, স দক্ষো মারিষায়াং জজ্ঞে॥ ৭৩॥ সৃষ্ট্যর্থং প্রজাপত্যস্থিতিবৃদ্ধ্যর্থম্, আত্মনশ্চ প্রজাসৃষ্ট্যর্থং সন্তানার্থম্॥ ৭৪॥ অবরান্ নীচান্, বরান্ শ্রেষ্ঠান্। অচরাংশ্চ চরাংশ্চেতি বা পাঠঃ॥৭৫॥ পশ্চাৎ হর্য্যশ্বাদি-পুত্রনাশানন্তরং স্ত্রিয়ঃ কন্যাঃ ষষ্টিমসৃজৎ। তাসাং মধ্যে পঞ্চাশৎ কন্যানাং বিবাহান্ বংশাংশ্চ প্রদর্শনার্থমুপক্ষিপতি, দদাবিতি দ্বাভ্যাম্॥৭৬॥ কালস্য নয়নে পরিবর্ত্তনে যুক্তা নিযুক্তাঃ কৃত্তিকাদ্যাঃ। তদুক্তম্। "কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণি ইন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত!" ইতি॥৭৭॥ ততো দক্ষাৎ প্রভৃতি॥ ৭৮॥ দক্ষাৎ পূর্ব্বোক্তসঙ্কল্পাদিমাত্রাৎ প্রজা অভবন্। যদ্যপি প্রাচেতসাদ্ দক্ষাৎ পূর্ব্বমপি মৈথুনসৃষ্টিরস্ত্যেব, তথাপি বাহুল্যাভিপ্রায়েণৈতদুচ্যত, ইত্যবিরোধঃ॥ ৭৯॥ ৮০॥ সোমদুহিতুর্মারিষায়াঃ পুত্রত্বাৎ সোমস্য দৌহিত্রঃ। পুনশ্চ সপ্তবিংশতিমিন্দবে দদাবিত্যুক্তেঃ শ্বশুরতাঞ্চ গত ইতি যৎ, এবোহন্যঃ সংশয় ইত্যর্থঃ। দৌহিত্রস্যেতি পাঠে দক্ষকন্যায়ামনসূয়ায়াম্ অত্রেঃ সোমস্যোৎপত্তের্দ্দক্ষস্য দৌহিত্রঃ। সোমস্য

* তত্র বহুবক্ষ্মীত্বেঽপি ন পাতিব্রত্যভঙ্গো ভবিষ্যতীতি সূচয়তি, সাধ্বী পতিব্রতা। রত্ন॥ ৭০॥

পুনর্দ্দক্ষঃ শ্বশুরতাং কথং গতঃ? ইতি ॥ ৮১ ॥ নিত্যৌ প্রবাহরূপেণা-বিচ্ছিন্নৌ ॥৮২॥ দক্ষাদ্যা ইত্যাদিশব্দেন সোমো গৃহ্যতে। এতে যুগে যুগে ভবন্তি সম্প্রতিবুদ্ধবদ্ ভবন্তি। নিরুধ্যন্তে সুষুপ্তবৎ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। যুগে যুগ ইতি যুজ্যন্তেঽস্মিন্ গ্রহা একং স্থানং যান্তীতি, যুগমত্র কল্পমন্বন্তরাদিঃ কালঃ। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে জাতস্য দক্ষস্য পুনশ্চাক্ষুষ-মন্বন্তরে প্রচেতোভ্যো জন্মপ্রসিদ্ধেঃ। এবমেবাত্রেঃ সকাশাদ্ জাতস্য সোমস্য পুনঃ ক্ষীরাব্ধেঃ সকাশাদ্ জন্মপ্রসিদ্ধের্ন বিরোধঃ ॥ ৮৩ ॥ ন চাত্যন্তকনিষ্ঠে শ্বশুরে পূজ্যপূজাব্যতিক্রমাশঙ্কেত্যাহ কানিষ্ঠ্যমিতি। গরীয়ো গুরুতরং তপশ্চ প্রভাবশ্চ জ্যৈষ্ঠ্যকারণমভূৎ, ন তু বয়োমাত্রম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ দক্ষস্যৃষ্টিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি, দেবানামিতি। ইহ অস্মিন্ প্রাচেতসে দক্ষে যা দেবাদীনামুৎপত্তিস্তাং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তয়েত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ৯০ * ॥ প্রজাঃ সম্যগ্ বিবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্ তান্ দৃষ্ট্বাভিসংগম্য অব্রবীৎ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ বালিশা বতেত্যাদেরয়ং বাস্তবোঽর্থঃ। বতেতি খেদে। তেষাং তত্ত্ববিমর্ষং বিনা প্রজাসৃষ্ট্যাদিক্লেশ-প্রাপ্তেঃ। অহো! যূয়ং বালিশাঃ অজ্ঞাঃ। যতোঽস্যা ভুবঃ সংসারাঙ্কুরপ্রসবক্ষেত্রস্য লিঙ্গশরীরস্যাধঃ উপক্রমম্, ঊর্দ্ধ্বমবসানম্, অন্তঃ মধ্যঞ্চ ন জানীত। অতো মোক্ষমার্গম্ অজ্ঞাত্বা কথং প্রজাঃ স্রক্ষ্যথ? ব্যর্থং সংসারোপপাদকং প্রজাসর্গং কিমিতি করিষ্যথ? ॥ ৯৩ ॥ যূয়ঞ্চ বিশুদ্ধবুদ্ধিত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিণ এবেত্যাহ ঊর্দ্ধ্বমিতি। ঊর্দ্ধ্বং তির্য্যগধশ্চ সর্ব্বতস্তত্ত্ববিচারে যদা ইদানীং স্বজন্মনি যুষ্মাকং গতির্বুদ্ধিরপ্রতিহতা বর্ত্ততে, তদা কস্মাদ্ ভুবো লিঙ্গশরীরস্যান্তং ন দ্রক্ষ্যথ? লিঙ্গভঙ্গপর্য্যন্তে তত্ত্বজ্ঞানে কিমিতি যত্নং ন করিষ্যথেত্যর্থঃ। তদুক্তং ষষ্ঠস্কন্ধে হর্য্যশ্বৈর্নারদোক্তিবিবরণে। "ভূঃ ক্ষেত্রং বীজসংজ্ঞং যদ্ অনাদিনিজবন্ধনম্ অদৃষ্ট্বা তস্য নির্ব্বাণং কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ?" ইত্যাদি ॥৯৪॥ সর্ব্বতো দিশং প্রয়াতা অসঙ্গতয়া সর্ব্বাসু দিক্ষু স্বৈরং ব্যচরন্। ততশ্চ মুক্তত্বাৎ নাদ্যাপি নিবর্ত্তন্তে ॥৯৫॥ নষ্টেষু যত্র কাপি গতেষু ॥৯৬॥

, * মানস্যাঃ সঙ্কল্পজাঃ ॥ ৮৮ ॥ কন্যাং কামিনীম্ ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চ সহস্রাণি ইতি সম্বন্ধঃ ॥ রম্ন ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বোক্তং বালিশাবতেত্যাদিবচনং প্রচোদিতাঃ প্রাবিতাঃ সন্ত উচুঃ ভ্রাতৃণাং জ্যেষ্ঠানাং গুরূণাং পদবী মোক্ষমার্গঃ ॥ ৯৮ ॥ পৃথ্ব্যাঃ প্রমাণং লিঙ্গশরীরাবসানং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চাৎ পিত্রাজ্ঞাপালনেন লোকসংগ্রহার্থং প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহ ইতি বাস্তবোঽর্থঃ। কথারূপোঽর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৯৯ ॥ তদভিপ্রায়েণৈবাহ, ততঃ প্রভৃতীতি। নশ্যতি অদর্শনং যাতি ॥ ১০০ ॥ নারদশাপশ্চ ভাগবতোক্তঃ "তস্মাৎ লোকেষু তে মূঢ়! ন ভবেদ্ ভবতঃ পদম্" ইতি ॥১০১॥ কন্যানাং বংশান্ বক্তুমাহ, দদাবিত্যাদিনা। সপ্তবিংশতি ইতি দ্বিতীয়ালোপ আর্ষঃ ॥১০৩॥৪॥ পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রাদ্ধাদ্যাস্ত্রয়োদশ ধর্ম্মস্য পত্ন্যঃ স্বায়ম্ভুবস্য দক্ষস্য কন্যাঃ। এতাস্ত্বরুন্ধত্যাদ্যা দশপ্রাচেতসস্য দক্ষস্যেত্যবিরোধঃ ॥১০৫* ॥১৭॥ মুহূর্ত্তজাস্তত্তন্-মুহূর্ত্তাভিমানিনো দেবাঃ, ঘোষস্তদভিমানী দেবঃ, নাগবীথী দেবযানোত্তরবীথ্যভিমানিনী দেবতা † ॥১০৮॥ পৃথিব্যেব বিষয়ঃ স্থানং যস্য চরাচরপ্রাণিজাতস্য তৎ সর্ব্বম্। সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববস্তুবিষয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ বসূনামষ্টানাং নামপূর্ব্বকং বংশান্ বক্তুমাহ, বিশ্বরূপো মহাযশা ইত্যন্তেন। অনেকং নানাবিধং বসু তেজস্তদেব প্রাণো বলং যেষাং তে অনেকবসুপ্রাণা ইতি বসুনামনিরুক্ত্যর্থমুক্তম্। জ্যোতিঃপুরোগমা অগ্নিমুখ্যাঃ "বসূনাং পাবকশ্চাস্মি" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১১০ ॥ ১১ ॥ আপস্য বৈতণ্ড্যাদয়শ্চত্বারঃ পুত্রাঃ। লোকপ্রকালনস্তৎসংহর্ত্তা ॥১১২॥ যেন [illegible]সা বর্চ্চস্বী কান্তিমান্ পুরুষো জায়তে সঃ। ধরস্য ভার্য্যা মনোহরা। পুত্রাশ্চ দ্রবিণাদয়ঃ পঞ্চ। হুতং হব্যং বহতীতি তথা ॥১১৩॥১৪॥ শরোমুঞ্জস্তস্য স্তম্বে ॥১১৫॥ পৃষ্ঠজা অনুজাঃ কুমারবূাহরূপাঃ। তদুক্তং শল্যপর্ব্বণি "ততোঽভবৎ চতুর্মূর্ত্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ গুহঃ" ইতি কুমার এব কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ বৃহস্পতের্ভগিনী

* অরুন্ধত্যাদ্যাঃ প্রাচেতসস্য দক্ষস্য সুতা দশ ধর্ম্মপত্ন্যঃ। পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রদ্ধা কীর্ত্ত্যাদয়স্ত্রয়োদশ ধর্ম্মপত্ন্যস্তু স্বায়ম্ভুবস্য দক্ষস্য সুতা ইত্যবিরোধঃ ॥ রত্ন ॥ ১০৩ ॥

† ঘোষো ধ্বনিবিশেষো গোষ্ঠং বা, তদভিমানী দেবঃ। নাগবীথী অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রত্রয়াত্মক-স্বর্গাধ্ববিশেষাভিমানিনী দেবতা। তু শব্দাৎ ধ্বজবীথ্যাদীনাম্ অষ্টানাং সংগ্রহঃ ॥ রত্ন ॥ ১০৮ ॥

প্রভাসস্য ভার্য্যা। অসক্তা সঙ্গবর্জিতা ॥ ১১৮ ॥ তস্যাং বিশ্বকর্ম্মা ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥১২১॥ অজৈকপাদাদয়শ্চত্বারো জজ্ঞিরে * ॥১২২॥ ত্বষ্টুরনুজস্য রুদ্রস্যৈকাদশধা বিভাগমাহ, হরশ্চেতি দ্বাভ্যাম্ ॥১২৩॥ এষামেবৈকাদশানাং প্রত্যেকং শতং ভেদানাহ, শতং ত্বেবমিতি। যদ্বা এতদ্ বিভূতিরূপাণামানন্ত্যমুচ্যতে। শতশব্দস্য অপরিমিতবচনত্বাৎ। অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রাঃ "অধিভূম্যাম্" ইতি শ্রুতেশ্চ। তদেবং ধর্ম্মভার্য্যাণাং বংশা উক্তাঃ। ইদানীং কশ্যপায় ত্রয়োদশেত্যুক্তানাং বংশান্ বক্তুমাহ, অদিতিরিত্যাদিনা ॥১২৫॥৬॥ তত্র তুষিতা এবাদিতেঃ পুত্রা জাতা ইতি কথাপূর্ব্বকমাহ। পূর্ব্বমন্বন্তরে চাক্ষুষে যে তুষিতা নাম দেবা আসন্, তে চাক্ষুষস্য মনোরন্তরে বর্ত্তমানে বৈবস্বতমন্বন্তরে চোপস্থিতে ভাবিনি সতি পরস্পরং সমাগম্য অন্যোঽন্যং পার্শ্বং গত্বা সমবায়াকৃতা মিলিতাঃ সন্তোঽন্যোন্যমূচুরিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১২৭ ॥ অতিযশসঃ প্রখ্যাতবীর্য্যাঃ ॥ ১২৮ ॥ কিমূচুস্তদাহ, আগচ্ছতেতি। বৈবস্বতমন্বন্তরে প্রসূয়াম প্রসূয়েমহি। কিমর্থমিত্যত্রাহুঃ, তৎ ততঃ পুনরপি দেবাধিকারপ্রাপ্ত্যা নঃ শ্রেয়ো ভদ্রং ভবিষ্যতীতি ॥ ১২৯ ॥ চাক্ষুষস্য মনোরন্তরে এবমুক্ত্বা বৈবস্বতমন্বন্তরে অদিত্যা নিমিত্তভূতয়া কশ্যপাদ্ জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩০ ॥ ৩২ ॥ অতস্তুষিতা এব দ্বাদশাদিত্যাঃ স্মৃতা ইত্যুপসংহরতি ॥ ১৩৩ ॥ এবং তাবদষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইত্যাদি শ্রুতিক্রমেণাদিত্যানামুপস্থানাদদিত্যা বংশ উক্তঃ। ইদানীং অদিতিরিতি কশ্যপভার্য্যোদ্দেশানুসারেণ দিত্যা বংশং ক্রমপ্রাপ্তমপি প্রহ্লাদচরিতাদি বহুবিস্তরত্বেন পশ্চাদ্ বক্ষ্যন্ আদৌ তাবদল্পত্বাৎ অন্যাসাং দক্ষকন্যানাং বংশানাহ, যাঃ সপ্তবিংশতিঃ প্রোক্তা ইত্যাদি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ ॥ ১৩৪ ॥ তাস্বামিতিতেজসা দীপ্তিমন্ত্যপত্যান্যভবন্। পাঠান্তরে অমিততেজসো হেতোর্দীপ্তান্যভবন্ ইত্যর্থঃ। চতস্রোঽরিষ্টনেময় ইত্যুক্তানাং বংশমাহ, অরিষ্ট-

---

* প্রভাসস্যৈব সুতান্তরাণ্যাহ, অজৈকপাদিতি। আজজঃ পুত্র ঔরসঃ ॥রত্ন॥ ১২২॥

নেমীতি॥ ১৩৫॥ যে চৈব বহুপুত্রায় ইত্যুক্তয়োর্বংশমাহ, বহুপুত্রস্যেতি। চতস্রো বিদ্যুতস্তু "বাতায় কপিলা বিদ্যুদ্ আতপায়াতিলোহিতা। পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ" ইতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধাঃ। যে চৈবাঙ্গিরস ইত্যুক্তয়োর্বংশমাহ, প্রত্যঙ্গিরসজা ইতি। অঙ্গিরসে প্রত্যাগতে প্রত্যঙ্গিরসে তাভ্যাং জাতাঃ প্রত্যঙ্গিরসাখ্যা ঋচঃ। "যান্ কল্পয়ন্তি" ইত্যাদি পঞ্চত্রিংশৎ মন্ত্রাভিমানিদেবতাঃ॥ ১৩৬॥ যে কৃশাশ্বায়েত্যুক্তয়োর্বংশমাহ, কৃশাশ্বস্যেতি। দেবপ্রহরণাঃ দেবশস্ত্রদেবতাঃ॥১৩৭॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ—অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশাদিত্যাঃ, প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চেতি শ্রুত্যুক্তাঃ। ছন্দতঃ স্বেচ্ছাতো জায়ন্ত ইতি ছন্দজাঃ। নিরোধসহিতাঃ উৎপত্তির্নিরোধোৎপত্তিঃ॥ ১৩৮॥ উৎপত্তির্নিরোধয়োরিচ্ছা কথং স্যাদিত্যত আহ, যথা সূর্য্যস্যেতি যুগে যুগে প্রতিকল্পং মন্বন্তরাদিষু॥ ১৩৯॥ দিতের্বংশমাহ, দিত্যা ইত্যাদিনা যাবদেকবিংশাধ্যায়ে দনোর্বংশোক্তিঃ॥১৪০॥ পরিগ্রহো ভার্য্যা॥১৪১॥ * "প্রহ্লাদবৎ স্বসিংহৈক-ভক্তিলাভায় দেহিনাম্। আবহন্ শ্রবণৌৎসুক্যং তৎপ্রভাবমসূচয়ৎ।" তেষাং মধ্য ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি ‡॥ ১৪৭॥ বিষ্ণোঃ স্মরণেন দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ॥ ১৪৮ §॥৫০॥ দৈত্যেন্দ্রেণ পরিণামিতাঃ দন্তৈঃ প্রহর্তুং গজশিক্ষাক্রমেণোদ্যোজিতাঃ॥ ১৫১॥ ৩॥ দৈত্যেন্দ্রস্য সূদৈঃ সূপকারৈঃ[illegible]পহৃতং দত্তং হালাহলম্। "হলাহলা নাম নদী হিমবত্যতিদারুণা। যস্তু তত্তীরসংভূতং বিষং হালাহলং স্মৃতম্" ইতি।

---

* "ভগবদ্-বাসনাসিদ্ধ্যা ইহামুত্র ন জায়তে। ইতি প্রহ্লাদমাহাত্ম্যং মহোৎসবমিবাতনোৎ॥" তেষাং মধ্যে ইত্যাদিনা॥ রত্ন॥ ১৪৩॥

সর্ব্বেষু প্রহ্লাদাদেষু উপচিতঃ সমেধিতঃ বহ্নিরিতি বিষ্ণুক্রিয়াধিক্যদ্যোতনায়। রত্ন॥ ১৪৪॥

‡ অস্তায় নাশায়। উরু তেজো যস্য তস্য॥ রত্ন॥ ১৪৭॥

§ স্বর্গেভ্যুচ্চতোপলক্ষণম্॥ রত্ন॥ ১৪৯॥

অবিকারং রোমাঞ্চ-স্বেদ-নক্তু শোষাদি-বিকারশূন্যং যথা ভবত্যেবং জরয়ামাস ॥ ১৫৪॥৫৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।



ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

উক্তানুবাদপূর্ব্বকং প্রহ্লাদচরিতং পৃচ্ছতি, কথিত ইত্যাদিনা। মানবানাং উত্তানপাদ-ধ্রুবাদীনাম্ * ॥ ১ ॥ দদাহ, যন্নাগ্নিঃ। অস্ত্রৈঃ ক্ষুন্নঃ প্রহতোঽপি ॥২॥ যত্র যস্মিন্ প্রহ্লাদে বদ্ধৈর্বদ্ধে বিচলতি সতি তস্য বিক্ষিপ্তৈরঙ্গৈঃ সমাহতা সতী বসুধা ক্ষোভং জগাম। বিক্ষিপ্তাঙ্গঃ সমাহিত ইতি পাঠে তু উত্তরেণান্বয়ঃ। বদ্ধবদ্ধো বিচরতীতি পাঠে পৃথগ্ এতদ্ বাক্যম্ ॥ ৯ ॥ শিষ্টাঃ প্রশ্নাঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ১৬ ॥

* প্রহ্লাদচরিতাশ্চর্য্য-শ্রবণাতিকুতূহলাৎ। তেষেব বিস্তরপ্রশ্নাঃ ষোড়শেমানুকী-াঃ ॥ রত্ন ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।



সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।



ভগবদ্দ্বেষ এব তদ্ভক্তস্বপুত্রদ্বেষেঽপি কারণমিতি বক্ষ্যন্ হিরণ্যকশিপোর্ব্বৃত্তান্তমাহ, দিতেঃ পুত্র ইত্যাদিনা * ॥১॥ "ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মাভূৎ মম প্রভো!" ইত্যাদি অনেকবরপ্রার্থনে কৃতে সতি তথৈব ব্রহ্মণা দত্তৈর্ব্বরৈর্দর্পিতঃ সন্ ॥ ৪ ॥ তৎত্রাসাৎ হিরণ্যকশিপোর্ভয়াৎ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ মহাত্মানং অদ্ভুতপ্রভাবম্ ॥ ৭ ॥ অবাদয়ন্ বাদ্যাদীনি, জগুর্গীতম্ ॥ ৮ ॥ প্রকৃষ্টং স্তৃত্যং যাসাং তা অপ্সরসো যস্মিন্ তস্মিন্ প্রাসাদে, স্ফটিকাভ্রময়ে স্ফটিকশিলাভিঃ অভ্রকশিলাভিশ্চ রচিতে। পীয়ত ইতি পানং মদিরাদি ॥ ৯ ॥ তদেবং তস্য পরমৈশ্বর্য্যম্ উক্ত্বা পুত্রদ্বেষকারণং বক্তুমাহ, তস্য পুত্র ইত্যাদিনা ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ অনাদিমধ্যান্তং দেশতঃ পরিচ্ছেদরহিতম্। অজরং জরাশূন্যম্। অবৃদ্ধিক্ষয়ং বৃদ্ধ্যপক্ষয়শূন্যম্। অচ্যুতং নাশশূন্যম্। তত্র হেতুঃ। সর্ব্বকারণানাং কারণম্। প্রণতোঽস্ম্যন্তসন্তানমিতি পাঠে, অন্তয়তি ইত্যন্তঃ সংহর্ত্তা, সংতন্যতেঽনেনেতি সন্তানং স্থিতিকর্ত্তা, তম্। পাঠান্তরং সুগমম্ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মবন্ধো! ব্রাহ্মণাধম! তে ত্বয়া বিপক্ষস্তুত্যা সংহিতং সংবদ্ধং কিমেতদ্ গ্রাহিতঃ? শিক্ষিতঃ ॥১৭॥ ২০॥ প্রসভং নিঃশঙ্কম্ ॥২১॥ যতো বিশ্বং, বিশ্বরূপঃ স পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ † ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ন কেবলং মমৈব কিন্তু প্রজানাং সর্ব্বাসাং ভবতশ্চ ধাতা ধারয়িতা, বিধাতা, কর্ত্তা চ পরমে-

---

* প্রহ্লাদপ্রহ্লাদস্য হরিভক্ত্যং কীর্ত্তয়ে। ইহ তেনৈব বালানাং ভক্তিশিক্ষা তথোরিতা ॥ রত্ন ॥ ১ ॥

† ন শব্দস্য গোচরে বিষয়ে ন বা যোগিধ্যেয়ং "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ,, ইতি শ্রুতেঃ। তর্হি নাস্ত্যেব ইত্যত আহ, যতো বিশ্বং যশ্চ বিশ্বম্ ইতি বিশ্বস্যাভিন্ন-নিমিত্তোপাদানভূতো যো বিষ্ণুঃ স পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ ॥ রত্ন ॥ ২২ ॥

শ্বরঃ স এব ॥২৪॥২৫॥ আক্রম্য অধিষ্ঠাতাবস্থিতঃ। যুনক্তি প্রবর্ত্তয়তি। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ জগ্রাহ, বিদ্যাং গুরোরুপকারার্থমেব। অন্যথা তদ্‌বৃত্তিলোপপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২৮ ॥ গাথা গদ্যপদ্যাদিঃ ॥ ২৯ ॥ যতঃ প্রধানপুরুষৌ আবির্ভূতৌ ॥ ৩০ ॥ কুলস্যাঙ্গারতাং দাহকতাম্ ॥ ৩১ ॥ যস্মিন্ স্মৃত এব জন্মাদীন্যপি ভয়ান্যপযান্তি, তস্মিন্ মনসি নিত্যং স্থিতে সতি ভয়ং কুত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥ অদশস্তু দষ্টবন্তঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ এতদশক্যম্। অন্যৎ কার্য্যং প্রশাধি আদিশ ॥ ৪০ ॥ সংকটৈঃ সংকীর্ণৈর্দ্দন্তৈর্মিশ্রা মিলিতাঃ সন্তঃ ঘ্নত মারয়ত। অস্মদ্‌রিপুপক্ষৈর্বৈকৃতৈঃ সামাদ্যুপায়েন অস্মত্তো ভিন্নং পৃথক্‌কৃতম্। তস্মাদ্ জাতো অপি তস্য বিনাশায় ক্বচিদ্ ভবন্তি। যথাহরণের্জাতো হুতাশোহরণের্নাশায় ॥ ৪১ ॥ বিষাদৈর্দ্দন্তৈঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ পিতুরপি ভগবদ্‌ভক্তিম্ উৎপাদয়িতুং তৎস্মরণপ্রভাবমাহ, দন্তা ইতি। কুলিশং বজ্রং তস্যাগ্রমিব নিষ্ঠুরাঃ স্থূলাঃ তীক্ষ্ণাঃ মহতীর্বিপদ-স্তন্-মূলভূতানি পাপানি চ বিনাশয়ন্তীতি তথা ॥ ৪৪ ॥ * ভার্গবস্যাত্মজাঃ শণ্ডামর্কাদয়ঃ ॥৪৮॥৫১॥ নিবর্ত্তিনীং হিংস্রাম্ অনিবর্ত্তিনীমিতি বা চ্ছেদঃ। ষুষ্প্য তীকারামিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ পিতুর্বিষয়াসক্তের্বিষ্ণুভক্তির্ন ভবতি। এষাং তু ভবিষ্যতীতি বাল-দানবান্ গুরোরুপদেশস্যাধ্যাপনস্যান্তরে বিচ্ছেদে তন্মধ্যে মুহুর্মুহুঃ স্বয়মধ্যাপয়ামাস, উপদিদেশ ॥ ৫৪ ॥ "সংসারে নিত্যদুঃখানি বিষ্ণুভক্তৌ পরং সুখম্। ইত্থং প্রহ্লাদবাক্যার্থং বুদ্ধ্বা বিষ্ণুং ভজেদ্‌বুধঃ" ॥ হে দিতিজাত্মজাঃ! মদুক্তিরঃ, দৈতেয়াস্তদন্যে। পরমার্থতত্ত্বং শ্রূয়তাম্। মে মন্তঃ। অন্যথা মিথ্যোক্ত্যেতৎ ন মন্তব্যং, যতোহস্য গুরোরুপদেশ ইব মদুক্তৌ লোভাদিকারণং নাস্তি ॥ ৫৫ ॥ বাল্যাদারভ্য বন্ধমুক্তয়ে বিষ্ণুভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি বক্তুং প্রবৃত্তিমার্গে

* দিশাং মুখানি নিকটদিগ্‌দেশাঃ ॥ রত্ন ॥ ৪৭ ॥

নিয়ম্যতাং নিরাক্রিয়তাম্। অসুতময়ে কনিষ্ঠাত্মজে। অত্রেতি বা পাঠঃ। নতে ঐরাগে দেবনিকায়েষু সফলঃ বধফলত্বাৎ ॥ রত্ন ॥ ৪৯ ॥

জন্মাদি-সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যং দুঃখমেবেতি দর্শয়ন্নাহ, জন্মেত্যাদি সর্ব্বং দুঃখময়ং জগদিত্যন্তৈশ্চতুর্দশভিঃ ॥৫৬॥৫৭॥ মৃতস্য পুনর্জ্জন্ম ভবতীত্যয়মেতদর্থপ্রতিপাদকঃ প্রমাণভূতশ্রুতিস্মৃত্যাদিরূপ আগমোঽস্তি "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে তু সংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্" ইতি "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইত্যাদি। এতদনুকূলং তর্কমপ্যাহ। তচ্চ তথৈব মন্তব্যম্। যস্মাদ্ জীবাদ্যধিষ্ঠিত-শুক্রশোণিতরূপম্ উপাদানকারণং বিনা দেহস্যোদ্ভবো ন ঘটতে ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি। যদ্বা জীবন্মুক্তব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ, নেতি। উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়তে পুনর্জ্জন্মার্থম্ ইত্যুপাদানং পুণ্যপাপাদি। তদ্ বিনা উদ্ভবো জন্ম নাস্তি, কিন্তু তৎসদ্ভাবে, অতো জীবন্মুক্তে নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥ ততঃ কিমত আহ, গর্ভবাসাদীতি পুনর্জ্জন্মন উপপাদনং প্রাপণং যাবৎ, তাবদ্ দুঃখমেব। যদ্বা বামদেবগর্ভবাসব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ, পুনর্জ্জন্মেতি ॥ ৫৯ ॥ অন্নপানাদিজনিতসুখমপ্যস্তি, কুতো দুঃখমেবোচ্যতে ? ইতি চেৎ, তত্রাহ, ক্ষুদিতি। ক্ষুৎপিপাসাদিকৃত দুঃখোপশমং মূঢো ভ্রান্তঃ সুখং মন্যতে, তদ্ হি পুনরন্নপানাদি-সংপাদন-প্রয়াসাৎ দুঃখমেব ॥ ৬০ ॥ দুঃখত্বেন প্রসিদ্ধেঽপীচ্ছয়াঙ্গপ্রহারাদৌ সুখভ্রমং দৃষ্টান্তত্বেনাহ, অত্যন্তেতি। বাতাদিদোষেণ অত্যন্তং জড়ীভূতগাত্রাণাং ব্যায়ামেন গমনাদিশ্রমেণ সুখমিচ্ছতাং ব্যায়ামোঽপি সুখমিব ভবতি। ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাঞ্চ মোহপিহিতদৃষ্টীনাং কামিনাং প্রণয়কুপিত-কামিনী-নূপুর-রণৎকার-চরণ-প্রহারোঽপি সুখবৎ প্রতীয়তে ॥৬১॥ তদেব কামিনাং সুখম্। নিন্দতি, কেতি। সংহাচয়ঃ স্থূলসংঘাতঃ। কান্তির্গৌরত্বাদিঃ, অঙ্গচ্ছায়া শোভা ভূষণাদিকৃতা, সৌরভ্যং সৌগন্ধ্যং, কমনীয়ং সৌন্দর্য্যম্, এবমাদয়ো গুণাশ্চ ক ॥ ৬২ ॥ দেহে চেদহং-মম-কারাস্পদে প্রীতিমান্ ভবেৎ তর্হি নরকেঽপি প্রীতিমান্ ভবিষ্যতি ? তস্যাপি নারকি-ভোগ্যমাংসাদি-সংঘাতত্বাবিশেষাৎ ॥ ৬৩ ॥ কিঞ্চ ন বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ সুখসাধনমস্তি। সুখসাধনস্যৈব কদাচিদ্ দুঃখদর্শনাদিত্যাহ, অগ্নেরিতি।

শীতেন পূর্ব্বভাবিনা অগ্নেঃ সুখকর্ত্তৃত্বং ক্রিয়তে। শীতাভাবে গ্রীষ্মে অগ্নের্দুঃসহত্বাৎ। এবং পূর্ব্বভাবিন্যা তৃষা তোয়স্য, ক্ষুধা চ ভক্তস্যান্নস্য, তয়োরভাবে তোয়ান্নয়োরতিপ্রতিকূলত্বাৎ তদ্বিলোমস্যাগ্ন্যাদি-প্রতিযোগিনঃ শীতাদেরিতরৈরগ্ন্যাদিভিঃ, অগ্নিনা সন্তাপে সতি শীতস্য, তোয়ে সতি তৃষঃ, অন্নে সতি ক্ষুধঃ, সুখহেতুত্বম্, অন্যথা তেষামেব দুঃখহেতুত্বাৎ ॥৬৪॥ কিঞ্চ করোতীতি ॥৬৫॥ কলত্রপুত্রমিত্রাদিসম্বন্ধোঽপি দুঃখহেতুরেবেত্যাহ, যাবত ইতি। শোকরূপাঃ শঙ্কবঃ কীলকানি খন্যন্তে নিপাত্যন্তে। তেষামপগমেঽপি তন্নাশাদিশোকানপগমাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ এতৎ স্পষ্টয়তি, যদ্ যদিতি। যদ্ যদ্ গৃহেঽস্তি ধনাদি, তদ্ যত্র তত্র দেশান্তরেঽপি অবতিষ্ঠমানস্য মনসি নিত্যং চিন্তয়তস্তিষ্ঠতি, তস্য তু ধনাদের্নাশো দাহোঽপহরণং বা তত্রৈব গৃহ এব তিষ্ঠতি ন তু মানসে, স্মর্য্যমাণতয়া স্থিতস্য ধনাদের্নাশাদি ভবতি। মনসি স্থিতস্য তু ন ভবতীতি কুতঃ? অহো চিত্রং! গৃহে নষ্টমপি ধনাদি যত্র কুত্রচিৎ দেশান্তরে স্থিতমপি পরিগ্রহণং ব্যথয়িতুমেব মানসবাসনারূপেণ তিষ্ঠতি। অতস্তদ্-বাসনাপরিত্যাগে বিশোকো ভবতি, ন তদ্বিয়োগমাত্র ইতি ভাবঃ। পাঠান্তরেঽপি অয়মেব তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং সর্ব্বাবস্থাস্বপি দুঃখমনুসন্ধেয়মিত্যাহ, জন্মনীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬৯ ॥ তদেবং প্রবৃত্তিমার্গে দোষোক্ত্যা বিরক্তিমুৎপাদ্য বিষ্ণুসেবায়াং প্রবর্ত্তয়ন্নাহ, তদেবমিতি ॥৭০॥ তথাপ্যস্মাকং বালানাং নাত্রাধিকার ইত্যাশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি, জানীতেতি। তত্তৎপরিণামভেদেন ভিন্নেম্বপি বালযুবাদিদেহেষু দেহিনঃ প্রতিসন্ধানাৎ দেহী শাশ্বতো নিত্যঃ। অতো জরাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্যৈব ন ত্বাত্মনঃ দেহাত্মবিবেকশূন্যানাম্ অবিরক্তানামেবাত্রানধিকারঃ। তদ্ বিবেকবতাং তু বিরক্তানাং সুতরামেবাধিকারঃ। "দেহাবস্থাত্মকারণং যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজ,, ইত্যাদি-শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥ কিঞ্চিদ্‌বিবেকবতামপি অবিরক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তৌ কালপ্রতীক্ষয়া বৃথৈব জীবিতং যাতীত্যাহ, বালোঽহমিতি ত্রিভিঃ। ইষ্টাতো বিচরিষ্যামীতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ দুরাশয়া বিষয়াসক্ত্যা-

ক্ষিপ্তমানসঃ আকৃষ্টচিত্তঃ। পিপাসিতঃ ভোগতৃষ্ণাকুলঃ। অনেন চ রজকাদিদৃষ্টান্তঃ সূচিতঃ। রজকো হি জাহ্নবীজলস্থোঽহং পীদং প্রক্ষাল্য জলং পাস্যামীদমিদঞ্চেত্যেবং পিপাসয়া যথা ম্রিয়তে। জালিকশ্চ ইমঞ্চামুঞ্চ পরঞ্চ মৎস্যং ধৃত্বা তোয়ং পাস্যামীত্যেবং পিপাসিত এব যথা ম্রিয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ অজ্ঞাস্তু পশুবদেবায়ুঃ ক্ষপয়ন্তী-ত্যাহ; বাল্য ইতি। সমুপস্থিতং প্রাপ্তং বার্দ্ধক্যঞ্চাশক্ত্যা নয়ন্তি যাপ-য়ন্তি, ন তু তদাপি শ্রেয়ো জিজ্ঞাসা তেষামিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ অতঃ শ্রেয়সে বিলম্বো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ, তস্মাদিতি। বিবেকাত্মা বিবেক-যুক্তচিত্তঃ। তমেব বিবেকং স্মারয়তি বাল্যেতি ॥ ৭৬ ॥ যদ্যপি যুস্মাকমত্র নেচ্ছা তথাপ্যস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাম্ ॥ ৭৭ ॥ যুস্মা-কমপি বিষ্ণুভক্তাবেব প্রবৃত্তির্যুক্তা সুকরত্বাৎ মহাফলত্বাচ্চ ইত্যাহ, আয়াস ইতি ॥ ৭৮ ॥ বিষ্ণুভক্ত্যেব সর্ব্বত্র বিষ্ণুদৃষ্টিঃ সর্ব্বভূতমৈত্রী চ মুখ্যং কারণমিত্যাহ, সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু অন্তর্যামিতয়া স্থিতে তস্মিন্ বিষ্ণৌ মতির্ভবতামস্তু। অতএব তদধিষ্ঠানে ভূতমাত্রে মৈত্রী চাহর্নিশমস্তু। এবমনেন প্রকারেণ রাগদ্বেষাদিকৃত-সর্ব্বক্লেশান্ প্রহা-স্যাথেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ননু সর্ব্বভূতেষু মৈত্রী দুষ্করা, মৎসরাদিভিঃ সন্ত-প্যমানেষু ধনবিদ্যাদিগর্ব্বিতেষু চ বৃথৈব বদ্ধবৈরেষু চ দ্বেষস্য দুষ্প-রিহরত্বাদিত্যত্রাহ, তাপত্রয়েণেতি ত্রিভিঃ। তাপত্রয়েণাধ্যাত্মকাদি দুঃখত্রয়েণ মদমৎসরাদিনা জগদেতদভিহতমিতি যদা বুদ্ধিঃ তদা শোচ্যেষু কৃপাবিষয়েষু ভূতেষু কঃ প্রাজ্ঞো দ্বেষং করোতি ॥ ৮০ ॥ অথৈব মতির্ভূতানি ভদ্রাণি ধনবিদ্যাদি-সম্পদা দৃষ্টানি অহমেব কেবলং ধনাদ্যর্জ্জনে হীনশক্তিরিতি। তথাপি তেষু মুদং প্রীতিমেব কুর্ব্বীত, ন তু দ্বেষং, যতো দ্বেষস্য ফলং হানিরেব। তথা হি ন্যায়-বিদঃ—"ইষ্টসাধনজ্ঞানস্য রাগত উপাদানং ফলম্। অনিষ্টসাধনজ্ঞা-নস্য চ দ্বেষতো হানিঃ ফলম্" ইতি বর্ণয়ন্তি। অতো হানিফলত্বাদ্ দ্বেষো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ যদি চেদ্ বৃথৈব বদ্ধবৈরাণি স্বস্মিন্ দ্বেষং কুর্ব্বন্তি তদা মনীষিণা তান্যতীব মোহব্যাপ্তানীতি শোচ্যানি অনু-কম্প্যানি। তেষু সর্ব্বথা দ্বেষো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ এতে চ ভেদো-

পশমপ্রকারা মন্দাধিকারিণামেবোক্তাঃ, ন তু উত্তমাধিকারিণামিত্যাহ, এত ইতি। ভিন্নদৃশা ভেদদ্রষ্ট্যা। ভিন্নদৃশামিতি বা পাঠঃ॥ তত্র ভেদদ্রষ্ট্যঙ্গীকারং কৃত্বা এতে বিকল্পাঃ দ্বেষোপশমপ্রকারভেদাঃ কথিতাঃ। উত্তমানাং তু পরমার্থসংক্ষেপো মত্তঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ৮৩॥ তমেবাহ, বিস্তার ইতি॥ ৮৪॥ আসুরং ভাবং রাগদ্বেষাদিস্বভাবং সম্যগুৎসৃজ্য যূয়ং বয়ঞ্চ নির্বৃতিং যথা যেন প্রকারেণ প্রাপ্স্যামস্তথা যত্নং করিষ্যামঃ॥ ৮৫॥ তামেব নির্বৃতিং তৎ প্রযত্নঞ্চ বিশিনষ্টি, যেতি চতুর্ভিঃ। যা নির্বৃতির্মোক্ষাখ্যা। অগ্ন্যাদিনাঽন্যৈরপি কৈশ্চিৎ ক্ষয়ং ন নীয়তে তাং নির্বৃতিং কেশবে হৃদয়ং ন্যস্য প্রাপ্নোতীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। তত্র নাগ্ন্যাদিনেতি আধিদৈবিকৈরুপঘাতৈঃ ক্ষয়ো বার্য্যতে॥ ৮৬॥ ন মনুষ্যৈর্ন পশুভিরিত্যাধিভৌতিকৈঃ। দোষৈর্নৈবাত্মসংভবৈরিতি শারীরমানসভেদেনাধ্যাত্মিকৈঃ॥ ৮৭॥ তত্র শারীরৈর্জ্বরাদিভির্মানসৈর্দ্বেষাদিভিশ্চ ॥ ৮৮॥ অন্যৈশ্চ তন্মূলভূতৈরবিদ্যাকর্মাদিভির্যা ক্ষয়ং ন প্রাপ্যতে তাং নির্বৃতিং কেশবং স্মৃত্বা প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৮৯॥ সর্ব্বোপদেশসারমাহ, অসারেতি। অসারো যঃ সংসারঃ, তত্র বিবর্ত্তনানি দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি-জন্মানি তেষু তত্ত্বদুঃখৈস্তৈর্জোদ্বেগস্তোষং মা যাত ন প্রাপ্নুত কিন্তু সর্ব্বভূতেষু সমদর্শিতাম্ উপেত প্রাপ্নুত। তদেব অচ্যুতস্যারাধনং প্রীণনম্ ॥৯০॥ ততঃ কিমত আহ, তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ প্রসন্নে প্রীতে ন কিঞ্চিদ্-দুর্ল্লভম্। তথাপি তুচ্ছত্বাৎ ত্রিবর্গো ন প্রার্থ্যঃ, মোক্ষোঽপি ন প্রার্থ্যঃ। চূতমূলমাশ্রিতস্যোপরি যথা তৎ ফলং পততি, তথৈব ব্রহ্মতরুলক্ষণাদনন্তাৎ সম্যগাশ্রিতান্ প্রতি মুক্তিফলপ্রপাতস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৯১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।



চেষ্টাম্ উপদেশরূপাম্ ॥ ১ ॥ কুমার্গস্য দেশকঃ উপদেষ্টা ॥ ২ ॥ পূর্ব্বং শস্ত্রসর্পগজাদীন্ দৃষ্ট্বা অনেন কোঽপি মন্ত্রাদিঃ প্রতীকারঃ কৃতঃ। তস্মাদবিজ্ঞাতং যথা ভবত্যেবং সর্ব্বভক্ষ্যেষু খণ্ডলড্ডুকাদিষু বিষং দত্ত্বা হন্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ অনন্তস্য নাম্না ভক্ষ্যভোজ্যাদি সর্ব্বম্ অভিমন্ত্র্য তস্মৈ নিবেদ্য তদুচ্ছিষ্টং প্রসাদরূপেণ নিত্যমসৌ ভুঙ্ক্তে। অতস্তদাসৌ বিষমুগ্রং তথৈব বুভুজে ॥ ৫ ॥ তস্মাদনন্তস্য খ্যাত্যা কীর্ত্ত্যা নির্ব্বীর্য্যত্বাদবিকারং যথা ভবত্যেবং জরয়ামাস ॥ ৬ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বস্মাদ্ ব্রহ্মশক্তিরধিকেতি মত্বা ব্রাহ্মণান্ নিযুঙ্ক্তে, ত্বর্য্যতামিতি ॥ ৯ ॥ ১১ ॥ তে পিতা সর্ব্বলোকানামাশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণো মরীচেঃ কুলে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ নাপরাধ্যামি নান্যথা করোমি ॥ ১৭ ॥ যথা যৈর্যৈর্দোষৈরেতদযুক্তম্। তথা সর্ব্বান্ দোষান্ কো ব্রবীতি দোষানন্ত্যান্ন কোঽপি বক্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। তথাপি কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামীত্যাহ, কিন্ত্বিতি ॥ ১৮ ॥ কিমনন্তেন সাধ্বিতীত্যাদি পুনরুক্তিঃ সোপালম্ভাক্ষেপার্থা ॥১৯॥ ২০ ॥ ইদং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং যস্মাদনন্তাদ্ ভবতি, তস্মাৎ কিং স্যাদিতি, ইদং নিরর্থকবাক্যং কিমিতি বৃথৈবোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ পুরুষার্থচতুষ্টয়প্রাপ্তিমেবোদাহরন্নাহ, মরীচিমিশ্রৈরিতি চতুর্ভিঃ। মিশ্রশব্দস্য পূজ্যে প্রয়োগাৎ মরীচিমিশ্রৈর্ম্মরীচিমুখ্যৈরিত্যর্থঃ ॥২২॥ ২৩ ॥ একতালভ্যং সমষ্টিমাত্রসুলভং হরেরারাধনমেব সম্পদাদীনাং বিমুক্তেশ্চ মূলম্ ॥ ২৪ ॥ যতো ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বিধং ফলং তেনাপি অনন্তেন। কিমিত্যেবং কিমিদমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ সোপালম্ভোক্তিং নিগময়তি কিঞ্চেতি ॥ ২৬ ॥ এবং বিপক্ষস্তুতিযুক্তং বাক্যং ভূয়ো ন বক্ষ্য-

সীতি মত্বা পূর্ব্বমস্মাভিস্ত্বং রক্ষিতোঽসি। অবুদ্ধিমান্ ত্বমিতি তু নৈব জ্ঞাতোঽসি ॥ ২৭ ॥ মোহগ্রাহং অবুদ্ধিকৃতং দুরাগ্রহম্ ॥ ২৮ ॥ অসৎ সমাচরন্ আত্মৈবাত্মানং হন্তি, সাধু সমাচরন্নাত্মৈব আত্মানং রক্ষতি চেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ পাদয়োর্ন্যাসৈর্নিক্ষেপৈঃ। ক্ষতা ক্ষিতির্যস্যাঃ সা তথা ॥ ৩১ ॥ খণ্ডিতং ভগ্নং সৎ ভূমৌ জগাম পপাত ॥ ৩২ ॥ ৩৪ ॥ অভ্যবপদ্যত রক্ষণার্থং তদভিমুখম্ অধাবদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ৩৯ ॥ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।



সহজং নৈসর্গিকম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ সামান্যঃ সমানঃ ॥ ৪ ॥ কিঞ্চ অন্যেষাং যঃ পাপানি তৎফলানি দুঃখানি চিন্তয়তি তস্য পাপগমো দুঃখাগমো নাস্তি ॥ ৫ ॥ যতস্তৎ পীড়াকরণমেব বীজং তস্মাদ্ জন্ম যস্য তদশুভং পাপং তস্য কর্ত্তুঃ। অত্যধিকং ফলন্তি দুঃখফলাত্মনা চ তে ॥ ৬ ॥ ৮ ॥ এবং সর্ব্বভূতময়ং হরিং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেষু ভূতেষু তদ্-ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা ॥ ৯ ॥ ক্রোধেনান্ধকারিতং জাতান্ধকারমিব দুষ্প্রেক্ষ্যং মুখং যস্য সঃ ॥১০॥ শস্ত্রবিষাগ্নিকৃত্যাদীনাং মণিমন্ত্রাদিভিস্তম্ভনং সংভবতি, পতনে তু ন কিঞ্চিৎ প্রভবতি ইত্যাশয়েন দৈত্যান্ আদিশতি, দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামিতি ॥ ১৪ ॥ বাস্তবৈরুপায়ৈর্হন্তুম্ অশক্যত্বাৎ তদ-

বধে মায়াবিনং নিযুঙ্‌ক্তে, নাস্মাভিরিতি। নিষূদয় বিনাশয় ॥১৫॥১৮॥ সুদর্শনং শুদ্ধজ্ঞানময়ম্ ॥ ১৯ ॥ অতস্তেন মায়াসহস্রং প্রত্যেকং বিনাশিতম্ ॥ ২০ ॥ দ্রুশোষু বধোপায়েষু প্রতিঘাতবসৌ করোতীতি অন্তুশ্যং বায়ুং নিযুঙ্‌ক্তে ইত্যাহ, সংশোষকমিতি ॥২১॥ লঘু শীঘ্রম্। লঘুরিতি পাঠে লঘুবান্ শীতোঽতিরুক্ষশ্চ শীতজ্বরপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥ তেনাবিষ্টং ব্যাপ্তম্। ধরণীধরম্। বায়ুভক্ষ্যং শেষস্বরূপম্ ॥২৩॥ ২৮ ॥ ত্রিষু কালেষু ক্ষয়বৃদ্ধি-তৎসাম্য-সময়েষু ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিষু বুদ্ধিসহায়েষু। অভ্যন্তরেষু অন্তঃপুরমহানসাদাবধিকৃতেষু, দূতেষু বা। শঙ্কিতেষু জিত্বা বলাদ্দাসীকৃতেষু ভূপেষু ইতরেষু অসৎসঙ্গিষু চ ॥ ৩০ ॥ কৃত্যাকৃত্যবিধানং সন্ধিবিগ্রহাদিষু কুত্র কিং কৃত্যং কুত্র কিমকৃত্যমিত্যেষ প্রকারঃ। যদ্বা কৃত্যাঃ শত্রুভির্ভেদ্যাঃ তেষামকৃত্যবিধানম্ অভেদ্যত্বকরণং দুর্গপর্ব্বতোদকাদি। আটবিকাঃ মহারণ্যনিবাসিনঃ। পুলিন্দাঃ ম্লেচ্ছাদয়স্তেষাং সাধনং বশীকরণম্। কণ্টকাঃ চোরাঃ গূঢ়শত্রবো বা তেষাং শোধনং নিরসনম্ ॥৩১॥ অন্যচ্চ সামভেদাদি ॥৩২॥ প্রশ্রয় এব ভূষণং যস্য সঃ ॥ ৩৩ ॥৩৪॥ কুপিতস্য স্তুত্যাদিভিঃ সাধনং সাম। ঐকমত্যেন স্থিতানাং ভয়জননাদিনা পৃথক্ করণং ভেদঃ। ভূমিধনাদিসমর্পণমুপাদানম্। অর্থাপহারাদিদণ্ড ইত্যেতে উপায়াঃ ॥৩৫॥ মা ক্রুধঃ ক্রোধং মা কার্ষীঃ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বভূতাত্মকে সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মনি পরমাত্মনি সর্ব্বজীবনিয়ন্তরি ॥ ৩৭ ॥ তদেবাহ, ত্বয্যস্তীতি। পৃথগ্‌ভেদঃ কুতঃ ॥ ৩৮ ॥ দুষ্টা রাগদ্বেষাদিপূর্ব্বকা যে আরম্ভা উদ্যমাঃ তেষামুক্তিবিস্তরৈর্নীতিশাস্ত্রৈরলম্। দুষ্টারম্ভেতি পাঠে, দুষ্টা ঐহিকভোগার্থারম্ভাঃ। শোভনে নিষ্কামে আত্মবিদ্যায়াঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ ননু চ। "আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রচতুর্থাস্তু বিদ্যা অষ্টাদশৈব তু ॥" ইতি স্মৃতের্দ্দণ্ডনীত্যাদিকমপি বিদ্যৈব কথমবিদ্যান্তর্গতৈরিত্যুচ্যতে? তত্রাহ, বিদ্যাবুদ্ধিরিতি, বালঃ খদ্যোতমগ্নিং কিং ন মন্যতে? অপি তু মন্যত এব, তদ্বৎ ॥৪০॥ শোভনে যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি যদুক্তং তদেব শোভনকর্ম্মাদিকমাহ, তৎ কর্ম্মেতি। অপরং অর্থকামাদ্যর্থং কর্ম্ম আয়াসায় শ্রমার্থমেব। অন্যা বিদ্যা অর্থশাস্ত্রাদিঃ।

শিল্পনৈপুণ্যম্ ঐন্দ্রজালিকাদিশিল্পবিদ্যাবৎ কৌশলমাত্রমেব। তুচ্ছ-ফলত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৪১॥ তদেতদ্ রাজ্যাদিসাধ্যসমারম্ভং তুচ্ছং জ্ঞাত্বা উত্তমং সাধ্যং যৎ প্রকর্ষেণ ব্রবীমি তন্নিশাময় ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪২॥ কিঞ্চ রাজ্যাদেঃ শ্রেষ্ঠফলত্বেঽপি তদর্থং পুণ্যে যত্নঃ কার্য্যঃ ন কেবলং দৃষ্টার্থোদ্যমমাত্রে। তস্য ব্যভিচারিত্বাদিত্যাহ, নেতি ত্রিভিঃ। ভাব্যং প্রাক্তনপুণ্যবশাদ্ ভবিতব্যমেব। তদুভয়ং রাজ্যং ধনঞ্চ প্রাপ্যতে॥ ৪৩॥ মহত্ত্বং রাজ্যধনাদিবিভূতিং প্রতি। ভাগ্যান্যেব ভূতেঃ রাজ্যাদিশ্রিয়ো হেতবঃ। নতূদ্যমাঃ॥৪৪॥ তৈর্ব্বিনাপি রাজ্যাদে-র্দৃশ্যমানত্বাদিত্যাহ, জড়ানামিতি অনুদ্যমানাম্। নষ্টানষ্টবিবেক-শূন্যানাং রাজ্যানি সন্তি॥৪৫॥৪৬॥ সমত্বদৃষ্ট্যা নির্ব্বাণমাহ, দেবা ইতি ত্রিভিঃ॥৪৭॥৫০॥ সামর্ষঃ অসহনঃ॥৫১॥ অয়ং তাবৎ সর্ব্বৈরুপায়ৈর্ন হন্তুং শক্যতে, উপেক্ষিতশ্চেৎ সকলং লোকং বিষ্ণুভক্তং কৃত্বা নাশ-য়েৎ; অতো নাগপাশৈর্ব্বদ্ধ্বা সমুদ্রে ক্ষিপ্ত্বা পর্ব্বতৈরাক্রমণীয়ঃ। ততঃ কালেন মরিষ্যতীত্যাহ, হে বিপ্রচিত্তে ইতি॥৫২॥৫৩॥ দোষোপশান্তি-হেতুত্বাৎ বধো দুষ্টানামপি উপকার এব॥৫৪॥৫৭॥ বরুণালয়ে সমুদ্রে নিরন্তরৈঃ পর্ব্বতৈশ্চীয়তাম্ উপর্য্যুপরি নিক্ষিপ্তৈরাক্রম্যতাম্॥ ৮॥৬২॥ আহ্নিকবেলায়াম্ অহরহঃকর্ত্তব্যভোজনাদি-সময়ে॥ ৬৩॥ ৬৪॥ ব্রহ্ম-ণ্যানাং দেবায় শ্রেষ্ঠায়॥ ৬৫॥ ৬৬॥ বিশ্বরূপত্বেন স্তৌতি, দেবা ইতি সপ্তভিঃ। দেবা ইত্যাদীনাং সর্ব্বত্বমেবেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। যক্ষাশ্চা-সুরাশ্চ॥ ৬৭॥ আত্মা অহঙ্কারঃ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। এতেষাং পরমার্থঃ-তত্ত্বং কারণম্॥ ৬৯॥ ৭১॥ ঐশ্বর্য্যং সামর্থ্যাতিশয়ম্। গুণাংশ্চ সত্য-সংকল্পান্ বাদীন্ সূচয়তীত্যৈশ্বর্য্যগুণসূচিকী তবৈব সচ্চিদ্রূপস্য ব্যাপ্তিঃ॥ ৭২॥ অতএব ত্বামেব যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি। ত্বামেব চ যাজকা যজন্তি। পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥৭৩॥ উক্তং প্রাপঞ্চিকমনুবদন্ শুদ্ধ-স্বরূপমাহ, রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বরূপং সাবরণং ব্রহ্মাণ্ডং এতজ্জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিবিরাড্রূপম্। রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বমিতি পাঠে মহদ্রূপং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডম্ অত্র স্থিতং জগদেতৎ, ততশ্চ সূক্ষ্মং রূপ-মিত্যন্বয়ঃ। ততোঽপি সূক্ষ্মাণি রূপাণি ভূতভেদাঃ জরায়ুজাদি; চতু-

র্বিধা দেহাঃ। তেষ্বপি অন্তরাত্মাখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞমতীব সূক্ষ্মং রূপম্ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদপি পরং সূক্ষ্মাদি বিশেষণানাম্ অবিষয়ে বর্ত্তমানং তব কিমপ্যচিন্ত্যং রূপমস্তি, তস্মৈ পুরুষোত্তমাখ্যায় তে রূপায় নমঃ। "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" ইতি স্মৃতেঃ ॥৭৫॥ নম্বেবস্তু তস্য কুতঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্যনেকরূপত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদকং শক্তিদ্বয়ং প্রণমতি। সর্ব্বেষু ভূতেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। অপরা জড়শক্তিঃ প্রকৃত্যাখ্যা ॥ ৭৬ ॥ বাচাং মনসাঞ্চ যাতীতগোচরা অতিক্রান্তো গোচরো যয়া সা। যস্মাদবিশেষণা জাতিগুণাদি-বিশেষণশূন্যা। জ্ঞানিনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং যানি শব্দাদিবিষয়াণি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ পরিচ্ছেদ্যা সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভির্নির্ব্বারোদকৈর্ম্মহাসরোবৎ সর্ব্বগতত্বেনাবগম্যা। যদ্বা জ্ঞানী জীবঃ, জ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তদুভয়মপি পরিচ্ছেদ্যং বাহ্যঘটাদিবৎ প্রকাশ্যং যস্যাঃ সা তস্যাঃ সর্ব্বভাসকত্বাৎ। তামীশ্বরীং ঈশ্বরস্য তব স্বরূপভূতাং পরাং চিচ্ছক্তিং বন্দে। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএবস্তু তচ্ছক্তিদ্বয়েনাচিন্ত্য-নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাৎ শুদ্ধত্বম্। স্থূলসূক্ষ্মাদ্যনেকরূপত্বঞ্চ সংগচ্ছত এবেতি ॥ ৭৭ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রতিপাদ্যরূপেণ প্রণমতি। ওঁ নম ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৭৮ ॥ নমস্তস্মা ইতি ত্রিভিঃ পুনরুক্ত্যা রূপং মহদিতি শ্লোকোক্তচৈতন্যোপাধিভূতৈর্ব্বিশ্বরূপজগদ্রূপভূতরূপৈঃ প্রণামঃ। নামরূপং ন যস্য তস্মৈ নম ইত্যনুষঙ্গাৎ শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ, একোঽস্তিত্বেনৈাপলভ্যতে, তস্মৈ মহাত্মনে নম ইতি পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেণ চ প্রণাম ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৭৯ ॥ নম্বেবং কেবলশ্চেৎ পরমেশ্বরস্তর্হি তস্যাবিষয়ত্বাৎ অর্চ্চনাদিকং ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ, যস্যেতি ॥ ৮০ ॥ নম্বেবং পরমেশ্বর এব চেদর্চ্চনীয়ঃ, তর্হি ইন্দ্রাদীনাং পূজ্যতা কথমিত্যাশঙ্ক্য তেষামন্তর্যামিস্বরূপেণৈব পূজ্যতেত্যাশয়েনাহ, যোঽন্তরিতি ॥ ৮১ ॥ জড়স্যাপি জগতঃ পরমেশ্বরাত্মত্বেন উপাস্যত্বমস্তি কিং পুনর্দ্দেবতানামিত্যাশয়েনাহ, নমোঽস্তিতি। অভিমন্ত্রে হেতুঃ জগতামাদ্যঃ কারণমিতি ॥ ৮২ ॥ তদুপপাদয়ন্ আহ, যত্রেতি। যস্মিন্

ওতং বিশ্বং দীর্ঘতন্তুষু পটবদ্ গ্রথিতম্। প্রোতঞ্চ তির্য্যক্ তন্তুষু পট ইবানুস্যূতম্। অক্ষরম্ অব্যয়ং প্রধানমহদাদিরূপম্॥৮৩॥ উক্তং সর্ব্বাত্মত্বং সংক্ষেপতঃ স্মরন্ প্রণমতি,—নম ইতি। যত্র সর্ব্বং প্রলয়ে তস্মৈ নমঃ। যতঃ সর্ব্বং সৃষ্টৌ তস্মৈ নমঃ। যঃ সর্ব্বং স্থিতৌ পুনস্তস্মৈ নমঃ। অতএব যঃ সর্ব্বস্য সংশ্রয়ঃ আধারঃ, পুনস্তস্মৈ নমঃ ইত্যবতারস্যাবস্থাভেদাৎ নমস্কারাবৃত্তিঃ॥ ৮৪॥ তদেবং বিষ্ণোর্ব্রহ্মতয়া সর্ব্বাত্মত্বং ভাবয়ন্ স্বস্যাপি ব্রহ্মত্বাবির্ভাবেণ তদভেদং পশ্যন্নাহ, সর্ব্বগত্বাদিতি দ্বাভ্যাম্॥ ৮৫॥ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ অন্তে চ প্রলয়ানন্তরম্॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।



আত্মানং প্রহ্লাদোঽহমিতি বিস্মৃতবান্॥ ১॥ ২॥ ক্ষীণপাপস্য ধ্বস্তসমস্তকর্ম্মবাসনামলস্য॥ ৩॥ ক্রটিতং ছিন্নং ভাবে ক্তঃ॥ ৪॥ ভ্রান্তো গ্রাহগণো যস্মিন্ সঃ। সোর্ম্মিঃ ঊর্ম্মিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ॥৫॥৮॥ হে পরমার্থজ্ঞানরূপ! হে অর্থদৃশ্যরূপ! "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ। তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃস্থিতম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। স্থূলজাগ্রৎ-দৃশ্যরূপ! কলাতীত! নিরবয়ব! সকল! সাবয়ব! ঈশ! নিয়ামক! নিরঞ্জন! নির্লেপ! ॥৯॥ গুণান্ অনক্তি স্বসত্তাপ্রকাশাভ্যামনুরঞ্জয়তীতি যা গুণানামাধারঃ গুণেষু স্থিরা। পরস্থিতেতি পাঠে পরমব্যক্তং তত্র স্থিতেত্যর্থঃ। ভক্তানাং স্ফুট! অন্যেষামস্ফুট! ॥১০॥ করালসৌম্যরূপাণামাত্মন্ সদসদ্রূপয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ সদ্ভাব উৎপত্তির্যস্মাৎ তাবেব চ সদসদ্ভাবৌ ভাবয়তি পালয়তীতি তথা॥১১॥

অমলৈজ্ঞানিভিন্নাশ্রিত! পরমার্থেত্যাদিষু আদিকারণেত্যন্তেষু ষট্‌ত্রিংশৎসম্বোধনেষু তুভ্যং নম ইত্যনুষঙ্গেণ প্রত্যেকং বাক্যসমাপ্তিঃ কর্ত্তব্যা ॥ ১২ ॥ সর্ব্বেষাং ভূতানাং যঃ প্রকটঃ প্রকাশশ্চিদ্রূপত্বাৎ। অবিশ্বহেতোঃ সর্ব্বকারণব্যতিরিক্তত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্ হরাবেব চেতো যস্য ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণবেতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৫ ॥ অবলোকনং প্রত্যক্ষং দর্শনং তস্য দানেন * ॥১৬॥১৭॥ হে অচ্যুত! ত্বয়ি মে অচ্যুতা ঐকান্তিকী ভক্তিরস্তু একান্তভক্তিঃ পরমপ্রীত্যধীনেতি তাং প্রীতিং প্রার্থয়তে। যেতি যাদৃশী প্রীতির্ব্বিষয়েষু আসক্তানাং সা তাদৃশী প্রীতির্ম্মে হৃদয়াৎ মাপসর্পতু মাপযাতু হৃদয়ে সদা তিষ্ঠত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা হে মাপ! লক্ষ্মীপতে! সা বিষয়প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু। তৎপ্রীতৌ সত্যাং ত্বদনুস্মরণাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২২ ॥ শিলোচ্চয়ৈঃ পর্ব্বতৌঘৈশ্চিতোঽস্মি ॥ ২৩ ॥ তেন পাপেন মে পিতা মুচ্যেত † ॥২৪॥২৫॥ ‡ বৈষ্ণবানুভাবদর্শনাৎ প্রীতিমাংশ্চ তদা তস্মিন্ অভবৎ ॥ ৩১ ॥ পুনশ্চ কালান্তরে ব্রহ্মশাপবশাৎ উদ্ভূতেন বিষ্ণুদ্বেষণাদিক্রোধাৎ তং হন্তুমুদ্যতে তৎপিতরি নরসিংহস্বরূপেণ বিষ্ণুনা উপরতিং নীতে সতি প্রহ্লাদো দৈত্যানাং পতিরভূৎ ॥৩২॥ রাজ্যদ্যুতিং রাজলক্ষ্মীং কর্ম্মশুদ্ধিকরীং ভোগৈঃ প্রারব্ধক্ষয়করীং প্রাপ্য ॥ ৩৩ ॥ ক্ষীণাধিকারঃ ভোগৈঃ ক্ষীণপ্রারব্ধকর্ম্মজ্ঞানাৎ পূর্ব্বোত্তরৈঃ পুণ্যপাপৈশ্চ বিবর্জ্জিতঃ পূর্ব্বসর্ব্বকর্ম্মবিনাশাৎ অশ্লেষাচ্চ উত্তরেষাং "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুত" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাদ্যয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়াচ্চ ॥ ৩৪ ॥ ৩৬ ॥ অহোরাত্রং নিরন্তরং যৎকৃতং পাপং তৎ সকৃৎ শৃণ্বন্ এবং পঠন্নেব

---

* অতিতেজস্বিত্বাৎ বিশিষ্যাপণ্যান্ প্রার্থয়তে, অবলোকনং প্রত্যক্ষদর্শনং তস্য দানেন ধ্যানাদন্তঃপবিত্রমপি মাং ভূয়ঃ পুনঃ পাবয়। ১৬। আত্মানং প্রদর্শ্যাহ, কুর্ব্বন্ত ইতি ॥ ১৭ ॥ রত্ন ॥

† চিতোঽস্মি আক্রান্তোঽস্মি ॥ ২৩ ॥ প্রাক্তনমচ্ছন্দানাং তৎসম্ভবমিত্যমেমাশয়ঃ। তেন পাপেন মে পিতা মুচ্যেত। মুচ্যতামিতি পাঠে পরস্মৈপদমার্যম্ ॥ ২৪ ॥ রত্ন ॥

‡ ভক্ত্যা মামভিজানাতি "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যন্যো ভক্ত্যৈব কৃতার্থোঽস্মি, কিমন্যেন ত্রিবর্গেণ ইত্যত আহ, ধর্ম্মেতি ॥ ২৭ ॥ নির্বাণং বিদেহকৈবল্যম্ ॥ ২৮ ॥ রত্ন ॥

বিশেষণসর্বাসনং অপোহতি নিরস্যতি, নতু সংপূর্ণং শ্রুত্বা পঠিত্বা চেত্যেকদেশশ্রবণপাঠফলোক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ অমাবাস্যায়ামিত্যর্থঃ। গোঃ প্রদানং প্রকর্ষেণ দানং কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে ব্রহ্মবিদে উভয়তো মুখ্যাঃ সুবর্ণশৃঙ্গাদি সংপূর্ণদক্ষিণাদি সচ্ছ্রদ্ধাদি—সকলাঙ্গকলাপেন যথাবদ্দানে যৎ ফলং তৎফলমেতচ্চরিতং সংপঠন্নেব প্রাপ্নোতী-ত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ সদা শ্রবণস্য ফলমাহ, প্রহ্লাদমিতি ॥ ৩৯ ॥ করুণং চরণানম্রে দারুণং প্রণতদ্রুহি। প্রহ্লাদবরদং বন্দে নৃসিংহং নৃণি-ভীষণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদস্য পুত্রঃ ॥ ১ ॥ বাণো জ্যেষ্ঠো যস্মিন্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ এবং তাবদদিতের্দ্দিতেশ্চ বংশাবুক্তৌ। ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তানাম্ অন্যাসাং কশ্যপভার্য্যাণাং বংশান্ বক্ষ্যন্ দনোর্ব্বংশমাহ, অভবন্ ইতি সার্দ্ধনবভিঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ এতে প্রখ্যাতা ইতি বিশেষণেন হরিবংশ-মৎস্যাদিষু দনোঃ স্বতশতে গণিতা বৈশ্বানরাদয়শ্চ সূচিতাঃ। শর্ম্মিষ্ঠা বৃষপর্ব্বণঃ কন্যা ॥ ৬ ॥ উপদানবী চ হয়শিরাশ্চ তস্যৈব কন্যে ইতি কেচিৎ। অন্যদীয়ে ইত্যন্যে "বৈশ্বানরসুতায়াস্তু চতস্রশ্চারুদর্শনাঃ উপদানবী হয়শিরাঃ পুলোমা কালকা তথা ইতি ভাগবতা-

দুযুক্তেঃ ॥ ৭ ॥ * মরীচেঃ কশ্যপস্য পরিগ্রহো ভার্য্যা ॥৮॥৯॥ সিংহিকায়াং হিরণ্যকশিপোর্ভগিন্যাং বিপ্রচিত্তের্দনুসুতাৎ॥১০॥১২॥ সিংহাবলোকনন্যায়েন পুনরাহ, প্রহ্লাদস্যেতি। ভাবিতাত্মনঃ প্রহ্লাদস্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তাম্রায়া বংশমাহ, ষড়িতি ত্রিভিঃ। সুতাঃ কন্যাঃ ॥ ১৪ ॥ তা এবাহ, শুকীতি। সুগ্রীবী বা শুচির্ব্বাপি উলূকান্ প্রত্যুলূকাংশ্চ সৈবাজনয়দিত্যর্থঃ। ন পুনরুলূকী সংজ্ঞা অন্যা অনির্দ্দিষ্টত্বাৎ। "শুকী শুকানজনয়ৎ উলূকী প্রত্যুলূকান্" ইতি মাৎস্যোক্তেশ্চ ॥১৫॥ শুচ্যোদকান্ শুচিরেব শুঞ্চী সা ঔদকান্ জলজান্ পক্ষিগণান্ ব্যজায়ত। সুগ্রীবী তু অশ্বাদীন্ ব্যজায়তেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তাম্রায়া বংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইত্যুপসংহরতি ॥ ১৭ ॥ গরুড়ং বিশিনষ্টি সুপর্ণ ইতি পততাং পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠঃ। সুরসায়াং সহস্রন্তু জজ্ঞে ইতি শেষঃ ॥১৮॥ কদ্রোর্ব্বংশমাহ, কাদ্রবেয়া ইতি ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥ নৈকমস্তকাঃ অনেকফণাঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ক্রোধবশায়া বংশমাহ, গণমিতি। ক্রোধবশং গণং ক্রোধবশায়া জাতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। তদ্গণস্থান্ বিশিনষ্টি, তে সর্ব্বে দংষ্ট্রিণঃ রাক্ষসাঃ সর্পাশ্চ। "রক্ষোগণং ক্রোধবশা স্বনামানমজীজনৎ। দংষ্ট্রিণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাৎ ক্ষয়ং গতম্" ইতি মৎস্যোক্তেঃ। বলোগণা ক্রোধবশাদয়ীত্র ভাগবতোক্তেশ্চ ॥ ২২ ॥ স্থলজাশ্চ অব্জাশ্চ জলজা মাংসাশিনো দারুণাঃ পক্ষিনস্তস্যা জাতা ইত্যপি ত্বং বিদ্ধীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥ সুরভেরিরায়াঃ স্বসায়া মুনেররিষ্টায়াশ্চ পঞ্চানাং বংশানাহ,-গাস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥ † বৈবস্বতে চ মহতি মন্বন্তরে বারুণে বরুণকর্তৃকে ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্বমন্বরোৎপন্নান্ দেবান্ সপ্তর্ষীন্ গন্ধর্ব্বাদীনাং পিতামহো ব্রহ্মা পুত্রত্বে প্রজাসর্গাধিকারে কল্পয়ামাস নত্বন্যান্ সসর্জ্জ। স্বয়ং তদ্যজ্ঞে ব্যাপৃতত্বাৎ পিতৃত্বে কল্পয়ামাসেতি পাঠে গন্ধর্ব্বাদীনাং পিতৃত্বে তৎস্রষ্টৌ ন্যযুক্তেত্যর্থঃ। অতঃ কশ্যপাদিভ্যো দেবদানবাদয়ঃ পূর্ব্বং জাতাঃ বৈবস্বতমন্বন্তরে তু

---

* প্রখ্যাতা বরকন্যকা ইতি সর্ব্বাসাং বিশেষণম্ ॥ ৭ ॥ তাভ্যাং পুলোমাকালকাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥ রত্ন ॥

† এষোহব্যবহিতপূর্ব্বোক্তঃ ॥ ২৭ ॥ রত্ন ॥

ঋষিভ্যোঽপি জাতা ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৮ ॥ ॥ ২৯ ॥ একোনপঞ্চাশৎ মরুতো দেবা অপি দিতেঃ পুত্রা বভূবুরিতি কথাপূর্ব্বকমাহ, দিতিরিত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি ॥ ৩০ ॥ ছন্দয়ামাস প্রলোভিতবান্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ সমাহিতা শ্রীবিষ্ণুধ্যানপরা। শুচিনী শৌচবতী। শরচ্ছতং বর্ষশতং যদি গর্ভং ধারয়িষ্যসি তর্হি তব পুত্রঃ শক্রং হনিষ্যতি। শৌচাদিনিয়মবৈকল্যে তু বিষ্ণুধ্যানশুদ্ধচিত্তায়াঃ দেবক্ষুরমরঃ পুত্রো ভবিষ্যতীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। শৌচাদিনিয়মাশ্চ মাৎস্যে প্রোক্তাঃ। "সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি!। ন স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা। বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। নো মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন" ইত্যাদ্যাঃ। ভাগবতে চ। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি ন নশ্যেন্ নানৃতং বদেঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ * ৩৫ ॥ অন্তরপ্রেপ্সুঃ শৌচাদিশূন্যং কালং দিদৃক্ষুঃ ॥৩৬॥ † অন্তরমাহ, অকৃত্বেতি আহারয়ামাস তামাপ্তবতী ॥৩৭॥ পীড্যমানঃ ছিদ্যমানঃ ‡ ॥ ৩৮ ॥ ৪০ ॥ যদুক্তং মা রোদীরিতি তেন মরুতোঽভবন্ ইত্যক্ষরসাম্যাৎ নিরুক্তিঃ। বজ্রোপলক্ষিতঃ পাণির্বজ্রপাণিঃ, সোঽস্যাস্তীতি বজ্রপাণী, তস্য ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতি ণি প্রত্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং প্রথমাংশে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

---

* অন্তরপ্রেপ্সুঃ শৌচচ্ছিদ্রান্বেষী ॥ ৩৫ ॥ রত্ন ॥
† আহারয়ামাস আনীতবতী ॥ ৩৭ ॥ রত্ন ॥
‡ পাট্যমানঃ ছিদ্যমানঃ ॥ ৩৮ ॥ রত্ন ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।



এবং তাবদ্ দেবাদীনাং সৃষ্টিরুক্তা, ইদানীং তত্তদধিপকথনমুখেন বিষ্ণোর্ব্বিভূতীর্ব্বক্তুমাহ, যদেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি ॥১॥ নক্ষত্রাদীনাং তপোঽন্তানাং রাজ্যে সোমমদধাৎ ॥ ২ ॥ রাজ্ঞাং রাজ্যে বৈশ্রবণং কুবেরমদধাদিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ মরুতাং দিতিপুত্রাণাং বাসবমধিপং দদৌ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ অন্যেষামপি দেবানাং বাসবমেব দদৌ ॥ ৬ ॥ সিংহ-মীশ্বরং পতিম্ * ॥ ৭ ॥ দিশাং পালান্ দিক্পালকান্ ॥ ৮ ॥ † ১০ ॥ অচ্যুতমিতি কেতুমতো বিশেষণম্ ॥ ১১ ॥ পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ পুত্রমিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ উক্তানামনুক্তানাঞ্চ তত্তৎপতীনাং ভগবদ্-বিভূতিত্বমাহ, এত ইতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। স্থিতৌ প্রবৃত্তস্য বিষ্ণোর্ব্বিভূতিভূতাঃ ॥ ১৪ ॥ ১৮ ॥ তত্র হেতুর্নহীতি ॥ ১৯ ॥ অতএব মুখ্যঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা স এবেত্যাহ, সৃজত্যেষ ইতি ॥ ২০ ॥ তদেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং চতুর্দ্ধা বিভজতি। চতুর্ব্বিভাগ ইত্যষ্টভিঃ। সংসৃষ্টৌ সম্যক্ সৃষ্টৌ চতুর্ব্বিভাগঃ সন্নিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ২১ ॥ ‡ ২৩ ॥ রজ এব গুণো যস্য স এব রজোগুণঃ ॥২৪॥ § ২৮ ॥ এতে চ ব্রহ্মাদয়ো হরেরেব বিভূতয় ইত্যাহ, ব্রহ্মেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বকালিকী সর্ব্বকল্পগতা ॥২৯¶॥৩১॥ ব্রহ্মাদিভগবদ্বিভূতীনাং কালভেদেন স্রষ্টৃত্বমাহ, জগদাদাবিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ কালাখ্যবিভূতেস্তু সর্ব্বদা সৃষ্টিনিমিত্তত্বমাহ, ন কালেনেতি ॥ ৩৪ ॥ এতদেব স্থিতিপ্রলয়য়োরপ্যতিদিশতি, এব-

---

* প্লক্ষং পর্কটিম্ ॥ ৭ ॥ রত্ন ॥

† বৈরাজস্য ব্রহ্মসূনোঃ পুত্রমিতি শেষঃ। রাজানং দীপ্তিমন্তং সুধন্বানং রাজানং ক্ষত্রিয়াণাং ভয়মিতি পাঠো বা ॥ ৯ ॥ রত্ন ॥

‡ তদেবং সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং চতুর্দ্ধা বিভজতি, চতুর্ভাগা ইত্যষ্টভিঃ। সংসৃষ্টৌ সম্যক্ সৃষ্টৌ ॥ ২২ ॥ অন্যভাগতঃ অন্যেন ভাগেন ॥ ২৩ ॥ রত্ন ॥

§ অপরেণাংশেন জগতঃ স্থিতিমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রত্ন ॥

¶ এতে চ ব্রহ্মাদয়ো হরেরেব বিভূতয় ইত্যাহ, ব্রহ্মদক্ষাদয় ইতি ॥ ৩০ ॥ রত্ন ॥

মেবেতি ॥ ৩৫ ॥ উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানীত্যপহরণং স্বজ্যমাত্রোপলক্ষণমিতি দর্শয়ন্নাহ, যৎকিঞ্চিদিতি। সত্ত্বজাতেন প্রাণিমাত্রেণ পালনেঽপ্যেতদ্দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ উক্তং ব্রহ্মাদীনাং বিষ্ণুবিভূতিত্বমুপসংহরন্নাহ, এবমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥ গুণপ্রবৃত্ত্যা গুণানাং ক্ষোভেণ ত্রিবিধঃ ব্রহ্মাদিরূপঃ সন্ সৃষ্ট্যাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ৩৯ ॥ তস্য তু পরমং পদমগুণম্ অতো মহৎ পূর্ব্বং তৎস্বরূপপ্রাপ্তিপ্রকারোপদেশার্থং চাতুর্ব্বিধ্যমুপক্ষিপতি, তচ্চেতি ॥ ৪০ ॥ অগুণস্য জ্ঞানস্য নির্ভেদত্বাৎ কথং চাতুর্ব্বিধ্যমিতি পৃচ্ছতি। চতুঃপ্রকারমিতি ॥ ৪১ ॥ নির্গুণঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাগেব তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতসাধনাদ্যালম্বন-মনোবৃত্ত্যভিব্যঙ্গ্যাবস্থাভেদাজ্জ্ঞানস্য চাতুর্ব্বিধ্যং ন স্বরূপেণেতি বক্তুমাহ, মৈত্রেয়েত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বেষ্বপি বস্তুষু যৎ কারণং তৎ সাধনং প্রোক্তং তচ্চাত্মনঃ সাধয়িতুমভিমতং বস্তু তৎসাধ্যং প্রোক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥ প্রস্তুতে চ মুক্তিকামস্য যোগিনো মুক্তেঃ সাধনং দেহাত্মবিবেকাত্মরূপং ত্বং পদার্থশুদ্ধিং বিনা মুক্তেরসম্ভবাৎ। সাধ্যঞ্চ তৎপদলক্ষ্যং পরমং ব্রহ্মনিত্যসুখাত্মকত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ কিমত আহ, সাধনেতি। সাধনং দেহাত্মবিবেকেন ত্বং পদার্থশুদ্ধিঃ। তদালম্বনং শুদ্ধত্বং পদার্থবিষয়ং জ্ঞানং স এব চতুর্ভেদজ্ঞানভূতস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমো ভেদঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্লেশমুক্ত্যর্থং যুঞ্জতঃ যোগমভ্যস্যতো যোগিনো যৎসাধ্যং ব্রহ্ম তদ্বিষয়ং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মেতি তৎপদলক্ষ্যার্থস্য বিশেষেণ জ্ঞানং দ্বিতীয়োঽংশঃ ॥ ৪৫ ॥ উভয়োস্তুবিভাগেন পরস্পরৈক্যেন ব্রহ্মৈবাহম্ অহমেব ব্রহ্মেতি বিশিষ্টং যত্র জাতং সোঽন্যস্তৃতীয়ো ভাগো ময়োদিতঃ ॥ ৪৬ ॥ এতস্য ত্বং পদার্থ-তৎপদার্থ-তদৈক্যবিষয়স্য জ্ঞানত্রয়স্য যো বিশেষঃ দেহাদিবিলক্ষণোঽহমিতি সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্মাহমিতি যস্তত্র তত্র বিশেষঃ, তস্য নিরাকরণং পরিত্যাগঃ, তদ্দ্বারেণ দর্শিতং যন্নির্ব্বিশেষমাত্মস্বরূপং তদ্ [illegible] তদেকাকারং সমাধ্যবস্থং বিষ্ণোর্জ্ঞানময়স্য পরমপদাখ্যং জ্ঞানঞ্চ চতুর্থমুক্তমিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তদেব দ্বাদশভিঃ পদৈর্ব্বিশিনষ্টি। নির্ব্যাপারং ধ্যানাদিসর্ব্বব্যাপারশূন্যম্ অতএব অনাখ্যেয়ং নির্দ্দেশানর্হং কিন্তু ব্যাপ্তিমাত্রং

মনসা ব্রহ্মাকারতামাত্ররূপম্ । অনৌপমং নিরূপমং সর্ব্বজ্ঞানলক্ষণত্বাৎ। তদেবাহ, আত্মনঃ সংবোধঃ প্রকাশস্তদ্বিষয়ং স্বপ্রকাশমিত্যর্থঃ। তত্রাপি সত্তামাত্রং আত্মস্বরূপভূত-সত্যজ্ঞানানন্দাদিবিশেষশূন্যং তত্র হেতুঃ । অলক্ষণং লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষণং মনোবৃত্তিস্তদ্রহিতম্ । তদুক্তং যোগপ্রদীপে "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা সংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে" ইতি ॥৪৮॥ মনোবৃত্ত্যভাবাদেব প্রশান্তং রাগাদিশূন্যম্ । অতএবাভয়ং দ্বৈতাস্ফূর্ত্তেঃ। শুদ্ধং নির্ব্বিষয়ম্ অতএব দুর্ব্বিভাব্যম্ অবিতর্ক্যং নির্ব্বিষয়ত্বাদেব। অসংশ্রয়ম্ আশ্রয়শূন্যম্ । অসংশ্রিতমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। বৃত্তিপ্রতিযোগিত্বাদাশ্রয়বিষয়য়োঃ। তদুক্তং কাপিলযোগে "মুক্তাশ্রয়ং নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ। আত্মানমত্র পুরুষো ব্যবধানমেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ" ইতি ॥৪৯॥ এবং ভূতজ্ঞানস্বরূপে লীনাঃ কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ, তত্রেতি। তত্র চতুর্থজ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি অজ্ঞাননিরোধেন অবিদ্যানাশেন যে লয়ম্ ঐক্যং যান্তি । অজ্ঞাননিরোধেনেতি পাঠে পূর্ব্বোক্তজ্ঞানত্রয়বিশেষতিরস্কারেণেত্যর্থঃ। সংসারকর্ষণোপ্তৌ সংসার এব কৃষ্যত ইতি কর্ষণং ক্ষেত্রং তস্মিন্ উপ্তির্ব্বীজাবাপঃ কর্ম্মকরণং তস্মিন্নির্ব্বীজতাং নির্ব্বাসনতাং যান্তি নিরহঙ্কারৈর্জ্ঞানোত্তরকালীনৈঃ কর্ম্মভির্ভোগৈশ্চ ন সংসরন্তীত্যর্থঃ * ॥৫০॥ তর্হি যোগী কিং ভবতীত্যত আহ, এবমিতি দ্বাভ্যাম্ । এবংপ্রকারং পরমং ব্রহ্মৈব, যোগী প্রাপ্নোতীতি শেষঃ † ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ তৎপ্রাপ্তিসাধনভূতোপাসনার্থমাহ, দ্বে রূপে ইতি। মূর্ত্তামূর্ত্তে এব দর্শয়ন্নাহ, ক্ষরাক্ষরেতি ॥৫৩॥ ক্ষরাক্ষরে রূপে ব্যাচষ্টে, অক্ষরমিতি। ক্ষরং সর্ব্বমিদম্ অচেতনাত্মকং জগৎ। বক্ষ্যতি হি। "আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্মন্! দ্বিধা

* তত্রেতি চতুর্থজ্ঞানস্বরূপে অন্যজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপং তস্য নিরোধেন দগ্ধেন্ধনানলবৎ উপরমেণ। - - -সংসার এব কৃষ্যত ইতি কর্ষণং ক্ষেত্রং তস্মিন্ উপ্তির্ব্বীজাবাপঃ কাম্যাদিকর্মকারণং তস্মিন্ নির্ব্বীজতাং নির্বাসনতাং যান্তি অবিদ্যাকামকর্মাভাবাৎ পুনর্ন জায়ন্তে ইত্যর্থঃ। "তং কামকর্ম্মণী সমং নারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫০ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

† এবম্প্রকারং পরমং পদম্ । ব্রহ্মৈব যোগী ভবতীতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

তচ্চ স্বভাবতঃ। রূপং মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ"। ইতি নন্বক্ষরস্য পরব্রহ্মণস্তদ্বিলক্ষণং ক্ষরং রূপং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি, একদেশেতি। প্রাদেশিকস্যাপ্যগ্নের্দীপাদের্দ্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না প্রভা যথা তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারঃ ॥৫৪॥ তথা ব্রহ্মণঃ শক্তিরূপো বিস্তার ইদমখিলং ব্রহ্মাদিরূপং জগৎ। অগ্নিদৃষ্টান্তেনৈব ব্রহ্মাদিজীবতারতম্যমপি সমচ্ছত ইত্যাহ। তত্রাপি দৃষ্টান্তভূতেঽগ্নাবপি আসন্নত্বাদ্ বহুত্বম্। দূরত্বাদল্পত্বমিত্যেবংরূপো যথা জ্যোৎস্নায়া ভেদোঽস্তি ॥ ৫৫ ॥ তদ্বদ্ ব্রহ্মশক্তেরপি ক্ষেত্ররূপায়া ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ক্ষেত্রেষ্ববিদ্যাবরণস্যাল্পত্ববহুত্ববশাৎ তারতম্যং বিদ্যত ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ "তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা। সর্ব্বভূতেষু ভূপাল! তারতম্যেন লক্ষিতঃ" ইতি। তদেবাহ, ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫৬॥৫৭॥ অস্য চ তারতম্যস্যৌপাধিকত্বাৎ সর্ব্বমিদং জগদ্ ব্রহ্মেত্যেবোপাসিতব্যম্ ইত্যাশয়েনাহ, তদেতদিতি। আবির্ভাবতিরোভাবৌ আধিক্যন্যূনভাবৌ জন্মনাশৌ চ উপাধিবশাদেবংভূত-বিকল্পবদপি তদেতজ্জগদ্বস্তুতোঽক্ষরং ন্যূনাধিকত্বশূন্যং নিত্যঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ তদেবং স্থূলবিশ্বরূপোপাসনয়া শুদ্ধচিত্তস্য তৎকারণভূতপরমেশ্বরোপাসনং প্রস্তৌতি, সর্ব্বশক্তিময় ইতি। ব্রহ্মাদিসর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ো বিষ্ণুমূর্ত্তিং বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বাত্মকং ব্রহ্মণ এব। অপরং, ন বিদ্যতে পরং যস্মাৎ তদপরং শ্রেষ্ঠং রূপম্, তদেবাহ, যদ্ যোগিভিঃ সমাধেঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥ ৫৯ ॥ তচ্চিন্তাপ্রয়োজনমাহ, সালম্বন ইতি। যত্র যস্মিন্ সম্যঙ্ মনস্যব্যাহতে একাগ্রে সতি সালম্বনো বৈষ্ণবঃ। সবীজো মন্ত্রজপাদিসহিতো মহাযোগো

ক্ষরাক্ষরে রূপে ব্যাচষ্টে, অক্ষরম্ ইতি। ক্ষরং সর্ব্বমিদং সোপাধিচেতনাত্মকং জগৎ ॥ ৫৪ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

একদেশেতি। প্রাদেশিকস্যাপ্যগ্নের্দীপাদের্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না যথা তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারস্তথা ব্রহ্মণঃ স্ববিলক্ষণোঽয়ং শক্তিবিস্তারো ব্রহ্মাদিরূপং জগৎ। একদেশস্থিতস্যেন্দোর্বিতি বা পাঠঃ ॥ ৫৪ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

তদেবং ক্ষরং সর্ব্বং ব্রহ্মণএব রূপম্ ইত্যুপপাদ্য উপসংহরতি, তদেতদিতি ॥৫৮॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

যুঞ্জতাং যোগিনাং সংস্থিতঃ সংস্থিরঃ। সমাধিপর্য্যন্তো ধ্যায়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥ যত্রেত্যনেন যচ্ছব্দেনোক্তস্য হরেঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বমাহ, স পর ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ব্রহ্মণঃ শক্তীনাং মধ্যে স পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। যতঃ সমনন্তরঃ অতিনিকটঃ। যতো মূর্ত্তং ঘনীভূতং ব্রহ্মৈব সঃ। তত্র হেতুঃ, সর্ব্বব্রহ্মময়ঃ কৃৎস্নব্রহ্মরূপঃ ন তু ব্রহ্মাদিবৎ তদংশঃ * ॥ ৬১ ॥ তত্র হেতুমাহ, তত্রেতি। তস্মিন্ অখিলং জগৎ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তন্তুষু পটবৎ সর্ব্বতোঽনুস্যূতম্। কুত ইত্যত্রাহ, ততো জগৎ তস্মিংস্তিষ্ঠতি জগচ্চাখিলং স এব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য ॥ ৬২ ॥ তদেবং হরেঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্ত্বেদানীং তদুপাসনাপ্রকারমুপক্ষিপতি, ক্ষরাক্ষরময় ইতি। কার্য্যকারণাত্মকো বিষ্ণুঃ পুরুষাব্যাকৃতময়ং পুরুষপ্রকৃত্যাত্মকমিদং জগদ্ভূষণাস্ত্রস্বরূপেণ বিভর্ত্তি ॥ ৬৩ ॥ অতিরহস্যত্বাদ্ বিশেষতো বুভুৎসুঃ পৃচ্ছতি, ভূষণেতি ॥ ৬৪ ॥ প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায় ভক্তচিন্তনমাত্রেণ সর্ব্বপুরুষার্থদানসমর্থায়েত্যর্থঃ। যথা মম বসিষ্ঠেনাখ্যাতমভবৎ। তথা তব কথয়িষ্যামি ॥ ৬৫ ॥ অস্য জগত আত্মানং পুরুষং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞম্ † ॥ ৬৬ ॥ প্রধানঞ্চ শ্রীবৎসসংস্থানধরং সৎ অনন্তে সমাশ্রিতম্ আস্ত ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীবৎসরূপঞ্চ গারুড়পুরাণে প্রোক্তম্। ‘প্রদক্ষিণাবর্ত্তবিচিত্ররোমশ্রীবৎসমদ্বিম্ববিভূষিতাস্তম্। বক্ষো বিচিন্ত্যম্’ ইতি। বুদ্ধিসহিতং প্রধানমপি গদারূপেণাস্তে ॥ ৬৭ ॥ ভূতাদিং তামসম্ ইন্দ্রিয়াদিঞ্চ রাজসং দ্বিধা অহঙ্কারং যথাক্রমং শঙ্খস্বরূপেণ শার্ঙ্গস্বরূপেণ চ স্থিতং বিভর্ত্তি ॥ ৬৮ ॥ বাতস্বরূপম্ অতিশীঘ্রগম্ অতএব জবেনান্তরিতঃ অতিক্রান্তোঽনিলো যেন তন্মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাত্মকং চক্রস্বরূপং ধত্তে ‡ ॥ ৬৯ ॥ পঞ্চরূপা মুক্তামাণিক্যমরকতেন্দ্রনীলবজ্রসমানবর্ণা হরের্যা বৈজয়ন্ত্যাখ্যা মালা সা ভূতহেতূনাং পঞ্চতন্মাত্রাণাং সংঘাতঃ পঙ্‌ক্তিঃ। ভূতমালা চ মহাভূতপঙ্‌ক্তিশ্চ সূক্ষ্মস্থূলভূতময়ী-

* সমনন্তরঃ অতিনিকটঃ। যতোমূর্ত্তং পুরুষসংস্থানং ব্রহ্মৈব ॥ ৬১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

† অস্য জগতঃ আত্মানং পুরুষং নির্লেপং ধর্ম্মাধর্ম্মরহিতম্। অগুণং চ তং অমলম্ ॥ ৬৬ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

‡ বলস্বরূপং সর্ব্বসামর্থ্যরূপম্। চলস্বরূপম্ ইতি বা পাঠঃ ॥ ৬৯ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ।

ত্যর্থঃ । পাঠান্তরেঽপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ অবিদ্যৈব ধর্ম্মজ্ঞানাবরকঃ কোশঃ, তত্র সংস্থিতম্ ॥ ৭২ ॥ উক্তমেব ভূষণাদিস্বরূপমনুবদন্ তদ্ধারণে প্রয়োজনমাহ, ইত্থমিতি সার্দ্ধাভ্যাম্ ॥ ৭৩ ॥ অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং সমাশ্রিতমেতৎ সর্ব্বং বিভর্ত্তীত্যন্বয়ঃ । শ্রেয়সে উপাসকানাং সর্ব্বপুরুষার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭৪ ॥ উক্তং ভূষণাদ্যুপাসনং নিগমস্মৃতি, সবিকারমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ইদানীং হরৌ সর্ব্বাত্মদৃষ্টিদার্ঢ্যায় তচ্ছক্তিকালরূপেণ তৎসৃষ্টলোকরূপেণ তত্তল্লোকস্থভূতরূপেণ চ চতুর্দ্ধোপাসনামাহ, কলা কাষ্ঠেতি সপ্তভিঃ * ॥ ৭৭ ॥ সপ্ত লোকানিতি পাঠে ব্যাপ্যেতি শেষঃ ॥ ৭৮ ॥ লোকাত্মিকা মূর্ত্তির্যস্য স লোকাত্মমূর্ত্তিঃ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ঋগাদয়ো বেদাঃ । ইতিহাসো ভারতাদিঃ । উপবেদাঃ আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ ॥ ৮১ ॥ মন্বাদিগদিতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি । আখ্যানানি পুরাণানি । অনুবাদঃ কল্পসূত্রাদয়ঃ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ কিং বহুনোক্তেন সর্ব্বাণি বস্তুজাতানি তন্মূর্ত্তিরেবেত্যাহ, যচ্চেতি ॥ ৮৪ ॥ উপদেশসর্ব্বস্বং তৎফলঞ্চাহ, অহমিতি । [illegible]তীতি ভবো দেহস্তস্মাদ্ ভবন্তীতি ভবোদ্ভবাঃ দ্বন্দ্ব গদাঃ রাগদ্বেষাদয়ো হৃদ্রোগা ন ভবন্তি ॥ ৮৫ ॥ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৮৮ ॥

সংশ্রিত-শ্রীপরানন্দ-নৃহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ ।
অংশং প্রাথমিকং ব্যাখ্যৎ স্বপ্রকাশাখ্যটীকয়া ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

প্রথমাংশ টীকা
সম্পূর্ণা ।

---

* ননু কালস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ কালাত্মকমেবেদং সর্ব্বং কথং বিষ্ণ্বাত্মকমিত্যাশঙ্ক্য কালাত্মকোঽপি হরিরেবেত্যাহ কলেতি ॥ ৭৭ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকা।

দ্বিতীয়াংশ-

প্রথমাধ্যায়ঃ।



সংশ্রিতশ্রীপরানন্দস্বহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ। পুরাণং বৈষ্ণবং ব্যাখ্যৎ স্বপ্রকাশাখ্যটীকয়া * ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়েঽংশে সৃষ্টিশেষপ্রসঙ্গেনানুবর্ণ্যতে। ভূমণ্ডলং সপাতালজ্যোতিশ্চক্রাদিলক্ষণম্ ॥ ২ ॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকং প্রাগুক্তং প্রিয়ব্রতবংশং পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি চতুর্ভিঃ। সর্গসম্বন্ধি যথা জগদ্ বভূবেত্যাদি যৎ পৃষ্টোঽসি ॥ ১ ॥ জগৎস্রষ্টৌ বাচ্যায়াং বাচকত্বেন সম্বদ্ধঃ †॥২॥ ধ্রুবো বংশপ্রবর্ত্তকস্ত্বয়োক্তঃ ॥৩॥ ‡৪॥ আত্মজাম্ ঔরসীং কন্যাং কন্যাসংজ্ঞামিতি বা ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ § ৭ ॥ তেষাং মধ্যে জ্যোতিষ্মান্ সত্যনামা অন্বর্থসংজ্ঞঃ। তেজস্বীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ১০ ॥ তেষাং বিরক্তব্যতিরিক্তানাং বিভজ্য দ্বীপানি দদৌ রথচক্রেণ পরিখাতৈঃ পরিখাভূতৈঃ সমুদ্রৈর্দ্বীপানি স্বয়ং বিভক্তানি কৃত্বা দদাবিতি ভাগবতোক্তরীত্যা দ্রষ্টব্যম্। জম্বুদ্বীপাদি-সংনিবেশশ্চোত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥১১¶॥১৭॥ হিমাহ্বং হিমবতো দক্ষিণং ভারতং

---

* সৃষ্টিশেষপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেনানুবর্ণ্যতে। দ্বিতীয়াংশেঽথ ভূগোলজ্যোতিশ্চক্রাদি-সংস্থিতিঃ॥ তত্রাপি প্রথমাধ্যায়ে প্রিয়ব্রতকথাস্য চ। বংশপ্রস্তাবতো যত্র ভূগোলমপি সূচিতম্ ॥ ১ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

† জগৎস্রষ্টৌ বাচকত্বেন সম্বদ্ধো যোঽয়মংশো ভাগস্ত্বয়োক্তস্তত্র সৃষ্ট্যংশে শেষভূতাং সৃষ্টিং শ্রোতুমিচ্ছামি ॥ ২ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ শেষমেব পৃচ্ছতি, প্রিয়ব্রতস্যেতি ॥ ৪ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

§ পুত্রঃ পুত্রসংজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

¶ প্রজাপতিসমা নব ভূয়াভিমিব ব্রহ্মণঃ ॥ ১৩ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

বর্ষং নাম। তচ্চ যথাসুখং বাসস্থানম্। তদুক্তং মাৎস্যে, "বসন্ত্যপূর্বন্ত্যো বর্ষেষু প্রজা যেষু চতুর্বিধাঃ। বর্ষমিত্যেব রমণং বর্ষত্বং তেন তেষু চ" ইতি ॥১৮॥ হেমকূটং হিমবদুত্তরম্। হেমকূটাদুত্তরং নৈষধং নিষধগিরের্দ্দক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥ নিষধাদুত্তরম্ ইলাবৃতং বর্ষম্ ইলাবৃতায় প্রদদৌ। যত্র মধ্যে মেরুস্তিষ্ঠতি। ইলাবৃতাদুত্তরো নীলাচলস্তদাশ্রিতং তদুত্তরম্ ॥২০॥ তস্মাৎ শ্বেতগিরেরুত্তরং বর্ষম্ ॥২১॥ গন্ধমাদনবর্ষং মেরোঃ পশ্চিমম্ ॥ ২৩ * † ॥ বিপর্য্যয়োঽসুখমকালমৃত্যুশ্চ। তেষু ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নাস্তাং নস্তঃ, তেষাং ভৌমস্বর্গত্বেন ধর্ম্মাদ্যনধিকারাৎ। যুগাবস্থা দেহাদিহ্রাসলক্ষণা ‡ ॥২৬॥২৭ § ॥ স ঋষভো রাজ্যং কৃত্বা তপস্তপ্তুং পুলহস্যাশ্রমং শালগ্রামক্ষেত্রং যথাবিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥২৯॥ ৩০ ॥ ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ততো ব্যাপ্তঃ, তপসা কৃশদেহত্বাৎ। বীটাং কন্দুকসদৃশাশ্মকবলম্ ॥ "আস্যে কৃতাশ্মকবলঃ" ইতি ভাগবতোক্তেঃ। বীরাধ্বানং মহাপ্রস্থানম্ ॥ ৩১ ॥ ততশ্চ ঋষভানন্তরং ভরতেন পালিতত্বাৎ ভারতঞ্চৈতদ্ বর্ষং গীয়তে। প্রাতিষ্ঠত প্রস্থানং কুর্ব্বতেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ইষ্টমখঃ পূজিতযজ্ঞঃ সম্যক্ রাজ্যং কৃত্বা পশ্চাৎ তস্মৈ পুত্রায় তদ্ রাজ্যং দদৌ ॥ ৩৩ ॥ পুত্রে সংক্রামিতা শ্রীঃ রাজ্যশ্রীর্যেন সঃ ॥৩৪॥ পুনঃ কথয়িষ্যামি ইত্যস্য অয়ং ভাবঃ, স্থূলত্বেন সুগ্রহত্বাৎ প্রস্তুতভুবনকোশং শৃণু। ততশ্চ "স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ" ইতি ভাগবতোক্তক্রমেণ গ্রহণযোগ্যং সূক্ষ্মাত্মতত্ত্বসম্বদ্ধভরতস্য চরিতং পশ্চাদ্ বক্ষ্যামীতি ॥ ৩৫ ॥ তস্মাদ্ ভরতানন্তরং সুমতেস্তেজসো বীর্য্যাদিন্দ্রদ্যুম্নো জাতঃ ॥ ৩৬ ॥ তদন্বয়ঃ প্রতিহারস্য পুত্রঃ প্রতিহর্ত্তা ॥৩৭॥৩৯॥ শতজিতঃ পুত্রশতম্। বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানা বিশ্বজ্যোতিঃ প্রধানো মুখ্যো যেষাং তে ॥ ৪১ ॥ নবভেদং নবভেদা

---

* শালগ্রামং হরিক্ষেত্রম্ ॥ ২৪ ॥ রত্নগর্ভঃ।

† তেষাং তেষু ॥ ২৫ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ ন মৃত্যুভয়ং পরিক্ষিপ্তাদায়ুষঃ প্রাক্ ইতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

§ তাস্বষ্টসু বর্ষেষু সামান্যতো ব্যবস্থামুক্ত্বা নাভের্বর্ষস্য ভারতসংজ্ঞাকারণং বক্তুমাহ, হিমাহ্বমিতি ॥ ২৭ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

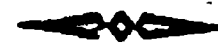
স্বস্মিংস্তৎ। ভেদাংস্তু তীয়াধ্যায়ে বক্ষ্যতি * ॥ ৪২ ॥ ননু ত্বয়া পূর্ব্বমুত্তান-পাদাদয়োঽপি সার্ব্বভৌমাঃ প্রোক্তাঃ, ইদানীং প্রিয়ব্রতাদয়োঽপি সার্ব্বভৌমা এবোচ্যন্তে তচ্চ সমকালে ন সংগচ্ছতে, অতঃ ক্রমো বক্তব্য ইত্যত্রাহ, তেষামিতি। তেষাং প্রিয়ব্রতান্বয়প্রসূতানাং বংশে প্রসূতৈঃ পুরা প্রথমমিয়ং ভারতী ভূমির্ভুক্তা পশ্চাদুত্তানপাদাদিভিঃ কিয়ন্তং কালমিয়ং ভুক্তেত্যত আহ, কৃতত্রেতাদীনাং সর্গেণ প্রবৃত্ত্যা যুগাখ্যা চতুর্যুগৈরাখ্যায়তে যা একসপ্ততিমন্বন্তরাখ্যঃ কালঃ। তাবন্তং কালমিত্যর্থঃ। কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞেয়মিতি পাঠেঽপ্যেবমেব যোজ্যম্। যুগাখ্যামেকসপ্ততিমিতি পাঠে স্ফুটোঽয়মর্থঃ ॥৪৩॥ এতদেবমেব স্পষ্ট-য়তি এষ ইতি বারাহেঽস্মিন্ কল্পে যদা স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বস্য প্রথমমন্বন্ত-রস্যাধিপোঽভূৎ, তদা এষ প্রিয়ব্রতবংশানাং রাজ্ঞাং সর্গঃ, ততঃ স্বারোচিষাদাবুত্তানপাদবংশ্যানামিত্যর্থঃ। অতএব উত্তানপাদবং-শ্যস্য প্রাচেতস-দক্ষকন্যায়ামাদিত্যানাং জন্ম বৈবস্বতমন্বন্তরে প্রোক্তম্। সপ্তম্যন্তপাঠে প্রথমমন্বন্তরাধিপে স্বায়ম্ভুবে বর্ত্তমানে স্বায়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ভুবোঽংশভূতাৎ তস্মাদেব মনোরেব প্রিয়ব্রতাদিসর্গঃ প্রথমং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা পূর্ব্বোক্তসর্ব্বসৃষ্টিনিগমনমেতৎ। এষ ইতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে প্রথমাধ্যায়ঃ।

---

* তৈরিদং ভারতং বর্ষং নবভেদমলঙ্কৃতম্ ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।



উক্তানুবাদেন ভুবনকোশং সবিশেষং বুভুৎসুঃ পৃচ্ছতি কথিত ইতি। স্বায়ম্ভুবোঽংশত্বান্-মনুরত্র স্বয়ম্ভূঃ। তদীয়ঃ প্রিয়ব্রতাদিসর্গঃ কথিতঃ। তৎকথনেন চ দ্বীপবর্ষাদিবিভাগোক্ত্যা সূচিতং ভূমণ্ডলাদিকং শ্রোতুমিচ্ছামি *॥ ১॥ দেবাদীনাং পূর্য্যো নগর্য্যো যাবত্যঃ॥ ২॥ ইদং মণ্ডলং সংস্থানং রচনাবিশেষম্ আকারমিতি যাবৎ। এবমেতে দ্বাদশ প্রশ্নাঃ। এতেষাঞ্চ যৎপ্রমাণৈস্তত্তৎসংখ্যাসংস্থানাদিভির্যথাযোগমুত্তরাণি দ্রষ্টব্যানি॥ ৩॥ ৫॥ জম্ব্বাদিসপ্তদ্বীপাঃ সপ্তভির্লবণাদিসংজ্ঞৈঃ সমুদ্রৈঃ সমং যথা ভবত্যেবং সর্ব্বত আবৃতাঃ॥৬॥৭॥ অশীতিরেব আশীতিঃ সহস্রমেব সাহস্রম্। চতুরধিকাহ্যশীতিঃ সহস্রাণি প্রমাণং যস্য স মেরোরুচ্ছ্রায়ঃ লক্ষযোজনপ্রমাণো মেরুস্তস্যোচ্ছ্রায়ো বহিশ্চতুরশীতিযোজনসহস্রো দৃশ্যতে। ষোড়শসহস্রাণি অধস্তাদ্ ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ খাতঃ। দ্বাত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রাণি মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ॥৮॥ অতএব মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতত্বান্-মূলে সঙ্কুচিতত্বাদ্ভূমধ্যাবস্থানাচ্চ ভূরূপস্য পদ্মস্য কর্ণিকাকারেণ সংস্থিতঃ॥ ৯॥ ভারতং বর্ষমারভ্য মেরোর্দ্দক্ষিণোত্তরতঃ স্থিতানাং ষণ্ণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাপর্ব্বতানাহ, হিমবানিতি। বর্ষাণাং ব্যবচ্ছেদকাঃ পর্ব্বতাঃ॥ ১০॥ লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ প্রাক্‌পশ্চিমতো দৈর্ঘ্যেণ নিষধনীলৌ। যদ্যপি জম্বুদ্বীপস্য মণ্ডলাকারস্য লক্ষযোজনপ্রমাণত্বাৎ তন্-মধ্যে রেখায়ামেব মুখ্যলক্ষপ্রমাণত্বং নিষধনীলৌ তু তন্মধ্যরেখাতো দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ সলক্ষযোজনসহস্রান্তরিতত্বাদীষন্ন্যূনৌ তথাপি স্থূলদৃষ্ট্যা লক্ষপ্রমাণাবিত্যুক্তম্।

---

* প্রিয়ব্রতচরিত্রোক্তি-সূচিতং ভূমিমণ্ডলম্। প্রশ্নোত্তরাভ্যাং গদিতুং দ্বিতীয়-উপচক্রমে॥ ১॥ বম্মগর্ভঃ॥

অপরে তু হেমকূটাদয়ো দশহীনা দশাংশন্যূনাঃ হেমকূটশ্বেতৌ নবতিযোজনসহস্রপ্রমাণৌ। হিমবচ্ছৃঙ্গিণৌ চৈকাশীতিযোজনসহস্রপ্রমাণৌ। তদুক্তং বারাহে "দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবাদ্ধ্রাসবৃদ্ধী প্রকীর্ত্তিতে" ইতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ যথা বৈ ভারতমিতি দ্বীপমণ্ডলপ্রান্তবর্ত্তিত্বাদ্ ধনুরাকারং কুরুবর্ষমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ এতেষাং হিমবদাদিমর্য্যাদয়াবস্থিতানাং ভারতাদীনাং মধ্যে একৈকং বর্ষং বিস্তরতো নবসহস্রযোজনপ্রমাণং ইলাবৃতঞ্চ নবসাহস্রম্ । বিস্তারসাম্যেঽপি তত্র কশ্চিদ্ বিশেষমাহ, তন্মধ্য ইতি। তদাহ, বায়ুঃ "ধনুঃসংস্থাস্থিতে জ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্" ইতি ॥১৪॥ কিঞ্চ ইলাবৃতে অন্যে চত্বারঃ পর্ব্বতা মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৫ ॥ বিষ্কম্ভা দার্ঢ্যার্থমবষ্টম্ভা ঈশ্বরেণ রচিতাঃ। অন্যথা মূলভাগাদূর্দ্ধভাগস্য দ্বিগুণবিস্তারাদ্ গৌরবেণ ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥ তেষ্ববষ্টম্ভপর্ব্বতেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ চত্বারঃ পাদপা একাদশশতযোজনোচ্ছ্রায়া গিরেঃ কেতবো ধ্বজা ইব রচিতাঃ ॥ ১৮ ॥ নামহেতুর্নামপ্রবৃত্তিহেতুঃ। ফলপ্রমাণে বিশেষশ্চ বায়ুনোক্তঃ "অরত্নীনাং শতান্যষ্টাবেকষষ্ট্যধিকানি তু। ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ' ইতি ॥১৯॥২০॥ সুখস্পর্শো বায়ুঃ, সুখবায়ুঃ তেন বিশোষিতা সতী তত্তীরমৃত্তিকা সিদ্ধানাং ভূষণং সুবর্ণং ভবতি * ॥২২† ॥ তয়োর্ম্মধ্য ইত্যনুবাদঃ তত্রস্থ বিষ্কম্ভাদিসানুষু চৈত্ররথাদিবনানামরুণোদাদিসরসাঞ্চ কথনার্থঃ ‡ ॥২৩॥ উক্তানাং বক্ষ্যমাণানাঞ্চ কেসরাচলানাং স্থানান্যাহ, মেরোরিতি। মেরোরনন্তরাণি সন্নিহিতানি যান্যঙ্গানি মূলসমীপস্থানানি তান্যেব জঠরাদীনি পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরদেশবর্ত্তিতয়া জঠরদক্ষিণপার্শ্ব পৃষ্ঠবামপার্শ্ব সাম্যাৎ। তেষ্ববস্থিতা মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেসরভূতাঃ।

---

* তন্নিবাসিভিঃ ইলাবৃতস্থৈঃ। ইন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ পুং শক্তিহ্রাসঃ ॥ ২১ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

† তস্য ফলস্য রসম্ ॥ ২২ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ তয়োর্ম্মধ্যমিত্যনুবাদস্তৎস্থপর্ব্বতেষু বনাদিকথনার্থঃ। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ "শৈলেষু মন্দরাদ্যেষু চতুর্ষ্বপি দ্বিজোত্তম!। বনানি যানি চত্বারি সরাংসি চ নিবোধ মে ॥" ইতি ॥ ২৩ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

"মূলদেশে পরিতঃ উপক্লৃপ্তা " ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ লোকপালানাং পুরঃ সার্দ্ধদ্বিসহস্রযোজনাঃ "তামনুপরিতো লোকপালানাম্ অষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোহষ্টা উপক্লৃপ্তাঃ" ইতি শুকোক্তেঃ ॥৩০॥ তত্র গঙ্গাগমনমাহ, বিষ্ণুপাদেতি। ত্রিধা বিক্রমতো বিষ্ণোর্ব্বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্দ্ধাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা বাহ্যজলধারা হি ব্রহ্মদত্তার্ঘ্যজলঘর্ম্মদ্রবসংযুতা গঙ্গা, সা চ বিষ্ণোঃ পাদাদ্বিনিষ্ক্রান্তা সতী দিবোঽন্তরীক্ষাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্য্যাং পততি ॥ ৩১ ॥ সা তত্র পতিতা সতী চতুর্দ্ধা ভেদং প্রাপ্নোতি ॥ ৩২ ॥ শৈলাচ্ছৈলং যাতীত্যত্র শুকোক্তিঃ "সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেসরাচলাদিশিখরেভ্যোঽধঃপতন্তী" ইত্যাদি। বায়ুনোক্তং সীতা তু শিখরপৃষ্ঠেত্যুপক্রম্য "এবং শতসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী। নিপপাত তদা সীতা জঠরে সিদ্ধসেবিতে ॥ তস্মাদুপগতা শৈলং দেবকূটং তরঙ্গিণী" ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ তথৈবালকনন্দাপীতি কেসরাচলাদিক্রমেণ নিষধহেমকূটহিমবতোঽতিক্রম্যেত্যর্থঃ। সপ্তভেদা ভূত্বেতি। তে চ ভেদা মাৎস্যে প্রোক্তাঃ "নলিনী হ্লাদিনী চৈব প্লাবিনী চৈব প্রাচ্যগাঃ। সীতা চ চক্ষুঃ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রতীচ্যগাঃ ॥ সপ্তমী ত্বন্বগাদ্ গঙ্গা দক্ষিণেন ভগীরথম্" ইতি ॥ ৩৪ ॥ এবং তাবদ্ দক্ষিণোত্তরতো হিমাদিভিঃ ষড়্ভির্ম্মর্য্যাদাগিরিভির্ব্বিভক্তানি ভারতাদীনি সপ্তবর্ষাণ্যুক্তানি ইলাবৃতমেরুমূর্দ্ধচলাবিশেষগঙ্গাগমনপ্রকারাশ্চোক্তাঃ, ইদানীং তু "ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে" ইতি পূর্ব্বোক্তয়োর্ব্বর্ষয়োর্ম্মর্য্যাদাপর্ব্বতাবাহ,আনীলেতি। উত্তরো নীলঃ। দক্ষিণো নিষধঃ, তৎপর্য্যন্ত আয়ামো দৈর্ঘ্যং যয়োস্তৌ আনীলনিষধায়ামৌ। তত্র পশ্চিমে মাল্যবান্ পূর্ব্বে গন্ধমাদনঃ "তথৈবেলাবৃতম্ অপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনাবানীলনিষধায়তৌ" ইতি শুকোক্তেঃ ॥ কেচিৎ ত্বনয়োর্ব্বৈপরীত্যমাহুঃ "তয়োর্ম্মধ্যগতো মেরুরিলাবৃতেন সহিতঃ" ইতি দ্রষ্টব্যম্। "মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতম্ ইলাবৃতম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। অনেন চতুস্ত্রিংশদ্যোজনসহস্রায়ামৌ তাবিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বায়ুঃ "চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ।

উদগ্ দক্ষিণতশ্চৈব আনীলনিষধায়তঃ” ইত্যাদি ॥৩৭॥ শ্লোকো জম্বু-দ্বীপং তদেব পদ্মং তস্য পত্রাণি। ভারত-কুরুবর্ষয়োর্ভদ্রাশ্ব-কেতুমাল-য়োশ্চ পরস্পরং সমানত্বাদাভিমুখ্যেনাবস্থানাচ্চ পত্রসাদৃশ্যতা ॥৩৮॥ ইদানীং মেরোশ্চতুর্দ্দিক্ষু দ্বৌ দ্বৌ পরিধিপর্ব্বতৌ প্রমাণসংস্থানাভ্যাং দর্শয়তি, জঠর ইতি পঞ্চভিঃ। ইলাবৃতবর্ষ এবাবান্তরবিভাগহেতুত্বান্-মর্য্যাদাপর্ব্বতাবিতি চোক্তং নববর্ষমর্য্যাদাপর্ব্বতানাং পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। অন্যস্য চ বর্ষস্যাত্রাসম্ভবাচ্চ ॥৩৯॥ অশীতিযোজনানি আয়ামো বিস্তারো যয়োস্তৌ মাল্যবদ্ গন্ধমাদনয়োর্ম্মধ্যাদর্ণবস্যান্তর্ব্ব্যবস্থিতৌ ॥৪০॥ পূর্ব্বৌ জঠরদেবকূটৌ যথা আনীলনিষধায়তৌ তথৈব উভাবপি স্থিতৌ ॥৪১॥ ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ যথা দক্ষিণৌ তথা স্থিতৌ। তদাহ, শুকঃ, “অষ্টাভিরেতৈঃ পরিস্তৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তি কাঞ্চন-গিরিঃ” ইতি ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥ তেষাং শৈলানামন্তরে মধ্যে দ্রোণ্যঃ দরী-বিশেষাঃ সন্তি। সিদ্ধাঃ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যযুক্তাঃ চারণা দেবগায়কাস্তৈঃ সেবিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ নিরাতঙ্কাঃ নীরোগাঃ বর্ষাণাং সহস্রাণি দশ বা দ্বাদশ বা স্থিরায়ুষ ইতি কিলোক্তিরিলাবৃতাদিদেশভেদব্যবস্থা-য়াম্ ॥ ৫২ ॥ তেষু দেবো ন বর্ষতি যতো ভৌমান্যেবাম্ভাংসি নিত্যং সন্তি ॥ ৫৩ ॥ কুলাচলা মুখ্যাঃ পর্ব্বতাস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা নদ্যস্তাশ্চ শতশঃ সন্তি ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।



জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানমুক্তং বর্ষবিভাগতঃ। তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠমাহ তত্র চ পুংবপুঃ॥ ভারতী ভরতস্য সন্ততিঃ॥ ১ *॥ অত্রৈব শ্রেয়ঃসাধনমনুষ্ঠেয়মন্যত্র তদসম্ভবাদিতি দর্শয়ন্নাহ, কর্ম্মভূমিরিতি। স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাং পুংসামুভয়সাধনভূতানাং প্রবৃত্তনিবৃত্তকর্ম্মণাং ভূমিরিয়ম্। কিম্পুরুষাদিবর্ষাষ্টকে পুষ্করদ্বীপে চ কর্ম্মণ এবাভাবাৎ। প্লক্ষাদিদ্বীপপঞ্চকে কেবলং নিবৃত্তমেব কর্ম্ম নান্যৎ। বক্ষ্যতি হি "যথোক্তকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় হি। তত্র তে তু কুশদ্বীপে ব্রহ্মভূতং জনার্দ্দনম্। যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্" ইতি॥২॥ সমস্তপুরুষার্থসাধনগঙ্গাদিপুণ্যনদীনাং জন্মভূময়ঃ শৈলাশ্চাত্রৈব সন্তীত্যাহ, মহেন্দ্র ইতি॥ ৩॥ তস্মাৎ সর্ব্বং শুভাশুভমত্রৈতি অনেনৈব কর্ম্মণা প্রাপ্যত ইত্যাহ, অত ইতি। অতোঽস্মাদ্ বর্ষাৎ স্বর্গলোকঃ সংপ্রাপ্যতে। ক্রমমুক্তিঞ্চাস্মাৎ প্রয়ান্তি॥৪॥ স্বর্গশ্চ ভৌমং ইলাবৃতাদিঃ। মোক্ষশ্চ সদ্যো মুক্তিঃ। মধ্যমান্তরীক্ষলোকাঃ। অন্তঃ পাতালাদিরিত এব গম্যতে নান্যতঃ তৎসাধনস্যাত্রৈব সুলভত্বাৎ। যস্মাদন্যত্র ভূমৌ বর্ষান্তরাদৌ শাস্ত্রেণ কর্ম্ম ন বিধীয়তে॥ ৫॥ ৬॥ অয়স্ত্বিতি। সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী দ্বীপঃ সমুদ্রেণৈকীভূতেন সাগরেণ সগরসুতখাতেন সংবৃত ইতি জ্ঞেয়ম্। সামান্যতঃ সগরসুতখাতসাগরসংবৃতত্বং সহস্রযোজনান্তরতঃ প্রত্যেকম্ শ্রুতে ইলাবৃতমন্যেষামপি অস্ত্যেব যদাহ বায়ুঃ। "ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নিবভেদা নিবোধত। পর্ব্বতান্তরিতা জ্ঞেয়া-স্তে হ্যগম্যাঃ পরস্পরম্" ইতি॥ ৭॥ ১২॥ ক্রমাবিবক্ষয়া শুক্তিমত্যাদনিঃসৃতানাং নদীনাং পশ্চান্নির্দ্দেশঃ॥ ১৩॥ তাস্বিতি, ইমে

---

* নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ যথাস্থানং বিভাগতঃ। ভারতস্য প্রশংসা চ তৃতীয়-ইতি বর্ণ্যতে॥ ১॥ রত্নগর্ভঃ॥ *



কুরুপাঞ্চালাদিনানাদেশবর্ত্তিনো জনাস্তাসু নদীষু বসন্তি আসাং জলানি পিবন্তি চেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ১৮॥ চত্বারীতি কৃতে যুগে চতুষ্পাদ্ ধর্ম্মঃ ত্রেতায়াং পাদন্যূনঃ, দ্বাপরে দ্বিপাৎ। কলৌ পাদাবশেষা ইত্যাদি চতুর্যুগব্যবস্থা নান্যত্রেত্যর্থঃ॥ ১৯॥ ২০॥ যজ্ঞপুরুষরূপো বিষ্ণুরত্রেজ্যতে। অন্যদ্বীপেষু প্লক্ষাদিষু অন্যথা সোমবায়ুসূর্য্যাদিরূপঃ॥ ২১॥ ২২॥ স্বর্গদেবত্বপ্রাপ্তেরপি অত্র মনুষ্যত্বং দুর্লভমিত্যস্মিন্নর্থে দেবগীতং প্রমাণয়তি গায়ন্তীতি। স্বর্গশ্চাপবর্গশ্চ আস্পদং প্রাপ্যং স্থানং তস্য মার্গভূতে ভারতাখ্যে ভূমিভাগে যে পুরুষা ভবন্তি, তে তু সুরত্বাৎ সুরত্বং প্রাপ্তানস্মানপি অপেক্ষ্য ভূয়োঽধিকং ধন্যাঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥ তত্র হেতুমাহুঃ। কর্ম্মাণীতি, তাং কর্ম্মমহীম্ অবাপ্য। ন সঙ্কল্পিতানি তানি প্রসিদ্ধানি দৃষ্টাদৃষ্টানি ফলানি যেষাং তান্যসংকল্পিততৎফলানিষ্কামাণি কর্ম্মাণি বিষ্ণৌ সংন্যস্য সমর্প্য যে অমলাঃ সন্তস্তমেবালয়ং স্থানং প্রয়ান্তি। পাঠান্তরে তস্মিন্ লয়মৈক্যং প্রয়ান্তি তে ধন্যা ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥২৫॥ যুষ্মাকমপি স্বর্গভোগানন্তরং ভারতে জন্ম ভবিষ্যতীতি চেৎ। তৎ তু ন জ্ঞায়ত ইত্যাহুঃ জানীমেতি। স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি ভোগেন বিলীনে সতি কুত্র দেহবন্ধং জন্ম প্রাপ্স্যাম ইতি ন জানীম। যে ত্বদ্য ভারতে মনুষ্যা জাতাঃ সন্তি তে খলু নিশ্চিতধন্যাঃ অনায়াসেন মোক্ষপ্রাপ্তাঃ। তদাহুঃ "নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ অন্ধপঙ্গ্বাদয়ো যদি ন ভবন্তি" ইতি ইন্দ্রিয়বত্ত্বমাত্রেণ তত্র মোক্ষঃ সুসাধ্য ইতি ভাবঃ॥ ২৬॥ * ২৮॥

---

* লক্ষযোজনবিস্তারমিতি। ইলাবৃতং বিহায় ষড়্‌বর্ষৈঃ চতুঃপঞ্চাশদযোজনসহস্রাণি হিমবদাদ্যষ্ট্ পর্ব্বতৈর্দশসহস্রাণি ইলাবৃত-সুমেরুভ্যাং চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি ইত্যেবং লক্ষযোজনবিস্তারম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ২৭। ২৮।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।



অথ প্লক্ষাদিকান্ দ্বীপান্ বর্ষাদ্রিসরিদব্ধিভিঃ। বর্ণরূপাদিভেদেন বর্ণয়ত্যাকটাহন্তঃ ॥ ১ ॥ * তথা বলয়ত্বেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ অত্র চ জম্বুদ্বীপো লবণাব্ধিশ্চ বিস্তারতো লক্ষযোজনপ্রমাণৌ। এবমুত্তরোত্তরং দ্বীপাব্ধিযুগ্মং পূর্ব্বস্মাৎ দ্বিতীয়াব্ধিযুগ্মাৎ দ্বিগুণং দ্রষ্টব্যম্। প্লক্ষাদিদ্বীপপঞ্চকে চ দ্বীপবিস্তারপ্রমাণৈরুভয়তঃ সমুদ্রস্পর্শিভিঃ সপ্তসপ্তভির্ম্মর্য্যাদাগিরিভির্ব্বিভক্তান্যুভয়তঃ সমুদ্রস্পর্শানি সপ্তসপ্ত বর্ষাণি। পুষ্করদ্বীপে তু মধ্যতো বলয়াকারেণ মানসোত্তরেণ বিভক্তে দ্বে বর্ষে। সর্ব্বত্র বর্ষাধিপতিসংজ্ঞাভিরেব বর্ষাণাং সংজ্ঞা। শৈলনদ্যাদয়শ্চ স্বস্বসংজ্ঞাভিরেব সর্ব্বত্র স্পষ্টং নির্দ্দিষ্টাঃ। তদেবং স্থিতে তত্র কিঞ্চিদ্ ব্যাখ্যায়তে প্লক্ষদ্বীপেশ্বরাঃ পূর্ব্বাদিবর্ষক্রমেণ ॥ ৪ ॥ তদাহ, পূর্ব্বমিতি ॥ ৫ ॥ † ৮ ॥ চিরাৎ পঞ্চবর্ষসহস্রান্তে ম্রিয়তে ॥ ৯ ॥ ১২ ॥ অপসর্পিণী হ্রাসাবস্থা উৎসর্পিণী বৃদ্ধ্যবস্থা। ভারতে হি কৃতাদিত্রেতান্তং প্রজা উত্তরোত্তরং বর্দ্ধন্তে। ততো দ্বাপরাদিকলিযুগান্তং হ্রসন্তি, তৎ তেষাং নাস্তীত্যর্থঃ। যুগাবস্থেতি "কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদব্যবস্থয়া" ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তাদিপ্রোক্তা যুগাবস্থা চ তেষু নাস্তি। ত্রিপাদ্ ধর্ম্মঃ শস্যাদিসমৃদ্ধিঃ যাগাদ্যনুষ্ঠানমিত্যাদিনা ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ ॥ ১৪ ॥ ১৭ ॥ তস্য প্লক্ষস্য নাম্না সংজ্ঞা যস্য স তন্নামসংজ্ঞঃ ॥ ১৮ ॥ ‡ ২৫ ॥ "বিশল্যকরণী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা। সুবর্ণকরণী

* প্লক্ষদ্বীপাদিবর্ষাদ্রিসরিদ্বর্ষে জ্যকল্পনাঃ। ক্ষীরোদাদিসমুদ্রাংশ্চ চতুর্থেঽবর্ণয়ন্মুনিঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ১।

† তেষাং পূর্ব্বাদিবর্ষাণাম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৬।

‡ পথিবেষে। মণ্ডলং তদনুসারিণা তৎসদৃশেন ইতি রত্নগর্ভঃ। ২০।

‡ ইত্যেষ তবেতি মৈত্রেয় মে মতঃ শিলাময় জানীহি ইতি রত্নগর্ভঃ। ২১।

চাৰ্য্যী সন্ধিনী চ মহৌষধিঃ" ইত্যাদ্যা মহৌষধ্যো যত্র সন্তি যশ্চ হনু- মতা আনীয় প্রতিনীতঃ স দ্রোণশ্চতুর্থঃ ॥ ২৬ ॥ যজ্ঞানাং সম্যক্ স্থিতির্যস্মিন্ তৎ যজ্ঞসংস্থিতিম্ * ॥ ৩২ ॥ ৩৬ ॥ তেষাং নামান্যেব নামানি যস্যাঃ সা তন্নাম্নী বর্ণপদ্ধতিবর্ণানাং পঙ্‌ক্তিঃ ॥৩৭॥ ৩৯ + ॥ স্বাধিকারক্ষয়ায় সত্ত্বশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানেন কর্ম্মাধিকারনিবৃত্ত্যর্থমধিকারম্ অধিক্রিয়তেঽনেনেত্যধিকারোঽহঙ্কারস্তম্ উগ্রং রাগদ্বেষাদিহেতুং ক্ষপয়ন্তি। এতচ্চ প্লক্ষাদিষু পঞ্চস্বপি দ্রষ্টব্যম্। "ধর্ম্মঃ পঞ্চস্বথৈতেষু" ইতি পঞ্চানাং সাধর্ম্ম্যস্যোক্তত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ ৪৩ ॥ তৎ কুশদ্বীপ- নাম ‡॥৪৯॥ প্রথমঃ শৈলঃ ক্রৌঞ্চস্তৈনৈব দ্বীপঃ প্রোক্ত ইত্যপ্যনুসন্ধে- য়ম্। অন্যোঽপরঃ পুণ্ডরীকঃ পঞ্চমঃ সপ্তমো মহাশৈলঃ পঞ্চমশ্চৈত্ররথ ইতি পাঠে মহাশৈল ইতি দুন্দুভের্বিশেষণং পূর্ব্বস্মাৎ পরস্পরমুত্ত- রোত্তরং দ্বীপাদ্ দ্বিগুণাঃ ॥ ৫০ ॥ তেষু দ্বীপেষু যে শৈলাস্তেঽপি যথা দ্বীপানি তথোত্তরোত্তরং দ্বিগুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ § ৫৭ ॥ দধ্নো মণ্ডঃ সারস্তদেবোদকং যস্মিংস্তেন ॥ ৫৮ ॥ ৬২ ॥ শাকো বৃক্ষবিশেষঃ যস্য পত্রাণ্যন্তঃখরস্পর্শানি বহির্ম্মৃদুস্পর্শানি। "অন্তঃখরা বহিঃ স্নিগ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ শাকদলোপমাঃ" ইতি বসিষ্ঠোক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৭ ॥ স্বর্গাদভ্যে- ত্যেতি স্বর্গভোগানন্তরং পুণ্যশেষেণ মেদিনীম্ অভ্যেত্য যে জলদাদি- বর্ষেষু স্থিতা জাতা জনপদা লোকাস্তে তা নদীঃ পিবন্তীত্যন্বয়ঃ। সংঘর্ষঃ কলহঃ॥ ৬৮ ¶ ॥ ৬৯ ॥ ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বোক্তেষু সর্ব্বেষু ব্রাহ্মণেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥** ৭৯ ॥ ৮০ ॥

* সংস্থিতমিতি পাঠে যজ্ঞে সংস্থিতম্ ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নগর্ভঃ। ৩২।

+ ভারতে যে ব্রাহ্মণাদয়স্তেঽত্র কুশদ্বীপে দম্যাদয়শ্চত্বারো বর্ণাঃ ক্রমোদিতাঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৩৯।

‡ তস্য কুশস্তম্বস্য সংজ্ঞয়া তৎ স্মৃতং কুশদ্বীপমিতি প্রসিদ্ধম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৪৪।

§ নদ্যো নদীঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৫৪।

¶ ধর্ম্মহানিঃ নিত্যাদিক্রিয়াবিরহঃ। মর্য্যাদা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত আচারস্তস্যাতিক্রমো অভবনম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৬৮।

** দ্বীপবলয়ং বলয়াকারং দ্বীপং তেন পর্ব্বতেন বিচ্ছিন্নং বর্ষদ্বয়মপি বলয়াকারং জাতম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৭৭।

অন্ততো মানসোত্তরাদ্রেরন্তরিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ ৮২ *॥ তুল্যবেশা ইতি পাঠে বেশো ভোগঃ তুল্যসুখা ইত্যর্থঃ। নিত্যনৈমিত্তিকৈরাবশ্যকৈ-র্ব্বর্ণাশ্রমাচারৈর্হীনং, ধর্ম্মাচরণং কাম্যধর্ম্মানুষ্ঠানং তেন বর্জ্জি-তম্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৫ ॥ ন্যক্ তির্য্যক্ সমন্তাদ্ ভূমিং রুণদ্ধীতি ন্যগ্রোধো বৃহৎপুষ্করমেব "স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। "ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে পুষ্করস্তেন সংস্মৃতঃ" ইতি মৎস্যোক্তেশ্চ। "যস্মিন্ বৃহৎপুষ্করং জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্" ইতি শুকোক্তেশ্চ ॥৮৬॥ ৮৭ ॥ দ্বীপশ্চেতি। জম্বুদ্বীপশ্চ লবণসমুদ্রশ্চ সমানৌ লক্ষযোজনবিস্তারৌ ততঃ পরৌ দ্বীপসমুদ্রৌ উত্তরোত্তরং দ্বিগুণাবিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ যথা স্থালীস্থং প্রস্থাদ্রিপরিমিতমেব সলিলং তীব্রাগ্নিসংযোগাদুদ্রেকিবিরলাবয়বং সমুদ্রেকযুক্তং ভবতি। অগ্নিসংযোগোপরমে চ যথাপূর্ব্বং তিষ্ঠতি তথেন্দুবৃদ্ধৌ পৌর্ণমাস্যামম্ভোধৌ সলিলমত্যন্তমুদ্রিচ্যতে। অমাবস্যায়াঞ্চ যথা পূর্ব্বং তিষ্ঠতি ॥ ৯০ ॥ তথা শুক্লকৃষ্ণয়োঃ পক্ষয়োঃ প্রত্যহম্ ইন্দোরুদয়েষু অনতিরিক্তা এবাপঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বর্দ্ধন্তে। ইন্দোরস্তময়েষু চাল্পানা এবং কিঞ্চিদ্ হ্রসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ পরমবৃদ্ধি-হ্রাসয়োঃ প্রমাণমাহ দর্শেতি সার্দ্ধদ্বিচত্বারিংশদ্বিতস্তিপরিমিতৌ সামুদ্রীণামপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ শাস্ত্রতো দৃষ্টৌ। যদ্বা তীরস্থান্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাং দৃষ্টৌ ॥ ৯২ ॥ ভুজ্যত ইতি ভোজনং ভক্ষ্যভোজ্যাদি-চতুর্ব্বিধমন্নশাকাদিকং তৎ প্রযত্নং বিনা স্বয়মেবোপস্থিতং ভুঞ্জতে। ষড়্রসং মধুরকটুম্ললবণতিক্তকষায়া ইতি প্রসিদ্ধাঃ ষড়্রসা যস্মিন্ তৎ ॥৯৩॥ অলোকসংস্থিতিরিতি চ্ছেদঃ। ন বিদ্যতে লোকস্য জননিবাসভূতস্য সংস্থিতির্যস্যাং সা সমস্তপ্রাণিবিবর্জ্জিতা। সসাগরসপ্তদ্বীপবত্যাঃ পূর্ব্বোক্তায়া ভূমের্দ্বিগুণা শুদ্ধোদকসমুদ্রাৎ পরতঃ কাঞ্চনী ভূমির্যোগিভির্দৃশ্যতে ॥ ৯৪ ॥ তাবন্তি তাবৎসংখ্যাপূরকাণি সহস্রাণি যোজনাযুতমেবোচ্ছ্রিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা তাবন্তি অযুতসংখ্যানি

---

* সত্যানৃতেন তত্রাস্থাং ফলজনকত্বাতিপ্রায়েণ প্রোক্তে ইতি রত্নগর্ভঃ। ৮২।

সহস্রাণীত্যর্থঃ। "যস্মাৎ সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্ব্বাচীনাংস্ত্রীন্ লোকানাবিতন্বানা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে। তাবদুন্নহনায়াম" ইতি শুকোক্তেঃ। অত্রায়ং গণনাৎ ক্রমঃ। "পূর্ব্বোক্তদ্বীপাৎ হি দ্বৈগুণ্যক্রমেণ মেরোঃ সর্ব্বতঃ সপ্তলক্ষাধিক-পঞ্চকোটিপ্রমাণা সাব্ধিসপ্তদ্বীপবতী ভূমিঃ, ততো দ্বিগুণা চতুর্দ্দশ-লক্ষোত্তরদশকোটিপ্রমাণা কাঞ্চনীভূমির্মেরোরেকত উভয়তস্তুষ্টবিং-শতিলক্ষাধিকবিংশতিকোটিপ্রমাণা তদেবং সাব্ধিদ্বীপভূম্যা সহ কাঞ্চনী ভূমিঃ পঞ্চত্রিংশৎলক্ষোত্তরপঞ্চবিংশতিকোটিপ্রমাণা সম্পা-দ্যতে। ততো লোকালোকঃ শৈলঃ অযুতযোজনবিস্তারঃ সর্ব্বতো বলয়াকৃতিঃ॥ ৯৫॥ "ততস্তং শৈলং সর্ব্বতস্তম আবৃত্য তিষ্ঠতি তচ্চ বিংশতিসহস্রাধিক-পঞ্চত্রিংশৎ লক্ষন্যূন-পঞ্চবিংশতিকোটিপরিমি-তম্। এতেন দ্যুলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতম্" ইতি শুকোক্তেঃ। তদেবং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারেয়মুর্ব্বী। ততোঽণ্ডকটাহঃ সর্ব্বতঃ সমবর্ত্তুলো-হন্তঃ পঞ্চাশৎ কোটিবিস্তারঃ। "অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদ-ন্তরং সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্ম্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতি" ইতি শুকো-ক্তেঃ। "কচিৎ কচিৎ পুরাণেষু বিরোধো যদি লক্ষ্যতে। কল্পভেদাদি-ভিস্তত্র ব্যবস্থা সদ্ভিরিষ্যতে"॥ ৯৬॥ সহৈবাণ্ডকটাহেনেতি তন্ম-ধ্যবর্ত্তিনীত্যর্থঃ॥ ৯৭॥ ধাত্রী পালয়িত্রী বিধাত্রী জনয়িত্রী ইত্যেতৈঃ পালনাদিভিঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্য আকাশাদিভ্যো গুণাধিকাশ্চে-ত্যর্থঃ॥ ৯৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়া দ্বিতীয়াংশে চতুর্থাধ্যায়ঃ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।



সপ্তভূমিকবিস্তার-প্রাসাদবদধোভুবঃ । সপ্তপাতালপংক্তিস্তু বর্ণ্যতে-ইনন্তমস্তকে ॥ ১ ॥ * ২ ॥ দশসাহস্রমিতি প্রত্যেকং সহস্রযোজনোচ্ছ্রিতা ভূমিকাঃ । ততো নবসহস্রোচ্ছ্রিতমেকৈকং পাতালং ভূবিবরমিত্যর্থঃ । "সহস্রযোজনান্যেষাং জলান্যন্তরনেময়ঃ । প্রত্যেকশোঽন্তরান্যেষাং সহস্রাণি নবাধ্বনাম্" ইতি শিবরহস্যোক্তের্ম্মহাখ্যং মহাতলম্ ॥৩.৪॥ † পাতালেভ্যো দিবমভ্যাগতঃ সন্ স্বর্গসদাং দেবানাং মধ্যে প্রাহ ॥ ৫ ॥ শুভ্রাঃ শুদ্ধা মণয়ো মাগৈরাভ্রিয়মাণাসু ধার্য্যমাণাসু ভূষাসু যত্র তৎ পাতালং কেন সমং ন কেনাপি নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥৬॥ বিমুক্তস্য বীতরাগস্যাপি ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ পুংস্কোকিলানামভিলাপাঃ কূজিতানি ॥ ১০ ॥ তুর্য্যাণি নৃত্যগীতবাদিত্রাণি ॥ ১১ ॥ উদারৈরুৎকৃষ্টৈর্ভোগৈ্যঃ পুণ্যৈর্ভোগ্যানি । পাতালানামন্তরং মধ্যং গোচরো বিষয়ো যেষাং তৈঃ ॥১২॥১৩॥ ‡ স্বস্তিকং ফণস্য রেখা চিহ্নবিশেষঃ । ব্যক্তং স্বস্তিকমেবামলং ভূষণং যস্য সঃ ॥ ১৪ § ॥১৭॥ ¶ কান্ত্যা শ্রিয়া বারুণ্যা চ মদিরাধিষ্ঠাত্র্যা দেবতয়া ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ শেখরীভূতং মুকুটবৎ স্থিতম ॥ ২০ ॥ বীর্য্যং বলং প্রভাবঃ প্রতাপঃ স্বরূপং তত্ত্বম্ । রূপ-

---

* প্রসঙ্গাৎ সপ্তপাতালং সপ্তভূমিকভেদবৎ । ভুবোঽধো বর্ণ্যতেঽনন্তমস্তকেঽণু-প্রমাণকম্ ইতি রত্নগর্ভঃ । ১ ।

† তেষু অতলাদিষু ইতি রত্নগর্ভঃ । ৪ ।

‡ পাতালানাং ভূবিবরাণাম্ অধ ইত্যত্র ত্রিংশৎসহস্রোদ্দেশেঽনন্ত ইতি ক্ষ্মা[illegible]কোক্তং মানং জ্ঞেয়ং তামসীসংহারকত্বাৎ । ইতি রত্নগর্ভঃ । ১৩ ।

§ শাখিরিতি কিরীটতেজসোঽগ্নিসাদৃশ্যম্ ইতি রত্নগর্ভঃ । ১৬ ।

¶ অভ্রং মেঘঃ গঙ্গ[illegible]পাতো নির্ঝরশ্চ তাভ্যাং সহিতঃ ইতি রত্নগর্ভঃ । ১৭ ।

মাকারঃ ॥২১॥ * ২৪ ॥ লগিতং চর্চ্চিতম্ অনুলিপ্তং যস্য শ্বাসানিলৈরপাস্তং বিক্ষিপ্তং দিক্ষু উদবাসতাং জলসুগন্ধীকরণচূর্ণতাং যাতীত্যর্থঃ। দিক্‌ক্ষোদবাসতামিতি পাঠে দিশাং ক্ষোদবাসতাম্ অধিবাসনচূর্ণত্বম্। যদ্বা ক্ষোদাঃ ক্রীড়াপাংশবস্তেষাং বাসতাং স্থানতাম্। দিক্কন্যানাং ক্রীড়ার্থে হরিদ্রাদিরজঃস্থানীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। দিক্‌পটবাসতামিতি পাঠঃ ॥ ২৫ ॥ জ্যোতীংষি গ্রহনক্ষত্রাদীনি নিমিত্তে উৎপাতশকুনাদৌ পঠিতং শুভাশুভলক্ষণং ফলঞ্চ জ্ঞাতবান্ ॥ ২৬ ॥ দেবাসুরমানুষৈঃ সহিতাং লোকানাং পাতালাদীনাং মালাং শ্রেণিং তেন বিধৃতা সতীয়ং মহী বিভর্ত্তি। লোকাধারভূতায়া ভূমেরপি স আধার ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

ভারতে কৃতপুণ্যানাম্ উক্তা স্বর্গপ্রদা ভুবঃ। তত্রৈব কৃতপাপানাং যাতনা চ তথোচ্যতে ॥ সলিলস্য চেতি তমোগর্ভোদকস্যাধঃ ব্রহ্মাণ্ডগতগর্ভোদকাদূর্দ্ধমেব। দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাদ্ জলাদিতি শুকোক্তেঃ ॥ ১ ॥ † ৩ ॥ জানন্নপ্যবদন্। অন্যথা বা বদন্

---

* অলক্যত্বে হেতুমাহ, যস্যেতি। পুষ্পমালাদিদৃশ্যমতিলঘুত্ববোধনায় ক. ইতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইতি রত্নগর্ভঃ। ২২।

† ভূর্লোকাধঃপ্রসঙ্গেন যাতনা তীব্রবেদনা।
অতলাদিসুখশ্রোতৃ বৈরাগ্যায়েহ বর্ণ্যতে ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ। ১

কূটসাক্ষী। যশ্চ ধর্ম্মাধিকৃতঃ সন্ অসম্যগ্ অন্যায্যং বদেৎ। যশ্চান্যদপি অনৃতং বক্তিঃ *॥৭॥ ভ্রূণহা গর্ভহন্তা পুরহর্ত্তা পুরবিলুম্পকঃ ॥৮॥ তৈঃ সংসর্গমিতি "সংবৎসরেণ পততি সহ শয্যাসনাশনৈঃ। যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনাৎ সদ্যঃ পততি তৎসমঃ" ইতি তৈঃ সহ সংসর্গম্ ॥ ৯ ॥ রাজ্ঞো ভটান্ দূতান্ ॥১০॥ সাধ্বী ভার্য্যা তস্যা বিক্রয়কর্ত্তা। বন্ধপালঃ কারাগৃহরক্ষকঃ। কেশরিবিক্রয়ী অশ্বানাং বিক্রেতা ॥ ১১ ॥১২॥† বেদদূষয়িতা বেদনিন্দকঃ। যদ্বা ভৃতকাধ্যাপকঃ ॥১৩॥‡ মর্যাদাদূষকঃ শিষ্টাচারনিন্দকঃ। দুরিষ্টকৃৎ অভিচারকর্ত্তা ॥ ১৪ ॥ পর্য্যশ্নাতি পরিত্যজ্য আদৌ ভুংক্তে ॥ ১৫ ॥ কর্ণিনো বাণবিশেষান্ ॥ ১৬ ॥ নক্ষত্রসূচকঃ নক্ষত্রগণকঃ ॥ ১৭ ॥ পুত্রাদীন্ বঞ্চয়িত্বা এক এব মিষ্টান্নভুক্। বেগী সাহসকারী তমেব কৃমিমুক্তং পূয়বহমেব ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ § রঙ্গোপজীবী। নটমল্লাদিবৃত্তিঃ। কৈবর্ত্তঃ ধীবরবৃত্তিঃ। পত্যৌ জীবতি জারাজ্জাতঃ কুণ্ডঃ তদন্নভোজী কুণ্ডাশী। সূচী পিশুনঃ। মাহিষিকো মহিষোপজীবী। যদ্বা "মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা ভগেনোপার্জ্জয়েদ্ধনম্। উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ" ইতি স্মৃতিপ্রোক্তঃ। পর্ব্বকারী ধনাদিলোভেনাপর্ব্বস্বমাবাস্যাদিক্রিয়াপ্রবর্ত্তকঃ। পর্ব্বগামীতি পাঠে পর্ব্বসু স্ত্রীগামী ॥ ২০ ॥ শাকুনিঃ পক্ষিজীবী শুভাশুভনিমিত্তশকুনোপজীবী বা। গ্রামযাজকঃ গ্রামার্থে যষ্টা ॥ ২১ ॥ মর্য্যাদাভেদিনঃ ক্ষেত্রাদিসীমাতিক্রমকারিণঃ কুহকং পরবঞ্চনম্ ইন্দ্রজালাদিকং বা জীবো বৃত্তির্যেষাং তে। কুক্ষে কালসূত্রে ॥ ২২ ॥ যজ্ঞার্থে সমিৎপাত্রাদিকার্য্যং বিনা বৃথৈব বনচ্ছেদী চ অসিপত্রবনং যাতি ঔরভ্রিকো মেষোপজীবী। মৃগব্যাধশ্চ ॥ ২৩ ॥ আপাকেষু বহ্নিদাঃ বহ্নিজ্বালে পতন্তি আপাকাদাহ্যমৃদ্ভাণ্ডেষ্টকাদিসঞ্চয়াঃ। যান্ত্যেত ইত্যেতে

* বিষয়ে অধিকারে ইতি রত্নগর্ভঃ। ৭।

† আক্রোষ্টা পরাপবাদকাঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ১২।

‡ বেদবিক্রয়ঃ বেতনেন বেদাধ্যাপকঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ১৩।

§ কুক্কুটাদীনাং পৃথগ্‌[illegible]নং দোষাধিক্যসূচনায় ইতি রত্নগর্ভঃ। ১৯।

পূর্ব্বোক্তা বক্ষ্যমাণাশ্চ পাপিনস্তৎ তদসাধারণনরকভোগানন্তরং পাপশেষেণ বহ্নিজালং যান্তীত্যর্থঃ। শিবধর্ম্মোত্তরাদিষু পাপাধিক্যাৎ পাপিনাং] ক্রমেণানেকনরকপাতোক্তেঃ ॥ * ২৪ ॥ স্কন্দস্ত্রে রেতো বিকিরন্তি ॥২৫॥২৭॥ বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধং গীতনৃত্যাদিব্যসনরূপং কর্ম্ম। নিরয়েষু তত্তন্নরকেষু ॥ ২৮ ॥ নরকস্থানাং দুঃখাতিশয়ং দর্শয়িতুং স্বর্গস্থদেবদর্শনং দেবানাঞ্চ বৈরাগ্যার্থং নরকদর্শনমাহ অধঃশিরোভিরিতি ॥২৯॥ পাপিনাং নরকভোগানন্তরং স্থাবরাদ্যাসু উত্তরোত্তরমুৎকৃষ্টাসু নবধা ভিন্নাসু যোনিষু জন্মক্রমমাহ, স্থাবরা ইতি। অব্জা মৎস্যাদয়ঃ। ধার্ম্মিকাঃ নরেষ্বেব পুণ্যবিশেষেণ কেচিৎ মোক্ষিণশ্চ মুমুক্ষবো যথাক্রমং ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ তেষাঞ্চ পূর্ব্বপূর্ব্ববাহুল্যম্ উত্তরোত্তরাল্পত্বঞ্চাহ, সহস্রেতি। দ্বিতীয়ানুক্রমঃ দ্বিতীয়োঽনুক্রম উদ্দেশো যেষাং তে দ্বিতীয়স্থানেঽনুক্রান্তা যে কৃময়ঃ তে সহস্রভাগকৃময়ঃ প্রথমাঃ সহস্রভাগাঃ সহস্রগুণাঃ প্রথমাঃ প্রথমং নির্দ্দিষ্টা স্থাবরা যেষাং তে কৃমিভ্যঃ সহস্রগুণমধিকাঃ স্থাবরাস্তৎসহস্রতমভাগাঃ কৃময় ইত্যর্থঃ। পঞ্চম্যন্তপাঠেঽপি দ্বিতীয়াস্থানেঽনুক্রান্তাৎ কৃমিবর্গাৎ সহস্রগুণমধিকাঃ স্থাবরা ইত্যেবার্থঃ। তথা সর্ব্বে হ্যেতে ইতি যথা স্থাবরা এবং পক্ষ্যাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। মুক্তিং সম্যগাশ্রয়ন্ত ইতি মুক্তিসমাশ্রয়া মুমুক্ষবো জ্ঞাননিষ্ঠাঃ। তৎপর্য্যন্তমেবং পূর্ব্বপূর্ব্বাদুত্তরোত্তরন্যূনত্বে জন্মক্রমঃ। ততঃ পরং মুক্তিঃ। এতচ্চ সংসারিজীববাহুল্যকথনং মোক্ষস্য দুর্ল্লভতাসূচনার্থম্। অয়ঞ্চ নবধা নির্দ্দিষ্টো জন্মক্রমঃ প্রায়িক এব। তদুক্তমাদিত্যপুরাণে "ব্যুৎক্রমেণাপি মানুষ্যং প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ। বিচিত্রা গতয়ঃ পুংসাং কর্ম্মণাং গুরুলাঘবৈঃ" ইতি ॥ ৩১ ॥ তদেবং নারকাঃ সর্ব্বে তদ্ভোগানন্তরং স্থাবরাদিজন্মক্রমেণ পাপস্য ক্ষয়াৎ পুণ্যবশাৎ কদাচিৎ ত্রিদশা ভবন্তি। ইদানীং ত্রিদশা অপি সর্ব্বে পুণ্যক্ষয়াৎ পাপবশাচ্চ কদাচিন্‌-নারকা ভবন্তীতি। বৈরাগ্যার্থমাহ, যাবন্ত ইতি। নরকৌকসো ভবন্তীতি শেষঃ। ইদানীং পাপিনোঽপি নরক-

* ব্রতেষু লোপকঃ প্রারব্ধচান্দ্রায়ণাদিব্রতত্যাগী। স্বযোগ্যাদ আশ্রমাদ বিচ্যুতঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ২৪।

পরিহারোপায়মাহ, পাপকৃদিতি। প্রায়শ্চিত্তং যো ন করোতি স এব নরকং যাতি, ন তু কৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ ॥ ৩২ ॥ তচ্চ প্রায়শ্চিত্তং কর্ম্মভক্তি-জ্ঞানরূপেণ ত্রিবিধম্। তত্র পাপতারতম্যেন কর্ম্মাত্মকপ্রায়শ্চিত্ত-তারতম্যমাহ, পাপানামিতি। যৎ পাপং মহদল্পং বা যথা জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা বা তথৈব তদনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি বেদার্থং সংস্মৃত্য প্রোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ * ৩৪ ॥ মন্বাদিভির্ব্বিধেয়ৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্নিঃশেষ-সর্ব্বপাপক্ষয়াভাবাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং সুকরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপং সর্ব্ব-প্রায়শ্চিত্তমাহ, প্রায়শ্চিত্তানীতি। তপাংসি কৃচ্ছ্রাদীনি। কর্ম্মাণি চ দানজপাদীনি, তদাত্মকানি যানি প্রায়শ্চিত্তানি তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কৃষ্ণস্যানুস্মরণং পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রেষ্ঠত্বমাহ, কৃত ইতি। পাপে কৃতে যস্য পুংসোঽনুতাপঃ প্রকর্ষেণ জায়তে তস্যৈব মন্বা-দ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিৎ তদনুরূপং প্রায়-শ্চিত্তম্ অননুতপ্তস্য তেম্বনধিকারাৎ। হরিসংস্মরণং তু পরমনু-তাপমনপেক্ষ্যাপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ। অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিত ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥ কিঞ্চ দেশকালাদিবিশেষমনপেক্ষ্য সদ্যঃপাপক্ষয়হেতুত্বাচ্চ হরিসংস্মরণং শ্রেষ্ঠমিত্যাহ, প্রাতরিতি। প্রাতর্ব্বা নিশি বা সন্ধ্যায়াং বা মধ্যাহ্নে বা আদিশব্দাৎ দেশবয়ো-ঽবস্থাদিনিয়মং বারয়তি। নর ইত্যাশ্রমাদিনিয়মঞ্চ দেশকালাদি-নিয়মং বিনৈব যথা কথঞ্চিৎ নারায়ণং সংস্মরন্নেব সদ্যস্তৎক্ষণং পাপ-ক্ষয়মবাপ্নোতি ন তু সংস্মরণং কৃত্বা। এতদুক্তং ভবতি, দ্বাদশাব্দাদিকং হি দেশকালাধিকারিনিয়মাদ্যপেক্ষং যথাবদনুষ্ঠিতং কালান্তরে পাপ-ক্ষয়হেতুঃ, ইদং তু ন তথা। অতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠমিতি। অয়ং ভাবঃ, শাস্ত্র-গম্যং হি ফলং যথাশাস্ত্রং দেশকালাদিনিয়মেন যথোক্তেনৈবাধিকারি-ণানুষ্ঠিতাৎ সাধনান্নিষ্পাদ্যতে, হরিসংস্মরণাদিফলং তু বস্তুসামর্থ্যপ্রভ-বত্বাৎ ন দেশকালাধিকারাদিনিয়মমপেক্ষিতমিতি। তথা চ বিষ্ণুধর্ম্মা-দিষু বস্তুশক্তিমেব পুরস্কৃত্যোক্তম্। "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র

* অনুরূপ ত্বমেবাহ পাপ ইতি। তাম্বদঃ প্রায়শ্চিত্ততারতম্যবিদঃ। জগুঃ স্ফুটমূচুঃ ইতি রত্নগর্ভঃ। ৩৪।

কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ॥ অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ উত্তমশ্লোকনামযৎ। সংকীর্ত্তিতমিদং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ" ইত্যাদি। ন চৈবং সতি দ্বাদশাব্দাদি-শাস্ত্রেরানর্থক্যং শঙ্কনীয়ং, নামাদৌ শ্রদ্ধাশূন্যানাং তত্রৈব প্রবৃত্তেঃ। বিস্পষ্টঞ্চৈতদ্ ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং প্রপঞ্চিতমিত্যুপরমাতে॥ ৩৭॥ কিঞ্চ হরিস্মরণং দ্বাদশাব্দাদিবৎ ন পাপক্ষয়মাত্রোপক্ষীণং কিন্তু মুক্তেরপি হেতুরিত্যাহ, বিষ্ণুসংস্মরণাদিতি। ক্ষীণঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য স নরো মুক্তিমবাপ্নোতি। স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু তস্যাতিতুচ্ছত্বাদ্ বিঘ্নপ্রায়ৈবেত্যর্থঃ॥ ৩৮॥ কিঞ্চ জপহোমাদি-ষাড়্গুণ্যার্থমপি কৃতং হরিসংস্মরণাদিকং মুক্তাবেব পর্য্যবস্যতীত্যাশয়েনাহ, বাসুদেবে মন ইতি তস্য মোক্ষং প্রাপ্স্যতঃ পুংসো জপহোমাদিসাধ্য-দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলমতিতুচ্ছত্বাদন্তরায়ো বিঘ্ন এব॥ ৩৯॥ তদেবাহ, ক্কেতি। নাকপৃষ্ঠং স্বর্গলোকঃ, তদ্গমনমপি পুনরাবৃত্তিকলঙ্কিত্বাদ্ বাসুদেবেতি জপস্য কীর্ত্তিতস্য নিত্যপরমানন্দফলস্য মানুরূপং, কিং পুনর্দ্দেবেন্দ্রত্বাদিকমিত্যর্থঃ। অত্র চ হরিসংস্মরণজপয়োর্গ্রহণং শ্রবণাদিনববিধভক্ত্যুপলক্ষণার্থম্। বক্ষ্যতি হি। হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স জাতো হরিরিত্যাদি॥ ৪০॥ অতো মোক্ষফলং বিষ্ণুস্মরণং কুর্ব্বন্ নরকং ন যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যুপসংহরতি, তস্মাদিতি॥ ৪১॥ তদেবং হরিভক্তিরূপং সর্ব্বেষাং সুলভং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমুক্তম্। ইদানীং বিদুষামেব যোগ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাত্মকং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমুররীকৃত্য পূর্ব্বোক্তস্য স্বর্গনরক-তৎসাধনাদিসর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমাহ, মনঃপ্রীতীতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। তদ্বিপর্য্যয়ঃ মনোদুঃখকরঃ। অতঃ স্বপ্নগতমনঃপ্রীতিদুঃখকরবস্তুবৎ স্বর্গনরকৌ মিথ্যৈবেতি ভাবঃ। মিথ্যাভূতনরকস্বর্গহেতুত্বাৎ পাপপুণ্যে অপি মিথ্যৈব ইত্যাশয়েনাহ, নরকেতি। আয়ুর্ঘৃতমিতি সাধনে সাধ্যবদুপচারাৎ পাপপুণ্য এব নরকস্বর্গসংজ্ঞে ইত্যুক্তম॥ ৪২॥ সুখদুঃখসাধনানাং স্রক্চন্দনবনিতাদীনামস্থিরবস্তুত্বমাহ, বস্ত্বেকমেবেতি। বস্তু স্রক্চন্দনাদিকং বস্ত্বা-

ত্মকং নিয়তস্বভাবম্। কুতঃ? দেশকালভোক্তৃভেদোনিয়তস্বভাবত্বাৎ ন পরমার্থতঃ সুখদুঃখসাধনং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥৪৩॥ * ৪৪॥ মনসঃ পরিণামঃ স্বপ্নমনোরথাদিবন্মনোবিলাসমাত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং তর্হি সত্যম্? ইত্যত্রাহ, জ্ঞানমিতি। জ্ঞানাত্মকং পরং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি শেষঃ। এবং চেৎ কুতোঽস্য বন্ধমোক্ষৌ? তত্রাহ, জ্ঞানমিতি। অবিদ্যয় অহঙ্কারাদিরূপেণ প্রতীতং জ্ঞানমেব বন্ধায়েষ্যতে। চ শব্দাৎ জ্ঞানমেব বিদ্যয়া তন্নিরাসেন মোক্ষায় চেষ্যত ইত্যর্থঃ। ন চাধ্যসনীয়ং নিরসনীয়ং বাহঙ্কারাদি তদ্ব্যতিরিক্তমস্তীত্যাহ, জ্ঞানাত্মকমিতি। তদধ্যাসাপবাদহেতু বিদ্যাবিদ্যে অপি ন ততঃ পৃথগ্বিদ্যেতে ইত্যাহ, বিদ্যাবিদ্যেতি। তদেবমবিদ্যাধ্যস্তকর্ত্তৃকর্ম্মফলাদিরহিতাত্মানুসন্ধানং যাবদপরোক্ষজ্ঞানং পরং প্রায়শ্চিত্তম্। অপরোক্ষজ্ঞানে তু ন পাপশঙ্কা ন চ প্রায়শ্চিত্তম্। "যথা বৈ পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবৈবংবিদি পাপং কর্ম্মণঃ শ্লিষ্যতে। ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাতকেন" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গ ইত্যাদেরেবং সম্বন্ধঃ। যদ্যপি স্বর্গনরকৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রাপ্যৌ বিবিধসুখদুঃখভূয়িষ্ঠৌ ময়োক্তৌ তথাপি ন প্রাপ্তিপরিহারয়োরতীব যত্নঃ কার্য্যঃ, তয়োস্তৎসাধনানাঞ্চাপরমার্থত্বাৎ পরং ব্রহ্মৈবৈকং সত্যম্। অতস্তৎপ্রাপ্তয়ে মনীষিভির্জ্ঞানাভ্যাস এব যত্নঃ কার্য্যঃ ইতি ॥ ৪৬ ॥ তদেবং নরকপ্রসঙ্গপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্য প্রকৃতমেবোপসংহরন্নাহ, এবমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

* এতদেবোপপাদয়তি, তদেবোতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

গ্রহাণাং সংস্থানং, কস্যোপরি কো গ্রহোঽস্তীতি তেষাম্। সন্নিবেশং প্রমাণানি, তেষামন্তরান্তরযোজনসংখ্যাঃ * ॥২॥ ভূর্লোকমানেনৈব ভুবর্লোক ইতি বক্তুং সংস্থানং তাবদাহ রবীতি। পৃথিবী স্মৃতেতি, ভূর্লোকঃ স্মৃত ইত্যর্থঃ ॥৩॥ বিস্তারো লোকালোকাচলাবধিঃ। পরিমণ্ডলং বৃত্তগমনসংস্থানম্। তয়োর্দ্বৈন্দ্বিক্যং তস্মাদ্ ব্যাসমণ্ডলতঃ বিস্তারমণ্ডলাভ্যাং নভোভুবর্লোকাখ্যং দ্যাবাপৃথিব্যোর্লোকালোকপরিচ্ছিন্নয়োরন্তরালবর্ত্তী ভুবর্লোকোঽপি তাবানেবেত্যর্থঃ। যদাহ শুকঃ। "এতাবানেব ভুবলয়স্য সন্নিবেশঃ। এতেনৈব হি দিবো মানং তদ্বিদ উপদিশন্তি। যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবাদীনাং তে অন্তরেণান্তরিক্ষং তদুপসন্ধিতম্" ইতি ॥ † ৪ ॥ স্বর্লোকমাহ, ভূমেরিত্যাদি ষড়্ভিঃ ॥৫॥ শতসহস্রে লক্ষে পূর্ণে ॥৬॥৮ ‡ ॥ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ॥৯॥ মেধীভূত ইতি ধান্যাক্রমণপশূনামাশ্রয়ঃ। খলমধ্যনিখাতস্তম্ভো মেধিঃ তদ্বৎ স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ উৎসেধেন উচ্ছ্রয়েণ পঞ্চদশলক্ষপ্রমাণেন। ইজ্যাফলস্য ভোগস্য ভূমিরেষা ত্রৈলোক্যরক্ষণাৎ। তুর্থে চকারঃ। ইজ্যা তত্র ভারতবর্ষ এব প্রতিষ্ঠিতা সমাপ্তা। উক্তং হি "যতো হি কর্ম্মভূরেষা অতোঽন্যা-ভোগভূময়ঃ" ইতি। অতোঽত্র লব্ধজন্মনা পুংসা নিত্যং ধর্ম্মে যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥১১॥ কল্পঃ ব্রহ্মদিনপর্য্যন্তমেব মহর্লোকে বসন্তি। কল্পান্তে তু জনলোকং যান্তীতি কল্পবাসিনো ভৃগ্বাদয়ঃ। "ত্রিলোক্যাং

---

* সপ্তমে গ্রহস্থান-ভুবর্লোকাদিসংস্থিতিঃ। দশোত্তরাবৃতের্ব্বাহ্যে সা চাসৌ প্রোচ্যমু-বর্ণ্যতে ॥ তবতা মান্যোম ত্বয়েত্যয়ঃ। অখিলং জগদিতি বা পাঠঃ ॥ ১ ॥

† যাবৎপ্রমাণ। পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা। বিস্তারো লোকালোকভূপরিমাণং পরিমণ্ডলং তস্যৈব বৃত্তপরিমাণম্ ॥ ৪ ॥

‡ লক্ষদ্বয়েনোপলক্ষিতে ॥ ৮ ॥

দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা। যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাৎ জনং তৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ” ইতি শুকোক্তেঃ। তস্যোচ্ছ্রয়মানমাহ, একেতি। যত্রেত্যাদিপাদস্য পুনরুক্তিঃ ধ্রুবতস্তদুচ্ছ্রয়বিধানার্থা। পাঠান্তরং সুগমম্ ॥১২॥ মহর্লোকানন্তরমুচ্ছ্রয়েণ ধ্রুবাদেব দ্বে কোটী জনলোকঃ। যত্র তে কথিতাঃ প্রখ্যাতাঃ সনন্দনাদ্যাঃ সন্তি ॥ ১৩ ॥ জনলোকাচ্চতুর্গুণোত্তরে অষ্টকোট্যুচ্ছ্রয়ে আকাশে ব্যাপ্তস্তপোলোকঃ স্মৃতঃ ॥১৪॥ জনলোকাপেক্ষয়ৈব ষড়্গুণেন দ্বাদশকোট্যুচ্ছ্রয়েণ তপোলোকাদনন্তরং সত্যলোকঃ। ন তু তপোলোকাপেক্ষয়েতি মন্তব্যম্। তথা সত্যষ্টচত্বারিংশৎকোট্যুচ্ছ্রয়ত্বেন ব্রহ্মাণ্ডে তস্যাবকাশাভাবাৎ। অপুনর্ম্মারকাঃ পুনর্মৃত্যুশূন্যাঃ। সত্যলোক এব কক্ষাভেদেন ব্রহ্মধিষ্ণ্যাৎ পরং বৈকুণ্ঠলোকাদি জ্ঞেয়ম্। এবঞ্চ ভূতলাদূর্দ্ধং পঞ্চদশলক্ষোত্তরং ত্রয়োবিংশতিকোট্যো ভবন্তি। সত্যলোকাদূর্দ্ধং ষোড়শলক্ষোন কোটিদ্বয়াৎ অণ্ডকটাহ ইতি জ্ঞেয়ম্। “সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্ম্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ” ইত্যুক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ মহর্লোকাদীনামুৎসেধপ্রমাণমুক্তম্। ভূরাদিলোকত্রয়স্য প্রত্যেকমুৎসেধব্যবস্থামাহ, পাদগম্যমিতি ত্রিভিঃ। চরণসঞ্চারযোগ্যং গিরিশিখরাদি যাবৎ তাবদুৎসেধো ভূর্লোক ইত্যর্থঃ। বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ সর্ব্বলোকালোকবিধিঃ পঞ্চবিংশতিকোটিপ্রমাণঃ ॥ * ১৬ ॥ ১৭ ॥ নিযুতানি লক্ষাণি ॥ ১৮ ॥ ত্রৈলোক্যং কৃতকং প্রতিকল্পং কার্য্যত্বাৎ। জনলোকাদিত্রয়মকৃতকং প্রতিকল্পমকার্য্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ মহর্লোকস্য কৃতকাকৃতকত্বে হেতুমাহ, শূন্য ইতি। জনৈঃ শূন্যঃ ॥ ২০ ॥ † এতচ্চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং জগৎ অণ্ডকটাহেন সমাবৃতং, তদেব চ পৃথিব্যাবরণম্। স চ কটাহঃ কোটিযোজনবিস্তারঃ। “সপ্তসাগরমানন্তু গর্ত্তোদন্তদনন্তরম্। কোটিযোজনমানস্তু কটাহঃ স ব্যবস্থিতঃ” ইতি স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্রোক্তেঃ ॥২২॥ কটাহাৎ দশোত্তরেণ দশগুণেন। অম্বু পরিধানঃ পয়োবেষ্টিতঃ ॥২৩॥২৪ ‡ ॥

* বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ সর্ব্বলোকাবধিঃ কিঞ্চিদধিকপঞ্চবিংশতিকোটিপ্রমাণঃ ॥১৬॥

† আবরণানি বক্তুমুপক্রমমনুবদতি, এত ইতি। চকারাদনন্তদেহাদি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥

‡ ভূতাদিনা তামসাহঙ্কারেণ, ভূতাদির্ম্মহতা মহত্তত্ত্বেন ॥ ২৪ ॥

দশোত্তরাণি সপ্তেতি ছত্রিন্যায়েনোক্তম্। পৃথিব্যাবরণস্য দশোত্তরত্বাভাবাৎ। "এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া। মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈ-রষ্টভির্বহিরাবৃতম্" ইতি শুকাদ্যুক্তেঃ॥ ২৫॥ অষ্টমমপ্যাবরণং প্রসিদ্ধম্। উৎপত্তিনাশবন্তি পরিচ্ছিন্নানি চ পৃথিব্যাদিসপ্তাবরণানি। প্রধানন্তু ন তথেত্যাহ, অনন্তস্যেতি। সর্ব্বগতস্য তস্যান্তো নাশো নাস্তি। সংখ্যানঞ্চ দশগুণাত্মকং যতস্তদনন্তং নিত্যম্ অসংখ্যাতমপ্রমাণঞ্চ ন বিদ্যতে সংখ্যাতং প্রমাণং যস্য তথাভূতঞ্চ বৈ প্রসিদ্ধম্। "পরাস্য শক্তিঃ ইত্যাদি শ্রুতি পুরাণেষু॥২৬॥ অতঃ কার্য্যস্য সমস্তস্য হেতুভূতম্। অনাদিত্বাৎ সর্ব্বগতত্বং ব্যনক্তি, অণ্ডানাঞ্চেতি॥ ২৭॥ তচ্চ পুরুষাধিষ্ঠিতমেব জগতো হেতুরিত্যাহ, দারুণীতি। কাষ্ঠে যথা তৎপ্রকাশকতয়া অগ্নিরবস্থিতঃ, তিলে চ তৈলং যথা। আত্মবেদনঃ স্বপ্রকাশঃ॥২৮॥ তয়োরপি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতত্বমাহ, প্রধানঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতয়া চিচ্ছক্ত্যাবৃতৌ অধিষ্ঠিতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ নিয়ম্য নিয়ন্তৃভাবেন স্থিতৌ॥ ২৯॥ সৈব কালাত্মনা স্থিতা সতী তয়োঃ প্রলয়কালে পৃথগ্ভাবে কারণম্। স্থিতিকালে সংশ্রয়স্য চ কারণম্। সর্গকালে ক্ষোভকারণভূতা চেত্যর্থঃ॥ ৩০॥ এবঞ্চ প্রধানপুরুষদ্বারা তৎকার্য্যভূত-জগদাশ্রয়ত্বেঽপি চিচ্ছক্তের্নির্লেপত্বং দৃষ্টান্তেনাহ, যথেতি। জলে স্থিতং কণিকাশতং পরমাণুস্তোমম্ অসক্তং যথা ভবত্যেবং বাতো যথা বিভর্ত্তি তথা প্রধানপুরুষাত্মকং জগৎ। তত্রৈব স্থিতত্বাদ্ আত্মন্যসক্তমেব বিষ্ণুশক্তির্বিভর্ত্তি। পাঠান্তরে তু জলস্থিতং শৈত্যং কণিকাদ্বারেণাগতং যথা বাতো বিভর্ত্তি তথা জলস্থানীয়ং জগৎকর্ণিকাস্থানীয়-মহদাদিদ্বারেণাগতং বাতস্থানীয়া বিষ্ণোঃ শক্তির্বিভর্ত্তীত্যর্থঃ॥ ৩১॥ এতদেব দৃষ্টান্তেন প্রপঞ্চয়ন্ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং মূলকারণানুগতিমাহ, যথা চেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। অন্যানি বীজানি। ততঃ পাদপাৎ প্রকর্ষেণ ভবন্তি॥ ৩২॥ তেভ্যো বীজেভ্যোঽন্যে ক্রমাঃ প্রভবন্তি। তদ্ বীজেভ্যশ্চাপরে ক্রমাঃ তল্লক্ষণং পূর্ব্বক্রমসজাতীয়ং যচ্ছ্বাদিদ্রব্যং তদেব কারণং তেনানুগতা ব্যাপ্তাঃ॥ ৩৩॥ বিশেষান্তাঃ পৃথিব্যন্তাঃ॥৩৪॥

বহুকার্য্যোৎপাদকানামপি দেবাদীনামপক্ষয়া ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ, বীজাদ্বৃক্ষেতি ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বকারণভূতস্যাপি হরের্নির্ব্বিকারত্বং দৃষ্টান্তেনাহ, সন্নিধানাদিতি। উপাদানত্বমপি হরেঃ প্রকৃতিদ্বারৈব ন স্বরূপেণেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ এবমব্যাকৃতাৎ পূর্ব্বং জায়ন্তে ইত্যাদিবাক্যাৎ প্রাপ্তামসৎকার্য্যবাদশঙ্কাং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ, ব্রীহীতি ত্রিভিঃ ॥৩৭॥ ব্রীহিবীজে সন্ত এব মূলনালাদয় আত্মনঃ স্বস্য প্ররোহ-হেতু-সামগ্র্যম্ অভিব্যক্তিকারণপৌষ্কল্য-ভূমিজলাদিসংযোগং প্রাপ্য যথাবির্ভাবং যান্তি। ন পুনরত্যন্তমসন্ত এব জায়ন্তে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ ননু সর্ব্বকারণং ব্রীহৈবে শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ন তু বিষ্ণুস্তত্রাহ, স চেতি। সবিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্মৈব তৎ। কুত ইত্যপেক্ষায়াং বিষ্ণোঃ সকাশাদ্ উদ্ভূতং তজ্জগৎ তত্রৈব স্থিতমিত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তং বিষ্ণোঃ স্বরূপমনুস্মারয়তি, যতঃ সর্ব্বমিতি ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্ম চ বিষ্ণোরেব স্বরূপমিত্যাহ, তদ্ব্রহ্মেতি। তৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তস্য বিষ্ণোঃ। পরং ধামস্বরূপং যতঃ সদসতোঃ পরমং পদং যৎ যস্য চাভেদেন সর্ব্বমেতৎ জগদ্ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম। অতো বিষ্ণুব্রহ্মণোর্লক্ষণাভেদাদ্ ব্রহ্মৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪১ ॥ অতঃ স এব সর্ব্বকারণমিত্যেতৎ সিদ্ধমিত্যাহ, স এবেতি ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বকর্ম্মফলং তৎসাধনাবিরূপঞ্চ স এবেতি দর্শয়ন্ উক্তং সর্ব্বাত্মত্বং নিগময়তি, কর্ত্তেতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে সপ্তমাধ্যায়ঃ।

অষ্টমাধ্যায়ঃ ।

বিবৃতং বিস্তরেণেদং জ্যোতিশ্চক্রং বিচক্ষণৈঃ। ময়া তু স্বীয়বোধায় সংক্ষেপেণোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ * ঈষাদণ্ডঃ অক্ষযুগয়োঃ সন্ধানার্থো দণ্ডঃ। দ্বিগুণঃ অষ্টাদশযোজনসহস্রঃ ॥ ২ ॥ সার্দ্ধকোটিরিতি। মেরুমানসোত্তরাচলয়োর্যাবদন্তরং তাবদেবাক্ষস্য মানম্। "তস্যাক্ষো মেরোমূর্দ্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রবম্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি" ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৩ ॥ চক্রমুপাসনার্থং বিশিনষ্টি, ত্রিনাভিমতীতি। নাভিঃ ধ্রুবঃ। যত্রাক্ষঃ প্রোতঃ স চ ত্রিমেখলঃ। অত এবাত্র নাভিত্বেনোপাস্যত্বাৎ মেখলারূপাস্তিস্রো নাভয়ঃ পূর্ব্বাহ্নমধ্যাহ্নাপরাহ্নাস্তদ্যুক্তে পঞ্চারে, পঞ্চ সংবৎসরপরিবৎসরাদয়ঃ অরাঃ শলাকা যস্মিন্। ষন্নেমিনি, ষট্ ঋতবো নেময়ঃ প্রান্তবলয়ানি, তদ্বতি। কালাত্মকত্বাৎ অক্ষয়াত্মকে সংবৎসরময়ে সংবৎসরবিকারত্বাৎ সংবৎসরত্বেনোপাস্যত্বাচ্চ তন্ময়ত্বম্। তদুক্তং মাৎস্যে। "অহস্ত্রিনাভিসূর্য্যস্য একচক্রস্য বৈ স্মৃতম্। অরাঃ সংবৎসরাঃ পঞ্চ নেম্যঃ ষট্ ঋতবঃ স্মৃতাঃ" ইতি। তস্মিন্ কালচক্রং কালোপমানভূতং কৃৎস্নং জ্যোতিশ্চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ আশ্রিতম্। সূর্য্যগত্যধীনত্বাৎ কালচক্রপটলস্য ॥৪॥ অক্ষান্তরমাহ, চত্বারিংশদিতি। সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎসহস্রপ্রমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ মহাক্ষপ্রমাণং যুগেঽপ্যতিদিশতি, অক্ষেতি। ঈষাগ্রে তির্য্যগ্নিবদ্ধোঽশ্বযোজনার্থো দণ্ডো যুগম্। অক্ষস্য যৎ প্রমাণং তদেব যুগার্দ্ধয়োঃ সংহত্যপ্রমাণম্। যুগস্য

* অষ্টমে জ্যোতিষাং চক্রং সংস্থামানাদিভেদতঃ।
বিষ্ণোঃ পাদপ্রসঙ্গেন গঙ্গাপ্যত্রৈব কীর্ত্ত্যতে ॥
গার্গাদিবিবুধৈঃ পূর্ব্বং জ্যোতিশ্চক্রং প্রকাশিতম্।
খদ্যোতবন্ময়া তত্র দ্যোত্যতে স্বানুসারতঃ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

প্রমাণমিতি চ বক্তব্যে যুগার্দ্ধয়োরিত্যুক্তম্। তত্রায়ং ভাবঃ; যস্মিন্ উভয়তোঽশ্বা বধ্যন্তে তদ্ যুগমীষাগ্রযুক্তমধ্যস্থানাদুভয়ত্র সমং ভবতি। অত্র ত্রৈকত এব সপ্তাশ্বাঃ ন তুভয়তঃ "অসঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তো যতশ্চক্রং ততঃ স্থিতৈঃ" ইতি লৈঙ্গোক্তেঃ। অতোঽশ্বযুক্তে ভাগে যুগস্য দৈর্ঘ্যং অন্যতো হ্রস্বত্বমিতি শঙ্কা মাভূদিতোতদর্থং যুগার্দ্ধয়োঃ সময়োঃ সংহত্য তৎপ্রমাণমিত্যুক্তম্। যুক্তঞ্চাক্ষযুগয়োরেকপ্রমাণত্বমিতি। হ্রস্বাক্ষস্যোপযোগং দর্শয়ন্নাহ, হ্রস্বোঽক্ষ ইতি। সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎসহস্রে। হ্রস্বোঽক্ষস্তস্য রথস্য যুগার্দ্ধেন সহ বায়ুরশ্মিনিবদ্ধো ধ্রুবাধারোঽস্তি। তথা শুকঃ, "তস্মিন্ অক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োঽক্ষস্তৈলযন্ত্রাক্ষবৎ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ" ইতি। মাৎস্যে চোক্তম্, "যুগাক্ষকোটিস্থৌ তস্য দক্ষিণে স্যন্দনস্য তু। ধ্রুবেণ চ গৃহীতৌ তৌ রশ্মী যৌ নয়তো রবিম্॥" ইতি নিরন্তরোক্তহ্রস্বাক্ষাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ে তু মহাক্ষে তথা চাত্র রথপ্রক্রিয়া। ভূতলাদ্যোজনলক্ষে সূর্য্যঃ, পঞ্চদশলক্ষে ধ্রুবঃ, চতুরশীতিযোজনসহস্রোচ্ছ্রয়ো মেরুঃ, অর্দ্ধলক্ষোচ্ছ্রায়ো মানসোত্তরাচলঃ। তদুপর্য্যর্দ্ধলক্ষোচ্ছ্রয়ে মেরোশ্চোপরি ষোড়শযোজনসহস্রোচ্ছ্রয়ে বায়ুস্কন্ধে সার্দ্ধসপ্তলক্ষোত্তরসার্দ্ধকোটিপ্রমাণো রবিরথস্যাক্ষো মানসোত্তরপ্রান্তপ্রোতৈকচক্রস্তির্য্যক্ বিততোঽস্তি। তস্মিংশ্চাক্ষে চক্রপ্রান্তে নিবদ্ধমূলো হ্রস্বোঽক্ষো বায়ুরশ্মিযুক্তো ধ্রুবাধারোঽস্তি। যুগঞ্চ দক্ষিণার্দ্ধে বায়ুরশ্মিসংবদ্ধং ধ্রুবাধারং তথৈবাস্তি। প্রবাহাদিবায়ুবশাচ্চ দ্বাদশরাশ্যাত্মকং জ্যোতিশ্চক্রং প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বৎ পরিভ্রমতি। তদ্বেগবশাচ্চ সূর্য্যঃ প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নপি স্বগত্যা রাশ্যভিমুখমপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রচলতি। তত্র দক্ষিণায়নাদিষু ধ্রুবগৃহীতবায়ুপাশপ্রসারণাকর্ষণাভ্যাং রবের্গতিবৈচিত্র্যাদ্ যথাযথমহোরাত্রাণি হ্রস্বদীর্ঘসমানি ভবন্তি এবং চন্দ্রাদীনামপি জ্যোতিশ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বতামপি নক্ষত্রাভিমুখী স্বকীয়া গতিরন্যৈব, অশ্বিন্যাং স্থিতানাং ভরণ্যাদৌ

দর্শনাৎ। এতচ্চ তত্র শ্লোকব্যাখ্যানে স্ফুটীভবিষ্যতি॥ ৬॥ তত্র ত্রয্যাত্মনঃ সূর্য্যস্য গায়ত্র্যাদিছন্দোরূপেণোপাস্যান্ হয়ানাহ, হয়াশ্চেতি। পংক্তিরিত্যেতানি ছন্দাংসি রবের্হয়ো হয়া উক্তা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৭॥ মেরোশ্চতুর্দ্দিশমুদয়াস্তময়াদ্যুপলক্ষণভূতং পুরচতুষ্টয়মাহ, মানসোত্তরেতি। পূর্ব্বত ইত্যাদি ভারতবর্ষস্থানাপেক্ষয়োচ্যতে। পূর্ব্বাদিবিভাগস্য সূর্য্যদর্শনাদ্যপেক্ষত্বেনানিয়মস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যাম্যা যমস্য পুরী॥ ৮॥ ৯॥ তত্র তাবদৈন্দ্রীমবধিং কৃত্বা সূর্য্যস্য উদয়াস্তমনাদিকং বক্ষ্যন্ উত্তরায়ণান্তেঽত্যন্তমুত্তরাং দিশং গতস্য দক্ষিণতঃ পরাবৃত্তিমাহ, কাষ্ঠামিতি। দক্ষিণতো যা কাষ্ঠা তাং গতঃ দক্ষিণায়নং প্রবিষ্টঃ সন্ ক্ষিপ্ত ইষুর্যথা তথা শীঘ্রং গচ্ছতি॥ ১০॥ ততশ্চৈন্দ্রীপ্রভৃতি তাসু পুরীষু সংসারিণাম্ অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং রবির্ভবতি। ক্লেশানাং রাগাদীনাং সংক্ষয়ে সতি যোগিনাং ক্রমমুক্তিভাজাং দেবযানঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, অপুনরাবৃত্তিকরঃ পন্থাশ্চ স এব ভবতি "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি স যাবদিচ্ছেন্-মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥১১॥ যেন প্রকারেণ অহোরাত্রাদিব্যবস্থাকারণং রবিস্তদাহ, দিবসস্যেতি পঞ্চভিঃ। যথাস্মিন্ দ্বীপে ভারতবর্ষে মধ্যাহ্নে লক্ষযোজনোচ্ছিতে ব্যোম্নি তীব্রস্ফুটশুক্লাতপেন রবিঃ প্রতপন্ বর্ত্ততে, তথা সর্ব্বকালম্ উদয়াস্তময়াদিষ্বপি সর্ব্বদ্বীপেষ্বপি নীচৈর্ভূর্লগ্নবদ্দর্শনস্য মন্দাতপত্বাদীনাঞ্চ দূরত্বাদিনিবন্ধনত্বাৎ। যথাহ বায়ুঃ, "বিদূরভাবাচ্চার্কস্য প্রোদ্যতস্য বিরশ্মিতা। রক্ততা চ বিরশ্মিত্বাদ্ রক্তত্বাচ্চাপ্যনুষ্ণতা" ইতি॥ যথা যস্মিন্ দ্বীপবর্ষাদৌ মধ্যাহ্নে বর্ত্ততে তদা তৎসমানসূত্রস্য দ্বীপান্তরাদিষু জায়মানস্য নিশার্দ্ধস্য অর্দ্ধরাত্রস্য সংমুখো ভবতি॥ ১২॥ উদয়াস্তমনে সর্ব্বকালং ভবতঃ। তে চ পরস্পরং সংমুখে রবেঃ সমানসূত্রস্থে ভবতঃ॥ ১৩॥ তত্র হেতুমাহ, যৈর্যত্রেতি। মুখৌ তু উদয়াস্তময়ৌ সর্ব্বদা মধ্যাহ্ন এব সতোঽর্কস্য নাস্ত এব॥১৪॥ অতো রবেরুদয়াস্তমনাখ্যং দর্শনাদর্শনমাত্রমেব॥ ১৫॥

দর্শনাদর্শনয়োরবধিমাহ, শক্রাদীনামিতি। ইন্দ্রাদ্যন্যতমস্য পুরে মধ্যাহ্নে তিষ্ঠন্ তদেকং পুরং অভিতঃ পুরদ্বয়ঞ্চেত্যেবং পুরত্রয়ং তদন্তরালস্থৌ দ্বৌ চ, বিকর্ণৌ কোণৌ উদয়াদ্যবস্থাভিঃ স্পৃশতি স্বরশ্মিভির্ভাসয়তি। তথা বিকর্ণস্থঃ অগ্ন্যাদ্যন্যতমস্য কোণে মধ্যাহ্নে স্থিতস্তৎকোণমভিতঃ স্থিতং কোণদ্বয়ঞ্চেত্যেবং ত্রীন্ কোণান্ তন্মধ্যবর্ত্তিনী দ্বে চ পুরে তথৈবোদয়াদ্যবস্থাভিঃ স্পৃশতি। ভুবলয়স্যার্দ্ধে প্রতপন্ দৃশ্যতে তাবদাহ। অর্দ্ধে তু ন দৃশ্যতে তাবতী রাত্রিরিত্যর্থঃ। তথা হি ঐন্দ্রে পুরে মধ্যাহ্নে যদা তিষ্ঠতি, তদা সৌম্যপুরস্থানামস্তময়ঃ, ঈশানকোণস্থানাং তৃতীয়ো যামঃ। অগ্নিকোণস্থানাং প্রথমো যামঃ। যাম্যস্থিতানামুদয়ঃ। এবং যদা যাম্যে মধ্যাহ্নে তিষ্ঠতি তদা ঐন্দ্রেঽস্তময়ঃ অগ্নিকোণে তৃতীয়ো যামঃ; নির্ঋতিকোণে প্রথমো যামঃ; বারুণে উদয়ঃ; যদা চ বারুণে মধ্যাহ্নস্তদা যাম্যে অস্তময়ঃ; নির্ঋতিকোণে তৃতীয়ো যামঃ; বায়ব্যে প্রথমঃ সৌম্যে উদয়ঃ। যদা চ সৌম্যে মধ্যাহ্নস্তদা বারুণেঽস্তময়ঃ; বায়ব্যে তৃতীয়ো যামঃ; ঈশকোণে প্রথমো যামঃ; ঐন্দ্রে উদয়ঃ। এবমগ্নিকোণে যদা মধ্যাহ্নঃ; তদা ঈশানকোণে অস্তময়ঃ; ইন্দ্রপুরে তৃতীয়ো যামঃ; যমপুরে প্রথমঃ; নির্ঋতিকোণে উদয় ইত্যাদি যোজ্যম্। এবং মেরোঃ সর্ব্বতঃ পরিভ্রমন্ সূর্য্যোঽর্দ্ধং ভুবলয়ং প্রকাশয়ন্ দর্শনাদর্শনাদ্যপেক্ষয়াহোরাত্রব্যবস্থাকারণমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১৬ ॥ সন্নিধানব্যবধানকৃতমেব রশ্মীনাং বৃদ্ধিহ্রাসতীব্রমন্দত্বাদিকমপীত্যাহ, উদিত ইতি। গোভিঃ রশ্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥ দিগ্‌বিভাগোঽপি উদয়াস্তময়নিমিত্ত এবেত্যাহ, উদয়েতি। যত্র যস্যোদেতি, সা তস্য পূর্ব্বা দিক্। যত্রাস্তমেতি, সা পরা প্রতীচী। তথা চ শ্রুতিঃ "তস্মাদসাবাদিত্যঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রত্যঙ্ঙুদেতি। তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাৎ" ইতি পুরস্তাদুদ্যন্তং সূর্য্যং পশ্যতশ্চ দক্ষিণবামপার্শ্বভাগৌ দক্ষিণোত্তরে দিশাবিতি দর্শয়ন্ রশ্মি-

বিস্তারাবধিমাহ, যাবদিতি। চতুর্দ্দিক্ষু লোকালোকাচলপর্য্যন্তং তপতীত্যর্থঃ॥ ১৮॥ মেরৌ তু বিশেষমাহ, ঋত ইতি। ব্রহ্মসভাবর্জ্জং মেরোরূপর্য্যপি সর্ব্বতস্তপতি ন তু ব্রহ্মসভাং ভাসয়তি। তত্র হেতুমাহ, যে যে মরীচয় ইতি॥ ১৯॥ মেরোঃ সর্ব্বতোঽপি বিশেষান্তরমাহ, তস্মাদিতি। যতো যস্মাৎ সর্ব্বেষাং দ্বীপানাং বর্ষাণাঞ্চ মেরুরুত্তরত এব স্থিতঃ। তস্মান্‌-মেরোরুত্তরস্যাং দিশি সদা দিবাপি। অন্যেষাং দিনেঽপি নিত্যং রাত্রিরেব। অয়ং ভাবঃ। মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্তং সূর্য্যং যে যত্র পশ্যন্তি, সা চ তেষাং প্রাচী, তেষাঞ্চ বামভাগ এব মেরুঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা মেরুরুত্তর এব। দক্ষিণভাগে চ লোকালোকাচলঃ। তস্মাদুত্তরস্যাং দিশি সদা রাত্রিঃ। দক্ষিণস্যাঞ্চ সদা দিনমিতি। যদ্বা ভারতাদিবর্ষস্থানাং সংমুখে সূর্য্যমুদ্যন্তং পশ্যতাম্‌ উত্তরস্যাং দিশি বামভাগে মেরোরেকতঃ সদা দিনং, অন্যতশ্চ সদা রাত্রিঃ। দক্ষিণভাগে তু সদা দিনমেবেত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি॥ ২০॥ উদয়াস্তময়নির্ণয়প্রসঙ্গাৎ তৎকালানুগাগ্নিহোত্রে মিশ্রলিঙ্গমন্ত্রবিশেষব্রাহ্মণোক্তমগ্নিসূর্য্যয়োঃ পরস্পরাহনুপ্রবেশমুপাসনার্থমাহ, প্রভেতি ত্রিভিঃ॥ ২১॥ বহ্নেঃ পাদশ্চতুর্থাংশো দিনেষু ভানুং বিশতি। অতস্তাবন্মাত্রপ্রবেশাদ্‌ ভানোরুষ্ণত্বেঽপ্যদাহকত্বং বহ্নেশ্চাহ্নি দাহকত্বমবিরুদ্ধম্‌। তথা চ "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেত্যেব সায়ং হোতব্যং সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতঃ" ইত্যেতদ্‌বিধিশেষে শ্রূয়তে। "অগ্নিং বাবাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তম্‌। উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি তস্মাদ্‌ ধূম এবাগ্নের্দ্দিবা দদৃশে" ইতি॥২২॥ ২৩॥ অহোরাত্রপ্রসঙ্গাৎ তয়োরপ্সু প্রবেশমুপাসনাদ্যর্থমাহ, দক্ষিণেতি। মেরোর্দ্দক্ষিণভূম্যর্দ্ধে ভাস্করে সমুত্তিষ্ঠতি সতি। দিনে তমঃশীলা রাত্রিঃ অন্তঃ প্রবিশতি, মেরোরুত্তরভূম্যর্দ্ধে চ ভাস্করে তিষ্ঠতি রাত্রৌ প্রাকাশ্যশীলম্‌ অহঃ অন্তো বিশতীত্যর্থঃ। প্রাকাশ্যং প্রকা-

শকত্বম্ ॥ ২৪ ॥ এতদেবোপপাদয়তি, আতাম্রা হীতি সার্দ্ধেন। আ ঈষৎ তাম্রাঃ দিবা দিনে। নক্তপ্রবেশনাদ্ রাত্রেঃ প্রবেশাদিত্যর্থঃ। অস্তমুপেয়ুষি অস্তং গতে সতি। নক্তং রাত্রৌ। তথা চ শ্রুতিঃ "যদ্বৈ দিবা ভবত্যপোরাত্রিঃ প্রবিশতি তস্মাৎ তাম্রা আপো দিবা দদৃশে, যন্নক্তং ভবত্যপোঽহঃ প্রবিশতি তস্মাৎ শুক্লা আপো নক্তং দদৃশে" ইতি ॥২৫॥ এবং মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বতো রবের্মুহূর্ত্তগম্যং মার্গং কথয়ন্ উত্তরায়ণবিষুবদক্ষিণায়নগতিভিরহোরাত্রাণাং দৈর্ঘ্য-সাম্যলঘুত্বানি নিরূপয়তি, এবমিত্যাদিনা। উষারাত্রিরিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। পুষ্করদ্বীপমধ্যে রথচক্রাধারভূতমানসোত্তর-পরিমণ্ডলোপলক্ষিতায়া মেদিন্যাস্ত্রিংশত্তমং ভাগং রবির্যদা যাতি তদা মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী গতিঃ। তদাহ বায়ুঃ, "নব কোট্যঃ সমাখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্। তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ। অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে।" চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চেতি চকারাৎ ষড়্লক্ষাণি জ্ঞেয়ানি। অন্যথা পরিমণ্ডলাপূর্ত্তেঃ কিঞ্চ "পূর্ণাঃ শতসহস্রাণাম্ একত্রিংশৎ তু তাঃ স্মৃতাঃ। পঞ্চাশৎ তু তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ। মৌহূর্ত্তিকী গতির্হ্যেষা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে ॥' ইতি। অধিকানি চেতি বিংশতিসহস্রাণীতি জ্ঞে-য়ম্ ॥২৬॥ জন্তোঃ কুলালচক্রসংবদ্ধত্বাৎ কুলালচক্রপর্য্যন্তে স্থিতো জন্তুর্যথেত্যর্থঃ। তদ্বৎ দক্ষিণায়নাবসানে জ্যোতিশ্চক্রাবসানে ভ্রমং-স্ত্বেকৈকমুহূর্ত্তেন মেদিন্যাস্ত্রিংশদ্ভাগং বিমুঞ্চন্ ক্রম উত্তরায়ণমার-ভ্যাহশ্চ রাত্রিঞ্চ পূর্ব্ববৈপরীত্যেন করোতি ॥ ২৭ ॥ তদেব প্রত্যহ-মহর্বৃদ্ধ্যা রাত্রিহ্রাসেন চ দর্শয়ন্নাহ, অয়নস্যেতি সার্দ্ধাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥ উত্তরায়ণমধ্য এব মেষরাশিং বিষুবৎসম্বন্ধিনীং গতিং ততো বিষুবদনন্তরম্ ॥ ২৯ ॥ দক্ষিণায়নে তু অহ্নো হ্রাসং রাত্রেশ্চ বৃদ্ধিং দর্শয়িতুমাহ, ততশ্চেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। পরাং কাষ্ঠাম্ উত্তরায়ণ-স্যান্তম্ ॥ ৩০ ॥ কুলালচক্রপর্য্যন্তে স্থিতো জন্তুর্যথেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ কালং কালোপলক্ষণং মার্গম্ ॥ ৩২ ॥ ঋক্ষাণাং ত্রয়োদশার্দ্ধং সার্দ্ধ-

ত্রয়োদশনক্ষত্রোপলক্ষিতং জ্যোতিশ্চক্রার্দ্ধমিত্যর্থঃ। তাবন্তৃক্ষাণি সার্দ্ধত্রয়োদশনক্ষত্রাণি, নক্তং রাত্রাবষ্টাদশভিশ্চরন্, ইদঞ্চ দ্বাদশাষ্টাদশমুহূর্ত্তত্বমহোরাত্রয়োর্দ্দেশবিশেষাপেক্ষয়োক্তং ন সর্ব্বত্রেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ উত্তরায়ণে ত্বহোরাত্রয়োঃ পূর্ব্ববৈপরীত্যং দর্শয়তি, কুলালচক্রমধ্যস্থ ইতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। মধ্যস্থঃ নাভিনেম্যন্তরালস্থঃ ॥ ৩৪ ॥ উত্তরায়ণে পশ্চিমমস্ত্যদিনম্ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ধ্রুবস্য তু তথা গতিবৈষম্যং নাস্তীত্যাহ, অথো ইতি দ্বাভ্যাম্। কুলালচক্রং নাভ্যাং মন্দতরং যথা ভ্রমতি অতস্তত্রস্থো মৃৎপিণ্ডোঽপি যথা মন্দতরমেব ভ্রমতি তথা জ্যোতিশ্চক্রনাভিস্তত্রস্থো ধ্রুবশ্চ ॥ ৩৭ ॥ যথা চ নাভেস্তত্রৈব পরিবৃত্তের্নাভিস্থো মৃৎপিণ্ডস্তৎস্থানং ন ত্যজতি। তথৈব ধ্রুবঃ পরিভ্রমন্নপি তৎস্থানং ন ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং তাবন্নক্ষত্রমুহূর্ত্তভেদৈরহোরাত্রবৈচিত্র্যমুক্তম্। ইদানীং তদেব রাশিভাগবশাৎ প্রপঞ্চয়ন্নাহ, উভয়োরিতি ষড়্ভিঃ ॥ ৩৯ ॥ অহোরাত্রগম্যমার্গস্য সমানত্বেঽপি রাশিপ্রমাণভেদাৎ তদ্বৈচিত্র্যং ঘটত ইত্যাহ, একপ্রমাণমেবেতি। রাশয়ঃ রাশীনিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ রাশিপ্রমাণভেদস্যাহোরাত্রবৈচিত্র্যে হেতুত্বমাহ, দিনাদেরিতি। তদ্ভোগেনৈব রাশিভোগেনৈব জ্যোতিশ্চক্রদ্বাদশোংশঃ সপাদনক্ষত্রদ্বয়াত্মক একৈকো রাশিঃ। তত্র চ প্রায়শো মীনমেষৌ হ্রস্বৌ। বৃষকুম্ভৌ ততঃ কিঞ্চিদধিকৌ। মকরমিথুনে ততঃ কিঞ্চিৎদীর্ঘে। সিংহবৃশ্চিকৌ দীর্ঘতরৌ। কর্কটচাপে দীর্ঘতমে। সমে কন্যাতুলে। তত্রার্কাক্রান্তরাশিং সমারভ্য ষড়্রাশিক্ষেত্রদর্শনকালো দিনম্। ইতররাশিষট্কদর্শনকালো রাত্রিঃ। তদাত্র রাশিপ্রমাণাধীনৌ দিনরাত্রিবৃদ্ধিহ্রাসাবিত্যাদিজ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রক্রিয়াপি পুরাণাবিরুদ্ধা চানুসন্ধেয়েতি ॥ ৪২ ॥ মন্দাহ্নি যস্মিন্নয়ন ইত্যনেনোক্তং গতিবৈচিত্র্যং বিশেষতো দর্শয়তি, উত্তর ইতি ॥ ৪৩ ॥ অহোরাত্রপ্রসঙ্গাত্তয়োঃ সন্ধৌ কার্য্যং সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং বক্তুমাহ, উষারাত্রিরিত্যাদিনা। পালনোদ্যত ইত্য-

স্তেন। যত্র শ্রুতিপ্রযুক্তৌ উষাব্যুষ্টিশব্দৌ প্রস্তুতরাত্রিদিনপরাবিত্যাহ, উষা ইতি। "রাত্রির্বা উষা অহর্ব্যুষ্টিঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৪॥ তত্র সন্ধ্যোপাস্তিমকুর্ব্বতঃ। সূর্য্যহত্যাদোষঃ স্যাদিতি নিন্দার্থবাদপূর্ব্বকং সন্ধ্যোপাস্তিপ্রকারমাহ, সন্ধ্যাকালে ত্বিতি চতুর্ভিঃ॥ ৪৫॥ প্রজাপতিদত্তো বরোঽপি দুঃখফলত্বাৎ শাপ উচ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ, "রক্ষাংসি হ বা পুরোনুবাকে তপোগ্রমতিষ্ঠন্ত, তান্ প্রজাপতির্ব্বরেণোপামন্ত্রয়ত তানি বরং বৃণীতাদিত্যো নো যোদ্ধা ইতি তান্ প্রজাপতিরব্রবীদ্ যোধয়ধ্বম্" ইত্যাদি ॥৪৬॥ ৪৭॥ দহ্যন্তি দহ্যন্তে। দ্বিজৈঃ প্রক্ষিপ্তেন বারিণা ॥৪৮॥ রবের্বৈরিজয়মুক্ত্বা হোমাদ্দীপ্তিপ্রকর্ষমাহ, অগ্নিহোত্র ইতি। সূর্য্যো জ্যোতিরিতি প্রাতরগ্নিহোত্রমন্ত্রপ্রতীকোক্তিঃ ॥৪৯॥ ত্রিধামা ত্রীণি ঋগ্যজুঃসামরূপাণি ধামানি তেজাংসি স্বরূপাণি বা যস্য সঃ অতএব ঋচসাং বেদানাং পতিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, "সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তৎপতির্য এষ আদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" ইতি ॥ ৫০॥ ওঙ্কারোচ্চারণাদ্ রাক্ষসানাং নাশে হেতুমাহ, বৈষ্ণবোঽংশ ইতি দ্বাভ্যাম্। অসংপ্লবং নির্ব্বিকারম্। তৎপ্রেরকস্তস্য জ্যোতিষো রক্ষোবধে প্রবর্ত্তকঃ। তৎপ্রেরকমিতি পাঠে স ওঙ্কারঃ প্রেরকো যস্যাস্তর্জ্যোতিষঃ তত্তৎপ্রেরকম্ ॥৫১॥ তেন হেতুনা অঘানীতি পাঠে পাপাত্মকানীত্যর্থঃ। রক্ষো বধে সহকারিত্বাৎ॥ ৫২॥৫৪॥ অথ কালগণনাপূর্ব্বকং সন্ধ্যাকালনির্ণয়মাহ, কাষ্ঠেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫৫॥ অহর্ভাগৈঃ প্রাতরাদিভিঃ সহ দিবসানাং হ্রাসে বৃদ্ধৌ চ তদ্ভাগানামপি হ্রাসবৃদ্ধ্যোরবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। সন্ধ্যা তু মুহূর্ত্তমাত্রা অর্দ্ধোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রাতঃসন্ধ্যা নাড়ীদ্বয়প্রমাণা। অর্দ্ধাস্তময়ানন্তরং সায়ংসন্ধ্যা নাড়ীদ্বয়প্রমাণৈবেত্যর্থঃ ॥৫৬॥ প্রাতরাদ্যহর্ভাগানাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ বক্তুং, তেষাং ধ্রুবভূতং বৈষুবতং মানং তাবদাহ, লেখেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। অর্দ্ধোদয়োঽত্র লেখা তামারভ্য প্রত্যেকং তু মুহূর্ত্তত্রয়েণ প্রাতরাদিরেকৈকঃ কালঃ। তথা চ

স্মৃতিঃ, "মুহূর্ত্তত্রিতয়ং প্রাতস্তাবানেব চ সঙ্গবঃ। মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণোঽপি তাদৃশঃ। সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ" ইতি ॥ ৫৭ ॥ ৫৯ ॥ এতে চ মুহূর্ত্তাঃ পঞ্চভাগাঃ দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে ত্রিংশন্নাড়িকেঽহ্নি ভবন্তি। অন্যদা তু মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব হি ক্রমেণ বৃদ্ধিহ্রাসগোচরা ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥ এতৎ প্রপঞ্চয়তি, দশপঞ্চমুহূর্ত্তমিতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬১ ॥ শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্য ইতি। আশ্বিনকার্ত্তিকৌ শরৎ। তয়োর্ম্মধ্যে তুলাখ্যবিষুবং ভবতি। চৈত্রবৈশাখৌ বসন্তঃ, তয়োর্ম্মধ্যে মেষাখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ অথ সূর্য্যগতিপ্রসঙ্গাৎ তৎকৃতং সংবৎসরাদিপঞ্চকং চক্রমাহ, ত্রিংশদিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। লোকপ্রসিদ্ধৈঃ সাবনৈর্দ্দিনপক্ষমাসৈরপ্রসিদ্ধা অদূরবিপ্রকর্ষাদর্কজা এব দিনাদয়ো লক্ষ্যন্তে, অর্কগত্যৈব ঋত্বয়নাদ্যভিধানাৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

চতুর্ম্মাসবিকল্পিতা ইতি। "দর্শাদর্শশ্চান্দ্রঃ ত্রিংশদ্দিবসস্তু সাবনো মাসঃ। সৌরোঽর্করাশিঃ নাক্ষত্রশ্চেন্দুমণ্ডলতঃ ॥" ইত্যেবংলক্ষণাশ্চান্দ্রসাবনসৌরনাক্ষত্রৈশ্চতুর্বিধৈর্মাসৈর্বিবিধতয়া কল্পিতাঃ পঞ্চ সংবৎসরাদয়ঃ একং যুগম্। "সাবনঞ্চাপি সৌরঞ্চ চান্দ্রং নাক্ষত্রমেব চ। চত্বার্য্যেতানি নামানি যৈর্যুগং প্রবিভজ্যতে ॥". ইতি বৃদ্ধগর্গোক্তেঃ। সর্ব্বকালস্য মলমাসাদের্নিশ্চয়ঃ নির্ণয়হেতুঃ। তথাহি। যদা শুক্লে প্রতিপদ্যেকস্মিন্নক্ষত্রে চন্দ্রেণ সহ স্থিতে সূর্য্যস্যসংক্রান্তির্ভবতি, তদা চতুর্বিধা মাসা যুগপৎ প্রবর্ত্তন্তে। তথাচ সৌরমাসে নববর্ষে ষট্ দিনানি বর্দ্ধন্তে, হ্রসন্তি চন্দ্রমাসেন ষট্ দিনানি। এবং চন্দ্রার্কয়োর্ব্যবধানতারতম্যাৎ পঞ্চবর্ষাত্মকে যুগে সৌরাঃ ষষ্টির্মাসাঃ, সাবনা একষষ্টিঃ, চান্দ্রা দ্বিষষ্টিঃ, নাক্ষত্রাঃ সপ্তষষ্টিঃ। তন্মধ্যে চ মলমাসদ্বয়ং ভবতীত্যেবং সর্ব্বকালনিশ্চয়ো ভবতি। ততশ্চ ষষ্ঠে বর্ষে তথৈব চন্দ্রার্কয়োর্যোগাদ্যুগমিত্যভিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ অথ শৃঙ্গবতঃ সংস্থানকথনপূর্ব্বকং বিষুবৎ কালং লক্ষয়তি যঃ শ্বেতস্যেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ তদেতি মেষতুলয়োঃ

প্রথমে দিনে। উভয়ং অহশ্চ রাত্রিশ্চ ॥ ৭০ ॥ ইদানীং মেষাখ্যং বিষুবাখ্যং কালং তৎপ্রাশস্ত্যং চাহ। প্রথম ইতি চতুর্ভিঃ। প্রথমে কৃত্তিকাভাগে মেষান্তে বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে রশ্মিচকোপক্রমে তদা শশী অসংশয়ং হি তিষ্ঠতি ॥ ৭১ ॥ যদা চন্দ্রার্কয়োরপি ষট্‌রাশিব্যবধানে বিষুবাবস্থিতিরূপং মহাবিষুবং বিশাখানাং তৃতীয়মংশন্তু তুলান্তম্। কৃত্তিকাশিরসি মেষান্তে চন্দ্রং তদা বিজানীয়াৎ ॥ ৭২ ॥ তর্হি তথৈব মহাবিষুবাখ্যঃ পুণ্যকালঃ। অয়ঞ্চ কদাচিদেব ভবতি ন সর্ব্বদা ॥ ৭৩ ॥ তস্মাদতিবিশিষ্টমেতত্তু দানজং মুখং দানার্থজাতং বিবৃতং দেবাদীনাং মুখম্। মুখমেতত্তু দৈবতমিতি বায়ূক্তেঃ। অস্মিন্ কালে দত্তং সাক্ষাদ্দেবাদীনাং মুখে হুতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ পুণ্যকালপ্রসঙ্গাৎ যাগাদিপুণ্যকালজ্ঞাপনার্থম্ অহোরাত্রাদিবিভাগঃ সম্যক্ জ্ঞাতব্য ইত্যাহ। অহোরাত্রেতি সার্দ্ধেন। দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী, নষ্টচন্দ্রা কুহূঃ ইত্যেতাবমাবাস্যাভেদৌ। পূর্ণচন্দ্রা রাকা, কলাহীনচন্দ্রানুমতিরিতি পৌর্ণমাসীভেদৌ ॥ ৭৫ ॥ ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নমিত্যনেনোক্তময়নদ্বয়ং বিবিচ্যাহ। তপ ইতি। মাঘাদিদ্বিদ্বিমাসৈঋর্তুত্রয়ম্ উত্তরায়ণম্। শ্রাবণাদিদ্বিদ্বিমাসৈঋর্তুত্রয়ং দক্ষিণায়নমিত্যর্থঃ! এতচ্চ স্থূলদৃষ্ট্যৈবোক্তম্ ॥ ৭৬ ॥ লোকালোকোত্তরশৃঙ্গাদগস্ত্যস্থানাৎ পিতৃযানাদিকং কথয়িষ্যন্ প্রথমং তাবদ্বুদ্ধিস্থান্ লোকালোকস্যানুলোকপালানাহ, লোকালোক ইতি ত্রিভিঃ। তদুক্তং মাৎস্যে—"লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দ্দিশম্। উত্তরং যদগস্ত্যস্য শৃঙ্গং দেবর্ষিপূজিতম্॥" ইতি ॥৭৭॥৭৮॥ তত্র পিতৃযানমাহ। উত্তরমিতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। তত্র জ্যোতিশ্চক্রে বীথীক্রমো বায়ুনোক্তঃ। "সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি দ্বিজসত্তম। স্থানং জারৈাদ্গবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরম্। বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ।" তদেব মধ্যমোত্তরদক্ষিণমার্গত্রয়ং প্রত্যেকং বীথীত্রয়েণ ত্রিধা ভিদ্যতে ॥ তথাহি। ত্রিভিস্ত্রিভিরশ্বিন্যাদিনক্ষত্রৈর্নাগবীথী গজবীথী

ঐরাবতী চেত্যুত্তরমার্গে বীথীত্রয়ম্। আর্ষভাগে বীথী জারোদ্গবী চেতি বৈশ্বতমধ্যমমার্গে বীথীত্রয়ম্। অজবীথী মৃগবীথী বৈশ্বানরী চেতি। দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ম্। তদুক্তং তত্রৈব ॥ "অশ্বিনীকৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা। রোহিণ্যাদ্রা মৃগশিরো গজবীথ্যভিধীয়তে। পুষ্যাশ্লেষা তথাদিত্যা বীথী চৈরাবতী স্মৃতা। এতাস্তু বীথয়স্তিস্র উত্তরোমার্গ উচ্যতে। তথা দ্বে চাপি ফল্গুন্যৌ মঘা চৈবার্ষভীমতা। হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী গোবীথীতি তু শব্দিতা। জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদ্গবী মতা। এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে॥ মূলাষাঢ়োত্তরাষাঢ়া অজবীথ্যভিশব্দিতা। শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ মার্গী শতভিষক্ তথা। বৈশ্বানরী ভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্ত্তিতা। এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো দক্ষিণো মার্গ উচ্যতে॥" ইতি। যাম্যা ভরণী, আদিত্যা অদিতিদেবতাকা পুনর্ব্বসুঃ। মার্গী মৃগবীথী এবং স্থিতে অগস্ত্যাদুত্তরমজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্। অগস্ত্যস্য নিকটবর্ত্তিনো বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ। বৈশ্বানরবীথীং বর্জ্জয়িত্বা মৃগবীথীমাত্রং পিতৃযানমিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ ভূতারম্ভঃ প্রজোৎপাদনং কৃতং কৃতিঃ কার্য্যং যস্য তদ্ব্রহ্ম শংসন্তঃ প্রবৃত্তিকর্ম্মবিধায়কবেদভাগং স্তুবন্তঃ ঋত্বিগুদ্যতাঃ যুগান্তরে যজ্ঞবিচ্ছেদে সতি ঋত্বিগ্ভাবেন যজ্ঞানুষ্ঠানায়োদ্যতাঃ, কর্ম্মাণি প্রারভন্তেত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ চলিতং বিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ং ব্রহ্ম বেদং স্থাপয়ন্তি ॥ ৮২ ॥ সন্তত্যা বংশপ্রবর্ত্তনেন মর্য্যাদাভিঃ বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থাভিঃ, শ্রুতেন শাস্ত্রপ্রবর্ত্তনেন চ পূর্ব্বে পিতরঃ পশ্চিমানাং পুত্রাণাং, পশ্চিমাঃ পুত্রাশ্চ পূর্ব্বেষাং স্বপুত্রত্বেনোৎপন্নানাং পিতৃণাং নিধনেষু গৃহেষু কেনচিদংশেন স্বাধিকারবশাৎ জায়ন্তে। "পিতা পুত্রেণ পিতৃমান্যো নিয়োনৌ" ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ বায়ুঃ। "প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে চৈব পুনঃ সপ্তর্ষয়স্ত্বিহ। প্রবর্ত্তয়ন্তি তান্ বর্ণানাশ্রমাংশ্চ পৃথক্ পৃথক্। তেষামেবান্বয়ে ধীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃ পুনঃ। জায়মানঃ পিতা পুত্রে পুত্রঃ পিতরি

চৈব হি ॥ এবমাবর্ত্তমানাস্তে দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ। কল্পানাং ভাষ্যবিদ্যানাং জ্ঞানশাস্ত্রকৃতশ্চ যে ॥” ইতি ॥৮৩॥ সবিতুর্দক্ষিণং ধূমাদিমার্গং শ্রিতাঃ। শ্রুতিশ্চ “অথ যে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তেদত্তামত্যুপাসতে ॥ তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রিরপক্ষীয়মাণপক্ষম্ ॥” ইত্যাদি ॥৮৪ ॥ দেবযানমাহ। নাগবীথীতি ষড্ভিঃ। উত্তরমার্গস্যোত্তরা বীথী নাগবীথী, তস্যা উত্তরং সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণতঃ দেবযানঃ পন্থাঃ ॥ ৮৫ ॥ বশিনঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৮৬ ॥ অর্য্যমণঃ সবিতুরুদক্ পন্থানম্ উত্তরং মার্গং স্থিতাঃ শ্রিতানি। আকারশ্ছান্দসঃ ॥৮৭॥ লোভস্যাসংপ্রয়োগাৎ তৃষ্ণাবিয়োগাৎ ইচ্ছাদ্বেষাভ্যামপ্রবৃত্ত্যা চ কর্ম্মাকরণেন ॥ ৮৮ ॥ পুনশ্চাকামসংযোগাৎ যোগভ্রংশাভাবাৎ অমৃতত্বমমৃতদ্বারভূতং চিরকালাবস্থায়িত্বং ভেজিরে ॥ ৮৯ ॥ তদাহ। আভূতসংপ্লবমিতি। ব্রহ্মাহঃপর্য্যন্তং যৎ স্থানং তদেবামৃতত্বমুপচারাদুচ্যতে। উপচারবীজমাহ। ত্রৈলোক্যেতি। অপুনর্ম্মারঃ পুনর্মৃত্যুরহিতঃ। ক্রমমুক্তিস্থানত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥ ভূতসংপ্লবান্তস্থানোক্তিপ্রসঙ্গাদন্যদপ্যাহ। ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাম্ উপলক্ষিতং যৎপাপপুণ্যঞ্চ তৎকৃতঃ তন্নিমিত্তো বিধিঃ বিধীয়তেঽস্মিন্। ফলবিধিঃ ফলভোগকালঃ। তমেবাহ। আভূতসংপ্লবান্তমিতি ভূতসংপ্লবো রূপো যোঽন্তঃ প্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তং তয়োঃ পাপপুণ্যয়োঃ ফলমুক্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাম্ উপলক্ষিতং যৎ পাপং পুণ্যঞ্চ তৎকৃতঃ পুংসোঽয়ং ফলভোগকাল ইত্যর্থঃ। অবধিরিতি পাঠেঽপি তাবানেবার্থঃ ॥ ৯১ ॥ সপ্তর্ষিভ্যো দক্ষিণতো দেবযানস্থিতি উক্তম্। তদূর্দ্ধ্বান্তরতো বিষ্ণুপদস্থিতিমাহ, ঊর্দ্ধ্বেতি যাবৎ সমাপ্তি। ঊর্দ্ধ্বং তদুপরি তদুত্তরঞ্চ। সপ্তর্ষিভ্যঃ উত্তরস্যাং দিশ্যূর্দ্ধ্বং যত্র ধ্রুবস্তিষ্ঠতি তদ্ধ্রুবস্যাশ্রয়ভূতং বিষ্ণুপদাখ্যং ভূম্যপেক্ষয়াদিব্যং তৃতীয়ং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ তদ্ধি বৈরাজস্য হৃদয়নাড়ীস্থানম্ অতস্তদন্তর্যামিনোবিষ্ণোঃ স্থানম্, অতঃ ক্রমমুক্তিস্থানমপি তৎ সাক্ষান্মোক্ষস্থানত্বেন বর্ণয়তি। নির্দ্ধূতদোষেতি পঞ্চ-

ভিঃ॥ ৯৪॥ ক্ষীণা অশেষার্ত্তৈর্নানাদেহপ্রাপ্তেহেতবো যেষাং তে॥ ৯৫॥ তৎ সাম্যাৎ তেন বিষ্ণুনা সমানৈশ্বর্য্যেণ ইন্দ্রিয়াদিবশীকার-সামর্থ্যেনোৎপন্নো যো যোগঃ সমাধিঃ তেনেদ্ধাঃ দীপ্তাঃ। "ঐশ্ব-র্য্যাদ্বিহিতো যোগো যোগাদৈশ্বর্য্যমিষ্যতে। কথঞ্চিন্নোপপদ্যতে" ইতি হরিবংশোক্তেঃ॥৯৬॥ দিবি আততং সর্ব্বপ্রকাশং সূর্য্যরূপং চক্ষুরিব মহাত্মনাং বিততং সর্ব্বভাসকত্বেন প্রততং বিবেকজ্ঞানেন প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যজ্ঞানেন ব্রহ্মঞ্চ অপরিচ্ছিন্নতয়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। অনেন চ তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রার্থঃ সূচিতঃ॥ ৯৮॥ যত্রোতমেতৎ প্রোতং চেত্যনেন বিশ্বস্য কারণমাশ্রয়শ্চেত্যুক্তম্। ইদানীং ধ্রুবাশ্রয়ত্বেন তদ্দ্বারা বিশ্বপোষকত্বমাহ। যস্মিন্নিতি চতুর্ভিঃ। ভাস্বান্ তেজস্বী। অম্ভোমুচো মেঘাঃ॥৯৯॥ বৃষ্টেহেঁতোঃ ওষধিদ্বারা সৃষ্টেঃ পোষণং বৃদ্ধিঃ, আপ্যায়নঞ্চ তৃপ্তিঃ॥ ১০০॥ বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তীতি। এতদুক্তং গীতাসু। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" ইতি॥১০১॥ বিশ্বপাবনত্বং চ বিষ্ণুপদস্য দর্শয়ন্নাহ। ততঃ ইত্যাদিনা। ততঃ বিষ্ণুপদস্থা-নাদ্গঙ্গাপ্রকর্ষেণ ভবতি। ত্রিবিক্রমপদোদ্ভিন্নব্রহ্মাণ্ডসুষিরোদ্ভব-ত্বাত্ততঃ প্রাগেব জাতাপি তত আরভ্য দেবাদিসেব্যত্বেন প্রক-টীভবতীত্যর্থঃ। তদেবাহ দেবাঙ্গনানামঙ্গানাং জলকেলিষু ক্ষালি-তানি যান্যনুলেপনানি কুঙ্কুমাদীনি তৈঃ। পিঞ্জরা পিষঙ্গীভূতা॥ ১০২॥ ১০৩॥

বিষ্ণোর্বামপাদাম্বুজম্ অম্বুজসদৃশো যো বামপাদঃ। তস্যা-ঙ্গুষ্ঠনখাৎ স্রোতোরূপেণ বিনির্গতাম॥ ১০৪॥ সপ্তর্ষয়ো যস্যা জলে অঘমর্ষণং কুর্ব্বন্তস্তিষ্ঠন্তি। উহ্যমানা ইতস্ততশ্চাল্যমানা জটা যেষাং তে॥ ১০৫॥ ১০৬॥ ১০৭॥ দিক্ষু চতস্ৃষু ভেদেন যা গতিঃ সৈব চতুর্ভেদেন লক্ষণং যস্যাঃ সা॥ ১০৮॥ ১০৯॥ অস্থি-শর্করা অস্থিচূর্ণানি। পাপাঢ্যান্ ব্রহ্মদণ্ডহতানপি॥১১০॥১১১॥ সমা-ত্রয়ং বর্ষত্রয়ম্॥ ১১২॥ প্রস্তুতং বিষ্ণুপদং নিগময়তি। যত ইতি।

যতঃ স্থানাৎ সমুদ্ভূতা প্রাকট্যং প্রাপ্তা তৎ ভগবৎপদম্ ইতি ॥১১৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েঽংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নবমাধ্যায়ঃ।



বিষ্ণুপদং ধ্রুবাদীনাং সর্ব্বেষামাশ্রয়ো বিষ্ণ্বাদিকারণঞ্চেত্যুক্তম্। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুব ইত্যাদিনা তদেব কেন প্রকারেণেত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রকারবিশেষনিরূপণার্থমধ্যায়ারম্ভঃ। তারাময়মিতি। নক্ষত্রপুঞ্জাত্মকং শিশুমারাকৃতি, শিশুমারঃ সরটগোধাদ্যাকারঃ জলচরসত্ত্ববিশেষঃ। তস্যাকৃতিরিবাকৃতির্যস্য তস্ভগবতো রূপং তস্য প্রদক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূতদেহস্যোত্তস্থিতপুচ্ছস্য পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবঃ স্থিত ইত্যর্থঃ * ॥১॥ সৈষ ইতি। সোচিলোপে চেত্যাদপূরণমিতি সুলোপঃ। স এষ ধ্রুবঃ শিশুমারবশেন ভ্রমন্ গ্রহান্ ভ্রাময়তি। নক্ষত্রাণি চ তং ভ্রমন্তং ধ্রুবমনুযান্তি ॥২॥ তত্র হেতুমাহ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি। নক্ষত্রাণ্যশ্বিন্যাদীনি ইতরাস্তারাঃ বুধাদিভিঃ গ্রহৈঃ সহ বাতসমূহময়ৈর্বন্ধৈর্বধ্যন্তে এভিরিতি বন্ধাঃ পাশাস্তৈর্ব্বৈর্বন্ধানি বৈ যতস্তমনুযান্তীত্যর্থঃ। বাতাশ্চ কূর্ম্মো-

* নবমেঽত্র গ্রহাদীনাম্ আধারত্বং ধ্রুবে ব্রুবন্।
শিশুমারাকৃতি প্রাহ রূপং তারাময়ং হরেঃ॥ রত্নগর্ভঃ

ক্তাঃ। "আবহঃ প্রবহশ্চৈব তথৈবানুবহঃ পরঃ। সংবহো, বিবহশ্চৈব তদূর্দ্ধং স্যাৎ পরাবহঃ॥ তথা পরিবহশ্চোর্দ্ধং বায়বঃ সপ্তনেময়ঃ॥" ইতি। স্থানানি চ তেষামুক্তানি "মধ্যে ভূমেঘয়োর্বায়ুরাবহঃ প্রবহস্ততঃ। মেঘভাস্করয়োঃ সূর্য্য-শশিনোরুদ্বহঃ স্থিতঃ। চন্দ্রনক্ষত্রগণয়োঃ সংবহো বিবহস্ততঃ॥ নক্ষত্রগৃহমধ্যস্থো গ্রহসপ্তর্ষিমধ্যগঃ। পরাবহঃ পরিবহঃ সপ্তর্ষিধ্রুবমধ্যগঃ। ইত্যেতে বায়বঃ সপ্ত বহন্তি ভুবনত্রয়ম্॥" ইতি॥৩॥ শিশুমারস্যাশ্রয়ং দর্শয়ন্নাহ। শিশুমারেতি। জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাং ধাম্না চ সূর্য্যাদিস্থানানাময়নং দিবি শিশুমারাকৃতি যদ্রূপং প্রোক্তং তস্য হৃদি স্থিতঃ স্বয়ং নারায়ণ এব তারারূপস্তস্যাধার ইত্যন্বয়ঃ। পাঠান্তরে ধাম যদ্রূপং প্রোক্তং যন্নারায়ণাশ্রয়ম্। কথমিত্যত আহ। হৃদি স্থিতঃ স্বয়ং নারায়ণস্তস্যাধার ইতি॥৪॥ স উত্তানপাদপুত্রো ধ্রুবস্তং প্রজাপতিং নারায়ণমারাধ্য তারাময়স্য শিশুমারস্য পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ॥৫॥ তদেতৎ স্পষ্টয়তি। আধার ইতি॥৬॥ তদাধারং ভাস্বাশ্রয়ং তদেবাহ। যেনেতি সার্দ্ধেন॥৭॥ সূর্য্যাদন্ননিষ্পাদকবৃষ্টিপ্রকারমাহ। বিবস্বানষ্টভিরিতি চতুর্ভিঃ॥৮॥৯॥ ধূমাগ্ন্যনিলময়ানামপি মেঘানাং জলাধারত্বমভ্রসমাখ্যয়োপপাদয়তি ন ভ্রশ্যন্তীতি॥১০॥ সংস্কারং মাধুর্য্যরূপমতিশয়ম্॥১১॥ অভ্রগর্ভাবস্থানাৎ পূর্ব্বং স্বাপো নানারসা ইত্যাহ। সরিৎসমুদ্রভৌমাস্থিতি। সরিৎসমুদ্রগতাভূমিগতাশ্চেত্যর্থঃ। প্রাণিসংভবা দেহস্থাঃ॥১২॥ প্রসঙ্গাদ্‌বৃষ্টিবিশেষাদ্দিব্যং স্নানমাহ। আকাশগঙ্গেতি ষড়্ভিঃ॥১৩॥ কৃত্তিকামৃগশীর্ষাদিবিষমনক্ষত্রেষু স্থিতেঽর্কে দৃষ্টার্কম্ অনভ্রং যদম্বু পততি॥১৬॥ এবং যুগ্মর্ক্ষেষু রোহিণ্যাদ্র্যাদিসমনক্ষত্রেষু স্থিতোঽর্ক ইতি জ্ঞেয়ম্। সূর্য্যাক্রান্তানক্ষত্রৈরেব বৃষ্ট্যাদিব্যবহারদর্শনাৎ॥১৭॥১৮॥ প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য পূর্ব্বোক্তাং বৃষ্টিমনুবর্ত্তয়তি। যত্ত্বিতি ত্রিভিঃ॥১৯॥ সাধকঃ দৃষ্টাদৃষ্টহেতুঃ প্রজানাং জায়তে॥২০॥২১॥ অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি॥ এবমিতি চতুর্ভিঃ॥২২॥২৩॥ তস্য শিশুমারস্য

হৃদি স্থিতো নারায়ণস্তদ্দ্বারা সর্ব্বভূতানাং বিভর্ত্তা বিধারকঃ। বিভর্ত্তীতি পাঠে সর্ব্বভূতানামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েঽংশে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

দশমাধ্যায়ঃ।

অথ প্রতিমাসং সূর্য্যরথপরিভ্রমণাধিকারিগণান্ বক্ষ্যন্নুত্তরায়ণদক্ষিণায়নয়োরনুলোমপ্রতিলোমগন্তব্যানি ক্রান্তিরস্থান্যাহ সাশীতীতি। উত্তরদক্ষিণকাষ্ঠয়োর্মধ্যে অশীত্যুত্তরং মণ্ডলশতং ভানোর্গতির্গন্তব্যং বর্ত্ম আরোহণাবরোহণাভ্যামিতি যুগাক্ষকটিবদ্ধৌ বায়ুপাশৌ ধ্রুবো যদাকর্ষতি তদোত্তরায়ণে প্রত্যহমভ্যন্তরৈকৈকমণ্ডলপ্রবেশে রথস্যারোহণং ভবতি। যদা তু তৌ পাশৌ ধ্রুবঃ প্রসারয়তি দক্ষিণায়নে তেষ্বেব মণ্ডলেষু প্রতিলোমং বহিরৈকৈকমণ্ডলং প্রবিশতো রথস্যাবরোহণং ভবতি। তদুক্তং মাৎস্যে "আকৃষ্যেতে যদা তৌ তু ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ। তদা সোঽভ্যন্তরং সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু। ধ্রুবেণ মুচ্যমানে তু পুনারশ্মিযুগেন তু। তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ॥" ইতি * ॥১॥ দেবৈরাদিত্যৈরাদিত্যা এব দেবাস্তৈর্গ্রামণীর্যক্ষঃ ॥ ২ ॥ তানেবাদিত্যাদীন্

* রথস্য দশমে তাময়োরয়নদ্বয় চংক্রমাঃ।
মিত্রপ্যন্তে তথামাসি মাসি যে সপ্তকা গণাঃ ॥ রত্নগর্ভঃ।

প্রতিমাসং সপ্তসপ্তানুক্রমতি ধাতেত্যাদিনা বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতা ইত্যন্তেন। ধাতা সূর্য্যঃ রথকৃৎসংজ্ঞো গ্রামণীঃ যক্ষঃ। হেতী-রাক্ষসঃ ॥৩॥ চৈত্র এব মধুমাসস্তস্মিন্ ॥৪॥ রথৌজা যক্ষঃ, প্রহেতিঃ রাক্ষসঃ। কচ্ছনীরঃ সর্পঃ, মাধবে বৈশাখে শুচিসংজ্ঞ ইতি জৈ্যষ্ঠো বিবক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥ পৌরুষেয়ো রাক্ষসঃ রথস্বনো যক্ষঃ ॥ ৬ ॥ বরুণঃ সূর্য্যঃ রম্ভা চ সহজন্যেতি পাঠে ফাল্গুণে বক্ষ্যমাণরম্ভাব্যাবৃত্ত্যর্থং সংজ্ঞান্তরেণ তস্য বিশেষণম্। রথচিত্র ইতি যক্ষসর্পয়োরেকং নাম। নাগশ্চ সহজন্যেতি পাঠে নাগসংজ্ঞকঃ সর্পঃ। আষাঢ়সংজ্ঞক ইতি চাখ্যানাদাষাঢ় এব শুক্রঃ পূর্ব্বোক্তশুচিসংজ্ঞোজ্যৈষ্ঠ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৭॥ ইন্দ্রঃ সূর্য্যঃ। এলাপত্রো নাগঃ। নভসি শ্রাবণে। সর্পো রাক্ষসঃ। অর্কে সূর্য্যরথে ॥ ৮ ॥ উগ্রসেনো গন্ধর্ব্বঃ, আপূরণো যক্ষঃ, ব্যাঘ্রো রাক্ষসঃ ॥ ৯ ॥ সুরুচির্গন্ধর্ব্বঃ, বাতো রাক্ষসঃ, ধনঞ্জয়ঃ সর্পঃ, সুষেণো যক্ষঃ ॥ ১০ ॥ বিশ্বাবসুসংজ্ঞ এবাপরো গন্ধর্ব্বঃ, পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ, ঐরাবতঃ সর্পঃ, সেনজিৎসংজ্ঞো। সেনজিচ্চাপ ইতি পাঠে চাপো রাক্ষসঃ ॥ ১১ ॥ অংশুঃ সূর্য্যঃ, তার্ক্ষ্যো যক্ষঃ, মহাপদ্মঃ সর্পঃ, চিত্রসেনো গন্ধর্ব্বঃ। বিদ্যুদ্রাক্ষসঃ ॥ ১২ ॥ ঋতুর্ঋষিঃ, ভগঃ সূর্য্যঃ, ঊর্ণায়ুর্গন্ধর্ব্বঃ, স্ফূর্জ্জো রাক্ষসঃ, কর্কোটকঃ সর্পঃ, অরিষ্টনেমির্যক্ষঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ত্বষ্টা সূর্য্যঃ, কম্বলঃ সর্পঃ, ব্রহ্মাপেতো রাক্ষসঃ, ঋতজিৎ যক্ষঃ, ধৃতরাষ্ট্রো গন্ধর্ব্বঃ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ, অশ্বতরঃ সর্পঃ, সূর্য্য-বর্চ্চা গন্ধর্ব্বঃ, সত্যজিৎ যক্ষঃ, যজ্ঞাপেতো রাক্ষসঃ ॥১৬॥১৭॥ তেষাং ব্যাপারবিশেষানাহ স্তুবন্তীতি সার্দ্ধেন ॥ ১৮ ॥ বহন্তি বহনানু-কূলতয়া রথং সংনহ্যন্তীত্যর্থঃ। "সংনহ্যন্তি রথং নাগাঃ" ইতি শুকোক্তেঃ। অভীষুসঙ্গ্রহঃ রশ্মিসংযোজনম্। নিত্যাসেবকানাহ, বালখিল্যা ইতি ॥ ১৯ ॥ সপ্তানাং সাধারণং কর্ম্মাহ সোঽয়মিতি। স্বসময়াগত ইতি পাঠে স্বস্বকালে হেমন্তগ্রীষ্মাদাবাগতঃ সন্ হিমাদিবৃষ্টীনাং হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েঽংশে দশমো-
৬ ঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একাদশাধ্যায়ঃ।

উক্তানুবাদপূর্ব্বকং রবের্বিশেষং পৃচ্ছতি, যদেতদিতি পঞ্চভিঃ ॥* ১॥৩॥ নন্বাদিত্যস্যাপি বৃষ্টিকর্ম্মোক্তমেব বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরিত্যাদিনা অত আহ, যদীতি। সোঽয়ং সপ্তগণো হিমোষ্ণবারিবৃষ্টীনাং হেতুরিতি সাধারণ্যস্যোক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ নন্বু সাধারণত্বাৎ রবেরপি তৎ কর্ম্ম ভবত্যেব, তত্রাহ বিবস্বানিতি ॥৫॥ বিষ্ণুশক্ত্যধিষ্ঠানাতিশয়াদ্রবিপ্রাধান্যেন সর্ব্বোঽপ্যয়ং ব্যবহারো যুক্ত ইতি পরিহারমাহ, মৈত্রেয়েত্যাদিনা ॥ ৬ ॥ যদ্ যস্মাদ্ যাপরা সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা বিষ্ণোস্ত্রয়ীরূপা শক্তিঃ সৈবৈষা রবিরূপেণ তপতি অংহশ্চ পাপমুপ্লুসিতা সতী হিনস্তি অতঃ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ। "সৈষা ত্রয্যেব বিদ্যা তপতি" ইতি শ্রুতেঃ. সর্ব্বা শক্তিরিতি পাঠে সর্ব্বা শক্তিঃ সমগ্রা শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ অতএব তস্য বিষ্ণুনা অভেদমেবাভিপ্রেত্যাহ সৈবেতি। জগতঃ স্থিত্যাং স্থিতঃ সন্ পালনায়োদ্যতো বিষ্ণুর্নাম সা শক্তিরেবেত্যন্বয়ঃ ॥৮॥৯॥ ঋচস্তপন্তি ইত্যত্র শ্রুতিঃ। "ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে যজুর্বেদেন তিষ্ঠতি মধ্যেঽহ্নঃ। সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে" ইত্যাদি ॥১০॥ অঙ্গং মূর্ত্তিঃ ॥ ১১ ॥ ন কেবলং রবেরেব সা শক্তিরধিষ্ঠাত্রী কিন্তু ব্রহ্মাদীনামপীত্যাহ নেতি। পুরুষো বিষ্ণুস্ত্রয়ীময়ং ত্রয়ীপ্রধানং, তদধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যস্তস্মাৎ সামশক্ত্যা রুদ্রোঽস্তং করোতি তস্মান্নাশকারত্বাৎ তস্য সাম্নো ধ্বনিরশুচিঃ অশুচিদেশকালাদিবদ্বেদান্তরস্যানধ্যায়ত্বাপাদক ইত্যর্থঃ। "ন সামধ্বানাবৃগযজুষী" ইতি গৌতমস্মৃতেঃ ॥১৩॥ আত্মসপ্তগণস্থং স্বাধিষ্ঠেয়ে সপ্তগণে স্থিতং

---

* গণত্বেনাবিশেষেঽপি বিষ্ণোরংশপ্রবেশতঃ।
প্রাধান্যাং বৃষ্টিহেতুত্বং রবেরত্রানুবর্ণ্যতে ॥ বস্ত্রগর্ভঃ ॥

ভাস্বন্তং সূর্য্যমতিশয়েনাধিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ কাম্বলীতি অতিশয়েন প্রকাশতে ॥ ১৫ ॥ অতস্তস্য প্রাধান্যাৎ পূর্ব্বোক্তৈঃ স্বস্বব্যাপরৈর্ঋষিমুখ্যাস্তং সেবন্তে ইত্যাহ, স্তুবন্তীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৬॥১৭ ॥ "ঋগ্‌যজুঃ সামভূতোঽন্তঃ সবিতুর্দ্বিজ! তিষ্ঠতি। বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা॥" ন কেবলং রবৌ শক্তিরিত্যাদিষু ত্রয়ীশক্তিরূপস্য বিষ্ণোঃ প্রতিমাসং ভিন্নেষ্বাগমাপায়িষু সূর্য্যেষ্ববস্থানোক্তেঃ। সূর্য্যাদিবৎ প্রতিমাসং বিষ্ণোরপ্যাগমাপায়িত্বং প্রতীতং বারয়তি, নোদেতা উদয়ং ন গন্তা। নাস্তমেতা অস্তঞ্চ ন গন্তা। অধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ প্রতিমাসমাগমাপায়ী ন ভবতি কিন্তু তদধিষ্ঠেয়ঃ সপ্তময়ঃ সপ্তভিঃ সংপাদ্যোঽয়ং সর্ব্বোঽপ্যাগমাপায়ী গণস্ততঃ পৃথগেব ॥১৮॥ এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি স্তম্ভেতি দ্বাভ্যাম্। স্তম্ভে নিখাতস্য দর্পণস্য সান্নিধ্যং যোযো জনঃ প্রাপ্নোতি স সর্ব্বোঽপি ক্রমেণ আত্মনঃ ছায়াদর্শনসংযোগং প্রতিবিম্বভাবেন সম্বন্ধং যথা প্রাপ্নোতি ॥১৯॥ এবং স্তম্ভস্থানীয়ে সূর্য্যরথে স্থিতা সা দর্পণস্থানীয়া বৈষ্ণবী শক্তিস্ততঃ স্থানান্নৈবাপগচ্ছতি তত্রস্থৈব তু মাসানুমাসং প্রতিমাসি তত্র স্থিতমার্গত্রিজগৎস্থানীয়ং ভাস্বন্তমধ্যাস্তে অধিতিষ্ঠতি ॥ ২০ ॥ এবং বিষ্ণুশক্ত্যধিষ্ঠিতস্য রবেঃ পিত্রাদিতর্পকত্বমাহ, পিতৃদেবেতি। আপ্যায়য়ন্ তর্পয়ন্, পরিবর্ত্ততি পরিভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ তত্র দেবপিতৃতর্পণে প্রকারমাহ সূর্য্যরশ্মিরিতি দ্বাভ্যাম্। তর্পিতঃ শুক্লপ্রতিপদমারভ্যাপূরিতঃ ষোড়শকলঃ সন্ কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদাদিপ্রত্যহমেকৈককলাংশেনামরৈঃ পীয়তে। "প্রথমাং পিবতে বহ্নির্দ্বিতীয়াং পিবতে রবিঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ২২ ॥ এবং প্রত্যহমমরৈরেকৈককলায়ামংশেন পীতায়াং চতুর্দ্দশ্যন্তে দ্বিকলমবশিষ্টং সন্তং কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে দর্শে পিতরঃ কিঞ্চিৎ পিবন্তি। তথা তেন চন্দ্রতর্পণপ্রকারেণ ভাস্করাৎ তেষাং দেবপিতৃণাং তর্পণং ভবতি ॥ ২৩ ॥ মনুষ্যাদিতর্পণপ্রকারমাহ, আদত্ত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ বৃষ্টিকৃতায়াং তৃপ্তৌ বিশেষমাহ. পক্ক-

তৃপ্তিমিতি। শশ্বৎ তৃপ্তিং তত্তদ্দিনতৃপ্তিং স্বকৃতবৃষ্টিনিষ্পাদৈরন্নৈঃ সকৃদুক্তৈঃ পক্ষমাসাহোরাত্রপরিমিতাং তৃপ্তিং দেবপিতৃমর্ত্ত্যানামর্কঃ করোতীত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতিঃ "তস্মাদহরহর্মনুষ্যা অশনমিচ্ছন্তেঽর্দ্ধমাসে দেবা ইত্যন্তে মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে" ইতি ॥২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েঽংশে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

উক্তা চতুর্ভিরধ্যায়ৈরষ্টমাসৈরবেঃ স্থিতিঃ। অথ সোমাদিসংস্থোক্ত্যা তৎপ্রপঞ্চোপসংহৃতিঃ * ॥ ১ ॥ কুন্দাভাঃ শ্বেতাঃ রবিরথাৎ বিশেষমাহ, বামতো দক্ষিণতশ্চ যুক্তাস্তস্য রথস্যাশ্বা দশেতি। তেন রথেন ॥ ২ ॥ নাগবীথ্যাদ্যাশ্রয়াণ্যশ্বিন্যাদীনি নক্ষত্রাণি প্রাগাদিত্যা চরতি হ্রাসবৃদ্ধিক্রম ইতি। উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্লাদিত্যত্র সবিতৃরশ্মীনাং যথোক্তস্তথা তস্যাপি ॥৩॥ ক্ষীণস্য সোমস্য পুনঃ পূর্ণস্য সতো দেবাদিতর্পকত্বমাহ, ক্ষীণমিতি চতুর্ভিঃ। পঞ্চদশ্যাং কলায়াং দর্শে পিতৃভিঃ পীতায়াঃ ষোড়শ্যাঃ কলায়াঃ অবশিষ্টত্বাদেককলং সন্তম্ ইত্যুক্তম্। একেন রশ্মিনা সুষুম্নাখ্যেন ॥৪॥ যেন ক্রমেণ প্রতিপৎপ্রভৃতি দেবৈর্বহ্ন্যাদিভিরসৌ পীতস্তেনৈব প্রতিদিনং তং নিশাকরমাপ্যায়য়তি। অলক্ষিতং বারি তস্করবৎ হরতীতি তথা বারিতস্করঃ। এবং গৃহীতেন বারিণা সোমমা-

* পূর্বৈশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ জ্যোতিশ্চক্রাধিপস্য তু।
রবেরুক্তা স্থিতিঃ সোম-প্রভৃতীনামিহোচ্যতে ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

পূরয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ সুধামৃতং সুধারূপমমৃতং মৃত্যুভেষজম্ ॥ ৬ ॥ ক্ষণদাকরং সোমম্ ॥ ৭ ॥ পিতৄণাং সোমপানপ্রকারমাহ কলাদ্বয়েতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ ॥ ৮ ॥ সূর্য্যমণ্ডলপ্রবেশক্রমমাহ অপস্থিতি ॥ ৯ ॥ প্রসঙ্গাৎদর্শে বীরুধাং ছেদকর্ত্তারং নিন্দতি ছিনত্তীতি ॥ ১০ ॥ তদেবং দর্শাহোরাত্রেঽপ্সু, বীরুৎসু চ প্রবেশাদুপক্ষীণপ্রায়ে কলাত্মকে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে সতি তং জঘন্যং পশ্চাদবশিষ্টং সোমমপরাহ্ণে পিতৃগণাঃ পর্য্যুপাসতে পানার্থং পরিতঃ সেবন্তে ॥ ১১ ॥ ততশ্চ তস্যেন্দোর্দ্বিকলাকারঃ শিষ্টদ্বিকলো য আকারস্তত্র শিষ্টা পঞ্চদশী যা কলা তাং পিতরঃ পিবন্তি নতু ষোড়শীম্। দ্বিকলং সোমমিতি পাঠে দ্বিকলং পর্য্যুপাস্য তস্য শিষ্টামেককলাং পিবন্তি ইত্যর্থঃ। দ্বিলবমিতি পাঠে লবঃ সূক্ষ্মঃ কলাবয়বঃ। দ্বিলবপরিমিতং কালং তাং শিষ্টাং কলাং পিবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ অমাবস্যাম্ অমাবাস্যায়াং তৎ সোমস্য গভস্তিভ্যো নিঃসৃতং সুধামৃতং পীত্বেতি শেষঃ। তদেবমমৃতদ্বারা সোমাৎ দেবাদীনাং তর্পণমুক্ত্বা তন্নিষ্পাদিতান্নাদিনাপি তেষাং তর্পণমাহ এবমিতি। সিতে পক্ষে দেবানাপ্যায়য়তি দেবানাং শুক্লপক্ষে যজনাৎ স্নানাৎ তস্মাদাপূর্য্যমাণপক্ষে যজন্ত ইতি শ্রুতেঃ। "কৃষ্ণপক্ষে পিতৄন্ অপরপক্ষে পিতৄণাম্" ইতি শ্রুতেঃ। অপরমাপুভিরপাং সূক্ষ্মৈরংশৈঃ ॥ ১৪ ॥ বীরুধো লতাদ্যাঃ, ওষধ্যো ব্রীহ্যাদ্যাঃ, তাসাং নিষ্পত্ত্যা প্রকাশেন যদাহ্লাদনং তেন চ ॥ ১৫ ॥ তদেবং সোমস্য রথাদিপ্রকারমুক্ত্বা বুধাদীনামথাহ, বায়ুগ্নীত্যাদিনা প্রবহন্তেন স স্মৃত ইত্যন্তেন। পিশঙ্গৈঃ কপিলৈঃ ॥ ১৬ ॥ "বরূথো রথগুপ্তির্যা তিরোধত্তে রথস্থিতম্। রথস্যাধঃস্থিতং কাষ্ঠমনুকর্ষে। নিগদ্যতে। উপাসঙ্গো রথোপস্থঃ" পতাকা প্রসিদ্ধা, তৎসহিতঃ ॥ ১৭ ॥ অষ্টাশ্রিরষ্টকোণঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ শবলৈশ্চিত্রবর্ণৈঃ ॥ ২০ ॥ স্বর্ভানোঃ রাহোর্ভৃঙ্গাভাঃ কৃষ্ণাঃ ধূসরম্ ঈষৎপাণ্ডুরম্ অবিরতম্ অনুপরতম্ ॥ ২১ ॥ সৌম্যেষু পর্ব্বসু সোমং গচ্ছতি ॥ ২২ ॥

পলালং বুসং তদ্বর্ণবদাভা দীপ্তির্যেষাং তে লাক্ষারসবদরুণাশ্চ ॥ ২৩॥২৪ ॥ গ্রহর্ক্ষতারাণাং ধিষ্ণ্যানি মণ্ডলানি। উচিতচারেণ স্বস্বোচিতগত্যা ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ তৈলাপীড়াস্তৈলিকাঃ স্বয়ং ভ্রমন্তো যথা চক্রং তৈলযন্ত্রং ভ্রাময়ন্তি। বাতাবিদ্ধানি প্রবহাখ্যবাতচক্রপ্রেরিতানি ॥ ২৭ ॥ যস্মাৎ জ্যোতীংষি প্রকর্ষেণ বহতি তেন স বায়ুঃ প্রবহঃ স্মৃতঃ। প্রবহস্যৈব ভেদাঃ সর্ব্বে বায়ুস্কন্ধাঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্ত ইতি। প্রস্তুতধ্রুবাদ্যাধারভূতং শিশুমারং নবমাধ্যায়োপক্ষিপ্তমেবোপাসনার্থং বিশেষতো বক্তুমাহ শিশুমারস্থিতি ॥ ২৯ ॥ তদ্দর্শনফলমাহ যদহ্নেতি সার্দ্ধেন ॥ ৩০ ॥ তৎসংনিবেশমেবাহঃ। উত্তানপাদ ইতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। উত্তানপাদঃ যজ্ঞাদয়ো নক্ষত্ররূপা দেবাস্তদবয়বত্বেনোচ্যন্তে। যজ্ঞো ধরো হনুরিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩১॥ সক্থিনী উরূ ॥৩২॥ তারকাময়স্য শিশুমারস্য পুচ্ছে তদগ্ন্যাদিচতুষ্টয়ং নাস্তমেতি অত্যুন্নতপুচ্ছস্থিতমস্তর্দ্ধানাভাবান্নিত্যং দৃশ্যতে। ন্যস্তমিতি পাঠে তস্য পুচ্ছে চতুষ্টয়মেতন্ন্যস্তং নিহিতমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ "অগ্নিঃ পুচ্ছস্য প্রথমং কাণ্ডং তত ইন্দ্রস্ততঃ প্রজাপতিরভয়ং চতুর্থম্" ইতি ॥৩৩॥ উক্তং ভুবনকোশমুপসংহরংস্তস্য বিষ্ণাত্মতাং দর্শয়ন্নাহ, ইত্যেষ ইতি যাবৎসমাপ্তি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ বিষ্ণোরেব মূর্ত্তিস্ততোঽম্বুনঃ গর্ভোদকাৎ পদ্মাকারা মেরুকর্ণিকা সর্ব্বতঃ সমবর্ত্তুলা নানাপর্ব্বতবিভক্তানেক-তত্তদ্দ্বীপবর্ষদলা বসুন্ধরা সমুদ্ভূতা। অতঃ সাপি তন্মূর্ত্তিরেব ন ততঃ পৃথগিতি সংক্ষেপার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ এতদুপলক্ষণীকৃত্য সর্ব্বস্যাপি তদাত্মতামাহ জ্যোতীংষীতি। যদস্তি যন্নাস্তি চ ভাবাভাবরূপেণ প্রতীতং বস্তু তৎ সর্ব্বং স এব ॥ ৩৭ ॥ নন্বেকস্যানেকত্বং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যানেকত্বস্যাবাস্তবত্বমাহ, জ্ঞানমেব স্বরূপং তত্ত্বং যস্য স এবাসৌ ভগবান্ যতঃ অতোঽশেষমূর্ত্তিঃ প্রপঞ্চমূর্ত্তিরসৌ বস্তুভূতঃ পরমার্থরূপো ন ভবতি কথং তর্হি প্রপঞ্চস্য মূর্ত্তিত্বং তত্রাহ জ্ঞানেতি। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাচ্ছৈলাদিভেদাৎ বিজ্ঞানেঽধি-

ষ্ঠানে বিজৃম্ভিতানি স্বমায়য়া বিলসিতানি রূপাণি জানীহি ॥ ৩৮ ॥ অত্র হেতুমাহ, যদা ত্বিতি। "যদা তু প্রতিবন্ধককর্ম্মক্ষয়ে সর্ব্বমেতজ্জগচ্ছদ্ধং কেবলং নিজমাত্মৈব রূপমস্তি যস্য তথাভূতং নিরস্তা-সম্ভাবনাদিদোষং জ্ঞানমেব ভবতি তদা সঙ্কল্পতরোঃ ফলভূতাঃ বস্তুষু পৃথিব্যাদিষু তদ্ভেদেনোচ্চাবচবিশেষা ন স্ফুরন্তি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অতস্তত্ত্বজ্ঞানবাধিতত্বান্ন প্রপঞ্চো বাস্তব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ "আদাবন্তেঽপি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" ইত্যাদিন্যায়েনাগমাপায়িত্বাৎ পরিণামিত্বাচ্চ ন বাস্তবত্বমস্যেত্যাহ, বস্ত্বিতি। যচ্চান্যথাত্বং পরিণামান্তরং যাতি তৎ পুনস্তথা পূর্ব্ববন্ন ভবতি। তত্র তথাভূতে কাদাচিৎকে স্বরূপাৎ প্রচ্যুতে চ বস্তুনি শুক্তি-রজতাদিবৎ তত্ত্বং পরমার্থত্বং কুতঃ ॥ ৪০ ॥ অন্যথাত্বমেবোদাহরন্ মিথ্যাত্বমাহ, মহীতি। মহীপিণ্ডাদিদ্বারা ঘটত্বং প্রাপ্তা ন লক্ষ্যতে, ঘটত্বানন্তরঞ্চ কপালিকাভূতা লক্ষ্যতে কপালিকা চ সতী চূর্ণং রজশ্চ লক্ষ্যতে। ততশ্চানুরতি সূক্ষ্মা লক্ষ্যতে। স্বকর্ম্মণা প্রতিবন্ধকেন স্তিমিতো মন্দীভূত আত্মনিশ্চয়ো যেষাং তৈর্জনৈরত্র পরিণামপরম্পরায়াং কিং বস্ত্বালক্ষ্যতে ন কিঞ্চিৎ পূর্ব্বরূপপ্রচ্যুতৈরিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি ॥ ৪১ ॥ বৃত্তিজ্ঞানাবচ্ছিন্নৈঃ শোকাদিভির্নিরস্তঃ সঙ্গো যস্য তথাভূতং জ্ঞানং সদৈকমেব। স এব চ পরমঃ সর্ব্বোত্তমঃ পরমেশ্বরো বাসুদেবঃ যতো ব্যতি-রিক্তং কিঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৪৩ ॥ উপসংহরতি সম্ভাব ইতি। সম্ভাবঃ পরমার্থঃ। এষো ভবত ইতি স্বলোপাভাবস্ত্বার্ষঃ। নন্বন্যস্য সর্ব্বস্যাসত্যত্বে কিমর্থমেতদ্ভুবনাদ্যাশ্রিতং বহু বর্ণিতং তত্রাহ, এতত্তু যজ্জ্ঞানব্যতিরিক্তং তৎ সর্ব্বং ব্যবহারভূতং সম্যক্ পরমার্থোপযোগিনি ব্যবহারে ভূতং স্থিতং নতু সতঃ সত্যং তত্রাপি চ বিশেষতস্তত্যং যৎ ভুবনাশ্রিতমুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ যজ্ঞঃ পশু-

রিত্যাদিকর্ম্মাশ্রিতমার্গদুষ্টশ্চোক্তং ভূরাদিভোগাশ্চ তৎফলানী-ত্যুক্তম্ ॥ ৪৫ ॥ তেষু বৈরাগ্যোৎপাদনেন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবাসু-দেবপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যাহ, যচ্চৈতদিতি। কর্ম্মবশ্যো জীবো নানা যোনী-র্ব্রজতীতি জ্ঞাত্বা বিরক্তঃ সন্ ধ্রুবং নিত্যমচলং পরিপূর্ণম্ অতঃ সর্ব্বদৈকরূপং বাসুদেবং যেনোপায়েন স্বকর্ম্মাদিনা তদ্ভজনাত্তৎ-প্রসাদাল্লব্ধজ্ঞানেন বিংশতি তদেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়েঽংশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

এবং তাবদ্ধরেঃ স্থূলে বিশ্বরূপে নিরূপিতে। তেন শুদ্ধমতিস্তস্য সূক্ষ্মরূপং বুভুৎসতে॥ তৎকুর্য্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবমিত্যু-ক্তে তৎপ্রবেশোপায়ভূতজ্ঞানযোগাশ্রয়ং প্রথমাধ্যায়োপক্ষিপ্তমেব ভরতচরিতমুক্তানুবাদপূর্ব্বকং পৃচ্ছতি, ভগবন্নিতি ষড়্ভিঃ * ॥১॥ প্রধানত ইতি প্রধানমিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিভক্তিকত্বাৎতসিলপ্রত্যয়স্য ॥ ২ ॥ ভরতস্য চরিতং কথয়িষ্যামীতি যদ্ভবানুক্তবান্ তস্মমেদানীং হরেঃ স্থূলরূপশ্রবণধ্যানাদিনা শুদ্ধচিত্তস্যাখ্যাতুমর্হসীত্যর্থঃ ॥৩॥৬॥ কথন্তু নাভবন্মুক্তিরিত্যস্যোত্তরত্বেন তস্মিন্ জন্মনি জাতং যোগ-ভ্রংশং বক্তুং তস্য প্রাচীনং যোগমনুবদতি শালগ্রাম ইতি পঞ্চ-ভিঃ। ভগবতি ন্যস্তং মানসং যেন সঃ ॥ ৭ ॥ অহিংসাদিষু যম-

* ত্রয়োদশেঽথ চাবক্তং ভরতস্য জড়াকৃতেঃ।
কাথিতং যত্র বিস্তারাং করামলকবৎ কৃতম্॥
শাস্ত্রাবরণকং বিশ্বং জলবুদ্বুদবৎ স্থিতম্।
জ্ঞানাব্ধৌ যত্র তজ্জ্ঞানং বাসুদেবং বুভুৎসতি॥ বঙ্গগতঃ॥

নিয়মাদিষু। তৎসাধ্যে চ মনসঃ সংযমে সমাধৌ পরমাং কাষ্ঠাম্ উৎকর্ষম্ অবাপ ॥ ৮ ॥ ব্যুত্থানসময়ে যজ্ঞেশাচ্যুতেত্যাদিভগবন্নামৈবাহ ॥ ৯ ॥ নান্যদ্বাচা জগাদ মনসা চ এতদ্ভগবন্নামৈব তদর্থঞ্চ কেবলমচিন্তয়ৎ, নান্যৎ কিমপি ॥ ১০ ॥ দেহেন চ সমিৎপুষ্পকুশানাম্ আদানং দেবপূজার্থং চক্রে নান্যানি কর্ম্মাণি যোগযুক্তঃ তাপসঃ ॥ ১১ ॥ অথ তস্য হরিণসঙ্গাদ্যোগভ্রংশং প্রস্তৌতি, জগামেত্যাদিনা নিষ্কৃতিং যযাবিত্যন্তেন ॥ ১২ ॥ ১৪ ॥ আপ্লুতা উৎপতিতা ॥ ১৫ ॥ ২০ ॥ উটজাজিরে পর্ণশালাঙ্গণে ॥ ২১ ॥ কৃপয়া পুষ্যমাণে তস্মিন্ তস্য জায়মানম্ আসঙ্গং প্রপঞ্চয়তি, তস্যেত্যাদিনা ॥ ২২ ॥ ২৪ ॥ খুরাগ্রক্ষতৈঃ কর্বুরা ॥ ২৫ ॥ কৃপয়া তস্মিন্ মমত্বে আহৃতঃ সাদরঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ। তন্ময়ত্ব ইতি পাঠে তন্ময়ত্বে তদাকারত্বে আহৃতঃ আত্মা যস্য। হরিচিত্তত্বং সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ কালং চক্রে মৃত্যুং প্রাপ ॥ ৩১॥ ৩২ ॥ তৎকালকৃতাং ভাবনাম্ অন্তকালে মৃগচিন্তাম্। জম্বূমার্গে কালঞ্জরে গিরৌ। কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগামেতি শুকোক্তেঃ। হর্য্যনুগ্রহাৎ জাতিস্মরো মৃগো জাতঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৫ ॥ ইদানীং মৃগত্বহেতুভূতকর্ম্মণঃ অন্তে তস্য চরমদেহেন জড়বৎ চরিতমাহ, তত্র চেত্যাদি বভূবাহারবেতন ইত্যন্তেন ॥৩৬॥ অধিগতজ্ঞানঃ প্রাপ্তজ্ঞানঃ আত্মনঃ স্বস্মাৎ সকাশাৎ অভেদেন সর্ব্বভূতানি দদর্শ। ঋষভদেবোপদিষ্টস্যৈব জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধাপগমে সত্যাবির্ভূতত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ দদর্শ ন চ কর্ম্মাণি নিবৃত্তবর্ণাশ্রমাদ্যভিমানত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ অসংস্কারগুণম্। সংস্কারঃ ব্যাকরণোক্তঃ। গুণঃ যথোচিতপ্রিয়হিতাদিঃ। তৈর্হিতং যথা ভবতি এবম্ অভাষত ॥ ॥৪০ ॥ অপধ্বস্তবপুঃ মলীমসদেহঃ। ক্লিন্নানি মলাপূরিতানি দন্তান্তরাণি দন্তরন্ধ্রাণি যস্য সঃ ॥ ৪১ ॥ সতাং বর্ত্ম অদূষয়ন্। অবমানার্থমপি নিষিদ্ধম্ অকুর্ব্বন্ ॥ ৪২ ॥ সংমাননেত্যাদিশ্লোকদ্বয়ং হিরণ্যগর্ভোক্তযোগশাস্ত্রবচনং বিচিন্ত্য ॥ ৪৩ ॥ কুল্মাষঃ কিঞ্চিৎপক্বমাষযাবকাদিঃ। "স্যাদ্যাবকস্তু কুল্মাষঃ" ইত্যমরসিংহঃ। বাদ্যো

মাষাদিবিকার ইন্দুকাখ্যঃ সুবহু অসঙ্কোচং যদ্‌যদাপ্নোতি তত্তদঙ্গে লিম্পতি দেহাখ্যং ব্রণং লিম্পন্নিব অসক্তঃ সন্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। "শরীরং ব্রণবৎ পশ্যেদন্নঞ্চ ব্রণলেপবৎ। ব্রণ-শোধনবৎ পানং বস্ত্রঞ্চ ব্রণপট্টবদিতি কালসংযমং কালক্ষপণমাত্রং যথা ভবতি তথা। তদস্তু ইতি পাঠে তস্যাভাবে কালসংযমং কালনিয়মং বিনা দিবা নক্তং বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্তং যৎ কিমপি ভুঙক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ভ্রাতৃব্যাঃ ভ্রাতৃপুত্রাঃ ॥ ৪৫ ॥ জড়বৎ করোতীতি জড়কারী। আহারমেব বেতনং ভৃতির্যস্য সঃ ॥ ৪৬ ॥ ইদানীং তস্য আত্মবিত্ত্বং প্রখ্যাপয়িতুম্ আখ্যানমাহ, তং তাদৃশমিত্যাদিনা যাব-দধ্যায়সমাপ্তি। ক্ষত্তা দ্বাস্থঃ সারথির্বা। বিষ্টির্নির্মূল্যং কর্ম্ম, তত্র যোগ্যম্। শিবিকাবাহনাদৌ ক্ষমত্বাৎ অসংস্কৃতবিপ্রাকৃতিত্বাচ্চ। স্ম-র্য্যতে হি "সায়ং প্রাতর্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা নো উপাসতে। তান্ স্বেষু ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ" ইতি ॥ ৪৭ ॥ শিবিকা দারুময়ং বহুপুরুষবাহ্যং যানম্। তাম্ আরূঢ়ো ভূত্বা কপিলস্য বরম্ আশ্রমং গন্তুং কৃতমতিঃ সন্ স রাজা শিবিকাবাহপুরুষা-গমনং প্রতীক্ষমাণঃ ইক্ষুমত্যা নদ্যাঃ তীরে বভূব ॥ ৪৮ ॥ তদাগমনে প্রয়োজনমাহ শ্রেয় ইতি ॥ ৪৯ ॥ ৫১ ॥ জড়গতিঃ মন্দগতিঃ সন্ ॥ ৫২ ॥ কিমেতৎ বিষমং, সমং যথা ভবতি তথা গম্যতামি-ত্যাহ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ অয়মস্ত্বরং মন্দং যাতীতি প্রোচুঃ ॥ ৫৫ ॥ কিং শ্রান্তোঽসি ত্বম্? নৈব শ্রান্তোঽসি, যতঃ অল্পমেব অধ্বানং ত্বয়া শিবিকা ঊঢ়া আনীতা। কিঞ্চ, কিং ত্বম্ আয়াসসহো ন অসি? অপিতু অসি। যতঃ পীবান্ স্থূলো বলবান্ নিরীক্ষ্যসে দৃশ্যসে। পীবানিতি ন লোপাভাব আর্ষঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ রাজা লোকব্যব-হারবিরোধম্ উদ্ভাবয়মাহ, প্রত্যক্ষং দৃশ্যসে ইতি ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ-স্তু লোকপ্রতীতের্মিথ্যাত্বাভিপ্রায়েণাহ, প্রত্যক্ষং ভবতা যদ্দৃষ্টং দেহো বা জীবো বা পরমাত্মা বা, তৎ, প্রথমং বদ, বিশেষণং পশ্চাদ্বাচ্যং বিশেষ্যাশ্রয়ত্বাদ্বিশেষণস্য ॥ ৫৯ ॥ দেহপক্ষে তাবদা-

ঋনো ভারাভাবমাহ, ত্বয়েতি ত্রিভিঃ ॥ ৬০ ॥ আস্থা স্থিতিঃ, ঊর্বো-র্জঙ্ঘাদ্বয়ে অবস্থানম্। পাদাদিব্যতিরেকেণ দেহস্যানিরূপ্যত্বাৎ পাদা-দীনামেবোত্তরোত্তরং প্রত্যাধারত্বম্ অতো দেহস্যৈব ভারস্তারো দুর্বচঃ। মম তু সাক্ষিণো ভারঃ কিংনিমিত্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥৬১॥৬২॥ যৎ চোক্তং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মমেতি তদুপলক্ষিতং ত্বয়া প্রীত্যৈ-বাত্মত্বেন দৃষ্টং শরীরমেব শিবিকায়াং স্থিতং ন তু ত্বম্। অতস্তত্র তস্যাং শিবিকায়াং ত্বম্, অহম্ অপ্যত্র ভূমৌ ইতীদমপি অন্যথা মিথ্যৈব প্রোচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ জীবপক্ষে অপ্যাহ, অহং ত্বং চ ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্বেষ্বপি জীবেষু অবিদ্যাসঞ্চিতকর্ম্মাধীনাঃ সত্বাদ্যা গুণাঃ তদ্বশশ্চ ভূতবর্গো দেহো যাতি। তদেবং ভূতৈরেব দেহাকারপরি-ণতৈস্তদভিমানিনো বয়ং সর্ব্বে জীবাঃ তং তং কর্ম্মফলভোগদেশম্ উহ্যাম প্রাপ্যামহে। অতো ন সত্যো বাহ্যবাহকভাব ইত্যর্থঃ ॥৬৪॥ ॥ ৬৫ ॥ পরমাত্মপক্ষে তু ত্বদুক্তংপীবত্বাদিকমত্যন্তং নির্যুক্তিকমি-ত্যাহ, আত্মেতি। শুদ্ধঃ দেহাদিব্যতিরিক্তঃ, অক্ষরঃ অচলঃ। শান্তঃ রাগাদিশূন্যঃ, নির্গুণঃ সত্বাদিগুণশূন্যঃ, প্রকৃতেরপি পরশ্চ, অতোহ-স্যাখিলজন্তুষ্বেকস্য পরিপূর্ণস্য প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ ন স্তঃ ॥ ৬৬ ॥ যদা চেতৌ ন স্তঃ, তদা পীবেতি ভাষণময়ুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ তদেবং মম দেহাদিব্যতিক্তত্বাৎ ভারো নাস্তীত্যুক্তম্, ইদানীং মদ্ব্যতি-রিক্তস্কন্ধে স্থিতো ভারো যদি মে স্যাৎ তর্হি সর্ব্বেষামপি কিং ন স্যাৎ? যদি বা সংবদ্ধায়া অপি শিবিকায়া ভারো মমোচ্যতে তর্হি, পর্ব্বতাদিভারোঽপি কিং নোচ্যতে ইত্যাহ, ভূপাদেতি দ্বাভ্যাম্। ভূপাদাদিষু স্থিতে স্কন্ধে স্থিতেয়ং শিবিকা মম যদি ভারঃ স্যাৎ তদা স ভারস্ত্বয়া চান্যৈশ্চ সমঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তদ্বৎ তেষাং চাসৌভারঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ অতএব চ ময়া যঃ সোঢ়-ব্যঃ সোঽপি নাস্তীত্যাহ, যদেতি ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ শিবিকায়াঃ তব মম সর্ব্বদেহানাঞ্চ ভৌতিকত্বে সমানে কিং তবেয়ং শিবিকা। ত্বং বা শিবিকায়াঃ কিমহং তব ত্বং বা মমেতি গুণপ্রধানভাবে নিয়া-

মকং নাস্তীত্যাশয়েনাহ যদ্‌ব্রবোতি, ভূতসংগ্রহঃ দেহঃ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ আত্মরূপধরঃ জড়বেশধৃক্‌ ॥ ৭৩ ॥ কো ভবানিত্যেত-দ্বিবৃণ্বন্নাহ। য ইতি, যজ্জাতীয়ঃ যন্নিমিত্তং যেন প্রয়োজনেন তব ইহাগমনং কারণং হেতুঃ তৎ সর্ব্বং কথ্যতাম্‌ ॥ ৭৪ ॥ কো ভবা-নিত্যস্যোত্তরং বক্তুং শক্যমিত্যাহ, শ্রূয়তামিতি। অহং স এবেতি বাচ্যোঽর্থঃ ক ইতি বক্তুমক্যমিত্যর্থঃ। যন্নিমিত্তমিত্যস্যোত্তরমাহ, উপভোগেতি ॥ ৭৫ ॥ উপভোগস্য দেশান্তরাদিগমনপ্রয়োজনত্বং স্ফুটয়তি সুখদুঃখেতি। নিয়তদেশকালাদিভোগ্যঞ্চ সুখদুঃখয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদিত্যাহ, ধর্ম্মাধর্ম্মেতি ॥ ৭৬ ॥ যদাগমনকারণম্‌ ইত্য-স্যোত্তরমাহ, সর্ব্বস্যেতি। যতঃ সর্ব্বত্র সুখদুঃখভোগতৎসাধনাদৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাবেব সর্ব্বস্য কারণং ততো মমাগমনে বিশেষতঃ কারণং ত্বয়া কস্মাৎ পৃচ্ছ্যতে ? ইত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ রাজা তু তদাগমনকারণ-প্রয়োজনপ্রশ্নদ্বয়োত্তরমঙ্গীকুর্ব্বন্‌ প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাক্ষিপতি, ধর্ম্মা-ধর্ম্মাবিতি ত্রিভিঃ॥৭৮॥ কোঽহমিত্যেতদহংশব্দার্থত্বমাত্মনো বক্তুং ন শক্যতে ইতি। যত্তু এতদ্ভবতা প্রোক্তং তৎ শ্রোতুমিত্যন্বয়ঃ ॥৭৯ খপুষ্পাদিতুল্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ তর্হি বক্তুং ন শক্যেত, ন তু তদ-স্তীত্যাহ, যোঽস্তীতি। যদি চ গুরৌ হুঙ্কারত্বংকারাদিবদাত্মন্যহং শব্দো দোষায় স্যাৎ তর্হি বক্তুং ন শক্যেত, তচ্চ নাস্তীত্যাহ,-আত্মনীতি ॥ ৮০ ॥ ব্রাহ্মণস্ত্বাত্মন্যহংশব্দপ্রয়োগে প্রত্যবায়াভাব-মঙ্গীকৃত্য অহংশব্দস্য আত্মবাচকত্বাসম্ভবাদশক্যত্বমুক্তমিত্যাহ, শব্দোঽহমিত্যাদিনা। অহমিত্যেষ শব্দ আত্মনি দোষায় ন ভব-তীতি ত্বয়া যদুক্তং তত্তথৈব। কিন্তু অহংশব্দাদনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং স্যাৎ। অহংশব্দশ্চাত্মনি ভ্রান্তিলক্ষণো মোহমূলঃ স্যাৎ, অহং-শব্দস্য মিথ্যাত্ববিষয়ত্বাদনাত্মন্যাত্মজ্ঞানং দোষায় স্যাদিত্যর্থঃ। তথা হি অহং ব্রবীমীত্যাদিষু যুষ্মদর্থবিলক্ষণেঽহংশব্দপ্রয়োক্ত-র্য্যহংশব্দঃ প্রযুজ্যতে। তৎপ্রয়োক্তা চ কিং জিহ্বাদিঃ? বাগিন্দ্রিয়ং বা? দেহো বা? ক্ষেত্রজ্ঞো বা? ॥ ৮১ ॥ তত্র জিহ্বাদেরনাত্মতামাহ,

জিহ্বেতি। এতে জিহ্বাদয়ো নাহম্, অহংশব্দবাচ্যা ন ভবন্তি, জিহ্বাহমিত্যাদিপ্রয়োগাভাবাৎ। যতশ্চৈতে বাক্যনিষ্পাদনে হেতবঃ কারণানি ন তু কর্ত্তারঃ, ততোঽপ্যেতে নাহংশব্দবাচ্যাঃ॥ ৮২॥ বাগীন্দ্রিয়পক্ষেঽপ্যনাত্মত্বমাহ, কিমিতি। হেতুভির্জিহ্বাদিভিঃ সহকৃতা কিং বাগেব স্বয়মহমিতি বদতীতি মতং তথাপি বাগিন্দ্রিয়মহং ন ভবামি, অত ইত্যহমেতদুক্তং ন যুজ্যতে॥ ৮৩॥ ইন্দ্রিয়স্যানাত্মত্বমাহ, পিণ্ড ইতি। পিণ্ডো দেহঃ পুংস আত্মনঃ পৃথগেব দৃশ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যর্থঃ॥৮৪॥ ক্ষেত্রজ্ঞপক্ষেঽপ্যাহ, যদীতি দ্বাভ্যাম্। মত্তোঽন্যঃ সজাতীয়ঃ পরো বিজাতীয়ো বা যদি কোঽপ্যস্তি তদা তচ্ছব্দেনৈষোঽহমিতি বক্তুং যুজ্যতে॥ ৮৫॥ যদা সর্ব্বদেহেম্বেক এবাত্মা সাক্ষিতয়া ব্যবস্থিতঃ তদা কো ভবানিতি বহুষু নির্দ্ধারণরূপং প্রশ্নবচঃ সোঽহমিত্যন্যাত্মব্যাবৃত্ত্যা মম প্রতিবচশ্চ বিফলম্॥ ৮৬॥ ননু শিবিকাদ্যচেতনভেদস্য বাহ্যবাহকাদিচেতনভেদস্য চ দৃশ্যমানত্বাৎ কথমাত্মনঃ সজাতীয়বিজাতীয়ভেদো নাস্তীত্যাশঙ্ক্য তদ্ভেদস্য মিথ্যাত্বমাহ, ত্বং রাজেত্যাদিনা। লোকঃ পরিজনাদিঃ এতৎ সর্ব্বং সম্মোচ্যতে অপি তু অসদেব॥ ৮৭॥ তত্র তাবচ্ছিবিকাকারণমাহ, সরসো বৃক্ষঃ, ততশ্ছিন্নং শুষ্কং কাষ্ঠং দারু। ততঃ চতুস্রা রচিতেয়ং শিবিকা। তদা চ বৃক্ষদারুসংজ্ঞয়োরভাবাৎ-ব্যভিচারিত্বেন বৃক্ষদারুণোর্মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ॥ ৮৮॥ শিবিকাবস্থায়াং বৃক্ষদারুসংজ্ঞানিবৃত্তিং তদ্ব্যবহারনিবৃত্ত্যোপপাদয়তি, বৃক্ষারূঢ়ইতি॥ ৮৯॥ শিবিকাবস্থায়া অপি মিথ্যাত্বমাহ, শিবিকেতি। রচনাস্থিত্যা সংস্থিতো দারুসংঘাত এব শিবিকা। দারুভেদে কাষ্ঠবিভাগে কৃতে শিবিকা ক গতেতি ত্বয়া তার্কিকেণান্বিষ্যতাম্॥ ৯০॥ এবং ছত্ত্রারম্ভকাণাং শলাকানাং বিভাগে ছত্ত্রং ক গতমিতি বিমৃশ্যতাম্। তদেবং শিবিকাদেঃ অচেতনস্য সত্ত্বং নিরাকৃত্য তমেব ন্যায়ং চেতনত্বেন গৃহীতেম্বপ্যতিদিশতি, এষ ইতি। ময়ি মদ্দেহে ত্বয়ি তদ্দেহে চ বিমৃশ্যতাং শিরঃপাণ্যাদি-

বিভাগেন ত্বং ন চাহমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ ননু তর্হি ব্যবহারস্য কিং মূলমিত্যপেক্ষায়াং বাচারম্ভণমাত্রমিত্যাহ, পুমান্ স্ত্রীতি। কর্ম্মৈব হেতুর্যেষাং তেষু দেহেষ্বেবেয়ং লোকে সংজ্ঞা নত্বাত্মনি ॥ ৯২ ॥ তস্য সাক্ষিতয়া সর্ব্বত্রৈকরূপ্যাদিতি দর্শয়ন্নাহ পুমানিতি ॥ ৯৩ ॥ অতো লোকব্যবহারাস্পদং বস্তু সঙ্কল্পমাত্রবিলসিতমিত্যাহ, বস্ত্বিতি ॥ ৯৪ ॥ এতদেব পরমার্থবস্তুবৈলক্ষণ্যেন স্ফুটীকরোতি। যত্ত্বিতি। পরিণামাদিনা জাতং সংজ্ঞান্তরং কালান্তরেণাপি যন্ন প্রাপ্নোতি, তৎ পরমার্থবস্তু। তচ্চাত্র কিং? ন কিঞ্চিৎ। রাজাদীনামপি বাল্যযৌবনাদিপরিণামাদবস্তুত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং মহী ঘটত্বমিত্যাদি ॥ ৯৫ ॥ বর্ত্তমানকালেঽপ্যব্যবস্থিতিরূপত্বান্মিথ্যাত্বমিত্যাহ, ত্বং রাজেতি ॥ ৯৬ ॥ ননু রাজাদিরূপস্য প্রতিযোগিভেদেন অব্যবস্থিতত্বেঽপি শিরঃপাণ্যাদিমানহমেকরূপ এবেত্যত্রাহ? ত্বমিতি। অবয়বাবয়বিভাবস্যানিরুক্তেস্তদপি বক্তুমশক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥ ননু তথাপি বর্হিথবনাদিবদবয়বসমূহরূপোঽহং বস্তুভূতঃ কিং ন স্যাৎ? তত্রাহ, সমস্তেতি। অবয়বানামুপচয়েঽপচয়েঽপি দ্রষ্টৃত্বেন পৃথগৈক্যরূপেণ ত্বং ব্যবস্থিতঃ। দ্রষ্টৃশ্চ স্বপ্রকাশতয়া শব্দাদিগোচরত্বাসম্ভবাৎ। ত্বমেব স্বানুভবেন চিন্তয়েত্যাহ, কোঽহমিত্যত্রেতি ॥ ৯৮ ॥ অতো ময়া যদুক্তং কোঽহমিত্যেতৎ বক্তুং ন শক্যত ইতি তৎ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি, এবমিতি। এবমভিন্নে আত্মতত্ত্বে ব্যবস্থিতে সতি পৃথক্করণেনান্যব্যবচ্ছেদেন নিষ্পাদ্যমুচ্চার্য্যমেষোঽহমিত্যুক্তরং কথং ভাষিতুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েঽংশে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

নাহমিত্যাদিবাক্যেন প্রমাণাসম্ভবে গতে। প্রমেয়াসম্ভবাশঙ্কী ভূয়োভূয়োঽথ পৃচ্ছতি ॥১॥* নাহং পীবেত্যাদিবাক্যশ্রবণতঃ প্রমাণাসম্ভাবনায়াং নিবৃত্তায়ামপি নানাদর্শনপ্রসিদ্ধশ্রেয়সাং পরমার্থত্বে সতি আত্মৈব পরমার্থ ইত্যন্য প্রমেয়স্য অসম্ভাবনয়া পৃচ্ছতি, ভগবন্নিতি দশভিঃ ॥ ২ ॥ তর্হি ময়া কিং সন্দিগ্ধমুক্তং যেন তব মনসো ন্নত্তয়ো ভ্রমন্তীত্যত, আহ এতদিতি। যদেতৎ বিবেকবিজ্ঞানং ভবতা দর্শিতং তৎপ্রকৃতেঃ পরং মহদ্বুদ্ধৈব দর্শিতং, নতু তদ্বাক্যে সন্দেহঃ কশ্চিদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥ তদ্বাক্যমেবানুবদংস্তত্র সন্দেহাদ্যভাবং দর্শয়ন্নাহ, পূর্ব্বমেবেতি। অত্র সংসারে কিং শ্রেয়ঃ সংশ্রয় ইতি কপিলমহর্ষিং গত্বা প্রষ্টুমভ্যুদ্যতোঽস্মি ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ যথৈতদ্ভবতোচ্যতে তেন স এব প্রত্যক্ষতাং গত ইতি মন্যে। অন্যথৈবং বিধোক্তেরসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ অখিলানি যানি বিজ্ঞানানি তত্ত্বদর্শনানি তান্যেব জলবীচায়ো যস্মিন্ স উদধিঃ পরম জ্ঞানার্ণবো ভবান্। অতঃ পরমার্থভূতং শ্রেয়ো বদেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ তত্র শাস্ত্রান্তরসম্মতেভ্যঃ শ্রেয়োভ্য আত্মতত্ত্বমেব পরমার্থ ইতি নির্ণেতুং শ্রেয়ঃপরমার্থয়োর্ভেদং বিকল্পপূর্ব্বকমাহ, ভূপেতি। নু বিকল্পে শ্রেয়াংসি পরমার্থভূতানি ন বেতি বিকল্পে ন পরমার্থানীতি পাঠে ন বিদ্যতে পরমার্থভূতোঽর্থো যেষু তানি তথা ॥ ১২ ॥ তান্যেব শ্রেয়াংস্যুত্তরোত্তরমুৎকৃষ্টানি সপ্তোপন্যস্যতি, দেবতেতি

* পরমার্থবিবেকেঽপি শ্রেয়োঽর্থে জাতসংশয়ঃ।
ইতি তস্য বিবেকায় রাজা পৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ ॥
ইতি রত্নগর্ভঃ।

ত্রিভিঃ। যো হি ধনং পুত্রং রাজ্যং বেচ্ছতি, তস্য তদেব শ্রেয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ফলেনাভিসন্ধিতেঽসঙ্কল্পিতে তদ্‌যজ্ঞাদি কর্ম্মৈব প্রধানং মুখ্যং শ্রেয়ঃ। সংকল্পিতে তু যজ্ঞাদিসাধ্যং স্বর্গাদিকমেব শ্রেয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ আত্মা ধ্যেয় ইতি শ্রেয়ঃ আত্মধ্যানং শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ। তস্যৈবাত্মনঃ স্বস্য যঃ পরমাত্মনা সংযোগঃ, স পরং শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রেয়াংস্যেবমনেকানীত্যেতদুক্তং ভাগবতে। "ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং শমং দমম্। অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্। কেচিদ্‌যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্। আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ। দুঃখোদর্কাস্তপোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ„ ইত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥ ধনাদীনাম্ অপরমার্থত্বমুপপাদয়তি, ধর্ম্মায়েত্যাদিনা সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মমত্যেস্তেন। কামপ্রাপ্তিরুপলক্ষণং নিমিত্তং যস্য ব্যয়স্য সঃ। পুত্রশ্চেতি দ্বাভ্যাম্। যস্য পুত্রঃ পরমার্থাখ্যঃ স পিতাপ্যন্যস্য পুত্রত্বাৎপরমার্থভূতঃ সোঽন্যস্য তৎপিতাপ্যন্যস্য ॥ ১৭ ॥ ইত্যেবং পরমার্থঃ কোঽপি নাস্তীত্যতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, যস্মাৎ কার্য্যাণি জন্যানি পুত্রাদীনি কারণানাং জনকানাং পরমার্থঃ স্যাৎ তস্মাৎ অশেষঃ পরমার্থঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥ অত্র পক্ষে পরমার্থা ভবন্তি ন ভবন্তি চেতি কাকা যোজ্যম্। আগমাপায়িত্বাদ্রাজ্যাদিকং ন পরমার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞাদিসাধ্যস্য স্বর্গাদেরপ্যনিত্যতাং সাধয়ন্নপরমার্থতামাহ, ঋগিতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞকর্ম্মেতি যজ্ঞৈরাপ্তুমিষ্টতমং স্বর্গাদিকং পরমার্থভূতং যদি মতমিত্যর্থঃ ॥ ২১॥২২ ॥ যা ক্রিয়া নিষ্পাদ্যতে ইতি ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বং সর্গাদিকঞ্চ যন্নিষ্পাদ্যতে তদ্বিনাশি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ মুক্তিসাধনভূতত্বাদফলদমিত্যেতন্নাস্তি। ততশ্চান্যার্থত্বাৎ পরমার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥২৫॥ পরৈভ্যো দেহাদিভ্যো বিবিচ্যাত্মনশ্চিন্তালম্বনীভূতস্য ধ্যেয়ত্বাৎ ধ্যানং ভেদকারিপরমার্থশ্চ ন ভেদবান্। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥ জীবপরমাত্মনোরৈক্যোপাসনয়া তাদাত্ম্যলক্ষণো যোগঃ পরমার্থ

ইত্যেতদপি মতং মিথ্যৈব। তথাহি তয়োর্ভিন্নয়োরভিন্নয়োর্বা যোগঃ স্যাৎ। ভিন্নত্বে গবাশ্বয়োরিবৈক্যাসম্ভবঃ, অভিন্নত্বে চ বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরিব উপাধিব্যুদাসমাত্রং বিনা যোগশব্দার্থো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ শ্রেয়াংস্যাপেক্ষিকাণি ভবন্তি ন তু পরমার্থরূপাণি। পরমার্থস্তু আত্মৈবেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥ স চ এক এব ন তু প্রতিদেহং ভিন্নঃ, ব্যাপী সাক্ষিতয়া সর্ব্বব্যাপকঃ, সমঃ একরূপঃ ন তু জ্ঞানাদিপরিণামৈরনেকরূপঃ, শুদ্ধঃ কর্ত্তৃত্বাদিকালুষ্যশূন্যঃ। অতো জন্মবৃদ্ধ্যাদিভির্দেহাদিবিকারৈরসংস্পৃষ্টঃ। অত এব সর্ব্বগতঃ, ন তু দেহপরিণামঃ। অতো মধ্যপরিমাণত্বাভাবাৎ অব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥ পরজ্ঞানময়ঃ নিত্যজ্ঞানরূপঃ। ন তু ক্ষণিকজ্ঞানাত্মা। অসদ্ভিঃ অবিদ্যাময়ৈঃ নামজাত্যাদিভিঃ বর্ত্তমানভূতভবিষ্যৎকালেষু যোগশূন্যঃ। অতঃ বিভুঃ ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ননু প্রতিদেহমাত্মনো ভেদবিকারাদিপ্রতীতেঃ কথমেকত্বসর্ব্বগতত্বাদি? তত্রাহ তস্যেতি। আত্মপরদেহেষু তদ্দেহাকারাবচ্ছিন্নতয়া সতঃ স্ফুরতোঽপ্যেকাকারং যদ্বিশিষ্টং স্বপ্রকাশপরিচ্ছিন্নং জ্ঞানং স এব পরমার্থঃ, ভেদপ্রতীতেরুপাধিনিবন্ধনত্বাৎ। দ্বৈতবাদিনোঽপরমার্থদর্শিনঃ ॥ ৩১ ॥ এতৎ দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি বেণুরন্ধ্রেতি দ্বাভ্যাম্। অভেদস্য ব্যাপিনো বায়োর্যথা বেণুরন্ধ্রোপাধিভেদেন ষড়্জঋষভগান্ধারাদিস্বরাভিব্যঞ্জকত্বাৎ ন তন্নাদসংজ্ঞিতো ভেদস্তথা তস্য মহতোঽপরিচ্ছিন্নস্য আত্মনঃ স্বত একত্বম্ ॥ ৩২ ॥ রূপভেদস্তু দেবমনুষ্যাদিলক্ষণো বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ বাহ্যানামাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং যৎ কর্ম্ম তস্য প্রবৃত্তিঃ ফলং ততো জাতঃ। পাঠান্তরে বাহ্যানাং দেহানাং কর্ম্মভিঃ যা আবৃতিঃ আবরণং ততঃ প্রজায়তে ইতি বাহ্যকর্ম্মাবৃতিপ্রজো। ভেদঃ, নতু স্বতঃ তত্র। হেতুঃ। যস্মাৎ দেবাদিভেদে অপধ্বস্তে ভিদ্যতে অনেনেতি ভেদঃ অহঙ্কারঃ, দেবাদিভেদে দেহে তাবৎ অহঙ্কারাবরণে সুষুপ্ত্যাদৌ বিনষ্টে স ভেদো নাস্ত্যেব। দেবাদিভেদমধ্যাস্তে ইতি পাঠে

তু বাহ্যকর্ম্মাবরণনিমিত্তো রূপভেদোঽহঙ্কার এব দেবাদিভেদম্ অধ্যাস্তে অধিকৃত্য বর্ত্ততে, স্বতস্তু ভেদো নাস্ত্যেব যস্মাৎ আবরণে সতি স ভেদঃ নান্যদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং দ্বিতীয়েঽংশে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

প্রমাণতর্কতঃ সম্যক্ মানে মেয়েঽপি নিশ্চিতে। বুদ্ধ্যসম্ভাবনোত্থিতৈঃ নিদাঘাখ্যানমীর্য্যতে ॥ ইত্যুক্তে প্রমাণোপপত্তিভ্যামাত্মৈক্যে নিরূপিতেঽপি বিপরীতে ভাবনাদার্ঢ্যাৎ বুদ্ধ্যসম্ভাবনয়া মৌনিনং তুষ্ণীং চিন্তয়ানং ভূয়ো বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ ॥ ১ ॥* ২ ॥ নিসর্গাৎ স্বভাবাদেব বিজ্ঞাতং তত্ত্বস্য সদ্ভাবো যাথার্থ্যং যেন সঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ দৃষ্টাদৃষ্টয়োরাসক্ত্যা তস্যাদ্বৈতবাসনাং ন তর্কয়ামাস ॥ ৫ ॥ দেবিকায়াঃ নদ্যাস্তটে ॥ ৬ ॥ রম্যঃ উপবনপর্য্যন্তো যস্য তস্মিন্। যোগজ্ঞঃ কর্ম্মসু প্রবীণঃ ॥ ৭ ॥ তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্ ইতি ণ্বুলি যুবোরনাকৌ ইত্যকাদেশে সত্যবলোকক ইতি রূপম্ অবলোকয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তচ্চিত্তপরীক্ষার্থমাহ, ভো বিপ্রবর্য্যেত্যাদি ॥ ১১ ॥ যাবকো যববিকারঃ। বাট্যং বাটীভবং কন্দমূলফলাদি ॥ ১২ ॥ মৃষ্টং মধুরম্ সংযাবো গোধুমাদিবিকারস্তত্তুসন্নিভঃ। "দ্রপ্স্যং দধিঘনে তরং" ইত্যমরসিংহঃ। "ফাণিতং বিকৃতিগৌড়ী" ইতি হলায়ুধঃ ॥ ১৩ ॥ শালিনি! শ্লাঘ্যো প্রিয়ে! লক্ষ্যস্যোপসাধনমুপস্করঃ ॥ ১৪ ॥ ১৬ ॥ তৃপ্তিঃ ক্ষুত্‌যোঃ শান্তিঃ, তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, স্বস্থং প্রকৃতিস্থম্ ॥ ১৭ ॥

---

* শ্রুতে প্রমাণতত্ত্বেঽত্রাসম্ভাবনাকুলম্।
নিদাঘাখ্যানমস্মৈস্ত্বপবুদ্ধিমদীদিপৎ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

ক নিবাসস্তবেতি শেষঃ ॥১৮॥ ২০॥ দেহধর্ম্মাখ্যো দেহস্য ধর্ম্মাভ্যাং পার্থিবাপ্যধাতুক্ষয়াভ্যামাখ্যায়েতে। তে চ তদ্দ্বারা প্রাণধর্ম্মৌ অশনাপিপাসে প্রাণস্যেতি শ্রুতেঃ। মম প্রাণব্যতিরিক্তস্যাতে ন স্তঃ। ক্ষুন্নিমিত্তে দুঃখাভাবসাম্যাৎ তৃপ্তিরস্ত্বেবেত্যুপচারঃ ॥ ২১ ॥ মনসঃ স্বস্থতা চ তুষ্টিশ্চেতি যৎ পৃষ্টম্, ইমৌ তু চিত্তস্য ধর্ম্মৌ অতো যস্য চেতসশ্চিত্তস্য ইমৌ ধর্ম্মৌ তচ্চিত্তমেব পৃচ্ছ, নত্বহং পুমান্ প্রশ্নার্হঃ। যতঃ পুমানেভিঃ প্রাণচিত্তধর্ম্মৈস্তৃপ্তিস্বাস্থ্যৈর্ন যুজ্যতে ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ বায়ুবৎ ক্রমেণ সর্ব্বগতত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং ব্যাপীত্যুক্তম্ ॥২৪॥ ন কেবলম্ অহমেবৈবংভূতঃ কিন্তু ত্বমন্যে চ সর্ব্বেঽপি। ননু মম চান্যেষাঞ্চ তব চ পরিচ্ছেদগমনাদিপ্রতীতেঃ কথং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমুচ্যতে? তত্রাহ নচ ত্বমিতি। যস্ত্বলৌকিকঃ পরিচ্ছিন্নঃ প্রতীয়সে, এষ ত্বং ন ভবসি। যেচান্যে প্রাদেশিকাঃ প্রতীয়ন্তে তথাবিধাস্তেঽন্যে ন ভবন্তি। অহমপি যাদৃশস্ত্বয়া দৃষ্টো ন তাদৃশোঽহম্, কিন্তু ত্বমহমিত্যাদিব্যবহারগোচরঃ পরমাত্মৈব বয়ং সর্ব্বে, অতো ন প্রত্যক্ষবিরোধঃ ॥ ২৫ ॥ যদ্যেবং তর্হি মৃষ্ট-মেবান্নং ত্বয়া কিমর্থং যাচিতং? তত্রাহ মৃষ্টমিতি। এবং ময়োক্তে ত্বং কিং বক্ষ্যসীতি তব জিজ্ঞাসা কৃতা। কিন্তু মৃষ্টামৃষ্টপ্রস্তাবে ময়া কৃতে তয়োরবস্তুত্বোক্তিদ্বারা কিমপ্যাত্মতত্ত্বাশ্রিতং বক্ষ্যসি নবেতি ত্বৎপরীক্ষৈব কৃতা, নতু মৃষ্টার্থিতয়োক্তম্। তদ্ভেদস্যাবাস্তবত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ তদেবাহ কিমিতি দ্বাভ্যাম্। কিমস্বাদু অমৃষ্টম্ অথবা কিং মৃষ্টমন্নং নিয়তমস্তি? ভুঞ্জানস্য পুংসঃ ন কিঞ্চিদস্তি। তদেবাহ, যৎ মৃষ্টং তদেব যদা অতিতৃপ্তস্যোদ্বেগকারকং তদা অমৃষ্টং ভবতি ॥ ২৭ ॥ অতিক্ষুধিতস্য চামৃষ্টমেব যাবকাদি মৃষ্টং জায়তে তদেবং যদা মৃষ্টাদেব জনঃ কদাচিদুদ্বিজতে, তদা আদি-মধ্যাবসানেষু নিয়তং রুচিকারকং মৃষ্টং কিমন্নমস্তি? ন কিঞ্চি-দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ তর্হি কিমিতি ত্বয়া মৃষ্টমেব ভুক্তং তত্রাহ, মৃণ্ময়ং হীতি। পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ সূক্ষ্মৈরংশৈরালিপ্ত উপব্রং-

হিতো দেহঃ, স্থিরো ভবতি ॥ ২৯॥ প্রারব্ধকর্ম্মোপস্থাপিতং মৃষ্টমপি দেহনির্বাহমাত্রোপযোগিতয়া ভুক্তং নতু মৃষ্টবুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। দেহধারণে চ তুল্যা এব সর্ব্বে মৃষ্টামৃষ্টাঃ পরমাণব ইত্যাহ, যবেতি ॥ ৩০ ॥ স্বয়াপ্যনয়ৈব দৃষ্ট্যা ভোক্তব্যমিত্যাহ তদেতদিতি। মৃষ্টামৃষ্টবিচারশীলং যৎ মনঃ, তৎ সমতালম্বনশীলং কার্য্যম্, যতো মৃষ্টং ভুঞ্জানস্যাপি মনসঃ সাম্যং মুক্তয়ে ভবতি ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ প্রজ্ঞাদানায়েতি। প্রজ্ঞা অত্র উপাসনাত্মিকা। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥ ন ভেদি ভেদবন্ন ভবতি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়েঽংশে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বর্ষসহস্রে সমতীতে নিদাঘজ্ঞানদানায় যথাবিধি বদন্নাত্মৈক্যজ্ঞানস্য চিরকালবহূপদেশাপেক্ষিতয়া দুর্ল্লভতাং দর্শয়তি ॥ ১ ॥* অস্পৃশ্যস্পর্শাদিশঙ্কয়া জনসংমর্দ্দবর্জ্জকম্। ক্ষুধা ক্ষামঃ কৃশঃ কণ্ঠো যস্য তম্ ॥ ৩ ॥ আচার্য্যত্বং স্বীয়ং প্রচ্ছাদয়িতুমভিবাদ্য চ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥ পরলোকঃ পরিজনঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ১২ ॥ তদুপরি আরোহাপরাধং পরিহরতি, দৃষ্টান্তে দর্শিত ইতি। ১৩ ॥ তদেব ত্বং সমাচক্ষ্ব কতমস্ত্বমহং তথেতি সাক্ষেপোক্ত্যা ন ত্বং ত্বং, ন চান্যোঽন্যে, নাহমপ্যহমিতি ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বং যদুক্তং ত্বমহমিত্যাদিভেদোমিথ্যেতি তদেব স্মারিতঃ তস্য চরণৌ প্রগৃহ্য মাপয়ন্নিদাঘ আহ, ধ্রুবং ত্বং

* অসকৃৎ শ্রুতমদ্বৈতং দুর্জ্ঞেয়মিতি সূচয়ন্।
ঋভুরেব নিদাঘোপদেশং পুনরিহাব্রবীৎ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

মমাচার্য্য ইতি ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বগতং সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানত্বেনানুগতম্ ॥ ২১ ॥ অপ্রত্যক্ষেঽপ্যাত্মনি প্রত্যক্ষভেদভ্রমমাকাশদৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়ন্নুপদিষ্টমর্থং নিগময়তি, সিতনীলেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ জাতিস্মরণেন আপ্তো বোধো যেন, ভরতজন্মস্মরণেন হি তদা ঋষভদেবেন যৎ উপদিষ্টং জ্ঞানং তদেব যোগভ্রংশহেতুভূত-প্রারব্ধকর্ম্মাবসানে সত্যস্মিন্ দ্বিজজন্মন্যাবির্ভূতম্। অতস্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গং প্রাপ ॥ ২৪ ॥ তচ্চরিতবক্তৃশ্রোত্রোরপি তদেব ফলমাহ, ইতীতি।

পরানন্দপদাম্ভোজ-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ।
পুরাণে বৈষ্ণবে ব্যাখ্যাৎ তৃতীয়াংশে যথামতি ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়েঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াংশটীকা সমাপ্তা।